সৌরপুরাণম্।

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেত।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিতঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৩ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সৌরপুরাণ ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত উপপুরাণ। শ্লোকসংখ্যা ছয় হাজার। এই উপপুরাণ—দুই প্রকার, মতান্তরে দুই ভাগে বিভক্ত। আমাদের সংগৃহীত এই সৌরপুরাণ তন্মধ্যে অন্যতর। ইহা সম্পূর্ণ, অন্য কোন অংশের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। শিবমাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সৌরপুরাণ একখানি প্রধানতম গ্রন্থ। আমাদের দেশে এই গ্রন্থ দুর্লভ। দেশান্তর হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আদর্শ-পুস্তক সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ নহে, তবে মূলে সে সকল পাঠের অন্যথা না করিয়া অনুবাদস্থলে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য টীকাকারে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই পুরাণের ৪৫শ অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে ৫৩শ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যার্ণব অনুবাদ করিয়াছেন, তৎপরে ৬৩ম অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ। আর সকল অংশের অনুবাদই মৎকৃত। অনুবাদক এবং দূত উভয়েই সমান। পরকীয় অভিপ্রায় প্রকাশই উভয়ের কার্য্য, সেই কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিতে পারিলেই কর্ত্তব্য পালন হইল; তাহা কতদূর হইয়াছে, পাঠকগণ বিচার করিবেন। ইতি

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা

সম্পাদক।

ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা।

প্রকাশকের নিবেদন।

বিগত ১৩০৩ সালে এই সৌরপুরাণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায়, এক্ষণে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতি।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।
অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল। } প্রকাশক।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত

সৌরপুরাণম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যস্যাজ্ঞয়া জগৎস্রষ্টা বিরিঞ্চিঃ পালকো হরিঃ।
সংহর্ত্তা কালরুদ্রাখ্যো নমস্তস্মৈ পিনাকিনে ॥১
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
মুনীনামাশ্রয়ো নিত্যং নৈমিষারণ্যমুত্তমম্ ॥ ২
শৌনকাদ্যা মহাত্মানঃ শিবভক্তা মহৌজসঃ।
দীর্ঘসত্রং প্রকুর্ব্বন্তস্তত্রেশানস্য তুষ্টয়ে ॥ ৩
তস্মিন্ সত্রে মহাভাগো মুনীনাং ভাগ্যগৌরবাৎ
আজগাম মুনীন্ দ্রষ্টুং সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, জয়কীর্ত্তন অর্থাৎ পুরাণাদি পাঠ করিতে হয়। যাঁহার আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং কালরুদ্র সংহারকর্ত্তা; সেই পিনাকপাণিকে নমস্কার। তীর্থসমূহের মধ্যে উত্তম তীর্থ, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র এবং মুনিগণের নিত্য আশ্রয়-স্থল, উত্তম ভূমি নৈমিষারণ্যে মহাত্মা মহাতেজাঃ শৌনকাদি শিবভক্ত মুনিগণ, শিব-প্রীতি-উদ্দেশে দীর্ঘসত্রে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে মুনিগণের বিশেষ ভাগ্যফলে, পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহাভাগ সূত, মুনিগণ-দর্শনাভিলাষে সেই দীর্ঘসত্রে আগমন করিলেন।

তং দৃষ্ট্বা তে মহাত্মানো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রহৃষ্টাঃ প্রষ্টুমুদ্যুক্তাঃ পপ্রচ্ছু রোমহর্ষণম্ ॥ ৫

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং ভগবতা পূর্ব্বমাদিত্যেনাত্মরূপিণা।
পুরাণং কথিতং সৌরং তন্নো বক্তুমিহার্হসি ॥৬
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎ সাক্ষাৎ পূর্ব্বং হি বিদিতং ত্বয়া
ত্বত্তো নাস্তি পরো বক্তা পুরাণানাং মহাতপঃ
সন্ত্যন্যে বহবঃ শিষ্যা অপি তস্য মহাত্মনঃ।
তথাপি শিষ্যবাৎসল্যাৎ ত্বং পুরাণেষু যোজিতঃ
যান্যন্যানি পুরাণানি ত্বয়োক্তানি মহামতে।

পূর্ব্ব হইতেই প্রশ্ন করিবার জন্য উদ্যোগী সেই নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মারা সূত রোমহর্ষণকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—আত্মরূপী ভগবান আদিত্য যে সৌরপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা কি প্রকার? আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়। হে মহাতপঃ! আপনি এ সমস্ত বিষয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট পূর্ব্বেই বিদিত আছেন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা আর নাই। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্য অনেক শিষ্য আছেন বটে; কিন্তু বাৎসল্য বিশেষ-প্রযুক্ত আপনাকে পুরাণশাস্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১—৮। হে মহামতে! অন্য যে সকল পুরাণ আপনি পূর্ব্বে

অলং তৈঃ পার্ব্বতীকান্তভক্তো ভক্তিযুতস্ত্বিদম্
ন যজ্ঞৈর্ন তপোভির্বা ন দানৈর্ন ব্রতৈস্তথা।
শিবভক্তিমৃতে যস্মান্মুক্তির্নাস্তীতি শুশ্রুম ॥১০
দেবোঽয়ং ভগবান্ ভানুরন্তর্যামী সনাতনঃ।
যো জানীতে সর্ব্ববস্তূনাং তত্ত্বং জ্ঞাত্বৈব নান্যথা ॥
অতঃ শ্রদ্ধা হি মহতী শ্রোতুং ত্বদ্বদনামৃতম্।
অস্মাকং বর্ত্ততে সূত রোমহর্ষণ সুব্রত ॥ ১২
সূত উবাচ।
নত্বা সূর্য্যং পরং ধাম ঋগ্‌যজুঃসামরূপিণম্।
ত্রিসত্যং ত্রিজগদ্‌যোনিং ত্রিমার্গঞ্চ ত্রিতত্ত্বগম্ ॥
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি সৌরং শিবকথাশ্রয়ম্।
যচ্ছ্রুত্বা মনুজঃ শীঘ্রং পাপকঞ্চুকমুৎসৃজেৎ ॥১৪
শ্লোকদ্বয়ং পঠেদ্‌যস্তু শ্লোকমেকমথাপি বা।
শ্রদ্ধাবান্ পাপকর্ম্মাপি স গচ্ছেৎ সবিতুঃ পদম্
পৌরাণীং বৃত্তিমাশ্রিত্য যে জীবন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তন্মণ্ডলং বিনির্ভিদ্য তৎসাযুজ্যং ব্রজন্তি তে ॥
বক্তা যত্র রবিঃ সাক্ষাচ্ছ্রোতা যস্য সুতো মনুঃ
মাহাত্ম্যং কথ্যতে শম্ভোর্নাস্ত্যস্মাদধিকং দ্বিজাঃ
ইদং পুরাণং বক্তব্যং ধার্ম্মিকায়ানসূয়বে।
দ্বিজায় শ্রদ্দধানায় শিবৈকার্পিতবুদ্ধয়ে ॥ ১৮
আসীন্মনুঃ সূর্য্যসুতো বর্ত্ততে যো মহাতপাঃ।
স কদাচিন্মহাভাগঃ কামিকাখ্যং বনং যযৌ ॥ ১৯
প্রতর্দ্দনস্য নৃপতের্যজ্ঞে বিপুলদক্ষিণে।
তত্ত্বং বিচারয়ামাসুর্মিথো যত্র মহর্ষয়ঃ ॥ ২০
অশক্তাস্তে মহাভাগা ভৃগ্বাদ্যাস্তত্ত্ব নির্ণয়ে ॥২১
এবং স্থিতেষু বিপ্রেষু মায়য়া মোহিতাত্মসু।
সংশয়াবিষ্টচিত্তেষু বাগভূদশরীরিণী ॥ ২২
তপঃ কুরুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাস্তপো জ্ঞাননিবর্হণম্।

কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে প্রয়োজন নাই (শুনিয়াছি); এই সৌরপুরাণ শিবভক্তি-পূর্ণ, (ইহাই আমাদিগের শ্রোতব্য), কেননা, শিবভক্তি ব্যতীত যজ্ঞ, তপস্যা দান এবং ব্রত কোনপ্রকারেই মুক্তি হয় না। ইহা শ্রবণ করিয়াছি। এই সনাতন অন্তর্যামী ভগবান্ সূর্য্যদেবের অজ্ঞাত-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে হয় না, সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইয়াই তিনি বলিয়া থাকেন। হে সুব্রত সূত রোমহর্ষণ! এই জন্যই আপনার সেই বচনামৃত শ্রবণে বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সূত বলিলেন,—আমি ঋক্‌-যজুঃ-সামরূপী, ত্রিসত্য * ত্রিজগৎকারণ, ত্রিমার্গ † ত্রিতত্ত্বগ ‡ পরম তেজঃস্বরূপ সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া শিবকথাশ্রিত সৌরপুরাণ বলিতেছি, ইহা শ্রবণমাত্রে মানব পাপকঞ্চুক উন্মোচনে সমর্থ হয়। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধাসহকারে এই পুরাণের শ্লোকদ্বয় বা একটী শ্লোক পাঠ করে, তবে সে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল দ্বিজাতি এতৎপুরাণবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্য্য-সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যে পুরাণের বক্তা সাক্ষাৎ সূর্য্য, শ্রোতা তাঁহার পুত্র (বৈবস্বত) মনু এবং শিবমাহাত্ম্য যাহাতে বর্ণিত; সেই এই সৌরপুরাণ হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই এই পুরাণ, ধার্ম্মিক,অসূয়া-বর্জ্জিত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শিবৈকতৎপর দ্বিজের নিকট বক্তব্য ।৯—১৮। সূর্য্যের পুত্র (বৈবস্বত নামে বিখ্যাত) এক মনু ছিলেন, বর্ত্তমান সময় সেই মহাতপারই অধিকারভুক্ত। মহাভাগ মনু কোন সময়ে কামিকারণ্যে গমন করেন। তথায় রাজা প্রতর্দ্দনের প্রচুর-দাক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞে মহর্ষিগণ পরস্পরে তত্ত্ব-বিচার করিতেছিলেন। কিন্তু ভৃগু প্রভৃতি সেই মহাভাগগণ তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ মায়ামোহিত ও সংশয়াকুল অবস্থায় থাকিলে, দৈববাণী হইল, "হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! তপস্যা কর;

---

* ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে সত্যস্বরূপ।

† ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ এই লোকত্রয়ের পথে সঞ্চরণকারী অথবা মার্গত্রয়সেব্য।

‡ আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্বে অধিষ্ঠিত।

তপসা প্রাপ্যতে সর্ব্বমিতি তে শুশ্রুবুর্গিরম্ ॥২৩
শ্রুত্বা তু মুনয়ঃ সর্ব্বে ভৃগ্বাদ্যা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
মনুং পুরস্কৃত্য যযুঃ ক্ষেত্রং বৈ দ্বাদশাত্মনঃ।
বিশ্রুতং দ্বাদশাদিত্যমিতি লোকেষু তদ্বিজাঃ ॥
যত্র সন্নিহিতো নিত্যং ভানুস্ত্রিদশপূজিতঃ।
তেপুস্তত্র তপো ঘোরং তত্ত্বদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫
গতে বর্ষসহস্রে তু সূর্য্যঃ প্রত্যক্ষতামগাৎ।
কিমর্থং তপ্যতে বৎস সর্ব্বৈশ্চৈতৈর্মহর্ষিভিঃ।
তুষ্টোঽহং তব দাস্যামি যৎ তে মনসি বর্ত্ততে
এতে চ মুনয়ঃ সর্ব্বে তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
পশ্যন্তু মাং পরং দেবং বিশ্বান্তর্যামিণং বিভুম্ ॥

সূত উবাচ।

ইতি দৃষ্ট্বা রবিং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং পুরতঃ স্থিতম্
মেনে কৃতার্থমাত্মানং মনুর্বৈবস্বতস্তদা ॥ ২৮
আত্মন্যাত্মানমাধায় সর্ব্বভাবেণ সংযমী।
স্তুতিং চকার স মনুর্মুনিভিঃ সহ সুব্রতঃ ॥ ২৯

মনুরুবাচ।

নমো নমো বরেণ্যায় বরদায়াংশুমালিনে।
জ্যোতির্ম্ময় নমস্তুভ্যমনন্তায়াজিতায় তে ॥ ৩০
ত্রিলোকচক্ষুষে তুভ্যং ত্রিগুণায়ামৃতায় চ।
নমো ধর্ম্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥ ৩১
নরনারীশরীরায় নমো মীঢ়ুষ্টমায় তে।
প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্বায় ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥৩২
নমো ব্যাহৃতিরূপায় ত্রিলক্ষ্যায়াশুগামিনে।
হর্য্যশ্বায় নমস্তুভ্যং নমো হরিতবাহবে ॥ ৩৩
একলক্ষবিলক্ষায় বহুলক্ষায় দণ্ডিনে।
একসংস্থদ্বিসংস্থায় বহুসংস্থায় তে নমঃ।
শক্তিত্রয়ায় শুক্লায় রবয়ে পরমেষ্ঠিনে ॥ ৩৪
ত্বং শিবস্ত্বং হরির্দেব ত্বং ব্রহ্মা ত্বং দিবস্পতিঃ।
ত্বমোঙ্কারো বষট্কারঃ স্বধা স্বাহা ত্বমেব হি ॥৩৫

তপস্যাই জ্ঞানের সম্পাদক, তপস্যা হইতেই সকল বস্তু লাভ করা যায়।” এই দৈববাণী তাঁহারা শ্রবণ করিলেন। তখন সেই ভৃগু প্রভৃতি নিষ্পাপ মুনিগণ মনুকে অগ্রে করিয়া আদিত্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই ক্ষেত্র দ্বাদশাদিত্য নামে জগতে খ্যাত। তথায় দেবপূজিত সূর্য্য সতত সন্নিহিত। মুনিগণ তত্ত্বদর্শনাভিলাষী হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর গতে সূর্য্য মনুর প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। (এবং তিনি পুত্র মনুকে বলিলেন,) এই সকল মহর্ষিগণ কেন তপস্যা করিতেছেন? আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, যাহা তোমার অভিলষিত, তাহা প্রদান করিব। তপোনির্দ্দগ্ধকল্মষ এই সকল মুনিগণ আমাকে বিশ্বান্তর্যামী বিভু পরমদেবরূপে অবলোকন করুন। সূত কহিলেন,— প্রত্যক্ষতঃ সম্মুখে অবস্থিত সাক্ষাৎ সূর্য্যকে এইরূপে দেখিয়া বৈবস্বত মনু আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। সুব্রত মনু, মুনিগণের সহিত আত্মমনঃসমাধানপূর্ব্বক সর্ব্বভাবে সংযত হইয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন;—হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি বরেণ্য, বরদ, অংশুমালী, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি অনন্ত, অজিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিলোকচক্ষু, ত্রিগুণ, অমৃত, ধর্ম্ম, হংস এবং জগজ্জনক, আপনাকে নমস্কার। আপনি নরনারীরূপী, বর্ষকশ্রেষ্ঠ, সপ্তাশ্ব, ত্রিমূর্ত্তি, প্রজ্ঞানস্বরূপ এবং অখিলেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যাহৃতিরূপ, ত্রিলক্ষ্য, আশুগামী আপনাকে নমস্কার। আপনি হর্য্যশ্ব, আপনাকে নমস্কার; এবং আপনি হরিতবাহু, আপনাকে নমস্কার। আপনি একলক্ষ যোজন হইতেও বিশেষরূপে লক্ষ্য* এবং বহু ব্যক্তির লক্ষ্য; আপনি দণ্ডধারী, একসংস্থ, দ্বিসংস্থ এবং বহুসংস্থ; আপনি ত্রিশক্তিসম্পন্ন, শুক্ল, রবি এবং পরমেষ্ঠী; আপনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; আপনি দিবস্পতি, ওঙ্কার, বষট্কার, স্বধা এবং স্বাহা।

---

* “একলক্ষদ্বিলক্ষায় বহুলক্ষায়” এইরূপ পাঠ সন্দর্ভশুদ্ধ।

ত্বামৃতে পরমাত্মানং ন তৎ পশ্যামি দৈবতম্ ॥
এবং স্তুত্বা মনুঃ প্রাহ ভগবন্তং ত্রয়ীময়ম্।
মুনিভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা সম্যগ্দর্শনকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৩৭

মনুরুবাচ।

কিং তচ্ছ্রেয়স্করং তত্ত্বং বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্।
কস্মাদ্বিশ্বমিদং জাতং কস্মিন্ বা লয়মেষ্যতি ॥
কস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বশে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
তদেকমথবানেকমুভয়ং বা বদ প্রভো ॥ ৩৯
কেন বা জ্ঞায়তে সম্যগয়মশ্ব ইতীতিবৎ।
জ্ঞাতে তস্মিংস্তু কিংরূপং তস্য জ্ঞানং কিমাত্মকম্
চরিতং তস্য কিং তাত কিং তীর্থং তদধিষ্ঠিতম্
কেষামনুগ্রহস্তস্য তীর্থে নিবসতাং প্রভো ॥৪১
লক্ষণঞ্চ পুরাণানাং ব্রতানাঞ্চ ক্রমো যথা।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ বর্ণাচারবিধিঃ কথম্ ॥ ৪২
শ্রাদ্ধং কথং বা ক্রিয়তে প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ কথম্।
এতৎ সর্ব্বং হি ভগবন্ পৃষ্টং বক্তুমিহার্হসি ॥৪৩

পরমাত্মস্বরূপী আপনা ব্যতীত আর দেবতা দেখিতে পাই না। ১৯—৩৬। ধর্ম্মাত্মা মনু ত্রয়ীময় ভগবান্ সূর্য্যকে এইপ্রকার স্তব করিয়া তত্ত্বদর্শনাভিলাষী মুনিগণের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেদান্তে কোন্ শ্রেয়স্কর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে? এই বিশ্ব কোথা হইতে উৎপন্ন এবং কোথায় বা লয় পাইবে? ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা কাহার বশবর্ত্তী? সেই বস্তু এক বা অনেক, অথবা এক অনেক ? হে প্রভো! ইহা আপনি বলুন। 'এই অশ্ব' এইরূপ প্রত্যক্ষীভাবের ন্যায় তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় কিরূপে? তাঁহাকে জানিতে পারিলে কিরূপ অবস্থা হয়? এবং তাঁহার জ্ঞানের স্বরূপই বা কি? হে তাত! তিনি কীদৃশ চরিতসম্পন্ন? তাঁহার অধিষ্ঠিত কোন্ তীর্থ? হে প্রভো! তদীয় তীর্থবাসী কাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হয়? পুরাণলক্ষণ, ব্রতক্রম এবং বর্ণাশ্রমাচার কিরূপ? শ্রাদ্ধ কিরূপে করা যায়? প্রায়শ্চিত্তবিধি কি প্রকার? হে ভগবন্! এক্ষণে এই সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর

এবং মনোর্বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ ভাস্করো দ্বিজাঃ।
যৎ পৃষ্টং তদশেষেণ বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে নৈমিষারণ্যপ্রশংসাদি-কথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভানুরুবাচ।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
পুরাণেঽস্মিন্ মহাভাগ সর্ব্ববেদার্থসংগ্রহে ॥ ১
তৎ তত্ত্বং যদ্ভগবতো রূপমীশস্য শূলিনঃ।
বিশ্বং তেনাখিলং ব্যাপ্তং নান্যেনেত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ
স এবাত্মা সমস্তানাং ভূতানাং মনুজাধিপ
চৈতন্যরূপো ভগবান্ মহাদেবঃ সহোময়া ॥ ৩
একোঽপি বহুধা ভাতি লীলয়া কেবলঃ শিবঃ
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপেণ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥৪

করুন। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ ভাস্কর, মনুর এই প্রকার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৭—৪৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভানু বলিলেন,—হে মহাভাগ পুত্র! শ্রবণ কর। সর্ব্ববেদার্থ-সংগ্রহাশ্রয় এই পুরাণে তত্ত্ব কথা অবধারিত আছে, ইহা শ্রবণ কর। ভগবান্ শূলপাণি ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ, তাহাই তত্ত্ব; সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, বিশ্বব্যাপক আর কিছুই নাই, শ্রুতিতে ইহা কথিত হইয়াছে। হে মনুজাধিপ! তিনিই সমস্ত প্রাণীর আত্মা। উমা সহিত ভগবান মহাদেব চৈতন্যরূপী। দেবদেব মহেশ্বর অদ্বিতীয় শিব, একমাত্র হইয়াও লীলাবশে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি নানারূপে বিরাজ

পৃষ্টো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ কস্ত্বং দেবেতি শঙ্করঃ।
অব্রবীদহমেবৈকো নান্যঃ কশ্চিদিতি শ্রুতিঃ ॥৫
আত্মভূতান্মহাদেবাল্লীলাবিগ্রহরূপিণঃ।
আদিসর্গে সমুদ্ভূতৌ ব্রহ্মবিষ্ণু সুরোত্তমৌ ॥ ৬
তমেকং পরমাত্মানমাদিকর্ত্তারমীশ্বরম্।
প্রাহুর্বহুবিধং তত্ত্বজ্ঞা ইন্দ্রং মিত্র ইতি শ্রুতিঃ ॥৭
ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিন্নণীয়ানপি কশ্চন।
তেনেদমখিলং পূর্ণং শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৮
মুমুক্ষুভিঃ সদা ধ্যেয়ঃ শিব একো নিরঞ্জনঃ।
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য মুক্ত এব বিমুচ্যতে ॥ ৯
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রায়ণে কারণং পরম্।
শিবভক্তিঃ সদা সত্যং নান্যৎ কিঞ্চন ভূতলে ॥
ত্রিলোক্যাংসুখকামো যস্তেন পূজ্যঃ সদা শিবঃ
শিবভক্তিমৃতে সৌখ্যং কুতঃ স্যাৎ সর্ব্বদেহি-
নাম্ ॥ ১১
শিবভক্ত্যা ধনং বিদ্যা যশঃ শত্রুক্ষয়স্তথা।
প্রাপ্যতে বিজয়ঃ সর্ব্বং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১২
রোগক্ষয়স্তথারোগ্যং যদন্যচ্চ মনসেচ্ছতি।
জনস্তৎ সর্ব্বম প্নো ত বেদস্য বচনং যথা ॥ ১৩
যদা ললাটে ধাত্রা হি লিখিতং সৌখ্যমুত্তমম্।
শিবভক্তৌ তদা বুদ্ধির্জায়তে নান্যথা ধ্রুবম্ ॥
ন তস্য কর্ম্ম কার্য্যং বা বন্ধমুক্তী মহেশিতুঃ।
আনন্দরূপয়া গৌর্য্যা ক্রীড়তিস্ম মহেশ্বরঃ ॥১৫
অক্ষরং পরমং ব্যোম শৈবং জ্যোতিরনাময়ম্
যস্তন্ন বেদ কিং বেদৈর্ব্রাহ্মণস্য ভবিষ্যতি ॥১৬
নান্যো বেদ্যঃ স্বয়ংজ্যোতী রুদ্র একো নির-
ঞ্জনঃ।
তস্মিন্ জ্ঞাতেঽখিলং জ্ঞাতমিত্যাহুর্ব্বেদবাদিনঃ
অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চান্যে দিবৌকসঃ।

করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবকে "হে দেব! আপনি কে?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একমাত্র আমিই বর্ত্তমান, আর কেহ নাই, ইহাই বেদবাক্য। আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতে উদ্ভূত হন। সেই আদিকর্ত্তা পরমাত্মা অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই তত্ত্ববেত্তৃগণ বহুবিধরূপে নির্দ্দেশ করেন। 'ইন্দ্রং মিত্র'ইত্যাদি বেদমন্ত্রেও সেই কথা প্রকাশিত আছে। তাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহ নাই; তদপেক্ষা অণুতমও কেহ নাই। সেই পরমাত্মা শঙ্করই এই অখিল-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই একমাত্র নিরঞ্জন শিবকেই সতত ধ্যান করিবে। তাহাতেই জীবন্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে। সর্ব্বদা শিবভক্তিই জগতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের পরমকারণ, আর কিছু নহে; ইহা নিশ্চিত। ত্রৈলোক্যে সুখ-কামনা যাহার আছে, সে ব্যক্তি সদা শিব-পূজা করিবে। শিবভক্তি ব্যতীত জীবের সুখলাভ কোথা হইতে হইবে? ধন, বিদ্যা যশ, শত্রুক্ষয় এবং জয় সকলই শিবভক্তিবলে লাভ করা যায়, ইহা সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই! রোগক্ষয়, রোগাভাব এবং যাহাই মনের আকাঙ্ক্ষিত, তৎসমস্তই শিবভক্তিবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ বেদবাক্য আছে। বিধাতা ললাটে যখন সুখলাভ লিখিয়াছেন, তখনই লোকের শিবভক্তিতে বুদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, ইহা নিশ্চিত। ১—১৪। সেই মহেশ্বরের কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নাই, * বন্ধ বা মুক্তি নাই; তিনি আনন্দরূপা গৌরীর সহিত নিত্য নিত্য ক্রীড়া করেন মাত্র। অবিকারী শৈবজ্যোতিঃ অব্যয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং আকাশবৎ। যে ব্রাহ্মণ তাহা অবগত নহে, বেদ সকল তাহার পক্ষে নিষ্ফল। স্বয়ংপ্রকাশ নিরঞ্জন একমাত্র রুদ্রই জ্ঞেয়, আর কিছুই জ্ঞেয় নাই। বেদবাদিগণ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান হয়। আমি (সূর্য্য), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারাও অদ্যাপি

---

* মূলে "ন তস্যাকর্ম্ম কার্য্যং বা" এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। আর যথাবস্থিত মূল-পাঠের অনুবাদ—"তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, বন্ধ নাই, মুক্তি নাই।"

অদ্যাপ্যুপায়ৈর্বিবিধৈঃ শম্ভোর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণাঃ
ন দানৈর্ন তপোভির্বা নাশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ।
ভক্ত্যৈবানন্যয়া রাজন্ জ্ঞায়তে ভগবাঞ্ছিবঃ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
ভর্গাদ্বিশ্বস্য ভরণাদ্বিশ্বযোনেরুমাপতেঃ॥ ২০
তস্য জ্ঞানময়ী শক্তিরব্যয়া গিরিজা শিবা।
তয়া সহ মহাদেবঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ॥ ২১
আচক্ষতে তয়োর্ভেদমজ্ঞা ন পরমার্থতঃ।
অভেদঃ শিবয়োঃ সিদ্ধো বহ্নিদাহিকয়োরিব॥
মায়া সা পরমা শক্তিরক্ষরা গিরিজাব্যয়া।
মায়াবিশ্বাত্মকো রুদ্রস্তজ্‌জ্ঞাত্বা হ্যমৃতীভবেৎ॥
স্বাত্মন্যবস্থিতং দেবং বিশ্বব্যাপিনমীশ্বরম্।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ জ্ঞাত্বা পাশৈর্বিমুচ্যতে॥
সকলং তস্য ভাসৈব ভাতি নান্যেন শঙ্করঃ।
তস্মিন্ প্রকাশমানে হি নৈব ভাস্ত্যনলাদয়ঃ॥২৫
তস্মিন্ মহেশ্বরে গূঢ়ে বিদ্যাবিদ্যে ক্ষরাক্ষরে
বিধাতরি জগন্নাথে বিশ্বং ভাতি ন বস্তুতঃ॥২৬
তস্মিন্ মহেশ্বরে বিশ্বমোতপ্রোতং ন সংশয়ঃ।
তস্মিন্ জ্ঞাতেঽখিলৈঃ পাশৈর্মুচ্যতে মনুজেশ্বর
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ো দেবা মুনয়ো মনবস্তথা।
সর্ব্বে ক্রীড়নকাস্তস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ॥২৮
স এবৈকো ন চানেকো ন দ্বিরূপঃ কদাচন।
তস্যাজ্ঞয়াখিলং বিশ্বং বর্ত্ততে তন্নিয়ন্ত্রিতম্॥ ২৯
আদিসর্গে মহাদেবো ব্রাহ্মণমসৃজৎ প্রভুঃ।
দক্ষিণাঙ্গাদ্বিরূপাক্ষঃ সৃষ্ট্যর্থং লীলয়া কিল॥৩০
তস্মৈ বেদান্ পুরাণানি দত্তবানগ্রজন্মনে।
বাসুদেবং জগদ্‌যোনিং সত্ত্বোদ্রিক্তং সনাতনম্
অসৃজৎ পালনার্থঞ্চ বামভাগান্মহেশ্বরঃ।
হৃদয়াৎ কালরুদ্রাখ্যং জগৎসংহারকারকম্।
অসৃজদ্‌যোগিনাং ধ্যেয়ো নির্গুণস্তু স্বয়ং শিবঃ

বিবিধ উপায়ে শিবদর্শনাভিলাষে কালযাপন করেন। দান, তপস্যা বা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ শিবকে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু হে রাজন্! তদ্গতভক্তি-ফলেই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। যে বিশ্ব পালক, বিশ্বকারণ ভর্গ উমাপতিকে না পাইয়া বাক্য ও মন প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাঁহারই জ্ঞানময়ী অব্যয়া শক্তি গিরিরাজনন্দিনী শিবা। মহাদেব তাঁহারই সহযোগে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তদুভয়ের ভেদ কীর্ত্তন করেন, বাস্তব ভেদ কিন্তু নাই। বহ্নি ও দাহিকাশক্তির ন্যায়, শিব-শিবার অভেদ প্রসিদ্ধ। সেই অক্ষয়া অব্যয়া পরমা শক্তি গিরিজা মায়া, আর রুদ্র মায়া-বিশ্বস্বরূপী; ইহা অবগত হইলে মুক্তি লাভ হয়। হে রাজন্! স্বাত্মাবস্থিত বিশ্বব্যাপী দেব ঈশ্বরকে পরম ভক্তিযোগে অবগত হইলে, বন্ধনমুক্ত হয়। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল উদ্দীপ্ত, শিব-ভিন্ন * অন্য কোন প্রভায় তাহা উদ্দীপ্ত, নহে। তাঁহার প্রকাশ (উপলব্ধি) হইলে, অনলাদির প্রভা থাকে না। সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপী, ক্ষর এবং অক্ষরাত্মক, বিধানকর্ত্তা, জগন্নাথ, দুর্জ্ঞেয় মহেশ্বরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাসিত হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুসত্তা ব্রহ্মাণ্ডের নাই। এই জগৎ সেই মহেশ্বরেই ওতপ্রোত সন্দেহ নাই। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, জ্ঞাতা মানবশ্রেষ্ঠ অখিল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ১৫—২৭। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ এবং মনুগণ, সকলেই সেই দেবদেব শূলপাণির ক্রীড়নক মাত্র। তিনি একই, বহু বা দুই কদাচ নহেন; তদীয় নিয়মতন্ত্র এই অখিল বিশ্ব তাঁহার আদেশে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ আছে, প্রভু বিরূপাক্ষ মহাদেব সৃষ্টিপ্রারম্ভে সৃষ্টির জন্য লীলাবশে দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শিব, সেই প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ-পুরাণ প্রদান করেন। মহেশ্বর, সত্ত্ববহুল জগৎ-কারণ সনাতন বাসুদেবকে জগৎপালনের জন্য বামাঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগি-

* মূলে "নান্যেন শঙ্করঃ" পাঠ আছে। কিন্তু সে পাঠ কষ্টকল্পনা করিয়া রাখিতে হয়, 'নান্যেন শঙ্করাৎ' সঙ্গত পাঠ।

বিশ্বং তস্মাদ্ধি সম্ভূতং তস্মিংস্তিষ্ঠতি শঙ্করে।
লয়মেষ্যতি তত্রৈব ত্রয়মেতৎ স্বলীলয়া ॥৩৩
স এবাত্মা মহাদেবঃ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
জ্ঞানেন ভক্তিযুক্তেন জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩৪
ন পশ্যামি মহাদেবাদধিকং দেবতান্তরম্।
বেদা অপি তমেবার্থমাহুঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৩৫

বেদা উচুঃ।

যং প্রপশ্যন্তি বিদ্বাংসো যোগিনঃ ক্ষপিতাশয়াঃ
নিয়ম্য কারণগ্রামং স এবাত্মা মহেশ্বরঃ ॥৩৬
ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রচন্দ্রাদ্যা যস্য দেবস্য কিঙ্করাঃ।
যস্য প্রসাদাজ্জীবন্তি স দেবঃ পার্ব্বতীপতিঃ ॥
ন জানন্তি পরং ভাবং যস্য ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
অদ্যাপি ন বয়ং বিদ্মঃ স দেবস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥৩৮
শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সত্যমস্মদ্বচঃ পরম্।
নাস্তি রুদ্রান্মহাদেবাদধিকং দৈবতং পরম্ ॥৩৯
ন যথা কূর্ম্মরোমাণি শৃঙ্গং ন শশমস্তকে।
ন যথাস্তি বিয়ৎপুষ্পং তথা নাস্তি হরাৎ পরম্
শিবশক্তিমৃতে যস্তু সুখমাপ্তুমিহেচ্ছতি।
অজাগলস্তনাদেব স দুগ্ধং পাতুমিচ্ছতি ॥৪১
মহাদেবং বিজানীয়াদয়মস্মীতি পণ্ডিতঃ।
অন্যৎ কিমস্মাদপ্যস্তি জ্ঞাতব্যং মুক্তিহেতবে ॥
ব্রাহ্মীং নারায়ণীং রৌদ্রীং পূজয়িত্বা মহেশ্বরীম্।
যৎ প্রপশ্যন্তি যোগীন্দ্রাস্তদ্বিদ্যাচ্ছাঙ্করং পদম্ ॥
ক্রমাচ্চক্রাণি চণ্ক্রম্য শঙ্খিন্যামুপরি স্থিতম্।
যদভিব্যজ্যতে জ্যোতিস্তদ্বিদ্যাচ্ছাঙ্করং পদম্
দেবযানপথং হিত্বা পিতৃযাণং তথোত্তরম্।
গগনাদ্‌যো রবঃ সূক্ষ্মঃ শঙ্করস্য স বাচকঃ ॥ ৪৫
বিশ্বতশ্চক্ষুরীশানস্ত্রিশূলী বিশ্বতোমুখঃ।
জনকঃ সর্ব্বভূতানামেক এব মহেশ্বরঃ ॥৪৬
বালাগ্রমাত্রং হৃৎপদ্মে স্থিতং দেবমুমাপতিম্।
যেঽনুপশ্যন্তি বিদ্বাংসস্তেষাং শান্তির্হি শাশ্বতী

গণের ধ্যেয় স্বয়ং নির্গুণ সদাশিব জগৎ-সংহার-কারক কালরুদ্রকে হৃদয় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্ব শিব হইতে সম্ভূত, শিবেই স্থিত এবং শিবেই লীন হইবে ; এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শিবের লীলাবশেই হইয়া থাকে। সেই মহাদেবই সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা ; ভক্তিযুক্ত জ্ঞান দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে হয়। মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতা দেখি না, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বেদ সকলও এই কথা বলিয়াছেন,—নিষ্কাম জ্ঞানী যোগিগণ, ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযমপূর্ব্বক যাঁহাকে অবলোকন করেন, সেই মহেশ্বরই আত্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার কিঙ্কর, যাঁহার প্রসাদে সকলে জীবিত থাকে, পার্ব্বতীকান্ত সেই দেবতা। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার প্রকৃত ভাব জানিতে অসমর্থ এবং অদ্যাপি আমরা যাঁহাকে জানিতে পারি নাই, ত্রিপুরান্তক সেই দেবতা। সকল দেবগণ আমাদিগের এই পরম সত্য বাক্য শ্রবণ করুন, মহাদেব রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতা নাই। কূর্ম্মরোম, শশশৃঙ্গ এবং আকাশকুসুম যেমন অলীক, সেইরূপ শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতাও অলীক। যে ব্যক্তি শিবশক্তি (শিবভক্তি?) ব্যতীত সুখলাভ করিতে অভিলাষ করে, ছাগ-গলদেশস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড হইতে দুগ্ধপান করিতেও, সে, অভিলাষ করিতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি মহাদেবকে 'এই আমি' এইরূপ বিচেনা করিবে। মুক্তির জন্য আর কি জ্ঞাতব্য আছে? ব্রাহ্মী, নারায়ণী, রৌদ্রী এবং মাহেশ্বরীকে পূজা করিয়া যাহা দর্শন করিতে হয়, তাহাই শিব-পদ জানিবে। ক্রমে ক্রমে চক্র সমুদয় উত্তরণের পর শঙ্খিনীর উপরিভাগে যে জ্যোতি অভিব্যক্ত হয়, তাহাই শৈবপদ। দেবযান-পথ অতিক্রম করিয়া এবং পিতৃযাণ-পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তদুত্তরে আকাশসম্ভূত যে রব অর্থাৎ ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না-নাড়ীব্যঞ্জিত অনাহত চক্রের যে শব্দ, তাহাই শিবের বাচক। ২৮—৪৫। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্ব্বদর্শী) বিশ্বতোমুখ ত্রিশূলী ঈশান একমাত্র মহেশ্বরই সর্ব্বভূতের জনক। কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম পরিমাণে হৃৎপদ্মে অবস্থিত দেব উমা-

পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি বিভুঃ পৃথিবী বেত্তি নৈব তম্
রূপঞ্চ পৃথিবী যস্য তস্মৈ ভূম্যাত্মনে নমঃ ॥৪৮
অপ্সু তিষ্ঠতি নৈবাপস্তং বিদুঃ পরমেশ্বরম্।
আপোরূপঞ্চ যস্যৈব নমস্তস্মৈ জলাত্মনে ॥৪৯
যোঽগ্নৌ তিষ্ঠত্যমেয়াত্মা ন তং বেত্তি কদাচন
অগ্নী রূপং ভবেদ্‌যস্য তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ ॥
তিষ্ঠত্যজস্রং যো বায়ৌ ন বায়ুর্বেত্তি তং পরম্
বায়ুর্যস্য ভবেদ্রূপং তস্মৈ বায়্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫১
ব্যোম্নি তিষ্ঠতি যো নিত্যং ব্যোম বেত্তি ন তং হরম্।
ব্যোম যস্য ভবেদ্রূপং তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ
সূর্য্যে তিষ্ঠতি যো দেবো ন সূর্য্যো বেত্তি শঙ্করম্।
যস্য সূর্য্যো ভবেদ্রূপং তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥
যশ্চন্দ্রে তিষ্ঠতি বিভুর্ন চন্দ্রো বেত্তি শাশ্বতম্।
চন্দ্রো যস্য ভবেদ্রূপং তস্মৈ চন্দ্রাত্মনে নমঃ ॥৫৪

যজমানে তিষ্ঠতি যো ন তং বেত্তি কদাচন।
যজমানোঽপি যদ্রূপং যজমানাত্মনে নমঃ ॥৫৫
ত্বত্তো বয়ং সমুদ্ভূতাস্ত্বয্যেব বিলয়স্তথা।
প্রমাণপদমারূঢ়াস্ত্বৎপ্রসাদাদ্‌বৃষধ্বজ ॥৫৬

ভানুরুবাচ।

এবং বেদস্তুতিং শ্রুত্বা ভগবান্ গিরিজাপতিঃ।
প্রত্যক্ষঃ সমভূৎ তেষাং বেদানাং মনুজাধিপ
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সূর্য্যসোমাগ্নিলোচনঃ ॥৫৮
স্থূলাৎ স্থূলতরঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরঃ পরঃ।
বেদানুবাচ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯

ঈশ্বর উবাচ।

মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যধ্বং হে বেদা লোকপূজিতাঃ।
যুষ্মানাশ্রিত্য বিপ্রেন্দ্রাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি নান্যথা ॥৬০
যে যুষ্মান্ সমতিক্রম্য যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ কর্ম্ম তেষাং যুষ্মদবজ্ঞয়া ॥৬১

পতিকে যে জ্ঞানীরা অবলোকন করিতে পান, তাঁহাদের অক্ষয়শান্তি লাভ হয়। যে প্রভু পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী তাঁহাকে অবগত নহে, পৃথিবী যাঁহার মূর্ত্তি-ভেদ, সেই ভূমিরূপী শিবকে প্রণাম। যে পরমেশ্বর জলে অবস্থিত, অথচ জল তাঁহাকে অবগত নহে, জল যাঁহার স্বরূপ, সেই জল-ময়-শরীরী শিবকে নমস্কার। যে অমেয়াত্মা অগ্নিতে অবস্থিত, অথচ অগ্নি তাঁহাকে কদাচ জানে না, অগ্নি যাঁহার স্বরূপ, সেই বৈশ্বানরাত্মা শিবকে নমস্কার। যিনি সতত বায়ুতে বিরাজমান, কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার স্বরূপ, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা আকাশ স্থিত, কিন্তু আকাশ তাঁহাকে জানিতে পারে না, আকাশ যাঁহার স্বরূপ, সেই আকাশাত্মাকে নমস্কার। যে দেব সূর্য্যে অবস্থিত, কিন্তু সূর্য্য তাঁহাকে জানিতে পারেন না, সূর্য্য যাঁহার স্বরূপ, সেই সূর্য্যরূপী শিবকে নমস্কার। যে প্রভু শঙ্কর চন্দ্রে অবস্থিত, চন্দ্র তাঁহাকে জানিতে পারেন না, চন্দ্র যাঁহার রূপবিশেষ, সেই চন্দ্রাত্মা শঙ্করকে নমস্কার। যিনি যজমানে অবস্থিত, অথচ যজমান কথনই তাঁহাকে জানে না, যজমান যাঁহার স্বরূপ, সেই যজমানমূর্ত্তি শিবকে নমস্কার। হে বৃষধ্বজ! আমরা আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া আপনার প্রসাদে 'প্রমাণ' পদ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পরিণামে আপনাতেই বিলীন হইয়া থাকিব। ৪৬—৫৬। সূর্য্য বলিলেন,—হে মনুজাধিপতে! বেদগণের এই স্তব শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পার্ব্বতীকান্ত তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। কোটিসূর্য্যসঙ্কাশ, সহস্রচক্ষুঃ সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক, সোমসূর্য্য-বাহ্নিনেত্র, স্থূল হইতে স্থূলতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, স্থূল-সূক্ষ্ম, দেব-দেব মহেশ্বর বেদগণকে বলিলেন, হে বেদ সকল! আমার প্রসাদে তোমরা সর্ব্বলোক-পূজিত হইবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্ম করিবেন, অন্য প্রকারে তাঁহাদের কর্ম্ম হইবে না। যাহারা তোমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে কোন কর্ম্ম করিবে, তোমাদিগকে অবজ্ঞা করাতে তাহাদের সে সব কর্ম্ম নিষ্ফল

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চান্যন্মোক্ষসাধনম্
যুষ্মদ্বচো নান্যদিতি মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬২
যে বৈ যুষ্মাননাদৃত্য শাস্ত্রং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নিরয়ে তে বিপচ্যন্তে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥৬৩
শ্রেয়সে ত্রিষু লোকেষু ন বেদাদধিকং পরম্।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহ ইতি দত্তো বরো ময়া ॥৬৪
যুষ্মৎকৃতং পরং স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ
তেষামধ্যয়নং পুণ্যং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥৬৫

ভানুরুবাচ।

এবংদত্ত্বা বরান্‌দেবো বেদেভ্যো গিরিজাপতিঃ
পশ্যতামেব বেদানাং ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ ॥৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে শিবমহিমবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইবে। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম, তথা মুক্তির উপযোগী যে কিছু আছে, সমস্তই তোমাদিগের বাক্য—এইরূপ বিবেচক ধীর দুঃখপীড়িত হন না। যে সব মানব, তোমাদিগকে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করে, তাহারা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ নরকভোগ করে। ত্রৈলোক্যে বেদ হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই, এ বিষয়ে সংশয়াভাব, আমি তোমাদিগকে এই বর দিলাম। যে সকল দ্বিজ, তোমাদিগের কৃত এই মদীয় পরম স্তোত্র পাঠ করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন-পুণ্য হইবে। দেব পার্ব্বতীনাথ, বেদগণকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়া বেদগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ৫৭—৬৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভানুরুবাচ।

যদেতদৈশ্বরং তেজঃ সর্ব্বগং ভাতি কেবলম্।
তদেব শরণং গচ্ছ যদীচ্ছসি পরং পদম্ ॥ ১
তদেব সর্ব্বভূতস্থং চিন্মাত্রং তমসঃ পরম্।
অক্ষরং নির্গুণং শুদ্ধমানন্দং পরমব্যয়ম্ ॥ ২
প্রত্যক্ষং সর্ব্বভূতানামজ্ঞানং তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩
বিশ্বমায়াবিধাতারং ষট্‌ত্রিংশদ্রূপিণম্।
ভক্তিগ্রাহ্যং মহাদেবং জানীহ্যাত্মনি সংস্থিতম্
আত্মভূতে মহাদেবে যোগিধ্যেয়ে সনাতনে।
ভক্তিমাস্থায় পরমাং পরং নির্ব্বাণমাপ্নুহি ॥ ৫
তীর্থযাত্রা বহুবিধা যজ্ঞাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূর্য্য বলিলেন,—এই যে সর্ব্বত্রগ, একমাত্র ঐশ্বর তেজ প্রতিভাত হইতেছে, যদি পরমপদ ইচ্ছা কর ত তাঁহারই শরণাগত হও। তাহাই তমোতীত, চিন্মাত্র এবং সর্ব্বভূতস্থ, তাহাই অক্ষয়, অব্যয়, নির্গুণ, শুদ্ধ পরম আনন্দ স্বরূপ। তাহা সর্ব্বভূতেরই প্রত্যক্ষগোচর। বিশ্বমায়া-বিধাতা, ষট্‌ত্রিংশৎ * প্রকারে অবস্থিত, ভক্তিগ্রাহ্য, মহাদেব, আত্মাতেই বর্ত্তমান জানিবে। যোগিধ্যেয় আত্মভূত সনাতন মহাদেবের প্রতি পরমভক্তি স্থাপন করিয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও। যাহারা বহু সহস্র জন্মে বহুবিধ তীর্থযাত্রা এবং বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগেরই শিবভক্তি হয়। শিব-ভক্তি-লেশমাত্রে অক্ষয় পরম ধর্ম্ম হয়,—তাহা এরূপ পরমধর্ম্ম যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই, বেদবাদিগণ ইহা বলেন। যজ্ঞ, তীর্থ, জপ এবং দান

* চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, অভিমান এবং সংসার; এই ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার।

যেষাং জন্মসহস্রেষু তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছিবে॥৬
অক্ষয়ঃ পরমো ধর্ম্মো ভক্তিলেশেন জায়তে।
নাস্তি তস্মাৎ পরো ধর্ম্ম ইত্যাহুর্বেদবাদিনঃ॥৭
ধর্ম্মো বহুবিধঃ প্রোক্তো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
তত্রাক্ষয়ঃ পরো ধর্ম্মঃ শিবধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৮
যস্মাৎ তীর্থজপাদ্দানাদ্ধর্ম্মঃ স্যাদ্বহুসাধনঃ।
সাধনপ্রার্থনাক্লেশঃ পরসম্পাত্তিদুঃখদঃ॥ ৯
যঃ পুনঃ শিবধর্ম্মস্তু ন সাধনমুপেক্ষতে॥ ১০
সঞ্চিতং জন্মসাহস্রৈঃ পাপং মেরুপমং যদি।
করোতি ভস্মসাচ্ছাক্তঃ শম্ভোরমিততেজসঃ॥
কুর্ব্বন্নপি সদা পাপং সকৃদেবার্চ্চয়েচ্ছিবম্।
লিপ্যতে ন স পাপেন যাতি মাহেশ্বরংপদম্॥
যে স্মরন্তি মহাদেবং যদি পাপরতা অপি।
তে বিজ্ঞেয়া মহাত্মান ইতি সত্যং ব্রবীম্যহম্॥
নামানি চ মহেশস্য গৃণন্ত্যজ্ঞানতোহপি যে।
তেষামপি শিবো মুক্তিং দদাতি কিমতঃ পরম্
অত্রাহং সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশনীম্।
পাদ্মকল্পসমুদ্ভূতাং ব্রহ্মণা সমুদীরিতাম্॥ ১৫
শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন শৃণু ত্বং গদতো মম।
বক্ষ্যেহহং তং প্রণম্যাদাবীশং ভুবননায়কম্॥

জন্য যে ধর্ম্ম, তাহার সাধন অনেক, তৎ-সমগ্র আয়োজন দুঃখসাধ্য। কিন্তু শিবধর্ম্ম সাধনাপেক্ষী নহে। বহুসহস্রজন্মার্জ্জিত মেরুপ্রমাণ পাপ থাকিলেও অমিততেজা শিবের প্রতি ভক্তি তৎসমস্তই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান করিলেও যে ব্যক্তি একবার মাত্র শিবপূজা করে, সে পাপলিপ্ত হয় না—প্রত্যুত শিবপদ লাভ করে। পাপরত ব্যক্তিগণও যদি শিব স্মরণ করে ত তাহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে, ইহা আমি সত্য বলিতেছি। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশেও শিবনাম কীর্ত্তন করে, শিব তাহাদিগকেও মুক্তিদান করেন, ইহার বাড়া আর কি আছে? এতৎসম্বন্ধে পাদ্মকল্প-সম্ভূত, ব্রহ্মকথিত পাপপ্রণাশিনী কথা বলি-তেছি, হে রাজন্! পরমশ্রদ্ধাসহকারে তুমি তাহা শ্রবণ কর; আমি প্রথমে ভুবনেশ্বর

আসীদাদ্যে কৃতযুগে সপ্তদ্বীপৈকরাড়্বলী।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো রাজা পরমধার্ম্মিকঃ॥১
তস্য পুত্রো মহাভাগঃ সুদ্যুম্ন ইতি বিশ্রুতঃ।
ঐশ্বর্য্যৈরখিলৈর্ভাতি যথা দিবি শচীপতিঃ॥১৮
প্রতিষ্ঠানপুরে রম্যে গঙ্গাতীরে মনোরমে।
তত্র স্থিত্বাখিলাং পৃথ্বীং তস্মিন্ রাজনি শাসতি
কদাচিৎ তত্র ভগবাংস্তৃণবিন্দুর্মহামুনিঃ।
আজগাম স তং দ্রষ্টুং সুদ্যুম্নং প্রিয়দর্শনম্॥২০
তমায়ান্তং মুনিং দৃষ্ট্বা রাজা রুদ্রার্চ্চনে রতঃ।
উ ত্থার্চ্চাং মহাবাহুরুত্থায় চ কৃতাঞ্জলিঃ॥২১
যথাবদভিবাদ্যাথ দদাবাসনমুত্তমম্।
যথাবন্মধুপর্কাদি তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥ ২২
অদ্য ধন্যঃ কৃতার্থোহস্মি সফলং জীবিতং মম।
ভগবানাগতো যস্মান্মাং দ্রষ্টুং মুনিসত্তমঃ॥২৩
কিমর্থমাগতো ব্রহ্মন্ কৃতকৃত্যোহস্মি সুব্রত।
বিশেষাচ্ছঙ্করে ভক্তো ন দুর্লভমিহাস্তি তে॥

শিবকে প্রণাম করিয়া কথারম্ভ করি।১—১৬। আদি সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সপ্ত-দ্বীপেশ্বর পরম ধার্ম্মিক বলবান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাভাগ সুদ্যুম্ন, বহু ঐশ্বর্য্য দ্বারা, স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায়, মনোহর গঙ্গাতীরে রমণীয় প্রতিষ্ঠানপুরে বিরাজিত ছিলেন। সেই রাজা তথায় থাকিয়া যখন পৃথিবীপালন করিতেছেন, সেই সময়ে একদা মহামুনি ভগবান্ তৃণবিন্দু, প্রিয়দর্শন সুদ্যুম্নকে দেখি-বার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। মহা-বাহু রাজা শিবপূজা করিতেছিলেন, সেই মুনিকে আসিতে দেখিয়া পূজা সমাধা করিয়া (বা প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া) কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথাবিধি অভি-বাদনপূর্ব্বক উত্তম আসন প্রদান করিলেন। মধুপর্কাদি সমস্ত দ্রব্যও যথাবিধি প্রদান করি-লেন। আর বলিলেন, অদ্য আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। আমার জীবন সফল হইল, যেহেতু ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। হে সুব্রত ব্রহ্মন্। আমি কৃতার্থ হইলাম, কিজন্য আগমন,

ভানুরুবাচ।
সুদ্যুম্নস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনিরাহ মহামনাঃ।
শিবভক্ত্যমৃতাস্বাদপরানন্দৈকনির্ভরঃ॥ ২৫
তৃণবিন্দুরুবাচ।
রাজন্ যদুক্তং ভবতা তৎ তথৈব ন সংশয়ঃ।
তথাপি চরিতং শ্রুত্বা তবাহং বিস্ময়ান্বিতঃ॥২৬
প্রষ্টুং সমাগতো রাজন্ জন্মনস্তব গৌরবম্।
কথয়স্ব মহাবাহো শ্রোতুং কৌতুহলং হি মে॥২৭
সুদ্যুম্ন উবাচ।
জন্মন্যহমতীতেঽস্মিন্ ব্যাধোঽহং গোমতীতটে
দেবতানামহং দ্বেষ্টা সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি॥২৮
সুব্যাড়িরিতিনামাহং খ্যাতোঽহং ব্যাধরাড়্-মুনে।
ন কশ্চিদ্ধর্ম্মলেশোঽস্তি পাপকর্ম্মস্বহং রতঃ॥২৯
ময়া যে নিহতা মার্গে তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে
পরস্বং যদপহৃতং তৎপাপং পর্ব্বতোপমম্॥ ৩০

এবং বহুতিথে কালে গতেঽহং পঞ্চতাং গতঃ
ধর্ম্মরাজস্য পুরতো নীতোঽহং যমকিঙ্করৈঃ॥
মাং দৃষ্ট্বাথাব্রবীদ্ধর্ম্মশ্চিত্রগুপ্তং বিচারকম্।
কিমনেন কৃতো ধর্ম্মলেশোঽস্তি বদ সুব্রত॥৩২
চিত্রগুপ্ত উবাচ।
অনেন যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে
জানাতি ভগবানেকো বিশ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥৩৩
ইদং পুণ্যমিতি জ্ঞাত্বা কৃতং নানেন যদ্যপি।
আহর প্রহরেত্যাদি নামসঙ্কীর্ত্তনঞ্চ যৎ॥ ৩৪
করোতি তেন পুণ্যেন দুষ্কৃতং ভস্মসাৎ কৃতম্।
পাপলেশোঽপি নাস্ত্যাস্ত ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৩৫
সুদ্যুম্ন উবাচ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তস্য ধীমতঃ।
সুব্যাড়িং পূজয়ামাস যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৩৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানং সার্ব্বকামিকম্।
সূর্য্যাযুতপ্রতীকাশং দিব্যস্ত্রীভির্বিরাজিতম্॥৩৭
দেবদূতৈঃ সমানীতমারুহ্য মুনিপুঙ্গব।

বলিতে আজ্ঞা হয়, এখানে আপনার দুর্ল্লভ কিছু নাই; (কেননা আপনি অভ্যাগত মুনি) বিশেষতঃ শিবভক্ত। সূর্য্য বলিলেন,—সুদ্যুম্নের কথা শুনিয়া শিবভক্তিরূপ অমৃতের আস্বাদে পরমানন্দ-মগ্ন মহামনা মুনি তৃণবিন্দু বলিলেন, রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, সংশয় নাই। (কিন্তু অন্য প্রার্থনীয় আমার কিছু নাই।) তথাপি আমি তোমার চরিত্র-শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তোমার জন্ম-গৌরব-শ্রবণাভিলাষে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। হে মহাবাহো! তাহা বল; শুনিতে কুতুহলী হইয়াছি। সুদ্যুম্ন বলিলেন,—আমি অতীত-জন্মে গোমতী-তটে দেবতা ও সর্ব্বপ্রাণিগণের দ্বেষক সুব্যাড় নামে ব্যাধ ছিলাম। হে মুনে! ব্যাধগণের উপর আমার আধিপত্য ছিল। আমার লেশমাত্র ধর্ম্ম ছিল না, কেবল পাপকর্ম্ম করিতাম। আমি পথে অসংখ্য লোকের বিনাশ করিয়াছি। আমি পরস্ব অপহরণ এত করিয়াছিলাম যে, সে পাপ পর্ব্বতোপম হইয়াছিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, আমার মৃত্যু হইল। কিঙ্করেরা আমাকে যমপুরে লইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ আমাকে দেখিয়া বিচারক চিত্রগুপ্তকে বলিলেন, হে সুব্রত! বল, এ ব্যক্তি লেশমাত্রও কি ধর্ম্ম করিয়াছে? ১৭—৩২। চিত্রগুপ্ত বলিলেন, এ ব্যক্তি যত পুণ্য করিয়াছে, তাহা বলিতেও আমি অসমর্থ, একমাত্র বিশ্বব্যাপী মহেশ্বর তাহা জানেন। যদি চ 'আমি পুণ্যকর্ম্ম করিতেছি' ইহা জানিয়া এ ব্যক্তি পুণ্য করে নাই, তথাপি 'আহর' (আহরণ কর) 'প্রহর' (প্রহার কর) ইত্যাদিরূপে 'হর' ইত্যাকার শিবনাম সঙ্কীর্ত্তনের পুণ্যফলে সকল পাপ ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার লেশমাত্রও পাপ নাই, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। সুদ্যুম্ন বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ ধীমান্ চিত্রগুপ্তের এই কথা শুনিয়া বিধিপূর্ব্বক সুব্যাড়কে পূজা করিলেন। এমন সময়ে অযুত-সূর্য্যসঙ্কাশ, দিব্যস্ত্রী-বিরাজিত? সর্ব্বকামনা-পূরক বিমান, দেব-

ধর্ম্মরাজমনুজ্ঞাপ্য গতোঽহমমরাবতীম্‌॥ ৩৮
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্‌ যুগানামযুতং ততঃ।
গতোঽস্মি ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মণাহং প্রপূজিতঃ॥৩৯
তত্রাহং কল্পপর্য্যন্তং ভোগান্‌ ভুক্ত্বা যথেপ্সিতান
ততস্তু কর্ম্মণঃ শেষং ভোক্তুমত্র মহীতলে।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষেঃ কুলে জাতোঽস্মি সুব্রত
স্মরামি পূর্ব্বিকাং জাতিং প্রসাদাচ্ছূলিনো মুনে
ঈশ্বরে সহসা ভক্তির্মম ত্রিদশপূজিতে॥ ৪১
জানাতি কো মহেশস্য মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
যস্য নাম্নঃ ফলমিদমজ্ঞানোচ্চারণাদপি॥ ৪২
জ্ঞাত্বা যঃ কীর্ত্তয়েচ্ছম্ভোর্নামান্যমিততেজসঃ।
মুক্তিঃ করতলে তস্য স্থিতেতি মুনয়ো জগুঃ॥

ভানুরুবাচ।

ইতি সর্ব্বমশেষেণ চরিতং তস্য ধীমতঃ।
সুদ্যুম্নস্য মুনিঃ শ্রুত্বা বিস্মিতোঽভূৎ পুনঃপুনঃ
সমালিঙ্গ্য মহাত্মানং সুদ্যুম্নং রাজপুঙ্গবম্‌।
রাজন্‌ স্বমাশ্রমপদং যামীত্যুক্ত্বা জগাম সঃ॥ ৪৫
এতৎ তে চরিতং রাজন্‌ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
কথিতং যঃ পঠেদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে ভানু-মনুসংবাদে সুদ্যুম্নাখ্যানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

দূতেরা তথায় আনয়ন করিলেন। হে মুনি-পুঙ্গব! আমি ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় লইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া অমরাবতীতে গমন করিলাম। তথায় অযুতযুগ মহাভোগ্য ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, ব্রহ্মা আমার পূজা করিলেন। তথায় আমি এক কল্প যথাভিলষিত ভোগ করিয়া কর্ম্মশেষ ভোগের জন্য তথা হইতে আসিয়া এই ভূমণ্ডলে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে জন্মিয়াছি। হে মুনে! শিবপ্রসাদে আমি পূর্ব্বজন্মবিবরণ বিস্মৃত হই নাই। তাহাতেই আমার ত্রিদশপূজিত শিবের প্রতি ভক্তি হইয়াছে। পরমাত্মা মহেশ্বরের মাহাত্ম্য কে জানে? যাঁহার নাম অজ্ঞানতঃ উচ্চারণ করিয়াও এই ফল লাভ হইয়াছে। যে ব্যক্তি অমিত-তেজা শিবের নাম জ্ঞান-পূর্ব্বক উচ্চারণ করে, মুক্তি তাহার কর-তলস্থ, মুনিগণ ইহা বলিয়াছেন। সূর্য্য বলি-লেন,—মুনি তৃণবিন্দু ধীমান্‌ সুদ্যুম্নের এই সমগ্র পূর্ব্বচরিত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া অতি বিস্মিত হইলেন। তিনি মহাত্মা রাজপুঙ্গব সুদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিয়া "রাজন্‌! আমি স্বীয় আশ্রমে গমন করি" এই কথা বলিয়া গমন করিলেন। হে রাজন্‌ মনো! মহাত্মা সুদ্যুম্নের চরিত এই তোমাকে বলিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে, তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ৩৩—৪৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

রাজ্ঞঃ সকাশাৎ স মুনির্গত্বা কিং কৃতবান্‌ পুনঃ
তস্যাশ্রমস্য কিং নাম ভগবন্‌ ব্রূহি মে প্রভো

ভানুরুবাচ।

রেবাতীরে মহৎ পুণ্যং জালেশ্বরমিতি স্মৃতম্‌।
আশ্রমং তৃণবিন্দোস্তু মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্‌॥ ২
গত্বা তত্র মুনিশ্রেষ্ঠো ভবভাবসমন্বিতঃ।
শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তীর্থযাত্রাং চকার সঃ॥৩

মনুরুবাচ।

কানি তীর্থানি গুহ্যানি যেষু সন্নিহিতঃ শিবঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—মুনি তৃণবিন্দু রাজার নিকট হইতে গিয়া কি করিলেন এবং তাঁহার আশ্রমের নামই বা কি? হে প্রভো ভগবন্‌! তাহা বলুন। সূর্য্য বলিলেন,—নর্ম্মদাতীরস্থ মুনিসিদ্ধ সেবিত তৃণবিন্দু-আশ্রম জালেশ্বর নামে বিখ্যাত। শিবভক্তি-সমন্বিত মুনি-শ্রেষ্ঠ তথায় গিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিলেন। মনু বলিলেন,—

ব্রূহি মে তানি ভগবন্নন্যান্যপি চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪

ভানুরুবাচ।

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
বারাণসীতি নগরী প্রিয়া দেবস্য শূলিনঃ ॥ ৫
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সর্ব্বেষামিহ দেহিনাম্।
দদাতি তারকং জ্ঞানং সংসারান্মোচকং পরম্ ॥ ৬
গঙ্গা ব্রহ্মময়ী যত্র মূর্ত্তিশ্চোত্তরবাহিনী।
সংহর্ত্রী সর্ব্বপাপানাং দৃষ্টা স্পৃষ্টা নমস্কৃতা ॥ ৭
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণ্যাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্ ॥ ৮
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পাতকী বাপ্যপাতকী
দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং মুক্তিভাগ্জায়তে নরঃ ॥ ৯
বিশ্বেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং যদুক্তং ব্রহ্মসূনুনা।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ১০
ঘোরং কলিযুগং প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
কিন্তচ্ছ্রেয়স্করমিতি জ্ঞাতুং কৃত্বা জগাম সঃ ॥ ১১
নন্দীশ্বরস্য যঃ শিষ্যো যোগিনামগ্রণীঃ স্বয়ম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ যত্রাস্তে হিমবদ্গিরৌ ॥
নানা দেবগণাকীর্ণে যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিতে।
সিদ্ধচারণকুষ্মাণ্ডৈরপ্সরোভিশ্চ সঙ্কুলে ॥ ১৩
গঙ্গা মন্দাকিনী যত্র রাজতে দুঃখহারিণী।
শোভিতা হেমকমলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈর্মনোহরৈঃ ॥
তস্যাশ্রমমনুপ্রাপ্য পারাশর্য্যো মহামুনিঃ।
অভিবাদ্য যথান্যায়ং তস্যাগ্রে উপবিশ্য চ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৫

ব্যাস উবাচ।

প্রাপ্তং কলিযুগং ঘোরং পুণ্যমার্গবহিষ্কৃতম্।
পাষণ্ডাচাররতং ম্লেচ্ছান্ত্যজন-সঙ্কুলম্। ১৬
অধার্ম্মিকাঃ ক্রূরসত্ত্বা হ্যনাচারাল্পমেধসঃ।
তস্মিন্ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রযাজকাঃ ॥
স্নানং দেবার্চ্চনং দানং হোমঞ্চ পিতৃতর্পণম্।
স্বাধ্যায়ং ন করিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা হি কলৌ যুগে ॥
ন পঠিষ্যন্তি তথা বেদান্ শ্রেয়সে ব্রাহ্মণাধমাঃ।
প্রতিগ্রহার্থং বেদাংশ্চ পঠিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥
পুরুষোত্তমমাশ্রিত্য শিবনিন্দারতা দ্বিজাঃ।
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি তেষাং ত্রাতা ন মাধবঃ ॥

কোন্ কোন্ গুপ্ততীর্থে শিব সন্নিহিত আছেন, হে ভগবন্! সেই সব তীর্থ ও তীর্থান্তরের তত্ত্ব আমাকে বলুন। সূর্য্য বলিলেন,—তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম তীর্থ ও ক্ষেত্র সকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র বারাণসী শিবের প্রিয়নগরী; যথায় দেব বিশ্বেশ্বর সর্ব্ব প্রাণীকেই সংসারমোচক তারকজ্ঞান প্রদান করিতেছেন; যথায় দর্শন, স্পর্শন ও নমস্কারে সর্ব্বপাপহন্ত্রী ব্রহ্মময়ী গঙ্গামূর্ত্তি উত্তরবাহিণী। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, বিশেষতঃ কাশীর গঙ্গার। তন্মধ্যেও আবার মণিকর্ণিকাতীর্থ বিশ্বেশ্বরের প্রিয়। সেই তীর্থে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে, মানব পাতকী হউক, বা অপাতকী হউক, মুক্তিলাভ করিবেই। ব্রহ্মনন্দন সনৎকুমার অমিততেজা ব্যাসের নিকট বিশ্বেশ্বরের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি। নন্দীশ্বরের শিষ্য যোগিগণের অগ্রগণ্য স্বয়ং ভগবান সনৎকুমার হিমালয়পর্ব্বতে যথায় অবস্থিত, নানাদেবগণাকীর্ণ, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত, সিদ্ধ-চারণ-কুষ্মাণ্ড এবং অপ্সরোগণ-পরিবৃত সেই স্থানে সুবর্ণপদ্ম এবং অন্যবিধ মনোহর পুষ্প-শোভিত দুঃখহন্ত্রী মন্দাকিনী গঙ্গা বিরাজমান। ১—১৪। মহামুনি পরাশর-নন্দন, প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কি" জানিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন এবং তৎসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন,—পুণ্যমার্গবহিষ্কৃত, পাষণ্ডাচাররত, ম্লেচ্ছ এবং অন্ত্যজনপূর্ণ ঘোর কলিযুগ উপস্থিত। এই যুগে লোক অধার্ম্মিক, ক্রূরচিত্ত, অনাচার, অল্পমেধা এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রযাজক হইবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা স্নান, দান, দেবপূজা, হোম, পিতৃতর্পণ এবং স্বাধ্যায় পালন করিবে না। কলিযুগে ব্রাহ্মণাধমেরা পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মের জন্য বেদপাঠ করিবে না; বেদপাঠ করিবে প্রতিগ্রহের

স্বাং স্বাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য পরবৃত্ত্যুপজীবকাঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যা ভবিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে
এতান্ পাপরতান্ দৃষ্ট্বা রাজানশ্চাবিচারকাঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে বৃথা জাত্যভিমানিনঃ
উচ্চাসনগতাঃ শূদ্রা দৃষ্ট্বা চ ব্রাহ্মণাংস্তদা।
ন চলন্ত্যল্পমতয়ঃ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥২৩
কাষায়িণশ্চ নির্গ্রন্থা নগ্নাঃ কাপালিকাস্তথা
বৌদ্ধা বৈশেষিকা জৈনা ভবিষ্যন্তি কলৌ
যুগে ॥ ২৪
তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজাধমাঃ।
যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৫
বিনিন্দন্তি মহাদেবং সংসারান্মোচকং পরম্।
তদ্ভক্তাংশ্চ মহাত্মানো ব্রাহ্মণাংশ্চ কলৌ যুগে॥
তাড়য়ন্তি দুরাত্মানো ব্রাহ্মণান্ রাজসেবকাঃ।
ন নিবারয়তে রাজা তান্ দৃষ্ট্বাপি কলৌ যুগে
এবং ঘোরে কলিযুগে কিং তচ্ছ্রেয়স্করং দ্বিজ।
ব্রূহি তত্ত্বগবন্ মহ্যং সংসারান্মোচকং পরম্ ॥২৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে ভানু-
মনুসংবাদে বারাণসীমহিম-কলিযুগবর্ণনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

জন্য। কলিযুগে দ্বিজেরা পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করিয়া শিব-নিন্দাপরায়ণ হইবে; মাধব কিন্তু তাহাদের ত্রাতা নহেন। কলি-যুগের সম্পূর্ণ অধিকারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণই স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কলিযুগে ইহা-দিগকে পাপিষ্ঠ দেখিয়া রাজারাও অবি-চারক, বৃথা জাত্যভিমানী হইবে। কলিযুগ সম্প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়াও উচ্চা-সনস্থ অল্পবুদ্ধি শূদ্রগণ, চলিত হইবে না। কলিযুগে কাষায়ী, নির্গ্রন্থ, নগ্ন, কাপালিক, বৌদ্ধ, বৈশেষিক এবং জৈন-সম্প্রদায় হইবে। দ্বিজাধমেরা, তপস্যা এবং যজ্ঞের ফল বিক্রয় করিবে, শত শত সহস্র সহস্র 'যতি' হইবে। সংসার-মোচক পরমদেব-মহাদেবকে এবং শিবভক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে কলিযুগে নিন্দা করিবে। দুরাত্মা রাজ-ভৃত্যেরা ব্রাহ্মণ-তাড়ন করিবে। কালিযুগে রাজা তাহা-দিগকে দেখিয়াও নিবারণ করিবে না। হে দ্বিজ! ঘোর কলিযুগে এমন শ্রেয়স্কর কর্ম্ম কি আছে, যাহা হইতে সংসারমুক্ত হওয়া যায়,—হে ভগবন্! আমাকে তাহা বলুন। ১৫—২৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ।
গচ্ছ বারাণসীং ব্যাস যত্র বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ।
ন তত্র যুগধর্ম্মোঽস্তি নৈব লগ্না বসুন্ধরা॥ ১
বিশ্বেশ্বরস্য যল্লিঙ্গং জ্যোতির্লিঙ্গং তদুচ্যতে।
যস্মিন্ দৃষ্টে ক্ষণাজ্জন্তুঃ সংসারং ন পুনর্বিশেৎ
গত্বা পশ্য পরং লিঙ্গং তত্র সত্যবতীসুত
প্রাপ্স্যসে পরমাং মুক্তিং দেবৈরপি সুদুর্লভাম্
স্নাত্বা গঙ্গাজলে পুণ্যে পশ্য বিশ্বেশ্বরং পরম্।
স দাস্যতি পরং জ্ঞানং যেন মুক্তো ভবিষ্যতি ॥৪

পঞ্চম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস! বারাণসীতে গমন কর; তথায় বিশ্বেশ্বর শিব বিরাজমান, তথায় যুগধর্ম্ম নাই এবং পৃথিবী-সম্পর্ক নাই। বিশ্বেশ্বরের যে লিঙ্গ, তাহার নাম জ্যোতির্লিঙ্গ। তাহা দর্শন করিলে জীবকে আর সংসার-প্রবিষ্ট হইতে হয় না। হে সত্যবতীনন্দন! তথায় গিয়া পরম লিঙ্গ দর্শন কর, দেবদুর্লভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান দান করিয়া, পরাৎপর বিশ্বেশ্বর দর্শন কর। তিনি তোমাকে জ্ঞান দান করিবেন, যাহাতে মুক্ত হইতে পারিবে। বিশ্বেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া অবস্থিত হইলে, সকল মুনিরাই

দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং যাবৎ তিষ্ঠতি তৎক্ষণাৎ
আগমিষ্যন্তি মুনয়স্ত্বাং দ্রষ্টুং সর্ব্ব এব তে ॥ ৫
বিশ্বেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং প্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহামুনে।
ব্রূহি মদ্বচনাৎ তেষাং জ্ঞানং মাহেশ্বরং পরম্ ॥৬
এবং সত্যবতীসূনুস্তন্মাহাত্ম্যমশেষতঃ।
সনৎকুমারাৎ স্বগুরোঃ শ্রুত্বা মাহেশ্বরাগ্রণীঃ ॥৭
প্রণিপত্য গুরুং ভক্ত্যা রুদ্রং ব্রহ্মাদিসেবিতম্।
সশিষ্যঃ প্রযযৌ শীঘ্রং ব্যাসো বারাণসীং প্রতি

মনুরুবাচ।

গত্বা বারাণসীং ব্যাসঃ সিদ্ধর্ষিমুনিসেবিতাম্।
অকরোৎ কিং তদাচক্ষ ভগবন্ বিশ্বপূজিত ॥ ৯

ভানুরুবাচ।

সম্প্রাপ্য কাশীং ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
স্নাত্বা যথাবজ্জাহ্নব্যাং তর্পয়িত্বা সুরান্ পিতৃন্
যযৌ বিশ্বেশ্বরং দ্রষ্টুং জ্যোতির্লিঙ্গমনাময়ম্
সম্পূজ্য সর্ব্বভাবেণ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ১১
দেবস্য দক্ষিণামূর্ত্তাবুপবিশ্য মহামুনিঃ
পঠন্ বিশ্বেশ্বরং লিঙ্গং জপন্ বৈ শতরুদ্রিয়ম্ ॥
ক্ষণাল্লিঙ্গাৎ পরং জ্যোতিরাবির্ভূতং নিরঞ্জনম্
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মঞ্চ পরমমানন্দং তমসঃ পরম্ ॥ ১৩
আদিমধ্যান্তরহিতং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
যত্তন্মাহেশ্বরং জ্যোতির্বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৪
দর্শনাৎ তস্য চ মুনেঃ পারাশর্য্যস্য ধীমতঃ।
দিব্যং মাহেশ্বরং জ্ঞানমুদ্ভূতং কেবলং শিবম্ ॥
মেনে কৃতার্থমাত্মানং দুঃখত্রয়বিবর্জ্জিতম্।
অদ্বয়ং নির্গুণং শান্তং জীবন্মুক্তস্তদা মুনিঃ ॥১৬
অহো বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কথং কৈর্বা ন সেব্যতে
যস্মিন্ দৃষ্টে ক্ষণাজ্‌জ্ঞানমুদিতং মম নির্ম্মলম্ ॥
নমো ভগবতে তুভ্যং বিশ্বনাথায় শূলিনে।
পিনাকিনে জগৎকর্ত্রে বিশ্বমায়াপ্রবর্ত্তিনে ॥১৮
দুর্ব্বিজ্ঞেয়াপ্রমেয়ায় পরমানন্দরূপিণে।
ভক্তিপ্রিয়ায় সূক্ষ্মায় পার্ব্বতীশায় তে নমঃ ॥১৯
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগজ্জননহেতবে।
সংহর্ত্রে ঋগ্‌যজুঃসামমূর্ত্তয়ে তৎপ্রবর্ত্তিনে ॥২০

তোমাকে দেখিবার জন্য আসিবেন। হে মহামুনে! সকলেই তোমাকে বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিবেন। আমার আদেশে তুমি তাঁহাদিগকে পরম শৈবজ্ঞান উপদেশ দিবে। শৈবশ্রেষ্ঠ সত্যবতীনন্দন ব্যাস, এইরূপ নিজ গুরু সনৎকুমারের নিকট অশেষরূপে বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক গুরু এবং ব্রহ্মাদি-সেবিত রুদ্রকে প্রণাম করিয়া, শিষ্য-সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা করিলেন। মনু বলিলেন,—ব্যাস, সিদ্ধ-ঋষি-মুনিজন-সেবিত বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, হে ভগবন্ বিশ্বপূজিত! তাহা আমাকে বলুন। সূর্য্য বলিলেন,—ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি, কাশীতে উপস্থিত হইয়া, যথাবিধি গঙ্গাস্নান এবং দেব-পিতৃ-তর্পণ-পুরঃসর অনাময় জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর দেখিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর মহামুনি ব্যাস, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পূজা এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করত বিশ্বেশ্বর দর্শন ও শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন; ক্ষণমধ্যে লিঙ্গ হইতে নিরঞ্জন পরমজ্যোতি আবির্ভূত হইল। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, পরমানন্দ স্বরূপ, আদি-মধ্যান্ত-বিরহিত, কোটীসূর্য্য-সমপ্রভ, তমোহতীত, বেদান্তপ্রতিষ্ঠিত যে মাহেশ্বর জ্যোতিঃ তদ্দর্শনে ধীমান্ পরাশরনন্দনের কেবল শিব-স্বরূপ মাহেশ্বর জ্ঞান উদ্ভূত হইল। তখন মুনি অদ্বয় নির্গুণ শান্ত দুঃখত্রয়-বিবর্জ্জিত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ১—১৬। "অহো! এই বিশ্বেশ্বর দেবকে কেন লোকে সেবা না করে? ইঁহাকে দেখিবামাত্র আমার নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হইল। হে ভগবন্! আপনি বিশ্বনাথ, শূলী, পিনাকী, জগৎকর্ত্তা এবং বিশ্বমায়া-প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার। দুর্ব্বিজ্ঞেয়, অপ্রমেয়, পরমানন্দরূপী, ভক্তিপ্রিয়, সূক্ষ্ম পার্ব্বতীপতিকে নমস্কার। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, ঋক্-যজুঃ-সামমূর্ত্তি এবং

জানাতি কথাং বিশ্বেশ তত্ত্বতো মাদৃশো জনঃ
বেদা অপি ন জানন্তি সাঙ্গোপনিষদক্রমাঃ ॥২১
ভানুরুবাচ ।
অথ তস্মিন্ মহাদেবে পরংজ্যোতিষি শিশ্ব ভৃক্
শূলপাণিরমেয়াত্মা প্রাদুরাসীদ্‌বৃষধ্বজঃ ॥ ২২
ততস্তমব্রবীদ্ব্যাসং কারুণ্যাচ্ছুভয়া গিরা ।
বরং বরয় দাস্যামি যৎ তে মনসি রোচতে ॥২৩
ব্যাস উবাচ ।
ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি দর্শনাৎ তব শঙ্কর ।
জাতং ত্বদ্বিষয়ং জ্ঞানং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥২৪
ভক্তিং পরে ভগবতি ত্বয্যেবাব্যভিচারিণীম্ ।
দেহি মে দেবদেবেশ নান্যদিষ্টং বরং মম ॥২৫
ভানুরুবাচ ।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো ব্যাসায়ামিততেজসে।
বরং দত্ত্বা মুনীন্দ্রায় ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ ॥২৬
তস্মাদ্ব্যাসাৎ পরো নান্যঃ শিবভক্তো জগত্‌ত্রয়ে
কৃষ্ণো বা দেবকীসূনুরর্জুনো বা মহামতিঃ ॥২৭

সেই বেদত্রয়-প্রবর্ত্তক আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বেশ্বর! মাদৃশ কোন ব্যক্তি আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে! অঙ্গ-উপনিষদ্-সহিত বেদ সকলও আপনাকে তত্ত্বত জানিতে পারেন না।” সূর্য্য বলিলেন,—অনন্তর মহাদেবাত্মক সেই পরজ্যোতির মধ্যে অপ্রমেয়াত্মা শূলপাণি বৃষধ্বজ প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর দয়া করিয়া শুভ-বাক্যে বেদব্যাসকে বলিলেন,—যে বরে রুচি হয় তাহা প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব। বেদব্যাস বলিলেন,—ভগবন্! আপনার দর্শন মাত্রেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; ভবদ্বিষয় জ্ঞান দেব দুর্লভ, তাহা আমার হইয়াছে। পরাৎপর ভগবান্ আপনি, আপনার প্রতি আমার অবিচলিত ভক্তি প্রদান করুন, আর কিছু অভিলষিত বর আমার নাই। সূর্য্য বলিলেন,—দেবদেব, অমিততেজা মুনিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাসকে 'তথাস্তু' বলিয়া বর দিয়া ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ত্রিজগতে সেই বেদব্যাস অপেক্ষা অধিক শিবভক্ত আর কেহই নহেন, এমন কি, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বা মহামতি অর্জ্জুনও নহেন। প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি এইরূপে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া বারাণসীস্থিত লিঙ্গ সকল দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন।১৭—২৮।

এবং হরাল্লব্ধবরঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
তত্র যানি চ লিঙ্গানি তানি দ্রষ্টুং যযৌ মুনিঃ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে ভানুমনুসংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।
কানি দিব্যানি লিঙ্গানি যানি দ্রষ্টুং যযৌ মুনিঃ।
আচক্ষ্ব তানি নঃ সূত মাহাত্ম্যঞ্চাপি কৃৎস্নশঃ॥
সূত উবাচ ।
যদুক্তং ভানুনা পূর্ব্বং মনবে মুনিসত্তমাঃ ।
তদেব কথয়িষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ২
আগ্নেয্যামবিমুক্তস্য বাপী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
যত্র সন্নিহিতো দেবো নিত্যং বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ
যত্র স্নানং দ্বিজশ্রেষ্ঠা দেবানামপি দুর্লভম্।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—মুনি বেদব্যাস, কোন কোন্ দিব্যলিঙ্গ দর্শন করিতে গমন করিলেন, হে সূত! সম্পূর্ণরূপে তত্তন্মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক তৎসমুদয় আমাদিগের নিকট বলুন। সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে সূর্য্য মনুকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন! অবিমুক্তেশ্বরের অগ্নিকোণে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত বাপী; তথায় বিশ্বেশ্বর শিব নিত্য সন্নিহিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তথায় স্নান, দেবগণেরও

ভক্ত্যা যৈস্তজ্জলং পীতং তে রুদ্রা এব ভূতলে
তেষাং লিঙ্গানি জায়ন্তে হৃদয়ে ত্রীণি সুব্রতাঃ
দুর্লভং তজ্জলং তস্মাৎ তিষ্ঠত্যেব হি মুদ্রিতম্
ততঃ সত্যবতীসূনুঃ স্নাত্বা চৈব যথাবিধি।
অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা লাঙ্গলীশং ততো যযৌ ॥
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সেবন্তে শূলপাণিনম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ জ্ঞানং পাশুপতং ভবেৎ ॥ ৭
জগাম স মুনিঃ পশ্চাদ্ দ্রষ্টুং বৈ তারকেশ্বরম্
যত্রান্তকালে ভগবান্ জ্ঞানং তৎ সম্প্রযচ্ছতি ॥
যত্রৈবানেন দেবস্য স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্।
যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৯
তদ্ দৃষ্ট্বা পরমং লিঙ্গং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
যযৌ শুক্রেশ্বরং দ্রষ্টুং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১০
আরাধ্য মুনিনা যত্র শুক্রেণামিততেজসা।
প্রাপ্তা সঞ্জীবিনী বিদ্যা সুরাণামপি দুর্লভা ॥ ১১
দেবস্য বহ্নিদিগ্ভাগে কূপস্তিষ্ঠতি শোভনঃ।
স্নানং তত্রাশ্বমেধস্য ফলং যচ্ছতি শোভনম্ ॥
তস্মিন্ কূপে মুনিঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শুক্রেশ্বরং শিবম্
ব্রহ্মেশ্বরং যযৌ দ্রষ্টুং তত্র ব্রহ্মা বিরাট্ স্বয়ম্ ॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রীতয়ে পার্ব্বতীপতেঃ।
ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মা যোগঞ্চান্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৪
দর্শনাৎ তস্য লিঙ্গস্য সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১৫
পুনর্জগাম ভগবানোঙ্কারেশ্বরমব্যয়ম্।
স্মরণাদ্যস্য লিঙ্গস্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৬
যত্র সাক্ষাচ্ছিবঃসূক্ষ্মো নিত্যং তিষ্ঠতি বৈ দ্বিজাঃ
অনুগ্রহায় লোকানাং পশুপাশবিমোচকঃ ॥ ১৭
যত্র পাশুপতাঃ সিদ্ধা ওঙ্কারেশ্বরমীশ্বরম্।
সম্পূজ্য পরমাং সিদ্ধিং প্রাপ্তবন্তো দ্বিজোত্তমাঃ
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তস্মিল্লিঙ্গ উপোষিতঃ।
যদি জাগরণং কুর্য্যাৎ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
ততঃ সত্যবতীসূনুঃ কৃত্তিবাসেশ্বরং যযৌ।

দুর্লভ; ভক্তিসহকারে যাঁহারা সেই বাপীর জলপান করেন, তাঁহারা ভূতলে সাক্ষাৎ শিব। হে সুব্রতগণ! তাঁহাদিগের হৃদয়ে লিঙ্গত্রয়ের আবির্ভাব হয়; অতএব সেই জল দুর্লভ এবং মুদ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান। সত্যবতীনন্দন সেই বাপীতে যথাবিধি স্নান করিয়া অবিমুক্তেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক তথা হইতে লাঙ্গলীশ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবসেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই পাশুপত জ্ঞান হইয়া থাকে। অনন্তর মুনি তারকেশ্বর দর্শনের জন্য গমন করিলেন, যথায় অন্তকালে ভগবান্ শিব তারক জ্ঞান প্রদান করেন। বেদব্যাস সেই স্থানে উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করেন। যাঁহার দর্শনমাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়, সেই পরম লিঙ্গ দর্শন করিয়া সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক শুক্রেশ্বর-দর্শনের জন্য গমন করিলেন। অমিততেজা শুক্রমুনি তথায় শিবের আরাধনা করিয়া দেবদুর্লভ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। শুক্রেশ্বর শিবের অগ্নিকোণে শোভন কূপ আছে, তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের শুভ ফল লাভ হয়। মুনি সেই কূপে স্নান এবং শুক্রেশ্বর শিব দর্শন করিয়া ব্রহ্মেশ্বর-দর্শনার্থ গমন করিলেন; তথায় স্বয়ং বিরাট্ ব্রহ্মা, পার্ব্বতীপতির প্রীতি-উদ্দেশে ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ দর্শনে সর্ব্ব যজ্ঞফল লাভ হয়। ভগবান্ ব্যাস, অনন্তর অব্যয় ওঙ্কারেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করিলে; ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের স্মরণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ১—১৬। হে দ্বিজগণ! তথায় পশুপাশবিমোচক সূক্ষ্মরূপী সাক্ষাৎ মহেশ্বর লোকানুগ্রহের জন্য অবস্থিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! তথায় সিদ্ধ পাশুপতগণ ওঙ্কারেশ্বর শিবপূজা করিয়াই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-সমীপে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া যদি রাত্রিজাগরণ করে ত তাহার পরম সিদ্ধি লাভ হয়। অনন্তর সত্যবতী-নন্দন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং শংসিতাত্মা রুদ্র-জপনিরত মুনিগণ তথায় মহাদেবের উপাসনা

উপাসতে মহাদেবং যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ২১
মুনয়ঃ শংসিতাত্মানো রুদ্রজাপ্যপরায়ণাঃ ।
কৃত্তিবাসেশ্বরে লিঙ্গে লীনাশ্চ বহবো দ্বিজাঃ ॥
দেবস্য পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে হংসতীর্থং মহৎ সরঃ ।
স্নাত্বা তত্র মহাদেবং কৃত্তিবাসেশ্বরং শিবম্ ।
যে দ্রক্ষ্যন্তি মহাত্মানস্তে বৈ ব্রহ্মাদিবন্দিতাঃ ॥
সকৃৎ পশ্যতি যো ভক্ত্যা কৃত্তিবাসেশ্বরং বিভুম্
ন পতত্যেব সংসারে রুদ্র এব ন সংশয়ঃ ॥২৩
হংসতীর্থে ততঃ স্নাত্বা কৃত্তিবাসেশ্বরং বিভুম্ ।
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥২৪
যযৌ রত্নেশ্বরং দ্রষ্টুং মোক্ষো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।
দর্শনাৎ তস্য লিঙ্গস্য ফলং বক্তুং ন শক্যতে ॥
সর্ব্বস্মাদধিকো যোগো বেদবিদ্ভির্নিষেব্যতে ।
যোঽয়ং পাশুপতো যোগঃ পশুপাশবিমোচকঃ
বর্ষৈর্দ্বাদশভিঃ সম্যক্ কৃতে পাশুপতে দ্বিজাঃ
রত্নেশ্বরে তদা জ্যোতির্দর্শনান্মনুজোত্তমঃ ॥২৭

রত্নেশ্বরস্তু সম্পূজ্য পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ।
দ্রষ্টুং দেবাধিদেবেশং বৃদ্ধকালেশ্বরং যযৌ ॥২৮
তস্মিঁল্লিঙ্গে মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠতি লীলয়া।
অনুগ্রহায় লোকানামুময়া সহ বিশ্বভুক্ ॥ ২৯
পৃথিব্যাং যানি লিঙ্গানি সন্তি দিব্যানি বৈ দ্বিজাঃ ।
বৃদ্ধকালেশ্বরে দৃষ্টে দৃষ্টান্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
দেবস্য পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কূপো মুনিনিষেবিতঃ ।
পূরিতঃ পুণ্যসলিলৈর্দেবদেবেন শম্ভুনা ॥ ৩১
যৈঃ পীতং তস্য সলিলং প্রাকৃতৈশ্চুলুকত্রয়ম্ ।
প্রকৃতির্মুচ্যতে তেভ্যো মুক্তাত্মানো ভবন্তি তে
তত্র দ্বৈপায়নো বিপ্রাঃ স্নানং কৃত্বা সমাহিতঃ ।
বৃদ্ধকালেশ্বরং লিঙ্গং সম্পূজ্য চ ততো যযৌ ॥
মন্দাকিনীতটে রম্যে মুনিসিদ্ধনিষেবিতে ।
মধ্যমেশ্বরনামানং মোক্ষলিঙ্গমনুত্তমম্ ॥ ৩৪

করেন, সেই কৃত্তিবাসেশ্বর-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গে বহু দ্বিজ লীন * হইয়াছেন। সে শিবলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে হংসতীর্থ নামে মহাসরোবর আছে; তথায় স্নান করিয়া যে সব মহাত্মা কৃত্তিবাসেশ্বর শিব দর্শন করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মাদিদেবগণকর্ত্তৃক বন্দিত হইবেন। যে ব্যক্তি প্রভু কৃত্তিবাসেশ্বর শিবলিঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক একবার দর্শন করে, তাহাকে আর সংসারে পতিত হইতে হয় না, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই রুদ্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি হংসতীর্থে স্নান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে প্রভু কৃত্তিবাসেশ্বর শিবের পূজা করিয়া, রত্নেশ্বরলিঙ্গদর্শনার্থ মুক্তিস্থান রত্নেশ্বরক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই লিঙ্গদর্শনের ফল বলা যায় না। বেদবেত্তৃগণ, যে যোগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সেবা করেন, দ্বাদশবর্ষ সেই পশুপাশবিমোচক পাশুপত যোগ সম্পূর্ণরূপে করিলে, অথবা রত্নেশ্বরক্ষেত্রে অর্থাৎ রত্নেশ্বরস্থানে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে, মানব শ্রেষ্ঠতা লাভ হইয়া থাকে। মহামুনি পরাশর-নন্দন, রত্নেশ্বরের পূজা করিয়া, দেবাধিদেব বৃদ্ধকালেশ্বর দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। বিশ্বপালক মহাদেব, লোকানুগ্রহার্থে লীলাবশে সেই লিঙ্গে উমা সহ সতত বিরাজ করেন। হে দ্বিজগণ! পৃথিবীতে যত দিব্য লিঙ্গ আছেন, বৃদ্ধ-কালেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, সকল লিঙ্গ দর্শনের ফল হয়, সংশয় নাই। বৃদ্ধকালেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মুনিজন-সেবিত এক কূপ আছে; দেবদেব শম্ভু পবিত্র জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন। যে সকল সংসারী তাহা হইতে চুলুকত্রয় জল পান করিবে, তাহাদিগের প্রকৃতিপাশ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহারা মুক্তাত্মা হইয়া থাকে। ১৭—৩২। হে বিপ্রগণ! দ্বৈপায়ন সমাহিতভাবে তথায় স্নান ও বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিয়া তথা হইতে মুনিসিদ্ধনিষেবিত রমণীয় মন্দাকিনীতীরে শিবদর্শনাভিলাষী ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সনকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান মধ্যমেশ্বর নামক অত্যুত্তম

* মূলে 'লীনা' আছে, কিন্তু 'লীনা' হইবে।

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
উপাসতে পরং লিঙ্গং শিবদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩৫।
মন্দাকিন্যাং মুনিঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ মধ্যমেশ্বরম্
ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা লিঙ্গং তদ্বিমলং শিবম্।
প্রতিষ্ঠাপ্য মুনিশ্রেষ্ঠা লব্ধবান্ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥৩৬
ঘণ্টাকর্ণহ্রদে তত্র দৃষ্ট্বা ব্যাসেশ্বরং শিবম্।
যত্র যত্র মৃতো বাপি বারাণস্যাং মৃতো ভবেৎ ॥
ততঃ সত্যবতীসূনুঃ কপর্দ্দীশ্বরমীশ্বরম্।
দ্রষ্টুং জগাম বিপ্রেন্দ্রা লিঙ্গং তৎ পারমেশ্বরম্
পিশাচমোচনং নাম তত্র তীর্থমনুত্তমম্।
রুদ্রলোকস্য সোপানমিতি প্রাহ মহামুনিঃ ॥৩৯
যে দ্রক্ষ্যন্তি কপর্দ্দীশং কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ।
মানুষীং তনুমাশ্রিত্য রুদ্রা এব ন সংশয়ঃ ॥৪০
তস্মিংস্তীর্থে মুনিঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য চ সুরান্ পিতৄন্।
কপর্দ্দীশ্বরমীশানং সম্পূজ্য প্রযযৌ মুনিঃ ॥৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে বারাণসীলিঙ্গমহিমবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মোক্ষলিঙ্গের সমীপে গমন করিলেন। মুনি মন্দাকিনীতে স্নান এবং মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নান করিয়া তথায় নির্ম্মল শিব-প্রতিষ্ঠা করিলেন, অনন্তর মুনিবরের উত্তম জ্ঞানলাভ হইল। ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদ-সমীপে ব্যাসেশ্বর শিব দর্শন করিয়া যে কোন স্থানে মরিলেও কাশীমৃত্যুর সমান ফল হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর সত্য-বতীনন্দন কপর্দ্দীশ্বরনামক পারমেশ্বর-লিঙ্গ-দর্শনার্থ গমন করিলেন। তথায় পিশাচ-মোচন নামক অত্যুৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, তাহা রুদ্রলোকের সোপান, মহামুনি এই কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা কপর্দ্দীশ দর্শন করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন; (অধিক কি) তাঁহারা মনুষ্যদেহাশ্রিত সাক্ষাৎ রুদ্রই; ইহাতে সংশয় নাই। মুনি, সেই পিশাচমোচন তীর্থে স্নান এবং দেব-

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ

পুনর্জ্জগাম ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
দ্রষ্টুং দক্ষেশ্বরং দেবং ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥১
যচ্ছিবাবজ্ঞয়া পাপং জাতং দক্ষপ্রজাপতেঃ।
তস্য পাপস্য মোক্ষায় তস্মিঁল্লিঙ্গে দ্বিজোত্তমাঃ
আরাধ্য দেবদেবেশং বহুন্যব্দশতানি বৈ।
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবঃ সহোময়া ॥৩
দদৌ মাহেশ্বরং যোগং তস্মৈ দক্ষায় ধীমতে।
লব্ধা তং পরমং যোগং তস্মিঁল্লিঙ্গে লয়ং গতঃ
ততঃ প্রভৃতি তল্লিঙ্গং যোগিভিঃ সেব্যতে দ্বিজাঃ।
যোগং দদাতি সর্ব্বেষাং দেবো দক্ষেশ্বরঃ শিবঃ
গঙ্গায়াং প্রযতঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং শিবম্।

পিতৃতর্পণ করিয়া কপর্দ্দীশ্বর-লিঙ্গ-পূজা সমাপনপূর্ব্বক (তথা হইতে) গমন করি-লেন। ৩৩—৪১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬।

সপ্তম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—(গমন করিলেন কোথায়?) প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভক্তসিদ্ধিদাতা দক্ষেশ্বরলিঙ্গ-দর্শনের জন্য গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শিবকে অবজ্ঞা করাতে দক্ষপ্রজাপতির যে পাপ হয়, তাহার মোচনের জন্য দক্ষ বহুশত বৎসর সেই লিঙ্গে শিবারাধনা করেন, তাহাতে ভগবান্ দেবদেব উমা সহ প্রসন্ন হইয়া, বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ প্রদান করেন। সেই পরমযোগ-লাভের পর, দক্ষ সেই লিঙ্গেই লীন হন। হে দ্বিজগণ! তদবধি যোগিগণ সেই লিঙ্গের সেবা করিয়া আসিতেছেন। ঈশ্বর শি সকলকে যোগ প্রদান করেন। পবিত্রভাবে গঙ্গাস্নান করিয়া, দক্ষেশ্বর

প্রাপ্নোতি পরমং যোগমিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ
স্নাত্বা সত্যবতীসূনুর্গঙ্গায়াং প্রযতো দ্বিজাঃ।
দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং দেবং যযৌ পশ্চাৎ ত্রিলোচনম্

ঋষয় উচুঃ।

হেতুনা কেন দক্ষস্য নিন্দাভূচ্ছঙ্করী পুরা।
কারণং বদ তৎ সূত শ্রোতুং বাঞ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥৮

সূত উবাচ।

আসীদ্ব্রহ্মসুতো দক্ষঃ পুনঃ প্রাচেতসোঽভবৎ
শপ্তো দেবেন রুদ্রেণ ক্রোধাচ্ছম্ভোরবজ্ঞয়া ॥৯
বৈরং নিধায় মনসি শম্ভুনা সহ সুব্রতাঃ।
দক্ষঃ প্রাচেতসো যজ্ঞমকরোজ্জাহ্নবীতটে ॥১০
তস্মিন্ যজ্ঞে সমাহূতা ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা রাজানঃ প্রথিতৌজসঃ ॥১১
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুনা সার্দ্ধমাহূতস্তেন ধীমতা।
দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ ভাগার্থমাহূতান্ পদ্মসম্ভবঃ ॥১২
দৃষ্ট্বা শিবেন রহিতান্ দক্ষং প্রত্যেবমব্রবীৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহো দক্ষ মহামূঢ় দুর্ব্বুদ্ধে কিং কৃতং ত্বয়া।
দেবাঃ সর্ব্বে সমাহূতাঃ শঙ্করেণ বিনা কথম্ ॥
অন্তর্যামী স বিশ্বেশঃ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
ভোক্তা স সর্ব্বযজ্ঞানাং শঙ্করঃ পরমার্থতঃ ॥
এতে চ মুনয়ঃ সর্ব্বে তব সাহায্যকারিণঃ।
ন জানন্তি পরং ভাবং মহাদেবস্য শূলিনঃ ॥১৬
এতে চ দেবাঃ শক্রাদ্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ
তন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ন জানন্তি পিনাকিনম্
যস্য পাদরজঃস্পর্শাদ্ ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবানহম্।
শিরসাপি সদা মূর্দ্ধ্না ধার্য্যতে কঃ শিবাৎ পরঃ
যস্য বামাঙ্গজো বিষ্ণুর্দক্ষিণাঙ্গাদ্ভবাম্যহম্।
যস্যাজ্ঞয়াখিলং বিশ্বং সূর্য্যো ভ্রমতি সর্ব্বদা ॥১৯
চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চৈব গ্রহাশ্চ ভুবনানি চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থা চ বর্ণাশ্চৈবাশ্রমাণি চ ॥ ২০
তিষ্ঠন্তি শাসনাৎ তস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥২১
সা চ শক্তিঃ পরা গৌরী স্বেচ্ছাবিগ্রহচারিণী।
তব পুত্রীতি দুর্ব্বুদ্ধে মন্যসে তমসাবৃতঃ ॥ ২২
কস্তাং জানাতি বিশ্বেশীমীশ্বরার্দ্ধশরীরিণীম্।

করিলে, পরমযোগপ্রাপ্তি হয়, দ্বৈপায়ন ইহা বলিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! সত্যবতীনন্দন, পবিত্রভাবে গঙ্গাস্নান করিয়া দক্ষেশ্বর-লিঙ্গ দর্শনান্তে ত্রিলোচনক্ষেত্রে গমন করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! দক্ষ পূর্ব্বে কি কারণে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন? তাহা বলুন, শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি। সূত বলিলেন,—দক্ষ,ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন; শিবকে অবজ্ঞা করাতে তাঁহার অভিশাপে পরে তিনি প্রচেতোগণের পুত্র হন। হে সুব্রতগণ! প্রাচেতস দক্ষ, শিবের সহিত পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া গঙ্গাতীরে এক যজ্ঞ করিলেন। ধীমান্ দক্ষ, সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, প্রথিততেজা রাজগণ এবং বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মাকে আহ্বান করিলেন (শিবকে আহ্বান করিলেন না)। কমলযোনি ব্রহ্মা, শিব ভিন্ন সকল দেবতা ভাগগ্রহণার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছেন দেখিয়া দক্ষকে বলিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি মহামূঢ় দক্ষ! ওঃ করিয়াছ কি? সকল দেবতার আহ্বান করিয়াছ, কিন্তু শঙ্করের আহ্বান কর নাই কেন? তিনি বিশ্বেশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীরই অন্তর্যামী; বস্তুতঃ সেই শিবই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা।১—১৪। তোমার সাহায্যকারী এই যে সব মুনি, ইঁহারা শূলপাণি মহাদেবের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। এই যে ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞভাগার্থ আসিয়াছেন, ইঁহারাও শিবমায়ায় মোহিত বলিয়া,তাঁহাকে প্রকৃতরূপে জানেন না। যাঁহার চরণরেণুস্পর্শে আমি ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছি, বিষ্ণুও যাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করেন, সেই শিব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে হইতে পারে? বিষ্ণু যাঁহার বামাঙ্গসম্ভূত, আমি যাহার দক্ষিণাঙ্গসম্ভূত, যাঁহার আদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকামণ্ডল এবং গ্রহগণ অখিল বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারই শাসনে ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, এমন কি, সমগ্র জগৎ তাঁহারই শাসনে অবস্থিত। স্বেচ্ছাক্রমে শরীর-ধারিণী গৌরী তাঁহারই পরমা শক্তি।

অহং নাদ্যাপি জানামি চক্রী শক্রস্য কা কথা॥
স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপিণ্যা গৌর্য্যা সহ পিনাকধৃক্।
ভ্রাময়ত্যখিলং বিশ্বমিতি সত্যং ন সংশয়ঃ॥২৪
স এব বধ্নাতি পশূনস্মদাদীন্ মহেশ্বরঃ।
স এব মোচকো দেবঃ পশূনাং ন ইতি শ্রুতিঃ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্যস্য ভিদ্যতে পাপপঞ্জরম্।
কথং ন পূজ্যতে দেবস্ত্বয়া দক্ষ সুদুর্ম্মতে॥ ২৬
শম্ভোরবজ্ঞা যত্রাস্তে স্থাতব্যং নৈব সূরিভিঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ব্রহ্মা স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ॥২৭

সূত উবাচ।

গতে চতুর্ম্মুখে দেবে সর্ব্বলোকপিতামহে।
দধীচিরব্রবীদ্দক্ষং মুনীনামগ্রণীঃ স্বয়ম্॥ ২৮

দধীচিরুবাচ।

কথং দেবাধিদেবেশঃ কর্ম্মসাক্ষী সনাতনঃ।
বিশ্বেশ্বরো মহাদেবস্ত্বয়া দক্ষ ন পূজ্যতে॥ ২৯
বাচকঃ প্রণবো যস্য জ্ঞানমূর্ত্তেরুমাপতেঃ।
অনুগ্রহং বিনা তস্য কথং জানাতি মূঢ়নম্॥৩০
এক এবেতি যো রুদ্রঃ সর্ব্ববেদেষু গীয়তে।
তস্য প্রসাদলেশেন মুক্তির্ভবতি কিঙ্করী॥ ৩১
প্রসঙ্গাৎ কৌতুকাল্লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা
হর ইত্যুচ্চরন্ মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩২
অহো দক্ষ তবাজ্ঞানং তব নাশস্য কারণম্।
কেনাপি হেতুনা জাতমিতি মে ভাতি নিশ্চিতম্
এবং দধীচের্বচনং শ্রুত্বা দক্ষো বিচক্ষণঃ।
দধীচিমব্রবীদুগ্রাঃ শক্রাদীনাঞ্চ সন্নিধৌ॥ ৩৪

দক্ষ উবাচ।

নাহং নারায়ণাদ্দেবাৎ পশ্যাম্যন্যং দ্বিজোত্তম।
কারণং সর্ব্ববস্তূনাং নাস্ত্যস্যেব সুনিশ্চিতম্॥

দধীচিরুবাচ।

উময়া সহ যো দেবঃ সোম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
স এব কারণং নান্যো বিষ্ণোরপি হি বৈ শ্রুতি

দুর্ম্মতে! অজ্ঞান-প্রযুক্ত তাঁহাকেই তোমার কন্যা বলিয়া মনে করিতেছ। ঈশ্বর-শরীরার্দ্ধরূপা সেই বিশ্বেশ্বরীকে কে জানিতে পারে? আমি এবং বিষ্ণুও অদ্যাপি তাঁহার তত্ত্ব অবগত নহি, ইন্দ্রের ত কথাই নাই। স্বেচ্ছাক্রমে শরীরধারিণী গৌরীর সহিত পিনাকপাণি, অখিল বিশ্বচক্র ঘুরাইতেছেন ইহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সেই মহাদেবই অস্মদাদি পশুগণকে বদ্ধ করিয়া থাকেন, আবার সেই দেবই পশুস্বরূপ আমাদিগের মোচনকর্ত্তা, ইহা বেদে কথিত আছে। রে সুদুর্ম্মতে দক্ষ! যাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তনে পাপপঞ্জর ভগ্ন হয়, সেই দেবতাকে পূজা না করিতেছিস্ কেন? শিবের অবজ্ঞা যেখানে হয়, পণ্ডিতগণ তথায় অবস্থান করিবেন না; এই বলিয়া ব্রহ্মা, মহর্ষিরা স্তবস্তুতি করিতে লাগিলে(ও) চলিয়া গেলেন। সূত বলিলেন,—সর্ব্বলোকপিতামহ প্রভু চতুর্ম্মুখ প্রস্থান করিলে, মুনিগণাগ্রগণ্য দধীচি, স্বয়ং দক্ষকে বলিতে লাগিলেন,—ও দক্ষ! দেবাধিদেবেশ্বর কর্ম্মসাক্ষী সনাতন বিশ্বেশ্বর মহাদেবের পূজা না করিতেছ কেন? প্রণব—যে জ্ঞানবিগ্রহ উমাপতির বাচক, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে জানিবে কিরূপে? যে রুদ্র 'একমাত্র' বলিয়া সর্ব্ববেদে কথিত, তাঁহার প্রসাদলেশে মুক্তি দাসী হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে, কৌতুকবশে, লোভে, ভয়ে বা অজ্ঞানে—মানব যে কোন প্রকারে 'হর' এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ওঃ দক্ষ! তোমার অজ্ঞানই কোন কারণেনাশহেতু হইয়া উঠিল। ইহা আমার নিশ্চয় মনে লইতেছে।১৫—৩৩। হে বিপ্রগণ! বিচক্ষণ দক্ষ, দধীচির এই কথা শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রাদি-সন্নিধানে দধীচিকে বলিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! নারায়ণ দেবতা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও সর্ব্ব বস্তুর কারণ মনে করি না। (মনে করি না কেন?) আর কোন কারণ নাই-ই, ইহাই নিশ্চয়। দধীচি বলিলেন,—যে দেবতা উমার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক সোম নামে অভিহিত হন, তিনি বিষ্ণুরও কারণ, অন্য কেহ

তস্মাদ্‌যঃ সর্ব্বদেবানামধিকশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ইজ্যতে সর্ব্বযজ্ঞেষু কথং দক্ষ ন পূজ্যতে॥৩৭
যজ্ঞস্য পালকো বিষ্ণুরিতি যন্নিশ্চিতং ত্বয়া।
ভবিষ্যত্যন্যথৈবাশু পশ্যতঃ কমলাপতেঃ॥ ৩৮
এতে চ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্‌।
ভবন্তু বেদবাহ্যাস্তে তমোপহতচেতসঃ॥ ৩৯
পাষণ্ডাচারনিরতাঃ সর্ব্বে নিরয়গামিনঃ।
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে দরিদ্রাঃ শূদ্রযাজকাঃ
সর্ব্বস্মাদধিকো রুদ্রঃ পশুপাশবিমোচকঃ।
পরাঙ্মুখস্তু যুষ্মাকং মা ভূদিজ্যাকরী গতিঃ॥৪১
ইতি শপ্ত্বা যযৌ বিপ্রো দধীচির্মুনিপুঙ্গবঃ।
স্বাশ্রমং মুনিভির্জুষ্টমোঙ্কারং নর্ম্মদাতটে॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে গৌরী পরব্যোমাত্মিকা শিবা।
দক্ষযজ্ঞস্য বৃত্তান্তং শ্রুত্বা দেবঋষের্মুখাৎ॥ ৪৩
প্রাহ বিশ্বাধিকং রুদ্রং প্রপন্নার্ত্তিপ্রভঞ্জনম্‌।
নিরীক্ষমাণং দেবেশী পরানন্দৈকবিগ্রহম্‌॥ ৪৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

যোঽসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ পিতা মে পূর্ব্বজন্মনি
আবামবজ্ঞায় কথং যজ্ঞং কর্ত্তুং প্রচক্রমে॥৪৫
দেবাঃ সর্ব্বে সমাহূতা বিষ্ণুনা সহ শঙ্কর।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা দৈতেয়া দানবাশ্চ যে।
রাজানশ্চ মহাভাগা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা॥ ৪৭
অবজ্ঞাকারণস্তস্য যজ্ঞং শীঘ্রং বিনাশয়।
তেন মে জায়তে প্রীতিরতুলা ভক্তবৎসল॥৪৮
এবং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্‌।
অসৃজৎ তৎক্ষণাচ্ছম্ভুর্বীরভদ্রং মহাবলম্‌॥৪৯
সহস্রসিংহবদনং প্রলয়ানলসমপ্রভম্‌।
সহস্রবাহুং জটিলং দুষ্টানাঞ্চ ভয়ঙ্করম্‌॥ ৫০
ভক্তানাং বরদং দেবং সূর্য্যসোমাগ্নিলোচনম্‌॥
উমাকোপোদ্ভবা দেবী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী।
অন্যাশ্চ দেব্যো রুদ্রাশ্চ শতশো রোমসম্ভবাঃ

নহে—এরূপ উক্তি শ্রুতিতে আছে। অতএব যে চন্দ্রশেখর সর্ব্ব দেবতার অধিক এবং সর্ব্বযজ্ঞে অর্চ্চিত হন, হে দক্ষ! তুমি তাঁহাকে পূজা না করিতেছ কেন? বিষ্ণু যজ্ঞপালক এই যে তুমি নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, বিষ্ণুর সমক্ষে শীঘ্রই তাহা অন্যথা হইবে। এই যে সব ব্রাহ্মণ শিবদ্বেষ করিতেছে, তাহারা তমোপহত-চেতা; ইহারা বেদবহিষ্কৃত হউক। ইহারা কলিযুগে পাষণ্ডাচার-রত, দরিদ্র এবং শূদ্রযাজক হইয়া নরকগামী হইবে। রুদ্র সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ এবং পশুপাশ-বিমোচক, তিনি যখন বিমুখ, তখন তোমাদিগের যাজ্ঞিক গতিপ্রাপ্তি হইবে না। মুনিপুঙ্গব দধীচি এই অভিশাপ দিয়া, নর্ম্মদাতীরস্থ, ওঙ্কারলিঙ্গবিরাজিত মুনিগণসেবিত স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। এমন সময়ে মহাকাশবৎ সূক্ষ্মা নির্লেপা ও সর্ব্বরূপা দেবেশী গৌরী শিবা দেবর্ষির মুখে দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শরণাগত-রক্ষক বিশ্বশ্রেষ্ঠ পরমানন্দরূপী রুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—পূর্ব্বজন্মে যিনি আমার পিতা ছিলেন, এজন্মে যিনি প্রচেতঃ-পুত্র, সেই এই দক্ষ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? হে শঙ্কর! বিষ্ণুর সহিত সকল দেবগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, মুনি-ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, দৈত্য-দানবগণ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ এবং মহাভাগ রাজগণ, সকলেই আহূত হইয়াছেন। (যা হউক) সেই অবজ্ঞাকর্ত্তার যজ্ঞ শীঘ্র বিনিষ্ট করুন। হে ভক্তবৎসল। তদ্দ্বারা আমার অতুলনীয় প্রীতি হইবে। ৩৪—৪৮। দেবদেব, পিনাক-পাণি শম্ভু, দেবীর এই প্রকার কথা শুনিয়া সহস্র সিংহের ন্যায় ভীষণাস্য, প্রলয়ানলসন্নিভ, সহস্রবাহু, জটিল, দুষ্টগণের ভয়াবহ, ভক্তগণের বরদাতা, সূর্য্য-চন্দ্র-অনলাত্মক লোচন-ত্রয়-সম্পন্ন, মহাবল বীরভদ্রকে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করিলেন। ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী, দাক্ষায়ণীর ক্রোধ হইতে উদ্ভূত হইলেন। অন্যান্য শত শত

তদ্ৰকাল্যা সহ তদা বীরভদ্রো মহাবলঃ।
প্রহিতো দেবদেবেন দক্ষযজ্ঞজিঘাংসয়া ॥ ৫৩
গত্বা স যজ্ঞং দক্ষস্য ভস্মসাদকরোদ্দ্বিজাঃ ॥৫৪
দক্ষস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দৃষ্ট্বাথ ভয়বিহ্বলঃ।
গতস্তচ্ছরণং শীঘ্রং বীরভদ্রস্য শূলিনঃ ॥ ৫৫
উবাচ বীরভদ্রস্তং দক্ষং প্রাচেতসং দ্বিজাঃ।
তস্য পাপবিমোক্ষায় কারুণ্যামৃতবারিধিঃ ॥৫৬

বীরভদ্র উবাচ।

গচ্ছ বারাণসীং দক্ষ সর্ব্বপাপপ্রণাশনীম্।
অনুগ্রহার্থং লোকানাং যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ৫৭
অনুগ্রহাত্তগবতো দেবদেবস্য শূলিনঃ।
অনেনৈব শরীরেণ তত্র মোক্ষং গমিষ্যসি ॥৫৮

সূত উবাচ।

বীরভদ্রস্য বচনং শ্রুত্বা দক্ষো মহামতিঃ।
গত্বা বারাণসীং শীঘ্রং সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯
প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং গঙ্গাতীরে মনোরমে।
আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ
দক্ষেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ।
ত্রিলোচনস্য মাহাত্ম্যং সাম্প্রতং বর্ণ্যতে ময়া॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে দক্ষেশ্বর-মাহাত্ম্যাদিকথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ত্রিলোচনাৎ পরং লিঙ্গং বারাণস্যাং ন দৃশ্যতে
সদা সন্নিহিতো নিত্যং যস্মিন্ লিঙ্গে শিবঃ স্থিতঃ
যানি স্থিতানি লিঙ্গানি বারাণস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ
দৃষ্টান্যেব ভবন্ত্যেব দৃষ্টে লিঙ্গে ত্রিলোচনে ॥২
অসংখ্যাতানি পাপানি জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো-ঽপি বা।
কৃতানি নাশয়ত্যেব দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৩
মায়াপাশেন বদ্ধানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি।
মুক্তিং দদাতি পরমাং দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥৪

রুদ্র ও দেবী সকল (দেবদেবীর) রোম হইতে উৎপন্ন হইলেন। দেবদেব শিব দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসাভিলাষে ভদ্রকালীর সহিত মহাবল বীরভদ্রকে প্রেরণ করিলেন। হে দ্বিজগণ! তিনি গিয়া দক্ষযজ্ঞ ভস্মসাৎ করিলেন। অনন্তর দক্ষ বীরভদ্রের অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকনে ভয়বিহ্বল হইয়া শূলধারী বীরভদ্রের শরণাপন্ন হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন দয়ামৃত-সাগর বীরভদ্র পাপমোচনার্থ প্রাচেতস দক্ষকে বলিলেন,—দক্ষ! শঙ্কর লোকানুগ্রহের জন্য যথায় অবস্থিত, সেই সর্ব্বপাপনাশিনী বারাণসীতে গমন কর। ভগবান্ দেবদেব শূলপাণির অনুগ্রহে, সে স্থানে এই শরীরেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। মহামতি দক্ষ, বীরভদ্রের কথা শ্রবণে সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া শীঘ্র বারাণসীতে গমন করিলেন। অনন্তর মনোরম গঙ্গাতীরে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তি-সহকারে তাঁহার আরাধনা করাতে সেই লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দক্ষেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি ত্রিলোচনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। ৩৯—৬১।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ত্রিলোচন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিবলিঙ্গ বারাণসীতে দেখা যায় না, সেই লিঙ্গে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সতত সন্নিহিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বারাণসীতে যত লিঙ্গ অবস্থিত, এক ত্রিলোচন দর্শন করিলে, সেই সকল লিঙ্গ-দর্শনের ফল হয়। দেবদেব ত্রিলোচন (দৃষ্ট হইবামাত্র) জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অসংখ্য পাপ বিনষ্ট করেন। দেবদেব ত্রিলোচন, মায়াপাশবদ্ধ সর্ব্বপ্রাণীকেই পরমা মুক্তি প্রদান করেন। ত্রিলোচনলিঙ্গ পশ্চিমাভি-

পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং সর্পমেখলমণ্ডিতম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ কোটিলিঙ্গার্চ্চনং ফলম্॥ ৫
ত্রিলোচনং সুসম্পূজ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
যযৌ কামেশ্বরং দ্রষ্টুং স লিঙ্গমনুত্তমম্॥ ৬
দদৌ তুষ্টমনসে যত্র দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নো বিবিধাঃ সিদ্ধীঃ সর্ব্বেষামপি দুর্লভাঃ॥৭
অন্যশ্চাপি বরো দত্তো দেবদেবেন শূলিনা।
কৃতানাং ক্রিয়মাণানাং সর্ব্বেষাং তপসামপি।
ক্রোধো নাশকরঃ প্রোক্তো ন ত্বেবৈব মুনেহস্তু তে
তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে কামকুণ্ডমিতি স্মৃতম্॥৯
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা কামেশ্বরং শিবম্
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুক্তো যাতি পরাং গতিম্
অন্যান্যপি চ লিঙ্গানি বারাণস্যাং স্থিতান্যপি।
সংখ্যামপি ন জানাতি তেষাং দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ॥
কো বা বদতি মাহাত্ম্যমৃতে দেবান্মহেশ্বরাৎ।
নন্দীশ্বরো বা জানাতি প্রসাদাদ্‌গিরিজাপতেঃ
অথ সত্যবতীসূনুর্দ্রষ্টুং দেবীং শিবাং পরাম্।
বিশালাক্ষীং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যত্র সন্নিহিতা শিবা॥
তাং দৃষ্ট্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা সম্পূজ্য চ মহামুনিঃ।
পরানন্দাত্মিকাং গৌরীং স্তুতিং নত্বা চকার সঃ

ব্যাস উবাচ।

বিশালাক্ষি নমস্তুভ্যং পরব্রহ্মাত্মিকে শিবে।
ত্বমেব মাতা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্
ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্ত্বমেব হি।
ঋজ্বী কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মা যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥১৬
স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সতী দাক্ষায়ণী বিদ্যা সর্ব্বশক্তিময়ী শিবা॥ ১৭
অপর্ণা চৈকপর্ণা চ তথা চৈবৈকপাটলা।
উমা হৈমবতী চাপি কল্যাণী চৈব মাতৃকা॥ ১৮
খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি বিশ্রুতা।
গণাম্বিকা মহাদেবী নন্দিনী জাতবেদসী॥১৯
সাবিত্রী বরদা পুণ্যা পাবনী লোকবিশ্রুতা।

মুখে অবস্থিত, সর্পমেখলামণ্ডিত; তাঁহার দর্শনমাত্রে কোটিলিঙ্গপূজাফল হইয়া থাকে। মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, উত্তমরূপে ত্রিলোচনের পূজা করিয়া কামেশ্বর নামক অত্যুৎকৃষ্ট সিদ্ধলিঙ্গ-দর্শনের জন্য গমন করিলেন, যথায় দেবদেব শূলপাণি মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, সর্ব্ব-দুর্লভ বিবিধ সিদ্ধি প্রদান করেন এবং "ক্রোধ অনুষ্ঠিত এবং অনুষ্ঠীয়মান সর্ব্ববিধ তপস্যার নাশকর, কিন্তু হে মুনে! তোমার তাহা হইবে না" এই প্রকার বরও তাঁহাকে দেন। কামেশ্বরলিঙ্গের দক্ষিণে কামকূপ; মানব, তথায় স্নান করিয়া কামেশ্বর শিব দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করেন। বারাণসীতে অন্যান্য বহুতর লিঙ্গ আছেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও তৎসমুদয়ের সংখ্যা অবগত নহেন। একমাত্র দেব মহেশ্বর ব্যতীত সেই সকল লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আর কে সমর্থ? তবে, শিব-প্রসাদে নন্দীশ্বরও তাহা অবগত আছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যথায় দুর্গা সতত বিরাজমানা, অনন্তর সত্যবতীনন্দন, পরমা দেবী শিবা বিশালাক্ষীর সেই মূর্ত্তি দেখিবার জন্য যাইলেন।১—১৩। মহামুনি, যথাবিধি ভক্তিসহকারে সেই পরমানন্দরূপিণী গৌরীর পূজা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক ('নত্বা' পাঠে, স্বরূপজ্ঞানপূর্ব্বক) স্তব করিতে লাগিলেন, হে পরব্রহ্ম-রূপিণি! শিবে! বিশালাক্ষি! আপনাকে নমস্কার, আপনিই ব্রহ্মাদি দেবগণের মাতা। আপনিই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি; আপনি সরলা, আপনিই কুণ্ডলিনী, আপনিই সূক্ষ্মা এবং যোগ-সিদ্ধিপ্রদায়িনী; আপনি স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা; আপনি মেধা লক্ষ্মী সরস্বতী; আপনি সতী বিদ্যা দাক্ষায়ণী; আপনি শিবা সর্ব্বশক্তিময়ী। আপনি অপর্ণা, একপর্ণা, একপাটলা এবং অদ্বিতীয়া; আপনি উমা, হৈমবতী, কল্যাণী এবং মাতৃকা। আপনি মহাভাগা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা; আপনি জগতে গৌরী নামে বিখ্যাতা। আপনি গণাম্বিকা, মহাদেবী, নন্দিনী, জাতবেদসী; আপনি সাবিত্রী, বরদা, পুণ্যা, পাবনী, লোকবিশ্রুতা;

আয়তির্নিয়তী রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনী ॥২০
কালরাত্রির্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা।
গৌতমী কৌশিকী চার্য্যা চণ্ডী কাত্যায়নী সতী
বৃষধ্বজা শূলধরা পরমা ব্রহ্মচারিণী।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রমাতা চ পার্ব্বতী সিংহবাহনা ॥২২
এবং স্তুত্বা বিশালাক্ষীং দিব্যৈরেতৈঃ সুনামভিঃ।
কৃতকৃত্যোঽভবদ্ব্যাসো বারাণস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী গঙ্গা বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ
ভক্তিঃ পশুপতৌ তত্র দুর্লভং হি চতুষ্টয়ম্ ॥২৪
যঃ পশ্যতি বিশালাক্ষীং স্নাত্বা গঙ্গাম্ভসি দ্বিজাঃ
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥২৫
বারাণস্যাস্তু মাহাত্ম্যমিতি কিঞ্চিন্ময়োদিতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি যাতি মাহেশ্বরং পদম্ ॥২৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে ত্রিলোচন-মাহাত্ম্যাদি কথনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

আপনি আয়তি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা এবং প্রমথিনী; আপনি কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী; ভূতনায়িকা; আপনি গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী (নিত্যা); আপনি বৃষধ্বজা, শূলধারিণী, পরমা ব্রহ্মচারিণী; আপনি মহেন্দ্রমাতা উপেন্দ্রমাতা, পার্ব্বতী এবং সিংহবাহিনী। হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্যাস বারাণসীতে এই সকল দিব্য সুনাম দ্বারা বিশালাক্ষীকে স্তব করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কাশীতে বিশালাক্ষী, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর শিব এবং শিবভক্তি এই চারিটী দুর্লভ। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি গঙ্গাজলে স্নান করিয়া বিশালাক্ষী দর্শন করে, তাহার সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। এই কাশীমাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ আমি কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি হয়। ১৪—২৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়ঃ উচুঃ।

কিং লক্ষণং পুরাণানাং তেষাং দানেন কিং ফলম্।
অন্যেষামপি দানানাং ব্রতানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥১
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ তেষাং বৈ লক্ষণং যথা।
ততঃ শ্রাদ্ধবিধানঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥২
সর্ব্বমেতদশেষেণ সূত নো বক্তুমর্হসি ॥৩

সূত উবাচ।

যদুক্তং ভানুনা পূর্ব্বং পুত্রায় মনবে দ্বিজাঃ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম ॥৪
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশা মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৫
ব্রাহ্মাদীনাং পুরাণানামুক্তমেতত্তু লক্ষণম্।
এতচ্চোপপুরাণানাং খিলত্বাল্লক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ৬
ব্রাহ্মং পুরাণং তত্রাদ্যং সংহিতায়াং বিভূষিতম্
শ্লোকানাং দশসাহস্রং নানাপুণ্যকথাযুতম্ ॥৭
পাদ্মং দ্বিতীয়ং কথিতং তৃতীয়ং বৈষ্ণবং স্মৃতম্

নবম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! পুরাণের লক্ষণ কি? পুরাণদানে ফল কি? অন্য দান এবং ব্রতেরই বা বিশেষ বিশেষ ফল কি আছে? বর্ণাশ্রমফল, তাহার লক্ষণ, শ্রাদ্ধবিধি এবং প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়? এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে সূর্য্য স্বীয় পুত্র মনুকে (এ বিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মন্বন্তর-বর্ণনা এবং বংশানুচরিত কীর্ত্তন,—পুরাণ এই পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন। ইহা ব্রাহ্মাদি পুরাণের লক্ষণ; সেই সকল পুরাণের 'খিল' (পরিশিষ্ট) বলিয়া তাহাই উপপুরাণেরও লক্ষণ। ১—৬। প্রথম পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ; ইহাতে দশ সহস্র শ্লোক আছে, নানাবিধ পবিত্র কথা আছে এবং সংহিতার শোভা আছে। দ্বিতীয়

চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি স্মৃতম্ ॥৮
ততো ভাগবতং প্রোক্তং ভাগদ্বয়বিভূষিতম্।
চতুর্ভিঃ পর্ব্বভিঃ প্রোক্তং ভবিষ্যং তদনন্তরম্
নারদীয়ং তথাগ্নেয়ং মার্কণ্ডেয়মতঃ পরম্।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং পরম্ ॥১০
ভাগদ্বয়েন লৈঙ্গঞ্চ ততো বরাহমুত্তমম্।
সংযুক্তমষ্টভিঃ খণ্ডৈঃ স্কান্দঞ্চৈবাতিবিস্তরম্ ॥১১
ততশ্চ বামনং কৌর্ম্মং ভাগদ্বয়বিরাজিতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ং প্রোক্তং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্
ভাগদ্বয়েন কথিতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্।
খিলান্যুপপুরাণানি যানি চোক্তানি সূরিভিঃ ॥
ইদং ব্রহ্মপুরাণস্য খিলং সৌরমনুত্তমম্।
সংহিতাদ্বয়সংযুক্তং পুণ্যং শিবকথাশ্রয়ম্ ॥১৪
আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া সূর্য্যভাষিতা
ইয়ং পুণ্যতমা খ্যাতা সংহিতা পাপনাশিনী ॥১৫
বৈবস্বতায় মনবে কথিতা রবিণা পুরা।
দানমস্য পুরাণস্য দানানামুত্তমং দ্বিজাঃ ॥১৬
যো দদ্যাচ্ছিবভক্তায় ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে।
যানি দানানি লোকেষু প্রসিদ্ধানি দ্বিজোত্তমাঃ
সর্ব্বেষাং ফলমাপ্নোতি চতুর্দ্দশ্যাং ন সংশয়ঃ ॥১৭
ব্রাহ্মং পুরাণং প্রথমং দদাতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
পাদ্মং ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য যো দদাতি গুরোর্দিনে।
দ্বিজায় বেদবিদুষে জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ
বৈষ্ণবং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ।
অনূচানায় যো দদ্যাদ্বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
দদাতি সূর্য্যভক্তায় যস্তু ভাগবতং দ্বিজাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রমন্তে বৈবস্বতং পদম্ ॥ ২১

পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপ্রোক্ত বায়বীয় নামে খ্যাত চতুর্থ পুরাণ অর্থাৎ চতুর্থ বায়ুপুরাণ, চতুঃপর্ব্বে কথিত ভাগদ্বয়-ভূষিত ভাগবত * তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ পঞ্চম পুরাণ। ভবিষ্যপুরাণ, তৎপরবর্ত্তী (ষষ্ঠ), নারদীয় (৭ম), আগ্নেয় (৮ম) এবং মার্কণ্ডেয় (৯ম), পরপরবর্ত্তী পুরাণ। দশম পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। লিঙ্গপুরাণ একাদশ। লিঙ্গ-পুরাণ দুই ভাগে কথিত হইয়াছে। উত্তম বরাহপুরাণ তৎপরবর্ত্তী (১২শ), অষ্টখণ্ডে বিভক্ত অতি বিস্তৃত স্কন্দপুরাণ (১৩শ), অনন্তর বামনপুরাণ (১৪শ), ভাগদ্বয়সম্পন্ন কূর্ম্মপুরাণ (১৫শ), অনন্তর মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ দুই ভাগে কথিত হইয়াছে। উপ-পুরাণ সকল 'খিল' † নামে কথিত। এই অনুত্তম সৌরপুরাণ ব্রহ্মপুরাণের খিল। শিবকথাশ্রিত পবিত্র পুরাণের এই দুই সংহিতা আছে। তন্মধ্যে প্রথম সংহিতা সনৎকুমার-কথিত। দ্বিতীয় সংহিতা সূর্য্য-কথিত। এই পাপনাশিনী পবিত্র সংহিতা পূর্ব্বকালে বৈবস্বত মনুর নিকট সূর্য্যদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণপ্রদান দানসমূহের মধ্যে উত্তম। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবভক্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে এই পুরাণ দান করে,—হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববিধ দানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৭—১৭। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে প্রথম পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ দান করে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস তাহার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার উদ্দেশে পদ্মপুরাণ দান করে, তাহার জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ-ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি সংযত ও শুচি হইয়া দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুপুরাণ দান করে, তাহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি সূর্য্যভক্তকে ভাগবত দান করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত এবং সর্ব্বরোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া কিঞ্চিদধিক শত বৎসর জীবিত থাকিয়া

* এখানে ভাগবত পদে দেবীভাগবত। কেননা, শ্রীমদ্ভাগবতে পর্ব্ব-বিভাগ নাই।

† অংশবিশেষ।

বৈশাখে শুক্লপক্ষস্থ তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তস্যাং তিথৌ সংযতাত্মা ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে॥
ভবিষ্যাখ্যং পুরাণন্তু দদাতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
অশ্বমেধস্থ যজ্ঞস্থ ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম॥ ২৩
মার্কণ্ডেয়ন্ত যো দদ্যাৎ সপ্তম্যাং প্রযতাত্মবান্।
সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥ ২৪
আগ্নেয়ং প্রতিপদ্যেব প্রদদ্যাদাহিতাগ্নয়ে।
রাজসূয়স্থ যজ্ঞস্থ ফলং ভবতি শাশ্বতম্॥ ২০
দদাতি নারদীয়ং যশ্চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ।
দ্বিজায় শিবভক্তায় শিবলোকে মহীয়তে॥ ২৬
যো দদ্যাদ্ব্রহ্মবৈবর্ত্তং বৈষ্ণবায় সমাহিতঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ২৭
কার্ত্তিকস্থ চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লপক্ষস্থ সুব্রতঃ।
লৈঙ্গং দদ্যাদ্দ্বিজেন্দ্রায় শিবার্চ্চনরতায় বৈ॥২৮
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
যাতি মাহেশ্বরং ধাম সর্ব্বলোকোপরি স্থিতম্॥
দ্বাদশ্যাং সংযতো ভূত্বা ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে।
যো বৈ দদাতি বারাহং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
স্কান্দং শিবচতুর্দ্দশ্যাং প্রদদ্যাচ্ছিবযোগিনে।
জ্ঞানী ভবতি বিপ্রেন্দ্রা মহাদেবপ্রসাদতঃ॥৩১
দ্বাদশ্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং দদ্যাদ্বামনমুত্তমম্।
তস্থ দেবস্থ তং লোকং প্রাপ্নোত্যক্ষয়মুত্তমম্
দদ্যাৎ কৌর্ম্মং চতুর্দ্দশ্যাং যোগিনে প্রযতাত্মনে
সর্ব্বদানস্থ যৎ পুণ্যং সর্ব্বযজ্ঞস্থ যৎ ফলম্।
প্রাপ্নোতি তৎ ফলং বিদ্বানন্তে শৈবং পরং পদম্
মাৎস্যং দদ্যাদ্দ্বিজেন্দ্রায় প্রযতশ্চোত্তরায়ণে।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকে মহীয়তে॥
গারুড়ং শিবমুদ্দিশ্য দদ্যাচ্ছিবতিথৌ দ্বিজাঃ।
বাজপেয়সহস্রস্থ ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ৩৫
প্রদদ্যাচ্ছিবভক্তায় ব্রহ্মাণ্ডমিতি যৎ স্মৃতম্।

অন্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে ভবিষ্যপুরাণ দান করে, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সপ্তমী তিথিতে পবিত্রচিত্তে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ দান করে, সে সর্ব্বপাপবর্জ্জিত হইয়া সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। প্রতিপদ্ তিথিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে অগ্নিপুরাণ দান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া চতুর্দ্দশীতিথিতে শিব-ভক্ত ব্রাহ্মণকে নারদীয় পুরাণ দান করে, তাহার শিবলোকে সসম্মানে বাস হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া বৈষ্ণবকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দান করে, তাহার প্রত্যাগমনবর্জ্জিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সুব্রত ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে শিব-পূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠকে লিঙ্গপুরাণ দান করে, সে ব্যক্তি, সর্ব্বপাপমুক্ত ও সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বলোকোপরিস্থিত মহেশ্বরধামে গমন করে। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া দ্বাদশী-তিথিতে তপস্বী ব্রাহ্মণকে বরাহ পুরাণ দান করে, তাহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! শিবচতুর্দ্দশীতে শিবযোগীকে স্কন্দপুরাণ প্রদান করিলে, মহাদেবপ্রসাদে জ্ঞানী হইয়া থাকে। দ্বাদশী বা চতুর্দ্দশীতে উত্তম বামনপুরাণ দান করিলে সেই দাতার সেই উত্তম অক্ষয়লোক * প্রাপ্তি হয়। ১৮—৩২। চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রযতাত্মা যোগী পুরুষকে কূর্ম্মপুরাণ দান করিলে সর্ব্ব-বিধ দান ও যজ্ঞের যে ফল, তাহা লাভ করা যায় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সেই ব্যক্তি অন্তে শিবের পরমপদ লাভ করিতে পারে। সংযত হইয়া উত্তরায়ণে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে মৎস্য পুরাণ যে দান করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে আদরের সহিত বাস করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিবতিথিতে, শিবোদ্দেশে গরুড়পুরাণ দান করিলে, সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল লাভ হয়। হে সুব্রত-

* দ্বাদশীতে দান করিলে বিষ্ণুলোক এবং চতুর্দ্দশীতে দান করিলে শিবলোক-প্রাপ্তি হয় অথবা বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এই অর্থ।

শিবস্য পুরতো ভক্ত্যা সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে॥
চন্দ্রস্য গ্রহণে বাথ ভানোরপি চ সুব্রতাঃ।
গণাধিপত্যমাপ্নোতি দেবদেবস্য শূলিনঃ॥ ৩৭
এবমুক্তঃ পুরাণানাং ক্রমো দানেন যৎ ফলম্
প্রোক্তং সমাসতো বিপ্রাঃ সূর্য্যো যৎ স্বয়মব্রবীৎ
যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং মহাদেবস্য সন্নিধৌ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বাজপেয়ফলং লভেৎ॥৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে ব্রাহ্মাদিপুরাণক্রমদানফল-কথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
দানং পাত্রে প্রদাতব্যং নাপাত্রেঽপ্যণুমাত্রকম্
পাত্রভূতান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
ভানুনা দেবদেবেন মনবে কথিতাশ্চ যে॥ ২
ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে।
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ শ্রীর্দানেনৈব লভ্যতে
দানেন প্রাপ্নুয়াৎ সৌখ্যং রূপং কান্তিং যশো বলম্।
দানেন জয়মাপ্নোতি মুক্তির্দানেন লভ্যতে॥৪
দানেন শত্রূন জয়তি ব্যাধির্দানেন নশ্যতি।
দানেন লভতে বিদ্যাং দানেন যুবতীং জনঃ॥৫
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্।
দানমেব ন চৈবান্যদিতি দেবোঽব্রবীদ্রবিঃ॥৬
তস্মাদ্দানায় সৎপাত্রং বিচার্য্যৈব প্রযত্নতঃ।
দাতব্যমন্যথা সর্ব্বং ভস্মনীব হুতং ভবেৎ॥ ৭
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ শান্তাশ্চৈব জিতেন্দ্রিয়াঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ কুটুম্বিনঃ॥৮
তপস্বিনস্তীর্থরতাঃ কৃতজ্ঞা মিতভাষিণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতা নিত্যং স্বাধ্যায়শীলিনঃ॥ ৯
মহাদেবার্চ্চনরতা ভূতিশাসনভূষিতাঃ।
বৈষ্ণবাঃ সূর্য্যভক্তা বা পাত্রভূতা দ্বিজোত্তমাঃ॥

গণ! দক্ষিণায়নে চন্দ্রগ্রহণে বা সূর্য্য-গ্রহণে শিবসম্মুখে ভক্তিসহকারে শিবভক্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দান করিলে, দেবদেব শূলপাণির গণাধিপতিত্ব লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! পুরাণদানে যে ফল হয়, তাহার পারিপাট্য, স্বয়ং সূর্য্যের বাক্যানুসারে আমি এই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি শিবসন্নিধানে এই অধ্যায় পাঠ করে, সে সকল-পাপমুক্ত হইয়া, বাজপেয়-যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ৩৩—৩৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং বিমল এই চারিপ্রকার দান। সৎপাত্রে দান করিবে, অপাত্রে অণুমাত্র দান করিবে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দেবদেব সূর্য্য মনুর নিকট যে সকল সৎপাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে দানের অধিক আর কিছু নাই। দান দ্বারা স্বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। দান দ্বারা সুখ, রূপ, কান্তি, যশ এবং বল প্রাপ্তি হয়। দান দ্বারা জয় এবং মুক্তি লাভ হয়। দান দ্বারা শত্রুজয়, দান দ্বারা রোগনাশ, দান দ্বারা বিদ্যালাভ এবং দান দ্বারা তরুণীলাভ হয়। দানই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পরম সাধন, অন্য কিছু নহে; ইহা সূর্য্যদেব বলিয়াছেন। অতএব প্রযত্নসহকারে সৎপাত্র নির্ণয় করিয়াই দান করা কর্ত্তব্য; নতুবা সমস্তই ভস্মে আহুতির ন্যায় হয়। বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, বহুকুটুম্বসম্পন্ন, তপস্বী, তীর্থনিরত, কৃতজ্ঞ, মিতভাষী, গুরুশুশ্রূষারত, স্বাধ্যায়-শীল, শিবপূজারত, ভূতিশাসনভূষিত, বৈষ্ণব বা সূর্য্যভক্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সৎপাত্র। ১—১০।

এভ্য এব প্রদাতব্যমীহেদ্দানফলং যদি।
আপদ্যপি ন দাতব্যমন্যেভ্য ইতি নিশ্চিতম্॥
যস্তু মাহেশ্বরো বিপ্রো জাতিমাত্রোঽপি যদ্যপি
উত্তমঃ সর্ব্বপাত্রাণাং তস্মৈ দত্তং তদক্ষয়ম্॥১২
শিবভক্তমতিক্রম্য যচ্চান্যস্মৈ প্রদীয়তে।
নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দানং নরকঞ্চ প্রপদ্যতে॥ ১৩
তস্মাৎ পাত্রতমং জ্ঞাত্বা শিবভক্তমকল্মষম্।
তস্মৈ সর্ব্বং প্রদাতব্যমক্ষয়ং ফলমিচ্ছতা॥ ১৪
দানং ফলমনুদ্দিশ্য সর্ব্বদা যৎ প্রদীয়তে।
তদ্দানং নিত্যমিত্যুক্তং দেবদেবেন ভানুনা॥
দানং পাপবিশুদ্ধ্যর্থং শ্রদ্ধয়া যৎ প্রদীয়তে।
প্রোক্তং নৈমিত্তিকং দানমৃষিভির্বেদবাদিভিঃ॥
পুত্রার্থং বা ধনার্থং বা স্বর্গার্থং বাপ্যতোঽপি বা
যদ্দানং দীয়তে ভক্ত্যা কাম্যমিত্যভিধীয়তে॥
হরস্য প্রীণনার্থং যচ্ছিবভক্তায় দীয়তে।
দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনম্।
যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে দানং দরিদ্রায় বিশেষতঃ।
দানং তদধিকং প্রোক্তং স্বকুটুম্বাবিরোধতঃ॥১৯
স্বল্পামপি মহীং যস্তু দদাতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং যত্র দেবঃ স্বয়ং বিরাট্॥২০
ইক্ষুগোধূমতুবরীযবৈশ্চ সহিতাং মহীম্।
যো দদাতি দরিদ্রায় স যাতি সবিতুঃ পদম্॥২১
অপি গোচর্ম্মমাত্রাং যো দদাতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
শিবভক্তায় শান্তায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥২২
ন ভূমিদানাদধিকং দানমস্তীহ ভূতলে।
তদ্দানং হি দরিদ্রায় দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্॥ ২৩
আঢ্যায় নৈব দাতব্যং ভূমিদানং বিশেষতঃ।
যো দদাতি ভয়াৎ স্নেহাৎ সোঽক্ষয়ং নরকং
ব্রজেৎ॥ ২৪
যৈর্দত্তা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ গ্রামাঃ পরমধার্ম্মিকৈঃ॥

দানফলে অভিলাষ থাকে ত ইহাঁদিগকেই দান করিবে। আপৎকালেও অন্য ব্যক্তিকে দান করিবে না, ইহা নিশ্চয়। (আর সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত হইলেও) জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ যদি শৈব হন, ত তিনি (পূর্ব্বোক্ত) সর্ব্ববিধ সৎপাত্র অপেক্ষা উত্তম পাত্র। তাঁহাকে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শিবভক্তকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দান করে, তাহার সেই দান নিষ্ফল হয় এবং তাহার নরকভোগ হয়। অতএব অক্ষয়-ফলাভিলাষী ব্যক্তি, শিবভক্ত নিষ্পাপ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই সকল দান করিবেন। ফলোদ্দেশ না করিয়া সর্ব্বদা যাহা দান করা যায়, দেবদেব সূর্য্য তাহাকে নিত্যদান বলিয়াছেন। শ্রদ্ধা-সহকারে পাপক্ষয়ার্থ যাহা দান করা যায়, বেদবাদী ঋষিগণ তাহাকেই নৈমিত্তিক দান বলিয়াছেন। পুত্রের জন্য, ধনের জন্য, স্বর্গের জন্য বা অন্য কোন ফলের জন্য ভক্তিসহকারে যে দান করা যায়, তাহাই কাম্য নামে কথিত; শিবপ্রীতি উদ্দেশে শিবভক্তকে যে দান করা যায়, তাহা বিমল নামে অভিহিত; বিমল-দান, কেবল মুক্তির সাধন। নিজ পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ-ক্লেশ না দিয়া বিশেষ দরিদ্রকে যে দান করা যায়, তাহা (পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধের) অধিক দান নামে কথিত। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অল্পমাত্র ভূমিও প্রদান করে, স্বয়ং বিরাট্ যথায় অবস্থিত, সেই ব্রহ্মলোকে তাহার গমন হয়। ইক্ষু, গোধূম, অরহর এবং যবের সহিত ভূমি, দরিদ্রকে যে ব্যক্তি দান করে, তাহার সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গোচর্ম্মমাত্র ভূমিও শান্ত শিবভক্ত ব্যক্তিকে দান করে, সকল পাপ হইতে তাহার নিষ্কৃতি হয়।১১—২২। এই ভূমণ্ডলে ভূমিদানাধিক দান নাই। দরিদ্রকে ভূমিদান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কদাচ (দান) বিশেষতঃ ভূমিদান করিবে না; ভয় বা স্নেহ বশতঃ যে তাহা করিবে, তাহার অক্ষয় নরক ভোগ হইবে। যে সব পরম ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণগণকে গ্রাম দান করেন, * তাঁহাদিগের

* অনন্তর ফলবোধক শ্লোকাংশ পতিত হইয়াছে। ইহা বেশ বোধ হয়।

গৃহ্লন্তি যে করংতেষু লোভান্ধাঃ পাপিনো নৃপাঃ
নরকেষু বিপচ্যন্তে যাবৎ কল্পাযুতত্রয়ম্ ॥ ২৬
তদন্তে মক্ষিকা যূকা মৎকুণা মশকাস্তথা।
কৃময়ো জালপাদাশ্চ শূকরাঃ পক্ষিণস্তথা ॥ ২৭
শ্বানো গোধাঃশশাঃসেধা গর্দ্দভাশ্চ পিপীলিকাঃ
মূষকাঃ কৃকলাসাশ্চ বৃক্ষগুল্মাদয়স্তথা ॥ ২৮
ভবন্তি যুগসাহস্রং তদন্তে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
ন তেষাং নিষ্কৃতির্দৃষ্টা প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥২৯
ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নোতি কালেন মুনিপুঙ্গবাঃ।
দ্বিজগ্রামকরগ্রাহী নৈব শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
তস্মাৎ পরিহরেৎ তত্র করং যত্নেন বুদ্ধিমান্।
বিপ্রগ্রামকরাদানাদধিকং নাস্তি পাতকম্ ॥ ৩১
দানানামুত্তমং দানং বিদ্যাদানং বিদুর্বুধাঃ ॥৩২
তচ্চ দানং বিনীতায় বর্ণাশ্রমরতায় চ।
ব্রাহ্মণায়ৈব শান্তায় শুশ্রূষণরতায় চ।
দত্তং তদ্ব্রহ্মলোকায় বিদ্যাদানং প্রচক্ষতে ॥৩৩

অন্নদানং প্রশংসন্তি বিদুষো বেদবাদিনঃ।
অন্নমেব যতঃ প্রাণাঃ প্রাণদানসমং হি তৎ ॥৩৪
তস্মাদহরহর্দেয়মন্নমেব বিচক্ষণৈঃ।
অপরীক্ষ্যৈব সর্ব্বেভ্য ইতি স্বায়ম্ভুশাসনাৎ ॥৩৫
প্রীতো বিরিঞ্চিরন্নেন প্রীতশ্চ কমলাপতিঃ।
প্রীতশ্চ ভগবান্ শম্ভুরন্নেনৈব শচীপতিঃ।
তস্মাদ্বিশিষ্টং তদ্দানমাহুর্ব্বেদবিদো বুধাঃ ॥৩৬
আমমন্নং গৃহস্থায় নৈব পক্কং কদাচন।
নাধ্বগায় নিষিদ্ধং তদিতি দেবোঽব্রবীদ্রবিঃ ॥
জলদানমপি প্রোক্তমন্নদানেন বৈ সমম্।
জীবনং সর্ব্বভূতানাং জলমেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৮
তিলদঃ পুত্রমাপ্নোতি বাসোদঃ কান্তিমুত্তমাম্ ॥
দীপদো নির্ম্মলাং দৃষ্টিং যানদঃ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥৩৯
শয্যাপ্রদশ্চাপি তথা ধান্যদঃ সৌখ্যমুত্তমম্।
অশ্বিনোর্লোকমাপ্নোতি সৌন্দর্য্যং ঘোটকপ্রদঃ
ব্রহ্মদানং মহদ্দানমিতি বেদবিদো বিদুঃ।

প্রদত্ত সেই সব গ্রামের কর যে সকল লোভান্ধ পাপিষ্ঠ রাজারা গ্রহণ করে, তিন অযুত কল্প তাহারা নরকে পচিয়া থাকে। তৎপরে, মক্ষিকা, যূক, মৎকুণ, মশক, কৃমি, জালপাদ জীব, শূকর, পক্ষী, কুক্কুর, গোধা, শশক, শল্লকী, গর্দ্দভ, পিপীলিকা, মূষিক, কৃকলাস, বৃক্ষ এবং গুল্ম ইত্যাদি জন্ম সহস্রযুগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া শেষে ম্লেচ্ছ-যোনি প্রাপ্ত হয়; বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহাদের নিষ্কৃতি দেখা যায় না। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মহত্যাকারীও কালক্রমে শুদ্ধ হয়, কিন্তু বিপ্রলব্ধ গ্রামের যে কর গ্রহণ করে, তাহার শুদ্ধি হয় না। অতএব, বুদ্ধিমান্ রাজা সে গ্রামের কর ত্যাগ করিবে; ব্রাহ্মণ-গ্রামের কর গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পাতক আর নাই। পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, সর্ব্বদান অপেক্ষা বিদ্যাদান উত্তম; কিন্তু বিনয়ী এবং বর্ণাশ্রমরত শান্ত সেবক ব্রাহ্মণকে সেই দান করিবে। কথিত আছে, বিদ্যাদানে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। বেদবাদিগণ, অন্নদানের প্রশংসা করেন; অন্নই প্রাণ কিনা, তাই অন্নদান এবং প্রাণ-দান সমান। অতএব বিচক্ষণ বক্তিগণ ব্রহ্মার আদেশে পরীক্ষা না করিয়া প্রত্যহ সকলকেই অন্নদান করিবে। অন্ন দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভগবান্, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র সকলেই প্রীত হন। এইজন্য বেদবিৎ পণ্ডিতেরা অন্নদানকে বিশিষ্ট দান বলিয়া-ছেন। গৃহস্থ ব্যক্তিকে আমান্ন দান করা উচিত, পক্কান্ন দান কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু পথিককে পক্কান্ন দান করা নিষিদ্ধ নহে; সূর্য্যদেব ইহা বলিয়াছেন। ২৬—৩৭। হে দ্বিজোত্তমগণ! জলদানও অন্নদানের তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছে; জলই সর্ব্বভূতের জীবন। তিলদান করিলে পুত্র লাভ, বস্ত্র দান করিলে উত্তম শান্তি লাভ, দীপদানে নির্ম্মল দৃষ্টি লাভ, যানদানে উত্তম শ্রী লাভ, শয্যাদান ও ধান্যদানে উত্তম সুখ লাভ এবং ঘোটকদানে সৌন্দর্য্য লাভ ও অশ্বিনীকুমার-লোক প্রাপ্তি হয়। বেদবেত্তৃগণ বেদদানকে

তথাপি মূলপাঠানুসারে সঙ্গতির জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

ত্তন দানেন মহতা সাযুজ্যং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ৪১
গৃহীত্বা বেতনং বেদং যোঽধ্যাপয়তি মূঢ়ধীঃ।
অধীতে যো হি বা দত্ত্বা তাবুভৌ পাপিনৌ স্মৃতৌ ॥ ৪২
তয়োর্মুখগতা বেদা নিন্দিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
সুরাভাণ্ডগতং তোয়ং যথা ভবতি নিন্দিতম্ ॥
গবাং গ্রাসপ্রদানেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥৪৪
যানি ভোজ্যানি মূলানি ফলানি বিবিধানি চ।
শাকানি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ
ইন্ধনানাং প্রদানেন জঠরাগ্নিপ্রদীপনম্।
পরলোকগতানাঞ্চ চ্ছত্রদানং সুখপ্রদম্ ॥৪৬
রোগিণে রোগশান্ত্যর্থমৌষধং যঃ প্রযচ্ছতি।
রোগহীনঃ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবতি সর্ব্বদা ॥৪৭
গামলঙ্কৃত্য যো দদ্যাৎ সবৎসাঞ্চ সদক্ষিণাম্।
সক্ষীরিণীং দ্বিজেন্দ্রায় শ্রদ্ধয়া দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥৪৮
প্রাপ্নোতি শাশ্বতাঁল্লোকান্নানাভোগসমন্বিতান
সংখ্যা নৈবাস্তি পুণ্যানাং কপিলায়াঃ প্রদানতঃ
কৃষ্ণাজিনঞ্চ মহিষী মেষী চ দশ ধেনবঃ।
ব্রহ্মলোকপ্রদাস্তিস্তুলাপুরুষ এব চ ॥ ৫০
ষোড়শ ক্রতবো যে চ দানংতীর্থেষু যৎ স্মৃতম্
তদক্ষয়ং ভবেদ্দানং যোগিনে চ বিশেষতঃ ॥
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
সংক্রান্ত্যাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥
শিবমুদ্দিশ্য যদ্দত্তং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
শিবালয়ে বিশেষেণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৫৩
বিশাখর্ক্ষেণ সংযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ ॥
তস্যাং তিথৌ তু সম্পূজ্যব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা
কৃষ্ণৈরেব তিলৈর্বিদ্বান্ মধুনা বাপ্যুপোষিতঃ।
ধর্ম্মরাজো যমঃ সাক্ষাৎ প্রীয়তামিতি শক্তিতঃ
দদ্যাদ্বেদার্থবিদুষে যদি বা শিবযোগিনে।
যাবজ্জীবং কৃতৈঃ পাপৈঃ কায়িকৈর্বাঙ্মনো-
গতৈঃ।
মুচ্যতে তৎক্ষণাদেব ধর্ম্মরাজপ্রসাদতঃ ॥ ৫৬
কৃষ্ণাজিনে তিলান কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৭

মহাদান স্থির করিয়াছেন। সেই মহাদানে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি বেতন গ্রহণ করিয়া, বেদাধ্যাপন করে এবং যে ব্যক্তি বেতন দিয়া তাহা অধ্যয়ন করে, তাহারা উভয়েই পাপী। সুরাভাণ্ডস্থ জলের ন্যায় সেই দুই জনের মুখোচ্চারিত বেদও সর্ব্বকার্য্য-নিন্দিত। গোগ্রাসপ্রদান দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। বিবিধ ফল, মূল, শাক ইত্যাদি যাহা যাহা ভোজ্য, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে অত্যন্ত সুখ হয়। ইন্ধনদানে জঠরাগ্নিবৃদ্ধি হয়। ছত্রদানে মৃত-ব্যক্তিদিগের সুখ হয়। যে ব্যক্তি রোগীকে রোগশান্তির জন্য ঔষধ প্রদান করে, সে ব্যক্তি রোগহীন ও দীর্ঘায়ু হয় এবং সর্ব্বদা সুখে থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে, দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী অলঙ্কৃত করিয়া, দক্ষিণাসহ সদ্ব্রাহ্মণকে দান করে, নানাভোগসমন্বিত অক্ষয় লোকসমূহ প্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে। কপিলাদানের অসংখ্য পুণ্য। কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, মহিষী, মেষী, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিহেতু দশধেনু, তুলাপুরুষদান, ষোড়শযজ্ঞ এবং তীর্থে দান অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে; বিশেষতঃ সেই দান যদি যোগীদিগকে করা যায়।৩৮—৫০। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি এবং অপরাপর সংক্রান্তি প্রভৃতি কালে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। শিবোদ্দেশে যাহা দান করা হয়, তাহা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তাহাই অক্ষয়, বিশেষতঃ শিবালয়ে বৈশাখী পূর্ণিমা, যদি বিশাখানক্ষত্রযুক্ত হয়, ত উপবাসী থাকিয়া, সেই তিথিতে কৃষ্ণতিল এবং মধু দ্বারা সাত জন, অভাবে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া 'সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম প্রীত হউন" বলিয়া বেদার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা শিবযোগীকে যথাশক্তি দান করিবে। তাহাতে ধর্ম্মরাজের প্রসাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার যাবজ্জীবনকৃত কায়িক, বাচিক এবং মানসিক পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণসার-চর্ম্মে তিল রাখিয়া

গামন্নমুদকুম্ভঞ্চ বৈশাখ্যাং সম্প্রযচ্ছতি।
প্রীতয়ে ধর্ম্মরাজস্য সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে॥ ৫৮
প্রসিদ্ধা যা শিবতিথির্মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী
তস্যাং তিথৌ নরো ভক্ত্যা দেবমুদ্দিশ্য শঙ্করম্
দদাতি হেম বাসো বা ফলং ধান্যমথাপি বা।
যৎকিঞ্চিদ্বেদবিদুষে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্॥৬০
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদ্যাদ্দানং পরং স্মৃতম্
ন তস্মাদধিকং দানং বিদ্যতে চ ধনৈর্বিনা॥৬১
এবং দানফলং প্রোক্তং পুরাণেঽস্মিন্ পৃথক্ পৃথক্।
পঠেদ্ যঃ শৃণুয়াদ্বাপি গোদানস্য ফলং লভেৎ

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে দানার্হবিপ্রাদিকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

তাহা এবং সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার সর্ব্ব-পাপক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্ম্মরাজের প্রীতি-উদ্দেশে গো, অন্ন এবং জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদান করে, তাহার সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। প্রসিদ্ধ শিবতিথি—মাঘ মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে যে মানব, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভক্তিসহকারে সুবর্ণ, বস্ত্র, ফল বা ধান্য যা কিছু দান শিবোদ্দেশে করিবে, তাহাই তাহার অক্ষয় হইবে। সর্ব্বভূতের প্রতি যে অভয়দান, তাহা পরমদান। ধন ব্যতীত সম্পাদনীয় সেই দান হইতে উৎকৃষ্ট দান আর নাই। এই পুরাণে এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ দানফল কীর্ত্তিত হইল, যে ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহার গোদান-ফল হইবে। ৫২—৬২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অন্যদ্‌ব্রতমিদং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
শিবেন কথিতং সাক্ষাৎ স্বয়ং স্কন্দায় পৃচ্ছতে

স্কন্দ উবাচ

দেবদেব মহাদেব শশাঙ্ককৃতশেখর।
ভর্গ বিশ্বেশ্বরেশান কারুণ্যামৃতবারিধে॥ ২
কস্য প্রসীদসি ক্ষিপ্রং কেন বা জ্ঞায়তে ভবান্
যোগস্ত্বদ্বিষয়ঃ কো বা জ্ঞানং ত্বদ্বিষয়ঞ্চ কিম্॥৩
সর্ব্বমেতন্মহাদেব পুত্রস্নেহাদ্‌ব্রবীহি মে॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ।

মদ্ভক্তঃ সর্ব্বদা স্কন্দ মৎপ্রিয়ো ন গুণাধিকঃ।
সর্ব্বাশী সর্ব্বভক্ষো বা সর্ব্বাচারবিলোপকঃ॥ ৫
মৎপরো বাঙ্মনঃকায়ৈর্মুক্ত এব ন সংশয়ঃ॥৬
নাহং প্রসন্নস্তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
তুষ্টোঽহং ভক্তিলেশেন ক্ষিপ্রং যচ্ছে পরং পদম্॥৭

একাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অন্য তপস্যার বিষয় বলিতেছি, এই ব্রত সাক্ষাৎ শিব, কার্ত্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে শশাঙ্কশেখর দেবদেব মহাদেব! হে দয়ামৃতসাগর ভর্গ ঈশান বিশ্বেশ্বর! আপনি কাহার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হন? আপনাকে অবগত হইতে পারে কে? ত্বদ্বিষয়ক যোগ এবং জ্ঞান কি প্রকার? হে মহাদেব! পুত্র-বাৎসল্য বশতঃ আমাকে এই সমস্ত বলুন (তখন) ঈশ্বর বলিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়! আমার যে সতত ভক্ত, সেই আমার প্রিয়; আমার প্রীতির কারণ গুণাধিকতা নহে। সর্ব্বপায়ী, সর্ব্বভক্ষী, সর্ব্বাচার-বিলোপী ব্যক্তিও যদি বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা মৎপরায়ণ হয় ত তাহারও নিশ্চয় মুক্তি হয়। আমার সন্তোষ তপস্যা, দান বা যজ্ঞ দ্বারা [illegible]

ত্রিপুণ্ড্রধারী সততং শান্তো রুদ্রাক্ষকঙ্কণঃ।
দন্তঃ সত্যসঙ্কল্পো ভক্তঃ স্যাদুত্তমো মম ॥৮
সূর্য্যবহ্নীন্দুভক্তানামুত্তমো বৈষ্ণবঃ পরঃ
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ শিবভক্তো বিশিষ্যতে
পাপরতঃ ক্রূরঃ স্বাশ্রমাচারবর্জ্জিতঃ।
ভক্তো যদি ভবেৎপূজ্যো মান্যঃ স এব হি
দম্ভং সমাশ্রিত্য ভক্তানামুপজীবিকাঃ।
সংসারাৎ তেঽপি মুচ্যন্তে কিং পুনর্মৎপরা
জনাঃ ॥ ১১
ভক্তানাঞ্চ মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ
নেঽহং ত্বঞ্চ জানাসি নন্দী জানাতি বা গুহ

মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো মূর্খো বা পণ্ডিতোঽপি বা
মম ভক্তো যদি ভবেৎ সর্ব্বস্মাদধিকো হি সঃ
ভক্তঃ প্রিয়ো মে সততং যথা ত্বং ক্রৌঞ্চসূদন
তস্মাৎ তৎপূজনাদ্বৎস পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ
মদ্ভক্তং দ্বেষ্টি যো মোহাৎ স মাং দ্বেষ্টি সনাতনম্
ত্বাং পূজয়তি যো ভক্ত্যা স মাং পূজিতবান্ গুহ
ভক্তিরষ্টবিধা স্কন্দ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পঠ্যতে।
তামহং কথয়িষ্যামি ভক্তিং ভববিনাশিনীম্ ॥১৬
মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
স্বয়মভ্যর্চ্চনং ভক্ত্যা মমার্থে চাঙ্গচেষ্টিতম্ ॥১৭
মৎকথাশ্রবণে ভক্তিঃ স্বরনেত্রাঙ্গবিক্রিয়া।

হন আমি শীঘ্র তাহাকে পরমপদ দান করি। সতত শান্ত, ত্রিপুণ্ড্রধারী, রুদ্রাক্ষকরভূষণ, দন্তহীন এবং সত্যসঙ্কল্প পুরুষ, সেই আমার উত্তম ভক্ত। সূর্য্যভক্ত, অগ্নিভক্ত এবং চন্দ্রভক্ত অপেক্ষা বিষ্ণুভক্ত বিশেষ শ্রেষ্ঠ। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা শিবভক্ত শ্রেষ্ঠ *। পাপনিরত স্বীয়-আশ্রমাচার-বিহীন ক্রূর ব্যক্তিও যদি আমার ভক্ত হয় ত সেও পূজ্য এবং মান্য। যে ব্যক্তি দম্ভ বশতঃ ভক্তগণের উপজীবী, তাহারও সংসার হইতে মুক্তি হয়; মৎপরায়ণ লোক যে মুক্ত হইবে, ইহা আর বক্তব্য কি? হে কার্ত্তিকেয়! মদীয় ভক্তগণের মাহাত্ম্য কে বা জানিতে পারে। তবে আমি জানি, তুমি জান এবং নন্দী জানিতে

পারেন। ১—১২। সৎপথস্থ হউক বা অসৎপথস্থ হউক, মূর্খ হউক বা পণ্ডিত হউক, আমার ভক্ত হইলেই সে ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। হে ক্রৌঞ্চনাশন! সতত ভক্ত ব্যক্তি তোমার ন্যায় মদীয় প্রিয়পাত্র। অতএব হে বৎস! মদীয় ভক্তের পূজা করিলেই আমার পূজা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আমার ভক্তদ্বেষী, সে সনাতনরূপী আমারই বিদ্বেষক। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তাহার * (আমার ভক্তের) পূজা করে, আমিই তৎকর্তৃক পূজিত হই। হে কার্ত্তিকেয়! সর্ব্বশাস্ত্রেই অষ্টবিধ ভক্তি কথিত হইয়াছে; সংসারমোচনী সেই অষ্টবিধ ভক্তির বিষয় আমি বলিতেছি;—মদীয় ভক্ত ব্যক্তির প্রতি বাৎসল্য, মদীয় পূজার অনুমোদন, ভক্তিসহকারে স্বয়ং আমার পূজা করা, আমার উদ্দেশে প্রদক্ষিণ করা † মদীয়

---

* এই সকল কথা হইতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব,—হরিহরে ভেদ নাই। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পুরাণে কোন স্থলে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা এবং কোন স্থলে শিবের শ্রেষ্ঠতা, শৈবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হওয়াতেই তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। আর পুরাণে নানাস্থানে স্পষ্ট করিয়াই লিখিত আছে;—"ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ।"

* মূলে "তং" নাই "ত্বাং" আছে। মূলের পাঠ মানা যায় ত, "তোমার অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিবে" ইত্যাদি অনুবাদ হইবে।

† "মমার্থে চাঙ্গবেষ্টনং" মূলে পাঠ আছে; "মমার্থে চাঙ্গচেষ্টিতং" পাঠ কিছু ভাল। তাহার অনুবাদ;—"আমার জন্য আঙ্গিক চেষ্টা অর্থাৎ গমন আদান" ইত্যাদি।

মমানুস্মরণং নিত্যং যশ্চ মাং নোপজীবতি ॥১৮
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ লেশোহপি বর্ত্ততে
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃশ্রীমান স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ
তস্মৈ দানং সদা দেয়ং তস্মাদ্গ্রাহ্যং ষড়ানন ॥
সকৃদভ্যর্চ্চয়েন্মাং যো ভক্তিলেশসমন্বিতঃ।
স মহাপতকৈর্ম্মুক্তো মম লোকে মহীয়তে ॥২১
স্বহস্তাহৃতপুষ্পাণি মামুদ্দিশ্য প্রযচ্ছতি।
তদ্দানং সর্ব্বদানানামুত্তমং পরিপঠ্যতে ॥ ২২
ময়ি ভক্তিঃ সদা কার্য্যা ভবপাশবিমোচনী।
ভক্তিগম্যস্ত্বহং বৎস মম যোগো হি দুর্লভঃ ॥২৩
যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং যোগো মযোকচিত্ততা
জ্ঞানং স্বরূপমেব স্যাচ্চিদ্রূপমজমব্যয়ম্ ॥ ২৪
আনন্দমজরং শুদ্ধমজ্ঞানেন তিরোহিতম্।
বেদান্তবাক্যবোধেন তচ্চাজ্ঞানং নিবর্ত্ততে ॥২৫
জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো ন গুণো বা কথঞ্চন।
জ্ঞানস্বরূপমেবাত্মা নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥২৬
অহমাত্মা সমস্তানাং ভূতানাং পরমেশ্বরঃ।
এক এক পদার্থশ্চ কল্পিতো ময়ি ষণ্মুখ ॥ ২৭
অদ্বৈতমেকং পরমমাত্মানং জ্ঞানবিগ্রহম্।
নানাত্মানং প্রপশ্যন্তি মায়য়া মোহিতা জনাঃ ॥২৮
নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা।
সদসদ্ভ্যামনস্তরূপা মিথ্যাভূতা সনাতনা ॥ ২৭
বিজ্ঞানমেবমখিলং বিশ্বাকারমবুদ্ধয়ঃ।
পশ্যন্তি জ্ঞানিনস্ত্বেকমাত্মরূপমিদং জগৎ ॥ ৩০
অহমাত্মা বিভুঃ শুদ্ধঃ স্ফটিকোপলসন্নিভঃ।
উপাধিরহিতঃ শান্তঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ প্রকাশকঃ ॥
আত্মন্যেবাখিলং ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
শুক্তিতত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ তন্নাশস্তদ্বদাত্মনি ॥ ৩২
কর্ত্তৃত্বং নৈব ভোক্তৃত্বমাত্মনোঽস্তি কদাচন।

কথাশ্রবণে অনুরাগ, (ভাবাবেশ বশতঃ) স্বর নেত্র এবং অপরাপর অঙ্গের বিকার অর্থাৎ বাষ্পাকুলতা অবশতা ইত্যাদি, সর্ব্বদা আমার অনুসরণ এবং আমাকে জীবিকানির্ব্বাহের উপকরণ না করা (অথচ সেবা করা) এই অষ্টবিধ ভক্তি। যাঁহাতে এই ভক্তি লেশমাত্রও থাকে, সেই বিপ্রবর মুনি, শ্রীমান, যতি এবং পণ্ডিত। ষড়ানন! তাঁহাকে সতত দান করিতে হয়, প্রতিগ্রহও তাঁহার নিকট করিতে হয়। যে ব্যক্তি, ভক্তিলেশসম্পন্ন হইয়া আমাকে একবার পূজা করে, সে ব্যক্তি মহা পাতক হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া আমার ধামে সৎকৃত হইয়া থাকে। স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া আমার উদ্দেশে তাহা অর্পণ করা সর্ব্বদানের উত্তম বলিয়া কথিত। অর্পণ করা সর্ব্বদানের সতত আমার প্রতি ভক্তি করিবে; সেই ভক্তি হইতে সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন হয়। হে বৎস! আমি ভক্তিলভ্য, আমার যে যোগ, তাহা অতি দুর্লভ। যোগ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, আমার প্রতি একাগ্রতাই যোগ। জ্ঞানই স্বরূপ। নিত্য নির্ব্বিকার শুদ্ধ চিদানন্দরূপ অজ্ঞানে আবৃত; বেদান্তবাক্যজ্ঞান হইলে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়। (অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলেই স্বরূপাবস্থা, তাহাই জ্ঞান) জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম নহে, কোন প্রকার গুণও নহে। নিত্য, সর্ব্বগত, শিবস্বরূপী আত্মাই জ্ঞান-স্বরূপ। আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা এবং আমিই এক পরমেশ্বর। হে ষড়ানন! যে কিছু পদার্থ, তাহা আমাতেই কল্পিত। এক, অদ্বিতীয়,জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকেই মায়ামোহিত ব্যক্তিগণ নানারূপ দর্শন করে। মায়া অসৎ-স্বরূপা নহে, সৎস্বরূপা নহে; উভয় স্বরূপাও নহে; কিন্তু সদসদ্ভিন্ন, মিথ্যাস্বরূপ অথচ নিত্যা ।১৩—২৭। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এক-মাত্র জ্ঞানকেই অখিল-জগৎ বিবেচনা করে, আর জ্ঞানিগণ এই জগৎকেই একমাত্র আত্ম-স্বরূপ বোধ করেন। আমি স্ফটিক মণি-সদৃশ শুদ্ধ, নিরুপাধি, শান্ত, স্বপ্রকাশ, সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মা। শুক্তিতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মাতেই অখিল-বিশ্বভ্রম হই-তেছে। শুক্তিজ্ঞান হইলে যেমন রজতভ্রম দূর হয়, সেইরূপ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্বভ্রমও

অহঙ্কারাবিবেকেন কর্ত্তৃত্বমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৩
আত্মনো নিত্যমুক্তস্য নির্ব্বিভাগস্য ষণ্মুখ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহুর্বেদবাদিনঃ ॥৩৪
কর্ত্তৃত্বং করণস্যৈব নাত্মনোঽস্তি হি তত্ত্বতঃ।
ন তেন লিপ্যতে হ্যাত্মা পুণ্যাপুণ্যাখ্যকর্ম্মণা ॥
বুদ্ধ্যাদয়ো গুণাঃ সর্ব্বে হ্যভূদ্বুদ্ধেরহঙ্কৃতিঃ।
অহঙ্কারাচ্চ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৬
সূক্ষ্মেভ্যঃ পঞ্চভূতানি তেভ্যঃ স্থূলমিদং জগৎ
চতুর্ব্বিংশকমব্যক্তং পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৭
ন তস্য কার্য্যং করণং ক্রিয়ারূপঞ্চ বিদ্যতে।
স্বাজ্ঞানাৎ কথিতং সর্ব্বমাত্মন্যেবেতি চ শ্রুতিঃ
ইতি মদ্বিষয়ং জ্ঞানং কথিতং তব পুত্রক ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবভক্তমহিমাদিকথনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অপনীত হয়। আত্মার কখনই কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই। অহঙ্কার-জনিত অবিবেকই কর্ত্তৃত্বাভিমানের কারণ, ইহা নিশ্চয়। হে ষড়ানন! নিত্যমুক্ত অখণ্ড আত্মার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, বেদজ্ঞগণ ইহা বলেন। কর্ত্তৃত্ব অন্তঃকরণেই বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। সেই জন্যই আত্মা পাপ-পুণ্যকর্ম্মে লিপ্ত হন না। বুদ্ধ্যাদি সমস্তই গুণ (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণস্বরূপ)। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত। পঞ্চভূত হইতেই স্থূল জগৎ। অব্যক্ত অর্থাৎ বুদ্ধির যাহা উপাদান, তাহা চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব, পুরুষ পঞ্চবিংশ। কার্য্য, করণ এবং ক্রিয়া, পুরুষের কিছুই নাই। নিজ অজ্ঞান বশতই আত্মাতে এই সমস্তের আস্তত্ব কীর্ত্তিত হয়, ইহাই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। হে পুত্র! মদীয় জ্ঞান এই তোমাকে বলিলাম। ২৮—৩৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

মযৈ্যকচিত্ততা যোগ ইতি পূর্ব্বং নিরূপিতম্।
সাধনান্যষ্টধা তস্য প্রবক্ষ্যাম্যধুনা শৃণু ॥ ১
যমাশ্চ নিয়মাস্তাবদাসনান্যপি ষণ্মুখ।
প্রাণায়ামস্ততঃ প্রোক্তঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং তথা সমাধিশ্চ যোগাঙ্গানি প্রচক্ষতে ॥২
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
যমাঃ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তা নিয়মান্ শৃণু পুত্রক
তপঃস্বাধ্যায়সন্তোষঃ শৌচমীশ্বরপূজনম্।
নিয়মাঃ কথিতা বৎস যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনঃ ॥৪
সর্ব্বেষামেব ভূতানামক্লেশজননং হি যৎ।
অহিংসা কথিতা সাস্তু যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৫
যথার্থকথনং সত্যমস্তেয়মধুনা শৃণু।

দ্বাদশ অধ্যায়।*

ঈশ্বর বলিলেন,—আমার প্রতি একাগ্রচিত্ততাই যোগ, ইহা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে, তাহার সাধন অষ্টবিধ; এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ষড়ানন! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—এই আট প্রকার যোগাঙ্গ কথিত হইয়াছে, ইহাই অষ্টবিধ সাধন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখতাই সংক্ষেপতঃ 'যম' নামে কথিত। হে পুত্র! নিয়ম কি কি? তাহা শুন; তপস্যা, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ এবং ঈশ্বরপূজা 'নিয়ম' নামে আখ্যাত; হে বৎস! নিয়ম যোগসিদ্ধির হেতু। কোন প্রাণীকেই ক্লেশ না দেওয়ার নাম যোগসিদ্ধিদায়িনী 'অহিংসা'। যথার্থ কথাই সত্য।

* এই অধ্যায়ে যোগপ্রকরণ আছে। যোগপ্রকরণ মাত্রই কর্ম্মীর জ্ঞেয়; সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য জানিতে হইলে কর্ম্মযোগীর শরণাপন্ন হইতে হয়। অনুবাদক।

চৌর্য্যেণ বা বলেনাপি পরস্বহরণঞ্চ যৎ।
স্তেয়মিত্যুচ্যতে সদ্ভিরস্তেয়ং তস্য বর্জ্জনম্ ॥ ৬
সর্ব্বত্র মিথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যা মহোচ্যতে ॥ ৭
দ্রব্যাণামপ্যনাদানমাপৎস্বপি যথেচ্ছয়া।
অপরিগ্রহ ইত্যুক্তো যোগসিদ্ধেস্তু সাধনম্ ॥ ৮
চান্দ্রায়ণাদিনা যৎ তু শরীরস্য চ শোষণম্।
তৎ তপঃ কথিতং পুত্র স্বাধ্যায়মধুনা শৃণু ॥ ৯
প্রণবঃ শতরুদ্রীয়ং তথাথর্ব্বশিরঃশিখা।
এতেষাং যো জপঃ পুত্র স্বাধ্যায় ইতি কীর্ত্তিতঃ
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টিঃ সন্তোষ ইতি পঠ্যতে ॥ ১১
বাহ্যে চাভ্যন্তরে চাপি শুদ্ধিঃ শৌচং বিধীয়তে
স্তুতিস্মরণপূজাভির্বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
ময়ি ভক্তির্দৃঢ়া পুত্র এতদীশ্বরপূজনম্ ॥ ১২
যমাশ্চ নিয়মাঃ প্রোক্তাঃ সঙ্ক্ষেপান্ন তু বিস্তরাৎ
যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তো যোগী মোক্ষায় সংস্কৃতঃ।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ঃ পূর্ব্বমাসনমভ্যসেৎ ॥ ১৪

অস্তেয় কাহার নাম এক্ষণে শুন ;—চৌর্য্য বা বলপূর্ব্বক যে পরস্বহরণ, তাহাই স্তেয় নামে কথিত ; স্তেয়বর্জ্জনই অস্তেয়। স্বদার পরদারে মৈথুনবর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্য নামে কথিত। আপৎকালেও যথেচ্ছাক্রমে (প্রার্থনা করিয়া) দ্রব্যগ্রহণ না করাই 'অপরিগ্রহ' নামে নির্দ্দিষ্ট। ইহা যোগসিদ্ধির হেতু। চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা যে শরীরশোষণ, তাহা তপস্যা নামে কথিত। হে পুত্র! এক্ষণে স্বাধ্যায় কাহাকে বলে, শ্রবণ কর ;—প্রণব, শতরুদ্রীয়, অথর্ব্বশিরঃশিখা এই সব বেদমন্ত্রের যে জপ, তাহাই স্বাধ্যায় নামে কীর্ত্তিত। যদৃচ্ছালাভে তৃপ্ত হওয়াই সন্তোষ। বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক যে শুদ্ধি, তাহাই 'শৌচ'। হে পুত্র! স্তব, স্মরণ, পূজা এবং বাচিক মানসিক ও কায়িক কর্ম্ম দ্বারা আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিই 'ঈশ্বরপূজন'। সংক্ষেপতঃ যম-নিয়মের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, বিস্তৃতরূপে বলা হইল না। যম নিয়মযুক্ত স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় যোগী মোক্ষের জন্য উদ্যত আসনবদ্ধ অভ্যাস করিবে।

পদ্মকং স্বস্তিকং পীঠং সৈংহং কৌক্কুটকৌঞ্জরম্
কৌর্ম্মং বজ্রাসনঞ্চৈবং বৈয়াঘ্রঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্ ॥ ১৫
দণ্ডং তার্ক্ষ্যাসনং শৌনং খড়্গং মুদ্গরমেব চ।
মকরং ত্রৈপথং কাষ্ঠং স্থাণুর্বা হস্তকর্ণকম্ ॥ ১৬
ভৌমং বীরাসনঞ্চাপি বরাহচ মৃগবৈণিকম্।
ক্রৌঞ্চঞ্চ নালকঞ্চাপি সর্ব্বতোভদ্রমেব চ ॥ ১৭
ইত্যেতান্যাসনান্যত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যয়া।
যোগসংসিদ্ধিহেতোস্তু কথিতানি তবানঘ ॥ ১৮
এষামেকতরং বদ্ধা গুরুভক্তিপরায়ণঃ
দ্বন্দ্বাতীতো জয়েৎ প্রাণানভ্যাসক্রমযোগতঃ ॥
অন্তশ্চরাণাং বায়ূনাং বাহ্যাভ্যন্তররোধনম্।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো দ্বিবিধঃ স চ কথ্যতে
অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ তয়োরাদ্যোহজপঃ স্মৃতঃ।
দ্বিতীয়ঃ সজপঃপ্রোক্তো ধ্রুবং ব্যাহৃতিমাতৃভিঃ
রেচকঃ শূন্যকশ্চৈব পূরকঃ কুম্ভকস্তথা।
এবং চতুর্ব্বিধো ভেদঃ প্রাণায়ামেঽত্র সূরিভিঃ
তত্সূনাং নাড়য়ঃ প্রোক্তা গমাগমলমাশ্রয়াঃ ॥ ২৩

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, পীঠাসন (সিংহাসন), কুক্কুটাসন, কুঞ্জরাসন, কূর্ম্মাসন, বজ্রাসন, ব্যাঘ্রাসন, অর্দ্ধচন্দ্রাসন, দণ্ডাসন, গরুড়াসন, শূনাসন, খড়্গাসন, মুদ্গরাসন, মকরাসন, ত্রিপথাসন, কাষ্ঠাসন, স্থাণ্বাসন, হস্ত-কর্ণিকাসন, ভৌমাসন, বীরাসন বরাহাসন মৃগবৈণিকাসন, ক্রৌঞ্চাসন, নালকাসন এবং সর্ব্বতোভদ্রাসন, হে অনঘ! এই সপ্তবিংশতি-সংখ্যক আসন এস্থলে যোগসিদ্ধির জন্য তোমার নিকট কথিত হইল।১—১৮। গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক এতন্মধ্যে যে কোন আসনবদ্ধপূর্ব্বক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতীত হইয়া, অভ্যাসক্রমযোগে প্রাণায়াম করিবে। অন্তশ্চর বায়ুর বাহ্যাভ্যন্তর রোধই প্রাণায়াম নামে কথিত। প্রাণায়াম দুইপ্রকার ;—অগর্ভ এবং সগর্ভ। তন্মধ্যে অগর্ভ প্রাণায়াম জপশূন্য এবং ব্যাহৃতিবর্ণ-জপসহকৃত যে প্রাণায়াম, তাহাই সগর্ভ নামে কথিত হইয়াছে। রেচক, শূন্যক, পূরক এবং কুম্ভক—পণ্ডিতেরা প্রাণায়ামের এই কয়প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রেচনাদ্রেচকঃ প্রোক্তঃ শূন্যকন্তু যথাস্থিতঃ।
পূরকঃ পূরণাদ্বায়োস্তন্নিরোধাচ্চ কুম্ভকঃ॥ ২৪
দেহিনো দক্ষিণে ভাগে পিঙ্গলা নাড়িকা স্মৃতা
পিতৃযোণিরিতি খ্যাতা ভানুস্তত্রাধিদৈবতম্॥
দক্ষিণেতরগা যা চ ইড়া সা নাড়িকা স্মৃতা।
দেবযোনিরিতি খ্যাতা চন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্॥২৬
এতয়োরুভয়োর্মধ্যে সুষুম্না নাম বিশ্রুতা।
পদ্মসূত্রনিভা নাড়ী কার্য্যাখ্যাব্রহ্মদৈবতম্॥২৭
ততঃ শূন্যং নিরালম্বং মধ্যে স্বাত্মনি যোজয়েৎ
বাহ্যস্থাদ্রোধনাদ্বায়োঃ শূন্যকত্বং বিনির্দ্দিশেৎ॥
চন্দ্রদৈবতয়া ভূয়ঃ পিবেদমৃতমুত্তমম্।
আপ্যায়নং ভবেৎ তেন প্লাবনং কল্মষস্য তু॥২৯
আপূর্য্যোদরসংস্থন্তু উচ্চৈর্বায়ুং নিরোধয়েৎ।

প্রাণনাড়ীর তিন স্বাভাবিক অবস্থা—নিঃসারণ, প্রবেশ এবং লয়। রেচন অর্থাৎ অতিরিক্ত নিঃসারণ হইতে রেচক-প্রাণায়াম হয়। প্রাণনাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থা—শূন্যক প্রাণায়াম। পূরণ অর্থাৎ অতিরিক্ত বায়ু-প্রবেশন হইতে পূরক-প্রাণায়াম হয়। আর বায়ুনিরোধ হইতে কুম্ভক প্রাণায়াম হয়। প্রাণীর দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা-নাড়ী। ইহার নাম পিতৃযোণি * এই নাড়ীর অধিদেবতা-সূর্য্য। বামভাগস্থা নাড়ীর নাম ইড়া; ইহার নাম দেবযোনি, এই নাড়ীর অধিদেবতা চন্দ্র। এতদুভয়ের মধ্যে সুষুম্না নামে বিখ্যাত নাড়ী। ইহা মৃণালসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, ইহার অধিদেবতা ব্রহ্মা। তন্মধ্যেই নিরালম্ব শূন্য; এই শূন্য স্বীয় আত্মায় যোজনা করিবে; বাহ্যস্থ বায়ুরোধন হইতেই শূন্যকত্ব হইয়া থাকে। (এই অবস্থায়) চন্দ্রাশ্রিত অর্থাৎ ইড়ানাড়ী দ্বারা উত্তম অমৃত বহু পান করিয়া, তদ্দ্বারা আপ্যায়ন এবং কল্মষপ্লাবন করিবে। উর্দ্ধাঙ্গের বায়ুরোধ করিয়া, তাহা উদরে পূর্ণ

---

* ইতঃপূর্ব্বে যে পিতৃযাণ ও দেবযান পদের উল্লেখ আছে, তাহা "পিতৃযোণি" এবং "দেবযোনি" হইলে সুসঙ্গত হয়।

কুম্ভকঃ কুম্ভবৎ স স্যাদ্রেচকো বর্জ্জিতস্তু চ॥
উৎক্ষিপ্য প্রযতো বশ্যমজ্জদেবত্যমানয়েৎ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রাৎ সমারভ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ মোচয়েৎ॥ ৩১
সঙ্কোচ্য কুচিকাচক্রমূর্দ্ধং নীত্বা রসাত্রয়ম্।
সঙ্ক্ষোভ্য শঙ্খিনীং সম্যক্ ততো ব্রহ্মগুহাং নয়েৎ॥৩২
অনেন শোধয়েন্মার্গমৈশ্বরং বিমলং মুনিঃ॥৩৩
ক্রমেণাভ্যাসযোগেন যোগসংসিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ
মুমুক্ষূণাং সদা বৎস যোগাঙ্গং যোগসিদ্ধয়ে॥৩৪
বিহায় বাহ্যমার্গন্তু অঙ্গুল্যাস্তু শনৈঃ শনৈঃ।
সৌম্যেনাকর্ষয়েদ্বায়ুং নাভাবাকৃষ্য ধারয়েৎ॥৩৫
ধারয়ন্ নিয়তপ্রাণো যোগৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
জায়তে বৎসরাদ্‌যোগী জরামরণবর্জ্জিতঃ॥৩৬
বায়ুমাকর্ষয়েদ্বাহ্যং বাময়া চোদরং ভরেৎ।
নাভিনাসান্তরা ধ্যায়ংস্তঃ প্রাণাংশ্চ জয়েদ্ধ্রুবম্
মনঃস্থৈর্য্যং ভবেদ্বৎস ত্রিষু স্থানেষু ধারণাৎ।

করিয়া রাখাই কুম্ভক। কুম্ভের ন্যায় হইতে হয় বলিয়াই উহার নাম কুম্ভক। স্থাপিত বায়ুর রেচক করিতে হয়। সংযত সাধক, বায়ুকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহা সুষুম্নানাড়ীতে আনিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত স্থান দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে। কুচিকাচক্র সঙ্কোচন, রসাত্রয়ের উর্দ্ধস্থাপন এবং শঙ্খিনীসংক্ষোভণ সম্পূর্ণরূপে করিয়া, ব্রহ্মগুহায় (ব্রহ্মরন্ধ্রে) নীত করিতে হয়। মুনি এইরূপ ক্রমে অভ্যাসযোগে নির্ম্মল ঈশ্বরমার্গ শোধিত করিবে; পরে সিদ্ধভাগী হইবে। হে বৎস! যোগাঙ্গমাত্রই মুমুক্ষুগণের যোগসিদ্ধির জন্য। ১৯—৩৪। অঙ্গুলির বাহ্যমার্গ ত্যাগ করিয়া, সৌম্যপথযোগে বায়ু আকর্ষণ করিবে, আকৃষ্ট বায়ু নাভিতে ধারণ করিবে। যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া 'ধারণা' করিলে, বৎসর মধ্যে যোগৈশ্বর্য্য-সমন্বিত এবং জরামরণ-বর্জ্জিত হইবে। বাহ্যবায়ু বামনাসা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, উদর পূর্ণ করিবে। বায়ুত্রয় নাভি ও নাসার মধ্যস্থানে প্রাণবায়ুর ধ্যান

অঙ্গুষ্ঠনাভিনাসাগ্রে বায়ুং যোগী জিতাসনঃ ॥৩৮
অপানং কটিদেশে তু পৃষ্ঠতো বৈ বিনির্দ্দিশেৎ
সদা তত্রৈব সন্ধেয় এষ বায়ুজয়ক্রমঃ ॥ ৩৯
রেচকঃ পূরকশ্চৈব কুম্ভকশ্চ ন বিদ্যতে।
নিরালম্বে মনঃ কৃত্বা ক্ষণাৎ প্রাণজিতো ভবেৎ
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ।
নিগ্রহঃ প্রোচ্যতে যস্ত প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥
যদ্যৎ পশ্যতি তৎ সর্ব্বং পশ্যেদাত্মবদাত্মনি।
প্রত্যাহারঃ স বৈ প্রোক্তো যোগসাধনমুত্তমম্
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চমাদ্যেতরে জনে।
যদি তত্র স্থিরো লোকো মনো যাতি তদা লয়ম
উদ্ঘাতান্ দশ পঞ্চৈব কারয়েদ্ধারণং বুধঃ।
প্রাণবায়ুং নিবার্য্যৈব মনঃ সূর্য্যেহন্তরে ক্ষিপেৎ
দেবাংশ্চ সিদ্ধান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চারণান্ খচরান্‌গণান্
ষণ্মাসাভ্যাসযোগেন সূক্ষ্মজ্যোতিঃ প্রপশ্যতি ॥
দৃষ্টে ন স্যাজ্জরা মৃত্যুঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চ প্রজায়তে ॥৪৬
স্ফোটাখ্যা নাড়িকা প্রোক্তা কূর্ম্মলোকস্তদন্তরে
উচ্চার্য্য বিন্দুতত্ত্বন্তু তস্যান্তে গুণবৎ স্মরেৎ ॥৪৭
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানঞ্চ দূরতঃ।
জ্ঞানং যৎ তদ্ভবেন্নূনং স্ফোটাখ্যে
জ্ঞানমভ্যসেৎ ॥ ৪৮
ললাটে মূর্দ্ধ্নি হৃদয়ে সদা শিবমনুস্মরেৎ ॥ ৪৯
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং জটাজুটেন্দুশেখরম্।
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং সর্পযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৫০
ধ্যাত্বৈবমাত্মনি বিভুং ধ্যানং তৎ সূরয়ো বিদুঃ
ততোন্মনস্থং ভবতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি।
ন জিঘ্রতি ন স্পৃশতি ন কিঞ্চিদ্বা সমীক্ষতে ॥
গুহ্যোদরাদিস্থানেষু বায়ুং নাসাং বিচিন্তয়েৎ।
ঈশোঽহমিতি যোগীন্দ্রঃ পরানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥৫৩

করিয়া, প্রাণজয় করিবে। বৎস! অঙ্গুষ্ঠ, নাভি এবং নাসাগ্র এই তিন স্থানে ধারণ করিলে মনঃস্থৈর্য্য হয়। জিতাসন যোগী কটিদেশ এবং পৃষ্ঠে অবস্থিত অপান-বায়ুর ধ্যান সেই স্থানেই করিবে। বায়ুজয়ের এই হইল ক্রম। রেচক, পূরক এবং কুম্ভক কিছুই করিতে হয় না, নিরালম্বে মন স্থাপন করিলে ক্ষণমধ্যে প্রাণজয়ী হইবে। স্বভাবতঃ বিষয়-সঞ্চারী ইন্দ্রিয়ের যে নিগ্রহ, তাহাই প্রত্যাহার নামে কথিত। যাহা যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, আত্মাকেই তৎসমস্তরূপে আত্মাতে অবলোকন করিবে, এই প্রকার দর্শনের নাম প্রত্যাহার, ইহা উত্তম যোগসাধন। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বচন, গ্রহণ, বিচরণ, উৎসর্জ্জন এবং আনন্দ। ইহার মধ্যে পঞ্চম এবং আদ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি লোক স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে মনোলয় হয় *। দশেন্দ্রিয় এবং (শরীরারম্ভক) পঞ্চভূত হইতে বায়ু উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া আভক্ত সাধক ধারণা করিবে। (উর্দ্ধগত) প্রাণবায়ুকেও নিরোধ করিয়া মন সূর্য্যে সংযত করিবে। তাহাতে দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ, খচর এবং গণ দর্শন হয়, ছয় মাস এই যোগাভ্যাসে সূক্ষ্মজ্যোতি দর্শন হয়। সূক্ষ্মজ্যোতি দর্শন হইলে, জরা-মরণ হয় না এবং সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। স্ফোট-নাম্নী নাড়ীর মধ্যেই কূর্ম্মলোক, বিন্দুতত্ত্ব উচ্চারণ করিয়া সেই নাড়ীর অন্তভাগে সগুণ বিন্দুতত্ত্ব স্মরণ করিবে। স্ফোট নাড়ীতে জ্ঞানাভ্যাস করিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং দূরদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।৩৫—৪৮। ললাট, মস্তক এবং হৃদয়ে শুদ্ধ-স্ফটিক-সন্নিভ, চন্দ্রশেখর, জটাজুটধারী, দশভুজ, পঞ্চানন সর্পযজ্ঞোপবীতধারী সদাশিবকে স্মরণ করিবে। আত্মাতে এই প্রকার রূপসম্পন্ন প্রভুর যে ধ্যান করা যায়, পাণ্ডিতগণ তাহাকেই ধ্যান বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই ধ্যানপ্রভাবে মনোলয় হয়; শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, গুহ্যোদরাদি স্থানে বায়ু সর্ব্বদা বা নাসাগ্র বিচ-

* এই প্রকরণে মূলে দুই একটী স্থলের সুসঙ্গত পাঠ কোন পুস্তকেই মিলে

জরামরণনির্ম্মুক্তঃ শিব এব ভবেন্মুনিঃ॥ ৫৪
গমনাগমনাভ্যাং যো হীনো বৈ বিষয়োজ্ঝিতঃ
একান্তরোন্মনীভাবঃ সমাধিরভিধীয়তে॥ ৫৫
ন বৃহদ্বস্তুনশ্চিন্তা ন সূক্ষ্মস্যাপি চিন্তনম্।
ন বহির্নান্তরং পুত্র ব্রহ্মগ্রন্থিবিভেদনম্॥ ৫৬
ন স্থূলং ন কৃশং বাপি ন হ্রস্বং নাপি লোপিতম্
ন শুক্লং নাপি বা পীতং ন কৃষ্ণং নাপি কর্ব্বুরম্
কৃত্বা হৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বাখ্যং বিশ্বসম্ভবম্।
আত্মানং সর্ব্বভূতানাং পরস্তাৎ তমসঃ স্থিতম্॥
সর্ব্বস্যাধারমব্যক্তমানন্দং জ্যোতিরব্যয়ম্।
প্রধানপুরুষাতীতমাকাশং দহরং শিবম্॥ ৫৯
তদন্তঃ সর্ব্বভূতানামীশ্বরং ব্রহ্মরূপিণম্।
ধ্যায়েদনাদিমধ্যান্তমানন্দাদিগুণালয়ম্।
মহান্তং পুরুষং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্॥৬০
ওঙ্কারান্তে তথাত্মানং সংস্থাপ্য পরমাত্মনি।
আকাশে দেবমীশানং ধ্যায়ীতাকাশমধ্যগম্॥
কারণং সর্ব্বভাবানামানন্দৈকরসাশ্রয়ম্।
পুরাণং পুরুষং শম্ভুং ধ্যায়েন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
শিবভক্তিং বিনা যস্তু সংসারং তর্ত্তুমিচ্ছতি।
মূঢ়ো যথা শ্বলাঙ্গুলৈঃ সমুদ্রং তর্ত্তুমিচ্ছতি।
তথা বিনা শম্ভুসেবাং সংসারতরণং ন হি॥৬৩
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদঃ শম্ভুর্নান্যা কাচন দেবতা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মহাদেবং প্রপূজয়েৎ॥৬৪
যদ্বা গুহায়াং প্রকৃতং জগৎসম্মোহনালয়ে।
বিচিন্ত্য পরমং ব্যোম সর্ব্বভূতৈককারণম্॥৬৫
জীবনং সর্ব্বভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ সূক্ষ্মং যৎ পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ॥৬৬
তন্মধ্যে নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্।
পাতুং তিষ্ঠেন্মহেশেন সোঽশ্নুতে যোগমৈশ্বরম্
নৈকলক্ষং দ্বিলক্ষং বা ত্রিলক্ষং ন নবাত্মকম্।
সর্ব্বোপাধিনির্ম্মুক্তং সমাধিরভিধীয়তে॥ ৬৮
বাহ্যে চাভ্যন্তরে পুত্র যত্র যত্র মনঃ ক্ষিপেৎ।

তেই তাহার চিন্তা থাকে না *। সেই যোগিশ্রেষ্ঠ আমি পরমানন্দরূপী শিব এই চিন্তাই করিবে। তাহা হইলে সেই মুনি জরামরণ-বর্জ্জিত শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন। গমনাগমনবর্জ্জিত বিষয়-সম্পর্কহীন যে একাগ্রচিত্ততা, তাহাই সমাধি। হে পুত্র! বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বস্তুর চিন্তা থাকে না। ব্রহ্মগ্রন্থিবিভেদন—বাহ্য নহে, আন্তরও নহে, তাহা স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব, রক্ত, শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ বা বিচিত্রবর্ণ নহে। (তবে কি?) সর্ব্বভূতাত্মা, সর্ব্বাধার, অব্যক্ত, তমোতীত, প্রধান পুরুষাতীত, আনন্দ, অব্যয়, জ্যোতিঃস্বরূপ, বিশ্বসম্ভব, বিশ্বাখ্য, আকাশাত্মক দহর শিবকে হৃৎপদ্মে রাখিয়া তন্মধ্যে আনন্দাদি গুণাস্পদ আদি-মধ্যান্ত-বর্জ্জিত ব্রহ্মরূপী সর্ব্বভূতেশ্বর মহাপুরুষের ধ্যান করিবে এবং তাঁহাকে অব্যয় ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ চিন্তা করিবে। আকাশরূপী পরমাত্মায় আত্মসংস্থাপনপূর্ব্বক সেই আকাশমধ্যে সর্ব্বকারণ, আনন্দৈকরসাশ্রয়, পুরাণপুরুষ শম্ভুকে ধ্যান করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। অর্থাৎ এই ধ্যানই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদন। কুক্কুর-লাঙ্গুল-অবলম্বনে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করার ন্যায় শিবভক্তি ব্যতীত সংসার পার হইতে ইচ্ছা মূঢ় ব্যক্তিই করিয়া থাকে। ফলতঃ শিবসেবা ব্যতীত সংসার পার হওয়া যায় না ৪৯—৬৩। শিবই সর্ব্বসুখদাতা, অন্য কোন দেবতা সর্ব্বসুখ দান করেন না। অতএব সর্ব্বতোভাবে যত্নপূর্ব্বক শিবপূজা কর্ত্তব্য। অথবা যে ব্যক্তি জগৎসম্মোহনস্থান হৃদয়-গুহায় সর্ব্বভূতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, মুমুক্ষু-দৃশ্য, পরমব্যোমস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে নিহিত জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম আস্বাদের জন্য শিবরূপে অবস্থান করে, তাহার ঐশ্বর যোগ লাভ হয়। এক দুই বা তদধিক বস্তুলক্ষ্য-শূন্য, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়-সম্পর্কহীন, সর্ব্ব-উপাধিবর্জ্জিত যে জ্ঞানাবস্থা, তাহাই

* "নাসৌ বিচিন্তয়েৎ" পাঠ হইলে কিছুই আলোচনা করে না, গুহ্যোদরাদিস্থানে বায়ুরও ভাবনা করে না।

তত্র তত্রাত্মনো রূপমানন্দমনুভূয়তে ॥ ৬৯
সংস্থাপ্য ময়ি চাত্মানং পরং জ্যোতিষি নির্গুণে
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠতঃ সাক্ষাৎ তস্য চানুভবো ভবেৎ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণশ্চ জরামরণবর্জ্জিতঃ।
মৎপ্রসাদাদ্ভবেদ্‌যোগী নান্যথা ক্রৌঞ্চসূদন ॥৭১
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কর্ম্মজাতং সুদুষ্করম্।
মামেকং শরণং গচ্ছেদজ্ঞানং নাশয়াম্যহম্ ॥৭২
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে চ সঙ্করাঃ
মদ্ভক্তিভাবনাপূতা যান্তি মৎপরমং পদম্ ॥ ৩
জগতঃ প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে চ কমলোদ্ভবে।
মদ্ভক্তা নৈব নশ্যন্তি স্বেচ্ছাবিগ্রহধারিণঃ ॥ ৭৪
যোগিনাং কর্ম্মিণাঞ্চৈব তাপসানাং যতাত্মনাম্।
অহমেব গতিস্তেষাং নান্যদস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥৭৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে শিব-
স্কন্দসংবাদে যমনিয়মপ্রাণায়ামাদিকথনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সমাধি। হে পুত্র! সিদ্ধযোগী বাহ্য বা আভ্যন্তর যেখানেই মনঃক্ষেপ করিবে, সেই সেই স্থানেই আত্মার আনন্দরূপ অনুভূত হয়। নির্গুণ জ্যোতিঃস্বরূপ আমাতে মুহূর্ত্তকাল আত্মা স্থাপন করিয়া থাকিলে তাহার সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভব হয়। হে ক্রৌঞ্চবিনাশন! আমার প্রসাদে যোগী—সর্ব্বজ্ঞ, নিস্পৃহ এবং জরামরণ-বর্জ্জিত হয়। অন্য কোনরূপে তাহা হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সুদুষ্কর কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইলে, আমি তাহার অজ্ঞান বিনাশ করি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সঙ্করজাতি সকল আমার ভক্তি-ভাবনায় পূত হইলে আমার পরম পদ প্রাপ্ত হয়। জগতের প্রলয় হইলে, এমন কি ব্রহ্মার প্রলয় হইলেও আমার ভক্তবৃন্দ বিনষ্ট হয় না, কেননা তাহারা স্বেচ্ছাশরীর-ধারী। যোগী, কর্ম্মী এবং সংযতচিত্ত তপস্বী—সকলেরই গতি আমি; অন্যগতি নাই, ইহ নিশ্চয়। ৬৯—৭৩।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

ভূতকার্য্যমিদং দেহমাপদ্রোগাকুলং পরম্।
বিষয়ৈঃ পীড্যতে দেব সুখদুঃখাত্মকৈঃ সদা ॥১
অভিভূতো যদা যোগী দুঃখৈরধ্যাত্মসম্ভবৈঃ।
কিমুপায়ং তদা তস্য যদা বৈ ভৌতিকস্য চ ॥২
ক্রহ্যাধিদৈবিকস্যাপি যোগসংসিদ্ধয়ে প্রভো।
যাতনা যোপসর্গাণাং প্রসাদাদ্ যোগিনাং বদ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

সাত্ত্বিকা রাজসা বিঘ্নাস্তামসাশ্চিহ যোগিনাম্।
যোগত্রাসকরাঃ সর্ব্বে ভবন্তু ভবতামপি ॥ ৪
প্রতিভাশ্রবণাবার্ত্তাদর্শনাস্বাদবেদনাঃ।
উপসর্গা ভবন্ত্যেতে সাত্ত্বিকাস্তু ষড়েব হি ॥ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কার্ত্তিকেয় বলিলেন,—এই দৃশ্যমান দেহ পঞ্চভূতের কার্য্য; বিপত্তি ও রোগে আকুল। হে দেব! সুখদুঃখজনক বিষয় দ্বারা ইহা সতত পরম পীড়িত হইয়া থাকে। সুতরাং যোগী যখন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, বা আধিভৌতিক * দুঃখে অভিভূত হয়, হে প্রভো! তখন যোগসিদ্ধির উপায় কি বলুন। (সে দুঃখ দূর না হইলে ত যোগ-সাধন হইতেই পারে না) যোগিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া উপসর্গযাতনা, যেরূপ হয়, তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—যোগিগণের, এমন কি তোমাদিগেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বিঘ্ন হয়। এই বিঘ্নসমূহ যোগত্রাসকর। প্রতিভা শ্রবণ, বার্ত্তাজ্ঞান, দর্শন, আস্বাদ এবং অনুভববিশেষের আতিশয্য এই ষড়্‌বিধ উপসর্গ সাত্ত্বিক। আমি

* ঈর্ষ্যাবিষাদাদি প্রযুক্ত দুঃখের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভূতাবেশাদি বশতঃ যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক। পশু-পক্ষী ও পতনাদি-জনিত দুঃখই আধি-ভৌতিক।

দরিদ্রোঽহমহঞ্চাঢ্যঃ শূরোঽহং দুর্ব্বলস্তথা।
মূর্খোঽহঞ্চ সুবিদ্বাংশ্চ সুরূপোঽহমরূপবান্॥ ৬
দাতাহং কৃপণশ্চাহং সুখী ভোগ্যহমেব চ।
অকুলীনঃ কুলীনশ্চ কণ্টকঃ কণ্টকোজ্ঝিতঃ॥
মদীয়ং সর্ব্বমেতদ্ধি বস্ত্বিত্যাদিপ্রজল্পনম্।
অহঙ্কারময়ং কিঞ্চিদ্ যত্তৎ কৃৎস্নং হি রাজসম্॥
অন্ধত্বঞ্চৈব বাধির্য্যং পঙ্গুত্বং দুষ্টরোগতা।
শিরোরোগো জ্বরঃ শূলযক্ষ্মমূর্চ্ছাভ্রমাদয়ঃ॥ ৯
রাজসাস্তামসাঃ সর্ব্বে তমোঽহঙ্কারসংযুতাঃ।
ব্যাধয়ো মিশ্রভাবেন পীড়য়ন্তীহ দেহিনম্॥ ১০
কেবলং জাড্যভাবেন মূঢ়ত্বং মোহনং তথা।
অজ্ঞানত্বঞ্চ মূকত্বমিত্যাদ্যাস্তামসাঃ স্মৃতাঃ॥ ১১
গুহ্যকা যাতুধানাশ্চ কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ।
দেবদানবরুদ্রাশ্চ দৈত্যা মাতরজা গণাঃ॥১২
তামসাশ্চ গ্রহা ভূতা বায়ুভূতা নরং সদা।
পীড়য়ন্তীহ বিঘ্না হি যোগাভ্যাসরতং গ্রহৈঃ॥১৩
এবমাদ্যুপসর্গাণাং বারণায় চ ধারণাম্।
বক্ষ্যামি বিবিধাং বৎস যোগিনাং সিদ্ধিহেতবে।
ত্বগাদিসপ্তধাতুনামেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ।
প্রণবং কণ্ঠনাসাগ্রে সবীজং বহ্নিদীপিতম্॥১৫
বারুণেষু চ সর্ব্বেষু উপসর্গেষু যোগবিৎ।
এতদেব চরেন্নিত্যমুপসর্গাদয়ো যযুঃ॥ ১৬
পিত্তরোগাভিভূতো বা যোগী যোগপরায়ণঃ।
ধ্যানমেতৎ প্রকুর্ব্বীত তথান্যচ্ছৃণু পুত্রক॥ ১৭
সুবৃত্তকে তুলাখণ্ডে চাক্ষরং তত্র চিন্তয়েৎ।
সুধাভিলাষং ধ্যায়েৎ স্বস্য মূর্দ্ধ্নি শিবাত্মকম্
প্রাবিশ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ দেহং নির্ব্বাণজং স্মরেৎ।
শীতলেন সুগন্ধেন হৃত্তত্ত্বঞ্চাপি তেন বৈ॥১৯
পৈত্তিকাশ্চোপসর্গাশ্চ ভানুনা তিমিরং যথা।
বিষজ্বরাদ্যাশ্চ নশ্যন্ত্যভ্যাসতো ধ্রুবম্॥২০
নাশয়েদন্ধতাং যোগী দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥২১
উৎক্ষিপ্যাপানমন্যঞ্চ চন্দ্রদৈবত্যয়া পিবেৎ।

দরিদ্র, আমি ধনী; আমি বীর, আমি দুর্ব্বল; আমি মূর্খ, আমি অতি বিদ্বান্; আমি সুরূপ, আমি কুরূপ; আমি দাতা, আমি কৃপণ; আমি সুখী, আমি ভোগী, আমি কুলীন, আমি অকুলীন; আমি শত্রুযুক্ত, আমার শত্রু নাই; এই সকল বস্তু আমার ইত্যাদি যে কিছু অহঙ্কারময় জল্পনা, তৎসমস্তই রাজস বিঘ্ন। অন্ধতা, বধিরতা, পঙ্গুতা, দুষ্টরোগ, শিরোরোগ, জ্বর, শূল, যক্ষ্মা, মূর্চ্ছা এবং ভ্রমাদি ব্যাধি অজ্ঞান এবং অহঙ্কার-মিশ্রিত; এই সব রাজস-তামস বিঘ্ন মিশ্রিতভাবে দেহীকে পীড়িত করে। কেবল জড়ভাব-প্রযুক্ত মূঢ়তা, অজ্ঞতা এবং মূকতা ইত্যাদি বিঘ্ন তামস। যক্ষ, যাতুধান (রাক্ষস-বিশেষ), কিন্নর, সর্প, রাক্ষস, দেব, দানব, রুদ্রগণ, দৈত্য, মাতৃগণ, তামস-গ্রহ এবং ভূতগণ বায়ুস্বরূপ হইয়া যোগাভ্যাসরত মানবকে সতত পীড়িত করে। হে বৎস! যোগিগণের সিদ্ধির জন্য এই সব উপসর্গ-বারণের উদ্দেশে বিবিধ ধারণা বলিতেছি; —কণ্ঠ এবং নাসার অগ্রভাগে সবীজ বহ্নি-দীপিত প্রণব ত্বগাদি সপ্তধাতুর সহিত একীভূত চিন্তা করিবে। যোগজ্ঞ ব্যক্তি জলীয় উপসর্গ মাত্রেই এই প্রাতক্রিয়া নিত্য করিবে; তাহাতে সেই উপসর্গ দূর হইবে॥১—১৬। হে পুত্রক! পিত্তরোগাভিভূত যোগপরায়ণ যোগী এই প্রকার ধ্যান করিবে, শ্রবণ কর। স্বীয় মস্তকে সুধাবিলসিত, শিবাত্মক, সুবৃত্ত চন্দ্রবীজ ধ্যান করিবে; আর তাহা ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা দেহপ্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ-সম্পাদন করিয়াছে, ইহা স্মরণ করিবে * এবং সুগন্ধ শীতল সেই বীজের সহিত মিলিত হৃত্তত্ত্ব স্মরণ করিবে। সূর্য্য দ্বারা যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, এই ধ্যানাভ্যাস দ্বারা সেইরূপ পৈত্তিক উপসর্গ এবং বিষ-জ্বরাদি নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। যোগী এই ধ্যানাভ্যাসে অন্ধতা নাশ করিতে পারে এবং তাহার দিব্যদৃষ্টি হয়। অন্য উপায় এই;—অপান-বায়ু উৎক্ষেপ করিয়া ইড়া-

---

* এই অনুবাদের মূল স্থূল দৃষ্টিতে সুসঙ্গত নহে।

পীত্বা পার্থিবতত্ত্বেন স্তম্ভং বায়োর্বিনাশয়েৎ।
পুষ্টিরেবাতুলা তস্য স্থিরত্বং রুজহীনতা॥ ২২
হৃত্তত্ত্বঞ্চ সুপীতাভমমরত্বং তথা স্মরন্।
শ্রোত্রমাকাশবায়োশ্চ অত্রৈকত্বং বিচিন্তয়েৎ॥
মোচয়েৎ তং পুনর্বায়ুং বধিরত্ববিনাশনম্।
শৃণোতি দূরতঃ সর্ব্বং শ্রুতধারী ভবেৎ সদা॥
বিয়ন্ময়োঽথ সঞ্চারী সততাভ্যাসযোগতঃ।
সরোজং রসনায়াঞ্চ তদ্‌দ্রষ্টারং সকর্ণিকম্॥ ২৫
স্মৃত্বা মধ্যে পুনর্ধ্যায়েচ্ছুক্লবর্ণাং সরস্বতীম্।
জড়ত্বঞ্চ শিরোরোগং মুখরোগান্ বিনাশয়েৎ॥
প্রজ্ঞা চৈব স্মৃতির্মেধা কবিত্বং বুদ্ধিরুত্তমা।
স্তম্ভনং দুষ্টসত্ত্বানাং সর্ব্ববায়ুং জয়েৎ সদা॥ ২৭
হৃৎসরোজগতং দেবমষ্টাদশভুজৈর্যুতম্।
নীলারুণং মহাকায়ং ত্রিদৃক্‌চন্দ্রজটাধরম্॥ ২৮
সিংহচর্ম্মাম্বরং ভীমং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
ভুজঙ্গহারাভরণং সর্পকঙ্কণনূপুরম্॥ ২৯
জ্বালামালাকুলং দীপ্তং ভাভাসিতদিগাননম্।
অভেদ্যং বিজয়ং রৌদ্রমক্ষোভ্যং ত্রিদশেশ্বরম্
কপালমালিনঞ্চোগ্রং ভীমং দংষ্ট্রাকরালিনম্।
অস্ত্রৈর্ব্যগ্রকরং দেবমমোঘৈর্বহ্নিকারণৈঃ।
স্মরণাদ্‌যজনাচ্চৈব তৈজসৈর্বিঘ্ননাশনম্॥ ৩১
শূলমুদ্গরবজ্রেষু দণ্ডকাম্মুকশক্ত্যসি।
পদ্মান্তে দক্ষিণে ভাগেঽবিনাশং পরমেশ্বরম্॥
পরিঘধ্বজখট্বাঙ্গৈরঙ্কুশঞ্চ ধনুর্গদাম্।
জ্বালাননেন পাশেন বামভাগেঽভয়প্রদম্॥৩৩
অনেন ধ্যানযোগেন সর্ব্ববিঘ্নান্ নিবারয়েৎ।
বশং নয়েজ্জগৎ সর্ব্বমাপদ্যাপি মহেশ্বরঃ॥ ৩৪
সম্যগ্দর্শনসম্পন্নো নাভিভূয়েত কর্ম্মভিঃ।
যোগবিদ্‌যোগযুক্তাত্মা পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥৩৫
আদিত্যমণ্ডলং পদ্মে সৌম্যং বৈ পাবকং ততঃ
আত্মনো হৃদ্‌গুহাবাসং সঞ্চিন্ত্যৈবং মহামুনিঃ॥
তত্র দেবং পরং শান্তং ধ্যায়েদীশং সুনির্ম্মলম্
জগদ্ব্যাপ্য স্থিতং কৃৎস্নং কালাকালবিবর্জ্জিতম্

নাড়ী দ্বারা তাহা পান করিবে। তাহা পার্থিবতত্ত্বে পান করিয়া বায়ুস্তম্ভ দূর করিবে। এইরূপ করিলে অতুল পুষ্টি, স্থৈর্য্য এবং আরোগ্য হয়। উত্তম পীতবর্ণ হৃত্তত্ত্ব এবং অমরত্ব স্মরণ করিয়া শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় চিন্তা করত তাহাতে আকাশ এবং বায়ুর একতা করিবে; পরে বায়ুরেচন করিবে। তাহা হইতেই বধিরত্ব মোচন হয়, আর দূর-শ্রবণশক্তি ও শ্রুতধরত্ব হইয়া থাকে। অনন্তর সতত অভ্যাসযোগে আকাশ-স্বরূপ এবং সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল হয়। রসনায় জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন কর্ণিকাসমন্বিত সরোজ স্মরণ করিয়া তন্মধ্যে শুক্লবর্ণা সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। তাহাতেই জড়তা, শিরোরোগ এবং মুখরোগ বিনষ্ট হয়। প্রজ্ঞা, স্মৃতি, কবিত্ব-শক্তি এবং উত্তম বুদ্ধি লাভ হয়, দুষ্টস্তম্ভন এবং সর্ব্ববিধ বায়ুজয় তাহার হইয়া থাকে। অষ্টাদশ-ভুজসম্পন্ন, নীল-লোহিত, মহাকায়, ত্রিনয়ন, জটাধর, সিংহ-চর্ম্মাম্বরধারী, সর্ব্বাভরণভূষিত, ভুজঙ্গহার-ভূষিত, সর্পময় কঙ্কণনূপুর-সম্পন্ন, জ্বালামালা-কুল, প্রভোদ্ভাসিত-দিঙ্মণ্ডল, দীপ্ত, অভেদ্য, অজেয়, অক্ষোভ্য, রৌদ্র, কপালমালী, দংষ্ট্রাকরাল, অনলোদ্গারী অমোঘ অস্ত্রে ভীষণ-পাণি, স্মরণ ও পূজনমাত্রে বিঘ্নবিনাশন (নয় খানি) দক্ষিণ হস্তে শূল, মুদ্গর, বজ্র, বাণ, দণ্ড, ধনুঃ, শক্তি, খড়্গ এবং পদ্ম, (নয় খানি) বামহস্তে পরিঘ, ধ্বজ, খট্বাঙ্গ, অঙ্কুশ, ধনু, গদা, জ্বালামুখাস্ত্র, পাশ এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া বিরাজমান, অবিনাশী ভীমদেব সুরেশ্বর পরমেশ্বরকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিবে। ১৭—৩৩। এই ধ্যানযোগ করিলে সর্ব্ববিঘ্ননিবারণ এবং সর্ব্বলোক-বশীকরণ করিতে সমর্থ হয়। আপদেও তাহার মহৈশ্বর্য্য দূর হয় না। সে ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শী হয় এবং কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হয় না। পুনশ্চ সেই যোগযুক্তচিত্ত যোগবিৎ পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। মহামুনি, আপনার হৃদয়গুহায় পদ্মোপরি সূর্য্যমণ্ডল বা সৌম্য বহ্নিমণ্ডল চিন্তা করিয়া তথায় পরমশান্ত সুনির্ম্মল জগদ্ব্যাপী কালাকালবিবর্জ্জিত অখণ্ড ঈশ্বরকে ভাবনা

বিয়দ্দেশে হৃৎকুঞ্জে বা যোগী যোগবিদাং বরঃ
ঈশ্বরং চিন্তয়েৎ স্থাণুং জ্ঞানমানন্দবিগ্রহম্।
উভাবপি স্থিরীকৃত্য যোগী মোক্ষায় কল্পতে॥
বাহ্যে চিত্তং সমারোপ্য বায়োঃ পরমকারয়ৎ।
ততো দ্বারাণি সংযম্য ব্রহ্মরন্ধ্রে লয়ং গতঃ॥৩৯
লক্ষমাধায় তত্রৈব যোজয়েন্ময়ি ষণ্মুখ॥ ৪০

ঘৃতং ঘৃতেষেব যথা নিযুক্তং
প্রয়াতি চৈক্যাদবিশেষভাবম্।
তথৈব লীনো ন ভবেৎ স ভূয়ঃ
পরে চতুর্থে ত্বনয়া চ যুক্ত্যা॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে শিব-
স্কন্দসংবাদে সাত্ত্বিকরাজসবিঘ্নাদিকথনং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

করিবে। অথবা যোগবিৎশ্রেষ্ঠ যোগী হৃৎকুঞ্জে বা আকাশমার্গে জ্ঞান আনন্দরূপী স্থাণু (কূটস্থ) ঈশ্বরকে ভাবনা করিবে। এতদুভয় স্থির করিলে যোগী মুক্তি লাভ করিবে। হে উত্তম! বায়ুর বহির্দ্বার নিরোধ করিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমানের প্রযোজক যে চিত্ত, তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোপণপূর্ব্বক তথায় লক্ষ্য স্থির করিয়া তদ্গত হইবে, হে ষণ্মুখ! সেইখানেই আমাতে আত্ম-যোজনা করিবে। যেমন ঘৃত, ঘৃতে মিশ্রিত হইলে ঐক্যপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ ভাব থাকে না; সেইরূপ এই যোগ বা যুক্তিবলে, তুরীয়-ব্রহ্মে সেই জীব লীন হয়, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৩৪—৪১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রতানি সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
তত্র কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশনী॥ ১
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতান্নান্যদব্রতমস্তি বিভূতিদম্।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং কৃত্বা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ২
বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুঃ সুরেশত্বং শচীপতিঃ
কুবেরো যক্ষরাজত্বং নিয়ন্তৃত্বং যমঃ স্বয়ম্॥ ৩
চন্দ্রশ্চন্দ্রত্বমাপন্নো গণেশত্বং গণাধিপঃ।
স্কন্দঃ সেনাপতিত্বঞ্চ তথা চান্যে গণেশ্বরাঃ॥৪
কৃত্বা চৈশ্বর্য্যমাপন্নাঃ সৌভাগ্যং দেববল্লভাঃ।
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ লক্ষ্ম্যাঃ পতিরভূদ্ধরিঃ॥৫
যযাতিঃ সার্ব্বভৌমত্বং তথা চান্যে নৃপোত্তমাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ কন্যকাঃ।
কৃত্বা চৈব পরাং সিদ্ধিং প্রাপ্তাশ্চ মুনিপুঙ্গবাঃ॥
নন্দীশ্বরেণ যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাত্মনে।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রত-সমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তন্মধ্যে কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যজনিকা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী। কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রতের অতিরিক্ত বিভূতিপ্রদ ব্রত আর নাই। কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ, বিষ্ণু বিষ্ণুপদ, ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য, কুবের যক্ষরাজত্ব, যম নিয়ন্তৃত্ব, চন্দ্র চন্দ্রপদ, গণেশ গাণপত্য এবং কার্ত্তিকেয় সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য গণশ্রেষ্ঠগণ এই ব্রত করিয়া ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য এবং দেবপ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রতপ্রভাবে বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি হইয়াছেন, যযাতি সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মুনিবর সকল! অন্য রাজসত্তমগণ, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণ এই ব্রত করিয়া পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১—৬। এই সর্ব্বকামপ্রদ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত, মহাত্মা নারদের নিকট নন্দী-

মেরোর্দ্দক্ষিণং শৃঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
তত্র নন্দীশ্বরং দৃষ্ট্বা সর্ব্বজ্ঞং শম্ভুবল্লভম্ ॥ ৮
উপাস্যমানং মুনিভিঃ স্তূয়মানং মরুদ্গণৈঃ।
সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তারং স্তুত্বা তু বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৯
অব্রবীৎ প্রণিপত্যাথ দণ্ডবন্নারদো মুনিঃ ॥ ১০

নারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বেষামভয়প্রদ।
কেন ব্রতেন চীর্ণেন তপোবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১১
সৌভাগ্যং কান্তিমৈশ্বর্য্যমপত্যঞ্চ যশস্তথা।
শাশ্বতীং মুক্তিমন্তে চ পশুপাশবিমোচনীম্ ॥ ১২
ভগবংস্তদ্‌ব্রতং ব্রূহি কারুণ্যাচ্ছঙ্করপ্রিয়ম্ ॥ ১৩

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং শ্রেষ্ঠমাস্ত দেবর্ষে শৃণু।
গণেশত্বং ময়া লব্ধং যেন চীর্ণেন নারদ ॥ ১৪
মাসে মার্গশিরে প্রাপ্তে কৃষ্ণাষ্টম্যাং জিতেন্দ্রিয়ঃ
অশ্বত্থদন্তকাষ্ঠেন কৃত্বা বৈ দন্তধাবনম্ ॥ ১৫
স্নানং কৃত্বা চ বিধিবৎ তর্পণঞ্চৈব নারদ।
আগত্য ভবনং পশ্চাৎ পূজয়েচ্ছঙ্করং প্রভুম্ ॥

শঙ্কর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নারদ মুনি সুরাসুরপূজিত সুমেরু-দক্ষিণশৃঙ্গে সর্ব্বজ্ঞ, শিবপ্রিয়, মুনিগণোপাস্যমান, দেবগণস্তূয়মান, সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তা নন্দীশ্বরকে বিবিধ স্তব করিয়া ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! সর্ব্বাভয়প্রদ ভগবন্! কোন্ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে তপোবৃদ্ধি হয়। কোন্ ব্রতে সৌভাগ্য, কান্তি, ঐশ্বর্য্য, অপত্য, যশ এবং অন্তে পশুপাশবিমোচনী নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়, সেই শিবপ্রিয় ব্রত কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে দেবর্ষে! কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত নামে (এই-রূপ) শ্রেষ্ঠ (এক) ব্রত আছে, শ্রবণ কর। হে নারদ! আমি তাহা করিয়া গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রতী—জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অশ্বত্থকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন এবং যথাবিধি স্নানতর্পণ করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক প্রভু শঙ্করের পূজা করিবে অর্থাৎ শঙ্কর নাম

গোমূত্রং প্রাশ্য বিধিবদুপবাসী ভবেন্নিশি।
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং ভবেৎ ॥ ১৭
সর্পিষঃ প্রাশনং পৌষে দন্তকাষ্ঠঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
পূজয়েচ্ছম্ভুনামানং ভগবন্তং মহেশ্বরম্।
বাজপেয়াষ্টকফলং প্রাপ্নোতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১৮
মাঘে বটস্য কথিতং গোক্ষীরং প্রাশনং স্মৃতম্
মহেশ্বরং সুসম্পূজ্য গোমেধস্যাষ্টকং ফলম্ ॥
ফাল্গুনে চ তদেবোক্তং কার্য্যং বৈ প্রাশনঞ্চ যৎ
সম্পূজয়েন্মহাদেবং রাজসূয়াষ্টকং ফলম্ ॥ ২০
কাষ্ঠমৌডুম্বরং চৈত্রে প্রাশনে বর্জ্জিতা জনাঃ।
পূজয়েৎ স্থাণুনামানমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২১
শিবং সম্পূজ্য বৈশাখে পীত্বা চৈব কুশোদকম্

উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে। আর রাত্রিতে গোমূত্র মাত্র পান করিয়া নিয়মমত উপবাসী থাকিবে। তাহাতে অতিরাত্র-যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ হইবে। পৌষ মাসে দন্তধাবন-কাষ্ঠ পূর্ব্ববৎ। ঘৃতমাত্র ভোজন করিয়া উপবাস। আর শম্ভু নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা করিবে। তাহাতে সেই শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি অষ্ট বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। মাঘ মাসে বট-কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন কথিত হইয়াছে; গব্যদুগ্ধমাত্র পান করিয়া উপবাস বিহিত হই-য়াছে; মহেশ্বর নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিলেই আটটী গোমেধ-যজ্ঞের ফল হয়।১ —১৯। ফাল্গুন মাসে দন্তধাবন ও পানীয় সেইরূপই। আর মহাদেব নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিলে আটটী রাজসূয়-যজ্ঞের ফল হয়। চৈত্র মাসে উডুম্বর-কাষ্ঠের দন্ত-ধাবন হইবে, নির্জ্জলে * ভোজন করিবে। স্থাণু নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে। তাহাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। হে নারদ! বৈশাখ মাসে কুশোদক মাত্র পান করিয়া থাকিবে; শিব নাম উল্লেখ

* মূলপাঠ-শুদ্ধি নাই। "বর্জ্জিতং জলং" পাঠ হইলে "জলবর্জ্জিত ভোজন"।

নরমেধাষ্টকফলং প্রাপ্নোত্যেব হি নারদ ॥ ২২
জ্যৈষ্ঠে প্লাক্ষং ভবেৎ কাষ্ঠং পূজয়েৎ পশুপতিং বিভুঃ
গবাং শৃঙ্গোদকং প্রাশ্য স্বপেদ্দেবস্য সান্নিধৌ।
গবাং কোটিপ্রদানস্য যৎ পুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ ॥
আষাঢ়ে চোগ্রনামানমিষ্ট্বা প্রাশ্য চ গোময়ম্।
সৌত্রামণ্যাস্তু যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২৪
পালাশং শ্রাবণে প্রোক্তং শর্ব্বং সম্পূজ্য নারদ
প্রাশয়ন্নর্কপত্রাণি কল্পং শিবপুরে বসেৎ ॥ ২৫
মাসে ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং ত্র্যম্বকং সম্প্রপূজয়েৎ
প্রাশনং বিল্বপত্রস্য সর্ব্বদীক্ষাফলং ভবেৎ ॥ ২৬
আশ্বিনে জম্বুবৃক্ষস্য দন্তকাষ্ঠমুদীরিতম্।
ঈশ্বরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রাশয়েৎ তণ্ডুলোদকম্।
পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২৭

করিয়া শিবপূজা করিবে। তাহাতে আটটী নরমেধ-যজ্ঞের ফল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্লক্ষ-কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন; পশুপতি নাম উল্লেখ করিয়া প্রভু শিবের পূজা করিবে। অনন্তর গোশৃঙ্গ-প্রক্ষালন-জল পান করিয়া শিব সমীপে নিদ্রা যাইবে। তাহাতে কোটি গো দানের পুণ্য অর্জ্জন হইবে। আষাঢ়ে উগ্র নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে, গোময় মাত্র ভোজন করিবে; তাহাতে সৌত্রামণী-যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল পাইবে। হে নারদ! শ্রাবণ মাসে পলাশ-কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন হইবে, শর্ব্ব নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে এবং মাত্র অর্ক-(আকন্দ)-পত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, তাহাতে এককল্প শিবপুরবাস হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে ত্র্যম্বক নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে, আর সেদিন বিল্বপত্র মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে; তাহাতে সর্ব্ব-দীক্ষাফল-প্রাপ্তি হয়। আশ্বিন মাসে জম্বুকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন হইবে, ঈশ্বর নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিসহকারে শিবপূজা করিবে, আর তণ্ডুলের জলমাত্র আহার করিবে; ইহাতে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের অষ্টগুণ ফললাভ হয়।

মাসে তু কার্ত্তিকেঽষ্টম্যামীশানাখ্যং প্রপূজয়েৎ
পঞ্চগব্যং সকৃৎ পীত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
বর্ষান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ শিবভক্তিপরায়ণান্।
পায়সং মধুসংযুক্তং ঘৃতেন সুপরিপ্লুতম্ ॥ ২৯
শক্ত্যা হিরণ্যং বাসাংসি ভক্ত্যা তেভ্যো নিবেদয়েৎ।
দেবায় দদ্যাদ্ধ্যান্নং বিতানধ্বজচামরম্ ॥ ৩০
কৃষ্ণাং পয়স্বিনীং গাঞ্চ ঘণ্টাং কঞ্চুকবাসসী।
সরত্নাং তাম্রকলসীং গামলঙ্কৃত্য নারদ ॥ ৩১
অলঙ্কারঞ্চ বস্ত্রঞ্চ দক্ষিণাঞ্চ স্বশক্তিতঃ।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৩২
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং সম্যক্ প্রাপ্তং দেবঋষে ময়া।
যদুক্তং দেবদেবেন দেব্যৈ বিশ্বসৃজা পুরা ॥ ৩৩

সূত উবাচ।

এবং নন্দীশ্বরাচ্ছ্রুত্বা নারদো মুনিপুঙ্গবাঃ।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যযৌ বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৩৪
ব্রতস্যাস্য প্রভাবাদ্ যঃ পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।

কার্ত্তিক মাসের অষ্টমীতে ঈশান নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে, একবার পঞ্চগব্য-মাত্র পান করিয়া থাকিবে; তাহাতে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। এক বৎসর শেষ হইলে শিবভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃতপ্লুত মধুযুক্ত পায়স ভোজন করাইবে। যথাশক্তি ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে সুবর্ণ এবং বস্ত্র দান করিবে। হে নারদ! দধ্যন্ন, চন্দ্রাতপ, ধ্বজ, চামর, পয়স্বিনী কৃষ্ণা গো, ঘণ্টা, কঞ্চুক-বস্ত্র, সরত্ন তাম্রকলসী, অলঙ্কৃত বৃষ, অলঙ্কার, বস্ত্র, এবং যথাশক্তি দক্ষিণা শিবোদ্দেশে দিবে। ইহার ফলে কিঞ্চিদধিক শতকোটী কল্প শিবলোকে সাদরে বাস হয়। হে দেবর্ষে! পূর্ব্বকালে বিশ্বস্রষ্টা শিব ভগবতীর নিকট এই কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত বলিয়াছিলেন, আমি তাহা সম্যক্ অবগত হইয়াছি। সূত বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! নারদ, নন্দীশ্বরের নিকট এই পুণ্য কৃষ্ণাষ্টমীব্রত শ্রবণ করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।

অতিসত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে কৃষ্ণাষ্টমীব্রতকথনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অন্যদ্ব্রতং পাপহরং দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যদুক্তং ভানুনা পূর্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যায় যোগিনে ॥১

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

জয়া চ বিজয়া চৈব কিংফলা কিংপরায়ণা।
তস্যাং বিশিষ্টং যৎ পুণ্যং বদ কশ্যপনন্দন ॥

সূর্য্য উবাচ।

দ্বাদশী বিষ্ণুদয়িতা দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ।
শ্রবণেন সমাযুক্তা কদাচিদ্‌যদি লভ্যতে ॥ ৩
শুক্লপক্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিজয়া সা প্রকীর্ত্তিতা।
উপোষ্যা সা প্রযত্নেন সর্ব্বপাপপ্রণাশনী ॥ ৪

যে ব্যক্তি এই ব্রতমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার অতিসত্র (রাত্র?) যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। ২০—৩৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—দেবদেব বিষ্ণুর এক পাপনাশক ব্রত আছে, সূর্য্য, যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে কশ্যপনন্দন! জয়া এবং বিজয়া-ব্রতের কি ফল, কি স্বরূপ এবং বিশেষ পুণ্য হয় কিরূপ, তাহা বলুন। সূর্য্য বলিলেন,—হে দ্বিজবর! দ্বাদশী বিষ্ণুপ্রিয়া; সেই বৈষ্ণবী দ্বাদশীতিথি শুক্লপক্ষে যদি শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা পাওয়া যায় ত তাহা বিজয়া নামে কীর্ত্তিতা। যত্নসহকারে তাহাতে উপ-

যা তু পুষ্যেণ সংযুক্তা ফাল্গুনস্য সিতা তু বৈ।
সা জয়া দ্বাদশী নাম সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ৫
কৃতার্থো জায়তে মর্ত্ত্যস্তামুপোষ্য দ্বিজোত্তম।
তস্যাং স্নাতঃ সদা স্নাতো ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ
সম্পূজ্য বস্ত্রপুষ্পাদ্যৈঃ ফলং সাগ্রং সমশ্নুতে।
একং জপ্ত্বা সহস্রস্য জপস্যাপ্নোতি বৈ ফলম্
দানং সহস্রগুণিতং তথা বৈ বিপ্রভোজনম্।
হোমশ্চৈবোপবাসশ্চ সহস্রস্য ফলপ্রদঃ ॥ ৮
ঋচমেকামধীতে যো বিপ্রঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ঋগ্বেদস্য সমগ্রস্য সদৈব ফলমশ্নুতে ॥ ৯
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তন্নাশয়তি গোবিন্দস্তস্যামভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ ॥১০
যশ্চোপবাসং কুরুতে তস্যাং স্নাতো দ্বিজোত্তম
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১১
যঃ কৃত্বা দ্বাদশীমিমাং ক্ষপয়েদ্ভক্তিমান্ নরঃ।
ব্রহ্মণো দিবসং যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥

বাস করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। ফাল্গুনমাসে শুক্লদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে, তাহা সর্ব্ব-পাপনাশিনী জয়া-দ্বাদশী নামে অভিহিত হয়। হে দ্বিজোত্তম! মানব সেই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে কৃতার্থ হয়। সেই দ্বাদশীতে স্নান করিলে সর্ব্ব-পুণ্যকালে স্নান করিবার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। বস্ত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে সমগ্র ফললাভ হয়। একবার জপ করিলে সহস্র জপের ফল হয়। দান, ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম এবং উপবাস একবার করিলে সহস্রগুণ ফল হয়। যে বিপ্র শ্রদ্ধা-সহকারে একটীমাত্র ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিবে, তাহার সর্ব্বদা সমগ্র ঋগ্বেদপাঠের ফল হয়। সেই দ্বাদশীতে গোবিন্দপূজা করিলে, সপ্ত-জন্মার্জ্জিত বহু বা অল্প পাপ বিনষ্ট হয়। হে দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি সেই দ্বাদশীতে স্নান করিয়া উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে সাদরে বাস প্রাপ্ত হয়। ১—১১। যে মানব ভক্তিসহকারে এই দ্বাদশীতে লঙ্ঘন করে, তাহার স্বর্গে ব্রহ্মদিনব্যাপী সাদর বাস

তস্মিন্ দিনে তু সম্প্রাপ্তে যৎ কর্ত্তব্যং
ব্রবীম্যহম্॥ ১৩,
একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ বিবিধৈর্বিধিবন্নরঃ॥ ১৪
মৎস্যায় পাদৌ প্রথমং কূর্ম্মায় চ তথা কটিম্।
বরাহায়েতি জঠরং নরসিংহায় বা উরঃ॥ ১৫
বামনায়েতি বৈ কণ্ঠং ভুজং রামদ্বয়েতি চ।
যজ্ঞেদ্রামেতি চ মুখং প্রদ্যুম্নায়েতি নাসিকাম্॥
কৃষ্ণনাম্না চ নেত্রে দ্বে বুদ্ধনাম্না তথা শিরঃ।
কল্কিনাম্না তথা কেশান বামনেতি চ সর্ব্বতঃ॥১৭
ভক্ত্যা চারাধ্য গোবিন্দং গোপালঞ্চ তথা নিশি
ততস্তস্যাগ্রতঃ শুদ্ধং ন্যসেৎ কৃষ্ণাজিনং বুধঃ॥
তস্যোপরি তিলানাস্তু কৃষ্ণানামাঢকং ন্যসেৎ।
মধ্যতঃ প্রস্থমেকন্তু দরিদ্রঃ কুড়বং তথা॥ ১৯
তিলাভাবে যবঃ কার্য্যা গোধুমাস্তদলাভতঃ।
সুখং তত্র ফলং ব্রহ্মংস্তিলৈঃপ্রাপ্নোতি মানবঃ
সৌবর্ণংরৌপ্যতাম্রং বা পাত্রংকুর্য্যাৎ স্বশক্তিতঃ
প্রচ্ছাদ্য পাত্রং বাসোভিরহতৈঃ সুপরীক্ষিতৈঃ
সৌবর্ণং বামনং কৃত্বা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
যথাশক্ত্যা কৃতং হ্রস্বং কৃতযজ্ঞোপবীতিনম্॥২২
এবংরূপন্তু তং কৃত্বা বামনং ভক্তিমান্ নরঃ।
স্থাপয়েৎ তস্ত পাত্রস্থং ভক্ত্যা সম্যগুপোষিতঃ
পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ ফলৈর্ধূপৈঃ কালোত্থৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্
পূর্ব্বোক্তমন্ত্রবিধিনা ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ ভক্তিতঃ
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নারসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥২৫
এতৈর্মন্ত্রপদৈর্দেবং নৈবেদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ।
ভক্তস্যাত্র বিশেষেণ ফলং কোটিগুণোত্তরম্॥
ততস্তস্য সমীপে তু দধিভক্তং ঘটে ন্যসেৎ।
কংকং বারিপূর্ণঞ্চ সুগন্ধদ্রব্যসংযুতম্।
ছত্রঞ্চৈবাক্ষসূত্রঞ্চ পাদুকে গুড়কাং তথা॥ ২৭
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবদেবং জনার্দ্দনম্।

হয়। সেদিনে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি ;—মানব, একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া, দ্বাদশীতে বিবিধ গন্ধ পুষ্প উপহারে বিষ্ণুপূজা করিবে। পাদদ্বয়, 'মৎস্যায়' * মন্ত্রে, কটি 'কূর্ম্মায়' মন্ত্রে, উদর 'বরাহায়' মন্ত্রে, বক্ষঃস্থল 'নরসিংহায়' মন্ত্রে, কণ্ঠ 'বামনায়' মন্ত্রে, ভুজদ্বয় রাম ও ভৃগুরাম মন্ত্রে, মুখ বলরাম মন্ত্রে, নাসিকা 'প্রদ্যুম্নায়' মন্ত্রে, নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ নামে, মস্তক বুদ্ধ নামে, কেশ কল্কী নামে এবং সর্ব্বাঙ্গ বামন নামে পূজা করিবে। তৎপরে ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর গোবিন্দ নামে ও রজনীতে গোপাল নামে আরাধনা করিয়া, বিচক্ষণ ব্রতী, পূজিত দেবতার সম্মুখে শুদ্ধ কৃষ্ণাজিন স্থাপন করিবে। তদুপরি এক আঢ়ক, অথবা মধ্যাবস্থায় একপ্রস্থ এবং দরিদ্রের পক্ষে এক কুড়ব তিল স্থাপন করিতে হয়। তিলের অভাবে যব এবং যবের অভাবে গোধুম দিতে পারে। হে ব্রহ্মন্! সেই মানব তিলদান-প্রভাবে সুখফল লাভ করিবে। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র বা তাম্রপাত্র যথাশক্তি করিবে ; সুপরীক্ষিত 'আহত' বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, সুবর্ণময় বামন 'বিগ্রহ' করিবে ; বিগ্রহ হ্রস্ব, অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী এবং যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন হইবে। এইরূপ বামন বিগ্রহ ভক্তিসহকারে স্থাপন করিয়া যথাবিধি উপবাসী ব্রতী, কালসম্ভূত পুষ্প গন্ধ ফল ধূপ এবং ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা সেই পাত্রাবস্থিত বামনদেবের পূজা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে করিবে। ১২—২৪। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, (রামকৃষ্ণ) বুদ্ধ এবং কল্কী এই দশাবতার মন্ত্রে নৈবেদ্য দ্বারা (এবং অন্যান্য উপচার দ্বারা) নারায়ণপূজা করিবে। বিশেষ ভক্তের ফল কোটিগুণ অধিক হয়। অনন্তর তাঁহার সমীপে ঘটে দধিভক্ত স্থাপন করিবে। সুগন্ধ দ্রব্যযুক্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু, ছত্র, অক্ষসূত্র, পাদুকাযুগল এবং গুড়িকা দিবে। দেবদেব জনার্দ্দনকে এইরূপ যথা-

* চতুর্থ্যন্ত নামের পর "নমঃ" পদ এবং পূর্ব্বে প্রণব যোজ্য হওয়া উচিত। কেবল নামগুলি চতুর্থ্যন্ত, শেষে নমঃ এবং প্রথমে প্রণব যুক্ত হইবে।

জাগরং তত্র কুর্ব্বীত গীতবাদিত্রনাদিতৈঃ ॥ ২৮
এবং সর্ব্বরজন্যন্তে প্রভাতে বিমলে সতি।
প্রদেয়ং শাস্ত্রবিদুষে ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ॥ ২৯
বিষ্ণুভক্তায় শান্তায় বিশেষেণ প্রদীয়তে।
গুরৌ চ সতি নান্যস্মৈ দাতব্যমিতি নিশ্চিতম্
বেদাধ্যেত্রে সমং দানং দ্বিগুণং তদ্বিদে তথা।
আচার্য্যে দানমেকঞ্চ সহস্রগুণিতং তথা ॥৩১
গুরৌ সতি ততোহন্যস্য ব্রতং যশ্চ নিবেদয়েৎ
স দুর্গতিমবাপ্নোতি দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৩২
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বা বিমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥৩৩
প্রতিপন্নং গুরুং যশ্চ মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স জন্মকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥৩৪
এবং দত্ত্বা বিধানেন ব্রাহ্মণায় চ ভক্তিতঃ।
মন্ত্রেণানেন দাতব্যং পুরাণপঠিতেন চ ॥ ৩৫
মন্ত্রেণ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণশ্চ দ্বিজোত্তম ॥৩৬

বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্।
বামনোহস্য প্রদাতা বৈ বামনায় নমো নমঃ ॥
(ইতি দানমন্ত্রঃ।)
বামনঃ প্রতিগৃহ্নাতি বামনো মে দদাতি চ।
বামনস্তারকো দ্বাভ্যাং বামনায় নমো নমঃ ॥৩৮
(ইতি প্রতিগ্রহমন্ত্রঃ।)
অন্নং প্রজাপতিবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রশশিভাস্করাঃ।
অগ্নির্বায়ুর্যমশ্চৈব পাপং হরতু মে সদা ॥ ৩৯
(ইত্যন্নদানমন্ত্রঃ।)
পর্জ্জন্যো বরুণঃ সূর্য্যঃ সলিলং কেশবঃ শিবঃ।
ত্বষ্টা যমো বৈশ্রবণঃ পাপং হরতু মে সদা ॥৪০
(ইতি সলিলদানমন্ত্রঃ।)
বিপ্রাণাং ভোজনং দত্ত্বা যথাশক্ত্যথ দক্ষিণাম্
পৃষদাজ্যঞ্চ সম্প্রাশ্য পশ্চাদ্ ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ
ভূয়ো যথেচ্ছয়া রাত্রৌ সর্ব্বত্রৈষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
সমাপিতে ব্রতে তস্মিন্ ব্রহ্মন্ শৃণু চ যৎ ফলম্
ব্রহ্মণঃ প্রলয়ং যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৪৩

বিধি পূজা করিয়া গীত-বাদ্যশব্দে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। এইরূপে সমস্ত নিশা শেষ ও নির্ম্মল প্রভাত হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ কুটুম্ব-ভরণাসক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। শান্ত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে ত বিশেষরূপে দান করিবে; আচার্য্য থাকিলে, অন্য কাহাকেও দান করিবার প্রয়োজন নাই। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমফল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল এবং আচার্য্যকে এক দান সহস্রগুণ ফলজনক হয়। যে ব্যক্তি গুরু আচার্য্য থাকিতে ব্রতদ্রব্য অপরকে দান করে, তাহার দুর্গতিলাভ হয় এবং দানফল হয় না। বিদ্যাহীনই হউন আর বিদ্যাসম্পন্নই হউন, গুরুই জনার্দ্দন। সৎপথস্থই হউন আর অসৎ-পথস্থই হউন, গুরুই সর্ব্বকালীন গতি। যে পুরুষাধম, সমাগত গুরুর প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, তাহার কোটি জন্ম নরক ভোগ হয়। এইরূপে ভক্তিসহকারে বক্ষ্যমাণ পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দান করিবে; হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর ব্রাহ্মণও দাতার নিকট বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করত প্রতিগ্রহ করিবে। ২৫—৩৬। বামন দানবুদ্ধিপ্রদ, স্বয়ং বামনই দ্রব্যস্থিত, বামনই ইহার প্রদাতা; অতএব বামনকে বারবার নমস্কার (এই দানমন্ত্র)। বামন প্রতিগ্রহীতা, বামন দাতা, বামনই উভয়ের নিস্তারকর্ত্তা; বামনকে বার বার নমস্কার (এই প্রতিগ্রহ মন্ত্র)। অন্নই প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু এবং যম; অন্ন আমার সর্ব্বদা পাপ হরণ করুন (এই অন্নদান-মন্ত্র)। জলই পর্জ্জন্য, বরুণ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, বিশ্বকর্ম্মা, যম এবং কুবের; জল আমার সতত পাপ হরণ করুন (এই জল-দানমন্ত্র)। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে, পরে ঘৃতবিন্দু ভোজন করিয়া মৌনী হইয়া ভোজন করিবে; রাত্রিতে পুনরায় যথেচ্ছা ক্রমে ভোজন করিবে; এই বিধি সর্ব্বত্র জানিবে। হে ব্রহ্মন্! ব্রত সমাপ্ত হইলে, যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর; সেই ব্যক্তি

ব্রহ্মলোকাদিলোকেষু ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ।
পুনঃ স্বর্গাদ্ ভুবং প্রাপ্য জায়তে মহতাং কুলে
সপ্তদ্বীপাধিপত্যঞ্চ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ততো মুক্তিঞ্চ গচ্ছতি
ইন্দ্রস্যাবরজো দেবো রমাহৃদয়নন্দনঃ।
বলির্বদ্ধস্ত্বয়া দেব গৃহাণার্ঘ্যং স্তু বামন ॥ ৪৬
(ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ।)
ইতীদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্ ব্রহ্মমুত্তমম।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শ্রবণদ্বাদশীফলম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূর্য্য-
যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে শ্রবণদ্বাদশীব্রতকথনং
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অন্যদ্ ব্রতমিদং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
সৌভাগ্যবর্দ্ধনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১

ব্রহ্মার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গপূজিত হয়। ব্রহ্মলোকাদি স্থানে বহু ভোগ করিয়া স্বর্গ-ভোগান্তে পৃথিবীতে মহৎকুলে তাহার পুনর্জন্ম হয় এবং সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। সর্ব্ব অভীষ্ট লাভ এবং মুক্তি লাভও তাহার হয়। হে দেব! আপনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, লক্ষ্মীর হৃদয়ানন্দদায়ী, আপনি বলিকে বদ্ধ করিয়াছেন; হে বামন! (আমার প্রদত্ত) অর্ঘ্য গ্রহণ করুন (এই অর্ঘ্যদানমন্ত্র)। যে ব্যক্তি এই মহাব্রত বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সকল পাপমুক্ত হয় এবং শ্রবণ-দ্বাদশী ফল প্রাপ্ত হয় ৩১—৪৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিবর গণ! সৌভাগ্যবর্দ্ধক মহাপাতকনাশক অন্য ব্রত

সর্ব্বদুষ্টোপশমনং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং শিবম্।
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ
পুরা দেবেন রুদ্রেণ দগ্ধঃ কামো দুরাসদঃ।
উপোষিতা তিথিস্তেন তেনানঙ্গত্রয়োদশী ॥ ৩
শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মাসি মার্গশিরে দ্বিজাঃ
স্নানং কৃত্বাথ বিধিনা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া দেবং পূজয়েচ্ছশিশেখরম্।
পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ ফলৈস্তথা ॥৫
শম্ভুনাম্না তিলৈর্হোমং কুর্য্যাদষ্টোত্তরং শতম্।
অনঙ্গনাম্না সম্পূজ্য মধু প্রাশ্য স্বপেন্নিশি। ৬
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৭
যোগেশ্বরং সুসম্পূজ্য পৌষে প্রাশ্নীত চন্দনম্
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
নাটেশ্বরং সুসম্পূজ্য মাঘমাসে জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মৌক্তিকং প্রাশ্য বিপ্রেন্দ্রাঃ ফলং তস্য বদাম্যহম্।

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মঙ্গলজনক ব্রত সর্ব্বদুষ্টের উপশমকারক এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদ। মানব যাহা যাহা কামনা করিবে, এই ব্রতপ্রভাবে তৎসমস্তই পাইবে। পূর্ব্বে রুদ্রদেব, দুরাসদ কামকে এই তিথিতে দগ্ধ করেন, সেইজন্য ইহার নাম অনঙ্গত্রয়োদশী এই তিথিতে উপবাস করিতে হয়। হে দ্বিজগণ! অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান উপবাস করিয়া যতেন্দ্রিয় হইয়া নানাবিধ পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য এবং ফল দ্বারা অসাধারণ ভক্তি সহকারে দেবদেব চন্দ্রশেখরের পূজা করিবে। শম্ভুনাম দ্বারা অষ্টোত্তর শত তিলহোম করিবে। অনঙ্গ নামে পূজা করিয়া মধুমাত্র আহার করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে। ইহাতে মানব দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করিবে। পৌষ মাসে শিবের যোগেশ্বর নামে পূজা করিয়া চন্দনমাত্র আহার করিয়া থাকিলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়।১—৮। মাঘ মাসে ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক শিবের নাটেশ্বর নামে পূজা করিয়া মুক্তাচূর্ণমাত্র আহার করিয়া থাকিলে

বহুস্বর্ণস্ত যজ্ঞস্ত ফলং শত গুণং ভবেৎ ॥ ৯
সম্পূজ্য ফাল্গুনে বীরং কঙ্কোলং প্রাশয়েন্নিশি
গোমেধস্ত ফলং প্রাপ্য মোদতে দেবরাড়িব ॥
স্বরূপং নাম দেবেশং চৈত্রে রত্নবিনির্ম্মিতম্ ।
কর্পূরং প্রাশয়েদ্রাত্রৌ নরমেধফলং লভেৎ ॥ ১১
বৈশাখে চ মহারূপং দেবেশঞ্চ প্রপূজয়েৎ ।
জাতীফলঞ্চ সম্প্রাশ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
জ্যৈষ্ঠে প্রদ্যুম্ননামানং লবঙ্গং প্রাশয়েন্নিশি ।
বাজপেয়স্ত যজ্ঞস্ত ফলমষ্টগুণোত্তরম্ ॥ ১৩
উমাভর্ত্তেতি নামানমাষাঢ়ে সংপ্রপূজয়েৎ ।
তিলোদকস্তু সম্প্রাশ্যপুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৪
পূজয়েচ্ছ্রাবণে শূলপাণিনং পরমেশ্বরম্ ।
প্রাশয়েদ্ গন্ধতোয়ন্তু অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ
মাসে ভাদ্রপদে বিপ্রাঃ সদ্যোজাতং প্রপূজয়েৎ
অগুরুং প্রাশয়িত্বা তু সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১৬
মাসে চাশ্বযুজে প্রাপ্তে ত্রিদশাধিপতিং যজেৎ
স্বর্ণোদকন্তু সম্প্রাশ্য স্বর্ণকোটিফলং লভেৎ ॥ ১৭
বিশ্বেশ্বরঞ্চ কার্ত্তিক্যাং পূজয়েদ্ ভক্তিসংযুতঃ ।
মদনস্ত ফলং প্রাশ্য কামবদ্ দ্যুতিমান্ ভবেৎ
প্রতিমাসং প্রবক্ষ্যামি দন্তকাষ্ঠানি বৈ দ্বিজাঃ ।
মল্লিকা খাদিরঞ্চৈব প্লক্ষাপামার্গজং তথা ॥ ১৯
জম্বূডুম্বরজাশ্বত্থং মালতীবটজং তথা ।
কাদম্বঞ্চ তথা প্লাক্ষং দূর্ব্বা চৈব শিরীষজম্ ॥ ২০
বিপ্রাঃ শৃণুত পুষ্পাণি নৈবেদ্যানি তথৈব চ ।
মালত্যাঃ প্রথমং তাবৎ ততো মরুবকং তথা ॥
করবীরং তথা কুন্দমর্কপত্রাণি সুব্রতাঃ ।
ততো মন্দারপুষ্পাণি মল্লিকাকুসুমানি চ ॥ ২২

যে ফল হয়, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাহা আমি বলিতেছি; বহু সুবর্ণযজ্ঞের শতগুণ ফললাভ তাহার হয়। ফাল্গুন মাসে শিবের বীর নামে পূজা করিয়া রজনীতে কট্‌ফল মাত্র আহার করিয়া থাকিলে গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সে ব্যক্তি দেবরাজের ন্যায় আনন্দ-ভোগ করিয়া থাকে। চৈত্র মাসে রত্ন-নির্ম্মিত দেবদেব-প্রতিমায় শিবের স্বরূপ নামে পূজা করিয়া রজনীতে কর্পূর মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে নরমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসে দেবদেবের মহারূপ নামে পূজা করিয়া জাতীফল মাত্র আহার করিয়া থাকিলে গো-সহস্র-দানের ফল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের প্রদ্যুম্ন নামে পূজা করিয়া রজনীযোগে লবঙ্গ-মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে বাজপেয় যজ্ঞের আটগুণ অধিক ফল হয়। আষাঢ় মাসে শিবের উমাভর্ত্তা নামে পূজা করিয়া তিলোদক মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভ হয়। শ্রাবণ মাসে পরমেশ্বরকে শূলপাণি নামে পূজা করিয়া গন্ধজল মাত্র পান করিয়া থাকিলে, অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! ভাদ্র মাসে শিবকে সদ্যোজাত নামে পূজা করিয়া অগুরু মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে সর্ব্বযজ্ঞ-ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসে শিবের ত্রিদশাধিপতি নামে পূজা করিয়া সুবর্ণজল মাত্র পান করিয়া থাকিলে কোটিস্বর্ণদানের ফললাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে ভক্তিসহকারে শিবকে বিশ্বেশ্বর নামে পূজা করিয়া মদনফলমাত্র আহার করিয়া থাকিলে কামের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন হয়। ৯—১১। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে প্রতিমাসের দন্তকাষ্ঠ কি, তাহা বলিতেছি;—মল্লিকা, খদির, প্লক্ষ, অপামার্গ, জম্বু, উডুম্বর, অশ্বত্থ, মালতী, বট, কদম্ব, প্লক্ষ, * দূর্ব্বা এবং শিরীষের (কাষ্ঠ-দ্বারা দন্তধাবন কর্ত্তব্য)। হে বিপ্রগণ! তৎপরে পুষ্প ও নৈবেদ্যের বিষয় শ্রবণ করুন;—প্রথম মাসে মালতীপুষ্প, অনন্তর কুরুবক, করবীর, কুন্দ, অর্কপত্র, মন্দারপুষ্প,

---

* 'প্লক্ষ' নাম দুইবার আছে। আর দূর্ব্বা দ্বারা দন্তধাবন সুসম্ভাব্য নহে। অতএব হয় এক প্লক্ষ না হয় দূর্ব্বা লেখকপ্রমাদে লিখিত। নতুবা ত্রয়োদশ প্রকার দন্তকাষ্ঠ হয়।

কাদম্বং যূথিকাপুষ্পং ধুস্তুরং শতপত্রকম্।
দূর্ব্বাঙ্কুরাণি দেয়ানি নৈবেদ্যানি যথাক্রমম্ ॥২৩
ওদনং কৃশরঞ্চৈব শর্করামোদকাস্তথা।
কংসারং যাবকাস্তত্র ততঃ সোহালিকা ভবেৎ
পঞ্চ খাদ্যং পরং প্রোক্তং ঘৃতপূরমনন্তরম্।
শালিভক্তেন নৈবেদ্যং গুণকান্তদনন্তরম্ ॥ ২৫
নানাবিধান্নং নৈবেদ্যং কার্ত্তিক্যাং পরিকল্পয়েৎ
পূজানামানি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ২৬
শঙ্করায় নমঃ পাদৌ গৌর্য্যৈ গুল্ফে শিবায় চ
শিবায়ৈ জানুনী পূজ্য শম্ভবায়োদ্ভবায় চ ॥২৭
কটিং মন্মথনাশায় মদনায়ৈ সুরেশ্বরে।
নাভিং ভবায় সম্পূজ্য ভবান্যৈ নমঃ ইত্যুমাম্
বক্ষো দেবাধিদেবায় অপর্ণায়ৈ নমঃ শিবাম্।
স্তনৌ বিশ্বেশ্বরায়েতি সুরকান্ত্যৈ নমো নমঃ ॥

কণ্ঠং ভীমোগ্ররূপায় গিরিজায়ৈ নমঃ শিবাম্।
স্কন্ধং ত্রিদশবন্দ্যায় ত্রিশূলিন্যৈ নমঃ শিবাম্ ॥
বাহূ ধূর্জ্জটয়েত্যুক্ত্বা ধূসরায়ৈ নমঃ শিবাম্।
হস্তৌ শূলধরায়েতি শূলিন্যৈ নম ইত্যুমাম্ ॥৩২
মুখং দেবস্য সম্পূজ্য বামদেবেতি বামতঃ।
বামায়ৈ নম ইত্যুক্ত্বা নাসাঞ্চৈব কপালিনে ॥৩৩
মৃড়ান্যৈ নম ইত্যুক্ত্বা ললাটঞ্চেন্দুধারিণে।
অলকায়ৈ নমঃ পশ্চাৎ ত্রিনেত্রায় নমস্তথা ॥৩৪
ত্র্যক্ষ্যৈ সম্পূজয়েদ্ দেবীং শিরোগঙ্গাধরায় চ
কাত্যায়নীং ততঃপূজ্য ব্যোমকেশায় বৈ নমঃ
কেশান্ সম্পূজ্যবিধিবৎ কেশিন্যৈ চ নমো নমঃ
এবং সংবৎসরে পূর্ণে সৌবর্ণং কারয়েচ্ছিবম্।
তাম্রপাত্রে তু সংস্থাপ্য কলসোপরি বিন্যসেৎ ॥
শুক্লবস্ত্রেণ সঞ্চাদ্য সম্পূজ্য বিধিবদ্ দ্বিজাঃ।
আচার্য্যায়াথ তং দদ্যাদ্ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
কলসাঃ সোদকা দেয়া ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদক্ষিণাঃ।

কদম্বপুষ্প, যুথীপুষ্প, ধুস্তুরপুষ্প, পদ্ম এবং দূর্ব্বাঙ্কুর (যথাক্রমে পুষ্প)। ওদন, কৃশর, শর্করা, মোদক, কংসার (সংযাব), যাবক, সোহালিকা, পঞ্চখাদ্য, ঘৃতপূর, শালিভক্ত নৈবেদ্য এবং গুণক এইগুলি (একাদশ মাসের) ক্রমিক নৈবেদ্য। কার্ত্তিক মাসে নানাবিধান্ন-নৈবেদ্য দিবে। এক্ষণে পূজানাম কীর্ত্তন করিতেছি। হে মুনিপুঙ্গবগণ! শ্রবণ কর;—'শঙ্করায় নমঃ' মন্ত্রে পাদদ্বয়-পূজা, 'গৌর্য্যৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'শিবায় নমঃ' মন্ত্রে গুল্ফদ্বয়-পূজা, 'শিবায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা 'শম্ভবায়' 'উদ্ভবায়' মন্ত্রে জানুদ্বয়-পূজা, 'শিবায়ৈ * মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'মন্মথ-নাশায়' মন্ত্রে কটিপূজা, 'মদনায়ৈ' মন্ত্রে সুরেশ্বরীর পূজা, 'ভবায়' মন্ত্রে নাভিপূজা, 'ভবান্যৈ' নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'দেবাধিদেবায়' মন্ত্রে বক্ষঃপূজা, 'অপর্ণায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'বিশ্বেশ্বরায়' মন্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়পূজা, 'সুর-কান্ত্যৈ নমো নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'ভীমোগ্র-রূপায়' মন্ত্রে কণ্ঠপূজা, 'গিরিজায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'ত্রিদশবন্দ্যায়' মন্ত্রে স্কন্ধপূজা, 'ত্রিশূলিন্যৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'ধূর্জ্জটয়ে' মন্ত্রে বাহুদ্বয়পূজা, 'ধূসরায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গা-পূজা, 'শূলধরায়' মন্ত্রে হস্তদ্বয়পূজা, 'শূলিন্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে দুর্গাপূজা, বামদেব মন্ত্রে দেবদেবের মুখপূজা করিয়া তদ্বামভাগে "বামায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে দুর্গাপূজা 'কপালিনে' মন্ত্রে নাসাপূজা, 'মৃড়ান্যৈ নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'ইন্দুধারিণে' মন্ত্রে ললাটপূজা, 'অলকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'ত্রিনেত্রায় নমঃ' মন্ত্রে নেত্রপূজা, 'ত্র্যক্ষ্যৈ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা, 'গঙ্গাধরায়' মন্ত্রে শিরঃপূজা, কাত্যায়নীমন্ত্রে দুর্গাপূজা এবং 'ব্যোমকেশায় নমঃ' মন্ত্রে যথাবিধি কেশপূজা ও 'কেশিন্যৈ নমো নমঃ' মন্ত্রে দুর্গাপূজা করিবে। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সুবর্ণময় শিব নির্ম্মাণ করাইবে। শুক্লবস্ত্রা-চ্ছাদিত কলসোপরি তাম্রপাত্রে স্থাপিত সেই সুবর্ণশিব যথাবিধি পূজা করিয়া বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্যকে তাহা দান

* শক্তিপূজায় অন্য নামমন্ত্র না থাকায় পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে হইল। মন্ত্রের আদিতে প্রণব এবং অন্তে "নমঃ" না থাকিলে "নমঃ" যোগ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ভক্ত্যা শিবভক্তিপরায়ণান্
এবং করোতি যো বিপ্রা ভক্ত্যানঙ্গত্রয়োদশীম্
প্রাপ্নোতি রাজ্যং সৌভাগ্যং পুত্রাংশ্চ চির-
জীবিনঃ।
শিবলোকঞ্চ সম্প্রাপ্য শম্ভোঃপ্রিয়তমো ভবেৎ

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত
শৌনকসংবাদেঽনঙ্গত্রয়োদশীব্রতকথনং
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
যত্ত্বক্তং ভবতা সূত নৈষ্কলং জ্ঞানমুত্তমম্।
শ্রুতমাখিলমস্মাভির্বর্ধমানাংসি হৃষিতানি নঃ ॥ ১
ভক্তিশ্চ শাশ্বতে শম্ভৌ জাতাস্মাকং হি শাশ্বতী
বর্ণাশ্রমাচারবিধিমদানীং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ২
সূত উবাচ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং বিধিং বক্ষ্যামি সুব্রতাঃ।
যত্তক্তং ভানুনা পূর্বং মনবে পরমেষ্ঠিনে ॥ ৩ *
যেন বিশ্বেশ্বরঃ শম্ভুঃ কর্ম্মযোগরতৈঃ সদা।
আরাধ্যতে ন চান্যেন ইত্যেষা বৈদিকীশ্রুতিঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশ্চতুর্থঃ শূদ্র উচ্যতে।
বর্ণাশ্চত্বার এবৈতে ত্রয় আদ্যা দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা
চত্বারশ্চাশ্রমাস্তেষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥ ৬
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ বিহিতং দণ্ডধারণম্।
ন দণ্ডেন বিনা কশ্চিদাশ্রমীতি নিগদ্যতে ॥ ৭
ব্রহ্মচারী ভবেদ্ দণ্ডী কৃষ্ণাজিনধরস্তথা।
মেখলী চ তথা মুণ্ডী শিখী বা যদি বা জটী।
ভিক্ষাহারেণ সততং বর্ত্তনং তস্য সুব্রতাঃ ॥ ৮
অগ্নিকার্য্যং তথা কুর্য্যাৎ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি।
অগ্নিকার্য্যপরিত্যাগী পতিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৯
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ দেবতাভ্যর্চ্চনং ততঃ

করিবে। ব্রাহ্মণগণকে জলপূর্ণ কুম্ভ দক্ষিণা সহ প্রদান করিবে। শিবভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইবে। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এইরূপে অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত করে, সে ব্যক্তি রাজ্য, সৌভাগ্য, চিরজীবী পুত্র প্রাপ্ত হয়। (অন্তে) শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিবের প্রিয়তম হইয়া থাকে। ১৯—৩৯

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! নিষ্কল উত্তম জ্ঞানের কথা আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি এবং মন হৃষ্ট হইয়াছে। সনাতন শিবের প্রতি নিত্য-ভক্তি আমাদিগের জন্মিয়াছে। এক্ষণে বর্ণাশ্রমাচার-বিধি যথার্থতঃ বলুন। সূত বলিলেন,—হে সুব্রতগণ! পূর্বে পরমেষ্ঠী * সূর্য্য মনুকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে চতুর্ব্বর্ণাচার বলিতেছি। এই আচার অনুসারে কর্ম্মযোগরত হইলে শিবারাধনা করা যায়, অন্য প্রকারে নহে; এইরূপ বেদোপদেশ আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ। গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস (যত্যাশ্রম) দ্বিজগণের এই চারি আশ্রম, পঞ্চম অর্থাৎ এতদাতিরিক্ত আশ্রম নাই। সকল আশ্রমেই দণ্ডধারণ বিহিত, দণ্ড না থাকিলে কাহাকেও আশ্রমী বলা যায় না। ব্রহ্মচারী দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও মেখলা ধারণ করিবে, মুণ্ডিতমুণ্ড শিখাধারী অথবা জটিল হইবে। হে সুব্রতগণ! ভিক্ষাহারে জীবিকা নির্ব্বাহ তাহার সতত কর্ত্তব্য। সায়ং কালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিকার্য্য (হোমাদি) ব্রহ্মচারীর নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যপরিত্যাগী ব্রহ্মচারী সর্ব্বকর্ম্মে পতিত (অনধিকারী)। ১—৯। স্নান, দেবাদিতর্পণ, দেব

* মূলে "পরমেষ্ঠিনা" পাঠ উত্তম। "পরমেষ্ঠিনে" পাঠ থাকলে তাহা মনুর প্রশংসার্থ বিশেষণ।

অভিবাদনশীলঃ স্যাদ্‌বৃদ্ধেষু চ যথাক্রমম্‌॥ ১০
কৃতেঽভিবাদনে কুর্য্যান্নৈব প্রত্যভিবাদনম্‌।
করোতি নাভিবাদ্যোঽহসৌ যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ
আধ্যাত্মিকং বৈদিকং বা তথা লৌকিকমেব বা
আদদীত গুরোর্যস্মাৎ তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ।
নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন॥ ৩
শিষ্টানাঞ্চ গৃহান্নিত্যং ভিক্ষামাহৃত্য সুব্রতঃ।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদ্বাগ্যতস্তদনুজ্ঞয়া॥ ১৪
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তনং নিত্যং নৈকান্নাদী ব্রতী ভবেৎ
উপবাসসমা ভিক্ষা প্রোক্তা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্‌॥
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্‌।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখ এব বা।
নাদ্যাদুদঙ্মুখো নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ॥১৭

পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবদাচম্য প্রযতো দ্বিজঃ।
ভুঞ্জীত মৌনী সততং স্মরেদ্ দেবং সদাশিবম্‌
সোপানৎকো জলস্থো বা সোষ্ণীষোনাচমেদ্‌বুধঃ
ন চৈব বর্ষধারাভির্ন তিষ্ঠন্‌ প্রলপন্‌ ন চ॥ ১৯
প্রাশ্নীয়াৎ ত্রিরপঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মেণ প্রযতো দ্বিজঃ
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ সংস্পৃশেন্নয়নদ্বয়ম্‌।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ সংস্পৃশেন্নাসিকাপুটে॥২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেচ্ছ্রোত্রযুগং দ্বিজঃ॥২২
সর্ব্বাভিরঙ্গুলীভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ তলেন বা।
সংস্পৃশেদ্বৈ শিরস্তদ্বদঙ্গুষ্ঠেনাথবা দ্বয়ম্‌॥ ২৩
বিন্যস্য দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
দিবা মূত্রপুরীষে চ শর্ব্বর্য্যাং দক্ষিণামুখঃ॥ ২৪

পূজা এবং উপস্থিত বৃদ্ধপরম্পরায় যথাক্রমে অভিবাদন ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য, অভিবাদন করিলে যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন না করে, তাহাকে অভিবাদন করিতে নাই; সে ব্যক্তি শূদ্রবৎ। আধ্যাত্মিক, বৈদিক বা লৌকিক জ্ঞান যাহা হইতে লাভ করা যায়, সেই গুরুকে অগ্রে অভিবাদন করিবে। উপদেষ্টা বয়কনিষ্ঠ হইলে, (তিনি আসিবামাত্র) প্রত্যুত্থান করিয়া 'অসাবহম্‌' (এই আমি) বলিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে কোন প্রকারেই অভিবাদন করিবে না। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি শিষ্টগণের গৃহ হইতে নিত্য ভিক্ষা আহরণপূর্ব্বক গুরুর নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে মৌনাবলম্বনে ভোজন করিবে। নিত্য ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। মাত্র একজনের অন্ন ভোজন করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে ভিক্ষা উপবাস-তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতিভোজন—রোগকর, আয়ুর্হানিকর, অস্বর্গ্য, অপুণ্য এবং লোকবিদ্বিষ্ট; অতএব অতিভোজন পরিত্যাজ্য। পূর্ব্বমুখ হইয়া বা যে দিকে সূর্য্য, তদভিমুখ হইয়া অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। উত্তরমুখ হইয়া ভোজন কর্ত্তব্য নহে; ইহা নিত্য নিয়ম। দ্বিজ, পাদপ্রক্ষালন ও যথাবিধি আচমন করিয়া পবিত্র হইয়া মৌনাবলম্বন ও সদাশিব স্মরণ করত ভোজন করিবে। পাদুকা পরিয়া, জলে থাকিয়া * বা উষ্ণীষ পরিয়া আচমন করিবে না। বৃষ্টিজলেও আচমন করিবে না। দাঁড়াইয়া বা কথা কহিতে কহিতে আচমন করিবে না। পবিত্র দ্বিজ, ব্রাহ্মতীর্থে তিন বার জলপান করিবে।১০—১৯॥ সঙ্কুচিতাঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নয়নদ্বয় স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসাপুট স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। সকল অঙ্গুলি বা করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে, মস্তকও সেইরূপ স্পর্শ করিবে; অথবা হৃদয় ও মস্তক দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে †। দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত দিয়া,

* জলস্থের আচমন নিষেধ স্থলসাধ্য কর্ম্মপক্ষে।

† শাখাবিশেষে এইরূপ আচমন হইতে পারে। নতুবা মূলে পাঠের অশুদ্ধ আছে। এতদ্দেশে এরূপ আচমন বিহিত নহে।

আচ্ছাদ্য পর্ণৈর্বসুধাং তৃণৈর্বা মৌনসংযুতঃ।
শিরঃ প্রাবৃত্য বিপ্রেন্দ্রা নান্যথা চ কদাচন ॥ ২৫
পথি গোষ্ঠে নদীতীরে চ্ছায়ায়াং কূপসন্নিধৌ।
তুষাঙ্গারকপালেষু ন ক্ষেত্রে ন চতুষ্পথে ॥ ২৬
নোদ্যানে ন শ্মশানে চ ন পশ্চাংস্তারকাদিকান্
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্ ॥২৭
শৌচং পশ্চাৎ প্রকুর্ব্বীত গন্ধলেপক্ষয়াবধি।
আন্তরং মনসঃ শুদ্ধির্যথা ভবতি তদ্ দ্বিজাঃ ॥২৮
জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততংবশ্যাত্মাক্রোধনঃশুচিঃ।
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্ ॥ ২৯
পরোপঘাতং পৈশুন্যং কামং লোভং তথৈব চ
দ্যূতং জনপরীবাদং স্ত্রীক্ষেল্যালম্ভনং তথা ॥৩০
গন্ধমাল্যং রসং ছত্রং বর্জ্জয়েদ্ দন্তধাবনম্।
সর্ব্বং পর্য্যুষিতং বর্জ্জ্যং কৃতঞ্চ লবণং তথা ॥ ৩১
মলাপকর্ষণং স্নানং শূদ্রাদ্যৈরভিভাষণম্।
গুরোরবজ্ঞাং সততং ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩২

দিবসে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মলত্যাগ ও প্রস্রাব করিবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ভূতল তৃণ বা পত্র দ্বারা আচ্ছাদন, মস্তক আবরণ ও মৌনাবলম্বন করিয়া (মলত্যাগ প্রস্রাব করিবে।) অন্যরূপ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পথ, গোষ্ঠ, নদীতীর, ছায়া, কূপসমীপ, তুষ, অঙ্গার, কপাল, ক্ষেত্র, চতুষ্পথ, উদ্যান এবং শ্মশানে মলত্যাগ প্রস্রাব কর্ত্তব্য নহে। নক্ষত্রাদি দর্শন করত, অথবা স্ত্রীলোক, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং গাভীগণের অভিমুখ হইয়া মলত্যাগ প্রস্রাব কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর হে দ্বিজগণ! যাবৎ গন্ধলেপ ক্ষয় না হয়, তাবৎ এবং মনঃপূত হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ (হস্তমৃত্তিকাদিদান) করিবে। সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধ, পবিত্র এবং সংযতাত্মা হইবে। সর্ব্বদা মধুর হিতবাক্য বলিবে। পরানিষ্ট, ক্রূরতা, কাম, লোভ, দ্যূতক্রীড়া, জনাপবাদ, স্ত্রী বিলাস, হিংসা, গন্ধ, মাল্য, রস, ছত্র, দন্তধাবন ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়। সর্ব্বিবিধ পর্য্যুসিত অন্ন, কৃত্রিম লবণ, মলাপকর্ষণ-স্নান,

উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাং কুশান্।
গুর্ব্বর্থমাহরেন্নিত্যং ভৈক্ষ্যঞ্চাহরহশ্চরেৎ ॥ ৩৩
আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ীত হ্যুদঙ্মুখঃ।
উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
বেদঃ শ্রেয়স্করঃ পুংসাং নান্য ইত্যব্রবীদ্রবিঃ ॥৩৫
অনধীত্য দ্বিজো যস্তু শাস্ত্রাণি সুবহূন্যপি।
শৃণোতি ব্রাহ্মণো নাসৌ নরকাণি প্রপদ্যতে ॥
নাধীতবিদ্যো যো বিপ্র আচারেষু প্রবর্ত্ততে।
নাচারফলমাপ্নোতি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৩৭
নিত্যং নৈমিত্তিকংকাম্যংযচ্চান্যৎ কর্ম্ম বৈদিকম্
অনধীতস্য বিপ্রস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥৩৮
অনধীতস্য বিপ্রস্য পুত্রো বাধ্যয়নান্বিতঃ।
শূদ্রপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ন বেদফলমশ্নুতে ॥ ৩৯

শূদ্রাদির সহিত সম্ভাষণ এবং গুরুর অবজ্ঞা ব্রহ্মচারীর সতত বর্জ্জনীয়। ব্রহ্মচারী গুরুর জন্য জলপূর্ণ কুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ প্রত্যহ আহরণ করিবে। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণও তাহার কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী আচমনপূর্ব্বক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া নিত্য অধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়নের পূর্ব্বে গুরুপাদ গ্রহণ করিবে এবং অধ্যয়ন সময়ে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। বেদই সর্ব্বভূতের সনাতন চক্ষুঃ, বেদই পুরুষের শ্রেয়স্কর, অন্য কিছু নহে, সূর্য্য ইহা বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বহুতর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহে এবং তাহার নরকপ্রাপ্তি হয়। ২০—৩৬। যে ব্যক্তি বিদ্যাধ্যয়ন না করিয়া আচারপ্রবৃত্ত হয়, তাহার আচারফল লাভ হয় না; সে বিপ্র শূদ্রেরই তুল্য। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং অর যে কিছু (উভয়াত্মক ইত্যাদি) বৈদিক কর্ম্ম আছে, অধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণের সে সমস্তই নিষ্ফল হয়। অধ্যয়নবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের পুত্র যদি অধ্যয়নসম্পন্ন হয় ত তাহাকেও শূদ্রপুত্র জানিবে, অতএব তাহার বেদফলপ্রাপ্তি হয় না। দ্বিজগণ,

বেদংবেদৌ তথা বেদান্‌বেদাংশ্চ চতুরো দ্বিজাঃ
অধীত্য গুরবে দত্বা দক্ষিণাঞ্চ ভবেদ্ গৃহী ॥৪০
রূপলক্ষণসংযুক্তাং কন্যামুদ্বাহয়েৎ ততঃ।
অমাতৃগোত্রপ্রভবামসমানার্ষ্যগোত্রজাম্ ॥৪১
মাতৃতঃ পঞ্চমাদূর্দ্ধং পিতৃতঃ সপ্তমাৎ তথা।
অগোত্রকুলসম্ভূতাং রোগহীনাং সুরূপিণীম্ ॥৪২
মাতৃতঃ পঞ্চমাদর্ব্বাক্ পিতৃতঃ সপ্তমাৎ তথা।
কন্যাং বিবাহয়েদ্ যস্তু গুরুতল্পী ভবেদ্ধি সঃ॥
ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন দৈবেনাপি তথৈব চ।
আর্ষং বৈ কেচিদিচ্ছন্তি ধর্ম্মকার্য্যেষু গর্হিতম্ ॥
ধারয়েদ্বৈণবীং যষ্টিমন্তর্ব্বাসস্তথোত্তরম্।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ৫
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলং পাদুকে বাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মে চ কুণ্ডলে নিত্যং কৃত্তকেশনখঃ শুচিঃ॥
শুক্লাম্বরধরো নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদ্ বৈ বিভবে সতি ॥৪৭

একবেদ, দ্বিবেদ, ত্রিবেদ বা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়া গৃহী হইবে। তখন সেই ব্যক্তি যে কন্যা সগোত্রা, সমানপ্রবরা এবং মাতামহগোত্রা নহে, তাদৃশ রূপলক্ষণসম্পন্ন কন্যাকে বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পঞ্চম এবং পিতৃপক্ষের সপ্তম পরিত্যাগ করিয়া সৎকুল-সম্ভূতা নীরোগা এবং সুরূপা কন্যা বিবাহ্যা। যে ব্যক্তি মাতৃপক্ষের পঞ্চমের মধ্যে এবং পিতৃপক্ষের সপ্তমের মধ্যে বিবাহ করে, সে গুরুতল্পগমন-পাপে পাপী। ব্রাহ্ম বা দেব-বিবাহ কর্ত্তব্য। কেহ কেহ আর্ষ বিবাহকেও ধর্ম্মকার্য্যগর্হিত মনে করেন। গৃহী বেণুযষ্টি, অন্তর্ব্বাস, বস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, ছত্র, নির্ম্মল উষ্ণীষ এবং পাদুকাযুগল অথবা উপানৎ (পাদুকাবিশেষ) আর সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয় নিত্য ধারণ করিবে। ছিন্ন কেশ, ছিন্ননখ, শুচি, শুক্লবস্ত্রধারী, সুগন্ধ এবং প্রিয়দর্শন হইবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিবে না। ব্রাহ্মণ

ঋতুগামী ভবেদ্ বিপ্রো নিষিদ্ধতিথিবর্জ্জিতঃ।
ষষ্ঠ্যষ্টম্যো পঞ্চদশীমমাবস্যাং চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং জন্মর্ক্ষে চ বিশেষতঃ ॥৪৯
আদদীতাবসথ্যাগ্নিং জুহুয়াজ্জাতবেদসম্ ॥ ৫০
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অকুর্ব্বাণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্ ॥ ৫১
কুর্য্যাদ্গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
সখ্যং সমাধিকৈঃ কুর্য্যাদুপেয়াদীশ্বরং সদা ॥ ৫২
পাপং ন গূহয়েদ্বিদ্বান ন ধর্ম্মং খ্যাপয়েৎ ক্বচিৎ
বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেষবান বুদ্ধিসাদৃশ্যমাচরন্ বিচরেৎ সদা ॥ ৫৪
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতঃ সম্যক্ সাধুভির্যশ্চ সেবিতঃ।
তমাচারং নিষেবেত সাধুন্ বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তত্রোৎপন্না দ্বিজাগ্র্যা বৈ সাধবস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ
যৈস্তৈরনুষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ সঙ্গতঃ।

নিষিদ্ধ তিথি ত্যাগ করিয়া ঋতুকালে (নিজ পত্নীতে) উপগত হইবে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে বিশেষতঃ জন্মনক্ষত্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। আবসথ্য অগ্নি গ্রহণ করিবে, নিত্য হোম করিবে এবং বেদোক্ত স্বীয় কর্ম্ম নিত্য আলস্যহীন হইয়া করিবে। না করিলে অতি ভীষণ নরকে আশু নিপতিত হয়। ৩৭—৫১। গৃহকর্ম্ম ও সন্ধ্যোপাসনা করিবে, তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সখ্য করিবে; ধনীকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপ গোপন বা ধর্ম্ম খ্যাপন করিবে না। বয়ঃক্রম, কর্ম্ম, অর্থ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং বংশের অনুরূপ বেশযুক্ত হইয়া বুদ্ধিযোগ্য আচরণ করত সর্ব্বদা বিচরণ করিবে। যাহা শ্রুতিস্মৃতিসম্মত এবং সাধুজনসেবিত, সেই আচার পালন করিবে। এক্ষণে সাধু কাহাকে বলে বলিতেছি।—গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, তাহা মধ্যদেশ নামে অভিহিত। তদুৎপন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সাধু। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত ও শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত যে

সদাচারঃ স বৈ প্রোক্তো দেবদেবেন ভানুনা
কুরুক্ষেত্রাশ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনজাঃ
এতে দেশাঃ পুণ্যদেশাঃ সর্ব্বে চান্যে চ
নিন্দিতাঃ ॥ ৫৮

দেশেষ্বেতেষু নিবসেদ্‌ব্রাহ্মণৈর্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অত্রৈব দৃশ্যতে ধর্ম্মো নান্যত্রেত্যব্রবীদ্রবিঃ ॥৫৯
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ সৌরাষ্ট্রং গুর্জ্জরং তথা।
আভীরং কোঙ্কণঞ্চৈব দ্রাবিড়ং দক্ষিণাপথম্।
অন্ধ্রঞ্চ মাগধঞ্চৈব দেশানেতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥৬০
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যাৎ পঞ্চযজ্ঞপরায়ণঃ।
শান্তো দান্তো জিতক্রোধো লোভমোহাবিব-
র্জ্জিতঃ ॥ ৬১

সাবিত্রীজাপ-নিরতঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ।
শ্রাদ্ধকৃদ্দাননিরতঃ ক্ষমাযুক্তো দয়ালুকঃ ॥ ৬২
গৃহস্থস্তু সমাখ্যাতো ন গৃহেণ গৃহী ভবেৎ।
ন শরীরং বিনা দেবঃ পূজ্যতে গিরিজাপতিঃ
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
শিবভক্তিযুতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৬৪

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে বর্ণাশ্রমাচারবিধিকথনং
নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

আচার, তাহাকেই দেবদেব সূর্য্য সদাচার বলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং শূরসেন দেশ পবিত্র; অন্য দেশ সকল নিন্দিত। এই কয়দেশেই বাস করা উচিত; ধর্ম্মাভিলাষী ব্রাহ্মণেরা এখানেই ধর্ম্মসত্তা নির্ণয় করিয়াছেন, অন্যত্র নহে; ইহা সূর্য্য বলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, আভীর কোঙ্কণ, দ্রাবিড়, দাক্ষিণাত্য অন্ধ্র এবং মগধ দেশ বর্জ্জনীয়। নিত্য স্বাধ্যায়শীল, পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ, শান্ত, দান্ত, জিত-ক্রোধ, লোভমোহবর্জ্জিত, গায়ত্রীজপরত, শিবভক্তিপরায়ণ, শ্রাদ্ধকৃৎ, দানরত, ক্ষমা যুক্ত ও দয়ালু যে গৃহস্থ,—তিনিই (প্রকৃত) গৃহস্থ; কেবল গৃহ দ্বারা গৃহস্থ হওয়া যায় না। শরীর না থাকিলে পূজা করা যায় না, এইজন্যই ভগবান্ গিরিজাপতি-রূপ অব-লম্বন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ অথবা যতি (যেই হউক না) শিবভক্তিযুক্ত কর্ম্ম করিলেই তাহার বন্ধনমুক্তি লাভ হয়। ৫২—৬৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বদেন্নৈবাপ্রিয়ং বাক্যং নানৃতং ন চ মর্ম্মভিৎ।
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি ন বেদানাঞ্চ কুৎসনম্
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং সাক্ষী যঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
স্মরণান্মোক্ষদঃ শম্ভুস্তস্য নিন্দাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥২
শাস্ত্রেষু দৃশ্যতে শুদ্ধির্মহাপাতকিনামপি।
নিন্দকানাং মহেশস্য শুদ্ধির্ন খলু দৃশ্যতে ॥ ৩
জলং তৃণং বা শাকং বা মৃদং বা কাষ্ঠমেব বা
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪
নিত্যযাচনকো ন স্যাদ্‌যাচিতং নৈব যাচয়েৎ।
প্রাণানপহরত্যেষ যাচকস্তস্য দুর্ম্মতিঃ ॥ ৫
গৃহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনাবিধৌ দ্বিজৈঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞায় কেবলম্ ॥ ৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অপ্রিয়, অনৃত বা মর্ম্মভেদী বাক্য বলিবে না; প্রাণিহিংসা ও বেদ-নিন্দা করিবে না। যিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্বকর্ম্ম সাক্ষী এবং স্মৃতিমাত্রে মোক্ষদাতা, সেই শিবের নিন্দা করিবে না। শাস্ত্রে মহাপাতকীরও প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়; কিন্তু শিবনিন্দকের প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায় না। পরের জল, তৃণ, শাক, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ অপহরণ করিলেও মানবের নরকভোগ হয়। নিত্য যাচক হইবে না; পরযাচিত বস্তু যাচ্ঞা করিবে না, কেননা, এই দুর্ম্মতি যাচককে দাতার প্রাণাপহারী বলা যায়। দেব-পূজার জন্য কেবল বিনা অনুমতিতেও পুষ্প চয়ন করিতে পারিবে; কিন্তু নিত্য এক

তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পংপ্রকাশং বৈ হরেদ্ বুধঃ
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টিগ্রাহ্যা যদি স্থিতৈঃ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যদা বিপ্রৈর্ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ ॥৮
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌতধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্ ॥৯
জ্ঞানবৃদ্ধস্তপোবৃদ্ধো বয়োবৃদ্ধ ইতি ত্রয়ঃ।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽভিবাদ্যঃ স্যাৎ পূর্ব্বাভাবে পরঃ
পরঃ ॥ ১০
ত্রিপুণ্ড্রধারী সততং ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ভস্মনৈবাগ্নিহোত্রস্য শিবাগ্নিজনিতেন বা ॥ ১১
ন মূর্খৈঃ সহ সংবাসঃ পতিতৈর্ন কদাচন।
বেদনিন্দারতৈর্নৈব ন চাপীশ্বরনিন্দকৈঃ ॥১২
পৈশুন্যং শুষ্কবৈরাণি বিবাদং বর্জ্জয়েৎ সদা।
ধয়ন্তীং গাং পরক্ষেত্রে ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ ॥
বহুভির্ন বিরোধঞ্চ কুর্য্যান্ন কৃতিভিস্তথা।
তিথিং পক্ষস্য ন ব্রূয়ান্নক্ষত্রাণি ন নির্দ্দিশেৎ ॥
ন পাপং পাপিনাং ব্রূয়াৎ তথাপাপমপাপিনাম্
সত্যেন তুল্যদোষী স্যাদসত্যেন দ্বিদোষভাক্
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদনাৎ।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভি-
শংসিনাম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
দৃষ্টং বিরোধনং বৃদ্ধৈর্নাস্তি মিথ্যাভিশংসিনি ॥
মানং মদং তথা শোকং দ্বেষঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
রবিবারে ন কুর্ব্বীত ভৃষ্টৈর্ভবভক্ষণম্।
ধনকামো জনঃ সত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৯
রবিবারে তু লবণং বর্জ্জ্যং ভোজনপাত্রকে।
তথা তৈলোপমর্দ্দঞ্চ ধনকামেন ভূতলে ॥ ২০
ন কুর্য্যাৎ কস্যচিৎ পীড়াং সুতং শিষ্যঞ্চ
তাড়য়েৎ।

ব্যক্তির বাটীতে ওরূপ পুষ্প লইতে পারিবে না। বিষয়জ্ঞ বিপ্র তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও পুষ্প প্রকাশ্যে হরণ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ধর্ম্মার্থ। অন্যথা পতিত হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত থাকিয়া তিল, মুদ্গ ও যবাদি মুষ্টিমাত্র গ্রহণ করিতে পারে, অন্য সময়ে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিবেন না। মিথ্যা কথা, পরদারগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ এবং বৈদিক অননুষ্ঠান হেতু শীঘ্র বংশ বিনষ্ট হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ এই তিন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অভিবাদন-যোগ্য; পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভাবে উত্তরোত্তর অভিবাদনীয় অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানবৃদ্ধ, তৎপরে তপোবৃদ্ধ এবং সর্ব্বশেষে বয়োবৃদ্ধ অভিবাদনযোগ্য ইত্যাদি। অগ্নিহোত্র-ভস্ম বা শিবাগ্নিজনিত ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রধারণ ব্রাহ্মণের সর্ব্বকার্য্যেই সতত কর্ত্তব্য। মূর্খ, পতিত, বেদনিন্দক বা ঈশ্বরনিন্দকের সহ বাস কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ক্রূরতা, শুষ্কবৈর এবং বিবাদ সতত বর্জ্জনীয়; বৎস গোক্ষীর দুগ্ধপান করিতেছে বা পরক্ষেত্রে গো বিচরণ করিতেছে, নিবারণাভিপ্রায়ে কাহাকেও তাহা বলিবে না। বহুব্যক্তির সহিত বা কৃতিগণের সহিত বিরোধ করিবে না। পক্ষ-তিথি কীর্ত্তন করিবে না। নক্ষত্র নির্দ্দেশ করিবে না, পাপী বা নিষ্পাপ কাহারও পাপ কীর্ত্তন করিবে না। সত্য-নিন্দায় নিন্দা-সমান দোষী হয়, অসত্য-নিন্দায় দ্বিগুণ দোষান্বিত হয়। মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি-গণের রোদনজনিত যত অশ্রু নিপতিত হয়, তৎসমস্তই, মিথ্যা অপবাদকারীদিগের পুত্র এবং পশুসমূহ বিনষ্ট করে।১—১৬। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় (অশীতিরত্তিকার অন্যূন সুবর্ণচৌর্য্য), গুরুপত্নীগমন (বিমাতৃগমন) এই সব পাপের বিশুদ্ধি, জ্ঞানীরা নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যা অপবাদকারীর বিশুদ্ধি নির্ণীত হয় নাই। অভিমান, মদ, শোক এবং দ্বেষ বর্জ্জনীয়। ধনাভিলাষী ব্যক্তি রবিবারে ভৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। ইহা সত্য, এ বিষয় বিচার করিতে হইবে না। ধনাভিলাষী ব্যক্তির রবিবারে ভোজনপাত্রে লবণ ও তৈলমর্দ্দন পরিত্যাজ্য। কাহাকেও পীড়া দিবে না; পুত্র ও শিষ্যকে

ন নদীষু নদীং ব্রূয়াৎ পর্ব্বতেষু চ পর্ব্বতম্ ॥২১
প্রবাসে ভোজনে চাপি ন ত্যজেৎ সহযায়িনম্
শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ
ন সর্পশস্ত্রৈঃ ক্রীড়েত খানি খানি ন সংস্পৃশেৎ
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ
ন লৌকিকৈঃ স্তবৈর্দেবাংস্তোষয়েদ্বাহুজৈরপি
ন দন্তৈর্নখরোমাণি ছিন্দ্যাৎ সুপ্তং ন বোধয়েৎ
ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জ্জয়েৎ।
নাশুচ্যোঽগ্নিং পরিচরেন্ন দেবান্ কীর্ত্তয়েদৃষীন্
ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্।
করেণৈকেন যদ্বারি পীতং তন্মদিরাসমম্ ॥২৬
বিশ্বেশ্বরমুমাকান্তং বিশ্বান্তর্যামিনং বিভুম্।
ন ব্রহ্মাদ্যৈঃ সমং ব্রূয়াচ্ছক্তিভির্ন চ পার্ব্বতীম্
ব্রূয়াদ্যদি সমং শম্ভুং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভিঃ সুরৈঃ।

যঃ কশ্চিৎ তমসাবিষ্টঃ কদাচিন্নৈব তং স্পৃশেৎ
সর্ব্বস্মাদধিকং ব্রূয়াদ্ভগবন্তমুমাপতিম্।
তথা দেবীঞ্চ গিরিজাং দ্বিজৈঃ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ সদা ॥ ২৯
পরস্ত্রিয়ং ন ভাষেত নাযাজ্যং যাজয়েদ্ দ্বিজাঃ
ন দেবয়তনং গচ্ছেৎ কদাচিচ্চাপ্রদক্ষিণম্ ॥৩০
ন নিন্দেদ্‌যোগিনঃ সিদ্ধান্ ব্রতিনো বা যতীং-
।
ন চাক্রামেদ্‌গুরোশ্ছায়াং ন তথাজ্ঞাং গুরোঃ সদা ॥ ৩১
বক্ষ্যমাণেন বিধিনা স্নানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥
ভূমিং ব্যাহৃতিভিঃ স্পৃষ্ট্বা খনমানং ত্বা চাশয়া
উদ্ধৃতাসীতি সংগৃহ্য গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥ ৩৩
অপাঘমিত্যপামার্গং দূর্ব্বাং সংগৃহ্য দূর্ব্বয়া।
জলতীরং সমাসাদ্য শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥৩৪
আদিত্যা ইতি সম্প্রোক্ষ্য কূলং তীর্থং সুব্রতঃ
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য গায়ত্র্যা প্রোক্ষয়েৎ ততঃ ॥ ৩৫

তাড়ন করিতে পারিবে। নদীতে নদী বলিবে না; পর্ব্বতে পর্ব্বত বলিবে না; প্রবাসে এবং ভোজনে সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না। মাথায় তৈল মাখিয়া তদবশিষ্ট তৈল অন্য অঙ্গে মাখিবে না। সর্প বা শস্ত্র দ্বারা (নিষ্প্রয়োজন) ক্রীড়া করিবে না। স্বীয় ইন্দ্রিয় (অকারণ) স্পর্শ করিবে না। দুই হাত মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা শিরঃকণ্ডূয়ন করিবে না। লৌকিক বা সাধারণ লোকের বিরচিত স্তব দ্বারা দেবতার সন্তোষসাধনে উদ্যত হইবে না। দন্ত দ্বারা নখরোমচ্ছেদন বা সুপ্তপ্রবোধন কর্ত্তব্য নহে। নূতন রৌদ্র ও চিতাধূম অসেব্য। অশুচি অবস্থায় অগ্নিস্পর্শ বা দেবতা ও ঋষিগণের নামোচ্চারণ কর্ত্তব্য নহে। বাম হস্তে জলপাত্র উত্তোলন করিয়া বা (একেবারে উত্তোলন না করিয়া গোরুর মত) চুমুক দিয়া জল পান করিবে না। এক হস্ত দ্বারা উত্তোলিত জলপান মদিরাপানতুল্য। বিশ্বান্তর্যামী প্রভু উমাকান্ত বিশ্বেশ্বরকে ব্রহ্মাদির সমান এবং পার্ব্বতীকে অপর শক্তির সমান বলিবে না। যে কোন ব্যক্তি তমোগুণাবিষ্ট হইয়া শিবকে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সমান বলিবে, সে অস্পৃশ্য হইবে। অতএব মঙ্গলপ্রার্থী দ্বিজগণ, ভগবান্ উমাপতিকে এবং পার্ব্বতী দেবীকে সতত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিবে। হে দ্বিজগণ! পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং অযাজ্যযাজন কর্ত্তব্য নহে। প্রদক্ষিণ না করিয়া কদাচ দেবালয় গন্তব্য নহে। যোগী, সিদ্ধ, এবং ব্রতী এবং যতিদিগকে কদাচ নিন্দা করিবে না। গুরুর ছায়া বা আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘনীয় নহে।১৭—৩১। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে প্রত্যহ স্নান করিতে হয়। (প্রথম) ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা ভূমিস্পর্শ, "ত্বাচাশয়া" ইত্যাদি মন্ত্রে খনন, "উদ্ধৃতাসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকাহরণ, "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়গ্রহণ, "অপাঘং" ইত্যাদি মন্ত্রে অপামার্গগ্রহণ এবং দূর্ব্বামন্ত্র দ্বারা দূর্ব্বাগ্রহণপূর্ব্বক জলের ধারে পবিত্র দেশে আসিয়া সমাহিতচিত্তে "আদিত্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থকূল প্রোক্ষণ করত পবিত্রদেশে সেই

ভাগদ্বয়ং স তাং পশ্চাদেকং দিক্ষু বিবর্জ্জয়েৎ
যত ইন্দ্রাদিমন্ত্রৈশ্চ চতুর্ভিস্তু যথাক্রমম্ ॥ ৩৬
অবগাহ্য জলে পশ্চাৎ তীরে চৈবোপবিশ্য চ।
অবশিষ্টেন ভাগেন মন্ত্রৈশ্চালেপয়েৎ ক্রমাৎ ॥
অক্ষিভ্যামিতি মন্ত্রেণ মুখমালেপয়েদ্বুধঃ।
গ্রীবাভ্যামিতি চ গ্রীবাং তল্লিঙ্গেন তথা ভুজৌ
শরীরং যজ্ঞমুক্ত্বাথ হৃদয়ং পরিলেপয়েৎ।
নাভিমানন্দনন্দেতি শিষ্টং মূর্দ্ধ্নি বিনিক্ষিপেৎ ॥
মূর্দ্ধানমিতি মন্ত্রেণ তিলদূর্ব্বাক্ষতাদিকম্।
হিরণ্যশৃঙ্গমিত্যুক্ত্বা তীর্থং সম্প্রার্থ্য বুদ্ধিমান ॥
জপেচ্ছুদ্ধমতিঃ পশ্চাৎ সূক্তঞ্চৈবাঘমর্ষণম্।
দ্বিপদাঞ্চ জপেদ্দেবীং সর্ব্বপাপপ্রণাশনীম্ ॥৪১
ইদন্তু বারুণং স্নানং মন্ত্রস্নানমথোচ্যতে ॥ ৪২
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং রজসা গবাম্।
দিব্যমাতপবর্ষেণ তৎ তু কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ৪৩
আর্দ্রেণ বাসসা চান্তস্মানসং শিবচিন্তনম্।
স্নানানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মানসং স্নানমুত্তমম্ ॥৪৪
স্নাত্বাথাচম্য বিধিবৎ তর্পয়েচ্চ সুরান্ পিতৄন্।
পুনরাচম্য বিধিনা মার্জ্জনঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪৫
দদ্যাজ্জলাঞ্জলিং পশ্চাৎ সবিত্রে রুদ্ররূপিণে।
ততো দর্ভাসনে স্থিত্বা গায়ত্রীং প্রজপেদ্দ্বিজঃ
ত্রৈবর্ণিকানাং সর্ব্বেষাং গায়ত্রী পরমা গতিঃ ॥৪৭
যদ্গায়ত্র্যাঃ পরং তত্ত্বং দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা জপেদ্বিদ্বান্ গায়ত্র্যাঃ ফলমশ্নুতে
যো হ্যন্যথা তু মনুতে গায়ত্রীং শিবরূপিণীম্।
পচ্যতে স মহাঘোরে নরকে কল্পসংখ্যয়া ॥ ৪৯
পাদাশ্চত্বারো গায়ত্র্যা বেদাশ্চত্বার এব তে।
বিরিঞ্চিবিষ্ণুরুদ্রেশাঃ পাদানাং দেবতাঃ ক্রমাৎ
এবং জ্ঞাত্বা বিধানেন গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
জপেন্মাহেশ্বরং জ্যোতির্নিত্যমেব প্রকাশতে ॥
উপতিষ্ঠেদথাদিত্যং রুদ্ররূপিণমব্যয়ম্

আহৃত মৃৎপিণ্ড দুই ভাগে রাখিয়া গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর এক ভাগ ইন্দ্রাদি মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে ত্যাগ করিয়া জলে অবগাহনপূর্ব্বক তীরে বসিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকাভাগ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রযোগে ক্রমে আলেপন করিবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি "অক্ষিভ্যাম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখালেপন, "গ্রীবাভ্যাম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গ্রীবালেপন, "তল্লিঙ্গেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভুজাবলেপন, "শরীরং যজ্ঞম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হৃদয়ালেপন, "আনন্দনন্দ" ইত্যাদি মন্ত্রে নাভি আলেপন এবং "মূর্দ্ধানম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট মৃত্তিকা ও তিল দূর্ব্বা অক্ষত ইত্যাদি মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর বুদ্ধিমান্ গৃহী "হিরণ্যশৃঙ্গম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থ-প্রার্থনা করিয়া, শুদ্ধচিত্তে অঘমর্ষণসূক্ত জপ ও সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী দ্বিপদা গায়ত্রী জপ করিবে। ইহা বারুণ-স্নান এবং মন্ত্রস্নান। আরও কথিত আছে, ভস্ম দ্বারা যে স্নান, তাহা আগ্নেয়। গোখুরোদ্ধৃত ধূলি দ্বারা যে স্নান, তাহা বায়ব্য। আতপ ও বৃষ্টিযোগে যে স্নান, তাহা দিব্য। ইহার পর অন্তর্বিধ স্নান আছে। যাহা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সম্পাদন করিতে হয় শিবচিন্তা মানস-স্নান। সকল স্নানের মধ্যে মানসস্নানই উত্তম। যথাবিধি স্নান, আচমন, দেবপিতৃতর্পণ এবং পুনরাচমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক মার্জ্জন করিবে। পরে রুদ্ররূপী সূর্য্যকে এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া, দ্বিজ গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রীই ত্রিবর্ণের পরমগতি দেবদেব মহেশ্বরই গায়ত্রীর পরমতত্ত্ব, ইহা বিবেচনা করিয়া জপ করিলে, সেই জ্ঞানীর গায়ত্রীফল লাভ হয়।৩২—৪৮। যে ব্যক্তি শিবরূপিণী গায়ত্রীকে অন্য প্রকার মনে করে, তাহার কল্পসংখ্যায় নরকভোগ হয়। গায়ত্রীর পাদচতুষ্টয় চতুর্ব্বেদই; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ঈশ্বর এই পাদচতুষ্টয়ের যথাক্রমে দেবতা। এইরূপ জানিয়া বিধিপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিলে, নিত্য শৈবজ্যোতি প্রতিভাত হয়। বেদ-ইতিহাসসম্ভূত ভক্তিসূচক স্তব এবং মন্ত্র দ্বারা রুদ্ররূপী অব্যয় আদিত্যের উপাসনা করিবে।

ভক্তৈঃ স্তোত্রৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ বেদেতিহাসসম্ভবৈঃ
পাবমানানি সূক্তানি ব্রহ্মযজ্ঞ প্রসিদ্ধয়ে।
জপেৎ সমাহিতো ভূত্বা রুদ্রাংশ্চৈব বিশেষতঃ
মৌনেনাগত্য ভবনং পূজয়েচ্ছিবমব্যয়ম্।
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ মানস্তোক্যে তথৈব চ ॥ ৫৪
ষড়ক্ষরাৎ পরো মন্ত্রো বেদেষু চ চতুর্ষ্বপি।
নাস্তীত্যুবাচ ভগবান্ দেবদেবঃ স্বয়ং রবিঃ ॥৫৫
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি দূর্ব্বাভিরুদকৈরপি।
নাসম্পূজ্য মহাদেবং ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ সদা ॥৫৬
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং কর্ম্মিণাং যোগিনামপি।
গতির্বিশ্বেশ্বরো দেবো ভবো নান্য ইতি শ্রুতিঃ
কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ গৃহস্থঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পঞ্চযজ্ঞপরিত্যাগাদাশ্রমাদবহীয়তে ॥ ৫৮
দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথাপরঃ।
মানুষো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৫৯
কর্ত্তব্যো বৈশ্বদেবস্তু দেবযজ্ঞ উদীরিতঃ।
হুতশেষেণ ভূতেভ্যো বলিং ভূতমখং বিদুঃ ॥
বিপ্রন্তু ভোজয়েদেকং পিতৄনুদ্দিশ্য যত্নতঃ।
নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্দিষ্টং পিতৃযজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥৬১
যথাশক্ত্যান্নমুদ্ধৃত্য প্রদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় বৈ।
অতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা শিবভাবসমন্বিতঃ।
সোঽতিথিঃ স্বর্গসোপানমিতি দেবোঽব্রবীদ্রবিঃ
প্রদদ্যাদ্ব্রতকারং বা ভিক্ষাঞ্চ ভবভাবতঃ।
অক্ষয়ং তৎফলং প্রাহুর্ভবভাবো হি দুর্লভঃ ॥৬৩
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং তদ্বিচাররতো ভবেৎ
ব্রহ্মযজ্ঞঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকফলপ্রদঃ ॥ ৬৪
এতান্ কৃত্বৈব সততং ভুঞ্জীতাশ্রমধর্ম্মতঃ।
অন্যথা যো হি ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং প্রেত্য শূকরতাং ব্রজেৎ ॥৬৫
যদি বিশ্বেশ্বরে স্থাণৌ ভক্তিরেকৈব নিশ্চলা।
কিং তৈঃ পঞ্চমহাযজ্ঞৈরন্যৈর্বা বিবিধৈর্মখৈঃ ॥৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে উপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে দ্বিজধর্ম্ম-কথনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য পাবমানসূক্ত জপ, বিশেষতঃ শতরুদ্রিয় জপ সমাহিতচিত্তে করিবে। অনন্তর মৌনী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক 'মানস্তোক' মন্ত্র ও ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা অব্যয়-শিবের পূজা করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্র চতুর্ব্বেদে নাই, ইহা ভগবান দেবদেব সূর্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন। পত্র, পুষ্প, ফল, দূর্ব্বা অন্ততঃ জল দ্বারাও শিবপূজা না করিয়া ব্রাহ্মণ কখন ভোজন করিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কর্ম্মী এবং যোগী, সকলেরই একমাত্র গতি—ভব দেব বিশ্বেশ্বর, অন্য কেহ নহে; ইহা বেদবাক্য। গৃহস্থ শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে। পঞ্চযজ্ঞ পরিত্যাগ করিলে আশ্রমভ্রষ্ট হয়। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মানুষযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ কর্ত্তব্য। বৈশ্বদেবই দেবযজ্ঞ; বৈশ্বদেবাবশিষ্ট বলি সর্ব্বভূতোদ্দেশে দিবে, তাহাই ভূতযজ্ঞ। পিতৃগণের উদ্দেশে যত্নসহকারে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তাহাই নিত্যশ্রাদ্ধ; নিত্যশ্রাদ্ধই পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত। যথাশক্তি অন্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে দিবে। শিবভাবযুক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে অতিথিপূজা করিবে। সেই অতিথিই স্বর্গসোপান, সূর্য্যদেব ইহা বলিয়াছেন। শিবভাবান্বিত হইয়া ব্রতকর্ম্মানুষ্ঠান বা ভিক্ষাদান করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয় কেননা শিবভাবই দুর্লভ। বেদাভ্যাসরত এবং বেদবিষয়রত হইবে; তাহারই নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে ব্রহ্মলোকফলপ্রাপ্ত হয়। আশ্রমধর্ম্মানুসারে এই সব অনুষ্ঠান করিয়া আহার করিতে হয়; ইহা না করিয়া যে ব্যক্তি অন্নভোজন করে, পরলোকে তাহার শূকরযোনিপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যদি বিশ্বেশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা অন্য বিবিধ যজ্ঞে কোন ফল নাই। ৪৯—৬৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রাদ্ধং দর্শেঽথ কর্ত্তব্যমষ্টকাস্বয়নদ্বয়ে।
বিষুবে চ ব্যতীপাতে তীর্থেষু চ বিশেষতঃ॥ ১
পরীক্ষ্য ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্বেদবেদাঙ্গপারগান্।
বিশেষান্ শিবভক্তাংশ্চ রুদ্রজাপপরায়ণান্॥ ২
অভাবে শিবভক্তানাং সদাচাররতান্ দ্বিজান্।
ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধে শিববুদ্ধ্যা সমাহিতঃ॥ ৩
ব্রতোপবাসনিরতাঃ সোমপাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
অগ্নিহোত্রপরাঃ শান্তা বহ্বৃচা গুরুপূজকাঃ॥ ৪
ত্রিণাচিকেতাঃ শিষ্যাশ্চ ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণিকাঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবেত্তারঃ পুরাণস্মৃতিপাঠকাঃ।
অধ্যাত্মশাস্ত্রনিরতা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥ ৫
একং বা ভোজয়েদ্বিপ্রং শিবভক্তিপরায়ণম্।
তেন পূতা ভবন্ত্যেব যে কেচিৎ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ
বধবন্ধোপজীবী চ বৃষলঃ শূদ্রযাজকাঃ।
বেদবিক্রয়িণশ্চৈব শ্রুতিবিক্রয়িণস্তথা॥ ৭
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে কোপনঃ কুণ্ডগোলকৌ।
কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ॥ ৮
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষকৃশাস্ত্রোপজীবিনঃ।
ব্যাধিনঃ কাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈব গোত্রিণঃ॥
বেদনিন্দারতাশ্চৈব কৃতঘ্নাঃ পিশুনাস্তথা।
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ॥
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি যদি স্ত্রীগমনং ভবেৎ॥ ১১
অধ্বানং কলহং ক্রোধং পুত্রভার্য্যাদিতাড়নম্।
শ্রাদ্ধভোজী ভবেদ্ যো হি তদ্দিনে পরিবর্জ্জয়েৎ
প্রক্ষালয়েৎ ততঃ পাদাবর্চ্চিতে মণ্ডলে শুভে
চতুরস্রং ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য ত্রিকোণকম্।
বর্ত্তুলঞ্চৈব বৈশ্যস্য শূদ্রস্যাভ্যুক্ষণং স্মৃতম্॥ ১৪
উপবেশ্য ততো বিপ্রান্ দত্ত্বা চৈব কুশাসনম্।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অমাবস্যা, অষ্টকা, দুই অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি এবং ব্যতীপাতে, বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া বেদবেদাঙ্গপারগ শিবজপনিরত শিবভক্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে, আর শিবভক্তের অভাবে সদাচাররত ব্রাহ্মণদিগকে শিববোধে সমাহিতচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করাইবে। ব্রতোপবাসরত, সোমপ, সংযতেন্দ্রিয়, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, শান্ত, বহ্বৃচ, গুরুপূজক, ত্রিণাচিকেত, শিষ্ট, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণবেত্তা * পুরাণ স্মৃতিপাঠী, অধ্যাত্মশাস্ত্রনিরত ব্রাহ্মণেরা পঙ্‌ক্তিপাবন। অথবা শিবভক্তিপরায়ণ একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণ থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগকে পবিত্র করেন। বধবন্ধোপজীবী, বৃষল, শূদ্রযাজী, বেদবিক্রয়ী, শ্রুতিবিক্রয়ী, অন্য বেদবিক্রয়ী * ক্রোধী, কুণ্ড, গোলক (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জারজ) কায়স্থবৃত্ত্যুপজীবী, লম্বকর্ণ, নিত্য রাজোপসেবী, নক্ষত্রতিথিবক্তা, বৈদ্যশাস্ত্রোপজীবী, রোগী, কাব্যকর্ত্তা, গায়ক, বেদনিন্দক, কৃতঘ্ন, ক্রূর, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ ও সগোত্র ব্রাহ্মণেরা যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা স্ত্রীগমন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপী হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করিবে, সে, (ক্রোশাধিক) অধ্বগমন, কলহ, ক্রোধ এবং পুত্র-ভার্য্যাদিতাড়ন, সে দিনে করিবে না। ১—১২। ব্রাহ্মণ আসিলে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিবে (ব্রাহ্মণের চতুরস্র মণ্ডল, ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ মণ্ডল, বৈশ্যের বর্ত্তুল মণ্ডল ও শূদ্রের অভ্যুক্ষণমাত্রই মণ্ডল। সেই শুভ মণ্ডলে উপবেশন করাইয়া কুশাসন দিয়া পরে

---

* "ত্রিণাচিকেত" ইত্যাদি পদ, ব্রতবিশেষ সহকারে বেদের তত্তদংশ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধক। ব্রাহ্মণ বেদৈকদেশ।

* এস্থলে বেদ শব্দে কর্ম্মকাণ্ড বেদ, শ্রুতি শব্দে উপনিষদ্ এবং দ্বিতীয় বেদ শব্দে শাস্ত্রমাত্র; এইরূপ অর্থ করিয়া পুনরুক্তি পরিহার্য্য।

পশ্চাচ্ছ্রাদ্ধস্য রক্ষার্থং তিলাংশ্চ বিকিরেৎ ততঃ
বিশ্বেদেবানথাহূয় বিশ্বেদেবাস ইত্যৃচা।
শংনোদেব্যা জলং ক্ষিপ্ত্বা সপবিত্রে তু ভাজনে
যবান্ যবোঽসীতি তথা গন্ধপুষ্পঞ্চ নিক্ষিপেৎ
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেঽপ্যর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ
প্রদদ্যাদ্গন্ধমাল্যাদি ধূপং বাসাংসি শক্তিতঃ॥
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৄনাবাহয়েৎ ততঃ।
উশন্তস্ত্বেতি চ ঋচা আবাহ্য তদনুজ্ঞয়া॥ ১৮
জপেদায়ান্তু ন ঋচং তিলোঽসীতি তিলাংস্তথা
ক্ষিপেদর্ঘ্যং যথাপূর্ব্বং বিপ্রহস্তে সমাহিতঃ॥১৯
সংস্রবাৎপ্রক্ষিপেৎ পাত্রে ন্যুব্জঞ্চৈব যথা ভবেৎ
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ততোঽগ্নৌকরণং মতম্
অগ্নৌ করিষ্য ইত্যুক্ত্বা কুরুষেত্যভ্যনুজ্ঞয়া।
অন্নং ঘৃতপ্লুতং বহ্নৌ জুহুয়াৎ পিতৃযজ্ঞবৎ॥২০
অগ্নেরভাবাদ্ বিপ্রস্য পাণৌ হোমো বিধীয়তে
মহাদেবস্য পুরতো গোষ্ঠে বা শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পিণ্ডানির্ব্বপণং কৃত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভোজয়েৎ॥
কেচিদপ্যেবমিচ্ছন্তি নৈব ভানোর্ম্মতং দ্বিজাঃ॥
বিবিধং পায়সং দদ্যাদ্ভক্ষ্যাণি সুবহূন্যপি।
লেহ্যং চোষ্যং তথা কামং পুষ্পমেব ফলং বিনা
বিবিধান্যপি মাংসানি পিতৄণাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দত্তান্যপি নিষিদ্ধানি শ্রাদ্ধং নৈবাক্ষয়ং ভবেৎ॥
নাশ্নাতি যো দ্বিজো মাংসং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি
স প্রেত্য নরকং যাতি পশুত্বঞ্চ প্রপদ্যতে॥২৭
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ তথাথর্ব্বাশিরস্তথা।
রুদ্রাংশ্চ পৌরুষ সূক্তংব্রাহ্মণান্ শ্রাবয়েৎ ততঃ
ভুঞ্জীরন্ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বাগ্‌যতা ঘৃতভোজনাঃ
বিকিরং নিক্ষিপেৎ পশ্চাচ্ছেষমন্নমথাব্রবীৎ॥২৯

শ্রাদ্ধরক্ষার্থ তিল নিক্ষেপ করিবে। 'বিশ্বেদেবাস' ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিয়া পবিত্রযুক্ত পাত্রে 'শংনো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে জলক্ষেপ করিবে। অনন্তর 'যবোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যবক্ষেপ করিয়া গন্ধপুষ্প দিবে। তারপর সেই পবিত্রাদিযুক্ত অর্ঘ্যপাত্র 'যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হস্তে লইয়া অর্ঘ্যদান করিবে। তৎপরে গন্ধ, মাল্য, ধূপ এবং বস্ত্র যথাশক্তি দান করিবে। অনন্তর অপসব্য অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে বামাবলম্বী করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক 'উশন্তস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ 'আয়ান্তু ন' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া 'তিলোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক্ষেপ করিবে। অপ্রমত্ত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণহস্তে পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দিবে। পাত্রে সংস্রবজল ক্ষেপ এবং 'পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' বলিয়া ন্যুব্জকরণ * ও 'অগ্নৌ করিষ্যে' এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণের 'কুরুষ' এইরূপ আজ্ঞা লইয়া অগ্নৌকরণ করিবে। ঘৃতপ্লুত অন্ন পিতৃযজ্ঞানুসারে অগ্নিতে হোম করিবে। অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম করিবে। শিবসমীপে বা গোষ্ঠে পিণ্ডদান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, কাহারও কাহারও এইরূপ অভিপ্রায়; কিন্তু হে দ্বিজগণ! ইহা সূর্য্যসম্মত নহে; অর্থাৎ পূর্ব্বে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজন, অনন্তর পিণ্ডদান করাই সূর্য্যের অভিপ্রেত। ১৩—২৪। বিবিধ পায়স, সুবহুতর ভক্ষ্য, লেহ্য, চোষ্য এবং যাহা হইতে ফল হয় না, এইরূপ অভিলষিত পুষ্প, (ব্রাহ্মণদিগকে) দিবে। পিতৃলোক-প্রীতি-উদ্দেশে বিবিধ মাংসদানে শ্রাদ্ধে অক্ষয়ফলজনক হয়। মাংস দান শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ নহে। যে দ্বিজ পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মাংসভোজন না করে, পরকালে তাহার নরকপ্রাপ্তি এবং তৎপরে পশুযোনিপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, অথর্ব্বশিরঃ (বেদের অংশ বিশেষ), শতরুদ্র এবং পুরুষসূক্ত ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে। ঘৃতভোক্তা ব্রাহ্মণ সকল মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। 'শেষমন্নম্' ইত্যাদি

---

* দ্বিতীয় অর্ঘ্যদান অগ্নিহোত্রীর কর্ত্তব্য হইতে পারে। নিরগ্নির প্রথম অর্ঘ্যেই সংস্রবজলাদি রক্ষা হয়।

হস্তপ্রক্ষালনং দত্ত্বা কুর্য্যাদ্বৈ স্বস্তিবাচনম্।
দদ্যাদ্বৈ দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদীরয়েৎ ॥
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বাজেবাজেতি বৈ
ঋচম্।
জপ্ত্বা চ ব্রাহ্মণান্ স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥
ভোক্তা চ শ্রাদ্ধদস্তস্মাং রজস্তাংমৈথুনং ত্যজেৎ
স্বাধ্যায়ঞ্চ তথাধ্বানং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩২
অধ্বগো ব্যসনী চৈব বিশেষেণ হ্যনগ্নিকঃ
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ দুর্ব্বল স্ত্র সদৈব হি ॥৩
ফলৈরপি চ মূলৈর্ব্বা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধঞ্চ নির্দ্ধনঃ।
স্নাত্বা তিলোদকৈর্ব্বাপি তর্পয়েচ্ছ্রদ্ধয়া পিতৃন্ ॥৩৪
শ্রদ্ধয়া তু কৃতে শ্রাদ্ধে ভগবান্ নীললোহিতঃ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা বিশ্বেশো হব্যকব্যভুক্

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শ্রাদ্ধবিধিকথনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ। ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথ ধর্ম্মো বনস্থানামুচ্যতে শৃণুত দ্বিজাঃ।
প্রীতো ভবতু যেনাসৌ ভগবান্ ভগনেত্রহা ॥১
শরীরমাত্মনো দৃষ্ট্বা পলিতাদ্যৈশ্চ দূষিতম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেদ্ দ্বিজো-
ত্তমাঃ ॥ ২
ফলমূলাশনো নিত্যং পঞ্চযজ্ঞপরায়ণঃ।
অতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মত্বা শর্ব্ব ইতি শ্রুতিঃ।
অষ্টৌ গ্রাসা শ্চ ভুঞ্জীত চীরবাসা ভবেজ্জটী।
ভবেৎ ত্রিষবণস্নায়ী নিত্যং স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥৪
দয়াঞ্চ সর্ব্বভূতেষু ন কুর্য্যান্নিশি ভোজনম্।
বর্জ্জয়েদ্ গ্রামজাতানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ৫
যদি গচ্ছেৎ সপত্নীকো ব্রহ্মচার্য্যেব সর্ব্বদা।
যদি গচ্ছেদ্বনী ভার্য্যাং প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্দ্বিজঃ

পাঠ করিয়া (পিণ্ডাদি দিয়া) বিকির ক্ষেপণ করিবে। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালন, স্বস্তিবাচন, যথাশক্তি দক্ষিণান্ত এবং স্বধাবাচন করিবে। 'দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাম্' এবং 'বাজে বাজে' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্তুতিনতি সম্পাদনপুরঃসর বিদায় দিবে। শ্রাদ্ধভোক্তা ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েই সেই দিনে মৈথুন ত্যাগ করিবে। স্বাধ্যায় এবং অধ্বগমন (ক্রোশাধিক পথগমন) যত্নসহকারে বর্জ্জনীয়। অধ্বগমনে বিপদ্‌যুক্ত হইতে হয়, বিশেষতঃ নিরগ্নি ব্রাহ্মণ। অসমর্থ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই আমশ্রাদ্ধ করিবে। নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ ফলমূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তি, স্নান করিয়া সতিল জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নীললোহিত প্রীত হইয়া থাকেন। ২৪—৩৪।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ রুদ্র যাহাতে প্রীত হন, হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই বানপ্রস্থধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন *। হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বীয় দেহ পলিতাদি-দূষিত অবলোকন করিয়া পত্নীকে পুত্রগণের নিকট ফেলিয়া বনগমন করিবে। ফলমূল আহার, নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং শিববুদ্ধিতে ভক্তিপূর্ব্বক অতিথিপূজন তাঁহার কর্ত্তব্য, ইহা বেদবাক্য। অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন, চীর বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ত্রৈকালিক স্নান এবং স্বাধ্যায় বানপ্রস্থধর্ম্মীর কর্ত্তব্য। সর্ব্বভূতে দয়া, রাত্রিযোগে অনাহার এবং গ্রাম্যফলমূলবর্জ্জন তাঁহার কর্ত্তব্য। ১—৫। পত্নী সমভিব্যাহারে যদি বানপ্রস্থ গ্রহণ করে, তাহা হইলে, সর্ব্বদা ব্রহ্মচারীই থাকিবে; বনস্থ দ্বিজ, পত্নী গমন করিলে প্রায়শ্চিত্তাই

* "প্রীতো ভবতি" এই পাঠ মূলে সঙ্গত। "ভবতু" পাঠে, "শিব প্রীত হউন" এইরূপ অনুবাদে "যেন" পদ শ্রবণের হেতুরূপে উল্লেখ করিতে হয়।

যদিগর্ভো ভবেৎ তস্যাঃ স চাণ্ডালসমো ভবেৎ ।
সর্ব্বভূতানুকম্পী স্যাৎ সংবিভাগরতঃ সদা ।
পরিবাদং মৃষাবাদং নিদ্রালস্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮
শীর্ণপর্ণাশনো বা স্যাৎ কৃচ্ছ্রৈর্বা বর্ত্তয়েৎ সদা ।
শিবপূজারতো নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৯
এবং যো বর্ত্ততে নিত্যং বানপ্রস্থাশ্রমে দ্বিজঃ ।
পরাং গতিমবাপ্নোতি দেহান্তে শাশ্বতং পদম্
যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ব বস্তুষু ।
তদা চ সন্ন্যসেদ্বিদ্বান্ নান্যথা পতিতো ভবেৎ
বেদান্তাভ্যাসনিরতো দান্তঃ শান্তো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নির্ম্মমো নির্ভয়ো নিত্যং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥
জীর্ণকৌপীনবাসাঃ স্যান্মুণ্ডো নগ্নোঽথবা ভবেৎ
ত্রিদণ্ডী বা ভবেদ্বিদ্বানিত্যেবা বৈদিকী শ্রুতিঃ
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ
একান্নাদী ভবেদ্যস্তু কদাচিল্লম্পটো যতিঃ ।
নিষ্কৃতির্নৈব তস্যাস্তু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বথা ॥ ১
ভবেৎ ত্রিষবণস্নায়ী ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ ।
প্রণবং প্রজপেন্নিত্যং মোক্ষশাস্ত্রস্য চিন্তকঃ ॥
বেদান্তাংশ্চ পঠেন্নিত্যং তেষামর্থাংশ্চ চিন্তয়ে
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবমীশানং বিভুমব্যয়ম্ ।
অনন্তং নির্গুণং শান্তং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্
কারণং সর্ব্বজগতামাধারং সর্ব্বতোমুখম্ ।
চিদ্রূপং শঙ্করং স্থাণুমানন্দমজরং বিভুম্ ॥ ১৯
প্রেরকং সর্ব্বভূতানামেকং ব্রহ্ম মহেশ্বরম্ ।
অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনম্
তন্নিষ্ঠস্তন্ময়ো ভূত্বা যোগযুক্তো মহামুনিঃ ।
অচিরেণৈব কালেন পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২১
দ্বিজঃ সন্ন্যসনাদেব পাপেভ্যঃ সম্প্রমুচ্যতে ।
জ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নোতি বিরাট্‌পদমথে রতঃ ॥

হয়। আর সেই পত্নীতে গর্ভ উৎপাদন করিলে ত চাণ্ডালতুল্য হয় *। বানপ্রস্থ-ধর্ম্মী, খাদ্য বণ্টন করিয়া দিয়া সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবে; নিন্দা, মিথ্যাকথা, নিদ্রা এবং আলস্য পরিত্যাগ করিবে। (সমর্থ হইলে) গলিত পত্র মাত্র ভোজন করিয়া বা প্রাজাপত্যাদিব্রতাবলম্বী হইয়া জীবনরক্ষা কর্ত্তব্য। নিত্য শিবপূজারত ও শিবধ্যান-পরায়ণ হইবে। যে দ্বিজ, এইরূপে নিত্য বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি পরমগতি এবং দেহান্তে নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন সর্ব্ববস্তুর প্রতিই মনে মনে বৈরাগ্য জন্মিবে, বিজ্ঞব্যক্তির তখনই সন্ন্যাসগ্রহণ কর্ত্তব্য, নতুবা নহে; বৈরাগ্য না জন্মিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী বেদান্তা-ভ্যাসরত, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্ম্মম, নিত্য নির্ভয়, দ্বন্দ্বাতীত, নিঃসঙ্গ ও মুণ্ডিত-মুণ্ড এবং জীর্ণকৌপীন-পরিধান বা বিবস্ত্র হইবে। (একদণ্ড) বা ত্রিদণ্ড ধারণ করিবে, ইহা বেদবাক্য। সন্ন্যাসী শত্রুমিত্রে সমদর্শী ও মান-অপমানে সমভাবাপন্ন হইবে। ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিবে, একজনের মাত্র অন্নভোজনে কদাচ নিরত হইবে না। যে যতি মাত্র এক জনের অন্নই ভোজন করে, অথবা লম্পট, তাহার কোন কালে নিষ্কৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না। ত্রিকাল স্নান করিবে, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিবে, নিত্য প্রণব জপ করিবে, মোক্ষশাস্ত্র চিন্তা করিবে। নিত্য বেদান্ত পাঠ করিবে, বেদা-ন্তার্থ চিন্তা করিবে। আপনাকে অব্যয়, বিভু, ঈশান, অনন্ত, নির্গুণ, শান্ত, প্রকৃতির অনায়ত্ত সর্ব্বজগতের কারণ, সর্ব্বজগতের আধার, সর্ব্বতোমুখ, চিদানন্দস্বরূপ কূটস্থ, অজর, সর্ব্বভূতপ্রেরক, অপ্রমেয়, আদ্যন্ত-হীন, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন মহেশ্বর ব্রহ্ম-রূপ চিন্তা করিবে।৬—২০। যোগযুক্ত মহামুনি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অচির কাল মধ্যে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। দ্বিজ, সন্ন্যাস-মাত্রেই পাপমুক্ত হয়, বিরাট্‌পদ-বর্জ্জনরত

* বানপ্রস্থধর্ম্মে কোন কোন বিষয়ে অধিকারিভেদে আচারভেদ আছে।

ইতি সর্ব্বমশেষেণ চাতুরাশ্রম্যমীরিতম্।
যোঽনুতিষ্ঠেৎ প্রযত্নেন তস্য শম্ভুঃ প্রসীদতি।
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে বানপ্রস্থাদিধর্ম্মকথনং
নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

সেই জ্ঞানী মুক্তি লাভ করে। এই চারি আশ্রমের সম্পূর্ণ বিধি অশেষ প্রকারে বলিলাম। যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক ইহা পালন করে, শিব তাহার প্রতি প্রসন্ন হন।২১-২৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
কথং ভগবতা সূত সর্গ উক্তো বিবস্বতা।
মন্বন্তরাণি বংশাশ্চ তেষাঞ্চ চরিতং তথা॥ ১
প্রতিসর্গঃ পুনশ্চৈব যথা ভবতি কৃৎস্নশঃ।
ব্রূহি নঃ সূত সকলং যথা ব্যাসচ্ছ্রুতং ত্বয়া॥ ২
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে স্বেচ্ছালীলাং মহেশিতুঃ।
মহাদেবাকং সর্ব্বং দৃষ্টমেতচ্চরাচরম্॥ ৩
ক্ষোভ্যং বিশ্বমিদং তেন ক্ষোভকো ভগ-
বাঞ্ছিবঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বে ব্যবস্থিতঃ॥
ক্ষোভ্যমাণাৎ প্রধানাচ্চ পুংসঃ প্রাদুরভূদ্দ্বিজাঃ
যদেতদ্বিস্তৃতং বীজং প্রধানপুরুষাত্মকম্।
মহত্তত্ত্বমিতি প্রোক্তং বুদ্ধিতত্ত্বং তদুচ্যতে॥ ৫
বুদ্ধ্যাদয়ো বিশেষান্তা অব্যক্তাদীশ্বরেচ্ছয়া।
পুরুষাধিষ্ঠিতাদেব জজ্ঞিরে মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৬
অহঙ্কারস্ততো জজ্ঞে তন্মাত্রাণি ততো দ্বিজাঃ
ততো ভূতানি জাতানি প্রেরিতানি শিবে-
চ্ছয়া॥ ৭
মনস্ত্বব্যক্তজং প্রাহুঃ প্রোক্তং তচ্চোভয়াত্মকম্
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সর্গো বৈকারিকো ভবেৎ
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ॥ ৯
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারঃ কথ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥ ১০
ভূতাদেরভবৎ সর্গো ভূততন্মাত্রসংজ্ঞিতঃ॥ ১১
বিকুর্ব্বাণস্তু ভূতাদিঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশো জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দো
গুণো মতঃ॥ ১২

একবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! সূর্য্যদেব সৃষ্টি, মন্বন্তর, বংশ এবং বংশচরিত্র কিরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আর সম্পূর্ণরূপে প্রলয়ই বা হয় কেমন করিয়া, তাহা আমাদিগকে বলুন; ব্যাসের নিকট আপনি সবই শুনিয়াছেন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সকলেই মহেশ্বরের স্বেচ্ছালীলা শ্রবণ করুন। এই চরাচর সমস্তই মহাদেবস্বরূপ; এই বিশ্ব বিবর্ত্তনীয় এবং ভগবান্ শিব বিবর্ত্তনকর্ত্তা। হে দ্বিজগণ! শিবই প্রকৃতরূপে সঙ্কোচ-বিকাশশালী; পুরুষরূপী শিবের সংসর্গে বিবর্ত্তমান প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি। মহত্তত্ত্ব বিস্তৃত বীজ, উহা প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। মহত্তত্ত্বের নামান্তর বুদ্ধিতত্ত্ব। হে মুনিপুঙ্গবগণ! বুদ্ধি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্তই পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরেচ্ছাবশে উৎপন্ন। হে দ্বিজগণ! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি; অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি; শিবেচ্ছা-প্রেরিত পঞ্চ স্থূলভূত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। মনও অব্যক্ত অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে সম্ভূত; মন, জ্ঞান কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়স্বরূপ। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সত্ত্ব-প্রধান দশ দেবতার সৃষ্টি; রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার, ইহা তত্ত্বচিন্তকেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন।১—১০। তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি। বিকৃতিপ্রাপ্ত তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি

ব্যোম চৈব বিকুর্ব্বাণং স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
তস্মাদুৎপদ্যতে বায়ুঃ স্পর্শস্তস্য গুণো ভবেৎ
পবনশ্চ বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
তেজশ্চোৎপদ্যতে তস্মাদ্রূপং তস্য গুণং বিদুঃ
তেজস্বেব বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রমভূৎ ততঃ।
উৎপদ্যন্তে ততশ্চাপো রসস্তাসাং গুণো মতঃ॥
বিকুর্ব্বন্ত্যস্ততশ্চাপো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
গন্ধাচ্চ পৃথিবী জাতা গন্ধস্তস্যাস্ত বৈ গুণঃ॥
শব্দমাত্রং যদাকাশং স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।
দ্বিগুণঃ প্রোচ্যতে বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকঃ স্মৃতঃ
তথৈব বিয়তো রূপং শব্দস্পর্শৌ গুণাবুভৌ।
তেজস্ততঃ স্যাৎ ত্রিগুণং সশব্দস্পর্শরূপবৎ॥ ১৮
রসমাত্রং গুণাঃ সর্ব্বে ত্রয় আদ্যাঃ সমাবিশন॥
আপশ্চতুর্গুণাস্তেন গন্ধমাত্রং সমাবিশন্।
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমির্বলা ভূতেষু কথ্যতে॥ ২০
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদিবিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥ ২১
তস্মিন্ কার্য্যঞ্চ করণং সংসিদ্ধং পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিরিঞ্চিস্ত ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥২৩
মেরুরুল্বং ভবেৎ তস্য জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ পরমেষ্ঠিনঃ॥২৪
বিশ্বং তত্রাভবদ্বিপ্রাঃ সদেবাসুরমানুষম্।
অদ্ভির্দশগুণাভিস্ত বাহ্যতোঽণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণেনৈব তেজসা বহিরাবৃতাঃ॥২৫
তেজো দশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনাবৃতম্।
আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খন্ত ভূতাদিনাবৃতম্।
মহতা চৈব ভূতাদিরব্যক্তেনাবৃতো মহান্॥২৬
এতৈরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
অব্যক্তপ্রভবং সর্ব্বমানুলোম্যেন লীয়তে॥২৭

করিল; শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশের শব্দ গুণ। বিকৃতিপ্রাপ্ত আকাশসংকৃত তামস অহঙ্কার হইতে স্পর্শ-তন্মাত্রের সৃষ্টি; স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ুর গুণ স্পর্শ। বিকৃতিপ্রাপ্ত পবনসংকৃত অহঙ্কার হইতে রূপতন্মাত্র উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে তেজের উৎপত্তি। তেজের গুণ রূপ। বিকৃত-তেজঃসংকৃত অহঙ্কার হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন; তাহা হইতে জলের উৎপত্তি, জলের গুণ রস। বিকৃতিপ্রাপ্ত জলসংকৃত অহঙ্কার হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন; গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, পৃথিবীর গুণ গন্ধ। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবরণ করাতে বায়ু শব্দ স্পর্শ এই উভয় গুণাক্রান্ত। শব্দ স্পর্শ উভয় গুণ-রূপ তন্মাত্রকে আবরণ করাতে তেজ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাত্মক। আদ্য গুণত্রয়, রসমাত্রকে আবরণ করাতে জল, রসরূপাদি গুণচতুষ্টয়সম্পন্ন। এই গুণ-চতুষ্টয় গন্ধমাত্রে আবিষ্ট হওয়াতে পৃথিবীতে গন্ধাদি পঞ্চবিষয়ের অস্তিত্ব। এইজন্য পঞ্চ-ভূত মধ্যে ইনি প্রবল। পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রকৃতির অনুগ্রহে মহত্তত্ত্ব হইতে বিশেষ অর্থাৎ স্থূল পর্য্যন্ত সকল তত্ত্ব অণ্ডসৃষ্টির উপাদান। সেই অণ্ডেই ব্রহ্মার কার্য্য ও করণ সংসিদ্ধ হয়। সেই প্রাকৃত অণ্ডে ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই পুরুষই সর্ব্বশরীরাবচ্ছেদে প্রথম বলিয়া অভিহিত। সেই ব্রহ্মাই ভূত-সমূহের আদিকর্ত্তা।১১—২৩। ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষয়ে সুমেরু উল্ব, পর্ব্বত সকল জরায়ু এবং সমুদ্র সকল গর্ভজলস্বরূপ। সুরাসুর-নর-সঙ্কুল বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। অণ্ডের বহির্ভাগে দশগুণ জল, অণ্ড বেষ্টন করিয়া আছে। জল, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত। তেজের দশগুণ অধিক বায়ু দ্বারা তেজ বহির্ভাগে আবৃত। বায়ু আকাশে আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কারে আবৃত। অহঙ্কার বুদ্ধিতত্ত্বে আবৃত। বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক আবৃত। অণ্ড এই সপ্তবিধ প্রাকৃত আবরণে আবৃত। অতএব সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং অনুলোমক্রমে সকলই তাহাতে লীন হয়।

গুণাঃ কালবশাদেব ভবন্তি বিষমাঃ সমাঃ।
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে
ব্রহ্মাণ্ডমেব বিপ্রেন্দ্রা! ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ স এবোক্তো বিরিঞ্চিশ্চ প্রজাপতিঃ
সহস্রকোটয়ঃ সন্তি ব্রহ্মাণ্ডাস্তির্য্যগূর্দ্ধজাঃ।
ব্রহ্মাণো হরয়ো রুদ্রাস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতাঃ।
আজ্ঞয়া দেবদেবস্য মহাদেবস্য শূলিনঃ॥ ৩০
ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাত্মনাম্।
উদ্ভবে প্রলয়ে হেতুর্মহাদেব ইতি শ্রুতিঃ॥৩১
অনন্তশক্তির্ভগবাননন্তমহিমাস্পদঃ।
অনন্তৈশ্বর্য্যসম্পন্নো মহাদেবোঽম্বিকাপতিঃ॥৩২
ন তস্য করণং কার্য্যং ক্রিয়া বা বিদ্যতে দ্বিজাঃ
স্বেচ্ছয়া ভগবানীশঃ ক্রীড়ত্যদ্রিজয়া সহ॥৩৩
কথিতঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সংক্ষেপান্মুনিপুঙ্গবাঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্তেব ব্রাহ্মী সৃষ্টিরথোচ্যতে॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে
সূত-শৌনকসংবাদে প্রাকৃতসর্গকথনং
নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অসংখ্যাতানি কল্পানি গতানি ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ।
সাম্প্রতং বর্ত্ততে যচ্চ বারাহমিতি সংজ্ঞিতম্॥
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
শৃণ্বতাং পাপহানিঃ স্যাচ্ছ্রদ্ধয়া সর্ব্বদেহিনাম্॥
একং কল্পমহঃ প্রোক্তং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
রাত্রিশ্চ তাবতী প্রোক্তা কল্পমানমথোচ্যতে॥৩
চতুর্যুগাণাং সাহস্রং কল্পমানং নিগদ্যতে।
শতত্রয়ং ষষ্ট্যধিকং কল্পানাং বর্ষমুচ্যতে॥৪
চতুর্ম্মুখস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ পরাখ্যং তচ্ছতং ভবেৎ।
তদন্তে সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতৌ বিলয়ঃ স্মৃতঃ॥৫
প্রাকৃতঃ প্রলয়স্তেন কথ্যতে কালচিন্তকৈঃ॥৬
ত্রয়াণামপি দেবানাং প্রকৃতৌ বিলয়ো ভবেৎ।
পুনঃ কালবশাত্তেষামুৎপত্তিঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

সত্ত্ব, রজ এবং তম এই গুণত্রয় কালবিশেষে বৈষম্য প্রাপ্ত ও সাম্য প্রাপ্ত হয়। সাম্যাবস্থায় প্রলয় এবং বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মার ক্ষেত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাগে বহুসহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেখানেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবস্থিত। দেবদেব মহাদেব শূলপাণির আজ্ঞায় ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাত্মক অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-সংহারে মহাদেবই কর্ত্তা, ইহা বেদে আছে। ভগবান্ অম্বিকাপতি মহাদেব অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত-মহিমা সম্পন্ন। হে দ্বিজগণ! তাঁহার কার্য্য, করণ বা ক্রিয়া নাই। ভগবান্ মহাদেব স্বেচ্ছায় পার্ব্বতী সহ ক্রীড়া করেন। হে মুনিবরগণ! প্রাকৃত-সৃষ্টি সংক্ষেপে বলিলাম। ইহা অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। এক্ষণে ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি বলিতেছি। ২৪—৩৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার অসংখ্য কল্প অতীত হইয়াছে, সম্প্রতি বরাহকল্প চলিয়াছে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! তাহার বিস্তৃত তত্ত্ব বলিতেছি; ইহা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিলে সকলেরই পাপনাশ হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন; ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও সেই এককল্প-পরিমিত কাল। চতুঃসহস্রযুগে এক কল্প। তিন শত ষাট (৩৬০) কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম 'পর'। এই শতবর্ষান্তে সকলই প্রকৃতিতে লয় হয়। এইজন্য কালজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিন দেবতারই প্রকৃতিতে লয় হয়। কাল-বশে পুনর্ব্বার প্রকৃতি হইতে তাঁহাদের

কালো হি ভগবাঞ্ছম্ভুর্মহাদেব ইতি শ্রুতিঃ।
সৃজ্যন্তে বহবো রুদ্রাশ্চানন্তাশ্চ চতুর্মুখাঃ ॥৮
নারায়ণা হ্যসংখ্যাতা দেবদেবেন শম্ভুনা।
সংহর্ত্তা চ পুনস্তেষাং কালরূপী মহেশ্বরঃ ॥৯
পরার্দ্ধং ব্রহ্মণো বিপ্রা অতীতমিতি ন শ্রুতম্।
পাদ্মকল্পমতীতং যৎ তৎ পরার্দ্ধং দ্বিজোত্তমাঃ।
বারাহো বর্ত্ততে কল্পো বারাহো যত্র পদ্মভূঃ॥১১
আসীদেকার্ণবং ঘোরং নির্ব্বিভাগং তমোময়ম্।
একার্ণবে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥১২
ব্রহ্মা নারায়ণো ভূত্বা যোগনিদ্রাং সমাশ্রিতঃ।
সুষ্বাপ সলিলে তস্মিন্নীশ্বরেচ্ছাপ্রণোদিতঃ ॥ ১৩
মুনয়ঃ সত্যলোকস্থা দেবং নারায়ণং প্রতি।
ইমমেবাহরস্তত্র শ্লোকং মুনিবরোত্তমাঃ ॥ ১৪
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ প্রোক্তাস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
এবং যুগসহস্রান্তে যোগনিদ্রামপাস্য বৈ।
ব্রহ্মত্বমগ্রহীদ্দেবঃ সৃষ্ট্যর্থং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৬
মগ্নাং জলান্তঃপৃথিবীং জ্ঞাত্বা দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
তস্যাস্তূদ্ধরণার্থায় বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥ ১৭
অপ্রতর্ক্যমনৌপম্যং রূপং ভগবতঃ পরম্ ॥ ১৮
ক্ষণাদ্রসাতলং গত্বা যজ্ঞেশঃ পুরুষোত্তমঃ।
অভ্যুজ্জহার ধরণীং দংষ্ট্রয়া পরমেশ্বরঃ ॥ ১৯
সনকাদ্যৈঃ স্তূয়মানো ভগবান্ হব্যকব্যভুক্।
আসীদ্যথাবনিঃ পূর্ব্বং সংস্থাপ্য চ তথা পুনঃ।
কল্পান্তদগ্ধানখিলান্ পর্ব্বতাংশ্চ মহীধরঃ ॥২০
ততশ্চিন্তয়তঃ সৃষ্টিং কল্পাদৌ পদ্মজন্মনঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ২১
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রশ্চান্ধসংজ্ঞিতম্

উৎপত্তি হয়। কালই ভগবান্ শম্ভু মহাদেব —ইহা বেদবাক্য। বহু রুদ্র, অসংখ্য ব্রহ্মা এবং অসংখ্য নারায়ণ দেবাধিদেব শম্ভুর সৃষ্ট। আবার সেই কালরূপী মহেশ্বরই ইঁহাদের সংহারকর্ত্তা হন। হে বিপ্রগণ! ব্রহ্মার পরার্দ্ধ (অর্থাৎ ৫০ বৎসর) অতীত হইয়াছে।—হে দ্বিজোত্তমগণ! অতীত পাদ্মকল্পেই ব্রহ্মার পরার্দ্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কল্প বারাহ নামে খ্যাত; ব্রহ্মা এই কল্পে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন। এই জগৎ বিভাগ-শূন্য, তমোময়, ঘোর একার্ণবরূপ ছিল। জগৎ একার্ণব ও স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, ব্রহ্মা নারায়ণরূপে যোগনিদ্রা আশ্রয় করত ঈশ্বরেচ্ছাবশে সেই সলিলে সুপ্ত হন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সত্যলোকস্থিত মুনিগণ দেব নারায়ণকে বক্ষ্যমাণ শ্লোকার্থ বলিলেন;— 'নার' শব্দের অর্থ জল; কেননা, জল 'নর' অর্থাৎ পুরুষোত্তম হইতে সম্ভূত। 'নার' অর্থাৎ জল আপনার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া আপনি নারায়ণ-পদবাচ্য। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এইরূপ সহস্র যুগ * অতীত হইলে দেব নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মা হইলেন।১—১৬। দেব চতুর্ম্মুখ পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ অবলম্বন করিলেন। ভগবানের সেই বরাহরূপ অপ্রতর্ক্য এবং অতুলনীয়। পরমেশ্বর পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বর ক্ষণমধ্যে দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। হব্য-কব্যভোক্তা ভগবান্‌কে সনকাদি ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী-উদ্ধারকারী ভগবান্ পৃথিবী ও প্রলয়দগ্ধ শৈলগণকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন। অনন্তর কল্পারম্ভে ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তা করিলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সৃষ্টি হইল। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র † এই

* যুগ শব্দ কোনস্থলে যুগপাদ অর্থে, কোনস্থলে বা যুগ শব্দের প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়। সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদিস্থলে, যুগশব্দে যুগপাদ বুঝিবে। আর এইস্থলে যুগশব্দে সত্যাদি যুগপাদচতুষ্টয় বুঝিবে।

† দেহাদিতে আত্মত্ব-বুদ্ধি অর্থাৎ "আমি স্থূল" "আমি কৃশ" ইত্যাদি যে জ্ঞান, তাহা "তমঃ" "আমি গৃহস্বামী" ইত্যাদি যে

অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥ ২২
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোঽভিমানিনঃ।
সংবৃতস্তমসাতীব বীজং ত্বগিব সর্ব্বতঃ॥ ২৩
অন্তর্বহিশ্চাপ্রকাশঃ স্তব্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ।
মুখ্যা নগা ইতি প্রোক্তা মুখ্যসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
তং দৃষ্ট্বাসাধকং সর্গমমন্যৎ কমলাসনঃ।
পুনশ্চিন্তয়তঃ সর্গং তির্য্যক্স্রোতোঽভ্যবর্ত্তত॥
যস্মাত্তির্য্যক্প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্স্রোতস্ততঃ স্মৃতঃ
পশ্বাদয়ঃ সমাখ্যাতা উৎপথগ্রাহিণশ্চ যে॥ ২৬
তমপ্যসাধকং দৃষ্ট্বা দেবদেবঃ পিতামহঃ।
সসর্জ্জান্যং পুনঃ সর্গমূর্দ্ধস্রোতস্তু সাত্বিকম্॥ ২৭
দেবসর্গ ইতি প্রোক্তঃ প্রকাশাত্মা সুখাধিকঃ।
পুনশ্চিন্তয়তোঽব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতস্তু সাধকঃ॥
প্রকাশবহুলাঃ সর্ব্বে তমোযুক্তা রজোধিকাঃ।
দুঃখোৎকটাঃ সত্ত্বযুক্তা মনুষ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পুনশ্চিন্তয়তস্তস্য ভূতসর্গোঽভ্যজায়ত।
সংবিভাগরতাঃ ক্রূরাস্তে পরিগ্রাহিণঃ স্মৃতাঃ॥
এতে পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ সর্গা দেবেন তাবুন।
মহতঃ প্রথমঃ সর্গো জ্ঞাতব্যো ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু প্রোক্ত ঐন্দ্রিয়কো দ্বিজাঃ।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।

পর্ব্বপঞ্চকরূপিণী অবিদ্যা সেই পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। চিন্তাপরায়ণ অভিমানাধিষ্ঠাতা সেই দেব হইতে ত্বক্-সংবৃত বীজের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তমঃসংবৃত পঞ্চ প্রকার (বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বীরুৎ এবং তৃণ) সৃষ্টি হইল। সেই সৃষ্ট পদার্থ-সমূহ সংজ্ঞাহীন, স্তব্ধ এবং অন্তর্ব্বিষয়ে ও বহির্ব্বিষয়ে জ্ঞানশূন্য। স্থাবরসৃষ্টি মুখ্য অর্থাৎ প্রথম বলিয়া ইহা মুখ্য সর্গ নামে অভিহিত। সেই সৃষ্টিকে অনুপযোগী দেখিয়া ব্রহ্মা অন্য সৃষ্টি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণ ব্রহ্মা তির্য্যক্স্রোতা সৃষ্টি করিলেন; বক্র পথে আহারসঞ্চরণ দ্বারা জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদের নাম তির্য্যক্স্রোতা। তাহাই পশ্বাদি-সৃষ্টি। পশু প্রভৃতি জীব, উৎপথগামী। দেবদেব পিতামহ সে সৃষ্টিকেও অনুপযোগী মনে করিয়া অন্য সাত্বিক সৃষ্টি করিলেন, ইহাঁদের আহারসঞ্চার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দেহের বহির্ভাগে হয়; ইহা দেবসৃষ্টি *। সৃষ্ট দেবতারা সত্ত্বপ্রকৃতি, অতএব সুখ-বহুল। পুনর্ব্বার তিনি উপযোগী পদার্থ সৃষ্টি চিন্তা করিলে, অব্যক্ত হইতে তমোযুক্ত, রাজোধিক এবং সত্ত্বগুণান্বিত জ্ঞান-দুঃখাদিসম্পন্ন মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল।২৭—২৯। মনুষ্যেরা আহারসঞ্চার অধোগত হওয়াতে জীবিত থাকে, এইজন্য 'অর্ব্বাক্স্রোতাঃ' নামে অভিহিত। পুনর্ব্বার ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তা করিলে ভূতসৃষ্টি † হইল। এই দেবযোনি-বিশেষেরা সংবিভাগরত ও ক্রূর এবং জ্ঞানবহুল। সূর্য্যদেব এই পঞ্চ সৃষ্টি কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মা হইতে যে মহত্তত্ত্বসৃষ্টি হয়, তাহাই প্রথম! দ্বিতীয় তন্মাত্রসৃষ্টি, ইহার নামান্তর ভূতসৃষ্টি। হে দ্বিজগণ! তৃতীয় ইন্দ্রিয়-সৃষ্টি, ইহা বৈকারিক নামে অভিহিত। এতত্রিতয় প্রাকৃত সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-কারণের

জ্ঞান, তাহা "মোহ"। শব্দাদিভোগস্পৃহা "মহামোহ"। শব্দাদিভোগস্পৃহার প্রতিঘাতে যে ক্রোধ, তাহাই "তামিস্র"। বিনাশ-শঙ্কায় তত্তদ্বস্তু-রক্ষার্থে যত্নাতিশয়ের নাম "অন্ধতামিস্র"। অবিদ্যার এই পঞ্চ পর্ব্ব। পর্ব্ব অর্থে বৃত্তি।

* অমৃত দর্শন করিয়াই দেবগণ তৃপ্ত থাকেন। গলাধঃকরণ করিতে হয় না। শ্রুতিতে কথিত আছে,—"ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি, পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" এইজন্য তাঁহারা ঊর্দ্ধস্রোতা।

† সাত্বিক-তামস দেবযোনি-বিশেষের সৃষ্টি। ইহা "অনুগ্রহ সর্গ" নামে খ্যাত।

চতুর্থো মুখ্যসর্গস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩
তির্য্যগ্‌যোস্তস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোস্তস্তু পঞ্চমঃ।
তথোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥৩৪
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ।
অষ্টমো ভৌতিকঃ সর্গো ভূতাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ
নবমশ্চৈব কৌমারঃ প্রাকৃতা বৈকৃতাস্তিমে ॥৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে বারাহকল্পপ্রাকৃতাদিসর্গকথনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সৃষ্টি) এবং অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। মুখ্যসৃষ্টি চতুর্থ। মুখ্য অর্থে স্থাবর। তির্য্যক্‌স্রোত নামে * কথিত তির্য্যক্‌যোনির সৃষ্টি পঞ্চম। ঊর্দ্ধস্রোতঃসৃষ্টি ষষ্ঠ, তাহাই দেবসর্গ। অর্ব্বাক্‌স্রোতঃসৃষ্টি সপ্তম, তাহাই মনুষ্যসৃষ্টি। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভূতাদি দেবযোনির সৃষ্টি অষ্টম, ইহা ভূতসর্গ। কৌমার অর্থাৎ রুদ্র ও সনৎকুমারাদির সৃষ্টি নবম, ইহা প্রাকৃত এবং বৈকৃত †। ৩০—৩৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

* মূলে "তির্য্যগ্‌যোস্তস্তু "এইস্থানে" "তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু" পাঠ হইবে।

† রুদ্র, প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া তৎসৃষ্টি প্রাকৃত; এবং সনৎকুমারাদি প্রকৃতি-সম্ভূত ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত বলিয়া তৎসৃষ্টি বৈকৃত। অথবা রুদ্র সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব তিনি প্রকৃতি, তাঁহার সৃষ্টি প্রাকৃত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

ততঃ সসর্জ্জ ভগবান্ দেবোঽসাবাত্মনঃ সুতান
সনাতনঞ্চ সনকং সনন্দনমথাপি চ ॥ ১
শম্ভুং সনৎকুমারঞ্চ পঞ্চৈতান্ পদ্মসম্ভবঃ।
ন সৃষ্টৌ দধিরে বুদ্ধিং শিবৈকধ্যানতৎপরাঃ ॥২
সৃষ্টৌ তেষ্বনপেক্ষেষু মোহাবিষ্টঃ প্রজাপতিঃ।
তপস্তেপে পরমং ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥৩
গতে বহুতিথে কালে সমভূৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ
প্রাণাত্মকঃ সমুদ্ভূতো ললাটাদ্‌ব্রহ্মণো হরঃ ॥ ৪
কেনাপি হেতুনা বিপ্রাঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।
নিশ্চক্রাম ততো ভিত্বা ভালং ভগবতো বিধেঃ
রোদয়িত্বাব্জজন্মানং তস্মাদ্রুদ্র ইতি স্মৃতঃ।
অন্যানি সপ্ত নামানি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৬
ভবঃ শর্ব্বস্তথেশানঃ পশূনাং পতিরেব চ।
ভীমাশ্চোগ্রো মহাদেব ইতি নামানি সত্তমাঃ ॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুর্ব্যোম সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা, সনাতন সনক, সনন্দন, শম্ভু এবং সনৎকুমার এই পঞ্চ পুত্র মম হইতে উৎপাদন করিলেন। একমাত্র শিবধ্যানপরায়ণ সেই ব্রহ্মনন্দনগণ সৃষ্টিকার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। তাঁহারা সৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইলে প্রজাপতি মোহাবিষ্ট হইয়া, পরম তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। হে বিপ্রগণ! বহুকাল অতীত হইলে, ব্রহ্মা অতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন কোন কারণ বশতঃ কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ প্রাণস্বরূপী হর, ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত হইলেন। কমলযোনিকে রোদন করাইয়া তাঁহার ললাট ভেদ করত নির্গত হওয়াতে হরের নাম হইল 'রুদ্র'। হে মুনিপুঙ্গবগণ! তাঁহার অন্য সপ্ত নাম শ্রবণ করুন;—ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র এবং মহাদেব—হে সত্তমগণ! এই সকল (তাঁহার)

অষ্টমী দীক্ষিতস্তত্র মূর্ত্তিরীশস্য শূলিনঃ ॥৮
যাভির্ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং বিশ্বস্তাস্তু জগন্ময়ঃ।
তেন বিশ্বেশ্বরো দেব ইতি নাম্না শিবঃ স্মৃতঃ ॥৯
প্রজাঃ সৃজেতি নির্দ্দিষ্টশ্চন্দ্রমৌলির্বিরিঞ্চিনা।
সসর্জ্জ মনসা রুদ্রানাত্মতুল্যান্ মহেশ্বরঃ ॥১০
নীলকণ্ঠাংস্ত্রিনেত্রাংশ্চ জটামুকুটমণ্ডিতান্।
বৃষধ্বজান্ বীতরাগান্ জরামরণবর্জ্জিতান্ ॥১১
সর্ব্বজ্ঞান্ শতকোটীংস্তান্ সর্ব্বানুগ্রাহিণঃ পরান্
দৃষ্ট্বা তান্ বিবিধান্ রুদ্রান্ বিরিঞ্চিঃ প্রাহ শঙ্করম্ ॥১২
জরামরণনির্ম্মুক্তামীদৃশীং মা সৃজঃ প্রজাম্।
সৃজস্বান্যাঃ সুরেশান প্রজাং মৃত্যুসমন্বিতাম্॥
ব্রহ্মাণমব্রবীচ্ছম্ভুর্নাস্তি মে তাদৃশী প্রজা।
ততঃ প্রভৃতি বিশ্বাত্মা ন প্রাসূত শুভাঃ প্রজাঃ
রুদ্রৈরাত্মসমুদ্ভূতৈঃ ক্রীড়াযুক্তস্তদাভবৎ।
স্থাণুবন্নিশ্চলো যস্মাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিতি স্মৃতঃ
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ
দ্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ ॥১৬
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।
স এব ভগবানীশো বিশ্বেশো নীললোহিতঃ ॥
ততস্তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা সংবীক্ষ্য শঙ্করম্।
অনুগৃহ্য যথা মাং ত্বং পুত্রত্বে দত্তবান্ বরম্।
অদ্য তৎ সফলং জাতং চিন্তিতং যন্ময়েপ্সিতম্
এবং বিশ্বেশ্বরং শম্ভুং সমাভাষ্য চতুর্ম্মুখঃ।
স্তোত্রেণানেন তুষ্টাব শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্ ॥১৯

ব্রহ্মোবাচ।

নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমস্তে পরমেশ্বর।
নমঃ শিবায় দেবায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥২০
নমোঽস্তু তে মহেশান নমঃ শান্তায় হেতবে।
প্রধানপুরুষেশায় যোগাধিপতয়ে নমঃ ॥২১
নমঃ কালায় রুদ্রায় মহাগ্রাসায় শূলিনে।
নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥২২
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ব্রহ্মণো জনকায় চ।
ব্রহ্মবিদ্যাধিপতয়ে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনে ॥২৩

নাম। অবনি, সলিল, অনল, অনিল, গগন, তরণি, শশী এবং যজমান—শূলপাণির এই অষ্টমূর্ত্তি। নিখিল জগৎ এই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই জন্যই বিশ্বমঙ্গলবিধাতা রুদ্র জগন্ময় এবং বিশ্বেশ্বর নামে আখ্যাত হন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর চন্দ্রশেখরকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলে, তিনি মন দ্বারা আত্মতুল্য শতকোটি রুদ্র সৃষ্টি করিলেন। রুদ্রগণ সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী, বৃষধ্বজ, বীতরাগ, জরামরণ-বর্জ্জিত, পরম সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বজনের অনুগ্রাহক। বিবিধ রুদ্রগণ অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা শিবকে বলিলেন,—হে দেবদেব! জরামরণ-বর্জ্জিত এরূপ প্রজা সৃষ্টি করিবেন না, মৃত্যুসমন্বিত অন্যবিধ প্রজা সৃষ্টি করুন। শম্ভু ব্রহ্মাকে বলিলেন, তাদৃশ প্রজা আমার নাই। বিশ্বাত্মা শিব তদবধি আর সেই প্রকার উত্তম প্রজা সৃষ্টি করিলেন না; আত্মসমুদ্ভূত রুদ্রগণের সহিত ক্রীড়াযুক্ত হইলেন। স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিতি করাতে, তিনি স্থাণু নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, দ্রষ্টৃতা, আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃতা এই দশবিধ অক্ষয়ধর্ম্ম শঙ্করে নিত্য অবস্থিত। সেই ভগবান্ নীললোহিত ঈশ্বরই বিশ্বেশ্বর। ১—১৭। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, যেমন আপনি স্বয়ং আমার পুত্রত্ব-স্বীকার করিবেন, বর দিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই অভিলষিত বিষয় আমার সফল হইল। চতুর্ম্মুখ এইরূপে বিশ্বেশ্বর শিবকে সম্ভাষণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই স্তব করিতে লাগিলেন,—হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার, হে পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। শিব দেবকে নমস্কার, ব্রহ্মরূপী আপনাকে নমস্কার। হে মহেশান! শান্ত, কারণরূপী, প্রকৃতি-পুরুষেশ্বর যোগাধিপতিকে নমস্কার। কালরুদ্র মহাগ্রাস শূলপাণিকে নমস্কার। পিনাকপাণি ত্রিলোচনকে বারংবার নমস্কার। ত্রিমূর্ত্তিধারী ব্রহ্মজনক আপনাকে

নমো বেদরহস্যায় কালকালায় তে নমঃ।
বেদান্তসারসারায় নমো বেদাত্মমূর্ত্তয়ে॥ ২৪
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় যোগিনাং গুরবে নমঃ।
প্রহীণশোকৈর্বিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিবৃতায় তে॥২৫
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মাধিপতয়ে নমঃ।
ত্র্যম্বকায় চ দেবায় নমস্তে পরমেষ্ঠিনে॥২৬
নমো দিগ্বাসসে তুভ্যং নমো মুণ্ডায় দণ্ডিনে।
অনাদিমলহীনায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ॥২৭
নমস্তারায় তীর্থায় নমো যোগর্দ্ধিহেতবে।
নমো ধর্ম্মাধিগম্যায় যোগগম্যায় তে নমঃ॥২৮
নমস্তে নিষ্প্রপঞ্চায় নিরাভাসায় তে নমঃ।
ব্রহ্মণে বিশ্বরূপায় নমস্তে পরমাত্মনে॥ ২৯
ত্বয়ৈব সৃষ্টমখিলং ত্বয্যেব সকলং স্থিতম্।
ত্বয়া সংহ্রিয়তে বিশ্বং প্রধানাখ্যং জগন্ময়॥৩০
ত্বমীশ্বরো মহাদেবঃ পরংব্রহ্ম মহেশ্বরঃ।
পরমেষ্ঠী শিবঃ শান্তঃ পুরুষো নিষ্কলো হরঃ॥
ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিরোঙ্কারঃ পরমেশ্বরঃ।
ত্বমেব পুরুষোহনন্তঃ প্রধানং প্রকৃতিস্তথা॥৩২
ভূমিরাপোহনলো বায়ুর্ব্যোমাহঙ্কার এব চ।
যস্য রূপং নমস্যামি ভবন্তং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥৩৩
যস্য দ্যৌরভবন্মূর্দ্ধা পাদৌ পৃথ্বী দিশো ভুজাঃ
আকাশমুদরং তস্মৈ বিরাজে প্রণমাম্যহম্॥৩৪
সন্তাপয়তি যো নিত্যং স্বভাভির্ভাসয়ন্ দিশঃ।
ব্রহ্মতেজোময়ং বিশ্বং তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ॥
হব্যং বহতি যো নিত্যংরৌদ্রী তেজোময়ী তনুঃ
কব্যং পিতৃগণানাঞ্চ তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ॥৩৬
আপ্যায়য়তি যো নিত্যং স্বধাম্না সকলং জগৎ।
পীয়তে দেবতাসঙ্ঘৈস্তস্মৈ চন্দ্রাত্মনে নমঃ॥৩৭
বিভর্ত্ত্যশেষভূতানি যোহন্তশ্চরতি সর্ব্বদা।
শক্তির্মাহেশ্বরী তুভ্যং তস্মৈ বায্বাত্মনে নমঃ
সৃজত্যশেষমেবেদং যঃ স্বকর্ম্মানুরূপতঃ।
স্বাত্মন্যবস্থিতস্তস্মৈ চতুর্বক্ত্রাত্মনে নমঃ॥৩৯

নমস্কার ব্রহ্ম-বিদ্যাধিপতি, ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়ী, বেদরহস্য এবং কালকালস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। যিনি বেদান্তশাস্ত্রের সারভাগেরও সার, বেদই যাঁহার স্বরূপ, সেই শুদ্ধ বুদ্ধ যোগিগণ-গুরু আপনাকে নমস্কার। শোকহীন বিবিধ-ভূতপরিবৃত ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মণ্যদেব আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্র্যম্বক দেব পরমেষ্ঠী দিগম্বর, আপনি দণ্ডী এবং মুণ্ডিত-শীর্ষ, আপনাকে নমস্কার। আপনি অনাদি, নির্ম্মল, জ্ঞানগম্য, তার, তীর্থ এবং যোগসমৃদ্ধিহেতু আপনাকে নমস্কার। আপনি ধর্ম্ম ও যোগ দ্বারা লভ্য, আপনি নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাভাস, আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মরূপী, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্ময়! আপনিই প্রকৃতি-প্রকাশিত নিখিল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, নিখিল জগৎ আপনাতে অবস্থিত, আপনি ইহার সংহার করেন। আপনি ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরব্রহ্ম; আপনি হর মহাদেব পরমেষ্ঠী শান্ত শিব নিষ্কল পুরুষ। আপনি অক্ষর পরম জ্যোতি ওঙ্কার পরমেশ্বর, আপনিই অনন্ত পুরুষ এবং মূলপ্রকৃতি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং অহঙ্কার যাঁহার রূপ, সেই ব্রহ্মনামক আপনাকে নমস্কার। স্বর্গ যাঁহার মস্তক, পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয়, দিঙ্মণ্ডল যাঁহার ভুজসমূহ, আকাশ যাঁহার উদর, সেই বিরাট্ পুরুষকে আমি প্রণাম করি।১৮—৩৪। যিনি স্বীয় প্রভা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত ব্রহ্মতেজোময় বিশ্বকে সন্তাপিত করেন, সেই সূর্য্যস্বরূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি তেজোময় রৌদ্র-মূর্ত্তিতে দেবগণের হব্য এবং পিতৃগণের কব্য বহন করেন, সেই বহ্নিস্বরূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা সকল জগৎকে আপ্যায়িত করেন এবং সুরসমূহ কর্ত্তৃক পীত হন, সেই চন্দ্ররূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি মাহেশ্বর-শক্তিরূপে অশেষ ভূত পোষণ এবং প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ করেন, সেই বায়ুরূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি স্বাত্মাবস্থিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে অশেষ জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই চতুর্মুখরূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি মায়া-

যঃ শেতে শেষশয়নে বিশ্বমাবৃত্য মায়য়া।
আত্মানুভূতিযোগেন তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥
বিভর্ত্তি শিরসা নিত্যং দ্বিসপ্তভুবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডং যোঽখিলাধারং তস্মৈ শেষাত্মনে নমঃ
যঃ পরান্তে পরানন্দং পীত্বা দিব্যৈকসাক্ষিণম্
নৃত্যত্যনন্তমহিমা তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ॥ ৪২
যোঽন্তরা সর্ব্বভূতানাং নিয়ন্তা তিষ্ঠতীশ্বরঃ।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং দেবং নমস্তে পরমাত্মনে॥ ৪৩
যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ॥ ৪৪
যং বিনিদ্রা যতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সমদর্শিনঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
যস্য ভাসা বিভাতীদং তদহং তমসঃ পরম্।
নমামি সর্ব্বগং নিত্যং চিদ্রূপং পরমেশ্বরম্॥ ৪৬
যয়া সন্তরতে মায়াং যোগী সংক্ষীণকল্মষঃ।
অপরান্তামপর্য্যন্তাং তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥ ৪৭

নিত্যানন্দং নিরাধারং নিষ্কলং পরমং শিবম্।
প্রপদ্যে পরমাত্মানং ভবন্তং পরমেশ্বরম্॥ ৪৮
এবং স্তুত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা তদ্ভাবভাবিতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তস্থৌ গৃণন ব্রহ্মসনাতনম্॥ ৪৯
ততস্তস্মৈ মহাদেবো নিত্যযোগমনুত্তমম্।
ঐশ্বর্য্যং ব্রহ্মসদ্ভাবং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ হরঃ॥ ৫০
করাভ্যাং সুশুভাভ্যাঞ্চ উপস্পৃশ্য মহেশ্বরঃ।
ব্যাজহার মহাদেবঃ সোঽনুগৃহ্য পিতামহম্॥ ৫১
যৎ ত্বয়াভ্যর্থিতো ব্রহ্মন্ পুত্রত্বেঽহং ময়া কৃতম্
ত্বমিদানীং মমাদেশাৎ সৃজস্ব বিবিধা প্রজাঃ॥ ৫২
ত্রিধা ভিন্নোঽস্ম্যহং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যয়া।
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নির্গুণোঽহং ন সংশয়ঃ॥ ৫৩
স ত্বং মমাগ্রতঃ পুত্র সৃষ্টিহেতোর্বিনির্ম্মিতঃ।
মমৈব দক্ষিণাদঙ্গাদ্বামাঙ্গাৎ পুরুষোত্তমঃ॥ ৫৪
মমৈব হৃদয়াদ্রুদ্রঃ সঞ্জাতঃ কামরূপধৃক্॥ ৫৫

বশে বিশ্ব আবৃত করিয়া আত্মানুভব-যোগে অনন্তশয্যায় শয়ান, সেই বিশ্বাত্মা (বিষ্ণু-রূপী) আপনাকে নমস্কার। যিনি অখিল পদার্থের আধার চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড মস্তক দ্বারা ধারণ করেন, সেই অনন্তরূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি দিব্য এক সাক্ষী পরমানন্দ পান করিয়া নৃত্য করেন, সেই অনন্ত-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন রুদ্রস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, আপনি সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। যাঁহার কেশে জলদজাল, সর্ব্বাঙ্গ-সন্ধিতে নদী সকল, উদরে চতুঃসমুদ্র, সেই আকাশরূপী আপনাকে নমস্কার। নিদ্রাজয়ী, প্রাণায়ামপর, সন্তোষ-সমদর্শনশীল যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থ দর্শন করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার তেজে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, আপনি সেই তমোতীত, সর্ব্বগ, নিত্য চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর; আপনাকে নমস্কার করি। নিষ্পাপ যোগী যাঁহার সাহায্যে অনাদি অনন্তা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিদ্যা-স্বরূপী আপনাকে নমস্কার। নিরাধার, নিষ্কল, পরমাত্মা, নিত্যানন্দ পরম শিব পরমেশ্বর-রূপী আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। শিব-ভাব-ভাবিত ব্রহ্মা এইরূপে শিবস্তব করিবার পর সনাতন বেদ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর মহাদেব অত্যুত্তম নিত্যযোগ, ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মসদ্ভাব এবং বৈরাগ্য ব্রহ্মাকে দান করি-লেন।৩৫—৫০। মহাদেব মহেশ্বর অতি শুভ-প্রদ করযুগলে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, অনন্তর বলি-লেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়া-ছিলে, আমি তোমার পুত্র হওয়াতে সে প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কর। আমি বস্তুতঃ নির্গুণ; কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ গুণভেদ বশতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর এই তিন মূর্ত্তিভেদ পরিগ্রহ করিয়াছি। আমিই সৃষ্টির জন্য পূর্ব্বে তোমাকে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপাদন করিয়াছি, তুমিই আমার পুত্র। বাম অঙ্গ হইতে পুরুষোত্তমকে উৎ-পাদন করিয়াছি। কামরূপধারী রুদ্র আমারই

ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যানাং যঃ পরঃ পরমেশ্বরঃ।
তং মাং মহাদেব ইতি ব্রহ্মন্ জানন্তি সূরয়ঃ॥
এবং ব্রহ্মাণমাভাষ্য দত্ত্বা চ বিবিধান্ বরান্।
অন্তর্হিতো মহাদেবঃ পশ্যতঃ পদ্মজন্মনঃ॥৫৭
অনুগ্রহাৎ ততস্তস্য তস্মাজ্জ্ঞানোদয়ো ভবেৎ
ততশ্চ পাশবিচ্ছিত্তিঃ শিব এব ভবেৎ ততঃ॥
নশ্যন্তি ব্যাধয়স্তস্য গলগণ্ডগ্রহাদয়ঃ।
ঐহিকীং লভতে সিদ্ধিং চিরজীবিত্বমেব চ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥ ৫৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে হরোৎপত্ত্যাদিকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

হৃদয় হইতে উদ্ভূত। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরের শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর, জ্ঞানিগণ আমাকেই সেই মহাদেব বলিয়া জানেন। মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ ও বিবিধ বর প্রদান করিয়া কমলযোনির সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন। * শিবেরই অনুগ্রহে শিবজ্ঞান হয়, তাহা হইতে পাশচ্ছেদ হয়, অনন্তর শিবরূপতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গলগণ্ডগ্রহাদি ব্যাধিগণ শিবানুগৃহীত ব্যক্তির থাকে না। ঐহিক সিদ্ধি ও চির-জীবিতা-প্রাপ্তি তাহার হয়। সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে সাদরে বাস করিতে পারে। —৫০-৫৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

---

* "এই স্তব যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে পাঠ করে, তাহার" এইরূপ ভাবের মূল শ্লোক থাকিলে সুসঙ্গতি হয়।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং স ভগবাঞ্ছম্ভুঃ সর্ব্বস্যাদ্যোঽপি সন্ বিভুঃ
চতুর্ম্মুখস্য পুত্রত্বমগমৎ কেন হেতুনা॥ ১
দক্ষিণাঙ্গভবো ব্রহ্মা মহাদেবস্য শূলিনঃ।
কথং তৎ পদ্মযোনিত্বং বিরিঞ্চিরিতি নো বদ॥২

সূত উবাচ।

আসীদেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে বৈ সচরাচরে।
দেবাশ্চ দানবাশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা।
ন বিদ্যন্তে তদা তস্মিন্ সঞ্জাতে প্রতিসঞ্চরে॥
নারায়ণো মহাযোগী শেতে তস্মিংস্তমোময়ে।
যোগনিদ্রাং সমাসাদ্য শেষাহিশয়নে দ্বিজাঃ॥৪
উদ্ভূতং পঙ্কজং তস্য নাভৌ ভগবতো হরেঃ।
দিব্যগন্ধসমোপেতং শতযোজনবিস্তৃতম্॥ ৫
তস্যৈব শয়নস্থস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্।
ব্রহ্মা জগাম তং দেশং যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ॥৬
সমুত্থাপ্য চ তং ব্রহ্মা করেণ মধুসূদনম্।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবান্ প্রভু শম্ভু, সকলের আদি হইলেও কি কারণে ব্রহ্মার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন? ব্রহ্মা শূলপাণি মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গ হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মা তবে পদ্মযোনি হইলেন কিরূপে, তাহা আমা-দিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—ঘোর একার্ণব-প্রলয় উপস্থিত, স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট; সে সময়ে দেব-দানব মুনি ও মনুগণ কেহ ছিলেন না। হে দ্বিজগণ! সেই তমোময় অবস্থায় মহাযোগী নারায়ণ যোগনিদ্রা অব-লম্বনপূর্ব্বক অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন। ভগবান্ হরির নাভিদেশে শতযোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈবপরিমাণে শত বৎসর অতীত হইল, পুরুষোত্তম যথায় বর্ত্তমান—তথায় ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন। মায়ামোহিত ব্রহ্মা হস্তধারণপূর্ব্বক মধুসূদনকে উত্থা-পন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ঘোর

মায়য়া মোহিতো ব্রহ্মা তমুবাচ সুরেশ্বরম্ ॥৭
অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে শেতে কোঽত্র ভবানহো।
ব্রূহীত্যুক্তেঽব্রবীদ্বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণং তেজসাং নিধিঃ ॥৮
ন জানাসি কথং মূঢ় মামন্তর্যামিণং বিভুম্।
সর্ব্বস্যাদ্যং সুরশ্রেষ্ঠং জানীহীত্যব্রবীদ্বিভুঃ ॥
এবমুক্তা পুনশ্চক্রী জানন্নপি পিতামহম্।
কো ভবানিতি তং প্রাহ ব্রহ্মা হরিমথাব্রবীৎ ॥
অহং বৈ সর্ব্বভূতানামাদ্যঃ সর্ব্বজগৎপতিঃ।
ব্রহ্মাণং মাং পরং দেবং জানীহি পুরুষর্ষভ ॥১১
চরাচরাত্মকং বিশ্বং ময়ি তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
ময্যেব বিলয়শ্চান্তে পুনরেব ন সংশয়ঃ ॥১২
এবং পিতামহেনোক্তো ভগবান্ কমলাপতিঃ।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো দেহং তত্র লোকান্ দদর্শ সঃ
বিস্মিতঃ কমলাকান্তো নির্গতশ্চ বিধের্মুখাৎ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ পুনর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ ॥ ১৪
বিধে ত্বমপি মদ্দেহং প্রবিশ্যাশু বিলোকয়।
চরাচরাত্মকান্ লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্ ॥১৫
ততো বিরিঞ্চির্ভগবানুদরং কমলাপতেঃ।
প্রবিশ্য ভুবনান্ সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বাভূদ্বিস্মিতো বিধিঃ
নাপশ্যন্নির্গমদ্বারং পিহিতানি চ চক্রিণা।
ততোঽসৌ নাভিপদ্মস্থ নালমার্গমবিন্দত ॥১৩
তেন মার্গেণ নির্গত্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
রেজে পঙ্কজমধ্যস্থো দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥১৮
তমব্রবীদ্গদাপাণির্ব্রহ্মাণমমিতদ্যুতিঃ।
লীলার্থমেতৎ সকলং পিতামহ কৃতং ময়া ॥ ১৯
ন মাৎসর্য্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ দ্বাররোধো ময়া কৃতঃ।
ত্বমেব জগতো মান্যঃ সর্ব্বস্যাদ্যঃ পিতামহঃ ॥২০
পুত্রত্বে ত্বামহং যাচে দেহি মে কমলাসন।
পদ্মযোনিরিতি খ্যাতিং মৎপ্রিয়ার্থং গমিষ্যসি ॥
ততঃ স্বয়ম্ভুর্বিশ্বাদিশ্চক্রিণে বরমুত্তমম্।
দত্ত্বা প্রহর্ষমগমৎ সর্ব্বভূতাত্মকো বিভুঃ ॥ ২২
ততস্তমব্রবীদ্বিষ্ণুং নাবাভ্যাং বিদ্যতে পরম্।
ত্বন্ময়ং মন্ময়ং সর্ব্বমেকা মূর্ত্তির্দ্বিধা স্থিতা ॥ ২৩

একার্ণবে কে তুমি এখানে শয়ন করিতেছ? তখন তেজোনিধি বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—মূঢ়! কি! অন্তর্যামী প্রভু আমি; আমাকে জান না? আমাকে বিশ্ববীজ সুরশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে; এই বলিয়া, চক্রপাণি বিদিত হইলেও ব্রহ্মাকে পুনরায় বলিলেন, তুমি কে? তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—আমি সর্ব্বভূতের আদি, সর্ব্বজগৎপতি; হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাকে পরম দেব ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। চরাচরাত্মক বিশ্ব সতত আমাতেই অবস্থিত, অন্তকালে আমাতেই তাহা লয়প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, ভগবান্ কমলাপতি ব্রহ্মদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সর্ব্বলোক দর্শন করিলেন; অনন্তর সেই সহস্রশীর্ষা পুরুষ, বিস্ময়ান্বিত হইয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেব-দানব-মানবাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক লোক সকল দর্শন কর। ১—১৫। অনন্তর ব্রহ্মা কমলাপতির উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগৎ দর্শন করাতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর চক্রপাণির মায়ায় রুদ্ধ থাকাতে নির্গমদ্বার দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি নাভি-পদ্মের নালমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। দেব-দেব পিতামহ ব্রহ্মবেত্তৃশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অমিতদ্যুতি গদাধর, ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে পিতামহ! এ সমস্তই আমি লীলার জন্য করিয়াছি, হে সুরবর! মাৎসর্য্যবশতঃ দ্বাররোধ আমি করি নাই। আপনিই জগন্মান্য, সর্ব্বকারণ এবং পিতামহ; আমি আপনাকে পুত্রত্বে প্রার্থনা করিতেছি, হে কমলাসন! এই বর আমাকে দিন। (অধিক আর কিছু নহে) আমার প্রীত্যর্থ আপনি পদ্মযোনি আখ্যা গ্রহণ করিবেন। অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা বিশ্বাদ্য প্রভু স্বয়ম্ভু, বিষ্ণুকে সেই উত্তম বর প্রদান করিয়া অতি আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি বিষ্ণুকে বলিলেন,—আমাদের উভয়ের

এবং নিগদিতো বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
বিরিঞ্চেঽয়ং প্রতিজ্ঞা তে নিষ্ফলৈব ভবিষ্যতি॥
কিং ন পশ্যসি বিশ্বেশং স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনম্
সর্ব্বাত্মকমুমাকান্তমনাদিনিধনং পরম্॥ ২৫
গচ্ছাবাভ্যাং পরং দেবমধিকং শরণং বিধে।
এবং হরের্নিগদতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা তমব্রবীৎ॥২৬
আবাভ্যামধিকঃ কশ্চিদ্বিদ্যেতেতি মুধা হরে।
ভাষসে নিদ্রয়াবিষ্টস্ত্যজ মোহং মহামতে॥ ২৭
বিষ্ণুরুবাচ।
মৈবং বিধে যদজ্ঞাত্বা পরং ভাবং মহেশ্বরে।
অস্তীতি নান্যথাঽহং তে ব্রবীমি কমলাসন॥ ২৮
মোহিতাত্মা ন সন্দেহো মায়য়া পরমেষ্ঠিনঃ।
মায়ী বিশ্বাত্মকো রুদ্রো মায়া শক্তিস্তু শাঙ্করী
যস্মাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্মন্ বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রপূর্ব্বকম্।
মহাভূতেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রথমং সম্প্রসূয়তে॥৩০
সর্ব্বৈশ্বর্য্যেণ সম্পন্নো নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ স্বয়ম্।
সর্ব্বৈর্মুমুক্ষুভির্ধ্যেয়ঃ শম্ভুরাকাশমধ্যগঃ॥ ৩১
যোঽগ্রে ত্বাং বিদধে পুত্রং তব বেদাংশ্চ দত্তবান্।
যৎপ্রসাদাৎ ত্বয়া লব্ধং প্রাজাপত্যমিদং পদম্॥
একো বহূনাং জন্তূনাং নিষ্ক্রিয়াণাঞ্চ সৎক্রিয়ঃ।
য একং বহুধা বীজং করোতি স মহেশ্বরঃ॥৩৩
জীবৈরেভির্ইমাল্লোঁকান্ সর্ব্বানেকো য ঈশতে।
য একো ভগবান্ রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চন॥ ৩৪
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টোঽপি যঃ পরৈঃ।
অলক্ষ্যো লক্ষয়ন্ বিশ্বমধিতিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥ ৩৫
যস্তু কালাত্মযুক্তানি কারণান্যপি লীলয়া।
অনন্তশক্তিরেকাত্মা ভগবানধিতিষ্ঠতি॥ ৩৬
যস্য শম্ভোঃ পরা শক্তির্ভাবগম্যা মনোহরা।
নির্গুণা স্বগুণৈরেব নিগূঢ়া নিষ্কলা শিবা॥ ৩৭
এষ দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদা জনৈঃ

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক মূর্ত্তিই দুইরূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অবস্থিত হইয়াছে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই কথা বলিলে বিষ্ণু বলিলেন,—এ কথা আপনার যথার্থ নহে, সর্ব্বাত্মক অনাদি, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, সনাতন, বিশ্বেশ্বর উমাপতিকে কি দেখিতে পাইতেছেন না? হে বিধাতঃ! আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই দেবদেবের শরণাপন্ন হউন। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হরে! আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ আছেন এ কথা মিথ্যা। হে মহামতে! নিদ্রাবেশে এইরূপ কথা বলিতেছ, অতএব মোহ পরিত্যাগ কর। বিষ্ণু বলিলেন,—মহেশ্বরের পরম ভাব না জানিয়া, এইরূপ বলা উচিত নহে। (আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেব) আছেনই —হে কমলাসন! আমি মিথ্যা বলিতেছি না। নিশ্চয় তুমিই পরমেষ্ঠী শিবের মায়ায় মোহিত। বিশ্বাত্মক রুদ্র মায়ী; আর শাঙ্করী শক্তিই মায়া। হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণু, রুদ্র, মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়গণ যাঁহা হইতে প্রথমে উৎপন্ন, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর আকাশমধ্যস্থ শম্ভুই সকল মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়।১৬—৩১। যিনি প্রথমে তোমাকে উৎপাদন করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন; যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রাজাপত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছ; যিনি এক; নিষ্ক্রিয় ও বহু প্রাণীর উত্তম ক্রিয়াশক্তি যাঁহা হইতে হয়, যিনি এক বীজকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেন, তিনিই মহেশ্বর। যিনি সর্ব্ব জীবগণের সহিত এই সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতেছেন, যে ভগবান্ রুদ্রই একমাত্র বর্ত্তমান, আর দ্বিতীয় কিছুই নাই; যিনি সতত জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও পরের অলক্ষ্য, অথচ বিশ্বের সাক্ষী হইয়া, সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত; যে একাত্মা অনন্তশক্তি ভগবান্ লীলাবশে কাল এবং আত্মসমেত সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা; যে শম্ভুর পরম শক্তি ভাবগম্যা, মনোহরা, নির্গুণা, স্বগুণ-গুপ্তা, নিষ্কলা এবং শিবা; সেই দেবকেই লোকে

ন তস্য পরমং কিঞ্চিৎ পদং সমধিগম্যতে ॥৩৮
অয়মাদিরনাদ্যন্তঃ স্বভাবাদেব নির্ম্মলঃ।
অনন্তঃ পরিপূর্ণশ্চ স্বেচ্ছাধীনশ্চরাচরঃ ॥ ৩৯
উত্তরোত্তরভূতানামুত্তরশ্চ নিরুত্তরঃ।
অনন্তমহিমা ভূমিরপরিচ্ছিন্নবৈভবঃ ॥ ৪০
অনেন চিত্রকৃত্যেন প্রথমং সৃজ্যতে জগৎ।
অন্তকালে পুনশ্চেদমস্মিন্ প্রলয়মেষ্যতি ॥ ৪১
দৃশ্যশ্চ পতিতৈর্মূঢ়ৈর্দুর্জ্জনৈরপি কুৎসিতৈঃ।
ভক্তৈরন্তর্বহিশ্চাপি পূজ্যঃ সম্ভাব্য এব চ ॥৪২
তদীয়ং ত্রিবিধং রূপং স্থূলং সূক্ষ্মং ততঃপরম্।
অস্মদাদ্যৈঃ সুরৈর্দৃশ্যং স্থূলং সূক্ষ্মন্তু যোগিভিঃ
ততঃ পরন্তু যন্নিত্যং জ্ঞানমানন্দমব্যয়ম্।
তন্নিষ্ঠৈস্তৎপরৈর্ভক্তৈর্দৃশ্যতে ব্রতমাস্থিতৈঃ ॥৪৪

মহাদেব বলিয়া জানিবে। তাঁহার পরমপদ কিছুই বুঝা যায় না (বা তদপেক্ষা পরমপদ পাওয়া যায় না)। এই মহাদেবই সকলের আদি, অথচ স্বয়ং অনাদি, অনন্ত, স্বভাবত নির্ম্মল, অসীম এবং পরিপূর্ণ; চরাচর তাঁহারই ইচ্ছাধীন *, তিনি পর পর ভূতগণেরও পরবর্ত্তী, অথচ তাঁহার পরবর্ত্তী কেহই নাই; তাঁহার অনন্ত মহিমা, বৈভবের পরিচ্ছেদ নাই। এই বিচিত্রকর্ম্মা দেবদেব অথচ তাঁহার পরবর্ত্তী জগৎসৃষ্টি প্রথমে করেন এবং অন্তকালে এই জগৎ তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। পতিত, মূঢ়, দুর্জ্জন এবং কুৎসিত ব্যক্তিও যদি ভক্ত হইয়া, অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে পূজা ও সম্মাননা করে, ত তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহার রূপ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং তদতীত। অস্মদাদি দেবগণ তাঁহার স্থূল রূপ দেখিতে পান, যোগিগণ তাঁহার সূক্ষ্মরূপ দেখিতে পান; তদতীত যে নিত্যজ্ঞান অব্যয় আনন্দ রূপ, তাহা শিবনিষ্ঠ শিবপরায়ণ ব্রতাবলম্বী ভক্তগণেরই দৃষ্ট। হে ব্রহ্মন্! এ বিষয়ে অধিক কথা

* মূলের পাঠ অনুসারে, "তিনি স্বেচ্ছাধীন ও স্থাবর-জঙ্গমস্বরূপ"।

বহুনাত্র কিমুক্তেন ব্রহ্মন্ সর্ব্বেশ্বরে শিবে।
ভক্তিরেব সদা কার্য্যা যয়া যুক্তো বিমুচ্যতে ॥
প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ।
যথেহাঙ্কুরতো বীজং বীজতো বা যথাঙ্কুরঃ ॥৪৬
তস্য প্রসাদলেশেন পশোঃ পাশপরিক্ষয়ঃ।
তস্মাৎ পশুপতিঃ শম্ভুঃ পশবস্ত্বস্মদাদয়ঃ ॥ ৪৭
সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ শম্ভুস্তেষাং ভাবানুরূপতঃ।
গর্ভস্থো মুচ্যতে কশ্চিজ্জায়মানস্তথা নরঃ।
বালো বা তরুণো বাথ বৃদ্ধো বা মুচ্যতে পরঃ
তির্য্যগ্‌যোনিগতঃ কশ্চিন্মুচ্যতে নারকী পরঃ।
অপরস্তূদরপ্রাপ্তো মুচ্যতে স্বপদক্ষয়াৎ ॥ ৪৯
কশ্চিৎ ক্ষীণপদো ভূত্বা পুনরাবর্ত্ত্য মুচ্যতে।
কশ্চিদূর্দ্ধগতস্তস্মিন্ স্থিত্বা স্থিত্বা বিমুচ্যতে ॥৫০
তস্মান্নৈকপ্রকারেণ নরাণাং মুক্তিরিষ্যতে।

আর কি বলিব, সর্ব্বেশ্বর শিবের প্রতি সতত ভক্তি করিবে; শিবভক্তি থাকিলে মুক্তিলাভ হয়। শিবপ্রসাদ হইতেই শিবভক্তি হয় এবং শিবভক্তি হইতেই শিবপ্রসাদ হয়, যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। শিবের লেশমাত্র প্রসাদ হইতেই পশুগণের পাশচ্ছেদ হয়, এইজন্য শিবের নাম পশুপতি; পশু শব্দে অস্মদাদি। ৩২—৪৭। ভাবানুসারে শিবই সকলকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। কেহ গর্ভে থাকিয়া, কেহ জন্মগ্রহণ মাত্রে, কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ বা বার্দ্ধক্যে মুক্তিলাভ করে। কোন নারকী তির্য্যগ্‌যোনিতে থাকিয়াও (শিবপ্রসাদে) মুক্তিলাভ করে; কেহ পূর্ব্বপদচ্যুত হইয়াও মাতৃগর্ভ-প্রাপ্তিমাত্র মুক্ত হয় * কেহ বা পদচ্যুত হইয়া, পুনঃ সংসারী হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। কেহ বা ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথায় থাকিতে থাকিতেই বিমুক্ত হয়। অতএব মানবগণের মুক্তি এক প্রকার নহে।

* মূলে "উদরাপ্রাপ্তঃ" পাঠ থাকিলে সুসঙ্গতি হয়। ইহার অনুবাদ—"মাতৃগর্ভ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই"।

জ্ঞানভাবানুরূপেণ প্রসাদেনৈব নির্ব্বৃতিঃ ॥৫১
ত্বমেকা ভগবন্মূর্ত্তিরন্যা নারায়ণী পরা।
রৌদ্রী তৃতীয়া কথিতা জগৎসংহারকারিণী ॥৫২
এতাসাং প্রেরকঃ শম্ভুঃ স্বে স্বে কার্য্যে চতুর্মুখ
নির্গুণোঽপি গুণাধ্যক্ষঃ স্বতন্ত্রৈশ্বর্য্যবিগ্রহঃ ॥ ৫৩
তমীশ্বরং মহাদেবং ন পশ্যসি কথং বিধে।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুর্যেন পশ্যসি তং শিবম্ ॥
বিষ্ণোর্ভগবতো ব্রহ্মা দিব্যং চক্ষুরবাপ্য তু।
অপশ্যৎ স মহাদেবং প্রত্যক্ষং পুরতঃ স্থিতম্
ব্রহ্মা লব্ধা পরং জ্ঞানমৈশ্বরং নির্গুণং পরম্।
তমেব শরণং গত্বা সংস্তূয় বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥৫৬
প্রীতো ভূত্বা মহাদেবশ্চতুর্ম্মুখমথাব্রবীৎ ॥ ৫৭

ঈশ্বর উবাচ।

স্তোত্রৈর্বহুবিধৈর্ভক্ত্যা তোষিতোঽহং বিধে ত্বয়া।
মুক্তো ভবিষ্যসি ক্ষিপ্রং মৎসমশ্চ ন সংশয়ঃ ॥
ময়ৈব সৃষ্টঃ সৃষ্ট্যর্থং ত্বমেব চ জনার্দ্দনঃ।
বরং দদামি তে ব্রহ্মন্ বরয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥ ৫৯
এবং শম্ভোর্নিগদিতং শ্রুত্বা চৈব পিতামহঃ।
বিষ্ণুং নিরীক্ষ্য পুরতঃ স্থিতমাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্ব্বজ্ঞ গিরিজাপতে।
ত্বামেব পুত্রমিচ্ছামি ত্বয়া বা সদৃশং সুতম্ ॥
ত্বন্মায়ামোহিতঃ শম্ভো ন বেদ্মি ত্বাং পরং শিবম্।
নমামি তব পাদাব্জং যোগিনাং ভবভেষজম্ ॥
শ্রুত্বা বিরিঞ্চের্বচনং দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
ব্রহ্মাণমব্রবীৎ পুত্রং সমালোক্যাথ চক্রিণম্ ॥ ৬৩
প্রার্থিতং যৎ ত্বয়া ব্রহ্মংস্তৎ করিষ্যামি পুত্রক ॥
অহমংশেন ভবিতা পুত্রস্তব পিতামহ ॥ ৬৪
জ্ঞানং মদ্বিষয়ং ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি তবানঘ।
সৃজ ত্বং মৎপ্রসাদেন চরাচরমিদং জগৎ ॥৬৫
এষ যোগীশ্বরঃ শার্ঙ্গী মমৈবাংশো ন সংশয়ঃ।
সাহায্যে ভবিতা ব্রহ্মন্ মমাদেশাৎ তবানঘ ॥
এবং দত্ত্বা বরং শম্ভুর্ব্রহ্মণে দ্বিজসত্তমাঃ।

জ্ঞান-ভাবানুরূপ প্রসাদবলেই নির্ব্বৃতি লাভ হয়; ভগবানের এক মূর্ত্তি তুমি, অন্য মূর্ত্তি নারায়ণী (আমি), তৃতীয়া রৌদ্রমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি জগৎসংহারকারিণী। হে চতুর্ম্মুখ! যিনি নির্গুণ হইয়াও গুণদ্রষ্টা, সেই শম্ভুই স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশরীরসম্পন্ন এই মূর্ত্তিত্রয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন। হে বিধে! সেই ঈশ্বর মহাদেবকে কেন না দেখিতেছ? আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি, তাহাতে করিয়া, তুমি সেই শিবকে দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সম্মুখস্থ মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা ঈশ্বর-সম্বন্ধী পরম জ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্গুণ সেই শিবেরই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ স্তব করিলেন। তখন মহাদেব প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে বিধে! তুমি ভক্তি-সহকৃত বিবিধ স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, শীঘ্রই মুক্ত ও মৎসদৃশ হইবে, সংশয় নাই। উৎপাদন করিয়াছি; হে ব্রহ্মন! অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা শিবের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুকে অবলোকন করত সম্মুখস্থ মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব-দেবেশ ভগবন্ পার্ব্বতীকান্ত! আপনাকেই আমি পুত্ররূপে কামনা করিতেছি; অথবা আপনার সদৃশ পুত্র কামনা করিতেছি। হে শিব! আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া পরাৎপর শিব যে আপনি, আপনাকেও জানিতে পারি না। যোগিগণের ভবৌষধ ভবদীয় পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি ।৪৮—৬২। পিনাকপাণি দেবদেব, পুত্র ব্রহ্মার কথা শুনিয়া পুত্র নারায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা আমি করিব। হে পিতামহ! অংশরূপে আমি তোমার পুত্র হইব। হে অনঘ! শীঘ্র আমাকে জানিতে পারিবে (শিবজ্ঞান হইবে)। আমার প্রসাদে তুমি চরাচর জগৎসৃষ্টি কর। এই যোগীশ্বর বিষ্ণু আমারই অংশ, সংশয় নাই। হে

অথাব্রবীদ্ হৃষীকেশঃ প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতম্
বরং বরয় দাস্যামি তব নারায়ণাব্যয়।
নাবাভ্যাং বিদ্যতে ভেদো মচ্ছক্তিস্ত্বং ন সংশয়ঃ
ত্বন্ময়ং মন্ময়ং সর্ব্বমব্যক্তং পুরুষাত্মকম্।
জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং বিশ্বং ত্বন্ময়ং মন্ময়ং হরে ॥৬৯
জ্ঞাতাহং জ্ঞানরূপস্ত্বং মন্তাহং ত্বং মতির্হরে।
প্রকৃতিস্ত্বং সুরশ্রেষ্ঠ পুরুষোঽহং ন সংশয়ঃ ॥৭০
ত্বং চন্দ্রমা অহং সূর্য্যঃ শর্ব্বরী ত্বমহং দিনম্।
ত্বমেব মায়া বিশ্বস্য মায়াহং পরমা বিভো ॥৭১
এবং শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ।
অব্রবীৎ পরমাত্মানং মহাদেবং দ্বিজোত্তমাঃ॥
বিষ্ণুরুবাচ।
নিশ্চলা ত্বয়ি মে ভক্তির্ভবত্বব্যভিচারিণী।
বরৈঃ কিমন্যৈর্ভগবন করোমি সুরপূজিত ॥৭৩
এবমস্ত্বিত্যথাভাষ্য সমালিঙ্গ্য চ শার্ঙ্গিণম্

সাহায্য করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিব ব্রহ্মাকে এই বর দিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে অব্যয় নারায়ণ! প্রার্থনা কর, তোমাকে বর প্রদান করিব। হরে! তোমাতে আমাতে ভেদ নাই, তুমি আমার শক্তি, পুরুষাত্মক অর্থাৎ জ্ঞাতৃস্বরূপ। অব্যক্ত সমুদায় জগৎ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ জগৎ তোমার ও আমারই স্বরূপমাত্র। হরে। আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞান; আমি মন্তা, তুমি মতি; হে সুরশ্রেষ্ঠ। তুমি প্রকৃতি, আমি পুরুষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য; তুমি রাত্রি, আমি দিন; হে বিভো! তুমি মায়া, আমি পরম মায়ী *। হে দ্বিজোত্তমগণ! নিরঞ্জন বাসুদেব শিবের এই কথা শুনিয়া পরমাত্মা মহাদেবকে বলিলেন,—হে সুরপূজিত ভগবন আপনার প্রতি আমার নিশ্চলা এবং অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক, অন্য বরে কি হইবে? হর, "তথাস্তু" বলিয়া বিষ্ণুকে সম্ভাষণ ও

* "মায্যহং পরমো" এই পাঠানুসারে অনুবাদ।

পালয়ৈতন্মমাদেশাদিত্যুক্ত্বান্তর্হিতো হরঃ ॥৭৪
অভবদ্ ব্রহ্মণঃ পুত্রো যথা দেবস্ত্রিলোচনঃ।
তথা সর্ব্বমশেষেণ কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কথং ভগবতী গৌরী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
পরব্রহ্মাত্মিকা নিত্যা পরমাকাশমধ্যগা ॥১
সর্ব্বশক্তিময়ী শান্তা নির্গুণা নিরুপদ্রবা।
আদিমধ্যান্তরহিতা সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতা ॥২
স্বভাভির্ভাসয়ন্তীহ বিশ্বমেতৎ সুরেশ্বরী।
নিত্যানন্দা নিরাতঙ্কা নির্ব্বিভাগা নিরঞ্জনা ॥৩
পৃথক্‌শরীরমকরোৎ কথং সা পরমেশ্বরী।
বয়ং তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ সূত বক্তুমিহার্হসি ॥ ৪

আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর "আমার আদেশে জগৎ পালন কর" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে মুনিবরগণ! দেব ত্রিলোচন যেরূপে ব্রহ্মার পুত্র হইলেন, তৎ-সমস্ত সম্পূর্ণরূপে বলিলাম। ৬৩—৭৫।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সর্ব্বশক্তিময়ী, শান্তা, নির্গুণা, নিরুপদ্রবা, আদি-মধ্য-অন্তরহিতা, সর্ব্ব-উপাধিবর্জ্জিতা, নিত্যানন্দা, নিরাতঙ্কা, নির্ব্বিভাগ, নিরঞ্জনা, স্বীয় প্রভা দ্বারা বিশ্ব-প্রকাশিকা, পরব্রহ্মময়ী, পরমাকাশমধ্যগা, পরমেশ্বরী ভগবতী গৌরী শঙ্করের শরীরার্দ্ধরূপা হইয়াও পৃথক্ শরীর গ্রহণ করিলেন, হে সূত! আমরা তাহা শুনিতে

।

বিশ্বেশ্বরান্মহাদেবাদ্বরং লব্ধ্বা পিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ন ব্যবর্দ্ধন্ত তাঃ প্রজাঃ
দুঃখিতোঽভবৎ তদা ব্রহ্মা প্রজা দৃষ্ট্বা তু দুর্ব্বলাঃ
মেনেঽকৃতার্থমাত্মানং প্রাদুর্ভূতস্ততো হরঃ॥ ৬
ব্রহ্মাণমব্রবীচ্ছম্ভুর্জ্ঞাতং ত্বদদুঃখকারণম্।
সর্ব্বতঃ শর্ম্মণে যত্র ভবিষ্যতি তবানঘ॥ ৭
ক্রিয়তাং বৈ তথেত্যুক্ত্বা কর্ত্তুং সমুপচক্রমে।
অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবঃ স্বয়ং বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ॥ ৮
নারীভাগান্মহাদেবঃ সসর্জ্জ পৃথগীশ্বরীম্।
ব্রহ্মাত্মিকাং পরাং শক্তিংকোটিবালার্কভাস্বরাম্
ন তস্যা বিদ্যতে জন্মজাতেতি কিল ভাতি যা
পরং ভাবং ন জানন্তি যস্যা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ॥
যস্যাস্তু শক্তিভির্ব্যাপ্তা ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ।
ভর্ত্তুরঙ্গাদ্বিভক্তেব দৃষ্টা সাথ বিরিঞ্চিনা।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশ্বেশ্বরীং পিতামহঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ত্বাং নমামি শিবাং শান্তামীশ্বরার্দ্ধশরীরিণীম্।
অনাদ্যনন্তবিভবাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্॥ ১৩
জন্মমৃত্যুজরাতীতাং জন্মমৃত্যুজরাপহাম্।
ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিনিলয়ং পরমাকাশমধ্যগাম্॥ ১৪
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুনমিতামষ্টমূর্ত্ত্যঙ্গিনীমজাম্।
প্রধানপুরুষাতীতাং সাবিত্রীং বেদমাতরম্॥ ১৫
ঋগ্‌যজুঃসামনিলয়ামৃজ্বীং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বময়ীং বিশ্বেশ্বরপতিব্রতাম্॥ ১৬
বিশ্বসংহারকরণীং বিশ্বমায়াপ্রবর্ত্তনীম্।
সর্গস্থিত্যন্তকরণীং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণীম্॥ ১৭
পাহি মাং দেবদেবেশি শরণাগতবৎসলে।
নান্যা গতির্মহেশানি মম ত্রৈলোক্যবন্দিতে॥ ১৮
ত্বং মাতা মম কল্যাণি পিতা সর্ব্বেশ্বরঃ শিবঃ।
সৃষ্টোঽহং ত্রিপুরঘ্নেন সৃষ্ট্যর্থং শঙ্করপ্রিয়ে॥ ১৯
বিবিধাশ্চ প্রজাঃ সৃষ্টা ন বৃদ্ধিমুপযান্তি তাঃ॥ ২০

ইচ্ছা করি, বলুন। সূত বলিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বেশ্বর মহাদেব হইতে বর লাভ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইল না। ব্রহ্মা অপ্রবৃদ্ধ প্রজা দর্শনে দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে অকৃতার্থ বোধ করিলেন; অনন্তর হর প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তোমার দুঃখকারণ জানিতে পারিয়াছি। হে অনঘ! আমি এমন কার্য্য করিতেছি—যাহাতে তোমার সর্ব্বতোভাবে সুখ হইবে। ইহা বলিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর স্বয়ং মহাদেব বিশ্বেশ্বর শিব নারীভাগ হইতে পৃথক্ ঈশ্বরী সৃষ্টি করিলেন। তিনি ব্রহ্মময়ী নবোদিত-কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভা পরমা শক্তি; তাঁহার প্রকৃত জন্ম নাই, কিন্তু জাতা বলিয়া প্রকাশ আছে; ব্রহ্মাদি দেবগণ এই শক্তির পরম ভাব অবিদিত; কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যাঁহার শক্তি হইতে উদ্ভূত; ব্রহ্মা তাঁহাকেই, স্বামি-অঙ্গ হইতে বিভক্তের ন্যায় দেখিলেন। তখন ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন;—যিনি শিবা, শান্তা, ঈশ্বরের শরীরার্দ্ধভাগিনী, নিত্যবিভবা, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী; যিনি জন্ম, মৃত্যু এবং জরাকে অতিক্রম করিয়াছেন; যিনি জন্ম-মৃত্যু ও জরা বিনাশ করেন; যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তির আধার; যিনি পরমাকাশের মধ্যে অবস্থিত; ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রও যাঁহাকে প্রণাম করেন; যিনি অষ্টমূর্ত্তির অঙ্গভূতা প্রধান-পুরুষাতীতা বেদমাতা গায়ত্রী; যিনি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের আশ্রয়; যিনি সরলা ও কুণ্ডলিনী; যিনি পরাৎপরা বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বময়ী; যিনি বিশ্বেশ্বর-পাতিব্রত্যসম্পন্না, বিশ্বসংহারকারিণী, বিশ্বমায়া-প্রবর্ত্তিকা; যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, ব্যক্তাব্যক্তরূপিণী; সেই শিবাকে প্রণাম করি।১—১৭। হে শরণাগতবৎসলে! দেবদেবেশি! আমাকে রক্ষা করুন, হে ত্রৈলোক্যবন্দিতে মহেশানি! অন্যগতি আমার নাই। হে কল্যাণি! আপনি আমার মাতা এবং স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর আমার পিতা; হে শঙ্করপ্রিয়ে! সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরারিই সৃষ্টি করিবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিলেও

ততঃ পরং প্রজাঃ সর্ব্বা মৈথুনপ্রভবাঃ কিল।
সংবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছামি কৃত্বা সৃষ্টিমতঃ পরম্ ॥২১
শক্তীনাং খলু সর্ব্বাসাং ত্বত্তঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।
নৈব সৃষ্টং ত্বয়া পূর্ব্বং শক্তীনাং যৎ কুলং শিবে
সংশ্রেষাং দেহিনাং দেবি সর্ব্বশক্তিপ্রদায়নী।
ত্বামেব নাত্র সন্দেহস্তস্মাৎ ত্বং বরদা ভব ॥২৩
মম সৃষ্টিবিবৃদ্ধ্যর্থমংশেনেকেন শাশ্বতে।
মম পুত্রস্য দক্ষস্য পুত্রী ভব শুচিস্মিতে ॥ ২৪
প্রার্থিতা বৈ তদা দেবী ব্রহ্মণা মুনিপুঙ্গবাঃ।
একাং শক্তিং ভ্রুবোর্মধ্যাৎ সসর্জ্জাত্মসমপ্রভাম্
আহ তাংপ্রহসন্ প্রেক্ষ্য দেবীংবিশ্বেশ্বরো হরঃ
ব্রহ্মণো বচনাদ্দেবি কুরু তস্য যথেপ্সিতম্ ॥২৬
আদায় শিরসা শম্ভোরাজ্ঞাং সা পরমেশ্বরী।
অভবদ্দক্ষদুহিতা স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মরূপিণী ॥ ২৭
পুনরাদ্যা পরা শক্তিঃ শম্ভোর্দেহং সমাবিশৎ।
অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবো বিভাতীতি হি নঃ শ্রুতিঃ

তাহার বৃদ্ধি না হওয়াতে অতঃপর আমি মৈথুনসম্ভূত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি। আপনা হইতেই সর্ব্ব-শক্তির সৃষ্টি। হে শিবে। কিন্তু শক্তিসমূহ আপনি যেহেতু পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন নাই এবং হে দেবি! আপনিই যেহেতু সর্ব্ব প্রাণীর সর্ব্ব-শক্তিপ্রদায়িনী,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, অতএব আপনি (শক্তিসৃষ্টি বিষয়ে) আমাকে বরদান করুন,—হে শুচিস্মিতে। আমার সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য এক অংশে মদীয় পুত্র দক্ষের কন্যা হউন। হে মুনিপুঙ্গবগণ। দেবী ব্রহ্মার প্রার্থনাক্রমে আত্ম-সমপ্রভা এক শক্তিমূর্ত্তি ভ্রূ-মধ্য হইতে উৎপাদন করিলেন। বিশ্বে-শ্বর হর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন—হে দেবি! ব্রহ্মার বচনানুসারে তাঁহার অভীষ্ট সম্পাদন কর। ব্রহ্মরূপিণী পরমেশ্বরী মস্তকে শিবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে দক্ষকন্যা হইলেন। আর আদ্যা পরমা শক্তি শিবদেহে প্রবিষ্টা হইলেন, দেব-দেব অর্দ্ধনারীশ্বররূপে প্রকাশ পাইলেন, ইহা আমাদের শ্রুত আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ!

ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রা মৈথুনপ্রভবাঃ প্রজাঃ
এবং বঃ কথিতা বিপ্রা দেব্যাঃ সম্ভূতিরুত্তমা।
পঠেদ্যঃ শৃণুয়াদ্বাপি সন্ততিস্তস্য বর্দ্ধতে ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে গৌরীপৃথক্‌শরীরত্বাদ-কথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
হিরণ্যগর্ভঃ শিবয়োর্লব্ধা বরমনুত্তমম্ ॥
অসৃজদ্ভগবান্ ব্রহ্মা মরীচ্যাদীনকল্মষান্ ॥ ১
মরীচিভৃগ্বঙ্গিরসঃ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
দক্ষমত্রিং বসিষ্ঠঞ্চ সোঽসৃজন্মনসা বিভুঃ ॥ ২
দেবাসুরমনুষ্যাংশ্চ পিতৄংশ্চাপি প্রজাপতিঃ।
অসৃজৎ ক্রমশঃ সর্ব্বানন্ধকারে চ রাক্ষসান্ ॥৩
গন্ধর্ব্বান্ স তথা নাগান্ যক্ষাংশ্চাপি সহস্রশঃ।

তদবধি প্রজা সকল মৈথুন-সম্ভূত হইতে লাগিল, হে বিপ্রগণ! এইরূপ দেবীর উত্তম আবির্ভাব তোমাদিগকে বলিলাম, যে ব্যক্তি এই প্রকরণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বংশবৃদ্ধি হয়। ২৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মা শিবশিবার অত্যুত্তম বর লাভ করিয়া, মরীচি প্রভৃতি নিষ্পাপ ঋষিগণের সৃষ্টি করি-লেন। সেই বিভু মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠকে মন দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। প্রজা-পতি ক্রমে দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পিতৃ-গণকে এবং অন্ধকারে রাক্ষসগণকে সৃষ্টি করিলেন। সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, নাগ এবং যক্ষ সৃষ্টি করিলেন। প্রভু মুখ হইতে ব্রাহ্মণ-

অসৃজন্মুখতো বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ান্
বিভুঃ। ৪
উরুদ্বয়াৎ তথা বৈশ্যান্ পাদাচ্ছূদ্রান্ সসর্জ্জ হ।
ছন্দাংসি বেদান্ যজ্ঞাংশ্চ কল্পসূত্রমতঃ পরম্॥
বেদাঙ্গানি ততঃ সৃষ্ট্বা মৈথুনপ্রভবামতঃ।
সৃষ্টিং কর্ত্তুং মতিং চক্রে দেবদেবঃ পিতামহঃ।৬
স্বয়মপ্যর্দ্ধতো নারী স্বর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। ৭
অর্দ্ধেন নারী যা তস্মাচ্ছতরূপাভ্যজায়ত।
স্বায়ম্ভুবং মনুং ব্রহ্মা চার্দ্ধেন বপুষাসৃজৎ। ৮
শতরূপা চ যা দেবী তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
অবপস্তত ভর্ত্তারং মনুং স্বায়ম্ভুবং দ্বিজাঃ। ৯
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবাৎ সুতৌ
মহাত্মানৌ মহাবীর্য্যৌ শতরূপা ব্যজীজনৎ।১০
দ্বে কন্যে লক্ষণোপেতে তাভ্যাং সৃষ্টির্বর্দ্ধিত
আকূতিশ্চ প্রসূতিশ্চ রুচয়ে প্রথমাং দদৌ।
প্রসূতিঞ্চৈব দক্ষায় স্বয়ং দেবো মনুর্বিরাট্॥

গণকে, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়গণকে, উরুযুগ হইতে বৈশ্যদিগকে এবং চরণ হইতে শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিলেন। দেবদেব পিতামহ ছন্দ, বেদ, যজ্ঞ, কল্পসূত্র এবং বেদাঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, মৈথুন-সম্ভূত সৃষ্টি করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং অর্দ্ধাংশে রমণী এবং অর্দ্ধাংশে পুরুষ হইলেন। অর্দ্ধনারীভাগ হইতে 'শতরূপা' উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা পুরুষস্বরূপ অর্দ্ধভাগ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুকে উৎপাদন করিলেন। হে দ্বিজগণ! দেবী শতরূপা অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শতরূপা মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক মহাবীর মহাত্মা পুত্রদ্বয় এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী লক্ষণ-সম্পন্ন কন্যাদ্বয় উৎপাদন করিলেন। এই কন্যাদ্বয় হইতে সৃষ্টিবৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথমা কন্যা 'রুচি' * নামক প্রজাপতিকে দান করিলেন। স্বয়ং স্বায়ম্ভুব

* পুরাণান্তরে 'রুচি' ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশতিঃ কন্যাঃ প্রসূত্যাং সর্ব্বভূবিরে
ধর্ম্মায় প্রদদৌ দক্ষঃ শ্রদ্ধাদ্যা বৈ ত্রয়োদশ।১৩
দদৌ স ভৃগবে খ্যাতিং সতীং দেবায় শূলিনে
মরীচয়ে চ সম্ভূতিং স্মৃতিমঙ্গিরসে তথা। ১৪
পুলস্ত্যায় দদৌ প্রীতিং পুলহায় তথা ক্ষমাম্।
সন্ততিং ক্রতবে চৈব অনসূয়াং তথাত্রয়ে। ১৫
বসিষ্ঠায় দদাবূর্জ্জাং স্বধাং পিতৃগণায় চ।
পাবকায় তথা স্বাহাং দদৌ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্নারায়ণপ্রিয়া।
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মেরোর্জামাতরৌ শুভৌ
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।
বভূবতুস্তয়োঃ পুত্রৌ প্রাণশ্চাদ্যশ্চ কথ্যতে।
মৃকণ্ডুরথ তৎপুত্রো মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ।
অভূদ্বেদশিরা নাম প্রাণস্য মুনিসত্তমাঃ। ১৭
মরীচেরপি সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত।

মনু দক্ষপ্রজাপতিকে প্রসূতিনাম্নী কন্যা দান করিলেন। প্রসূ-গর্ভে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মিলেন। দক্ষ ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যা দান করিলেন। দক্ষপ্রজাপতি খ্যাতিনাম্নী কন্যা ভৃগুকে, সতীনাম্নী কন্যা শূলপাণিকে, সম্ভূতিনাম্নী কন্যা মরীচিকে, স্মৃতিনাম্নী কন্যা অঙ্গিরাকে, প্রীতিনাম্নী কন্যা পুলস্ত্যকে, ক্ষমানাম্নী কন্যা পুলহকে, সন্ততিনাম্নী কন্যা ক্রতুকে, অনসূয়ানাম্নী কন্যা অত্রিকে, ঊর্জ্জানাম্নী কন্যা বশিষ্ঠকে, স্বধানাম্নী কন্যা পিতৃগণকে এবং স্বাহানাম্নী কন্যা অগ্নিকে প্রদান করিলেন। ১—১৬। ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী এবং ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা দুইজন মেরুর জামাতা। মহাত্মা মেরুর দুই কন্যা—আয়তি এবং নিয়তি *। ধাতা ও বিধাতা দুই ভাইয়ের দুই পুত্র—প্রাণ এবং মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়। হে মুনিসত্তমগণ। প্রাণের পুত্র বেদশিরা। সম্ভূতি, মরীচির ঔরসে পৌর্ণমাস নামক পুত্র

* পুরাণান্তরে নিয়তি পাঠ আছে।

কন্যাচতুষ্টয়ঞ্চৈব শ্রদ্ধাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ। ২০
কর্দ্দমঞ্চাম্বরীষঞ্চ পুলহাৎ সুষুবে ক্ষমা। ২১
দুর্ব্বাসসং তথা সোমং দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্।
অনসূয়া তু সুষুবে পুত্রানত্রেরকল্মষাৎ। ২২
সিনীবালীং কুহূঞ্চৈব রাকামনুমতিং তথা।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রীঃ সূতে লক্ষণসংযুতাঃ। ২৩
প্রীত্যাং পুলস্ত্যাদভবদ্দত্তোলির্নাম বৈ সুতঃ।
পূর্ব্বজন্মনি যোঽগস্ত্যঃ খ্যাতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
পুত্রাণাং ষষ্টিসাহস্রং সন্ততিঃ সুষুবে ক্রতোঃ।
বালখিল্যা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্বে তে চোর্দ্ধরেতসঃ। ২৫
বসিষ্ঠশ্চ তথোর্জ্জায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ।
রজো গোত্রোঽর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চানঘস্তথা।

উৎপাদন করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রদ্ধাদি সন্তুতি পর্য্যন্ত দক্ষকন্যাগণের মধ্যে এই সন্তুতিরই কন্যাচতুষ্টয় উৎপন্ন হইলেন। * ক্ষমা পুলহের ঔরসে, কর্দ্দম এবং অম্বরীষ † নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন। অনসূয়া নিষ্পাপ অত্রির ঔরসে দুর্ব্বাসা, চন্দ্র এবং যোগী দত্তাত্রেয়কে উৎপাদন করিলেন। স্মৃতি অঙ্গিরার ঔরসে সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি নাম্নী সুলক্ষণা চারি কন্যা উৎপাদন করিলেন। পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যিনি অগস্ত্য ছিলেন, তিনিই পুলস্ত্য-ঔরসে প্রীতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, দত্তোলি নামে খ্যাত হইলেন। সন্ততি, ক্রতুর ঔরসে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা বালখিল্য নামে বিখ্যাত, বালখিল্যগণ সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। বসিষ্ঠ ঊর্জ্জাগর্ভে সপ্ত পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। সপ্ত পুত্রের নাম—রজঃ, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু

সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে পুণ্ডরীকা চ কন্যকা।
ব্রহ্মণস্তনয়ো বহ্নির্যোঽসৌ রুদ্রাত্মকঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারান্ গুণাধিকান্। ২৭
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরেতেঽগ্নয়স্ত্রয়ঃ। ২৮
নির্ম্মথ্যঃ পবমানশ্চ বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ।
সূর্য্যে তপতি যো বহ্নিঃ শুচিরগ্নিরিহোচ্যতে।
বভূবুঃ সন্ততৌ তেষাং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
পাবকাদ্যাস্ত্রয়শ্চৈতে চত্বারিংশৎ তথা নব। ৩০
যজ্ঞেষু ভাগিনঃ সর্ব্বে তথা সর্ব্বে তপস্বিনঃ।
রুদ্রার্চ্চনপরাঃ সর্ব্বে ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকাঃ। ৩১
অযজ্বানশ্চ যজ্বানঃ পিতরো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো দ্বিধা তেষাং ব্যবস্থিতিঃ।
স্বধানুসুষুবে তেভ্যঃ কন্যে দ্বে লোকবিশ্রুতে
মেনাঞ্চ ধারিণীং তত্র যোগমার্গরতে উভে। ৩৩
মেনা হিমবতঃ সূতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ।
গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বে লোকমাতরৌ

(ঊর্দ্ধবাহু), সবন (বসন), অনঘ, সুতপা এবং শুক্র। কন্যার নাম পুণ্ডরীকা। ব্রহ্মার পুত্র যে রুদ্রাত্মক অগ্নি, তাঁহার ঔরসে স্বাহা গুণশালী উদার পুত্রত্রয় লাভ করিলেন। তাঁহারা পাবক, পবমান এবং শুচি নামে খ্যাত অগ্নিত্রয়। অরণিকাষ্ঠ-মথন-সম্ভূত অগ্নি পবমান, বৈদ্যুতাগ্নি পাবক এবং সূর্য্যতাপসম্ভূত যে অগ্নি তাহাই শুচি। ১৭-২৯। তাঁহাদের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র। পাবক প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়, পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র এবং পিতা ব্রহ্মপুত্র অগ্নি—সমুদয়ে একোনপঞ্চাশৎ অগ্নি। সকলেই যজ্ঞভাগী, সকলেই তপস্বী, সকলেই শিবপূজারত, ত্রিপুণ্ড্রধারী। ব্রহ্মার পুত্র পিতৃগণ দ্বিবিধ—যজ্বা এবং অযজ্বা। অগ্নিষ্বাত্তগণ অযজ্বা অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বর্হিষদগণ যজ্বা অর্থাৎ সাগ্নি। স্বধা পিতৃগণের ঔরসে মেনা ও ধারিণী নাম্নী দুই কন্যা উৎপাদন করিলেন; তাঁহারা উভয়েই যোগমার্গরতা। মেনা হিমালয়ের ঔরসে মৈনাক এবং ক্রৌঞ্চ

* এই অংশ পুরাণান্তরসংবাদী নহে। মূলের অর্থান্তরও হইতে পারে।

† অবরীয়ান্ পাঠান্তর। বংশ কীর্ত্তনে পুরাণান্তরের সহিত মতভেদ অনেক স্থলে আছে।

মেরোস্ত ধারিণী সূতে মন্দরং চারুকন্দরম্ ।
মহাদেবপ্রিয়তমং নানাধাতুবিচিত্রিতম্ ॥ ৩৫
ধারিণী সুষুবে বেলাং নিয়তিঞ্চায়তিং তথা ।
সাগরাৎ সুষুবে বেলা সামুদ্রীং নাম নামতঃ ॥
প্রাচীনবর্হিষঃ সা চ দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ৩৭
প্রাচেতস ইতি ব্যাখ্যাঃ সর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
ভবশাপাদভূৎ পুত্রো যেষাং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
এষা দক্ষস্য কন্যানাং সন্ততিঃ কথিতা ময়া ।
অথেদানীং মনোঃ পুত্রসন্ততিং কথয়ামি বঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে মরীচ্যাদিসর্গ-দক্ষকন্যাসন্ততি-কথনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

উত্তানপাদস্য সুতো ধ্রুবো নাম মহামনাঃ ।
আরাধ্য পরমং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১

নামক পর্ব্বতদ্বয় এবং গৌরী ও গঙ্গা নাম্নী লোকমাতা দুই কন্যা উৎপাদন করেন। ধারিণী সুমেরুর ঔরসে চারুকন্দরসম্পন্ন নানাধাতুচিত্রিত শিবপ্রিয় মন্দর পর্ব্বত উৎপাদন করিলেন। বেলা, নিয়তি এবং আয়তি নাম্নী তিন কন্যা ধারিণী প্রসব করিলেন। সাগরের ঔরসে বেলা সামুদ্রী নাম্নী কন্যা উৎপাদন করিলেন; সামুদ্রী 'প্রাচীনবর্হিঃ' রাজার ঔরসে দশ পুত্র উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'প্রচেতাঃ' নামে আখ্যাত। শিবের শাপে দক্ষপ্রজাপতি ইঁহাদিগের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন। এই দক্ষকন্যাগণের বংশবিবরণ তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে মনুর পুত্রসন্ততি-বিবরণ বলিতেছি।৩০—৩৯।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন;—উত্তানপাদের পুত্র মহামনা হরিপরায়ণ ধ্রুব, মমতা-অহঙ্কার পরি-

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারস্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ ।
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য প্রাপ্তবান্ স্থানমুত্তমম্ ॥
ধ্রুবস্য পুত্রাশ্চত্বারঃ সৃষ্টির্ধন্যস্তথা পরঃ ।
হর্য্যঃ শম্ভুর্মহাত্মানো বৈষ্ণবাঃ প্রথিতৌজসঃ ॥ ৩
ছায়া পঞ্চ সুতান্ সূতে সৃষ্টের্ধর্ম্মপরায়ণাৎ ।
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃষলং বৃকতেজসম্ ॥ ৪
রিপোর্ভার্য্যা তু বৃহতী প্রসূতে চক্ষুষং সুতম্ ।
সূতে পুষ্করিণী পুত্রং চক্ষুষশ্চাক্ষুষং মনুম্ ॥ ৫
তদ্বংশজা অসংখ্যাতা অঙ্গক্রতুশিবাদয়ঃ ।
অঙ্গাদ্বেণস্ততো বৈণ্যস্তস্মাৎ পৃথুরিতি স্মৃতঃ ॥৬
খ্যাতঃ স পৃথিবীপালো যেন দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
ন তৎসমো নৃপঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে পৃথিবীতলে ॥৭
বাসুদেবার্চ্চনরতো বাসুদেবপরায়ণঃ ।

হারপূর্ব্বক পরমদেব অনাময় নারায়ণের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ধ্রুবের চারি পুত্র—সৃষ্টি, ধন্য, হর্য্য এবং শম্ভু; * ইঁহারা সকলেই প্রথিততেজা বৈষ্ণব। ধর্ম্মপরায়ণ সৃষ্টির ঔরসে ছায়ার পঞ্চ পুত্র হয়;—(তাহাদের নাম) রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃষল এবং বৃষকেতন। রিপুভার্য্যা বৃহতীর গর্ভজাত পুত্র চক্ষুঃ; চক্ষুর ঔরসে পুষ্করিণীগর্ভে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি। তাঁহার বংশসম্ভূত অঙ্গ, ক্রতু এবং শিবাদি অসংখ্য ব্যক্তি। অঙ্গের পুত্র বেণ,বেণ হইতে বৈণ্যের উৎপত্তি; বৈণ্য পৃথু নামে খ্যাত।১—৬। পৃথুরাজা বিখ্যাত, ইনিই পৃথিবী দোহন করেন। তাঁহার সদৃশ হরিপূজা-পরায়ণ ও হরিনিরত রাজা ভূতলে

* পুরাণান্তরে কথিত আছে, ধ্রুবের পুত্র শিষ্ট এবং ভব্য। এইরূপ মতদ্বৈধ, নামান্তরস্বীকার, প্রসিদ্ধিবিশেষে অধিক নাম উল্লেখ অনুল্লেখ আছে। আর পুত্র শব্দে বংশসম্ভূত; কোন স্থলে কোন পুরুষের উল্লেখ আছে, কোন স্থলে উল্লেখ নাই; এইরূপ ভাবে মীমাংসা করিতে হয়। পরেও এইরূপ জানিবে।

তপসারাধ্য গোবিন্দং গোবর্দ্ধনগিরৌ শুভে ॥
প্রীতস্তমব্রবীদ্বিষ্ণুঃ পৃথুং মুনিবরোত্তমাঃ।
মৎপ্রসাদেন রাজর্ষে পুত্রৌ তব ভবিষ্যতঃ।
সার্ব্বভৌমৌ মহাত্মানৌ মদ্ভক্তৌ পিতৃতৎপরৌ
এবং লব্ধবরো রাজা দেবেশে পুরুষোত্তমে।
আস্থায় পরমাং ভক্তিং ভগবদ্ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ১০
পৃথোর্ভার্য্যা মহাভাগা কালেন সুষুবে সুতৌ।
শিখণ্ডিনং হবির্দ্ধানং সুশীলশ্চ শিখণ্ডিনঃ ॥ ১১
শ্বেতাশ্বতরনামানং শিবধ্যানৈকতৎপরম্।
উপাস্য লব্ধবাংস্তস্মাৎ সুশীলো যোগমৈশ্বরম্ ॥

ঋষয় উচুঃ।

সুশীলেন কথং রাজ্ঞা প্রাপ্তং জ্ঞানমনুত্তমম্।
বয়ং তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামো ব্রূহি সূত মহামতে ॥১৩

সূত উবাচ।

যোঽসৌ শিখণ্ডিনঃ পুত্রো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রতঃ
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পরং বৈরাগ্যমাস্থিতঃ॥
বিচারঃ শ্রেয়সে তস্য কদাচিৎ সমভূদ্দ্বিজাঃ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম যদ্দ্বিবিধং মতম্।
তয়োরাত্যন্তিকী মুক্তির্মম কেন ভবিষ্যতি ॥১৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা জগাম হিমবদ্গিরিম্ ॥ ১৬
তত্র ধর্ম্মবনং নাম মুনিসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্।
অপশ্যদ্‌যোগিভির্জুষ্টং মহাদেবকৃতালয়ম্ ॥ ১৭
যত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
নারায়ণশ্চ ভগবাংস্তথা চান্যে সুরাসুরাঃ ॥১৮
সমারাধ্য মহাদেবং সিদ্ধিং প্রাপ্তা হ্যনেকশঃ ॥১৯
যত্র মন্দাকিনী গঙ্গা রাজতে হ্যঘহারিণী।
অপশ্যদাশ্রমং তস্যাস্তীরে যোগীন্দ্রসেবিতম্ ॥২০
মন্দাকিনীজলে তত্র স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য মহেশ্বরম্।
মহাদেবকথাযুক্তৈঃ স্তুত্বা স বিবিধৈঃ স্তবৈঃ।
ধ্যায়মানঃ ক্ষণং তত্র স্থিতো বিশ্বেশ্বরং শিবম্ ॥
শ্বেতাশ্বতরনামানমথাপশ্যন্মহামুনিম্ ॥
মহাপাশুপতং শান্তং জীর্ণকৌপীনবাসসম্।
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গং ত্রিপুণ্ড্রতিলকান্বিতম্ ॥২২
অভিবন্দ্য মুনেঃ পাদৌ শিরসা প্রাঞ্জলির্নৃপঃ।

কেহ নাই। হে মুনিবরগণ! পৃথু, গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, —হে রাজর্ষে! আমার প্রসাদে তোমার দুই পুত্র হইবে; তাহারা উভয়েই মহাত্মা, মদ্ভক্ত, পিতৃতৎপর ও সার্ব্বভৌম নরপতি হইবে। দেবদেব পুরুষোত্তমের প্রতি পরম-ভক্তিসম্পন্ন ভগবদ্ভাবাশ্রিত পৃথুরাজা এইরূপ বর লাভ করিলে, পৃথুভার্য্যা মহাভাগা যথা-কালে শিখণ্ডী ও হবির্দ্ধান নামক পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুশীল; সুশীল শিবধ্যানতৎপর শ্বেতাশ্বতর নামক মুনিকে উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট শিবযোগ লাভ করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—রাজা সুশীল কিরূপে অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করিলেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহামতে সূত! তাহা কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,— ঐ যে শিখণ্ডীর পুত্র, উনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পুরঃসর যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে বৈরাগ্যে আস্থাবান্ হইলেন। হে দ্বিজগণ! কোন সময়ে তাঁহার শ্রেয়-বিচার মনে উপস্থিত হয়। "প্রবৃত্ত নিবৃত্ত নামক যে কর্ম্মদ্বয় আছে, তৎসমুদায়ের অত্যন্ত মুক্তি আমার কিরূপে হইবে?"—মনে মনে এই চিন্তা করিয়া রাজা হিমালয়পর্ব্বতে মুনিসিদ্ধ-সেবিত ধর্ম্মবনে গমন করিলেন। ধর্ম্মবনে ঋষি-সেবিত শিবালয় দেখিতে পাইলেন; তথায় মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, ভগবান্ নারায়ণ এবং অন্য দেবদানবেরা অনেকেই শিবারাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন।৭—১৯। তথায় পাপহারিণী মন্দাকিনী গঙ্গা বিরাজমানা; গঙ্গাতীরে যোগীন্দ্র-সেবিত এক অশ্রম দর্শন করিলেন। রাজা সেখানে মন্দাকিনী-জলে স্নান, শিবপূজা এবং শিবকথাযুক্ত বিবিধ স্তোত্র দ্বারা শিবস্তব করিয়া বিশ্বেশ্বর শিবকে ধ্যান করত ক্ষণকাল তথায় থাকিলেন। অনন্তর তিনি মহাপাশুপত, শান্ত, জীর্ণ-কৌপীন-পরিধান, ভস্মাবৃতসর্ব্বাঙ্গ, ত্রিপুণ্ড্র-ধারী, শ্বেতাশ্বতর নামক মহামুনিকে দেখিতে

অব্রবীৎ তং মুনিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বভূতানুকম্পিনম্॥
অদ্য ধন্যঃ কৃতার্থোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
তপাংসি সফলান্যেব জাতানি তব দর্শনাৎ॥২৪
ভবামি তব শিষ্যোঽহং ত্রক্ষ সংসারজাদ্ভয়াৎ॥
যোগ্যতা মম চেদস্তি শিষ্যোঽহং ভবিতুং তব
সোঽনুগৃহ্যাথ পুত্রত্বে রাজানং মুনিপুঙ্গবাঃ।
কারয়িত্বা স সন্ন্যাসং দদৌ যোগমনুত্তমম্॥২৬
যত্তৎ পাশুপতং যোগমন্ত্যাশ্রমমিতি শ্রুতম্।
গুহ্যং তৎ সর্ব্ববেদেষু বেদবিদ্ভিরনুষ্ঠিতম্॥ ২৭
অনুগ্রহান্মুনেস্তস্য সোঽপি পাশুপতোঽভবৎ॥
বেদাভ্যাসরতঃ শান্তো ভস্মনিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ
সন্ন্যাসবিধিমাশ্রিত্য সুশীলো মুক্তিমান্ ভবেৎ

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে উত্তানপাদসন্তত্যাদিকথনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

পাইলেন; রাজা, মুনির চরণযুগল বন্দন করিয়া, সর্ব্বভূতে দায়ালু সেই মুনিকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, আমার জীবন সার্থক হইল; আপনার দর্শনহেতু তপস্যাও সফল হইল। আপনার শিষ্য হইতে যদি আমার যোগ্যতা থাকে ত আমি আপনার শিষ্য হই, আমাকে সংসারভীতি হইতে বিমুক্ত করুন। হে মুনিবরগণ! শ্বেতাশ্বতর, রাজাকে পুত্রানুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করাইয়া সেই অত্যুত্তম যোগ প্রদান করিলেন,—যাহা শেষ-আশ্রম-লভ্য এবং পাশুপত নামে অভিহিত। সেই যোগ সর্ব্ববেদগুহ্য, কিন্তু বেদজ্ঞগণের অনুষ্ঠিত। মুনি শ্বেতাশ্বতরের অনুগ্রহে রাজা সুশীল ও পাশুপত হইলেন। তিনি বেদাভ্যাসনিরত, ভস্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ন্যাস-বিধি আশ্রয় করাতে মুক্তিলাভ করিলেন। ২০—২৯।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স্বয়ম্ভুবা সমাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজাঃ সৃজেতি সর্গাদৌ সসর্জ্জ চ সুরাসুরান্
প্রজাপতেবীরণস্য কন্যাসিক্লীতি বিশ্রুতা।
ষষ্টিংদক্ষোঽসৃজৎকন্যা অসিক্ল্যাংবৈ প্রজাপতিঃ
দদৌ চ দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতিং সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে॥৩
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে।
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদ্বদ্ দদৌ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ॥৪
সাধ্যা বিশ্বা চ সঙ্কল্পা মুহূর্ত্তা চ হ্যরুন্ধতী।
মরুত্বতী বসুর্ভানুর্লম্বা জামীতি তা দশ॥ ৫
ধর্ম্মস্য পত্নয়স্থেতাস্তাসাং সন্ততিরুচ্যতে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা, দক্ষ-প্রজাপতিকে 'প্রজাসৃষ্টি কর' এই আদেশ করিলে, সৃষ্টিপ্রারম্ভে সুরাসুর সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি বীরণের কন্যা 'অসিক্লী'। অসিক্লীর গর্ভে দক্ষ-প্রজাপতি ষষ্টি কন্যা সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে দক্ষ-প্রজাপতি * ধর্ম্মকে দশ কন্যা, কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা, অরিষ্টনেমিকে চারি কন্যা, বহুপুত্র নামক মুনিকে দুই কন্যা, ধীমান্ কৃশাশ্বকে দুই কন্যা এবং অঙ্গিরাকে দুই কন্যা সম্প্রদান করেন। সাধ্যা, বিশ্বা, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, অরুন্ধতী, মরুত্বতী, বসু, ভানু, লম্বা এবং জামী (যামী) এই দশজন ধর্ম্মপত্নী। তাঁহাদের বংশবিবরণ কথিত

---

* পূর্ব্বে দক্ষ-প্রজাপতির দুইবার জন্মের কথা প্রকাশ আছে। অর্থাৎ দক্ষ, প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র, দ্বিতীয়বারে প্রচেতাগণের পুত্র হন। প্রথম জন্মের চতুর্ব্বিংশতি কন্যা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় জন্মের বিবরণ এই অধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

সাধ্যা বভূবুঃ সাধ্যায়াং বিশ্বায়াং বিশ্বদেবতাঃ॥
সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পো মুহূর্ত্তায়াস্তু মুহূর্ত্তজাঃ।
অরুন্ধত্যাস্ত্বরুন্ধত্যাং মরুত্বত্যাং মরুত্বতঃ॥৭
বসোস্তু বসবঃ প্রোক্তা ভানোস্তে ভানবঃ স্মৃতাঃ॥৮
লম্বায়াং ঘোষনামানো নাগবীথীস্তু জামিজাঃ।
জ্যোতিষ্মন্তস্ত্রয়ো দেবা ব্যাপকাঃ সর্ব্বতো দিশম্॥৯
বসবস্তে সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বভূতহিতৈষিণঃ।
আপো নলশ্চ সোমশ্চ ধ্রুবশ্চৈবানিলোঽনলঃ।

হইতেছে;—সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্প, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্ত দেবগণ, অরুন্ধতীগর্ভে আরুন্ধতগণ, * বসুগর্ভে বসুগণ, ভানু হইতে ভানুদেবগণ, লম্বাগর্ভে ঘোষ দেবতাগণ, জামি-গর্ভে নাগবীথী দেবগণ উৎপন্ন হন। এই দেবত্রয় জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী। বসুগণ সর্ব্বলোকহিতকামী। অষ্টবসুর নাম—আপ, নল (ধর), সোম, ধ্রুব, অনিল. অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভাস (†)। আপ নামক বসুর

* মূলে "অরুন্ধত্যাস্ত্বরুন্ধত্যাং" বা অরুন্ধত্যাস্ত্বরুন্ধত্যাম্' পাঠ হইবে। প্রথম অরুন্ধতী বা আরুন্ধত অর্থে দেবগণবিশেষ বলা যায়; কিন্তু পুরাণান্তরসম্মতি অনুসারে তাহার অর্থে পার্থিব প্রাণি-সমূহ বুঝিবে।

(†) ইহার পর আদর্শ মূল পুস্তকসমূহে কতিপয় শ্লোক পতিত হইয়াছে। তজ্জন্য অসঙ্গতি নিবারণার্থ, পুরাণান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো ধ্বনিস্তথা।
ধরস্য (নলস্য) পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা॥
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ বরুণস্তথা।
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে॥"
ধ্রুবস্য (মূলে আছে)।
'অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবং

প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ধ্রুবস্য পুত্রঃ কালঃ স্যাৎ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ।
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য ধর্ম্মস্যৈষা তু সন্ততিঃ॥১১
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব দনুরিত্যপরা মতা।
অরিষ্টা সুরসা প্রোক্তা স্বধা সুরভিরেব চ॥
বিনতা চ তথা তাম্রা কদ্রুঃ ক্রোধবশা স্থিরা।
মুনেশ্চ পত্ন্যস্ত্বেতাঃ কশ্যপস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥১৩
অংশুর্ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্য্যমা।

পুত্র—বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত এবং ধ্বনি। নল বা ধরের ঔরসে মনোহরার গর্ভে দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ এবং বরুণ উৎপন্ন। সোমের পুত্র বর্চ্চা; এই বর্চ্চা হইতেই লোকে বর্চ্চস্বী অর্থাৎ কান্তিমান্ হয়।১—১০। ধ্রুবের পুত্র সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর কাল। অনিলের ভার্য্যা শিবা; শিবার গর্ভে অনিলের দুই পুত্র হয়—মনোজব এবং অবিজ্ঞাতগতি। অনলের পুত্র কুমার শরস্তম্বে উৎপন্ন। শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় কুমারের কনিষ্ঠ। কৃত্তিকার অপত্য বলিয়া কুমার কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত। প্রত্যুষের পুত্র দেবল ঋষি। দেবলের দুই পুত্র—উভয়েই ক্ষমাবান্ এবং মনীষী। প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা। ধর্ম্ম-বংশ এই কীর্ত্তিত হইল। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, স্বধা (কালা), সুরভি, বিনতা, তাম্রা, কদ্রু, ক্রোধবশা, ইরা এবং মুনি * ইঁহারা কশ্যপ-পত্নী। অংশু, ধাতা

অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ॥
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ॥
প্রত্যুষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্নাথ দেবলম্।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ॥
বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ১৫ অঃ।

এতৎসমুদয় মিলিত করিয়া তাহার যে অনুবাদ, উপরে তাহা লিখিত হইয়াছে।

* মূলে "মুনিশ্চ" পাঠ হইবে।

বিবস্বান্ সবিতা পূষা অংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ॥
তুষিতা নাম তে পূর্ব্বং চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
আদিত্যা অদিতেঃ পুত্রাঃ প্রোক্তা বৈবস্বতে-
ঽন্তরে॥ ১৫
পুত্রদ্বয়ং দিতিঃ সূতে কশ্যপান্মুনিপুঙ্গবাৎ।
হিরণ্যকশিপুস্ত্বেকং হিরণ্যাক্ষমনন্তরম্॥ ১৬
হিরণ্যকশিপুর্যোঽসৌ ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ।
শক্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তেন দৈত্যেন বাধিতাঃ
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সুরাঃ॥

দেবা ঊচুঃ।

দেবদেব জগন্নাথ চতুর্ম্মুখ সুরোত্তম।
হিরণ্যকেন দৈত্যেন শস্ত্রাস্ত্রৈঃ সূদিতা বয়ম্॥
দারাশ্চাপহৃতাস্তেন বজ্রাদীন্যায়ুধানি চ।
ত্রায়স্বাস্মান্ ভয়ত্রস্তাংস্ত্রাণং নান্যদস্তি নঃ॥ ১৯
এবং সুরৈর্নিগদিতং শ্রুত্বা চৈব পিতামহঃ।
দেবৈঃ সহ যযৌ তূর্ণং যত্রাস্তে বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥২০
সংস্তূয় বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরব্রবীৎ কমলাসনঃ॥ :

ব্রহ্মোবাচ।

হিরণ্যকশিপুর্দেব মদ্বরেণাতিগর্ব্বিতঃ।
বাধতে সকলান্ দেবান্ মুনীন্ নির্দ্ধূতকল্মষা-
যস্তং হনিষ্যতি ক্ষিপ্রং ন তং পশ্যামি মাধব।
ত্বমেব হন্তা তস্যেতি মত্বা বয়মুপাগতাঃ॥ ২৩
হন্তুমর্হসি তং শীঘ্রং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥২:
শ্রুত্বা নারায়ণো বাক্যমীরিতং ত্রিদিবৌকসাম্
নরস্যার্দ্ধতনুং কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধতনুং তথা॥ ২৫
নৃসিংহরূপী ভগবান্ হিরণ্যকশিপোঃ পুরে।
আবির্ব্বভূব ভগবান্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
মুঞ্চন্ নাদং মহাঘোরমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্॥২৬
হিরণ্যকশিপুর্দৃষ্ট্বা নৃসিংহমতিভীষণম্।
বধায় প্রেষয়ামাস প্রহ্লাদাদীন্ মহাসুরান্॥২৭
প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ॥
নরসিংহেন তে সার্দ্ধং যুযুধুর্দানবাস্তদা।

ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ এবং বিষ্ণু ইঁহারা চাক্ষুষ মন্বন্তরে "তুষিত" নামক দেবগণ ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতি-পুত্র হইয়া আদিত্য নামে আখ্যাত হইলেন। দিতি মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মবরে দর্পিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে পীড়িত করিল পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ দেবশ্রেষ্ঠ চতুর্ম্মুখ! হিরণ্যকশিপু দৈত্য, শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছে; আমাদের পত্নী ও বজ্রাদি অস্ত্র হিরণ্যকশিপু হরণ করিয়াছে। ভীতিগ্রস্ত আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন, আমাদের আর রক্ষাকর্ত্তা নাই। ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিলেন। ব্রহ্মা বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—দেব! মদীয় বরে গর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু সকল দেবতা ও নিষ্পাপ মুনিগণকে পীড়িত করিতেছে। হে মাধব! এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি হিরণ্যকশিপুকে শীঘ্র বধ করিতে পারে। একমাত্র আপনিই তাহাকে বধ করিতে পারেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য তাহাকে শীঘ্র বধ করুন।১১-২৪। ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে মানবের অর্দ্ধদেহ ও সিংহের অর্দ্ধদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক নৃসিংহরূপী হইয়া হিরণ্যকশিপু নগরে আবির্ভূত হইলেন। তখন তিনি অসুর-ভয়াবহ মহাঘোর শব্দ করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু অতি ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার বধের জন্য প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাসুরগণকে প্রেরণ করিলেন। প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ এবং হ্লাদ– হিরণ্যকশিপুর এই চারি পুত্র। ইঁহারা সকলেই বিখ্যাত বীর। সেই দৈত্যগণ নরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-

প্রহ্লাদঃ প্রাহিণোদ্ ব্রাহ্মমস্ত্রং তং নরকেশরিম্
বৈষ্ণবাস্ত্রমনুহ্রাদঃ কৌমারঞ্চ তথাপরঃ।
প্রাহিণোদ্ধ্রাদ আগ্নেয়ং তথা চান্তে মহাসুরাঃ॥
চত্বার্য্যস্ত্রাণি সম্প্রাপ্য ভগবন্তং নৃকেশরিম্।
বভূবুস্তানি ভগ্নানি যথা বজ্রহতা দ্রুমাঃ॥ ৩১
গৃহীত্বা চতুরঃ পুত্রান্ হস্তাভ্যাং নরকেশরিঃ।
চিক্ষেপ গগনাদ্ভূমৌ গৃহীত্বৈবং পুনঃপুনঃ॥৩২
এবং তান্ ব্যথিতান্ দৃষ্ট্বা হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
জাজ্বল্যমানঃ কোপেন যযৌ যত্র নৃকেশরিঃ॥
বিনিবৃত্তোহথ সংগ্রামাৎ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্ ততঃ।
জ্ঞাত্বা তু ভগবদ্ভাবং নৃসিংহস্যামিতৌজসঃ।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং বারয়ামাস দানবান্॥
এষ নারায়ণো যোগী পরমাত্মা সনাতনঃ।
ধ্যাতব্যো ন তু যোদ্ধব্যো ভবদ্ভিরিতি নিশ্চিতম্॥ ৩৫
পুত্রোদিতমনাদৃত্য হিরণ্যকশিপুঃ পুনঃ।
যুযুধে হরিণা সার্দ্ধং যাবদ্বর্ষশতত্রয়ম্॥ ৩৬

লেন। নৃসিংহের প্রতি প্রহ্লাদ ব্রহ্মাস্ত্র, অনুহ্লাদ বৈষ্ণবাস্ত্র, সংহ্লাদ কৌমার অস্ত্র, হ্লাদ আগ্নেয় অস্ত্র ও অন্য মহাসুরেরাও এই সব অস্ত্র ক্ষেপ করিল; কিন্তু এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্রই ভগবান্ নৃসিংহের অঙ্গস্পর্শ মাত্র বজ্রহত বৃক্ষরাজির ন্যায় ভগ্ন হইল। তখন নরসিংহ, হিরণ্যকশিপুর পুত্রচতুষ্টয়কে বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া বারংবার গগন হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে পুত্রগণকে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া স্বয়ং হিরণ্যকশিপু কোপপ্রজ্বলিত হইয়া নৃসিংহ-সমীপে অভিযান করিলেন। অনন্তর দৈত্য-পুঙ্গব প্রহ্লাদ অমিততেজা নৃসিংহকে নারায়ণ জানিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং নারায়ণ মনে করিয়া অসুরগণকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করত বলিলেন,—ইনি সনাতন পর-মাত্মা যোগী নারায়ণ, ইঁহাকে ধ্যান করিতে হয়; ইঁহার সহিত আপনারা কদাচ যুদ্ধ করি-বেন না। পুত্র বার বার একথা বলিলেও

অথ বিশ্বাত্মকো বিষ্ণুঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
নখৈর্বিদারয়ামাস হিরণ্যকশিপুং তদা॥ ৩৭

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সুরাসুরসৃষ্ট্যাদিকথনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।
হতে হিরণ্যকশিপৌ প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ।
হিরণ্যাক্ষং মহাবাহুং রাজ্যে সমভিযোজয়ৎ॥
সোঽপি দেবান্ রণে জিত্বা স্বর্গাৎ তে বৈ পলায়িতাঃ॥২
হিরণ্যাক্ষো মহাদেবং তপসারাধ্য চাধিকম্।
লেভে পুত্রং মহাবাহুং সর্ব্বামরনিষূদনম্॥ ৩
হিরণ্যাক্ষভয়াদ্দেবাঃ শার্ঙ্গিণং শরণং গতাঃ।

হিরণ্যকশিপু তাহা না শুনিয়া বিষ্ণুর সহিত তিনশত বৎসর যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিশ্ব-রূপ বিষ্ণু ক্রোধরক্তনয়ন হইয়া হিরণ্যকশি-পুকে নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন *।২৫—৩৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, তদীয় পুত্র দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদ মহা-বাহু হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। হিরণ্যাক্ষও দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে, দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করি-লেন। হিরণ্যাক্ষ তপস্যাযোগে মহাদেবকে অতিশয় আরাধনা করিয়া, সর্ব্বদেবনিসূদন

* পুরাণান্তর-কথিত ও প্রচলিত প্রহ্লাদ-চরিত্রের সহিত এ অংশ সঙ্গত না হইলেও কল্পভেদ মানিয়া সঙ্গত করিতে হইবে।

দৃষ্ট্বাথ ভগবান্ দেবান্ হিরণ্যাক্ষবধায় বৈ।
বারাহং রূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো নিসূদিতঃ॥ ৫
হতে তস্মিন্ হিরণ্যাক্ষে প্রহ্লাদো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ
ত্যক্ত্বা তু তামসীং বৃত্তিং স্বকীয়ংরাজ্যমাস্থিতঃ
ততঃ কদাচিদ্দেবানাং মায়য়া মোহিতোঽভবৎ
কঞ্চন ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা কৃশাঙ্গং গৃহমাগতম্।
অবজ্ঞামকরোদ্ দৈত্যঃ শপ্তস্তেনাগ্রজন্মনা॥৮
বলং যস্ত সমাশ্রিত্য দৈত্য মামবমন্যসে।
ভক্তির্বিনশ্যতু ক্ষিপ্রং তব দেবে জনার্দ্দনে॥ ৯
ইতি শপ্ত্বা যযৌ বিপ্রঃ স্বাশ্রমং মুনিপুঙ্গবাঃ॥১০
অথ দৈত্যপতির্যুদ্ধমকরোদ্ বিষ্ণুনা সহ।
পিতুর্বধমনুস্মৃত্য দেবাশ্চান্যে বিনির্জ্জিতাঃ॥১১
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ পূর্ব্বস্মাদ্দৈত্যরাট্ পুনঃ।
ত্যক্ত্বা মায়াময়ং সর্ব্বং শার্ঙ্গিণঃ শরণং যযৌ॥
অভিষিচ্যান্ধকং রাজ্যে যোগযুক্তোঽভবৎ স্বয়ম্
অথ দেবো মহাদেবঃ শরণং সর্ব্বদেহিনাম্।
কেনাপি হেতুনা ভিক্ষামকরোদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥
সংস্থাপ্য মন্দরে দেবীং গিরিজাং গিরিজাপতিঃ
সনারায়ণকান্ দেবানকরোৎ পার্শ্বগান্ শিবঃ॥
স্ত্রীরূপধারিণো দেবাঃ সেবন্তে পার্ব্বতীং তদা।
সংস্থাপ্য নন্দিপ্রমুখানসংখ্যাতান্ গণেশ্বরান্।
ভৈরবঞ্চ সমাদিশ্য নন্দিনং দ্বারদেশতঃ॥ ১৭
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো মন্দরঞ্চান্ধকাসুরঃ।
আহর্ত্তুকামঃ সর্ব্বাণীং তং দৃষ্ট্বা কালভৈরবঃ।
তাড়য়ামাস শূলেন পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ॥ ১৮
পুনরুত্থায় বেগেন গদামাদায় দৈত্যরাট্।
ভৈরবং তাড়য়ামাস তথা চান্যান্ গণেশ্বরান্॥
দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতং যুদ্ধং বিষ্ণুর্দানবমর্দ্দনঃ।

মহাবল পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। হিরণ্যাক্ষ-ভয়ে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ দেবগণকে দেখিয়া, হিরণ্যাক্ষবধের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিলেন; অনন্তর হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিলেন। হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে, বৈষ্ণবোত্তম প্রহ্লাদ তামসবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় রাজ্যে থাকিলেন। অনন্তর কোন কালে প্রহ্লাদ দেবমায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন। (তাহার বিবরণ) কৃশাঙ্গ কোন ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদ-গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন। অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—দৈত্য! যাঁহার বল অবলম্বন করিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে, সেই জনার্দ্দন দেবের প্রতি তোমার ভক্তি যেন বিনষ্ট হয়। হে মুনিবরগণ! ব্রাহ্মণ এই শাপ দিয়া, স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন; অনন্তর দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ পিতৃবধ স্মরণ করিয়া, বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অন্য দেবগণকে জয় করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর পূর্ব্ব অনুগ্রহ পুনর্ব্বার লাভ করিয়া, সমস্ত মায়াময় পদার্থ পরিত্যাগ-পুরঃসর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ১—১৩। হিরণ্যাক্ষপুত্র অন্ধকাসুরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং যোগাবলম্বন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বদেহি-শরণ্য দেবদেব মহাদেব কোন কারণে ব্রাহ্মণ-গণসমভিব্যাহারে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, সে সময়ে তিনি পার্ব্বতীকে মন্দর-পর্ব্বতে রাখিয়া গেলেন এবং নারায়ণাদি দেবগণকে দেবীর সমীপে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন; নারায়ণাদি দেবগণ স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সেবা করিতে লাগিলেন! গিরিজাপতি শিব,নন্দিপ্রমুখ অসংখ্য গণনায়ক এবং ভৈরব নন্দীকে দ্বারদেশে থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন *। এমন সময়ে অন্ধকাসুর ভবানীহরণাভিলাষে মন্দর-পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে কালভৈরব তাহাকে শূলতাড়িত করিলেন। অন্ধক তাহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দৈত্যরাজ পুনরায় গদা গ্রহণপূর্ব্বক বেগসহকারে উত্থিত হইয়া, ভৈরব এবং অন্য গণা-

* "অথবা দেবতারা নন্দী প্রভৃতিকে দ্বারে থাকিতে আদেশ করিয়া, স্ত্রীমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেবীকে সেবা করিতে লাগিলেন।" এইরূপ অনুবাদ হইতে পারে।

অশক্তশ্চক্রয়োঃ দিব্যাস্তাভির্দৈত্যঃ পরাজিতঃ ॥
ততো বধায় ভগবান্ রুদ্রো মন্দরপর্ব্বতম্।
প্রাপ্তো যত্র স্থিতা দেবী দেবৈঃসহ গণেশ্বরৈঃ
দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং দেবী শীঘ্রং পরময়া মুদা।
ননাম শিরসা ভক্ত্যা ভর্ত্তুশ্চরণপঙ্কজম্ ॥ ২২
প্রণম্য দণ্ডবদ্‌বিষ্ণুর্যদ্‌বৃত্তং তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩
শ্রুত্বা তদ্ বিস্মিতো ভূত্বা দেব্যা সহ বরাসনে
উপবিষ্টস্তদা সর্ব্বে দেবাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥২৪
অথাস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো হিরণ্যনয়নাত্মভূঃ।
যুযুধে স সুরৈঃ সার্দ্ধং মাতৃভিশ্চ গণৈঃ সহ ॥২৫
তেন তে নির্জ্জিতা দেবাঃ শক্রাদ্যাঃ
সহ মাতৃভিঃ ॥ ২৬
যুদ্ধং তদদ্ভুতং দৃষ্ট্বা শার্ঙ্গী শঙ্করমব্রবীৎ।
যথাসৌ হন্যতে দৈত্যস্তথোপায়ং কুরু প্রভো ॥
এবং হরের্বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করঃ কালভৈরবম্ ॥ ২৮

বধায় প্রেষয়ামাস দৈত্যেন্দ্রস্য বলীয়সঃ।
ততঃ স ভৈরবঃ শম্ভোঃ শিরস্যাজ্ঞাং বিধায় চ।
আদায় সহসা শূলং যযৌ দৈত্যস্য সঙ্গরম্ ॥২৯
শূলাগ্রেণ বিনির্ভিদ্য ননর্ত্ত স্বাত্মলীলয়া ॥ ৩০
শূলাগ্রে স্থাপিতে দৈত্যে ব্রহ্মাদ্যা মুনয়স্তদা।
অস্তবন্ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্হৃষ্টো লোকস্তদাভবৎ

অন্ধক উবাচ।

নমামি মূর্দ্ধ্না ভগবন্তমেকং
সমাহিতা যং বিদুরীশতত্ত্বম্।
পুরাতনং পুণ্যমনন্তরূপং
কালং কবিং যোগবিয়োগহেতুম্ ॥ ৩২
দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং
হুতাশবক্ত্রং জ্বলনার্করূপম্।
সহস্রপাদাক্ষিশিরোঽভিযুক্তং
ভবন্তমেকং প্রণমামি রুদ্রম্ ॥ ৩৩
জয়াদিদেবামরপূজিতাঙ্ঘ্রে
বিভাগহীনামলতত্ত্বরূপঃ।

ধ্যক্ষদিগকে আঘাত করিল। দানব-মর্দ্দন বিষ্ণু সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিয়া, দিব্য শক্তি সকল সৃষ্টি করিলেন, অন্ধকাসুর তাহাদেরই নিকট পরাজিত হইল। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র দেবী পার্ব্বতী, দেবগণ ও গণাধ্যক্ষগণ সন্নিধানে অন্ধকবধার্থ উপস্থিত হইলেন। দেবী, বিশ্বেশ্বরকে দর্শনমাত্র শীঘ্র পরমানন্দে ভূতললুণ্ঠিত-মস্তকে ভর্ত্তার পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। বিষ্ণু তখন মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, যাহা ঘটিয়াছিল সব বলিলেন; তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তিনি দেবীর সহিত উত্তম আসনে উপবিষ্ট থাকিলেন, দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময়ে হিরণ্যাক্ষনন্দন অন্ধক আগমন করিয়া, দেবগণ, মাতৃগণ, এবং প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ, মাতৃগণ, সকলেই তাহার নিকট পরাজিত হইলেন। সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিয়া বিষ্ণু শিবকে বলিলেন,—হে প্রভো! এই দৈত্য যাহাতে বিনষ্ট হয়, তদুপায় করুন। শিব বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া, বলীয়ান্ দৈত্যরাজের বধার্থ কালভৈরবকে প্রেরণ করিলেন। তখন কালভৈরব, শিবের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া শূলগ্রহণপূর্ব্বক অন্ধকযুদ্ধে গমন করিলেন। অনন্তর তাহাকে তীক্ষ্ণ শূলাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, আত্মলীলাবশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্ধকাসুর শূলাগ্রোপরি স্থাপিত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন। লোক সকলই হৃষ্ট হইল।১৪—৩১। (তখন শূলাগ্রস্থিত) অন্ধক বলিতে লাগিল;—একাগ্রচিত্ত হইলে ঈশ্বরতত্ত্বস্বরূপ যাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, পুরাতন, পুণ্য, অনন্তরূপ, যোগবিয়োগহেতু, কবি, কালরূপী অদ্বিতীয় ভগবান্‌কে ভূতললুণ্ঠিত-শীর্ষে প্রণাম করি। আকাশে নৃত্যপরায়ণ, অনলাস্য, ভানু-কৃশানু মূর্ত্তি, সহস্রচরণ, সহস্রলোচন, সহস্রশীর্ষ, দংষ্ট্রাকরাল রুদ্ররূপী আপনাকে প্রণাম করি হে দেবপূজিতপাদপদ্ম! আদিদেব! আপনার জয় হউক; আপনার নির্ম্মল তত্ত্বরূপ বিভাগবর্জ্জিত,

ত্বমগ্নিরেকো বহুধা বিভজ্যসে
বাস্বাদিভেদৈরখিলাত্মরূপঃ ॥ ৩৪
ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বং পশ্যসীদং পরিপাস্যজস্রং
ত্বমন্তকো যোগগণাভিজুষ্টঃ ॥ ৩৫
একান্তরাত্মা বহুধা নিবিষ্টো
দেহেষু দেহাদিবিশেষহীনঃ।
ত্বমাত্মতত্ত্বং পরমার্থশব্দং
ভবন্তমাহুঃ শিবমেব কেচিৎ ॥ ৩৬
ত্বমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পবিত্র-
মানন্দরূপং প্রণবাভিধানম্।
ত্বমীশ্বরো বেদবিদেষু সিদ্ধঃ
স্বায়ম্ভুবোঽশেষবিশেষহীনঃ।
ত্বমিন্দ্ররূপো বরুণাগ্নিরূপো
হংসঃ প্রাণো মৃত্যুরন্নাধিযজ্ঞঃ।
প্রজাপতির্ভগবানেকরূপো
নীলগ্রীবঃ স্তূয়সে বেদবিদ্ভিঃ ॥ ৩৮
নারায়ণস্ত্বং জগতামনাদিঃ
পিতামহস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
বেদান্তগুহ্যোপনিষৎসু গীতঃ
সদাশিবস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি ॥ ৩৯
নমঃ পরস্তাৎ তমসঃ পরস্মৈ
পরাত্মনে পঞ্চপরান্তরায়ঃ।
ত্রিমূর্ত্ত্যতীতায় নিরঞ্জনায়
সহস্রশক্ত্যাসনসংস্থিতায় ॥ ৪০
ত্রিমূর্ত্তয়েঽনন্তপরাত্মমূর্ত্তয়ে
জগন্নিবাসায় জগন্ময়ায়।
নমো ললাটার্পিতলোচনায়
নমো জনানাং হৃদিসংস্থিতায় ॥ ৪১
ফণীন্দ্রহারায় নমোঽস্তু তুভ্যং
মুনীন্দ্রসিদ্ধার্চ্চিত পাদপদ্ম।
ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিতায়
নমঃ পরস্তায় ভবোদ্ভবায় ॥ ৪২
সহস্রচন্দ্রার্কসমূহমূর্ত্তয়ে
নমোঽগ্নি-চন্দ্রার্কত্রিলোচনায়।

কিন্তু এক অগ্নি যেমন প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ব্যবহারভেদে বিভক্ত, সেইরূপ অখিলাত্মরূপী আপনিও বিভক্ত। (জ্ঞানিগণ) আপনাকে তেজোময়, তমোতীত, একমাত্র পুরাণপুরুষ বলিয়া থাকেন। আপনি এই জগতের দ্রষ্টা, সতত রক্ষাকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা; যোগিগণ আপনার সেবক। আপনি বহুপ্রকার দেহে সন্নিবিষ্ট এক অন্তরাত্মা; দেহাদি বিশেষধর্ম্ম আপনার কিছুই নাই। পরমার্থ-পদবাচ্য আত্ম-তত্ত্বস্বরূপ আপনাকে কেহ কেহ শিব নামে নির্দ্দেশ করেন। আপনি পবিত্র আনন্দরূপ অক্ষর পরব্রহ্ম; প্রণব আপনার বাচক। বেদজ্ঞগণ-সকাশে আপনি অশেষ-বিশেষ-হীন স্বায়ম্ভুব ঈশ্বররূপে সিদ্ধ। হে নীল-[illegible]! আপনি একরূপ হইলেও ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, হংস, প্রাণ, মৃত্যু, অন্ন, অধিযজ্ঞ এবং ভগবান্ প্রজাপতি বলিয়া বেদজ্ঞগণের স্তুতি বিষয় হইয়া থাকেন। আপনি জগতের মধ্যে অনাদি নারায়ণ, আপনি পিতামহ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক), আপনি বেদান্তগুহ্য-উপনিষদ্‌গীত পরমেশ্বর সদাশিব। আপনি পরাৎপর, তমঃপর, পরমাত্মা, পঞ্চপরান্তর, * ত্রিমূর্ত্তি অতীত, নিরঞ্জন, সহস্রশক্ত্যাসনস্থিত; আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিমূর্ত্তি, অনন্তমূর্ত্তি, পরমাত্মমূর্ত্তি; আপনি জগন্নিবাস, জগন্ময়; আপনি ললাটনেত্র ও সর্ব্বজনের হৃদয়াবস্থিত; আপনাকে নমস্কার। হে মুনীন্দ্র-সিদ্ধগণ-পূজিত-পাদপদ্ম।৩২—৪১। আপনি ফণিবরহারধারী, ঐশ্বর্য্য-ধর্ম্মাসন-সংস্থিত, পরাৎপর, ভবোদ্ভব, অপনাকে নমস্কার। হে

* পঞ্চপর প্রণব—অ—উ—ম—নাদ-বিন্দু; এই পঞ্চ অংশাত্মক বলিয়া প্রণবকে 'পঞ্চপর' বলা যায়। শিবপুরাণাদিতে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। প্রণব বোধ্য বা প্রণবসার—পঞ্চপরান্তর পদের অর্থ। "নমঃ শিবায়" মন্ত্রকেও "পঞ্চ" বলা যাইতে পারে। "নমঃ শিবায়" মন্ত্র-প্রকাশ্য বা পঞ্চভূতরূপী ইত্যাদি অর্থও উক্ত পদের হইতে পারে।

নমোঽস্তু সোমায়নমধ্যমায়
নমোঽস্তু দেবায় হিরণ্যবাহবে ॥ ৪৩
নমোঽতিগুহ্যায় গুহান্তরায়
বেদান্তবিজ্ঞান-বিনিশ্চিতায়।
ত্রিকালহীনামলধামধায়ে
নমো মহেশায় নমঃ শিবায় ॥ ৪৪
স্তবেনানেন ভগবান্ প্রীতো ভূত্বাথ ভৈরবঃ।
অবরোহ্য চ শূলাগ্রাদুবাচ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৫
ত্বয়াহং স্তোত্রবর্য্যেণ তোষিতো দৈত্যপুঙ্গব।
প্রীতোঽস্মি তব দাস্যামি গাণপত্যং হি দুর্লভম্
নন্দীশ্বরসমো বৎস ভৃঙ্গী নাম গণো ভব ॥৪৬
এবং লব্ধবরো দৈত্যঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ।
নীলকণ্ঠস্ত্রিনেত্রশ্চ বৃষকেতুর্জটাধরঃ ॥ ৪৭
তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বা হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
তুষ্টুবুর্গণরাজং তং ভৈরবস্য সমীপগম্ ॥ ৪৮
অথ শম্ভোঃ সমীপস্থাং দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্
সংস্তূয় সর্ব্বভাবেন শরণাগতবৎসলাম্ ॥ ৪৯
পুত্রত্বে জগৃহে দৈত্যং প্রীতেন মনসা শিবা ॥৫০
ততোঽনুজ্ঞাং মহেশস্য লব্ধাসৌ কালভৈরবঃ।
মাতৃভিঃ সহ বিশ্বাত্মা পাতালে স্বপুরং যযৌ।
বিষ্ণোর্ভগবতী মূর্ত্তির্যত্রাস্তে তামসী পরা ॥৫১
অথ তাং ভৈরবো দৃষ্ট্বা মুদা তাং পরিষস্বজে।
একৈব মূর্ত্তিরভবৎ তয়োর্ভৈরবশার্ঙ্গিণোঃ ॥৫২
কালাগ্নিভৈরবো যোঽসৌ স এব নৃহরিঃ স্বয়ম্
ভগবান্ নৃহরির্যোঽসৌ স এব কিল ভৈরবঃ
নৃহরেঃ পূজনান্নূনং প্রীতো ভবতি ভৈরবঃ ॥
পূজনাদ্ভৈরবস্যৈব নৃহরিঃ পূজিতো ভবেৎ ॥
যো পশ্যন্তি তয়োর্ভেদং মায়য়া মোহিতা জনাঃ
নিরয়ে তে বিপচ্যন্তে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৫৫
তস্মাৎ পূজ্যা সদা মূর্ত্তী রুদ্রনারায়ণাত্মিকা।
প্রীতা ভূত্বা ভগবতী ভবত্যজ্ঞানহারিণী ॥৫৬
এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তো ময়ান্ধকবধো দ্বিজাঃ

সোম! (উমাসহচর) হে অয়নমধ্যমায়! (যাঁহার প্রাপ্তিপথ মধ্যে মায়া অন্তরায়-রূপে বিরাজমানা * আপনি সহস্র-চন্দ্র সূর্য্যসমূহমূর্ত্তি, শশিপাবক-দিনকর-রূপ-নয়নত্রয়সম্পন্ন এবং হিরণ্যবাহু; আপনাকে নমস্কার। অতি গুহ্য, গুহাশ্রয়, বেদান্তজ্ঞান-নির্ণীত, কালপরিচ্ছেদশূন্য, নির্ম্মলতেজো-নিলয় মহেশ্বর শিবকে নমস্কার। ভগবান্ পরমেশ্বর ভৈরব এই স্তবে প্রীত হইয়া শূলাগ্র হইতে অন্ধকাসুরকে অবতরণ করাইয়া বলিলেন,—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! তোমার স্তব-রাজে আমি সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করিয়াছি, তোমাকে দুর্লভ গাণপত্যপদ প্রদান করি-তেছি। হে বৎস! তুমি ভৃঙ্গী নামে খ্যাত, নন্দীশ্বরের সমান অনুচর হইলে। এই প্রকার বর লাভ করিয়া দৈত্যশ্রেষ্ঠ, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, নীলকণ্ঠ, ত্রিনয়ন, বৃষধ্বজ এবং জটাধর হইলেন। দেবগণ ভৈরব-সমীপস্থ গণরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর গণরূপী অন্ধক, শিবপার্শ্ববর্ত্তিনী শরণাগত-বৎসলা শিবা দেবী বিশ্বেশ্বরীকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্তব করিলেন, শিবা প্রীতমনে সেই অসুরকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই কালভৈরব মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া মতৃগণসমভিব্যাহারে পাতালে—যথায় ভগ-বান্ বিষ্ণুর তামসী নৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজিত, সেই স্থানে—নিজ নগরে গমন করিলেন। ভৈরব সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সেই ভৈরব ও বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি হইয়া গেল। যিনি কালাগ্নিভৈরব, তিনিই নৃসিংহ; আর যিনি ভগবান্ নৃসিংহ, তিনিই কালভৈরব। নৃসিংহপূজায় ভৈরব এবং ভৈরবপূজায় নৃসিংহ প্রীত হন; যে মায়ামূঢ় ব্যক্তি ভৈরব ও নৃসিংহের ভেদজ্ঞান করে, তাহার প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ হয়। অতএব রুদ্র-নারায়ণরূপিণী ভগবন্মূর্ত্তি অবশ্য পূজ্যা; প্রীত হইলে তিনি অজ্ঞান নাশ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! আমি সং-

---

* হে সোমায়ন! (চন্দ্রশেখর) আপনি মধ্যম, আপনাকে নমস্কার! ইত্যাদি নানা অর্থ এই অংশের হইতে পারে। তথাপি এ পাঠ প্রকৃত কিনা সন্দেহ।

প্রাদুর্ভাবো ভৈরবস্থ তস্থ চৈব পরাক্রমঃ ॥৫৭
ইমং যঃ পঠতেহধ্যায়ং মহাদেবস্থ সন্নিধৌ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ শিবস্থানুচরো ভবেৎ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে হিরণ্যাক্ষবধাদিকথনং নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ।
অন্ধকে নিহতে দৈত্যে তত্র রাজ্যে স্থিতঃ স্বয়ম্
কৃত্বা স সুচিরং কালং রাজ্যং পরমধার্ম্মিকঃ।
রাজ্যে বিরক্তো মতিমান্ শমাদিগুণসংযুতঃ॥
রাজ্যে মতিমতাং শ্রেষ্ঠো হ্যভিষিচ্য বিরোচনম্
তপোবনং গতঃ সোহথ বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৩
বিরোচনশ্চ নিহতো দেবদেবেন চক্রিণা।
বলিস্তস্যাভবৎ পুত্রো দৈত্যো ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥৪

ক্ষেপে অন্ধকাসুরবধ, ভৈরবের প্রাদুর্ভাব ও পরাক্রম এই কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি মহাদেবসমীপে এই অধ্যায় পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবআনুচর্য্য লাভ করে। ৪২—৫৮।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—হিরণ্যকশিপুর পুত্র দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদ, অন্ধক-দৈত্য নিহত হইলে দৈত্যরাজ্যে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন। বহুকাল রাজ্যভোগের পর নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক বশতঃ পরম ধার্ম্মিক প্রহ্লাদের রাজ্য-বৈরাগ্য হইল; তখন শমাদিগুণসম্পন্ন বাসুদেব-পরায়ণ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাজা, বিরোচনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, তপোবনে গমন করিলেন। দেবদেব চক্রপাণি

বদ্ধা নীতঃ স পাতালং দেবদেবেন চক্রিণা ॥৫
বাণাসুরস্তস্য সুতো ভক্তো বিশ্বেশ্বরে শিবে
দত্তং ভগবতা তস্মৈ গণপত্যমনুত্তমম্ ॥৬
তারশ্চ শম্বরশ্চৈব কপিলঃ শঙ্করস্তথা।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ বাণস্যৈতে সুতা দ্বিজাঃ ॥৭
কশ্যপাৎ সুরসা জজ্ঞে খেচরান্মুনিপুঙ্গবাঃ।
অনন্তাদ্যাঃ কাদ্রবেয়া ফণিনো বলবত্তরাঃ ॥৮
গন্ধর্ব্বান জনয়ামাস তথারিষ্টা তু কশ্যপাৎ।
বিনতা জনয়ামাস বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ।
পশ্বাদীন্ স্থাবরাস্তাংশ্চ তথান্যাঃ সুষুবুর্দ্বিজাঃ ॥৯
স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চৈব সমুৎপাদ্যাথ কশ্যপঃ।
পুনঃ সন্তানবৃদ্ধ্যর্থং ততাপ পরমং তপঃ ॥১০

বিরোচনকে নিহত করিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ বলি। চক্রপাণিই তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পাতালে লইয়া যান। তাঁহার পুত্র বাণাসুর, বিশ্বেশ্বর শিবের ভক্ত ছিলেন; ভগবান্ শিব, তাঁহাকে অত্যুত্তম গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন। হে দ্বিজগণ! তার, শম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভানু ও বৃষপর্ব্বা ইহারা দনুর * পুত্র। হে মুনিবরগণ! সুরসা কশ্যপের ঔরসে খেচর সর্পগণকে উৎপাদন করেন। অনন্ত প্রভৃতি অতি বলবান্ ফণিগণ কদ্রুর পুত্র। ১—৮। অরিষ্টা কশ্যপের ঔরসে গন্ধর্ব্বগণকে উৎপাদন করেন। বিনতা বিখ্যাত গরুড় এবং অরুণের জননী। যক্ষ ও রাক্ষসগণ স্বধার (স্বসার) সন্তান; অপ্সরোগণ মুনির সন্তান †। হে দ্বিজগণ! কশ্যপের অন্যান্য

* মূলে "বাণস্যৈতে" আছে। কিন্তু "দনোরেতে" হইলে পুরাণান্তর-বিরোধ-পরিহার ও সুসঙ্গতি হয়।

† "স্বসাং (ধা) তু যক্ষরক্ষাং স মুনিরপ্সরসস্তথা।" বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ।

মূলে এই অংশ যোজিত হইবে। বিষ্ণু-মূলে কশ্যপপত্নীগণের মধ্যে "স্বধা" নাম্নী

তপঃপ্রভাবাৎ সম্ভূতৌ বৎসরশ্চাসিতঃ সুতৌ
নৈধ্রুবো বৎসরাজ্জাতো রৈভ্যশ্চৈব মহামতিঃ
সুমেধা সুষুবে পুত্রান্ নৈধ্রুবাৎ কুণ্ডপায়িনঃ।
অসিতাদেকপর্ণায়াং সমভূদ্দেবলো মুনিঃ॥১২
আরাধ্য দেবলঃ শম্ভুং পরাং সিদ্ধিমবাপ্তবান্।
শাণ্ডিল্যো দেবলাজ্জাত এতেঽপত্যাস্তু কাশ্যপাঃ
তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিঃ কন্যামিলবিলাভিধাম্।
পুলস্ত্যায় দদৌ তস্যাং বিশ্রবাঃ সমজায়ত॥১৪
পুষ্পোৎকটা তথা বাকা কৈকসী দেববর্ণিনী।
চতস্রঃ পত্ন্যস্তস্য পৌলস্ত্যস্য মহাত্মনঃ॥ ১৫
কুবেরো দেববর্ণিন্যাং কৈকস্যাং রাবণস্তথা।
কুম্ভকর্ণঃ শূর্পণখা তথৈব চ বিভীষণঃ॥ ১৬

পত্নী হইতে পশু আদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণী সকল উৎপন্ন হইল। কশ্যপ এইরূপে স্থাবর জঙ্গম উৎপাদন করিয়া, পুনর্ব্বার প্রজাবৃদ্ধির জন্য পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপঃপ্রভাবে কশ্যপের বৎসর ও অসিত নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইলেন। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব এবং মহামতি রৈভ্য। নৈধ্রুবের ঔরসে সুমেধা 'কুণ্ডপায়ী' নামক পুত্রগণকে উৎপাদন করিলেন। অসিতের ঔরসে এক-পর্ণার গর্ভে দেবল মুনি উৎপন্ন হইলেন। দেবল শিবকে আরাধনা করিয়া, পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্য। এই হইল কশ্যপবংশ। রাজর্ষি তৃণবিন্দু, ইলবিলা নাম্নী কন্যা পুলস্ত্যকে দান করিলেন পুলস্ত্যের ঔরসে ইলবিলার গর্ভে বিশ্রবার উৎপত্তি। মহাত্মা পুলস্ত্য-তনয়ের চারি পত্নী—পুষ্পোৎকটা, বাকা, কৈকসী এবং দেববর্ণিনী। কুবের, দেববর্ণিনীর গর্ভে; রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা এবং বিভীষণ কৈক-সীর গর্ভে; মহোদর, প্রহস্ত এবং মহাপার্শ্ব এই তিন পুত্র এবং কুম্ভীনসী-নাম্নী কন্যা

পত্নীর কথা আছে; স্বধা ও স্বসা এই জনেরই নাম। অথবা লিপিকরপ্রমাদে বর্ণবৈপরীত্য ঘটিয়াছে।

পুষ্পোৎকটায়ামভবংস্ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চ কন্যকাঃ।
মহোদরঃ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্বস্তথাপরঃ।
তথা কুম্ভনসী কন্যা তস্য বিশ্রবসো দ্বিজাঃ॥১৭
ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিদ্যুজ্জিহ্বো মহাবলঃ।
বাকায়ামভবন্ পুত্রা রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ॥১৮
ভূতা মৃগাঃ পিশাচাশ্চ সর্ব্বে বৈ দংষ্ট্রিণস্তথা।
পৌলস্ত্যা ইতি তে সর্ব্বে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ
ভৃগোঃ সকাশাদভবচ্ছুক্রো দৈত্যগুরুর্মহান্।
প্রাপ্তা সঞ্জীবিনী বিদ্যা যেন শুক্রেণ ধীমতা॥
মহাদেবং সমারাধ্য পুরা বদরিকাশ্রমে।
জরামরণনির্ম্মুক্তো বজ্রকায়ো মহামুনিঃ।
যোগাচার্য্য ইতি খ্যাতঃ প্রসাদাদ্গিরিজাপতেঃ
অনসূয়া তু সুষুবে ক্রমাৎ পুত্রত্রয়ং দ্বিজাঃ।
দত্তাত্রেয়ং চন্দ্রমসং তথা দুর্ব্বাসসং মুনিম্॥২২
আত্রেয়া ইতি তে খ্যাতা নিরপত্যস্তথা ক্রতুঃ
বসিষ্ঠায় দদৌ কন্যাং নারদো মুনিপুঙ্গবাঃ।
অরুন্ধতীমরুন্ধত্যাং শক্তির্নাম বভূব হ॥২৪
শক্তেঃ পরাশরস্তস্মাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।

পুষ্পোৎকটার গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে উৎপন্ন। হে দ্বিজগণ! ত্রিশিরা, দূষণ এবং মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস পুত্রত্রয় বাকাগর্ভে সম্ভূত। ভূত, মৃগ, পিশাচ ও দংষ্ট্রিগণ পুলস্ত্যবংশসম্ভূত। কশ্যপ মরীচির পুত্র। দৈত্যগুরু বিখ্যাত শুক্র ভৃগু হইতে উৎপন্ন। এই ধীমান্ শুক্র পূর্ব্বকালে বদরিকাশ্রমে শিবারাধনা করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতেই সেই মহামুনি জরামরণ-মুক্ত বজ্র-দৃঢ়-দেহ হইয়াছেন। আর পার্ব্বতীপতির প্রসাদে যোগাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। ৯—২১। হে দ্বিজগণ! অনসূয়া ক্রমে এই পুত্রত্রয় প্রসব করেন,—দত্তাত্রেয়, চন্দ্রমা এবং দুর্ব্বাসা মুনি। ইঁহারা আত্রেয় (অত্রিপুত্র) বলিয়াই বিখ্যাত। ক্রতু নিঃসন্তান। হে মুনিপুঙ্গব-গণ নারদ অরুন্ধতী নাম্নী কন্যা বসিষ্ঠকে দান করেন, অরুন্ধতীগর্ভে শক্তির উৎপত্তি; পরাশর শক্তির পুত্র, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরাশর-

দ্বৈপায়নাচ্ছুকো জজ্ঞে পঞ্চ পুত্রাঃ শুকস্য তে
ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ।
কন্যা কীর্ত্তিমতী নাম বংশা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ
কশ্যপাদদিতির্লেভে ভাস্করং তেজসাধিকম্।
সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা চ্ছায়া ভানোর্ভার্য্যাঃ
স্মৃতাস্ত্বিমাঃ। ২৭
সুতে সূর্য্যান্মনুং সংজ্ঞা যস্য বংশেঽভবন্ নৃপাঃ
যমঞ্চ যমুনাঞ্চৈব রাজ্ঞী রেবতমেব চ ॥২৮
প্রভা প্রভাতমাদিত্যাচ্ছায়া সাবর্ণিমেব চ।
শনিঞ্চ তপতীঞ্চৈব বিষ্টিঞ্চৈব যথাক্রমম্ ॥২৯
ইক্ষ্বাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ নাভাগো হ্যরিষ্টঃ করুষস্তথা ॥ ৩০
বৃষধ্বজো মহাতেজা নব বৈবস্বতাঃ সমাঃ।
ইলা জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ কন্যা এতাস্ত্রয়ঃ স্মৃতা ॥
ইক্ষ্বাকোশ্চাভবৎ পুত্রো বিকুক্ষিরিতি বিশ্রুতঃ
তস্য পুত্রশতস্যাসীৎ ককুৎস্থো জ্যেষ্ঠ ঈরিতঃ
তস্মাৎ সুযোধনো জজ্ঞে পৃথুস্তস্য
সুতোঽভবৎ।

বিশ্বকস্তস্য পুত্রোঽভূদ্দমকস্তস্য বৈ সুতঃ। ৩৩
তস্মাচ্ছর্য্যাতিরভবদ্যুবনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ।
শ্রাবস্তিস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা ॥
তস্মাৎ কুবলয়ঃ খ্যাতো ধুন্ধুমারিস্ততোঽভবৎ
ধুন্ধুমারেস্ত্রয়ঃ পুত্রা দৃঢ়াশ্বাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৩৫
দৃঢ়াশ্বস্য চ দায়াদো হরিশ্চন্দ্রস্ততোঽভবৎ।
রোহিতস্তস্য পুত্রোঽভূদ্রোহিতস্যাপি
তৎসুতঃ।
ধুন্ধুস্তস্মাদভূৎ পুত্রো ধুন্ধোঃ পুত্রৌ বভূবতুঃ ॥
সুদেবো বিজয়শ্চৈব কুরুকো বিজয়াৎ স্মৃতঃ।
বৃকোঽথ কুরুকাজ্জজ্ঞে তস্মাদ্বাহুরভূৎ সুতঃ ॥
সগরস্তস্য পুত্রোঽভূৎ পৌত্রস্তস্যাংশুমান্ স্মৃতঃ
তস্য পুত্রো দিলীপস্তু তস্মাজ্জজ্ঞে ভগীরথঃ ॥৩৮
প্রীতোঽভূৎ তপসা শম্ভুর্দদৌ বরমনুত্তমম্।
গঙ্গাং বভার শিরসা রক্ষার্থং জগতাং হরঃ।
দশাযুতানাং বর্ষাণি দ্বিসহস্রং শতদ্বয়ম্ ॥ ৩৯

নন্দন। দ্বৈপায়নের পুত্র, শুক; শুকের পঞ্চ পুত্র ও এক কন্যা। ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ এবং গৌর। কন্যার নাম কীর্ত্তিমতী। এই বংশ কীর্ত্তিত হইল। অদিতি, কশ্যপ হইতে অতিতেজা সূর্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, প্রভা এবং ছায়া সূর্য্যের এই চারি পত্নী। সংজ্ঞা সূর্য্য হইতে (বৈবস্বত) মনুকে উৎপাদন করেন; এই বংশে রাজগণের জন্ম হয়। যম এবং যমুনাও সংজ্ঞাসম্ভূত। রেবত রাজ্ঞীর গর্ভে উৎপন্ন। সূর্য্যের ঔরসে প্রভা, প্রভাতকে এবং ছায়া সাবর্ণি মনু, শনি, তপতী ও বিষ্টিকে ক্রমে উৎপাদন করিলেন। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, অরিষ্ট, করুষ এবং মহাতেজা বৃষধ্বজ এই নয় জন বৈবস্বত মনুর সমগুণসম্পন্ন পুত্র, আর ইলা, জ্যেষ্ঠা এবং বরিষ্ঠা এই তিন কন্যা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির শত পুত্র; জ্যেষ্ঠ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র সুযোধন, সুযোধনের পুত্র পৃথু, পৃথুপুত্র বিশ্বক, বিশ্বকের পুত্র দমক। শর্য্যাতি দমক হইতে উৎপন্ন, শর্য্যাতিপুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব পুত্র শ্রাবস্তি; শ্রাবস্তী নগরী ইঁহার নির্ম্মিত। শ্রাবস্তিপুত্র কুবলয়, তাঁহার পুত্র ধুন্ধুমারি, ধুন্ধুমারির দৃঢ়াশ্ব প্রভৃতি তিন মহাতেজা পুত্র। দৃঢ়াশ্ব-সন্তান হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র-পুত্র রোহিত, রোহিতপুত্র হরিত, * হরিত-পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর দুইপুত্র—সুদেব এবং বিজয়। বিজয়পুত্র কুরুক, বৃক কুরুকের পুত্র; বৃকপুত্র বাহু, বাহুর পুত্র সগর, সগরের পৌত্র অংশুমান (পুত্রগণ রাজ্য প্রাপ্ত না হওয়াতে পৌত্রের উল্লেখ আছে), তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপপুত্র ভগীরথ।২২—৩৮। শিব, ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হইয়া অত্যুত্তম বর প্রদান করেন, তাহাতে জগৎ-রক্ষার্থ, দশঅযুত দুইহাজার দুই শত বৎসর মস্তকে

---

* 'পুত্রোঽভূদ্ধরিতশ্চাপি তৎসুতঃ" মূলের পাঠ হইবে।

মহাদেবাদ্বরং লব্ধা রাজ্যং কৃত্বা ভগীরথঃ।
বিরক্তো রাজ্যভোগেভ্যো বিশ্বং মত্বেন্দ্রজালবৎ
জাবালং সমনু প্রাপ্য তত্তজ্জ্ঞানং শিবাত্মকম্।
মুনেরনুগ্রহাল্লব্ধ্বা পরাং সিদ্ধিং গতো নৃপঃ ॥৪১
শ্রুতস্তস্যাভবৎ পুত্রো নাভাগস্তৎসুতোঽভবৎ
সিন্ধুদ্বীপস্ততো জজ্ঞে অযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥ ৪২
ঋতুপর্ণশ্চ তৎপুত্রঃ সুধামা তৎসুতোঽভবৎ।
যস্মৈ দত্তং ভগবতা গাণপত্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৩
কল্মাষপাদস্তৎপুত্রঃ ক্ষেত্রজস্তৎসুতোঽশ্মকঃ।
ঋষের্বসিষ্ঠাদ্বিপ্রেন্দ্রান্নকুলস্তৎসুতোঽভবৎ ॥৪৪
নকুলস্যাভবৎ পুত্রো নাম্না শতরথো নৃপঃ।
অভূদিলবিলস্তস্মাদ্‌বৃদ্ধশর্ম্মা ততোঽভবৎ ॥৪৫
তস্মাদ্‌বিশ্বসহো নাম খট্বাঙ্গস্তৎসুতোঽভবৎ।
দীর্ঘবাহুস্ততো জজ্ঞে রঘুস্তস্যাভবৎ সুতঃ ॥৪৬
রঘোরজশ্চ বিখ্যাতো রাজা দশরথস্ততঃ।
তস্য পুত্রাশ্চ চত্বারো ধর্ম্মজ্ঞা লোকবিশ্রুতাঃ ॥৪৭
রামোঽথ ভরতশ্চৈব তৃতীয়ো লক্ষ্মণঃ স্মৃতঃ।
চতুর্থশ্চৈব শত্রুঘ্নো রামো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্পো মহাদেবপরায়ণঃ ॥ ৪৮
সীতা তস্যাভবদ্ভার্য্যা পার্ব্বত্যংশসমুদ্ভবা।
জনকেন পুরা গৌরী তপসা তোষিতা যতঃ ॥
জনকায় দদৌ শম্ভুঃ প্রীতো ধনুরনুত্তমম্।
তদ্ধনুর্ভঞ্জয়ামাস জনকস্য গৃহে স্থিতম্ ॥ ৫০
দৃষ্ট্বা পরাক্রমং তস্য রামস্য গুণশালিনঃ।
জনকঃ প্রদদৌ তস্মৈ সীতাং ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥
পিত্রা কৃতোঽভিষেকার্থং রামো রাজ্যস্য বৈ যদা।
বারয়ামাস কৈকেয়ী তদা রাজ্ঞঃ প্রিয়া বধূঃ ॥৫২
রাজংস্ত্বয়া বরো দত্তঃ পূর্ব্বমেব যতঃ প্রভো।
রাজানং মৎসুতং তস্মাদ্‌ভরতং কর্ত্তুমর্হসি ॥৫৩
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজ্যে তমভিষিচ্য সঃ।
প্রেষয়ামাস তং রামং বনং প্রতি সলক্ষ্মণম্ ॥৫৪
বনং গত্বা নিবসতো ভার্য্যাং দৃষ্ট্বাথ রাক্ষসঃ।
রাবণো নাম পৌলস্ত্যো নীত্বা লঙ্কাং পুনর্যযৌ

গঙ্গা ধারণ করেন। ভগীরথ শিববর-প্রাপ্তির পর রাজত্ব করিয়া জগৎকে ইন্দ্রজালবৎ মনে করিয়া রাজ্যভোগ হইতে বিরক্ত হইলেন। তখন তিনি জাবালমুনির প্রপন্ন হইয়া তাঁহার অনুগ্রহে অত্যুত্তম শিবজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ভগীরথ পুত্র শ্রুত, শ্রুত-পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধু-দ্বীপ হইতে অযুতায়ুর জন্ম। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুধামা;—ভগবান্ শিব এই সুধামাকে অত্যুত্তম গাণপত্য পদ প্রদান করিবেন। সুধামার পুত্র কল্মাষ-পাদ, কল্মাষপাদের ক্ষেত্রজ পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি-সম্ভূত অশ্মক। অশ্মকপুত্র নকুল, নকুলের পুত্র রাজা শতরথ। শতরথের পুত্র ইল-বিল, বৃদ্ধশর্ম্মা তাঁহা হইতে উৎপন্ন। বিশ্বসহ বৃদ্ধশর্ম্মা হইতে উৎপন্ন; খট্বাঙ্গ তাঁহার পুত্র, খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, রঘু দীর্ঘবাহুর পুত্র, অজ, রঘুর পুত্র; রাজা দশরথ অজ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার লোকবিশ্রুত ধর্ম্মজ্ঞ চারি পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন; রাম স্বয়ং নারায়ণ। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং শিবপরায়ণ। তাঁহার ভার্য্যা জানকী। জনক পূর্ব্বকালে তপস্যা দ্বারা ভবানীকে আরাধনা করাতে ইনি পার্ব্বতীর অংশে উৎপন্না হন। শিব প্রীত হইয়া জনক রাজাকে অত্যুত্তম শরাসন দান করেন। শ্রীরাম জনকগৃহস্থিত সেই ধনু ভগ্ন করিলেন।৩১-৫০। ব্রহ্মজ্ঞ-প্রধান জনক, গুণশালী শ্রীরামের পরাক্রম দর্শনে তাঁহাকে সীতা দান করিলেন। পিতা দশরথ যখন রামের রাজ্যাভিষেক উদ্‌যোগ করেন, তখন তাঁহার প্রিয় বনিতা কৈকেয়ী তাহা নিবারণ করিলেন। (তিনি বলিলেন) হে প্রভো! রাজন্! আপনি পূর্ব্বে যে বর দিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার পুত্র ভরতকে আপনার রাজা করিতে হইবে। কৈকেয়ীর এইরূপ কথা শুনিয়া দশরথ ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রামকে লক্ষ্মণের সহিত বনে পাঠাইলেন। পৌলস্ত্য রাবণ রাক্ষস,

অদৃষ্ট্বা তাং ততঃ সীতাং দুঃখিতৌ রামলক্ষ্মণৌ
সখ্যং বানররাজেন গত্বা দাশরথির্দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
সুগ্রীবস্য সখা বীরো হনূমান্ নাম বানরঃ ।
গত্বাথ রাবণপুরীমপশ্যজ্জনকাত্মজাম্ ॥ ৫৭
অশ্রুপূর্ণেক্ষণাং সীতামিন্দীবরনিভাননাম্ ॥
বিশ্বাসার্থং দদৌ তস্যৈ রামস্যৈবাঙ্গুলীয়কম্
দৃষ্ট্বাঙ্গুলীয়কং সীতা প্রহৃষ্টা চ তদাভবৎ ॥ ৫৯
সমাশ্বাস্য ততঃ সীতাং প্রযযৌ রাঘবান্তিকম্ ॥
রামস্তমাগতং দৃষ্ট্বা প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনঃ ।
শ্রুত্বা তদ্বচনাদ্বৃত্তং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৬১
সেতুং কৃত্বাথ রক্ষোভির্যুদ্ধং কৃত্বা মহামনাঃ ।
নিহত্য রাবণং রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ সুব্রতঃ ।
আনয়ামাস তাং সীতামশোকবনমধ্যগাম্ ॥৬২
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং সেতুমধ্যেঽথ রাঘবঃ ।
লব্ধবান্ পরমাং ভক্তিং শিবে শিবপরাক্রমঃ ।
রামেশ্বর ইতি খ্যাতো মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৬৪
অভিষিক্তস্ততো রাজ্যে রামো রাজীব-
লোচনঃ ।
পালয়ন্ পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্ম্মেণ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
অযজদ্দেবদেবেশমশ্বমেধেন শঙ্করম্ ॥ ৬৫
তস্য প্রসাদাৎ স্বপদং প্রাপ্তবানথ রাঘবঃ ॥ ৬৬
এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং রামস্য চরিতং ময়া ।
ইদং বিস্তরতো বিপ্রাঃ প্রোক্তংবাল্মীকিনা পুনঃ
কুশশ্চৈকো লবশ্চান্যঃ পুত্রৌ রামস্য সুব্রতৌ ।
সত্যসন্ধৌ মহাবীর্য্যৌ মহাদেবপরায়ণৌ ॥৬৮
অতিথিশ্চ কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তৎসুতোঽভবৎ ।
নলস্তস্যাভবৎ পুত্রো নভস্তস্যাভবৎ সুতঃ ॥৬৯
ততশ্চন্দ্রাবলোকশ্চ তারাপীড়স্ততোঽভবৎ ।
ততশ্চন্দ্রগিরির্নাম ভানুজিৎ তৎসুতোঽভবৎ
এতে সর্ব্বে নৃপাঃ প্রোক্তা ইক্ষাকুকুলসম্ভবাঃ ।

বনবাসী রামের (অলোক-সামান্য রূপবতী) ভার্য্যা দর্শনে (লোভান্ধ হইয়া) তাঁহাকে লঙ্কায় হরণ করিয়া লইয়া গেল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর দশরথ-নন্দন রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে অগ্রসর হইয়া বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। সুগ্রীব সচিব বানর বীর হনুমান, রাবণ-পুরীতে গমন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়না নীলকমল-লোচনা জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলেন। হনূমান্ সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সেই শ্রীরামেরই একটী অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দিলেন। সীতা অঙ্গুরীয় দর্শনে আনান্দতা হইলেন। অনন্তর হনূমান্ সীতাকে আশ্বাস দিয়া শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীরাম, হনূমানকে আগত দেখিয়া অতি আনন্দে উৎফুল্ল নেত্রে হনূমানের প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর মহামনা রাম, সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক (লঙ্কায় গিয়া) রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃ-গণ-সমভিব্যাহারে রাবণকে নিহত করিলেন। অনন্তর অশোক-বনমধ্যস্থিতা সীতাকে আনয়ন করিলেন। শিবপরাক্রম রঘুনন্দন রাম, সেতুমধ্যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া শিব-ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই সেতু-মধ্য-প্রতিষ্ঠিত পিনাকপাণি মহাদেব রামেশ্বর নামে খ্যাত। রামেশ্বর শিবের দর্শনমাত্রে ব্রহ্ম-হত্যা দূর হয়। হে মুনিবরগণ! অনন্তর রাজীবলোচন রাম রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করত অশ্ব-মেধ যজ্ঞে দেবদেব শিবকে পূজা করিলেন। অনন্তর রাঘব, তাঁহার প্রসাদে স্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। আমি রামচরিত্র সংক্ষেপে বলিলাম; হে বিপ্রগণ! বাল্মীকি ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। রামের দুই পুত্র—লব এবং কুশ; উভয়েই সুব্রত, সত্যসন্ধ, মহাবীর্য্য, শিবপরায়ণ। কুশের পুত্র অতিথি। অতিথির পুত্র নিষধ। তাঁহার পুত্র নল, নলের পুত্র নভ। নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক, তাঁহার পুত্র তারাপীড়। তাঁহার পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি-পুত্র ভানু-জিৎ। এই সকল রাজা ইক্ষাকু কুল-সম্ভূত।

ত্মানো মহাসত্ত্বাঃ কীর্ত্তিমন্তো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৭১
ং যঃ পঠতে নিত্যমিক্ষ্বাকোর্বংশমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৭২

তি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে প্রহ্লাদরাজ্যারোহণাদীক্ষ্বাকু-
কুলসম্ভবনৃপমালিকান্তকথনং নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

নঃ পুরূরবাশ্চাসীদ্ রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
র্বশ্যাং জনয়ামাস ষট্ পুত্রান্ প্রথিতৌজসঃ॥
ায়ুর্দ্ধায়ুরমায়ুশ্চ বিশ্বায়ুশ্চ ততঃ পরঃ।
তায়ুশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ ষড়েতে দেবযোনয়ঃ ॥২
ায়োঃ পঞ্চ সুতাঃ খ্যাতাঃ স্বর্ভানুতনয়াত্মজাঃ
্যেষ্ঠস্তেষামভূৎ পুত্রো নহুষো লোকবিশ্রুতঃ
পিত্রাঃ পিতৃকন্যায়াং নহুষাৎ পঞ্চ সূনবঃ।

হারা সকলেই ধর্ম্মাত্মা, মহাসত্ত্ব, কীর্ত্তিমান্ ং দৃঢ়ব্রত। যে ব্যক্তি, এই সর্ব্বোত্তম াকুবংশ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ-হইয়া সূর্য্যলোকে সাদর বসতি প্রাপ্ত । ৫১—৭৩।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ইলার পুত্র পুরূরবা ম পরম-ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি থতেজা ছয় পুত্রকে উর্ব্বশী-গর্ভে উৎ-দন করিলেন; তাঁহাদের নাম—আয়ু, ু, অমায়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু এবং শ্রুতায়ু। ারা ছয়জনেই দেবযোনি। স্বর্ভানুতন-: গর্ভে আয়ুর পঞ্চপুত্র; তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ াক-বিখ্যাত নহুষ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তৃলোকের কন্যার গর্ভে নহুষের পঞ্চ পুত্র,

বিরজায়াং মুনিশ্রেষ্ঠা যযাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥৪
দ্বে চ ভার্য্যে যযাতেস্তু প্রথমা শুক্রকন্যকা।
দেবযানীতি বিখ্যাতা দ্বিতীয়া বৃষপর্ব্বণঃ।
সুতাসুরস্য শর্ম্মিষ্ঠা তয়োর্বক্ষ্যামি সন্ততিম্ ॥৫
দেবযানী তু সুষুবে যদুং তুর্ব্বসুমেব চ।
দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা সুষুবে সুতান্॥৬
অভিষিচ্য পুরুং রাজা যবীয়াংসমনিন্দিতম্।
বৈরাগ্যযুক্তো মতিমান্ যযাতিঃ প্রযযৌ বনম্
যোঽয়ং প্রসিদ্ধঃ শতজিদ্যদোঃ সমভবৎ সুতঃ
হৈহয়ঃ শতজিৎপুত্রো ধর্ম্মস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥৮
ধর্ম্মনেত্রঃ সুতস্তস্য ধনকস্তৎসুতোঽভবৎ।
ধনকস্য তু দায়াদঃ কৃতবীর্য্যো মহাযশাঃ ॥ ৯

আর বিরজার গর্ভে যযাতি নামে খ্যাত পুত্র উৎপন্ন হন *। যযাতির দুই পত্নী;—প্রথমা শুক্রকন্যা দেবযানী, দ্বিতীয়া বৃষপর্ব্বা অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। সেই উভয় ভার্য্যার সন্তান কীর্ত্তন করিতেছি। যদু ও তুর্ব্বসু দেবযানীর প্রসূত। দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র। ধীমান্ যযাতি কনিষ্ঠপুত্র প্রশংসনীয় পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বৈরাগ্যযোগে বন-গমন করিলেন। প্রসিদ্ধ শতজিৎ যদুর পুত্র, শতজিতের পুত্র হৈহয়, হৈহয়পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-পুত্র—ধর্ম্মনেত্র; তাঁহার পুত্র ধনক; ধনকের পুত্র † মহাযশা কৃতবীর্য্য।১-৯। (কৃতবীর্য্যের

---

* অথবা পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে যযাতি বিখ্যাত।

† এখানে এবং পরেও কতিপয় স্থলে মূলে "দায়াদ" পদ আছে; দায়াদের অর্থ উত্তরাধিকারী। আমি অনুবাদ করিয়াছি—পুত্র বলিয়া। মূলের পুত্র শব্দ ও দায়াদ শব্দকে সমান অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা সর্ব্বপুরাণের সঙ্গতিরক্ষা হয় না। আমি সর্ব্বত্রই পুত্র শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহার অর্থ যথাসম্ভব পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি বুঝিবে।

কার্ত্তবীর্য্যঃ কৃতাগ্নিশ্চ কৃতবর্ম্মা তথা পরঃ।
কার্ত্তবীর্য্যস্তু নৃপতেঃ পুত্রাণাঞ্চ শতন্ত্বভূৎ॥ ১০
তত্র পঞ্চ মহাত্মানঃ শূরসেনাদয়ো নৃপাঃ।
মহাদেবাল্লব্ধবরা মহাদেবপরায়ণাঃ॥ ১১
জয়ধ্বজস্তু মতিমান্ নারায়ণপরায়ণঃ।
জয়ধ্বজস্য দায়াদাস্তালজঙ্ঘা ইতি স্মৃতাঃ॥ ১২
তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ সর্ব্বে তে যাদবাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩
বিশ্রুতস্তস্য দায়াদস্তস্য পত্নী পতিব্রতা
রমমাণস্তয়া রাজা কদাচিদ্‌যমুনাতটে।
অপশ্যদুর্ব্বশীং তত্র বীণাবাদনলালসাম্॥ ১৪
উর্ব্বশীমব্রবীদ্ রাজা স্মরবাণেন পীড়িতঃ।
ত্বয়াহ' রন্তুমিচ্ছামি ত্বং মাং রন্তুমিহার্হসি॥ ১৫
সা নৃপস্য বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তং মদনোপমম্।
ক্রীড়মানা তদা তেন চিরকালং সহোর্ব্বশী॥১৬
গতে বর্ষসহস্রে তু বিরক্তঃ কামভোগতঃ।
অহোর্ব্বশীং গমিষ্যামি স্বপুরীমিতি বিশ্রুতঃ॥১৭
ভোগেনৈতাবতা নালমবোচদিতি সা পুনঃ।
ন গন্তব্যং ত্বয়া রাজন্ স্থাতব্যং প্রীতয়ে মম॥
অব্রবীৎতাংততো রাজা পুরীংগত্বা যশস্বিনী
আগমিষ্যাম্যহং ক্ষিপ্রমহং পরিসরং তব॥১৯
প্রাপ্তানুজ্ঞস্ততো রাজা জগাম স্বপুরীং প্রতি
দৃষ্ট্বা পতিব্রতাং ভার্য্যামভবদ্ভয়বিহ্বলঃ॥২০
চেষ্টিতং তস্য সা জ্ঞাত্বা মহিম্না স্বেন ভামিনী।
মা ভৈষীরিতি তং প্রাহ ভর্ত্তারং সা পতিব্রতা
ন দোষস্তবরাজেন্দ্র সর্ব্বং কামস্য চেষ্টিতম্।
কামেন স্বর্গমাপ্নোতি কামেন নরকং ততঃ।
বিধিনা সেবিতঃ কামঃ স্বর্গদঃ শ্বভ্রমন্যথা॥২২
তস্মাৎ ত্বয়া নরপতে বিধিং হিত্বা স সেবিতঃ
তস্মাৎ পাপং মহজ্জাতং কুরু পাপবিশোধনম্
ভার্য্যানিগদিতং শ্রুত্বা যযৌ কণ্বাশ্রমং প্রতি।
জ্ঞাত্বা তদ্বচনাচ্ছুদ্ধিং জগাম হিমবদ্গিরিম্॥২৪

তিন পুত্র) কার্ত্তবীর্য্য, কৃতাগ্নি এবং কৃতবর্ম্মা। কার্ত্তবীর্য্য-রাজার শত পুত্র, তন্মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র মহাত্মা নরপতি; তাঁহারা শিব-পরায়ণ এবং শিব-বর-প্রাপ্ত। মতিমান্ জয়ধ্বজ (শূরসেনের পুত্র), তিনি হরিপরায়ণ ছিলেন; জয়ধ্বজের পুত্রগণ তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। ইঁহারা সকলেই যাদব নামে পরিচিত। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত, তাঁহার পত্নী পতিব্রতা। একদা যমুনাতীরে পত্নীসহ ক্রীড়াপরায়ণ রাজা, বীণাবাদন-লালসা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। তখন রাজা কামবাণ-পীড়িত হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন,—আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি আমার সহিত ক্রীড়া কর। উর্ব্বশী রাজার কথা শুনিয়া এবং সেই রাজাকে মদনোপম দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিলেন। রাজা বিশ্রুত সহস্র বর্ষ গতে, কামভোগে বিরক্ত হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন,—এতাদৃশ ভোগে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমি স্বীয় রাজধানীতে গমন করিব। তখন উর্ব্বশী বলিলেন,—রাজন্! যাইবেন না, আমার প্রীতির জন্য এখানে অবস্থান করুন। অনন্তর রাজা বলিলেন,—যশস্বিনী পুরীতে গিয়া শীঘ্র আবার তোমার নিকট আসিতেছি। তার পর রাজা উর্ব্বশীর অনুমতি পাইয়া স্বীয় নগরীতে গমন করিলেন। তথায় পতিব্রতা পত্নীকে দেখিয়া তিনি ভীতি-বিহ্বল হইলেন।১০—২০। ভামিনী পতিব্রতা স্বীয় মহিমায় পতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ভয় পাইবেন না; আপনার দোষ নাই, এসব মদনেরই কর্ম্ম; কাম হইতে স্বর্গলাভ ও কাম হইতে নরক প্রাপ্তি হয়। বিধিপূর্ব্বক কামসেবায় স্বর্গ ও অবিধিপূর্ব্বক কামসেবায় নরক হয়। হে নরনাথ! আপনি কিন্তু বিধি পরিত্যাগ করিয়া কামসেবা করিয়াছেন; অতএব মহাপাপ জন্মিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত করুন। রাজা পত্নীর কথা শুনিয়া কণ্বাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার বাক্যে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় অবগত হইয়া

মার্গেঽপশ্যৎ স গন্ধর্ব্বং বিশ্বাবসুমরিন্দমম্।
সকান্তং ক্রীড়মানং তং শোভিতং দিব্যমালয়া
দৃষ্ট্বা মালাং স রাজেন্দ্রঃ সস্মারাপ্সরসং তদা।
উর্ব্বশ্যা এব যোগ্যেষা মালা নান্যস্য কস্যচিৎ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা মালামাহর্ত্তুমুদ্যতঃ॥২৭
তেন সার্দ্ধং মহদ্যুদ্ধং গন্ধর্ব্বেণ নৃপোত্তমঃ।
কৃত্বা গৃহীত্বা তাং মালাং জগামাপ্সরসং প্রতি॥
অন্বিষ্যমাণঃ সকলাং বভ্রাম স বসুন্ধরাম্।
বনানি পর্ব্বতান দ্বীপান্ লোকান্ সর্ব্বানশেষতঃ
অটিত্বাপি চ নাপশ্যদুর্ব্বশীং রাজপুঙ্গবঃ।
অনুগ্রহান্মহেশস্য যা তিরোঽপ্যস্তি খেচরী॥৩০
ভ্রমমাণো মহর্লোকে সোঽপশ্যন্নারদং মুনিম্।
যথাবদভিবাদ্যাথ লজ্জিতঃ পার্শ্বগোঽভবৎ॥৩১
দৃষ্ট্বা তু কুশলং রাজ্ঞে নারদো মুনিপুঙ্গবঃ॥
অব্রবীন্নারদং রাজা চোর্ব্বশীদর্শনোৎসুকঃ।
ভগবন্নাগতং কস্মাৎ দৃষ্টা বাস্তি হি তত্র তু।
অস্তি চেচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ব্রবীতু ব্রহ্মণঃ সুত॥
রাজ্ঞো মনোগতং সর্ব্বং বিজ্ঞায় ভগবান্ মুনিঃ
যথাবৎ কুশলং তস্য নারদস্তং তথাব্রবীৎ॥৩৪
যত্রাসীদুর্ব্বশী দেবী মেরোর্দক্ষিণদেশতঃ।
সরশ্চ মানসং নাম তত্রাহং মেদিনীপতে॥৩৫
বিরিঞ্চেঃ কার্য্যমুদ্দিশ্য গত্বা পুনরিহাগতঃ।
গমিষ্যামি পুনস্তত্র যত্রাস্তে সত্যলোকপঃ॥৩৬
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং রাজানুজ্ঞাপ্য নারদম্
তং প্রদেশং গতস্তূর্ণং তত্রাপশ্যৎ স চোর্ব্বশীম্
মালাং নিবেদয়ামাস সা তয়ালঙ্কৃতাভবৎ।
রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং গতং বর্ষশতং পুনঃ॥ ৩৮
কদাচিৎ তমপৃচ্ছৎ সা রাজানং মুনিপুঙ্গবাঃ।
স্বকীয়ং নগরং গত্বা ভবতা তত্র কিং কৃতম্।
ব্রূহি রাজন্ মহাবাহো যদ্যস্মি তব বল্লভা॥

হিমালয় যাত্রা করিলেন; পথে দেখিতে পাইলেন, অরিন্দম বিশ্বাবসু গন্ধর্ব দিব্য-মালাবিভূষিত হইয়া কান্তা সহ ক্রীড়া করি-তেছে। সেই মালা দেখিয়া রাজশ্রেষ্ঠ বিক্রমতের উর্ব্বশীকে মনে পড়িল। "এ মালা উর্ব্বশীরই যোগ্য, আর কাহারও নহে" রাজা মনে মনে ইহা ভাবিয়া মালা আচ্ছিন্ন করিয়া লইতে উদ্যত হইলেন। রাজা গন্ধর্ব্বের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া মালা কাড়িয়া লইয়া অপ্সরার উদ্দেশে গমন করিলেন। উর্ব্বশীকে অন্বেষণ করত রাজা সমগ্র ভূম-ণ্ডল ভ্রমণ করিলেন। বন, পর্ব্বত, দ্বীপ এবং জনপদ সকল সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রমণ করিয়াও রাজা উর্ব্বশীর দর্শন পাইলেন না। কেননা সেই আকাশচারিণী অপ্সরা শিবের অনুগ্রহে তিরোহিত হইয়া অবস্থিত ছিল। তিনি যথাবিধি অভিবাদন করিয়া লজ্জিত-ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। মুনিপুঙ্গব নারদ, রাজাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উর্ব্বশী-দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত রাজা নারদকে বলিলেন, —ভগবন্! আপনি কোথা হইতে আসিতে-ছেন? উর্ব্বশীকে কি তথায় দেখিয়াছেন বা তিনি কি সেখানে আছেন? হে ব্রহ্ম-পুত্র! যদি থাকেন ত বলুন, শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ নারদ মুনি, রাজার মনোগত সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যথো-চিত কুশল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,— রাজন্! সুমেরুর দক্ষিণভাগে মানস সরো-বর, উর্ব্বশী তথায় অবস্থিত ছিলেন, আমি ব্রহ্মার কার্য্য উদ্দেশে তথায় গিয়াছিলাম, তথা হইতে এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে সত্য-লোকপতি যেখানে আছেন, পুনরায় তথায় যাইতেছি। রাজা, নারদ মুনির এই কথা শ্রবণে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই প্রদেশে শীঘ্র গমন করিয়া উর্ব্বশীর দর্শন-লাভ করিলেন, আর সেই মালা তাঁহাকে দিলেন। উর্ব্বশী সেই মাল্যে বিভূষিতা হইলেন। তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে রাজার পুনরায় শতবর্ষ অতীত হইল! হে মুনিপুঙ্গবগণ! উর্ব্বশী একদা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাবাহো রাজন্! স্বীয় রাজধানীতে গিয়া আপনি কি করিয়াছেন? আমাকে আপনি যদি ভালবাসেন ত তাহা বলুন। উর্ব্বশী এই

ইতি পৃষ্টস্তয়া রাজা প্রোবাচ তদশেষতঃ।
তস্যেরিতমথাকর্ণ্য রাজানং প্রত্যভাষত ॥ ৪০
ইত ঊর্দ্ধং ময়া সার্দ্ধং স্থাতব্যং নৈব সুব্রত।
শাপং দাস্যতি তে কণ্বো ভার্য্যা তব মমানঘ ॥
তয়া চোক্তোঽপি তন্বঙ্গ্যা ন তত্যাজ হ ঊর্ব্বশীম্।
জ্ঞাত্বাথ তস্য নির্ব্বন্ধমকরোদাত্মনস্তনুম্ ॥ ৪২
বলিভিঃ পলিতাকীর্ণাং তাং দৃষ্ট্বা রাজসত্তমঃ।
তৎক্ষণাদূর্ব্বশীং ত্যক্ত্বা তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৪৩
দ্বাদশাহান্যভূৎ রাজা কন্দমূলফলাশনঃ।
তাবৎকালঞ্চ বায়্বাশী ততঃ কণ্বাশ্রমং যযৌ ॥৪৪
দৃষ্ট্বা মুনিবরং শান্তং শিবধ্যানৈকতৎপরম্।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ পার্শ্বসংস্থিতঃ ॥৪৫
যদ্বৃত্তমাত্মনঃ সর্ব্বং মুনেঃ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
মুনির্বিদিত্বা তৎপাপমব্রবীৎ পাপশোধনম্ ॥৪৬
মুনিনা প্রেষিতো রাজা গত্বা বারাণসীং পুরীম্

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজার সেই কথা শুনিয়া উর্ব্বশী তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত! অতঃপর আপনার আমার সহিত অবস্থান বিধেয় নহে। হে অনঘ! কণ্ব আপনাকে এবং আপনার ভার্য্যা আমাকে অভিশাপ দিবেন। ২১-১৪। তন্বঙ্গী উর্ব্বশী একথা বলিলেও রাজা তাঁহাকে ছাড়িলেন না। উর্ব্বশী রাজার আগ্রহাতিশয় দর্শনে স্বীয় শরীরকে বলিপলিতাকীর্ণ জরাযুক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে রাজসত্তম, তৎক্ষণাৎ সেই উর্ব্বশীকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় স্থির-সংকল্প হইলেন। রাজা দ্বাদশদিন কন্দ-মূল-ফলমাত্র আহার করিয়া রহিলেন। অনন্তর দ্বাদশদিন বায়ু আহারে থাকিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে যাইলেন। শিবধ্যানৈকতৎপর শম-গুণাবলম্বী কণ্বমুনিকে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং স্বীয় চরিত্র মুনির নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলেন। মুনি তাঁহার পাপ বিদিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তনির্দ্দেশ করি-

স্নাত্বা সন্তর্প্য জাহ্নব্যাং দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং শিবম্।
মুক্তোঽসাবেনসো রাজা জগাম স্বপুরীং তদা।
বসূনি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত্বা রাজ্যমপালয়ৎ ॥ ৪৮
উর্ব্বশ্যাং বিশ্রুতাজ্জাতাঃ সপ্ত পুত্রা মহৌজসঃ ॥
ক্রোষ্টোর্যদুসুতস্যাসন্ বংশ্যাঃ সৎকীর্ত্তিশালিনঃ
শৃণুধ্বং তান্ মুনিশ্রেষ্ঠা মুখ্যানেব ন চাপরান্ ॥
ক্রোষ্টোর্বংশে ক্রথঃ খ্যাতো বিদর্ভঃ কোশলস্তথা।
সাত্বতশ্চ ততঃ খ্যাতো মহাভোজস্ততঃ পরঃ ॥
ভোজশ্চ সত্যভাক্ চৈব সত্যকঃ সাত্যকিস্তত
ক্রথকশ্চ সুষেণশ্চ সুভোজো নরবাহনঃ ॥ ৫২
আহুকো দেবকশ্চৈব শ্রীদেবো দেবসুব্রতঃ।
উগ্রসেনশ্চ কংসশ্চ বসুদেবো মহাযশাঃ ॥ ৫৩
উগ্রসেনস্য কন্যায়াং দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ভৃগোঃ শাপবশাদ্ বিষ্ণুঃ সম্ভূতস্ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৫৪
রোহিণী নাম যা পত্নী বসুদেবস্য শোভনা।
তস্যাং সঙ্কর্ষণো জাতো যোঽনন্তঃশেষসংজ্ঞিতঃ

লেন। মুনি রাজাকে কাশীতে পাঠাইলেন; তথায় গঙ্গাস্নান, তর্পণ এবং বিশ্বেশ্বর দর্শন করাতে পাপমুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী-গর্ভে বিশ্রুতের মহাতেজা সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হইলেন। যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশীয়গণ সকলেই সৎকীর্ত্তিশালী। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। তন্মধ্যে মুখ্য ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর; অপ্রধান ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতেছি না। ক্রোষ্টুবংশে ক্রথ, বিদর্ভ এবং কোশলের উৎপত্তি। অনন্তর সাত্বত, তৎপরে মহাভোজ, ভোজ, সত্যবাক্ সত্যক, সত্যকপুত্র সাত্যকি, ক্রথক, সুষেণ, সুভোজ, নরবাহন, আহুক, দেবক, শ্রীদেব, দেবসুব্রত, উগ্রসেন, কংস এবং মহাযশা বসুদেব উৎপন্ন হন। উগ্রসেন-কন্যা দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে ভৃগুশাপবশতঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। ৪২-৫৪। রোহিণী-নাম্নী

ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি পত্নয়ো মাধবস্য যাঃ।
তাসু জাতা হ্যসংখ্যাতাঃ প্রদ্যুম্নপ্রমুখাঃসুতাঃ॥
কৃষ্ণোঽপি দেবকীসূনুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
কৃতকৃত্যোঽপি যোগাত্মা মায়াবী বিশ্বভুক্ স্বয়ম্
তথাপি পূজয়ত্যেব ভগবন্তমুমাপতিম্।
লিঙ্গে সর্ব্বাত্মকং মত্বা মহাদেবং পিনাকিনম্ ॥৫৯
বরাংশ্চ বিবিধান্ লব্ধা তস্মাদ্দেবান্মহেশ্বরাৎ।
অজেয়স্ত্রিষু লোকেষু দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৬০
ন কৃষ্ণাদধিকস্তস্মাদস্তি মাহেশ্বরাগ্রণীঃ।
তস্মাৎ তৎপূজনাচ্ছম্ভুর্ভবত্যেব সুপূজিতঃ ॥৬১
হরেরবজ্ঞাকরণাত্তবেদীশঃ পরাঙ্মুখঃ।
তস্মাৎ পূজ্যঃ সদা শার্ঙ্গী মহাদেবপরায়ণৈঃ।
তদ্ভক্তৈশ্চ বিশেষেণ প্রীতয়ে গিরিজাপতেঃ॥
এষ বঃ কথিতো বংশো যদোঃ সংক্ষেপতো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং পঠতাং শৃণ্বতাং ভবেৎ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে পুরু-যদুবংশকথনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১

শোভনা বসুদেবপত্নীর গর্ভে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি; ইনি সাক্ষাৎ অনন্তদেব। মাধবের যে ষোড়শ সহস্র পত্নী, তাঁহাদের গর্ভে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অসংখ্য পুত্রের উৎপত্তি হয়। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ পরমাত্মা সনাতন; তিনি স্বয়ং যোগযুক্ত, মায়াবী, বিশ্বভোক্তা; তিনি নিত্যতৃপ্ত; তথাপি পিনাকী উমাপতি মহাদেবকে সর্ব্বস্বরূপে জ্ঞান করিয়া তিনি লিঙ্গে তাঁহাকে পূজা করেন। দেবদেব জনার্দ্দন, সেই দেবদেব মহেশ্বর হইতে বিবিধ বর লাভ করিয়া ত্রিলোকে অজেয় হইয়াছেন। কৃষ্ণ অপেক্ষা শৈবশ্রেষ্ঠ আর নাই; অতএব কৃষ্ণপূজা করিলেই শিব সুপূজিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করিলে শিব পরাঙ্মুখ হন। অতএব শিবপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুপূজা অবশ্য করিবে। আর বিষ্ণুভক্তগণও ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশে বিশেষ করিয়া শিবপূজা করিবে। হে দ্বিজগণ! এই যদুবংশ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় *। ৫৫—৬৩।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
মন্বন্তরাণি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
মনবঃ ষড়তীতাস্তে সপ্তমো বর্ত্ততে কিল॥ ১
তেষাং স্বায়ম্ভুবস্ত্বাদ্যস্ততঃ স্বারোচিষঃ স্মৃতঃ।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা॥ ২
স্বায়ম্ভুবস্তু কল্পাদাবন্তরং কথিতং ময়া॥
স্বারোচিষেঽন্তরে দেবাস্তুষিতা নাম তে স্মৃতাঃ
বিপশ্চিন্নাম দেবেন্দ্র ঋষীন্ বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্
ঊর্জ্জস্তম্ভস্তথা প্রাণো দাম্ভোঽথ ঋষভস্তথা।
তিমিরঃ শার্ব্বরীবাংশ্চ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ॥
উত্তমে ত্বন্তরে দেবাঃ সুধামানো দ্বিজোত্তমাঃ
প্রতর্দ্দনাঃ শিবাঃ সত্যাস্তুতশ্চ বশবর্ত্তিনঃ ॥৬

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! মন্বন্তর সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ছয় মনু অতীত হইয়াছেন, সপ্তম মনু বর্ত্তমান। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব, অনন্তর স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ (এই পঞ্চ মনু)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা কল্পারম্ভপ্রস্তাবে কীর্ত্তন করিয়াছি। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণ; ইন্দ্রের নাম বিপশ্চিৎ। এক্ষণে সপ্ত ঋষিগণের উল্লেখ করিতেছি;—ঊর্জ্জ, স্তম্ভ প্রাণ, দাম্ভ, ঋষভ, তিমির এবং শর্ব্বরীবান্ ইঁহারা সপ্তর্ষি। হে দ্বিজবরগণ! উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামে দেবগণ; প্রতর্দ্দন, শিব, সত্য

* বংশবর্ণনায় নামাদি সম্বন্ধে মতভেদ—ব্যক্তিভেদ ইত্যাদি অনুসারে মীমাংসনীয়।

এতেষাঞ্চ গণাঃ প্রোক্তা ভবদ্বাদশভির্গণৈঃ।
সুদান্তির্নাম দেবেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৭
রজো গোত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চানঘস্তথা।
সুতপাঃ শুক্রনামাথ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
মর্ত্ত্যাশ্চ সুধিয়শ্চৈব তামসস্যান্তরে সুরাঃ।
জ্যোতির্দ্ধর্ম্মঃ পৃথুঃ কল্পশ্চৈত্রাগ্নিঃ সবনস্তথা।
পীবরশ্চ সমাখ্যাতাঃ সপ্তৈতে ঋষয়ো মতাঃ ॥৯
স্বাচ্ছিবির্নাম দেবেন্দ্রঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।
দেবরাজ্যং পরিত্যজ্য পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ
জ্ঞাত্বৈবাশাশ্বতং সর্ব্বং বৃহস্পতিমথাব্রবীৎ ॥১০
ভগবন্ কিং করোমীদং রাজ্যং তুচ্ছসুখং যতঃ
কৈবল্যং লভতে কেন তন্মে ব্রূহি গুরো স্ফুটম্
বৃহস্পতিরুবাচ।
অস্ত্যনন্তগুণাবাসঃ পরানন্দৈকবিগ্রহঃ।
ধ্যাতঃ কৈবল্যদঃ পুংসাং মহাদেবো ন চাপরঃ
মোহপাশনিবদ্ধানাং মহামোহাত্মতাং হরেৎ।
স্মরণান্মোচকস্তেষামুমাপতিরিতি শ্রুতিঃ ॥১৪

এবং বশবর্ত্তী—এই শ্রেণীচতুষ্টয়সম্পন্ন দেবগণ দ্বাদশটী গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাবল-পরাক্রান্ত ইন্দ্রের নাম সুদান্তি (সুশান্তি)। রজ, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা এবং শুক্র ইহাঁরা সপ্তর্ষি। পূর্ব্ব-মর্ত্ত্য-সুধীগণ তামস-মন্বন্তরের দেবতা। জ্যোতি, ধর্ম্ম, পৃথু, কল্প, চৈত্রাগ্নি, সবন এবং পীবর ইহাঁরা সপ্তর্ষি। সিদ্ধচারণসেবিত সুররাজের নাম শিবি। ইন্দ্র শিবি, সকল বস্তুতে অনিত্যত্ব জ্ঞান হওয়াতে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া পরম বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে বলিলেন,—ভগবন্! রাজ্য করিবার প্রয়োজন নাই; কেননা, ইহাতে তুচ্ছসুখ। হে গুরো! কৈবল্য লাভ কি করিয়া হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—অনন্ত-গুণাধার পরমানন্দ-বিগ্রহ মহাদেব আছেন, তাঁহাকেই ধ্যান করিলে পুরুষের কৈবল্য লাভ হয়। শিব, স্মরণমাত্রেই মোহপাশনিবদ্ধ ব্যক্তিগণের মহামোহরূপতা হরণ করেন এবং মুক্তি দান

যদ্ব্রহ্ম পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাক্ষরমব্যয়ম্
সর্ব্বানুগ্রাহিণং শম্ভুং তমাশু শরণং ব্রজ ॥ ১
স জ্যোতিষাং পরং জ্যোতিরানন্দং তমসঃ পরম্
ন যস্মাদধিকং কিঞ্চিৎ তত্তত্ত্বং বিদ্ধি শাঙ্করম্
তং জানীহি পরং ব্রহ্ম বিশ্বাত্মানং মহেশ্বরম্।
তদাত্মকতয়া সর্ব্বং জানীহ্যসুরসূদন ॥ ১৭
আত্মানং যে হি মন্যন্তে বিভিন্নং ত্রিপুরদ্বিষঃ;
তে পশ্যন্ত্যেব তং দেবং নাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ
সর্ব্বস্মাদধিকঃ শম্ভুঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ।
ইতি যে নিশ্চিতাধিয়ঃ কৃতার্থাস্তে সুরাধিপ ॥
দর্শনং তস্য কাঙ্ক্ষন্তে হরিব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
যোগিনো নিয়তাত্মানস্তমীশং শরণং ব্রজ ॥২০
মহদাদিবিশেষান্তং জগদ্যস্মিল্লয়ং ব্রজেৎ।
পুনরুৎপদ্যতে যস্মাৎ তং জানীহি পিনাকিনম্
লীলাবিকসিতং যস্য বিশ্বমেতচ্চরাচরম্।

করেন; ইহা বেদতাৎপর্য্য।১—১৪। যিনি পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বাশ্রয় অক্ষর পরমব্রহ্ম, সেই সর্ব্বানুগ্রহকারী শিবের শীঘ্র শরণাগত হও। তিনি জ্যোতিঃসমূহের পরমজ্যোতি; তিনি আনন্দরূপী ও তমোতীত। যাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই, তাহাই শৈবতত্ত্ব। হে অসুরসূদন! সেই পরমেশ্বরকেই বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম জানিবে। সকল জগৎকে সেই শিবস্বরূপ জানিবে। যাঁহারা আত্মাকে শিব হইতে অভিন্ন দেখেন, তাঁহারা শিবকেই দর্শন করেন; তাঁহাদের পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয় না। পরমাত্মা মহেশ্বর শম্ভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; হে দেবরাজ! এই প্রকার নিশ্চিত বুদ্ধি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এবং সংযতচিত্ত যোগিগণ, যাঁহারা দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত জগৎ যাহাতে লীন হয় এবং যাঁহা হইতে পুনরুৎপন্ন হয়, তাঁহাকে পিনাকপাণি বলিয়া জানিবে। এই চরাচর বিশ্ব যাঁহার

তদভাবাচ্চ বিলয়স্তং জানীহি মহেশ্বরম্ ॥২২
যস্যাজ্ঞয়া স্থিতো ব্রহ্মা জগজ্জননকর্ম্মণি।
হরিশ্চ পালনে রুদ্রঃ সংহারে চ স শূলভৃৎ ॥২৩
যস্য প্রসাদলেশেন মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মিণঃ।
ভবন্ত্যেব হি তেঽমর্ত্ত্যা ভজন্তে বৃষভধ্বজম্ ॥
ক্ষণং মুহূর্ত্তমথবা ধ্যাতঃ সম্পূজিতঃ স্মৃতঃ।
প্রদদাত্যাশু কৈবল্যং যস্তং ভজ মহেশ্বরম্ ॥২৫
তস্যৈব মূর্ত্তয়স্ত্রয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুহরা ইতি।
সর্গরক্ষাগুণলয়ৈস্তমীশং শরণং ব্রজ ॥ ২৬
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেনেদং ভ্রাম্যতে জগৎ
ব্রহ্মেতি চ জগুর্বেদাস্তং রুদ্রং শরণং ব্রজ ॥২৭
যজ্ঞৈর্য ইজ্যতে দেবো মুক্তয়ে বেদবাদিভিঃ।
কর্ম্মণাং ফলদস্তেষাং শরণং ব্রজ তং হরম্ ॥২৮
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসা ধ্যায়ন্তি ক্ষীণকর্ম্মিণঃ।
তেষাং প্রজায়তে যত্তৎ তত্ত্বং বিদ্ধি চ শাঙ্করম্
অজ্ঞানরজ্জ্বা বদ্ধানাং মনুষ্যাদিশরীরিণাম্।
মহাদেবাদৃতে নান্যং শক্র পশ্যামি মোচকম্ ॥৩০
তস্মাৎ ত্বং তপসা শক্র সমারাধয় শঙ্করম্।
প্রসন্নো দাস্যতি পদং তব কৈবল্যমুত্তমম্ ॥৩১
এবং গুরোর্নিগদতং শ্রুত্বা সুরপতিস্তদা।
সমারাধয়িতুং দেবং যযৌ বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৩২
তত্র গত্বা জটী ভূত্বা ভস্মনিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মন্দাকিনীজলে স্নাত্বা ভস্ম চৈবাভিমন্ত্র্য চ ॥৩৪
অগ্নিরিত্যাদিমন্ত্রৈশ্চ সমুদ্ধূল্য চ বিগ্রহম্।
পূজয়ামাস দেবেশং পুণ্যৈঃ পত্রৈর্মনোহরৈঃ॥
শৈবীং বিদ্যাং জপন্নাস্তে শিবধ্যানৈকতৎপরঃ
এবং গতানি বর্ষাণি সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
তপসা দেবরাজস্য প্রসন্নোঽভূৎ ততঃ শিবঃ ॥
প্রাহ ত্রিপুরহা শক্রং বরং ব্রূহি শতক্রতো।
তপসানেন তীব্রেণ প্রসন্নোঽহং তবানঘ ॥৩৭

লীলাবিলাসসম্ভূত এবং যাঁহার লীলাভাবে বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। যাঁহার আদেশে ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকার্য্যে, বিষ্ণু পালনকার্য্যে এবং রুদ্র সংহারকার্য্যে অবস্থিত, তিনিই শূলপাণি। যাঁহার লেশমাত্র প্রসাদে মরণধর্ম্মী মর্ত্ত্যগণ অমরত্ব লাভ করেন, সেই বৃষধ্বজকে ভজনা কর *। ক্ষণকাল বা মুহূর্ত্তকাল যিনি ধ্যাত, পূজিত বা স্মৃত হইলে, শীঘ্র মুক্তি প্রদান করেন, সেই মহেশ্বরকে ভজনা কর। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ গুণত্রয়ভেদে যাঁহার ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে খ্যাত, সেই ঈশ্বরকে ভজনা কর। ভূত সকল যাঁহার অন্তর্গত, যিনি জগচ্চক্র ঘুরাইতেছেন, বেদ যাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, সেই রুদ্রের শরণাপন্ন হও। বেদবাদিগণ মুক্তির জন্য যাঁহাকে যজ্ঞে অর্চ্চনা করিলে, তিনি তাঁহাদের কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন, সেই হরের শরণাপন্ন হও। বীতনিদ্র শ্বাসজেতা ক্ষীণকর্ম্মা পুরুষেরা যাঁহাকে ধ্যান করিলে, যে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই শৈবতত্ত্ব জানিবে।১৫—২৯ হে শক্র! অজ্ঞানরজ্জু দ্বারা বদ্ধ মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মোচনকর্ত্তা মহাদেব ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না হে শক্র! অতএব তুমি শিবারাধনা কর, তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে উত্তম কৈবল্যপদ প্রদান করিবেন। দেবরাজ, গুরুর এই কথা শুনিয়া শিবারাধনার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি জটাধারী, জিতেন্দ্রিয় ও ভস্মনিষ্ঠ হইয়া মন্দাকিনী-জলে স্নান, ভস্মকে মন্ত্রপূত করিয়া এবং "অগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শরীরে ভস্ম-ম্রক্ষণের পর পবিত্র মনোহর পত্র দ্বারা দেবদেবের পূজা করিলেন। অনন্তর শিব-ধ্যানমাত্রপরায়ণ হইয়া শিবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর গত হইল। অনন্তর ত্রিপুরারি শিব, দেব-রাজের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে শতক্রতো! বর প্রার্থনা কর; হে অনঘ! আমি তোমার তীব্রতপস্যায় প্রসন্ন হইয়াছি। দুর্লভ হইলেও তোমার

---

* মূলে "ভজ তং বৃষভধ্বজম" হইবে। "ভজন্তে"পাঠ ভাল নয় বলিয়া উপরে তাহার অনুবাদ করিলাম না।

ঈপ্সিতং তে প্রদাস্যামি তব যদ্যপি দুর্লভম্।
ময়ি প্রসন্নে তু হরে ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥ ৩৮
এবং শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা স্তুত্বা তং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণম্যাহ মহেশ্বরম্॥৩৯

ইন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভবতো দর্শনাচ্ছিব
অলমন্যৈর্বরৈঃ শম্ভো ভক্তির্ভবতু মে ত্বয়ি।৪০
তব ভক্ত্যমৃতাস্বাদপরানন্দস্য দেহিনঃ।
ভবেৎ কষ্টং কুতঃ শম্ভো পূর্ণকামো যতো হি সঃ
তাবদেবাস্থিরং চেতঃ পরিভ্রমতি বস্তুষু।
ন যাবৎ ত্বয়ি দেবেশ ভক্তির্ভবতি দেহিনঃ॥৪২
তাবদেব ভবাম্ভোধির্দুস্তরো দেহিনাং হর।
তব পাদাম্বুজে ভক্তিঃ পরা যাবন্ন লভ্যতে॥৪৩
তাবৎ পততি সংসারগর্ত্তে জন্তুঃ পুনঃপুনঃ।
যাবন্ন তব কারুণ্যলেশো ভবতি শঙ্কর॥৪৪
সংসারবিষবৃক্ষো যঃ সর্ব্বতোঽতিভয়ঙ্করঃ।
তব ভক্তিকুঠারেণ ছিদ্যতে নান্যথা শিব॥৪৫

ইতি শক্রবচঃ শ্রুত্বা কারুণ্যাদবলোক্য তম্।
সমুৎস্পৃশ্য তু পাণিভ্যাং গাণপত্যং দদৌ শিবঃ
বিরিঞ্চিপ্রমুখা দেবা জায়ন্তে কর্ম্মগৌরবাৎ।
প্রলয়ে চ বিনশ্যন্তি ভবন্তি চ পুনঃপুনঃ॥ ৪৭
স্বর্গং গত্বা গতাঃ শ্বভ্রং তির্য্যক্‌ত্বঞ্চ মনুষ্যতাম্
পুনর্বিরিঞ্চ্যাদিপদমেবং চক্রপরম্পরা॥ ৪৮
শম্ভোর্গণেশ্বরা যে চ নাবর্ত্তন্তে ভবে পুনঃ।
ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ভুক্ত্বা শম্ভোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৯
স্বেচ্ছাবিগ্রহিণঃ সর্ব্বে স্বেচ্ছাচারা গণেশ্বরাঃ।
শিবেন সহ তে ভোগান্ ভুক্ত্বা যান্তি শিবং পদম্
এবং দত্ত্বা বরং শম্ভুর্গাণপত্যং সুদুর্লভম্।
সুররাজায় শিবয়ে তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ॥৫১
গাণপত্যং বরং লব্ধ্বা শিবির্ভগবতো দ্বিজাঃ।
আজ্ঞয়া তস্য দেবস্য জগাম স্বপুরীং ততঃ॥৫২
মহাদেবার্চ্চনরতো মহাদেবকথারতঃ।

অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিব। হে ইন্দ্র! আমি প্রসন্ন হইলে, কিছুই দুর্লভ হয় না। ইন্দ্র মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব ও প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে শিব! আপনার দর্শনলাভেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি। হে শম্ভো! অন্য বরে প্রয়োজন নাই, আপনাতে আমার ভক্তি থাকুক। ভবদীয় ভক্তিসুধা-আস্বাদে পরমানন্দ প্রাপ্ত প্রাণীর কি কষ্ট হইতে পারে? কেননা তখন সেই প্রাণী যে পূর্ণকাম। হে দেবেশ! লোকের যতদিন আপনাতে ভক্তি না হয়, ততদিন অস্থিরচিত্ত ইতর বস্তুতে ঘুরিয়া বেড়ায়। হে হর! যাবৎ আপনার চরণকমলে পরমভক্তি লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্তই সংসার-সাগর পার হওয়া অসম্ভব। হে শঙ্কর! যতদিন আপনার করুণাকণা না হয়, ততদিন প্রাণী সংসারগর্ত্তে পুনঃপুনঃ পতিত হয়। হে শিব! সর্ব্বতোভাবে অতি ভয়ঙ্কর যে সংসারবিষ-বৃক্ষ, তাহা ভবদীয় ভক্তিরূপ কুঠার দ্বারাই ছেদ্য, অন্য প্রকারে নহে।[৩০—৪৫।] শিব ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণে তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন ও করযুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে গাণপত্য প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা কর্ম্মফলানুসারে সৃষ্ট, রক্ষিত, লীন এবং পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। স্বর্গভোগ, নরকভোগ, তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি, মনুষ্যজন্ম এবং পুনর্ব্বার ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি এই প্রকার চক্রপরম্পরা প্রচলিত যাঁহারা শিবগণপতি, তাঁহাদের সংসারে ফিরিতে হয় না, যথাভিলষিত ভোগ্য ভোগের পর শিবসাযুজ্যপ্রাপ্তি তাঁহাদের হয়। গণনায়কগণ, স্বেচ্ছায় শরীরধারী এবং ইচ্ছামত আচরণসম্পন্ন; তাঁহারা শিবের সহিত বিবিধ ভোগ করিয়া শেষে শিবপদ লাভ করেন। শম্ভু এই প্রকারে দুর্লভ গাণপত্য-বর দেবরাজ শিবিকে প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! শিবি ভগবানের নিকট গাণপত্য বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে স্বনগরীতে প্রতিগমন করিলেন। তথায় তিনি এক মন্বন্তরে শিবপূজারত শিব-

স্থিত্বা মন্বন্তরং তত্র চণ্ডো নাম গণোঽভবৎ॥
বৃষধ্বজস্ত্রিনেত্রশ্চ জটাজূটেন্দুমণ্ডিতঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশশ্চতুর্বাহুস্ত্রিশূলভৃৎ॥ ৫৪
অক্ষমালাধরঃ খড়্গী সর্ব্বেষামভয়প্রদঃ।
দ্বীপিচর্ম্মাম্বরধরঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
রয়াজ শাঙ্করপদে নন্দীশ্বর ইবাপরঃ॥ ৫৫
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং শিবেস্তু চরিতং দ্বিজাঃ
সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥ ৫৬
শ্রদ্ধয়া যে পঠন্তীদং শিবেস্তু চরিতং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নুবন্ত্যশ্বমেধস্য ফলমিত্যব্রবীদ্রবিঃ॥৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবিনামধেয়দেবেন্দ্রচরিত-কথনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বিভুর্নাম ভবেদিন্দ্রো রৈবতস্যান্তরে দ্বিজাঃ।
বৈকুণ্ঠাদ্যাঃ স্মৃতা দেবা গণাশ্চত্বার ঈরিতাঃ॥১
হিরণ্যরোমা বিশ্বশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথৈব চ।
ইন্দ্রবাহুঃ সুবাহুশ্চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ।
সপ্তৈতে ঋষয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়ব্রতকুলোদ্ভবাঃ॥২
মনোজবঃ সুরেন্দ্রোঽভূচ্চাক্ষুষেঽপ্যন্তরে দ্বিজাঃ
আয়োঃ প্রসূতা ভাবাদ্যাঃ কথিতা দেবতাগণাঃ
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো বুধঃ।
অত্রিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুত্রো বিবস্বতো বিপ্রা মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
সাম্প্রতং বর্ত্ততে যোঽসৌ তত্র দেবান্ ব্রবীম্যহম্॥৫
মরুদ্গণাস্তথাদিত্যা রুদ্রাশ্চ বসবঃ স্মৃতাঃ।
পুরন্দরস্তু দেবেন্দ্রো বভূবাসুরদর্পহা॥৬
বসিষ্ঠঃ কশ্যপশ্চাত্রির্জমদগ্নিশ্চ গৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্তৈতে ঋষয়ো মতাঃ॥৭
মন্বন্তরাণ্যতীতানি বর্ত্তমানং ময়া দ্বিজাঃ।
কথিতান্যথ বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং প্রতিসঞ্চরম্॥৮
চতুর্দ্ধা কথিতঃ সোঽপি পুরাণেঽস্মিন্ দ্বিজোত্তম
নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা

কথালোচনাপরায়ণ হইয়া থাকিলেন, অনন্তর তিনি শিবসমীপে চণ্ড নামে গণপতি হই-লেন। তিনি বৃষধ্বজ, ত্রিনেত্র, জটাজূট-ধারী, চন্দ্রশেখর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, চতুর্ভুজ, ত্রিশূল-অক্ষমালা খড়্গ অভয়মুদ্রাধারী, ব্যাঘ্র-চর্ম্মপরিধান এবং সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া শিবলোকে দ্বিতীয় নন্দীশ্বরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! মানব-গণের সর্ব্বপাপনাশক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শিবচরিত সম্পূর্ণরূপে এই তোমাকে বলিলাম। হে দ্বিজ-গণ! যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে এই শিবিচরিত পাঠ করে, তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল-প্রাপ্তি হয়, সূর্য্য ইহা বলিয়াছেন। ৪৬—৫৭।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! রৈবত মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম বিভু। সে মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত দেবতা। হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, ইন্দ্রবাহু, সুবাহু পর্জ্জন্য এবং মহামুনি, ইঁহারা সপ্তর্ষি; এই সপ্তর্ষিগণ, প্রিয়ব্রত-বংশসম্ভূত। হে দ্বিজগণ! চাক্ষুষ মন্বন্তরের ইন্দ্রের নাম,—মনোজব; আয়ুসম্ভূত ভাব প্রভৃতি দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরের; সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, বুধ, অত্রি এবং সহিষ্ণু ইঁহারাই সপ্তর্ষি। হে বিপ্রগণ, বিবস্বৎপুত্রের নাম বৈবস্বত মনু; সম্প্রতি তিনিই বর্ত্তমান। ইহাতে মরুদ্গণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণ—দেবতা। ইন্দ্রের নাম পুরন্দর; তিনি অসুরদর্পঘাতী। বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি। হে দ্বিজগণ! অতীত মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর প্রলয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ১—৮। হে দ্বিজোত্তম-গণ! চারি প্রকার প্রলয় পুরাণশাস্ত্রে কথিত আছে। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং

যোঽয়ং ভূতক্ষয়ো লোকে নিত্যং নিত্যস্তু স
স্মৃতঃ।
কল্পান্তে যস্তু সংহারো নৈমিত্তিক ইহোচ্যতে
মহদাদ্যং বিশেষান্তং স যদা যাতি সঙ্ক্ষয়ম্।
প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গোঽয়ং কথ্যতে মুনিভির্দ্বিজাঃ
আত্যন্তিকস্তু প্রলয়ো জ্ঞানাদেব প্রজায়তে।
তচ্চ জ্ঞানং মহেশস্য ভক্তিলভ্যমিতি শ্রুতিঃ॥
চতুর্যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে ভূতসঙ্ক্ষয়ে।
অনাবৃষ্টিস্ততস্তীব্রা জায়তে শতবার্ষিকী॥১৩
বৃক্ষগুল্মলতাঃ সর্ব্বা পৃথিব্যাং যান্তি সঙ্ক্ষয়ম্।
গভস্তিমালী ভগবানথ সপ্তরথোঽভবৎ॥
রশ্মিভিঃ সাগরাম্ভাংসি তদা পিবতি ভাস্করঃ॥
দীপ্তাশ্চ রশ্ময়স্তেন ভবন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ।
ভবন্তি সূর্য্যাঃ সপ্তৈতে সর্ব্বতো রশ্মিসঙ্কুলাঃ॥
তেষাং রশ্মিপ্রতাপেন দগ্ধা ভবতি মেদিনী।
দ্বীপৈশ্চ পর্ব্বতৈঃ সার্দ্ধং সাগরৈশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
সূর্য্যতেজোঽগ্নিদগ্ধানাং ভূতানাঞ্চ পরস্পরম্।
একত্বমুপজাতানামগ্নিরেকস্ততোঽভবৎ॥১৮
জ্বালাভিরখিলং বিশ্বং নির্দ্দহত্যাশু পাবকঃ।
স দগ্ধ্বা পৃথিবীং সর্ব্বাং রুদ্রতেজোবিজৃম্ভিতঃ
দিবং দগ্ধ্বাথ পাতালং দন্দহীতি দ্বিজোত্তমাঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্য শতযোজনমায়তাঃ॥ ২০
তেজসা তস্য কালাগ্নেরগ্নিঃ সংবর্ত্তকঃ স্বয়ম্।
দগ্ধ্বা স চতুরো লোকান্ স যক্ষোরগরাক্ষসান্
তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ সর্ব্বং জগদেতৎ প্রকাশতে
উত্তিষ্ঠন্তে ততো মেঘাস্তড়িদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ॥২২
সংবর্ত্তকোপমাঃ সর্ব্বে নানাবর্ণা ভয়ঙ্করাঃ।
জায়ন্তে ভাস্করাদ্‌ঘোরা রাবিণো মুনিপুঙ্গবাঃ॥
ততো বর্ষং প্রমুঞ্চন্তি বিন্দুভির্গজসন্নিভৈঃ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতা বৃষ্টির্জায়তে শতবার্ষিকী॥২৪
জলৌঘৈর্নাশমায়ান্তি তদা কল্পান্তপাবকাঃ।
দ্বীপৈশ্চ পর্ব্বতৈর্যুক্তা পৃথিবী পূর্য্যতে জলৈঃ।
বিলীয়তে ধরা চৈব সর্ব্বা এব দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২

আত্যন্ত। জগতে প্রতিদিন যে ভূতক্ষয়, তাহাই নিত্য প্রলয়; কল্পান্তে যে ভূতসংহার হয়, তাহা নৈমিত্তিক প্রলয়; মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত সমুদয়ের যে ক্ষয়প্রাপ্তি, তাহা প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয় জ্ঞানসাধ্য (তত্ত্বজ্ঞান হইলে অবিদ্যা ও অবিদ্যাকর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়, সেই বিনাশই আত্যন্তিক প্রলয়)। সেই জ্ঞান শিবভক্তিযোগে লভ্য, ইহা শ্রুতিবাক্য। চতুর্যুগসহস্র অবসানে ভূতক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে, শতবর্ষব্যাপিনী তীব্র অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে; পৃথিবীর তরু, লতা, গুল্ম বিনষ্ট হয়; ভগবান্ গভস্তিমালী ভাস্কর, তখন সপ্তরথী হইয়া, রশ্মিজাল দ্বারা সাগরজল শোষণ করেন। হে মুনিপুঙ্গব-গণ! তৎকালে তাঁহার রশ্মিজাল প্রদীপ্ত হয়, সপ্তরথের সপ্তসূর্য্যই সর্ব্বতোভাবে রশ্মিসঙ্কুল হইয়া থাকেন। তাঁহাদের রশ্মি-প্রভাবে শৈল-সাগরদ্বীপ-সহিত সমগ্র ভূম-ণ্ডল দগ্ধ হইয়া থাকে; সূর্য্যতেজঃপাবক-দহ্যমান ভূতগণ পরস্পর ব্যবধানশূন্য হওয়াতে এক অগ্নিই (পৃথিবীব্যাপী) হইয়া থাকেন। সেই পাবক শিখাসমূহ দ্বারা নিখিল-জগৎকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া ফেলেন। রুদ্রতেজোবিজৃম্ভিত কৃশানু সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ করিয়া স্বর্গ ও পাতাল দগ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহার শতযোজন বিস্তৃত শিখা-জাল উত্থিত হয়। ৯—২০। সেই কালানলতেজঃ-সন্ধুক্ষিত স্বয়ং সংবর্ত্তক অনল, যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগসহকৃত চতুর্লোক (মহর্লোক পর্য্যন্ত) দগ্ধ করেন। তখন এই নিখিল জগৎ তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডল হইতে ঘোর-গর্জ্জন' চপলাবিলসিত, সংবর্ত্তকসদৃশ, নানা-বর্ণ, ভয়ঙ্কর জলদজাল উত্থিত হয়। তাহারা ব্রহ্মপ্রেরিত হইয়া, শত বৎসর গজশুণ্ডাকৃতি ধারায় বৃষ্টি করিয়া থাকে। তখন কল্পান্ত-পাবক জলরাশি দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। দ্বীপ-পর্ব্বতযুক্তা পৃথিবী জলপূর্ণা হইয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন সমগ্র পৃথিবী

তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।
যোগনিদ্রাং সমাস্থায় শেতে ধ্যায়ন্ মহেশ্বরম্॥
এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ।
অতঃ শৃণুধ্বং বক্ষ্যামি প্রাকৃতঃ প্রলয়ো যথা॥
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ পরার্দ্ধদ্বিতয়ে গতে।
ব্রহ্মাণ্ডং ভস্মসাৎ কৃত্বা তাণ্ডবং নাট্যমাস্থিতঃ।
পীত্বা তৎপরমানন্দং সমালোক্য গিরীন্দ্রজাম্॥
একা সা পরমা শক্তির্নিত্যা হৈমবতী শিবা।
এক এব মহাদেবস্তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে ॥২৯
তিষ্ঠত্যেকা তদা তস্মিন্নেক এব মহেশ্বরঃ।
পার্ব্বত্যা পরয়া শক্ত্যা নান্যঃ কশ্চিদিতি শ্রুতিঃ
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাকৃতিরীশ্বরঃ।
সহস্রনয়নো দেবঃ সহস্রচরণঃ শিবঃ॥ ৩১
সহস্রবাহুর্বিশ্বাত্মা ত্রিশূলী দীপ্তলোচনঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ পরব্রহ্মতনুঃ শিবঃ।
দগ্ধ্বা ব্রহ্মাদিকং বিশ্বং স্বতেজস্যধিতিষ্ঠতি ॥ ৩২
পৃথিবী বিলয়ং যাতি স্বগুণৈরপ্সু সংযুতা।

দ্রবীভূত হইয়া যায়। সেই ঘোর একার্ণবে দেবদেব ব্রহ্মা, শিবধ্যান করত যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক শয়ান হন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়। অনন্তর প্রাকৃত প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর; পরার্দ্ধদ্বিতীয় কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত হইলে, ভগবান্ কালাগ্নি-রুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিয়া, পার্ব্বতীকে অবলোকন ও পরমানন্দ আস্বাদন করত তাণ্ডব-নৃত্য করিতে থাকেন। একমাত্র হিমালয়নন্দিনী পরমাশক্তি শিবা নিত্যা; একমাত্র মহাদেবই নিত্য; তাঁহাদের উভয়ের ভেদ নাই। তখন এক শক্তি আর একমাত্র মহেশ্বরই থাকেন। পরমা শক্তি সংযুক্ত মহেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সত্তা তখন থাকে না, ইহা বেদ বাক্য। ২১—৩০। সহস্রশীর্ষা, প্রদীপ্তসহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রাকৃতি, ত্রিশূলধারী, দংষ্ট্রাকরালাস্য, বিশ্বাত্মা পুরুষ, ঈশ্বর, পরব্রহ্মময় শিব, ব্রহ্মাদি বিশ্ব দগ্ধ করিয়া, স্বীয় তেজে অধিষ্ঠিত হন। সগুণ-সংযুতা পৃথিবী জলে

জলমগ্নো লয়ং যাতি বায়ৌ তেজশ্চ লীয়তে॥
ব্যোম্নি বায়ুর্লয়ং যাতি ভূতাদৌ ব্যোম লীয়তে
ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি তৈজসে যান্তি সংক্ষয়ম্॥
বৈকারিকে দেবগণাঃ প্রলয়ং যান্তি সত্তমাঃ।
অহঙ্কারো লয়ং যাতি মহতি ত্রিবিধশ্চ যঃ॥ ৩৫
মহত্তত্ত্বং লয়ং যাতি বিরিঞ্চৌ মুনিপুঙ্গবাঃ।
অব্যক্তে নিলয়ং তস্য ব্রহ্মণঃ পদ্মজন্মনঃ॥৩৬
এবস্তৈশ্চ তত্ত্বানি সংহৃত্য ভগবান্ ভবঃ।
আস্তে স ভগবানেকো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চন
ইচ্ছয়া পার্ব্বতীশস্য প্রলয়ো নান্যথা দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মাদীনাং পুনঃ সৃষ্টিরিত্যাহুস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৮
তস্যৈব শক্তয়স্তিস্রো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বস্মাদধিকস্তাভ্যঃ শূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ॥৩৯
একমেব মহাদেবং বদন্তি বহুধা জনাঃ॥৪০
ব্রহ্মাণং শার্ঙ্গিণং রুদ্রং বায়ুমিন্দ্রং রবিং শশিম্

লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ ভূতাদি অহঙ্কারে, (পঞ্চতন্মাত্র লয়ক্রমে) লীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ তৈজস অহঙ্কারে, দেবগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারে এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। হে মুনিপুঙ্গবগণ! মহত্তত্ত্বের ব্রহ্মাতে আর পদ্মজন্ম ব্রহ্মার প্রকৃতিতে লয় হয়। ভগবান্ শিব এইরূপে ভূতগণের সহিত সকল পদার্থ সংহার করিয়া একমাত্ররূপে থাকেন, দ্বিতীয় কেহ থাকে না। হে দ্বিজগণ! পার্ব্বতীকান্তের ইচ্ছাতেই প্রলয় হয়, অন্য প্রকারে হয় না। ব্রহ্মাদির পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ ইহা বলিয়া থাকেন। সেই শিবেরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শূলপাণি সেই মূর্ত্তি বা শক্তিত্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বেদে ইহা কথিত হইয়াছে। ভেদদর্শী লোকে এক মহাদেবকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বায়ু, ইন্দ্র, রবি, শশী, অগ্নি, যম, বরুণ এবং নানাবিধ ব্যক্তি ইত্যাদি বহুপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিময় ভগবান্ শঙ্কর শিবই সেই সেই রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক সকলকে কল-

অগ্নিং যমঞ্চ বরুণং জনং ভেদদৃশো জনাঃ ॥৪১
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় ভগবানেব শঙ্করঃ
ফলং দদাতি সর্ব্বেষাং সর্ব্বশক্তিময়ঃ শিবঃ ॥৪২
তস্মাৎ সর্ব্বান্ পরিত্যজ্য যজেদেকং মহেশ্বরম্
আদিমধ্যান্তরহিতং নির্গুণং তমসঃ পরম্ ॥৪৩
ক্রমেণ লভ্যতেঽন্যেষাং মুক্তিরারাধনে দ্বিজাঃ
আরাধয়ন্ মহেশং তং তস্মিন্ জন্মনি মুচ্যতে ॥
এষ বঃ কথিতো বিপ্রা যথাবৎ প্রতিসঞ্চরঃ।
যদীরিতং ভগবতা কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে নিত্যনৈমিত্তিকপ্রাকৃ-তাত্যন্তিকপ্রতিসঞ্চরকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশা মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব শ্রুতং সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামশ্চরিতং ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ২

পুরাণি ত্রীণি ভগবান্ দদাহ স কথং পুরা।
লীলয়ৈবেষুণৈকেন সূত নো বদ কৌতুকম্

সূত উবাচ

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে চরিতং শূলপাণিনঃ।
যথেরিতং ভগবতা সূর্য্যেণ মনবে পুরা ॥ ৪
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বদুষ্টনিবারণম্।
যত্তৎ সর্ব্বাপদাং হন্তৃ শ্রোত্রপীযূষমুত্তমম্ ॥ ৫
তারকো নাম যো দৈত্যো নিহতঃ শক্তিপাণি
আসন্ সুতাস্ত্রয়স্তস্য ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতাঃ
বিদ্যুন্মালী তারকাখ্যঃ কমলাখ্যো মহাবলঃ ॥
তেপুস্তপো মহাঘোরং দানবাঃ প্রিয়কাঙ্ক্ষয়া।
যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তা বভূবুরনিলাশনাঃ ॥ ৭
প্রীতশ্চতুর্ম্মুখস্তেষাং প্রদদৌ বরমুত্তমম্।
দেবাসুরাণাং সর্ব্বেষামবধ্যত্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পুনস্তৈরমরেশত্বং যাচিতঃ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৯
বরমন্যং দৈত্যবর্য্যা বৃণীধ্বং মনসেপ্সিতম্।

দান করিয়া থাকেন। অতএব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সদাশিবকে পূজা করিবে। তিনি আদি-মধ্য-অন্তরহিত, নির্গুণ এবং তমোতীত। হে দ্বিজগণ! অন্য দেবতা আরাধনায় ক্রমে মুক্তিলাভ হয়; আর মহেশ্বরের আরাধনায় সেই জন্মেই মুক্তিলাভ হয়। হে বিপ্রগণ! ভগবান্ সূর্য্য যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে এই আপনাদিগের নিকট প্রলয়ব্যাপার কীর্ত্তন করিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৩১—৪৬

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশসম্ভূতগণের চরিত্র সমস্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে ত্রিপু-রারির চরিত্র শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি হে সূত। পূর্ব্বকালে ভগবান্ শিব কি প্রকারে এক শরে লীলাক্রমে পুরত্রয় দগ্ধ করিয়াছিলেন; তাহা বলুন, আমরা কুতূহলী হইয়াছি। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ ভগবান্ সূর্য্য মনুকে পূর্ব্বকালে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই শূলপাণি-চরিত্র আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। এই শিবচরিত্র শ্রবণকারীর পাপনাশক, সর্ব্বদুষ্ট নিবারক, সর্ব্ববিপৎ-সংযমনকারী এবং কি উত্তম কর্ণামৃত! কার্ত্তিকেয় তারক নামে যে দৈত্যকে বিনষ্ট করেন, তাহার তিন পুত্র ছিল; তাহারা ত্রৈলোক্যের আধিপত্যলাভে দর্পিত হইয়াছিল। মহাবল বিদ্যুন্মালী, তারকাখ্য এবং কমলাখ্য * দানব প্রিয়কামনায় যমনিয়মযুক্ত ও পবনাহারী হইয়া মহাঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। ১—৭। হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, তাহাদিগকে সর্ব্ব-দেবাসুরের অবধ্যত্বরূপ উত্তম বর প্রদান করিলেন। সেই

* পুরাণান্তরে ময় নামে প্রসিদ্ধ

দাস্যামি তদহং ক্ষিপ্রমিতি ব্রহ্মাব্রবীৎ পুনঃ ॥১০
অক্রবংস্তে বিচার্য্যৈবং মিথঃ কমলসম্ভবম্।
পুরাণি ত্রীণি লোকেশ রচয়িত্বা বয়ং সদা।
ত্রীল্লোঁকান্ বিচরিষ্যামস্তত্তো লব্ধবরা বিভো ॥
ততো বর্ষসহস্রে তু সমেষ্যামঃ পরস্পরম্।
একীভাবং গমিষ্যন্তি পুরাণি চ সুরোত্তম ॥১২
যদা সমেতাণ্যেতানি যো হন্যাত্তগবংস্তদা।
একেনৈবেষুণা দেব স নো মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥১৩
এবমস্ত্বিতি তানুক্ত্বা ব্রহ্মান্তর্দ্ধানমাপ্তবান্।
তেষাং ময়স্তু ক্রমশশ্চক্রে ত্রীণি পুরাণ্যথ ॥ ১৪
পৃথিব্যামায়সন্ত্বাসীদ্রাজতং গগণাঙ্গনে।
স্বর্গে তু কাঞ্চনময়মসুরাণাং পুরং দ্বিজাঃ ॥ ১৫
বিস্তারায়ামতস্তেষাং যোজনানাং শতং ভবেৎ
আয়সং যৎ পুরং দিব্যং বিদ্যুন্মালেস্তদাভবৎ।
রাজতং তারকাখ্যস্য কমলাখ্যস্য কাঞ্চনম্ ॥১৮

অসুরত্রয় ব্রহ্মার নিকট অমররাজত্বও প্রার্থনা করিল, তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! অন্য মনোমত বর প্রার্থনা কর, তাহা আমি শীঘ্রই দিব। তখন তাহারা পরস্পর বিচার করিয়া, ব্রহ্মাকে বলিল,—হে বিভো! হে লোকেশ! আমরা পুরত্রয় রচনা করিয়া, ত্রিলোক বিচরণ করিব। আর হে সুরশ্রেষ্ঠ! সহস্র বর্ষ গতে আমরা পরস্পর মিলিত হইব, পুরত্রয়ও মিলিত হইবে। হে ভগবন্! পরস্পর মিলিত পুরত্রয়কে যিনি এক শরে বিনাশ করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের মৃত্যুস্বরূপ হইবেন। এই বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ময়-দানব ক্রমে তাহাদের পুরত্রয় রচনা করিলেন। অসুরগণের পৃথিবীস্থিত অর্থাৎ নিম্নস্থ নগর লৌহময়, আকাশস্থিত অর্থাৎ মধ্যস্থিত নগর রজতময় এবং স্বর্গস্থিত অর্থাৎ উপরিতলস্থ নগর কাঞ্চনময় হইল। সেই সকল নগর দৈর্ঘ্য-বিস্তারে শত যোজন হইল। দিব্য লৌহ-ময় যে নগর বা পুর, তাহাই বিদ্যুন্মালীর হইল, তারকাখ্যের রজতময় এবং কমলা-

ময়স্য তু গৃহং রম্যং পুরেষু ত্রিষু বিস্তৃতম্।
তত্রাস্তে দানবঃ শ্রীমান্ দেবদানবপূজিতঃ ॥১৯
রম্যং পুরত্রয়ং রেজে ত্রৈলোক্যমিব চাপরম্।
বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ সমন্তাৎ পরিশোভিতম্
গজবাজিসমাকীর্ণং গোপুরাট্টালমণ্ডিতম্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্দিব্যস্ত্রীভির্বিরাজিতম্ ॥২১
রহস্যায়তনৈর্দিব্যৈরগ্নিহোত্রৈর্গৃহে গৃহে।
বেদাধ্যায়নসম্পন্নৈঃ সমন্তাদুপশোভিতম্ ॥ ২২
সর্ব্বাঃ পতিব্রতাস্তত্র দানবানাং স্ত্রিয়ো দ্বিজাঃ
মহাদেবার্চ্চনরতৈর্দানবৈরুপশোভিতম্ ॥২৩
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ শক্রাদ্যাস্তন্নুতাং গতাঃ ॥
দৃষ্ট্বা দেবাস্তদৈশ্বর্য্যং পুরাণাং দ্বিজসত্তমাঃ।
দেবাস্তত্তেজসা দগ্ধা বিষ্ণুং গত্বেদমব্রুবন্ ॥ ২৫

দেবা ঊচুঃ।

দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্যস্যাভয়প্রদ।
পুরত্রয়াসুরভয়াত্তবাংস্ত্রাতুমিহার্হতি ॥ ২৬
এবং সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা দানবমর্দ্দনঃ।

খ্যের সুবর্ণময় পুর হইল। ময়-দানবের বিস্তৃত গৃহ নগরত্রয়েতেই থাকিল। তথায় শ্রীমান্ ময়-দানব দেবদানবপূজিত হইয়া বাস করিলেন। ৮—১৯। সেই পুরত্রয় অপর ত্রৈলোক্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সূর্য্যসন্নিভ বিমানরাজি, চতুর্দ্দিকে হস্তী-অশ্বসঙ্কুল-পুরদ্বার-অট্টালক-মণ্ডিত সেই পুরত্রয়ের শোভা সম্পাদন করিল। সেই পুরত্রয় সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব্ব ও দিব্যস্ত্রীগণ-বিরাজিত এবং গৃহে গৃহে বেদাধ্যয়ন-মুখরিত দিব্য অগ্নিহোত্র-গৃহ ও গুপ্ত-গৃহ দ্বারা পরি-শোভিত হইল। হে দ্বিজগণ! তথায় দানব-পত্নীরা সকলেই পতিব্রতা এবং দানবগণ শিবপূজারত। তাহাদের তপস্যাপ্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণ হীন হইয়া পড়িলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবতারা পুরত্রয়ের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে ও তেজে দগ্ধ হইয়া, বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন,—হে ত্রৈলোক্য-অভয়-প্রদ দেবদেব জগন্নাথ! ত্রিপুরাসুর-ভয় হইতে আমাদিগকে আপনার রক্ষা করিতে আজ্ঞা

গোবিন্দশ্চিন্তয়ামাস কিং কার্য্যমিতি চেতসা ॥
হন্তব্যাস্তে কথং দৈত্যা মহাদেবপরায়ণাঃ।
হরতেজোহগ্নিনির্দ্দগ্ধপাপাস্তেহত্র ন সংশয়ঃ ॥
ত্রৈলোক্যমপি যো হত্বা মহাদেবপরায়ণঃ।
কস্তং নিহন্তা ত্রৈলোক্যে বিনা শম্ভোরনুগ্রহাৎ
শম্ভুপ্রসাদলেশেন খ্যাতোহস্মি ভুবনত্রয়ে।
ব্রহ্মা চ দেবা দৈত্যাশ্চ সিদ্ধাশ্চ মুনয়স্তথা ৩০
মনবো রাক্ষসাঃ সর্পা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরশ্চ যে।
মাতরো গুহ্যকা ভূতাঃ পিশাচা মানবাস্তথা ॥৩১
ভগবন্তং মহাদেবমসম্পূজ্য জগত্রয়ে।
সিদ্ধিমিচ্ছন্তি যে মূঢ়াস্তে স্যুর্দুঃখস্য ভাজনম্
তস্মাৎ তমীশমুগ্রেণ যজ্ঞেনেষ্ট্বা সুরোত্তমম্।
হন্তব্যা দানবা নূনমিত্যুক্ত্বা কমলাপতিঃ ॥৩৩
মেরোরুত্তরতো গত্বা যজ্ঞেনাথ সদাশিবম্।
ইষ্ট্বা বৈ রুদ্রভাগেণ ততো ভূতা বিনির্গতাঃ।
নানায়ুধকরাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যদহনপ্রভাঃ ॥৩৪
ভূতাংস্তান্ প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা দেবো
নারায়ণোহব্রবীৎ।
গত্বা পুরত্রয়ং শীঘ্রং দগ্ধ্বা হত্বা মহাসুরান্।
নিঃশেষানসুরান্ কৃত্বা পুনরাগন্তুমর্হথ ॥ ৩৫
অথ বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা ভূতবৃন্দা মহাবলাঃ।
হরিং প্রণম্য প্রযযুস্তন্নিয়োগাৎ পুরত্রয়ম্ ॥ ৩৬
ভূতা ভয়ঙ্করা দৃপ্তা অযুতাযুতকোটয়ঃ।
পুরত্রয়মনুপ্রাপ্য বভুবুর্নষ্টচেতসঃ ॥ ৩৭
পরাজিতাস্ততো ভূতা দৈত্যৈঃ সন্মার্গবর্ত্তিভিঃ
পুনরভ্যেত্য শক্রাদ্যা দেবং নারায়ণং বিভুম্।
অব্রুবংস্ত্রাহি ভগবন্নির্জ্জিতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৯
চিন্তয়ামাস তান্ দৃষ্ট্বা শক্রাদীন্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ভবিষ্যতি কথং কার্য্যং দেবানামিতি সুব্রতাঃ॥
নাভিচারেণ নাশোহস্তি ধর্ম্মিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্
এতে দৈত্যা মহাভাগাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪১
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠা মহাদেবার্চ্চনে রতাঃ।

হয়। দানবমর্দ্দন গোবিন্দ দেবগণের এই কথা শুনিয়া 'কি কর্ত্তব্য' মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সকল দৈত্য শিবপরায়ণ, শিবতেজোরূপ অনল দ্বারা তাহাদের পাপরাশি নিশ্চয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহাদিগকে নিহত করা যাইবে কি প্রকারে? যে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যহত্যা করিয়াও শিব-পরায়ণ হয়, শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত তাহাকে বধ করিতে পারে—জগতে এমন কে আছে? শম্ভুর প্রসাদলেশেই আমি ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছি; ব্রহ্মা, দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, মুনি, মনু, রাক্ষস, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, মাতৃ, গুহ্যক, ভূত, পিশাচ এবং মানব ইঁহারা সকলেই (শিব-প্রসাদলেশেই বিখ্যাত) ভগবান্ শিবের অর্চ্চনা না করিয়া যাহারা সিদ্ধি-অভিলাষী হয়, ত্রিজগতে তাহারা মূঢ় এবং দুঃখভাগী। অতএব সেই সুরশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে উগ্রযজ্ঞে অর্চ্চনা করিয়া তবে দানবগণকে নিহত করিতে হইবে। কমলাপতি এই কথা বলিয়া সুমেরুর উত্তর প্রদেশে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞে রুদ্রাংশ দ্বারা সদাশিবের পূজা করিলেন। অনন্তর নানা অস্ত্রধারী, ত্রৈলোক্যদাহি-প্রভাসম্পন্ন ভূতসমূহ নির্গত হইল। ভূতগণকে প্রস্থিত দেখিয়া নারায়ণদেব বলিলেন—শীঘ্র গিয়া ত্রিপুরদাহ, মহাসুরত্রয়-বধ এবং নিঃশেষরূপে অসুরসমূহের নিধন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হও। ২০—৩৫। মহাবল ভূতসমূহ বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে ত্রিপুর-যাত্রা করিল। অযুত অযুত কোটি ভয়ঙ্কর দৃপ্ত ভূতবৃন্দ ত্রিপুরসন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইল। অনন্তর সৎপথবর্ত্তী দৈত্যেরা ভূতগণকে পরাজয় করিল। তখন পরাজিত ভীতিগ্রস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ (যাঁহারা ভূতগণের সাহায্যার্থ যুদ্ধে গিয়াছিলেন) পুনরায় আসিয়া প্রভু নারায়ণকে বলিলেন,—ভগবন্! রক্ষা করুন। হে সুব্রতগণ! অব্যয় বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—দেবগণের কার্য্য হইবে কিরূপে? ধর্ম্মিষ্ঠ মহাত্মাদিগের নাশ অভিচার দ্বারা হইবে না; কেননা, মহাভাগ দৈত্যগণ সত্যব্রত-

মায়য়া মোহয়িত্বৈব নিহন্তব্যা মহাসুরাঃ॥ ৪২
হনিষ্যে ত্রিপুরং সর্ব্বমিতি সঞ্চিন্ত্য চেতসা।
অসৃজন্মায়িনং শার্ঙ্গী স্বাত্মদেহান্মুনীশ্বরাঃ॥ ৪৩
দৃষ্টপ্রত্যয়কৃচ্ছাস্ত্রং দদৌ বিষ্ণুঃ সুবিস্তরম্।
যস্মিঞ্ছরীরমেবাত্মা নাস্তি পারত্রিকী গতিঃ॥ ৪৪
সংঘাতশ্চেতয়ত্যেব সুরায়া মদশক্তিবৎ।
অপহৃত্য পরদ্রব্যং কামস্তেনৈব সেব্যতে॥ ৪৫
শাস্ত্রং তদুপদিশ্যৈব ত্রিপুরং প্রতি সুব্রতাঃ।
প্রেষয়ামাস তং বিষ্ণুঃ সোঽপি মায়ী তদা যযৌ
পুরত্রয়ং প্রবিশ্যাথ দানবা মোহিতাস্তদা।
তত্যজুর্বৈদিকং কর্ম্ম ভবে ভক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্॥
পাতিব্রত্যং বিহায়ৈব স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়স্তদা॥৪৮

পরায়ণ, শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং শিব-পূজারত। মায়ায় মোহিত করিয়াই এই মহাসুরদিগকে নিহত করিতে হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! "সমগ্র ত্রিপুর নিহত করিব" এই চিন্তা করিয়া বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে মায়ী পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। বিষ্ণু অদৃষ্ট-বিশ্বাসনাশক বিস্তৃত শাস্ত্র তাঁহাকে দিলেন। "শরীরই আত্মা, পারত্রিক গতি নাই, সুরার মাদকতা শক্তির ন্যায় * মিলিত ভূতসমূহ হইতে চৈতন্য আবির্ভূত হয়। পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া তদ্দ্বারা কামসেবা কর্ত্তব্য" যে শাস্ত্রে এই সব কথা আছে, হে সুব্রত-গণ! ত্রিপুরে সেই শাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্য বিষ্ণু মায়ীকে প্রেরণ করিলেন। মায়ীও তখন তথায় গেলেন। ত্রিপুরে প্রবেশ করিয়া মায়ী, দানবগণকে মুগ্ধ করি-লেন; দানবেরা বৈদিক কর্ম্ম ও পরম্পরাগত শিবভক্তি পরিত্যাগ করিল। দানব-রমণীগণ পাতিব্রত্য ত্যাগ করিয়া স্বৈরিণী

* তণ্ডুলে বা গুড়ে মাদকতা না থাকিলেও মিলিত হইয়া সুরারূপে পরিণত করিলে তাহার মাদকতা হয়। এইরূপ পৃথিবী জল ইত্যাদি পদার্থের চেতনা না থাকিলেও শরীররূপে পরিণত হইলে, তাহাতে চৈতন্যসঞ্চার হয়।

নারদোঽপি যযৌ তত্র স্বশিষ্যৈঃ সহিতো মুনিঃ
মায়ারূপং সমাস্থায় নিয়োগাচ্চক্রিণো দ্বিজাঃ॥
স্ত্রিয়ো দৃষ্টফলার্থিন্যো দৈত্যা দৃষ্টফলার্থিনঃ।
বভূবুরুপদেশেন নারদস্য মহাত্মনঃ॥ ৫০
পাষণ্ডমার্গভূয়িষ্ঠা বেদমার্গবিবর্জ্জিতাঃ।
শিবার্চ্চনপরিভ্রষ্টাঃ সঞ্জাতা দানবাস্তদা॥ ৫১
এবং স ভগবান্ বিষ্ণুর্মায়ারূপধরো বিভুঃ।
অধর্ম্মবহুলং কৃত্বা ত্রিপুরং মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৫২
মহাদেবমনুপ্রাপ্য শরণং সর্ব্বদেহিনাম্।
তুষ্টাব স্তোত্রবর্য্যেণ ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৫৩
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ জলে স্থিত্বা সমাহিতঃ॥৫৪
নমঃ সর্ব্বাত্মনে তুভ্যং শঙ্করায়ার্ত্তিহারিণে।
রুদ্রায় নীলকণ্ঠায় কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে॥ ৫৫
গতিস্ত্বং সর্ব্বদাস্মাকং নাস্তদ্দেবারিমর্দ্দন।
ত্বমাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বমনন্তশ্চাক্ষয়ঃ প্রভুঃ॥ ৫৬
প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্রষ্টা হর্ত্তা জগদ্গুরুঃ।
ত্রাতা নেতা জগত্যস্মিন্ দ্বিজাদীন্ দ্বিজবৎসলঃ

হইল। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুর আদেশে নারদ মুনিও মায়ারূপ অবলম্বন করিয়া শিষ্য-গণ সমভিব্যাহারে ত্রিপুরে গমন করিলেন। মহাত্মা নারদের উপদেশে স্ত্রীলোকেও প্রত্যক্ষ-ফলাভিলাষী হইল, পুরুষেরাও প্রত্যক্ষ ফল কামনা করিতে লাগিল। তখন দানবগণ পাষণ্ডমার্গবহুল, বেদমার্গভ্রষ্ট এবং শিবপূজাপরাঙ্মুখ হইল। হে মুনিপুঙ্গবগণ! ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু ত্রিপুরে মায়ারূপে অধর্ম্ম-বাহুল্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বদেহিরক্ষক মহা-দেবের শরণাপন্ন হইয়া উত্তম স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৬—৫৩। বিষ্ণু দণ্ডবৎ প্রণত ও জলে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—আপনি সর্ব্বাত্মা, আর্ত্তিহারী রুদ্র, নীলকণ্ঠ প্রচেতা শঙ্কর; আপনাকে নমস্কার। হে অসুরমর্দ্দন! আপনিই আমাদের নিত্য উপায়। আপনি আদি অনাদি; আপনি অনন্ত অক্ষয় প্রভু। আপনি প্রকৃতি, পুরুষ, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, হর্ত্তা এবং জগতের গুরু। আপনি দ্বিজবৎসল;

বরদো বাঙ্ময়ো বাচ্যো বাচ্যবাচকবর্জ্জিতঃ।
ধ্যেয়ো মুক্ত্যর্থমীশানো যোগিভির্যোগবিত্তমৈঃ
হৃৎপুণ্ডরীকশুষিরে যোগিনাং সংস্থিতং সদা।
বদন্তি সূরয়ঃ সন্তং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্॥ ৫৯
ভবন্তং তত্ত্বমিত্যাহুস্তেজোরাশিং পরাৎপরম্।
পরমাত্মানমিত্যাহুরস্মিন্ জগতি যদ্বিভো॥ ৬০
দৃষ্টং শ্রুতং স্থিতং সর্ব্বং জায়মানং জগদ্গুরো।
অণোরল্পতরং প্রাহুর্ম্মহতোহপি মহত্তরম্॥ ৬১
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
মহাদেবমনির্দ্দেশ্যং সর্ব্বজ্ঞং ত্বামনাময়ম্॥ ৬২
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং সদাশিবমনুত্তমম্।
কোটিভাস্করসঙ্কাশং কোটিশীতাংশুসন্নিভম্॥
কোটিকালাগ্নিসঙ্কাশং ষড়্‌বিংশাত্মকমীশ্বরম্।
প্রবর্ত্তকং জগত্যস্মিন প্রকৃতেঃ প্রপিতামহম্॥
বদন্তি বরদং দেবং সর্ব্বাবাসং স্বয়ম্ভুবম্।
শ্রুতয়ঃ শ্রুতিসারং ত্বাং শ্রুতিসারবিদশ্চ যে॥
অদৃষ্টমস্মাভিরনেকমূর্ত্তে
দ্বিধা কৃতং যদ্ভবতা নু লোকে।
তদেব দৈত্যাসুরভূসুরাশ্চ
দেবাসুরাঃ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ॥ ৬৬
পাহি নান্যাগতিঃ শম্ভোবিনিহত্যাসুরান্ ক্ষণাৎ
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যাস্তে পরমেশ্বরঃ॥
যথা তরঙ্গাঃ শকরীসমূহা
যুধ্যন্তি চান্যোন্যমপাংনিধৌ তু।
জড়াশ্রয়াদেব জড়ীকৃতাশ্চ
সুরাসুরাস্তদ্বিজয়ে হি সর্ব্বে॥ ৬৮

সূত উবাচ।

য ইমং প্রাতরুত্থায় শুচির্ভূত্বা পঠেন্নরঃ।
শৃণুয়াদ্বা স্তবং পুণ্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৬৯
এবং স্তুতো মহাদেবো রুদ্রজাপ্যেন চক্রিণা
নন্দদত্তকরঃ শম্ভুঃ স্বয়ং বচনমব্রবীৎ॥ ৭০

ঈশ্বর উবাচ।

যুষ্মৎকার্য্যং ময়া জ্ঞাতং বিষ্ণোর্ম্মায়াবলং তথা।

এ জগতে দ্বিজাতির ত্রাতা এবং নেতা—আপনি। আপনি বরদ, বাঙ্ময়, বাচ্যবাচক-বর্জ্জিত অথচ বাচ্য; আপনি ঈশান, যোগবিত্তম, যোগিগণ মুক্তির জন্য আপনাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ আপনাকে হৃৎপদ্মমধ্যস্থ পরব্রহ্মস্বরূপী বলিয়া থাকেন। আপনাকেই তাঁহারা তেজোরাশি পরাৎপর তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে জগদ্গুরো! বিভো! এ জগতে যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, স্থিত এবং উপপাদ্যমান, তৎসমস্তের পরমাত্মা বলিয়া আপনিই কথিত হন। জ্ঞানিগণ বলেন, আপনি অণু হইতে অণুতর, মহান্ হইতে মহত্তর; আপনার কর-চরণ সর্ব্বাংশে; আপনার চক্ষুঃ মস্তক মুখ সর্ব্বাংশে; আপনি মহাদেব, অনির্দ্দেশ্য,সর্ব্বজ্ঞ এবং অনাময়। আপনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, অনুত্তম সদাশিব; আপনি কোটিসূর্য্য-সদৃশ, কোটিচন্দ্রসন্নিভ; আপনি কোটি কালানল-তুল্য, ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব ঈশ্বর। এজগতে আপনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ও প্রপিতামহ (পিতামহের জনক)।" জ্ঞানিগণ আরও বলেন, "আপনি বরপ্রদ, সর্ব্বাবাস, স্বয়ম্ভূ।" শ্রুতি ও শ্রুতিসারবিৎ জ্ঞানিগণ, আপনাকে শ্রুতির সারাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে অনেকমূর্ত্তে! আমরা দেখি নাই বটে; কিন্তু আপনি জগতে যে দুই ভাগ (স্ত্রী পুরুষ) করিয়াছেন, তাহাই দৈত্য (সাধারণ) অসুর এবং ব্রাহ্মণ, তাহাই দেবতা ও বিশেষ অসুর স্থাবর-জঙ্গম ও তাহাই। হে শম্ভো! অসুরগণকে ক্ষণমধ্যে নিহত করিয়া (আমাদিগকে) রক্ষা করুন, অন্য উপায় নাই। হে পরমেশ্বর! দৈত্যগণ সকলেই মায়ায় মোহিত হইয়াছে। যেমন সাগরে তরঙ্গাশ্রিত শকরীসমূহ, পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ জড়ের আশ্রয়ে জড়ীকৃত দেবাসুরগণ পরস্পর জয়ার্থ পরস্পর যুদ্ধ করে। ৫৪—৭০। সূত বলিলেন,—যে মানব প্রাতঃকালে উঠিয়া শুদ্ধ হইয়া এই পবিত্র স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্টপ্রাপ্তি হয়। বিষ্ণু রুদ্রমন্ত্র দ্বারা শিবকে এইরূপ স্তব করিলে, শিব নন্দীর উপর

ত্রিপুরে চৈব যদ্‌বৃত্তমসুরাণাং সুরোত্তম ॥ ৭১
সর্ব্বে গতসমাচারা বেদধর্ম্মবিনিন্দকাঃ।
দানবাস্তে যতো জাতাস্তস্মাদ্বধ্যা ময়া তথা ॥৭২
এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ সোমঃ স্কন্দেন নন্দিনা।
গণেশ্বরৈশ্চ সহিতোদিব্যং ভবনমাবিশ ॥ ৭৩
অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা দ্বারমাশ্রিত্য তুষ্টুবুঃ।
ততো গণাগ্রণীর্নন্দী শূলহস্তো বিনির্গতঃ॥ ৭৪
আজ্ঞয়া দেবদেবস্য তং দৃষ্ট্বা দেবতাগণাঃ।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরভীষ্টার্থপ্রদায়িনম্ ॥৭৫
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি নন্দিনো মূর্দ্ধ্নি খেচরাঃ।
নিয়োগাদ্বজ্রিণঃ সর্ব্বে নন্দী তুষ্টস্তদাভবৎ ॥৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্থত-শৌনকসংবাদে বিদ্যুন্মালিতারকাখ্য-কমলাখ্যতপ-আদিকথনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

•হস্ত ন্যস্ত করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন,—তোমাদের কার্য্য,বিষ্ণুর মায়াবল এবং ত্রিপুরের যাহা ঘটিয়াছে, তাহা—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিদিত আছি! সকল দানবেরাই সদাচারভ্রষ্ট ও বেদ-ধর্ম্মনিন্দক-হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তাহারা আমার বধ্য হইয়াছে! উমা-সমভিব্যাহারী মহাদেব এই কথা বলিয়া কার্ত্তিকেয়, নন্দী ও গণনায়কদিগের সহিত দিব্য ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, দ্বারে থাকিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর, গণাগ্রগণ্য শূলপাণি নন্দী শিবের আদেশে বাহিরে আসিলেন। দেবগণ, অভীষ্টার্থ-প্রদাতা নন্দীকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের আদেশে আকাশ-চারী দেবগণ, নন্দীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন; নন্দী সন্তুষ্ট হইলেন। ৭১—৭৪।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্থত উবাচ।

অথ নন্দীশ্বরঃ প্রাহ ব্রহ্মাদীন্ পরয়া মুদা।
সসারথিং রথং শম্ভোঃ সশরং কর্ত্তুমর্হথ।
রথারূঢ়ো মহাদেবস্ত্রিপুরং সংহরিষ্যতি ॥ ১
অথ দেবাধিদেবস্য নির্ম্মিতো বিশ্বকর্ম্মণা।
রথঃ পরমশোভ্যাঢ্যঃ সর্ব্বদেবময়ঃ শিবঃ ॥ ২
সূর্য্যচন্দ্রৌ স্মৃতৌ চক্রে অরয়ঃ শশিনঃ কলাঃ।
সূক্ষ্মারা দ্বাদশাদিত্যা নেম্যঃ ষড়ৃতবঃ স্মৃতাঃ ॥
অন্তরিক্ষমভূৎ তস্য পুষ্করং মুনিপুঙ্গবাঃ।
মন্দরশ্চাভবন্নীড়ং কুবরং কথয়ামি বঃ ॥ ৪
উদয়ঃদ্রিস্তথাস্তাদ্রিরধিষ্ঠানমথোচ্যতে।
মেরুঃ কেসরশৈলশ্চ বেগঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥৫
অয়নে মেখলে প্রোক্তে চক্রয়োর্মুনিপুঙ্গবাঃ।
মুহূর্ত্তা বন্ধুরাঃ শস্তা রথস্য দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬
ঘোণা কাষ্ঠাশ্চ বিজ্ঞেয়া অক্ষদণ্ডঃ ক্ষণা দ্বিজাঃ
কুথা নিমেষাঃ কথিতাঃ কলাশ্চৈব লবাঃ স্মৃতাঃ ॥৭

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

স্থত বলিলেন,—অনন্তর নন্দীশ্বর পরম আনন্দে ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিলেন, শিবের সারথি সমেত রথ এবং বাণ নির্ম্মাণ করা আপনাদের উচিত। মহাদেব সেই রথে আরোহণ করিয়া (সেই বাণ দ্বারা) ত্রিপুর নাশ করিবেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা দেবাধিদেব শিবের পরম শোভাঢ্য সর্ব্বদেবময় শুভ রথ নির্ম্মাণ করিলেন। সে রথের চক্রদ্বয় চন্দ্র-সূর্য্য। শশি-কলা—অর, সূক্ষ্ম আর—দ্বাদশ সূর্য্য। নেমি—ছয় ঋতু। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! অন্তরীক্ষ সেই রথের পুষ্কর এবং মন্দর-পর্ব্বত—রথনীড়,হইল। উদয়-পর্ব্বত—রথকুবর, অস্তাচল—অধিষ্ঠান (বসিবার স্থান), কেশরশৈল—মেরুস্থান, সংবৎর—রথবেগ, উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন—চক্রমেখলাদ্বয়, মুহূর্ত্ত সকল—রথাগ্র, হে দ্বিজসত্তমগণ! কাষ্ঠা সকল—রথাবয়ব-বিশেষ, ক্ষণসমূহ—অক্ষদণ্ড

দোর্ব্বরূথমভূৎ তস্য স্বর্গমোক্ষাবুভৌ ধ্বজৌ।
দণ্ডৌ চ কর্ম্মবৈরাগ্যৌ মধ্যা দণ্ডাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ॥
সন্ধয়ো দক্ষিণাস্তস্য যুগাক্ষৌ শৃণুত দ্বিজাঃ।
অর্থকামৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ঈষাদণ্ডস্তথোচ্যতে॥ ৯
অব্যক্তমিতি যৎ প্রোক্তং বুদ্ধিস্তস্যৈব বিড ঙ্গঃ
অহঙ্কারো ভবেৎ কোণো ভূতানি বলমুত্তমম্॥
ভূষণানীন্দ্রিয়াণি স্যুরর্দ্ধঞ্চ গতিরুত্তমা।
বেদাস্তস্য হয়াঃ প্রোক্তাঃ ষড়ঙ্গানি চ ভূষণম্॥
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি মীমাংসা পুরাণং ন্যায় এব চ।
বাণাশ্রয়াক্ষয়াশ্চৈব মন্ত্রা ঘণ্টা ইহেরিতাঃ॥ ১২
রথন্তরঞ্চ চ্ছন্দাংসি দিশঃ পাদা রথস্য তাঃ।
সরিতাং পতয়স্তস্য রথকম্বলিকাঃ স্মৃতাঃ॥১৩
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ শুভ্রাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
সর্ব্বাঃ স্ত্রীরূপধারিণ্যশ্চামরাগ্রকরাঃ শুভাঃ॥ ১৪
সপ্তাবহাদ্যাঃ সোপানাঃ সারথির্ভগবানজঃ।
প্রতোদঃ প্রণবস্তস্য শৈলেন্দ্রঃ কার্ম্মুকং তথা॥
জ্যা ভুজঙ্গাধিপঃশ্রীমান্ ঘণ্টা বৈ ভারতী স্মৃতা
ইষুস্তস্যাভবদ্বিষ্ণুর্যমঃ শল্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
শৈরস্য তৈক্ষ্ণ্যং কালাগ্নিরেবং দেবময়ো রথঃ॥
অথারুরোহ ভগবান্ দিব্যং রথমনুত্তমম্।
স্তূয়মানো মহাদেবো মুনিসঙ্ঘৈর্মুনীশ্বরাঃ॥ ১৭
স্বকার্য্যবিঘ্নকর্ত্তারং দেবং দৃষ্ট্বা বিনায়কম্।
সম্পূজ্য ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ ফলৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ॥ ১৮
উণ্ডেরৈর্মোদকৈশ্চৈব পুষ্পৈর্দীপৈর্মনোহরৈঃ।
এবং সম্পূজ্য ভগবান্ পুরং দগ্ধুং জগাম হ॥
শম্ভোরগ্রে যযুর্দেবাস্তেষামগ্রে গণেশ্বরাঃ।
তেষামগ্রেসরো নন্দী সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥২০
বিমানং কোটিসূর্য্যাভমারুহ্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
দৈত্যান্ প্রহর্ত্তুং শৈলাদিস্ত্বরেণ প্রযযৌ তদা॥
সমন্তাৎ প্রযযুর্দেবাঃ সায়ুধাশ্চ সবাহনাঃ।
লোকপালাস্তথা সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥

নিমেষ সকল—কুথা (আস্তরণ), লবসমূহ—কীল, আকাশ—বরূথ, স্বর্গ-মোক্ষ—দুই ধ্বজ কর্ম্ম ও বৈরাগ্য—দণ্ডদ্বয়, যজ্ঞসমূহ—দণ্ডাশ্রয়স্থান। দক্ষিণা—সন্ধি সকল, অর্থ ও কাম—যুগাক্ষদ্বয়, প্রকৃতি—ঈষাদণ্ড, বুদ্ধি—রথের বিড ঙ্গ (রথাঙ্গ বিশেষ), অহঙ্কার—কোণ, পঞ্চভূত—উত্তম বল, দশেন্দ্রিয়ের অর্দ্ধ পঞ্চেন্দ্রিয়—ভূষণ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়—উত্তম গতি, চতুর্বেদ অশ্ব, ষড়ঙ্গ—অশ্বভূষণ, ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসা পুরাণ এবং ন্যায়—বাণরক্ষাস্থান, মন্ত্র-সমূহ—ঘণ্টা, ছন্দঃসমূহ—রথমধ্য *, দিঙ্মণ্ডল—রথপাদ, সমুদ্র চতুষ্টয়—রথকম্বলিকা। গঙ্গা আদি নদীগণ, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা শুভ্রবর্ণা রমণীরূপে চামর ধারণ করিয়া রহিলেন। আবহ প্রভৃতি সপ্ত বায়ু—সোপানাবলী, ভগবান্ ব্রহ্মা—সারথি, প্রণব—প্রতোদ (চাবুক), গিরিরাজ—সরাসন, শ্রীমান্ সর্পরাজ—মৌর্ব্বী, সরস্বতী ঘণ্টা, বিষ্ণু—বাণ, যম—শল্য (ফলা), কালাগ্নি স্বয়ং শরের তীক্ষ্ণতা; হে দ্বিজোত্তমগণ! এই প্রকার সর্ব্বদেবময় রথ হইল। ১—১৬। হে মুনিবরবৃন্দ! অনন্তর ভগবান্ মহাদেব, মুনিসমূহ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সেই দিব্য অতুলনীয় রথে আরোহণ করিয়া, পরে মহাদেব স্বকার্য্য বিঘ্নকর্ত্তা দেব বিনায়ককে অবলোকন করিয়া পিষ্টকাবশেষ ও মোদকাদি ভক্ষ্য-ভোজ্য, বিবিধ ফল এবং মনোহর পুষ্প ও দীপসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পুরদাহের জন্য গমন করিলেন। শিবের অগ্রে দেবগণ, তাঁহাদের অগ্রে গণাধ্যক্ষ সকল এবং তাঁহাদেরও অগ্রে সর্ব্বলোকনমস্কৃত নন্দী চলিলেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! শিলাদতনয় নন্দী কোটি সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া দৈত্যগণকে মারিবার জন্য ত্বরায় গমন করিলেন। দেবগণ অস্ত্রধারী বাহনারূঢ় লোকপালগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা শংসিতাত্মা মুনিগণ এবং লোকজননী মাতৃগণ, সকলেই শিবের চতুর্দ্দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে

* রথন্তর (বেদৈকদেশ), ছন্দ এবং দিক্‌সমূহ রথের পাদ (খুরা) স্বরূপ হইল। এ অনুবাদ মূলের অক্ষরানুযায়ী।

মুনয়ঃ শংসিতাত্মানো মাতরো লোকমাতরঃ।
সমস্তাদ্দেবদেবস্য কৃতাঞ্জলিপুটা যযুঃ॥ ২৩
পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুঃ খেচরাশ্চারণাস্তথা॥ ২৪
ভৃঙ্গী পুরত্রয়ং হন্তুং লক্ষকোটিগণৈর্বৃতঃ।
জগাম শঙ্কুকর্ণশ্চ গোকর্ণশ্চ মহাবলঃ॥ ২৫
কুন্দদন্তো মহাকালো ডিণ্ডী মুণ্ডী গণেশ্বরঃ।
শতজিহ্বঃ সহস্রাক্ষো বীরভদ্রো মহাবলঃ॥২৬
শিবাখ্যো বিশিখশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মহান্
শতাস্যষ্টঙ্কহস্তশ্চ পিশাচীশঃ পিনাকধৃক্॥ ২৭
এতে চান্যে চ বহবো গণানাং লক্ষকোটয়ঃ॥
সমস্তাৎ পরিবার্য্যেশং ত্রিপুরং হন্তুমুদ্যতাঃ॥২৮

অথ বিরিঞ্চিমুরারিবিরিভাবসু-
প্রভৃতিভির্নতপাদসরোরুহঃ।
সহ তদা হি জগাম তয়াম্বয়া
সকললোকহিতায় পুরত্রয়ম্॥ ২৯
দগ্ধুং সমর্থো মনসা ক্ষণেন
চরাচরং সর্ব্বমিদং ত্রিশূলী।
কিন্তত্র দগ্ধুং ত্রিপুরং পিনাকী
স্বয়ং গতস্তত্র গণৈশ্চ সার্দ্ধম্॥ ৩০

রথেন কিঞ্চেষুবরেণ তস্য
গণৈশ্চ শম্ভোস্ত্রিপুরং দিধক্ষতঃ।
পুরত্রয়ং দগ্ধুমলুপ্তশক্তেঃ
কিমেতদিত্যাহুরজেন্দ্রমুখ্যাঃ॥ ৩১
মন্যে চ নূনং ভগবান্ পিনাকী
লীলার্থমেতৎ সকলং প্রহর্ত্তুম্।
ব্যবস্থিতশ্চেতি তথাস্তথা চে-
দাড়ম্বরেণাস্য ফলং কিমেতৎ॥ ৩২

অথ পাণৌ সমাদায় ধনুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
শরং সন্ধায় বেগেন ত্রিপুরং সমচিন্তয়ৎ॥ ৩৩
তস্মিন্ কালে পুষ্যযোগে পুরাণ্যেকত্বমাযযুঃ।
তদা সমভবদ্বিপ্রা দেবানাং তুমুলো মহান্॥৩৪
দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্।
ননৃতুর্যক্ষগন্ধর্ব্বাশ্চারণাঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ॥ ৩৫
অথাব্রবীন্মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পুষ্যযোগস্তনুপ্রাপ্তো ভগবন্ পার্ব্বতীপতে॥৩
পুরাণীমানি দেবেশ পৃথগ্ভাবং ন যান্তি বৈ।

চলিলেন। আকাশচারী, চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষকোটি-গণ-পরিবৃত ভৃঙ্গী, শঙ্কুকর্ণ, মহাবল গোকর্ণ ত্রিপুরবিনাশের জন্য গমন করিলেন। কুন্দদন্ত, মহাকাল,ডিণ্ডী, মুণ্ডী, গণেশ্বর, শতজিহ্ব, সহস্রাক্ষ, মহাবল বীরভদ্র, শিবাখ্য, বিশিখ, পঞ্চশিখ, শতাস্য, টঙ্কহস্ত, পিশাচীশ, পিনাকধারী, এই সব গণাধ্যক্ষ এবং এতদ্ভিন্ন বহু লক্ষকোটি গণ চতুর্দ্দিকে মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া ত্রিপুরনাশের জন্য গমন করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন, সেই শিব উমা-সমভিব্যাহৃত হইয়া সকললোক-হিতার্থ পুরত্রয়-দাহের জন্য গমন করিলেন। "শূলপাণি, এই চরাচর বিশ্ব ক্ষণমধ্যে মনের দ্বারা দগ্ধ করিতে সমর্থ; তথাপি তিনি ত্রিপুরদাহ করিতে প্রমথগণের সহিত করিলেন কেন? ত্রিপুর-দাহাভিলাষী শিবের ত্রিপুর-দাহে রথে কি প্রয়োজন, শরশ্রেষ্ঠে কি প্রয়োজন, প্রমথগণেই বা কি প্রয়োজন? কেননা, তাঁহার শক্তি অব্যাহত" ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এই কথা বলিতে লাগিলেন; আর বলিলেন,—বোধ হয়, ভগবান্ পিনাকী লীলাবশতই এই সকল প্রহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন, নতুবা ইহাঁর এত আড়ম্বরে ফল কি?১৭—৩২। অনন্তর দেব মহেশ্বর, হস্তে ধনু লইয়া তাহাতে শর সন্ধান করিয়া, ত্রিপুর চিন্তা করিলেন। সেই সময় পুষ্যযোগ হওয়াতে পুরত্রয় একত্ব প্রাপ্ত হইল। হে বিপ্রগণ! তখন দেবগণের তুমুল ধ্বনি হইল। দেবতা ও মুনিগণ পরস্পরে মহেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নরগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন, হে ভগবন্ পার্ব্বতীকান্ত! পুষ্যযোগ উপস্থিত, পুরত্রয়ের সম্মেলন হইয়াছে। ভগবন্! এই যোগেই ত্রিপুর দাহ করিতে

যোগেহস্মিন্নেব ভগবংস্ত্রিপুরং দগ্ধুমর্হসি ॥ ৩৭
দেবাশ্চ দৈত্যা দেবেশ সমাস্তব মহেশ্বর।
ধর্ম্মাত্মানঃ সুরা যস্মাৎ পাপাত্মানোঽসুরাস্তথা
তস্মাল্লীলাং বি ায়ৈব ভগবন্ বিশ্বপূজিত।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় ত্রিপুরং দগ্ধুমর্হসি ॥৩৯
অথাবৈক্ষত দেবেশঃ পুরত্রয়মবজ্ঞয়া।
ভস্মসাদভবদ্বিপ্রাঃ প্রভাবাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪০
অথাব্রুবন্নুপেন্দ্রাদ্যা ভগবন্তমুমাপতিম্।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে স্তবন্তোঽস্য রথে স্থিতাঃ
দগ্ধং যদ্যপি দেবেশ ত্রিপুরং বীক্ষণাৎ প্রভো
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং শরং মোক্তুমিহার্হসি ॥
অথ জ্যাং ধনুষো মৃজ্য প্রহসন্ ভগনেত্রহা।
মুমোচ বাণং বেগেন ত্রিপুরং ভস্মসাদভূৎ ॥৪৩
যে তত্রেশাননিরতা দৈত্যাঃ ক্ষপিতকল্মষাঃ।
শিবলোকং গতাঃ সর্ব্বে শিবস্যানুগ্রহাদ্দ্বিজাঃ
বিরিঞ্চিপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ।
ববন্দিরে মহাদেবং দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তে ॥৪৫

সূত উবাচ।

এবং বিশ্বেশ্বরো দেবো ভগবান্ পার্ব্বতীপতিঃ
ব্রহ্মাদিভ্যো বরং দত্ত্বা মন্দরং প্রযযৌ শিবঃ ॥
ততো দেবাঃ প্রমুদিতাঃ স্বং স্বং ধাম যযুর্দ্বিজাঃ
নির্বৈরাঃ স্বস্থমনসঃ শিবস্যানুগ্রহাৎ স্থিতাঃ ॥
এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং দগ্ধং ভগবতা যথা।
ত্রিপুরং মুনিশার্দ্দূলাঃ পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্ ॥ ৪৮
যঃ পঠেদিদমাখ্যানং মহাদেবস্য সন্নিধৌ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৯
লক্ষ্মীং বিদ্যাং যশঃ পুত্রান্ দারাংশ্চ লভতে নরঃ
অন্যাংশ্চ প্রাপ্নুয়াৎ কামান্ শ্রদ্ধয়া মুনিপুঙ্গবাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবরথত্রিপুরদাহকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

আজ্ঞা হয়। হে মহেশ্বর! আপনার নিকট দেব দৈত্য উভয় পক্ষই সমান, কিন্তু দেবতারা ধর্ম্মাত্মা এবং অসুরেরা অধর্ম্মাত্মা। এই জন্যই অসুর নাশ করিতে আজ্ঞা হয়। হে ভগবন্ বিশ্বপূজিত! ত্রৈলোক্যহিতার্থ ত্রিপুরদাহ আপনাকে করিতে হইবে। অনন্তর দেবদেব অবজ্ঞাক্রমে পুরত্রয়ের উপর (নাশক) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি পরমেশ্বর-প্রভাবে সমুদয় ভস্মীভূত হইতেছে এমন সময়ে * শিবরথাবস্থিত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান উমাপতিকে বলিলেন,—হে দেবদেব প্রভো! যদিচ দর্শনমাত্রেই পুরত্রয়কে দগ্ধ করিয়াছেন, তথাপি দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য ইহাতে শরক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হয়। তখন ভগনেত্রঘাতী শিব, হাস্য-সহকারে শরাসন-জ্যা মার্জ্জনপূর্ব্বক ত্রিপুরে বাণক্ষেপ করিলেন, তাহাতে পুরত্রয় শীঘ্রই ভস্মীভূত হইল। হে দ্বিজগণ! তথায় শিবপূজারত, অতএব নিষ্পাপ যে সকল দৈত্য ছিল, তাহারা শিবের অনুগ্রহে শিবলোক প্রাপ্ত হইল। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি সিদ্ধ এবং কিন্নরগণ শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শিবকে বন্দনা করিলেন। সূত বলিলেন,—বিশ্বেশ্বর দেব ভগবান্ ভবানীপতি, ব্রহ্মাদিকে বরদান করিয়া মন্দরাগারিতে প্রবেশ করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন এবং শিবের অনুগ্রহে বৈরহীন ও সুস্থচিত্তে তথায় অবস্থিত হইলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ভগবান্ শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুরদাহ-বৃত্তান্ত পবিত্র ও উত্তম উপাখ্যান, ইহা এই প্রকার সংক্ষেপে তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে মুনিগণ! যে ব্যক্তি এই পবিত্র আখ্যান শিবসমীপে শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে সাদর-বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, যশ, পুত্র, পত্নী ও অন্যান্য অভীষ্ট সকল লাভ করে। ৩৩—৫০।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

* মূলের ভাব এইরূপ।

ষটত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

গাণপত্যং কথং লব্ধমীশ্বরাদুপমন্যুনা।
ক্ষীরোদধিঃ কথং লব্ধো হ্যেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥১

সূত উবাচ।

উপমন্যুরিতি খ্যাতো যোঽসৌ ধৌম্যাগ্রজো মুনিঃ।
মহাদেবাল্লব্ধবরো দ্বিতীয় ইব ষণ্মুখঃ॥ ২
ক্রীড়মানো মহাভাগঃ কদাচিন্মাতুলাশ্রমে।
তস্যৈব চ গৃহে পীতং ক্ষীরং তেনোপমন্যুনা॥
অব্রবীন্মাতরং বালঃ পুনরেত্য স্বমাশ্রমম্।
মাতর্মমাদ্য তদ্দেহি ক্ষীরং স্বাদুতরং ততঃ॥ ৪
তন্মাতা দুঃখিতা ভূত্বা পুত্রমালিঙ্গ্য সাদরম্।
বীজান্যথ সমাদায় পিষ্ট্বা সা কলভাষিণী।
পুত্রায় প্রদদৌ ক্ষীরং সামপূর্ব্বঞ্চ কৃত্রিমম্॥ ৫
মাত্রা দত্তং ততঃ পীত্বা পয়ঃ স মুনিপুঙ্গবাঃ।
মাতঃ পয়স্ত্বয়া দত্তং নৈতদিত্যব্রবীদ্বচঃ॥ ৬
অশ্রুপূর্ণেক্ষণং দৃষ্ট্বা পুত্রং মাতা সুদুঃখিতা।
নেত্রে সম্মার্জ্জ্য হস্তাভ্যাং পুত্রং প্রতীদমব্রবীৎ
বনে নিবসতাং পুত্র দরিদ্রাণাং বিশেষতঃ।
যৎ ত্বয়া যাচ্যতে ক্ষীরং তৎ সদা দুর্লভং হি নঃ
ভুক্তিশ্চ শিবকারুণ্যাল্লভ্যতে নান্যথা সুত ॥৯

সূত উবাচ।

এবং মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বালোঽপি মুনিপুঙ্গবাঃ
মাতরং প্রাহ কল্যাণীং বিনয়েন তপস্বিনীম্ ॥১০

উপমন্যুরুবাচ।

মাতঃ শোকং ত্যজ ক্ষিপ্রং যদ্যস্তি ভগবাঞ্ছিবঃ
ক্বচিদপ্যানয়াম্যাশু ক্ষীরাব্ধিং তব সন্নিধৌ ॥ ১১
এবমুক্ত্বাথ তাং নত্বা মাতরং মুনিবালকঃ।
জগাম স তপস্তপ্তুং মাতুরাজ্ঞাপ্রণোদিতঃ ॥ ১২
উপমন্যুস্তপস্তেপে গত্বা তু হিমপর্ব্বতম্।
ভূত্বানিলাশনো বিপ্রা বহূন্যব্দশতানি সঃ ॥ ১৩
তস্যোপমন্যোস্তপসা প্রদীপ্তং ভুবনত্রয়ম্।
দৃষ্ট্বা তদাদৃশং দেবা বিষ্ণুং গত্বেদমব্রুবন্ ॥ ১৪

দেবা উচুঃ।

দেবদেব জগন্নাথ পুরাণ পুরুষোত্তম।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—উপমন্যু শিবের নিকট গাণপত্য প্রাপ্ত হইলেন কিরূপে, ক্ষীরসমুদ্র প্রাপ্ত হইলেনই বা কিরূপে? ইহা বলুন। সূত বলিলেন,—উপমন্যু নামে বিখ্যাত মুনি, ধৌম্যমুনির জ্যেষ্ঠ। তিনি শিবের নিকট বরলাভ করিয়া দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় হইয়াছেন। একদা মহাভাগ উপমন্যু মাতুলাশ্রমে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারই গৃহে দুগ্ধ পান করিলেন। অনন্তর স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া মাতাকে বলিলেন,—মা! মাতুলালয়ের দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু দুগ্ধ আজ আমাকে দিতে হইবে। তাঁহার মাতা (পুত্রের কথা শুনিয়া) দুঃখিতা হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর সেই কলভাষিণী, বীজ লইয়া পেষণপূর্ব্বক তাহার কৃত্রিম দুগ্ধ মিষ্ট কথা বলিয়া পুত্রকে দিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপমন্যু মাতৃদত্ত দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! তুমি যে দুগ্ধ দিয়াছ, তাহা ত দুগ্ধ নহে। মাতা পুত্রকে অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া করযুগল দ্বারা পুত্রের নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—বাছা! আমরা বনবাসী, বিশেষতঃ দরিদ্র; তুমি যাহা চাহিতেছ, সেই দুগ্ধ আমাদের যে অতি দুর্লভ! পুত্র! শিবের দয়া ব্যতিরেকে ভোগ্যপ্রাপ্তি হয় না। ১-৯। সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপমন্যু বালক হইলেও মাতার এই প্রকার কথা শুনিয়া সেই তপস্বিনী কল্যাণীকে বিনয়-সহকারে বলিলেন,—মাতঃ! শোক ত্যাগ কর; শিব যদি কোথাও থাকেন ত আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে ক্ষীরসমুদ্র আনিয়া দিব। মুনি বালক উপমন্যু মাতাকে প্রণাম করিয়া মাতৃ-আজ্ঞায় তপস্যার্থ গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! উপমন্যু হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া পবনাহারী হইয়া বহুশত বর্ষ তপস্যা করিলেন। দেবগণ উপমন্যু-তপস্যায় ত্রিভুবন প্রতপ্ত দেখিয়া

ত্রৈলোক্যং দহতো বহ্নেরস্মাংস্ত্রাতুমিহার্হসি ॥
শ্রুত্বা তদীরিতং বিষ্ণুঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা তদা।
জগাম শঙ্করং দ্রষ্টুং মন্দরং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ১৬
মহাদেবং প্রণম্যাথ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
অব্রবীদ্ভগবান্ কশ্চিদ্বালকো হিমবদ্গিরৌ ॥ ১৭
উপমন্যুরিতি খ্যাতঃ ক্ষীরার্থং তপসি স্থিতঃ।
তপোঽগ্নিস্তস্য ভগবন্ দন্দহীতি জগত্রয়ম্ ॥ ১৮
অথ দেবো মহাদেবঃ পরমাত্মা শিবঃ স্বয়ম্।
ইন্দ্ররূপং সমাস্থায় জগাম হিমবদ্গিরিম্ ॥ ১৯
ঐরাবতং সমারুহ্য দেবসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ।
বামেন শচ্যা সহিতো মুনেস্তস্য তপোবনম্ ॥
শক্ররূপধরঃ শম্ভুঃ প্রীতো ভূত্বাথ সুব্রতাঃ।
বরং ব্রূহীত্যুবাচেদমুপমন্যুং মহামুনিম্ ॥ ২১
ইতীরিতং বচস্তস্য শ্রুত্বা বজ্রধরস্য সঃ।
ততঃ প্রহসিতঃ প্রাহ শিবেঽর্পিতমনাঃ স্বয়ম্ ॥
ভক্তিং শূলিন্যহং যাচে শিবাদেব ন চান্যথা।
অলমন্যৈর্বরৈঃ শক্র তরঙ্গৈরিব চঞ্চলৈঃ ॥ ২২

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা মুহূর্ত্তং ক্ষণমেব বা।
ন হ্যলব্ধপ্রসাদস্য ভক্তির্ভবতি শঙ্করে ॥ ২৩
ত্বৎপদং তুচ্ছবদ্ভাতি ব্রহ্মত্বঞ্চাপি বৃত্রহন্।
ভক্তিরেব বিরূপাক্ষে ভবত্বিতি মতির্মম ॥ ২৪
তস্মিন্ মহেশ্বরে শক্র ভক্তিশ্চেল্লভ্যতে সদা।
ব্রহ্মত্বমপি মে ভাতি পলালমিব নান্যথা ॥ ২৫
এবং মুনের্নিগদিতং শ্রুত্বা কুপিতবৎ প্রভুঃ।
তমব্রবীচ্ছচীনাথো ন মাং বেৎসি কথং মুনে ॥
মৎপরো মন্নমস্কারী মৎপূজনপরো ভব।
ময়ি প্রসন্নে জগতি দুর্লভং কিমিহাস্তি তে ॥ ২৭
কিং তেন পার্ব্বতীশেন নির্গুণেন মহাত্মনা।
ক্রিয়তে মুনিশার্দ্দূল তস্মান্মত্তো বরং শৃণু ॥ ২৮
এবং শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিবরাগ্রণীঃ।
উপমন্যুরভূৎ ক্রুদ্ধশ্চিন্তয়ানস্তদা দ্বিজাঃ ॥ ২৯
অহো কশ্চিদিহায়াতঃ পাপাত্মা রাক্ষসাধমঃ।
শক্ররূপং সমাস্থায় মত্তপোবিঘ্নহেতবে ॥ ৩০
তস্মাদসৌ নিহন্তব্যঃ শিবনিন্দাকরো যতঃ।

বিষ্ণু-সকাশে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব দেব জগন্নাথ! হে পুরাণ-পুরুষোত্তম! ত্রৈলোক্যদাহক অনল হইতে আমাদিগকে আপনার রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিয়া শিবদর্শনের জন্য উৎকৃষ্ট মন্দরপর্ব্বতে গমন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু শিবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—ভগবন্! উপমন্যু নামে কোন বালক, দুগ্ধের জন্য হিমালয়-পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছে, তাহার তপঃসম্ভূত কৃশানু ত্রিলোকদাহে প্রবৃত্ত। অনন্তর পরমাত্মা মহাদেব শিব স্বয়ং ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক দেবগণ-পরিবৃত, বাম-ভাগস্থিত-শচীযুক্ত ও ঐরাবতারূঢ় হইয়া সেই মুনির তপোবনে গমন করিলেন। হে সুব্রতগণ! ইন্দ্ররূপধারী শিব প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া মহামুনি উপমন্যুকে বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর। শিবার্পিতচেতা উপমন্যু বজ্রধরের এই কথা শুনিয়া সহাস্যে তাঁহাকে বলিলেন,—আমি শূলপাণির নিকটে তাঁহার প্রতি ভক্তিই প্রার্থনা করি, হে ইন্দ্র! তরঙ্গ-চঞ্চল অন্য বর আমি প্রার্থনা করি না। শিবের প্রসন্নতা লাভ না হইলে, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, নিমিষ বা নিমিষার্দ্ধ কালও শিবের প্রতি ভক্তি হয় না। হে বৃত্রঘাতিন্! তোমার পদ বা ব্রহ্মপদও আমার তুচ্ছবৎ বোধ হয়, শিব-ভক্তি আমার হউক, ইহাই আমার স্থিরসঙ্কল্প। হে ইন্দ্র! শিবভক্তিলাভের নিকট ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তিও আমার পলালবৎ অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। ১০-২৫। ইন্দ্ররূপধারী প্রভু, উপমন্যুর বাক্য শ্রবণে যেন কুপিত হইয়া বলিলেন,—হে মুনে! কি! আমাকে জান না? মৎপরায়ণ, মৎপূজন-পরায়ণ এবং মন্নমস্কার-পরায়ণ হও। আমি প্রসন্ন হইলে, জগতে তোমার দুর্লভ কি থাকিবে? হে মুনিবর! মহাত্মা হইলেও সেই নির্গুণ পার্ব্বতীকান্ত কি করিবে? অতএব আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে দ্বিজগণ! ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মুনিবর উপমন্যু ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন, কোন পাপাত্মা রাক্ষসাধম, আমার তপোবিঘ্নের জন্য ইন্দ্ররূপ

তন্নিন্দাশ্রবণাৎ পাপাদধিকং তদুপেক্ষণাৎ। ৩১
শিবনিন্দাকরং দৃষ্ট্বা ঘাতয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
হত্বাত্মানং পুনর্যস্ত স যাতি পরমাং গতিম্‌॥ ৩২
ইতি শাস্ত্রং সমুদ্দিশ্য শক্রং হন্তুং সমুদ্যতঃ।
অব্রবীৎ সুররাজানমুপমন্যুর্মুনীশ্বরাঃ ৩৩
ক্ষীরার্থং যৎ তপস্তাবদাস্তামত্র শচীপতে।
ত্বাং নিহত্যাত্মনো দেহং দাহয়ে যোগবহ্নিনা
এবমুক্ত্বা সমাদায় ভস্মনো মুষ্টিমাদরাৎ।
অথর্ব্বাস্ত্রেণ তজ্জপ্ত্বা শক্রং দগ্ধুং মুমোচ সঃ॥৩৫
বহ্নিধারণয়াত্মানং দগ্ধুং সমুপচক্রমে।
ধ্যায়ন্‌ বিশ্বেশ্বরং দেবং পরমাত্মানমব্যয়ম্‌॥৩৬
এবং ব্যবসিতে তস্মিন্‌ পিনাকী নীললোহিতঃ
সৌম্যধারণয়াগ্নেয়ীং বারয়ামাস শঙ্করঃ॥
শৈলাদিনান্যথা তত্র সংহৃতঞ্চাতিভীষণাম্‌॥ ৩৭
অথ বিশ্বাধিপো রুদ্রো ভক্তিং জ্ঞাত্বা দৃঢ়াং মুনেঃ
আত্মানং দর্শয়ামাস কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্‌॥ ৩৮
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং বালেন্দুকৃতশেখরম্‌।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং ত্রিপঞ্চনয়নং বিভুম্‌॥ ৩৯
তং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যোঽভূদুপমন্যুর্মহামুনিঃ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈস্তুষ্টাব পরমেশ্বরম্‌॥৪০
তস্মৈ প্রসন্নো ভগবান্‌ দত্তবান্‌ ক্ষীরসাগরম্‌।
গাণপত্যঞ্চ দুষ্প্রাপং ব্রহ্মাদ্যৈরপি সুব্রতাঃ॥
যদ্দত্তং দেবদেবেন নাভূৎ তত্রাদরো মুনেঃ।
ভক্তিমেব বিরূপাক্ষে পুনঃপুনরযাচত॥ ৪২
এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ মহাদেবঃ সহোময়া।
স্তূয়মানঃ সুরগণৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৩
যঃ পঠেদিদমাখ্যানমুপমন্যোর্মহাত্মনঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥৪৪

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে উপমন্যুপাখ্যানকথনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬।

ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে! অতএব ইহাকে বধ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু এ ব্যক্তি শিবনিন্দাকারী। শিবনিন্দাশ্রবণ-পাপ তাহার উপেক্ষায় অধিক পাপ। যে ব্যক্তি অপেক্ষা শিব-নিন্দককে নিহত করিয়া আত্মহত্যা করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। হে মুনিবরগণ! এই শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ইন্দ্রবধার্থ উদ্যত উপমন্যু সেই দেবরাজকে বলিলেন,—আমি দুগ্ধের জন্য তপস্যা করিতেছি বটে; কিন্তু তাহা থাক্‌, এক্ষণে হে ইন্দ্ররূপিন্‌। তোমাকে নিহত করিয়া স্বীয় দেহ যোগানলে দগ্ধ করিব। উপমন্যু এই বলিয়া সাগ্রহে ভস্মমুষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে অথর্ব্বাস্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদাহের জন্য নিক্ষেপ করিলেন এবং অব্যয় পরমাত্মা বিশ্বেশ্বর দেবকে ধ্যান করত বহ্নিযোগে আত্মশরীর-দাহে উদ্যত হইলেন। উপমন্যু এই প্রকার করিলে পিনাকপাণি নীললোহিত শঙ্কর সৌম্যযোগে অগ্নিযোগ বারণ করিলেন; উপমন্যুর সেই ভীষণ অগ্নিযোগ নন্দী প্রকারান্তরেও সংহার করিয়াছিলেন। অনন্তর বিশ্বপতি শিব, মুনি উপমন্যুর দৃঢ়ভক্তি বিদিত হইয়া কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, পঞ্চবক্ত্র, প্রত্যেক মুখে নয়নত্রয়সম্পন্ন, দশভুজ, শশিকলাশেখর, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান এবং প্রভুত্বসম্পন্ন আত্ম-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মহামুনি উপমন্যু তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং নানা-বিধ স্তবে সেই পরমেশ্বরকে স্তব করিলেন। ভগবান্‌ শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ক্ষীরসাগর প্রদান করিলেন। হে সুব্রতগণ! ব্রহ্মাদি-দেবদুর্লভ গাণপত্যও শিব তাঁহাকে দিলেন, কিন্তু উপমন্যু তাহাতে আদরযুক্ত হন নাই; পুনঃপুনঃ শিবভক্তি প্রার্থনা করিলেন। উমাসহিত মহাদেব উপমন্যুকে সেই বর দিয়া দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি মহাত্মা উপ-মন্যুর এই উপাখ্যান পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। ২৬—৪৪।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কথং জালন্ধরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
সুদর্শনেন চক্রেণ বক্তুমর্হ'ত সাম্প্রতম্॥ ১
সূত উবাচ।
আসীৎ কৃতান্তসঙ্কাশো জালন্ধর ইতি শ্রুতঃ।
জলমণ্ডলসম্ভূতস্তেন দেবা বিনির্জ্জিতাঃ॥ ২
লোকপালাশ্চ সাধ্যাশ্চ বসবশ্চ মরুদ্গণাঃ।
বিশ্বেদেবাস্তথাদিত্যা রুদ্রাশ্চৈব বিনির্জ্জিতাঃ॥
ব্রহ্মাণঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠং সমরে মুনিপুঙ্গবাঃ।
জগাম জেতুং দেবেশং বিষ্ণুং দৈত্যনিবর্হণম্॥৪
তেন সার্দ্ধমভূদ্যুদ্ধং জালন্ধর-সুরেশয়োঃ।
বিনির্জ্জিত্য ততো বিষ্ণুং দৈত্যান্ প্রতীদম-
ব্রবীৎ॥ ৫
দেবা বিনির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা ত্রিলোচনম্।
তমদ্য জেতুমিচ্ছামি ভগবন্তং মহেশ্বরম্।
নন্দীশ্বরেণ সহিতং সাম্বঞ্চৈব রণাঙ্গনে॥ ৬
জালন্ধরবচঃ শ্রুত্বা দৈতেয়াস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
যযুর্দেবং তমীশানং যোদ্ধুমুদ্যুক্তমানসাঃ॥৭
ততো জালন্ধরো দৈত্যো দৈত্যৈশ্চ সহিতো
বলী।
রথৈর্গজৈশ্চ সন্নদ্ধঃ প্রযযৌ শঙ্করান্তিকম্॥ ৮
দৃষ্ট্বা জালন্ধরং শম্ভুরঞ্জনাদ্রিচয়োপমম্।
প্রহস্য ব্রবীদ্ দৈত্যং ব্রহ্মণো বরদর্পিতম্॥ ৯
যুদ্ধেনালং দিতেঃ পুত্র মদ্বাণৈর্নিশিতৈরিহ।
ক্ষণাদ্বিচ্ছিন্নসর্ব্বাঙ্গো মৃত্যোর্গ্রাসং গমিষ্যসি॥
শ্রুত্বা জালন্ধরো বাক্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
কুপিতঃ প্রাহ দেবেশং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্॥
অনেন বাক্‌প্রলাপেন কিং মহেশ বৃথা তব।
গদয়া তাড়য়ামি ত্বামনয়া তীক্ষ্ণধারয়া॥ ১২
মাং যো জেষ্যতি লোকেষু ন তং পশ্যামি
শঙ্কর।
তস্মাদুত্থায় যুধ্যস্ব যদি তেঽস্তি বলং শিব॥১৩
শ্রুত্বাথ দৈত্যবচনং পাদাঙ্গুষ্ঠেন শঙ্কর।
চকার লীলয়া চক্রমস্বুধৌ দিব্যমায়ুধম্॥ ১৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—শূলপাণি সুদর্শনচক্র দ্বারা কিরূপে জালন্ধর দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—জালন্ধর নামে বিখ্যাত, জলমণ্ডল-সম্ভূত, কৃতান্তসদৃশ এক দৈত্য ছিল, দেবগণ তাহার নিকট পরাজিত হইলেন। লোকপাল, সাধ্য, অষ্টবসু, পবন, বিশ্বদেব, আদিত্য এবং রুদ্রগণকে জালন্ধর জয় করিল। হে মুনিপুঙ্গবগণ! অনন্তর সেই দৈত্য, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং দৈত্যনাশক দেবদেব বিষ্ণুকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্য যাত্রা করিল। জালন্ধরের সহিত (ব্রহ্মা ও) বিষ্ণুর যুদ্ধ হইল। (ব্রহ্মজয়ের পর) বিষ্ণুকে জয় করিয়া জালন্ধর দৈত্যগণকে বলিল,—এক ত্রিলোচন ব্যতীত সকল দেবগণই পরাজিত হইয়াছে। নন্দীশ্বর ও পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ মহেশ্বরকে অদ্য আমি রণাঙ্গনে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। হে দ্বিজোত্তমগণ! জালন্ধরের কথা শুনিয়া দৈত্যগণ, যুদ্ধোদ্যত হইয়া দেবদেব শিবের উদ্দেশে যাত্রা করিল। অনন্তর জালন্ধর-দৈত্য দৈত্যগণ-পরিবৃত ও রথ-করিনিকরে সুসজ্জিত হইয়া, শিবসমীপে উপস্থিত হইল। শিব, অঞ্জন-গিরি-সন্নিভ ব্রহ্মবর-দর্পিত জালন্ধর-দৈত্যকে অবলোকন করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—হে দিতিনন্দন! যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, আমার নিশিত শরনিকরে বিচ্ছিন্নসর্ব্বাঙ্গ হইয়া এখনি মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হইবে। জালন্ধর-দৈত্য দেবদেব শূলপাণির কথা শুনিয়া সক্রোধে ভগবান্ ত্রিলোচনকে বলিল,—হে মহেশ! তোমার বৃথা বাক্য-প্রলাপে কি হইবে? এই তীক্ষ্ণধার-সম্পন্ন গদা দ্বারা তোমাকে তাড়িত করিতেছি। হে শঙ্কর! আমাকে জয় করিতে পারে এমন লোক ত ত্রিভুবনে দেখি না; তবে তোমার যদি বল থাকে ত উঠিয়া যুদ্ধ কর। ১—১৩। শিব, দৈত্যের কথা শুনিয়া লীলাক্রমে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সাগরে দিব্য চক্রায়ুধ অঙ্কন

যদিদং নির্ম্মলং চক্রং জালন্ধর ময়াম্বুধৌ।
বলং তে যদি চোদ্ধর্তুং তিষ্ঠ যোদ্ধুঞ্চ নান্যথা
আকর্ণ্য তস্য বচনং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
শূলিনং প্রাহ বিপ্রেন্দ্রাস্ত্রৈলোক্যং প্রদহন্নিব॥

জালন্ধর উবাচ।

রেখামাত্রং কিমুদ্ধর্তুং কিমিদং ভাষসে শিব।
মেৰ্ব্বাদয়োঽপি তিষ্ঠন্তি কিং ময়া ন বিচালিতাঃ
যা ত্বয়া লিখিতা রেখা চক্ররূপা মহেশ্বর।
তামুদ্ধৃত্য ততো হন্মি ত্বাং নন্দিপ্রমুখৈঃ সহ॥১৮
বালত্বে নির্জ্জিতো ব্রহ্মা তরসৈব পুরা ময়া।
নিক্ষিপ্তো ভগবান্ বিষ্ণুর্লীলয়া শতযোজনম্॥
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাশ্চ বদ্ধাঃ কারাগৃহে স্থিতাঃ
দাসীভূতাঃ স্ত্রিয়স্তেষাং বর্ত্তন্তে মদ্‌গৃহে শিব॥
দোর্ভ্যাং বিয়ন্নদী রুদ্ধা ক্রীড়ার্থং হিমবদ্গিরৌ
দিগ্‌গজাশ্চ বিনিক্ষিপ্তাঃ সিন্ধাবৈরাবণাদয়ঃ॥২১
বড়বাগ্নের্মুখে রুদ্ধে চৈকার্ণব ইবাভবৎ।
তস্মান্ন জানাসি কথং শম্ভো মম পরাক্রমম্॥২২
ত্বামপি প্রাপয়াম্যদ্য জিত্বা কারাগৃহং প্রতি॥২৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দানবস্য মহেশ্বরঃ।
নেত্রাগ্নিলবভাগেন চমূং তস্যাদহৎ ক্ষণাৎ॥২৪
অক্ষৌহিণীনাং সাহস্রং লীলয়ৈব মহেশ্বরঃ।
কৃত্বা তদ্ভস্মসাদ্বিপ্রা জালন্ধরমথাব্রবীৎ॥২৫

ঈশ্বর উবাচ।

সময়ো যঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং লেখামুদ্ধরণং প্রতি।
কুরু দৈত্য তথা শীঘ্রং ততো মাং জেতুমর্হসি
অথ শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা মদান্ধো দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দোর্ভ্যামাস্ফোট্য বেগেন লেখামুদ্ধর্তুমুদ্যতঃ॥২৭
সুদর্শনাখ্যং যচ্চক্রং কৃচ্ছ্রেণ মহতা দ্বিজাঃ।
স্কন্ধে বৈ স্থাপয়ামাস দ্বিধাভূতে ততঃ ক্ষণাৎ॥
নিপপাত ততো দৈত্যো মেঘাচল ইবাপরঃ।
তস্য দেহস্থ রক্তেন সম্পূরিতমভূজ্জগৎ॥২৯

করিলেন এবং বলিলেন,—হে জালন্ধর! আমি সমুদ্রে এই যে নির্ম্মল চক্র প্রস্তুত করিলাম, ইহা উত্তোলন করিতে যদি তোমার সামর্থ্য হয় ত যুদ্ধের জন্য থাক, নতুবা নহে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! জালন্ধর শিবের এই কথা শ্রবণে ক্রোধরক্তলোচন হইয়া, যেন ত্রৈলোক্য দাহ করত শিবকে বলিল,—শিব! ও চক্র ত রেখামাত্র, উহা উত্তোলন করিতে বলিতেছ কি? সুমেরু প্রভৃতিও কি মৎকর্ত্তৃক সঞ্চালিত না হইয়া আছে? হে মহেশ্বর! চক্ররূপিণী যে তোমার অঙ্কিত রেখা, তাহা উত্তোলন করিয়া পরে তোমাকে নন্দিপ্রভৃতির সহিত বধ করি। আমি বাল্যাবস্থাতেই বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জয় করিয়াছি, ভগবান্ বিষ্ণুকে অবলীলাক্রমে শত যোজন ছুড়িয়া ফেলিয়াছি, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ বন্ধনদশায় আমার কারাগারে রহিয়াছে। হে শিব! তাহাদের পত্নীগণ আমার গৃহে দাসী হইয়া রহিয়াছে। আমি ক্রীড়ার জন্য আকাশগঙ্গাকে বাহুযুগল দ্বারা হিমালয়ে রুদ্ধ করিয়াছি। ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজগণকে সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছি। আমি বাড়বানল প্রতিরুদ্ধ করাতে, সমুদ্রজলে একার্ণব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অতএব হে শম্ভো! আমার বিক্রম তুমি জান না কেন? তোমাকেও অদ্য জয় করিয়া কারাগারে পাঠাইব। ১৪—২৩। মহেশ্বর জালন্ধরের কথা শুনিয়া,নয়নানল-কণিকা দ্বারা সেই দৈত্যের সহস্র অক্ষৌহিণী সৈন্য ক্ষণমধ্যে অবলীলাক্রমে দগ্ধ করিলেন। অনন্তর হে বিপ্রগণ! জালন্ধর অসুরকে তিনি বলিলেন,—হে দৈত্য! আমার অঙ্কিত রেখা (যাহা চক্ররূপে পরিণত, তাহা) উত্তোলন করিতে পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছ, তাহা শীঘ্র সম্পাদন কর; পরে আমাকে জয় করিবে। অনন্তর মদান্ধ দৈত্যরাজ, শিব বাক্য শ্রবণ করিয়া সবেগে বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক সেই রেখা উত্তোলনে উদ্যত হইল। সেই রেখাই সুদর্শনচক্র। হে দ্বিজগণ! মহাকষ্টে দৈত্যরাজ তাহা স্কন্ধে স্থাপন করিল; তৎক্ষণাৎ তদ্দ্বারা স্কন্ধ দ্বিখণ্ডিত হইলে, সেই দৈত্য, দ্বিতীয় কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায়, নিপতিত হইল। তদীয় শরীররক্তে

নিয়োগাদ্দেবদেবস্য তন্মাংসং তস্য শোণিতম্।
রক্তকুণ্ডমভূৎ তত্র নিরয়ে পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা জালন্ধরং দেবা নিহতং শূলপাণিনা
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি জয় দেবেতি চাব্রুবন্ ॥৩১
দেবাঃ স্বস্থানমাপন্নাঃ সমুদ্রাশ্চ বসুন্ধরা।
দিগ্‌গজাঃ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে হতে তস্মিন্ মহাসুরে
জালন্ধরবধং যস্তু পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।
শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে জালন্ধরবধকথনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

চতুর্ষ্বপি চ বেদেষু পুরাণেষু চ সর্ব্বশঃ।
শ্রীমহেশাৎ পরো দেবো ন সমানোঽস্তি কশ্চন
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্বলারাতিঃ সর্ব্বে যস্য বশে স্থিতাঃ।
উৎপত্তিঃ সর্ব্বদেবানাং স এব ধ্যেয় উচ্যতে ॥১
নাস্তি শম্ভোঃপরো ধর্ম্মো নাস্ত্যর্থঃশঙ্করাৎ পর
শিবাদন্যৎ সুখংনাস্তি মোক্ষো নৈব হরাৎ পরঃ
যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা শিবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪
স্রষ্টৃত্বং ব্রহ্মণো যেন ধ্যেয়ত্বং যেন শার্ঙ্গিণঃ।
বিষ্ণুত্বং যেন শক্রস্য তস্মাদন্যঃ পরো ন হি ॥৫

ঋষয় উচুঃ।

কেচিল্লোকা মহেশানং ত্যক্ত্বা কেশবকিঙ্করাঃ।
তত্র কিং কারণং সূত বদ সংশয়নাশক ॥ ৬
অন্তকালে স্মরন্ত্যেব প্রায়েণ গরুড়ধ্বজম্।
বিদ্যমানে শিবে বিষ্ণোঃপ্রভোঃশ্রীপার্ব্বতীপতৌ

সূত উবাচ।

যদা যদা প্রসন্নোঽভূদ্ভক্তিভাবেন ধূর্জ্জটিঃ।
বিষ্ণুনারাধিতোভক্ত্যা তদাসৌ দত্তবান্ বরান্
ত্বত্তঃ পরং প্রভুং নৈব প্রায়েণ জ্ঞাস্যতি স্ফুটম্

জগৎ পূর্ণ হইল। দেবদেবের আদেশে জালন্ধরের রক্তমাংস পাপিষ্ঠগণের নরকে রক্তকুণ্ডরূপে পরিণত হইল। দেবগণ জালন্ধর-দৈত্যকে শূলপাণিকর্তৃক নিহত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং 'জয় মহাদেব' বলিতে লাগিলেন। সেই মহাসুর নিহত হইলে, দেবগণ, সাগর, বসুন্ধরা, দিগ্‌গজ এবং পর্ব্বতসমূহ স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলেন। যে ব্যক্তি জালন্ধরবধ-বৃত্তান্ত ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করে, অথবা দ্বিজগণকে শ্রবণ করায়, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ।২৪—৩৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—চতুর্ব্বেদ ও সর্ব্বপুরাণের মত এই যে, শ্রীমহেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তত্তুল্য আর কোন দেবতা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র (ইত্যাদি) সকলেই যাঁহার বশবর্ত্তী, যাঁহা হইতে সর্ব্বদেবগণের উৎপত্তি সেই শিবই ধ্যেয়। শিব ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, শিব ব্যতীত অর্থ নাই, শিব ব্যতীত সুখ নাই, শিব ব্যতীত মুক্তিও নাই। মানবগণ যখন আকাশকে শিব হইতে বিভিন্ন জ্ঞান না করিয়া, চর্ম্মবৎ বেষ্টন করে, তখনই তাহাদের দুঃখ নাশ হয়। অর্থাৎ লোক যখন সর্ব্ব পদার্থ শিবস্বরূপ ভাবিয়া, আপনি নিরালম্ব আকাশমূর্ত্তি হয়, তখনই মুক্তি লাভ করে। যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু ধ্যেয় এবং ইন্দ্র জিষ্ণু (জয়শীল), তাঁহা অপেক্ষা (শিব হইতে) শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ঋষিগণ বলিলেন,— হে সূত! হে সংশয়-নাশক! অনেক লোকে শিবকে ত্যাগ করিয়া, বিষ্ণুসেবক হয়, তাহার কারণ কি? বিষ্ণু-প্রভু পার্ব্বতীপতি থাকিতেও লোকে মৃত্যু-কালে প্রায়ই বিষ্ণুস্মরণ করে।১—৭। সূত বলিবেন,—শিব,বিষ্ণুর ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনায় যখনই প্রসন্ন হইয়াছেন, তখনই তিনি বহু বর দিয়াছেন; (তিনি বিষ্ণুকে বলিয়াছেন),

বিমলাঃ কেচিদেতদ্ধৈ নিষ্ঠাং বেৎস্যন্তি তত্ত্বতঃ
হেতুনা তেন বিপ্রেন্দ্রাঃ শিবং জানন্তি কেচন
প্রায়েণ বিষ্ণুনামানি গৃণন্তি বরদানতঃ॥ ১০
বিষ্ণোঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
শম্ভুপ্রসাদ এবৈষ নাস্তি কার্য্যা বিচারণা॥ ১১
যঃশম্ভুং তত্ত্বতো বেত্তি স তু নারায়ণঃ স্বয়ম্।
যস্তু নারায়ণং বেত্তি স শক্রো বিবুধেশ্বরঃ॥১২
য ইন্দ্রং বেত্তি দেবেশং লোকপালো জলাধিপঃ
এবং সর্ব্বাল্লোকপালান্ জানাতি স ইহামরঃ॥
দেবান্ জানাতি যষ্টব্যান্ স ঋষির্বেদবিৎ স্বয়ম্
ঋষীন্ যো বেত্তি সম্যক্ত্বাৎ স এব ব্রাহ্মণোত্তমঃ
সর্ব্ববেদময়ং বিপ্রং যো জানাতি স বেদবিৎ।
রহস্যং বেত্তি বেদস্য স এব হরবল্লভঃ॥ ১৫
জন্মাদিকারণং শম্ভুং বিষ্ণুং ব্রহ্মাদিপূর্ব্বজম্।
ন জানন্তি মহামূর্খা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ॥ ১৬
আসীৎ প্রতর্দ্দনো নাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
সপ্তদ্বীপপতিঃ পৃথ্বীপ্রভুরেকঃ প্রতাপবান্॥১৭
শূরঃ পুণ্যমতির্ভোগী দাতা বেদার্থপালকঃ।
রক্ষিতা সর্ব্বসেতুনাং ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥১৮
তস্য রাজ্যে সদা দেবা গৃহ্নন্তি হবিরুত্তমম্।
ন পাষণ্ডী ন বা বৌদ্ধস্তস্য রাজ্যেহভবজ্জনঃ
কদাচিৎ স পুরীং ত্যক্ত্বা ক্রীড়ার্থং নির্গতো বহিঃ।
তদা দদর্শ ক্ষপণং রাজা বিস্ময়মাগতঃ॥ ২০
পৃষ্টং বক্তুং কুতো যাতঃ কিংকার্য্যঞ্চ তবেপ্সিতম্
কুত্র যাস্যসি তৎ সর্ব্বং কিংজাতীয়ো ভবান্ বদ
ক্ষপণক উবাচ।
রাজন্ বণিগহং শান্তো যতিঃ শীলব্রতে স্থিতঃ
মদীয়াঞ্চলসংলগ্নাঃ সন্ত্যত্র বণিজঃ পরে॥ ২২
রাজোবাচ।
কো ধর্ম্মঃকিংনুতত্ত্বং ত্বংজ্ঞায়তে কেন বক্তি কঃ।
অয়ং পন্থাঃ কথং প্রাপ্তঃকস্মান্ন প্রকটো ভবান্

লোকে প্রায়ই তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ যে আর কেহ আছেন, ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবে না। অতি অল্প লোকই তত্ত্বকথা অবগত হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই কারণেই শিবতত্ত্বজ্ঞান অল্প লোকের হয়; এবং শিবের বরদান-প্রযুক্ত বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তনও লোকে করিয়া থাকে। বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রে যে সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়, ইহা শিবপ্রসাদ বৈ আর কিছু নয়? ইহাতে বিচার-বিতর্ক নাই। যে ব্যক্তি শিবকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ; যে ব্যক্তি নারায়ণকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, তিনি ইন্দ্র; যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি লোকপাল বরুণ; আর যে ব্যক্তি, সকল লোকপালকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি অমর হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যজনীয় দেবগণকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ঋষি। যিনি ঋষিগণকে সম্যক্‌রূপে জানেন, তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বদেবময় ব্রাহ্মণের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। যিনি বেদরহস্যজ্ঞ, তিনি শিবপ্রিয়। বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত মহামূর্খগণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী বিষ্ণু-ব্রহ্মাদির পূর্ব্বপুরুষ শম্ভুকে জানিতে পারে না। প্রতর্দ্দন নামে এক প্রতাপশালী পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি। তিনি বীর, পবিত্রবুদ্ধি, ভোগী, দাতা এবং বেদার্থপালক ছিলেন। সেই রাজা সর্ব্ববিধ নিয়মের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দেবগণ সতত হবির্গ্রহণ করিতেন। পাষণ্ডী বা বৌদ্ধ তাঁহার রাজ্যে ছিল না। একদা সেই রাজা ক্রীড়ার জন্য রাজধানী ছাড়িয়া বহির্ভাগে গিয়াছেন, এমন সময়ে এক ক্ষপণককে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি, কোথা হইতে যাইতেছ, তোমার প্রয়োজন কি? কোথায় যাইবে এবং তোমার জাতি কি? এই সমস্ত কথা বল।১—২১। ক্ষপণক বলিল,—রাজন্! আমি যতি শীলব্রতসম্পন্ন শান্ত বণিক্, আমার অঞ্চলসংলগ্ন (অনুযায়ী) আরও বণিক্ এখানে আছে। রাজা বলিলেন,—তোমার ধর্ম্ম কি, তত্ত্ব কি, ইহার বোদ্ধা কে এবং বক্তা কে? এপথে আসিলে কেন? তুমি প্রকটভাবেই

ক্ষপণক উবাচ।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তৎ তত্ত্বং যৎ তনোর্দ্দমঃ।
বুধ্যতে বৌদ্ধজৈনাভ্যাং বক্তা তস্য জিনো মতঃ॥ ২৪
বেদবেদাঙ্গবেত্তারো যাজ্ঞিকা বৈষ্ণবা দ্বিজাঃ।
মাহেশ্বরা মহাপূজ্যা ন ব্যক্তোঽহং ভয়ান্নৃপ॥

সূত উবাচ।

ততো রাজা পরাং চিন্তাং প্রাপ্তো দুঃখিতমানসঃ।
ধিগ্‌রাজ্যং মম দুর্ব্বুদ্ধের্বেদবাহ্যোঽস্তি মৎপুরে
এতং হন্মি যদা পাপং তদেতন্মানিনী প্রজা।
কথয়িষ্যতি শান্তাত্মা হতো রাজ্ঞা কুবুদ্ধিনা॥২৭
এতস্মিন্ নিহতে কিং স্যাত্তবন্তি বহবস্তথা।
দয়াশব্দং পুরস্কৃত্য হ্যধর্ম্মো বিচরিষ্যতি॥ ২৮
বেদবাহ্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা শাসিতুং নৈব শক্যতে
তদা তৎপাপভাগী স্যাদিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ॥

সূত উবাচ।

ত্যক্ত্বা রাজ্যং তপস্তেপে ততো রাজাপ্রতর্দ্দনঃ
সাবিত্রীং মনসা ধ্যাত্বা নিত্যমেকাগ্রমানসঃ॥
ততঃ কতিপয়াহোভির্ব্রহ্মা প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
মহতা তপসা তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ

পুত্র প্রাপ্তোঽস্মি সন্তোষং বরং বরয় সুব্রত।
কথং ত্বং খিদ্যসে চিত্তে রাজ্যং ত্যক্তং কৃতস্ত্বয়া॥ ৩২

রাজোবাচ।

বেদঃ প্রমাণংবক্ত্যেব জানাত্যেব চ যৎ প্রজা
শঙ্কামাত্রং ভবেন্নৈব বেদপ্রামাণ্যগোচরম্।৩৩
ইতি যাচে বরং দেব কিমন্যেন বরেণ মে।
যাচে নিষ্কণ্টকং রাজ্যং সপ্তদ্বীপাবনীপতিঃ॥

সূত উবাচ।

এবমস্ত্বিতি সম্প্রোচ্য ব্রহ্মান্তর্দ্ধানমাযযৌ।
প্রতর্দ্দনোঽপি রাজর্ষিঃ সন্তুষ্টঃ পৃথিবীপতিঃ॥
ততঃ প্রভৃতি তদ্রাজ্যে সর্ব্বো ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ
বেদবেদাঙ্গবেত্তারো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ।
অগ্নিহোত্রাণি যজ্ঞাশ্চ যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।

বা থাক না কেন? ক্ষপণক বলিল, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, শারীরিক দমই তত্ত্ব, বোদ্ধা জৈন এবং বৌদ্ধ। ইহার বক্তা ভগবান্ জিন। রাজন্! বেদবেদাঙ্গবেত্তা যাজ্ঞিক বৈষ্ণব দ্বিজ এবং মহাপূজ্য মাহেশ্বর (শৈব) দিগের ভয়ে আমি প্রচ্ছন্নভাবে থাকি। সূত বলিলেন,—অনন্তর রাজা দুঃখিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন,—আমি যোগ্য রাজবুদ্ধিসম্পন্ন নহি, আমার রাজ্যে ধিক্, কেননা আমার রাজ্যে বেদবহির্মুখ ব্যক্তি অবস্থান করে। এখন যদি এই পাপিষ্ঠকে বধ করি, তাহা হইলে যে সব প্রজা ইহাকে মান্য করে, তাহারা বলিবে, কুবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা এই শান্তচিত্ত যতিকে (অকারণ) বধ করিল। আর ইহাকে যদি বধ না করি ত কি হইবে?—অধিকতর প্রজা ক্রমে ইহার অনুগামী হইবে; দয়ার নামে অধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। বেদবহির্মুখ প্রজা রাজার শাসনবাধ্য নহে, অথচ তাহার পাপভাগী রাজাকে হইতে হয়, ইহা ভগবান্ মনু বলিয়াছেন। সূত বলিলেন,—(ইহা ভাবিয়া) রাজা প্রতর্দ্দন রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সাবিত্রী ধ্যান করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কতিপয় দিনেই মহাতপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং বলিলেন,—বৎস সুব্রত! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর; কেন মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছ, কেনই বা তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়াছ? ২২—৩২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি প্রতর্দ্দন বলিলেন,—যাহাতে বেদপ্রমাণবক্তা,বেদপ্রামাণ্যজ্ঞাতা প্রজা থাকে, এমন নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করি। হে দেব! অন্য বরে প্রয়োজন কি? ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীপতি রাজর্ষি প্রতর্দ্দনও সন্তুষ্ট হইলেন। তদবধি সেই রাজ্যে সর্ব্বধর্ম্ম-ব্যবস্থিতি হইল। বেদবেদাঙ্গবেত্তা শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ যতি, ব্রহ্মচারী বিবিধ বিশুদ্ধ শৈব এবং ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁহার রাজ্যে সুব্যবস্থিত হই-

শেষা নানাবিধাঃ পুণ্যা বৈষ্ণবাঃ শুভলক্ষণাঃ।
তস্য রাজ্যে মহাপুণ্যে ন পাষণ্ডী ন হৈতুকী।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্তদাভবন্। ৩৮
উৎসবা বিষ্ণুভক্তানাং শিবপূজা গৃহে গৃহে।
সর্ব্বে দেবান্ মানয়ন্তি ন কশ্চিদ্দ্বেষ্টি মানবঃ। ৩৯
তর্কবেদান্তমীমাংসাব্যাখ্যানানি গৃহে গৃহে।
বেদনির্ঘোষবদ্রাজ্যং যজ্ঞস্তম্ভঃ স্থলে স্থলে। ৪০
অনেকভোগসংযুক্তা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ সতীঃ।
রক্ষন্তি পতয়ঃ পুণ্যা যথা বৃদ্ধপুরস্কৃতাঃ। ৪১

সূত উবাচ।

এবং বহুতিথে কালে গতে যে দৈত্যদানবাঃ।
পাপিষ্ঠা হীনকর্ম্মাণো ম্লেচ্ছাস্তেঽপি দিবং গতাঃ।
যেষান্তু সন্ততিঃ শুদ্ধং বেদমার্গং হি মন্যতে।
তে সর্ব্বে নরকান্ মুক্তা প্রাপ্তা এবামরাবতীম্
সর্ব্বত্র তুলসীবৃন্দং সর্ব্বত্র হরিপূজনম্।
বিল্বদলৈস্তু সর্ব্বত্র পূজ্যতে গিরিজাপতিঃ। ৪৪
কথং তেষাস্তু পিতরো নরকে নিবসন্তি হি।
তস্মিন্ রাজ্যে সমাগত্য কিং কুর্য্যুর্যমকিঙ্করাঃ

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে যদাসীৎ পরমাদ্ভুতম্।
স্বর্গগামিষু সর্ব্বেষু ব্যাপাররহিতে যমে।
পূজিতাঃ সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বে দেবা বভূবিরে।
তদাসৌ ধর্ম্মরাজাত্মা শক্রলোকং মহামনাঃ।
উবাচ সর্ব্বদেবানাং পুরতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ। ৪৭

যম উবাচ।

চতুরশীতিলক্ষাণাং জীবানাং যা স্থিতিঃ সদা।
তাং নষ্টামধুনা বেদ্মি যদি দেবঃ প্রমাণবান্। ৪৮
যস্যাং কীটাদিযোনৌ যঃ স্থিতো জীবোঽতি-
পাপবান্।
নরকে সংযমিন্যাং বা তৎপুত্রেণ স উদ্ধৃতঃ। ৪৯
শ্রাদ্ধদেবার্চ্চনাদীনি করোতি শ্রুতিনিশ্চয়ঃ। ৫০

লেন, অগ্নিহোত্র এবং যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে হইতে লাগিল (তাহার বিরুদ্ধবাদী কেহ থাকিল না)। তাঁহার সেই মহাপবিত্র রাজ্যে পাষণ্ডী বা কুতার্কিক বিলুপ্ত হইল। বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্নদিগের ক্রিয়াকলাপ তখন (অবাধে) হইতে লাগিল। তখন বিষ্ণু-ভক্তগণের উৎসব ও গৃহে গৃহে শিবপূজা হইতে লাগিল; সকলেই দেবতাগণকে মানিল; কোন লোকই দেবদ্বেষী রহিল না। গৃহে গৃহে ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসা ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, সমগ্র রাজ্য বেদ-নির্ঘোষে শব্দায়মান হইল। যজ্ঞস্তম্ভসমূহ নানাস্থানে উচ্ছ্রিত হইল। পুণ্যকারী পতি, বৃদ্ধগণ-সম্মানিতা * বহুভোগ-সম্পন্না হৃষ্ট-পুষ্টা সতী রমণীদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন,—এই প্রকার বহুকাল অতীত হইলে, যে সকল পাপী হীন-কর্ম্মা দৈত্য-দানব ও ম্লেচ্ছ ছিল, তাহারাও স্বর্গে গমন করিল। যাহাদিগের সন্তান-সন্ততি শুদ্ধ বেদমার্গাবলম্বী হইল, তাহারা সকলেই নরকমুক্ত হইয়া অমরাবতী প্রাপ্ত হইল। তুলসীবৃক্ষরাজি সর্ব্বত্র, বিষ্ণুপূজা সর্ব্বত্র এবং বিল্বপত্র দ্বারা সর্ব্বত্র শিবপূজা হইতে লাগিল। সুতরাং এই সব ধর্ম্মাত্মা-দিগের পিতৃলোক নরকে থাকিবে কিরূপে? সে রাজ্যে আসিয়া যমকিঙ্করেরাই বা কি করিবে? ৩৩—৪৫। সূত বলিলেন,—ঋষিগণ শ্রবণকরুন; সর্ব্বলোক স্বর্গারূঢ় হইতে থাকিলে, যম ব্যাপার-হীন হইলেন, তখন সকলেই সর্ব্বলোকপূজিত দেবতা হইতে লাগিলেন। তখন মহামনা ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রলোকে গিয়া সর্ব্ব-দেবগণ সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগি-লেন,—দেবতা সাক্ষী; চতুরশীতি লক্ষ জীবের বাস আমার ঐ স্থানে ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে। যে অতি পাপিষ্ঠ জীব, কীটাদি-যোনিতে বা সংযমনীপুরে ছিল, তাহার পুত্র তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে। (পাপীর পুত্র) বেদের প্রতি নির্ভর করিয়া শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি করিতেছে। ইন্দ্র

* "বৃদ্ধপুরস্কৃতঃ" পাঠে, "বৃদ্ধগণের আদৃত পতি" এই অনুবাদ।

ইন্দ্র উবাচ।

অস্মাকং হীনজীবানাং কো বিশেষো যদা শ্রুতি
প্রমাণয়তি তত্ত্বেন বয়ং দেবা যদাজ্ঞয়া॥ ৫১
পুরোহিত তব প্রজ্ঞা শোভনা প্রতিভাতি মে।
পূর্ব্বং চার্ব্বাকবৌদ্ধাদিমার্গাঃ সন্দর্শিতাস্ত্বয়া॥৫২
তেন মার্গেণ বিভ্রান্তা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব তথা কুরু দ্বিজোত্তমাঃ॥

গুরুরুবাচ।

ন চার্ব্বাকো ন বৈ বৌদ্ধো ন জৈনো জব-
নোঽপি বা।
কাপালিকঃ কৌলিকো বা তস্মিন্ রাজ্যে বিশেৎ
কচিৎ॥ ৫৪
বেদঃ প্রমাণমিত্যেব মন্যমানাঃ প্রজাঃ শুভাঃ।
কথং সা চাল্যতে তাত ন শক্যং হি শুভাধুনা
বিধিদত্তবরস্যাহমুচ্ছেত্তুং শক্তিমান্ কথম্॥ ৫৫

ইন্দ্রাদয় ঊচুঃ।

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ দুর্দ্দশানাং ভবো যদা।
তদা শুক্রঃ স্বয়ং তেষাং কৃপয়া সোদ্যমো ভবেৎ
তস্মাৎ ত্বং বিপ্রশার্দ্দূল কস্মাদস্মানুপেক্ষসে॥৫
অসাধ্যং তব কিং মন্তা বয়ং ত্বচ্ছরণং গতাঃ।
অস্মাকং দুর্জ্জনাঃ সর্ব্বে বেদকর্ম্মরতাঃ কৃতাঃ॥
তেষাং ব্যামোহনায় ত্বং কুরু যত্নং কৃপানিধে।
দেবানাং রক্ষসাঞ্চৈব দৈত্যানাং পাপকর্ম্মণাম্

সূত উবাচ।

এবং ব্রুবৎসু দেবেষু বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস সৃষ্টেঃ সংরক্ষণায় সঃ॥ ৬০

গুরুরুবাচ।

শৃণ্বন্তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মমোপায়ং বদাম্যহম্।
দেবঃ কশ্চিদ্যদি ভবেৎ কপটী বৈষ্ণবঃ স্বয়ম্॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুস্তুলসীকাষ্ঠভূষিতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ বিভ্রাণো হরিনামাক্ষরং জপন্॥৬২
দেবতামাত্রনিন্দী চ অকৃত্বা মতিমীশ্বরে।
শিবদ্বেষ্টা মহাপাপপ্রেরকঃ শিবনিন্দকঃ॥ ৬৩
দম্ভেন যদি তদ্রাজ্যে শিবনিন্দা কৃতা ভবেৎ।
তদা তৎপূর্ব্বজাঃ সর্ব্বে নরকং যান্তি দারুণম্॥

বলিলেন,—বেদ তখন তত্ত্বতঃ প্রমাণ করিয়া দিতেছেন, তখন আমরা হীনজীব, আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য কি আছে? যেহেতু আমরাও বেদের আদেশবর্ত্তী। (বৃহস্পতির দিকে চাহিয়া বলিলেন) পুরোহিত! আমার স্থির আছে, আপনার বুদ্ধি শোভনা; পূর্ব্বে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধাদি-মার্গ আপনিই প্রদর্শন করিয়াছেন। দৈত্যদানবগণ সেই মার্গে বিভ্রান্ত হইয়া বেদমার্গ-বহিষ্কৃত হয়, হে দ্বিজোত্তম! এক্ষণেও সেই প্রকার করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, জবন, কাপালিক বা কৌলিক সে রাজ্যে কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না। সেই রাজ্যের উত্তম প্রজাগণ বেদকেই প্রমাণ স্থির করিয়া আছে; হে তাত! তাহাদিগকে এখন বিচলিত করিতে ত পারা যায় না। ব্রহ্মপ্রদত্ত বর খণ্ডন করিতে আমার কি শক্তি হইতে পারে? ইন্দ্রাদি বলিলেন,—দৈত্যদানবগণের যখন দুর্দ্দশা হয়, তখন শুক্রাচার্য্য স্বয়ং তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া কত উদ্যোগ করেন। অতএব হে বিপ্রবর! আমাদিগকে কেন আপনি উপেক্ষা করিতেছেন? আপনার অসাধ্য কি আছে? আমরা আপনার শরণাগত। আমাদের দ্বিষ্ট ব্যক্তিরাও বেদকর্ম্মনিরত হইয়াছে, অতএব হে দেব-কৃপানিধে! সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য এবং রাক্ষসদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য যত্ন করুন। ৪৬—৫৯। সূত বলিলেন,—দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, উদারমতি বৃহস্পতি সৃষ্টিরক্ষার জন্য উপায় চিন্তা করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—দেবগণ সকলে শ্রবণ কর; আমার বিবেচিত উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। যদি কোন দেবতা (সেই রাজ্যে গিয়া) শঙ্খচক্রাঙ্কিতদেহ, তুলসীকাষ্ঠভূষিত, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী, হরিনামাক্ষর-জপপরায়ণ অথচ দেবতামাত্রনিন্দক, শিবে মতিহীন, মহাপাপ-নিযোক্তা, শিবদ্বেষ্টা এবং শিব-নিন্দক কপটী বৈষ্ণব হন এবং (তদুপদেশে) দম্ভ-সহকারে সেই রাজ্যে শিবনিন্দা করা হয়, তাহা হইলে,

ততো দেবেষু সর্ব্বেষু ন কশ্চিদবদৎ তথা।
কথয়ন্তি স্ম চান্যোন্যং নৈতৎ কর্ম্মাস্তি সুন্দরম্
কশ্চাণ্ডালঃ শিবং ক্রয়াৎ সাধারণ্যেন বিষ্ণুনা।
যস্য প্রসাদাদ্বৈকুণ্ঠঃ প্রাপ্তবানীদৃশং পদম্॥ ৬৬

সূত উবাচ।

ততঃ কিন্নরমাহূয় প্রোবাচেদং শচীপতিঃ।
যাহি কিন্নর মায়াবী ভূত্বা ত্বং বৈষ্ণবো ভুবম্॥
তত্র গত্বা জনান্ সর্ব্বান্ ব্রূহি নোঽস্তি শিবো মহান্।
এক এব মহাবিষ্ণুর্নান্যো ধ্যেয়ঃ কথঞ্চন॥ ৬৮
পূর্ব্বং প্রচ্ছন্নরূপেণ স্থিত্বা মার্গং প্রদর্শয়।
শনৈঃ শনৈর্জনা এবং ভবিষ্যন্তি চ হৈতুকাঃ॥
বেদঃ প্রমাণমিত্যেব বদিতব্যং ত্বয়া সদা।
পরন্ত্বেকো মহান্ বিষ্ণুঃ শিবস্তস্য চ কিঙ্করঃ॥

সূত উবাচ।

প্রেরিতোঽসৌ বলাৎ তেন ভীতোঽগচ্ছচ্ছনৈঃ শনৈঃ।

দাম্ভিকং রূপমাস্থায় যথা সাধুং বদেজ্জনঃ॥ ৭১
সর্ব্ববৈষ্ণবচিহ্নানি ধৃত্বা ভ্রাম্যতি তৎপুরে।
শিষ্যান্ করোতি তান্ পূর্ব্বং বদেন্নাস্তো ন শঙ্করঃ॥ ৭২
ক্বচিদ্বদতি ন ধ্যেয়ো ন মুখ্য ইতি চ ক্বচিৎ।
ক্বচিদুৎকৃষ্টজীবোঽয়ং ক্বচিচ্ছ্রীবিষ্ণুকিঙ্করঃ॥ ৭৩
ইতি নানাবিধা বুদ্ধির্নরাণাং ভেদিতা যদা।
তদা শিষ্যৈঃ পরিবৃতো রাজগেহং বিশত্যপি॥
চালিতো রাজলোকোঽপি বিরুদ্ধং নৈব দৃশ্যতে।
বিষ্ণুভক্তো মহান্ শান্তো বেদবেদাঙ্গপারবান্
উপায়নান্যনেকানি হয়াংশ্চ স্যন্দনান্ বসু।
লোকাঃ সর্ব্বে দদত্যেব গুপ্তং পাপং ন দৃশ্যতে

সূত উবাচ।

একস্মিন্ সময়ে বিপ্রা একাদশ্যামুপোষিতাঃ।

সেই রাজ্যবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষের দারুণ নরকে যাইতে পারে। তখন সেই সমস্ত দেবতার মধ্যে কেহই একার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না, প্রত্যুত পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—এ কার্য্য বড় উত্তম নয়; যাহার প্রসাদে বিষ্ণু ঈদৃশ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শিবকে কোন্ চাণ্ডাল বিষ্ণুর সঙ্গে সমান করিতে যাইবে? (অপর নিন্দা ত দূরের কথা!)। সূত বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্র, এক কিন্নরকে ডাকিয়া বলিলেন, হে কিন্নর! তুমি মায়াবী বৈষ্ণব হইয়া ভূতলে গমন কর; তথায় গিয়া সকল লোককে বলিবে,—শিব ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন, এক মহাবিষ্ণুই ধ্যেয়, আর কেহ কোনরূপে ধ্যেয় নহেন। পূর্ব্বে প্রচ্ছন্নরূপে থাকিয়া এই মার্গ প্রদর্শন করিবে, পরে ক্রমে ক্রমে সকল লোকেই এই প্রকার কুতর্কী হইবে। তুমি বলিবে, বেদই প্রমাণ, পরন্তু বিষ্ণুই একমাত্র মহান্, শিব তাঁহার কিঙ্কর। সূত বলিলেন,—সেই কিন্নর ইন্দ্র কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক প্রেরিত হইয়া, লোকে যাহাতে সাধু বলে, এইরূপ অথচ দাম্ভিকরূপ অবলম্বন করিয়া সভয়ে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিলেন। কিন্নর, সর্ব্ব বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়া সেই নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, শিষ্য করিতেও লাগিলেন, এবং শিষ্যদিগকে পূর্ব্বেই বলিলেন,—শঙ্কর মান্য নহেন। কিন্নর কোথাও বলিলেন,—শিব ধ্যেয় নহেন, কোথাও বলিলেন,—প্রধান নহেন, কোথাও বলিলেন,—শিব উৎকৃষ্ট জীব, কোথাও বা বলিলেন,—শিব শ্রীবিষ্ণুর কিঙ্কর। ৬০—৭৩। এইরূপে তিনি লোকের বুদ্ধি যখন নানা প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত করিয়া দিলেন, তখন তিনি শিষ্যপরিবৃত হইয়া রাজগৃহেও প্রবেশ করিলেন। রাজপুরুষগণ সেই কিন্নর কর্ত্তৃক চালিত হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধভাব দর্শন করিতে পারে নাই। সকলেই তাঁহাকে বুঝিয়াছিল যে, ইনি বিষ্ণুভক্ত, শান্ত, বেদবেদাঙ্গপারগামী, মহাপুরুষ। সকল লোকেই তাঁহাকে নানা উপঢৌকন, অশ্ব, রথ এবং ধন দিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার গুপ্তপাপ কেহ দেখিতে পাইল না। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! একসময়ে

জনাঃ প্রাপ্তশ্চক্রপাণিং নমস্কর্ত্তুং গতাঃ শুভাঃ
তত্রোপবিষ্টঃ শিষ্যৈঃ স্বৈর্বৃতঃ স্বীয়েন তেজসা
ন কঞ্চিন্মন্যতে বিপ্রং যো ভস্মাঙ্কিতভালবান্॥
এতস্মিন্নন্তরে রাজা প্রাপ্তবান শ্রীপ্রতর্দ্দনঃ।
বৃতো বহুবিধৈর্বিপ্রৈঃ কুশহস্তৈঃ শুচিব্রতৈঃ॥৭৯
ত্রিপুণ্ড্রধারিণঃ কেচিদূর্দ্ধপুণ্ড্রধরাস্তথা।
পঠন্তঃ শিবসূক্তানি বিষ্ণুসূক্তানি চাপরে॥৮০
এতৈর্বহুবিধৈর্বিপ্রৈর্বৃতো রাজোপবিশ্য সঃ।
উবাচ বচনং যুক্তং কোমলাক্ষরসংযুতম্॥৮১
স্বামিন্নাগতবান্ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিপার্ষদঃ।
বেদং পঠসি বিষ্ণোশ্চ ভক্তস্তদ্বেষধার্য্যপি॥৮২

বৈষ্ণবাভাস উবাচ।

বেদ এব পরং শ্রেয়ো বেদার্থাদধিকং ন হি।
প্রমাণং বেদ এবৈকো বিষ্ণুবাক্‌শ্রুতিরেব চ॥

সজ্জনেরা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া প্রাতঃকালে বিষ্ণু-নমস্কারের জন্য গমন করিলেন। তথায় সেই কপট-বৈষ্ণব শিষ্য-পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন; স্বীয় তেজো-দর্পে ভস্মাঙ্কিতললাট বিপ্রদিগকে গ্রাহ্যই করিলেন না। এমন সময়ে রাজা শ্রীপ্রতর্দ্দন কুশহস্ত শুচিব্রতসম্পন্ন বহুবিধ বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ত্রিপুণ্ড্রধারী ও শিবসূক্ত পাঠ করিতেছিলেন; কেহ কেহ বা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ও বিষ্ণুসূক্ত পাঠ করিতেছিলেন। এই সকল বহু ব্রাহ্মণ-পরিবৃত রাজা উপবেশন করিয়া কোমলাক্ষর-সংযুক্ত উপযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—স্বামিন্! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, বিষ্ণুপারিষদ; আপনি বেদাধ্যয়নরত, বিষ্ণুভক্ত এবং বৈষ্ণবোচিত বেষধারী। বৈষ্ণবাভাস * বলিলেন,—বেদই পরম শ্রেয়স্কর, বেদার্থ অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই। একমাত্র বেদই প্রমাণ, বিষ্ণু-বাক্যই শ্রুতি। রাজন্!

---

* প্রকৃত বৈষ্ণব না হইয়াও বৈষ্ণববৎ প্রতীয়মান।

রাজন্ বেদার্থবিজ্ঞানে বহবো মোহিতা জনাঃ।
শিবপূজারতাঃ সন্তো নানাদৈবতপূজকাঃ॥৮৪
একো বিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ো ধ্যেয়ঃ কিন্ত্বিতরৈঃ সুরৈঃ
ক্রূরঞ্চ ক্রূরকর্ম্মাণং শঙ্করং মন্যতে কথম্॥৮৫
ত্বদীয়া ব্রাহ্মণা এতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতাঃ শুভাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা প্রীতিরত্যর্থং জায়তে নৃপসত্তম॥৮৬
এতে ত্রিপুণ্ড্রভালা যে কররুদ্রাক্ষমালিনঃ।
পঠন্তঃ শিবসূক্তানি দৃষ্ট্বাবজ্রং পতেদ্দিবঃ॥৮৭
দর্ভস্তোপগ্রহঃ কোঽয়ং কিং বা ভস্মাঙ্গধারণম্
রুদ্রাক্ষা কা চ কো রুদ্রঃ কানি সূক্তানি তস্য চ
বিষ্ণুরেকঃ পরো ধ্যেয়ো নান্যো দেবঃ কদাচন
তদীয়ায়ুধচিহ্নানি পূজ্যো বৈ বৈষ্ণবঃ সদা॥৮৯

রাজোবাচ।

অনাদিনা প্রমাণেন বেদেন প্রোচ্যতে শিবঃ।
বিষ্ণোরপ্যধিকো বিপ্র সংপূজ্যো ন কথং ভবেৎ॥৯০
শিবাদিষু পুরাণেষু প্রোচ্যতে শঙ্করো মহান্।

বহু ব্যক্তিই বেদার্থ বিজ্ঞানে বিমূঢ়; তাহাতেই পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নানাদেবপূজক এবং শিবপূজক হইয়াছেন। এক বিষ্ণুই অন্যদেবগণের ধ্যেয়; আর কেহ নহে। তবে ক্রূর ক্রূরকর্ম্মা শঙ্করকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেন মানে? হে নৃপসত্তম! তোমার এই সকল ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী; ইহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি হইতেছে। ললাটে-ত্রিপুণ্ড্র, করে রুদ্রাক্ষমালা, শিবসূক্ত-পাঠরত এই সকল ব্রাহ্মণ দর্শনে আকাশ হইতে বজ্র-পাত বোধ হইতেছে। বহু কুশধারণ, ভস্ম-লেপন এবং রুদ্রাক্ষধারণ এ সব কি ব্যাপার! শিব কে? তার আবার সূক্তই (মন্ত্র) বা কি? এক বিষ্ণুই পরম ধ্যেয়, অন্য দেবতা কদাচ ধ্যেয় নহেন। তদীয় অস্ত্রচিহ্ন অর্থাৎ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন ও তদীয় ভক্তগণ সতত পূজনীয়। ৭৪—৮৯। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্র! অনাদিপ্রমাণ বেদে শিব বিষ্ণু হইতে অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনি পূজ্য নহেন, এ কি হইতে

সর্ব্বাসু স্মৃতিষু ব্রহ্মন্ শিবাচারেষু সর্ব্বতঃ ॥৯১
নানাগমেষু পুণ্যেষু প্রোচ্যতে হ্যজ ঈশ্বরঃ।
কঠোরং বাক্যমেতৎ তে ভাতি চেতসি
মেহশনিঃ ॥ ৯২

বৈষ্ণবাভাস উবাচ।

নৈকাগ্রমনসস্তে তু যেহর্চ্চয়ন্তীহ ধূর্জ্জটিম্ ॥ ৯৩
শ্মশানবাসী দিগ্বাসী ব্রহ্মমস্তকধৃগ্ ভবঃ।
সর্পাহারঃ কথং সেব্যো বিষধারী জটাধরঃ ॥৯৪
তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সদা সেব্যঃ সুন্দরঃ কমলাপতিঃ ॥

রাজোবাচ।

নানারূপাণি রুদ্রস্য কে জানন্তি নরাধমাঃ।
ত্বং বৈষ্ণব ইবাভাসি বেদার্থং নৈব বেৎসি রে

সূত উবাচ।

চিন্তয়িত্বা ততো রাজা বিদুষো ব্রাহ্মণোত্তমান্।
আহূয় নির্ণয়ঞ্চাস্য করিষ্যামীতি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবমহিমাদিকথনং নামাষ্ট-ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮।

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গৃহং গত্বা স্থিরো ভূত্বা যাবদাহূয়তে দ্বিজান্।
তাবদেব কলিঃ পাপো ব্রাহ্মণেষু বিবেশ হ ॥
কশ্চিদ্ব্রাহ্মণমাশ্রিত্য ব্রূতে তাদৃশমেব হি।
অন্যোন্যামর্ষযোগেণ খণ্ডয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ২
মূকীভাবাশ্রিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্যাথার্থ্যবাদিনঃ।
যো যথা বক্তি তৎ তাদৃগিত্থং কেচিদথোচিরে
ইতি কোলাহলে বৃত্তে রাজচেতসি নির্ণয়ে।
জাতে লোকে নাস্তিকতাং বহবঃ প্রতিপেদিরে
রাজা বেত্তি মহামূর্খং ন তু মায়াবিনং দ্বিজম্।
লোকে তু ভ্রান্তিমাপন্নে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ
ঈশ্বরং হন্তি দুষ্টাত্মা বধ্যোহয়ং মম শাস্ত্রতঃ।
পরন্তু লোকো ব্রহ্মঘ্নং মিথ্যা মাস্ত বদিষ্যতি ॥৬

পারে? শিবপুরাণ প্রভৃতিতে, সর্ব্ববিধ স্মৃতিতে এবং শৈব আচারে শিবই শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ব্বতোভাবে কথিত হইয়াছে। নানা পবিত্র তন্ত্রে শিবই অজ এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং আপনার এই বাক্য আমার হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বৈষ্ণবাভাস বলিলেন,—যাহারা শিবপূজা করে, তাহারা একাগ্রচিত্তই নহে; শিব দিগম্বর, শ্মশানবাসী, ব্রহ্মমস্তকধারী, সর্পহারযুক্ত, বিষধারী এবং জটাধর; সুতরাং তিনি কিরূপে সেব্য হইতে পারেন? অতএব সুন্দর কমলাপতি বিষ্ণুই সতত সেবনীয়। রাজা বলিলেন,—শিবের নানা রূপ, কে তাহা জানিতে পারে? নরাধমে ত জানিতে পারেই না। অরে! তুই বৈষ্ণববৎ প্রতিভাত, কিন্তু কিছুই জানিস্ না। সূত বলিলেন,—অনন্তর রাজা চিন্তা করিলেন, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে আহ্বান করিয়া ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিব। ৯০—৯৬।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—রাজা গৃহে গিয়া স্থির হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে যখন আহ্বান করিলেন, তখন পাপরূপী কলি ব্রাহ্মণগণে প্রবিষ্ট হইল। কলি-সমাবিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কপট-বৈষ্ণবের বাক্যানুরূপ বাক্য বলিতে লাগিল, ক্রোধে পরস্পরের বাক্য পরস্পরে খণ্ডন করিতে লাগিল। কেহ মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, কেহ বা তত্ত্বকথা বলিলেন। "এইরূপই বটে" বলিয়া কেহ কেহ যথা কথার অনুমোদনও করিতে লাগিলেন। এইরূপ কোলাহল হইতে থাকিলে, রাজার চিত্তে সিদ্ধান্ত নির্ণয় হইল, কিন্তু বহু লোকে নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইল। রাজা সেই কপট-বৈষ্ণবকে মহামূর্খ বলিয়াই বুঝিলেন, কিন্তু মায়াবী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। লোক ভ্রান্ত হইলে, রাজা ভাবিলেন,—এই দুষ্টাত্মা ঈশ্বরদ্রোহী; ইহাকে বধ করা উচিত, ইহাই শাস্ত্র। কিন্তু

সূত উবাচ।

এতস্মিন্‌ সময়ে প্রাপ্তে লোকপূর্ব্বপিতামহাঃ।
স্বর্গাদ্‌ভ্রষ্টা হ্যনেকানি নরকাণি প্রপেদিরে ॥ ৭
যেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রতিপৌত্রাস্তথাপরে
মাতামহাদিবর্গাশ্চ সখিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ৮
শিবাবগণনোদ্ভূতপাতকা যমলোকগাঃ।
সুকৃতং ভস্মতাং যাতং মদ্যাদ্‌গঙ্গোদকং যথা ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু কমলাহৃদ ঙ্গমঃ।
সুপ্ত আক্রন্দমকরোচ্ছোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ১০
লক্ষ্মীর্দৃষ্ট্বাথ তদ্রূপং বিহ্বলং ভয়বিহ্বলা।
প্রাপ্তাশ্চর্য্যং মহাঘোরং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

বেদান্তবেদ্য পুরুষেশ্বর দেবদেব
ত্রৈলোক্যনাথ কিমিদং ত্বয়ি দৃশ্যতেঽদ্য।
আকারমাত্ররহিতঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বয্যেব বিশ্বমিহ রজ্জুভুজঙ্গমাত্রম ॥ ১২

শৈলাঃ পতন্তি জলধির্ব্বিরুতামুপৈতি
সূর্য্যাদয়ো হতরুচঃ পৃথিবী পরাণুঃ।
ভূতানি চাচ্যুত বিভো বিলয়ং প্রয়ান্তি
ত্বদ্রোমমাত্রমপি নৈব চলেৎ ক্ষণার্দ্ধম্‌ ॥১৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

উক্তং ত্বয়া তদপি লক্ষ্মি তথৈব কিন্তু
মৎস্বামিনোঽবগণনা ন হি শক্যতে মে।
কৃত্বাপি পূজ্যতমমূর্ত্তিমিমাং গিরীশং
নো মন্যতে তদিহ বজ্রসমং মমৈব ॥ ১৪

লক্ষ্মীরুবাচ।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিৎ কর্ত্তা বক্তা ধর্ত্তাব্যয়ঃ প্রভুঃ।
ত্বং সাক্ষী সর্ব্বলোকানাং ত্বত্তঃ পরতরোঽস্তি কঃ ॥ ১৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অস্তি সর্ব্বং বরারোহে ময়ি তৎ তথ্যমেব হি।
শ্রীমহেশবরাল্লব্ধং মদীয়ং নহি কিঞ্চন ॥ ১৬
একঃ সৃজতি ভূতানি মৎসমানি কিয়ন্ত্যপি।
তত্ত্বং বেদ্ম্যহং দেবি মদীয়াঃ কেচনাপরে ॥১৭
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄ ণাং সহস্রাণ্যগ্রজন্মনাম্‌।

লোকে মিছামিছি আমাকে ব্রহ্মঘাতী বলিবে। ১—৬। সূত বলিলেন,—সেইসময়ে সেই সমস্ত (নাস্তিকভাবাপন্ন) লোকের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নানাবিধ নরকে গমন করিলেন। যাহাদিগের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি সন্ততি, মাতামহাদিপক্ষ, সখা, সম্বন্ধী অথবা বান্ধব, শিব-অবজ্ঞা-জনিত মহাপাপে দূষিত, তাহারা যমলোকে স্থিত হইলেও তাহাদিগের পুণ্য, মদ্যসংস্পর্শে গঙ্গাজলের ন্যায়, একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে কমলাপতি সুপ্ত ছিলেন। তিনি রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার সেই বিহ্বলরূপ দর্শনে ভীতি-বিহ্বলা এবং আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া অতি দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন, আর তিনি বলিলেন,—হে বেদান্ত বেদ্য! হে পুরুষেশ্বর! হে দেব-দেব! হে ত্রৈলোক্যনাথ! আপনাতে আজ একি (বৈপরীত্য) দেখা যাইতেছে! আপনি আকার-সম্বন্ধহীন, পুরাণ পুরুষ; রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ আপনাতেই এই জগৎ-ভ্রম হয়। শৈল সকল নিপতিত, জলধি বিশুষ্ক, সূর্য্যাদি নিষ্প্রভ, পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত এবং ভূতগণ বিলয়প্রাপ্ত হয়, তবু অর্দ্ধক্ষণের জন্যও আপনার রোমমাত্র বিচলিত হয় না। শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে লক্ষ্মী! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার স্বামীর প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য। আমার এই পূজ্যতম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াও শিবকে যে না মানা, তাহাই আমার পক্ষে বজ্রতুল্য। লক্ষ্মী বলিলেন,—আপনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, কর্ত্তা, বক্তা, পালয়িতা, অব্যয়, প্রভু। আপনি সর্ব্বলোকের সাক্ষী, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে বরারোহে! আমাতে এসমস্ত গুণই আছে সত্য কিন্তু এ সবই শ্রীমহেশ্বরের বরে লাভ করিয়াছি, আমার নিজের কিছুই নহে। একমাত্র শিব, মাদৃশ কত জীব সৃষ্টি করেন; তাঁহার তত্ত্ব আমি এবং মদীয়

হননান্মুচ্যন্তে জীবো ন তু শ্রীশিবহেলনাৎ ॥১৮
গুর্ব্বঙ্গনাগমনকৃৎ সদা মদ্যনিষেবকঃ।
ব্রাহ্মণস্বর্ণহারী চ কদাচিন্মুচ্যতে জনঃ ॥ ১৯
স্ত্রীঘ্নো গোঘ্নো নৃপঘ্নশ্চ তথা বিশ্বাসঘাতকঃ।
কৃতঘ্নো নাস্তিকো লুব্ধঃ কদাচিন্মুচ্যতে জনঃ।
ন তু শ্রীরুদ্রসামান্যদর্শী মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥২১
বিরিঞ্চিবিষ্ণুশক্রেভ্যঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টং ন জায়তে
বিষ্ণুনা যদি বা তুল্যং মুচ্যন্তে নৈব জন্তবঃ ॥২২
স্বামী মদীয়ঃ শ্রীকণ্ঠস্তস্য দাসোঽস্মি সর্ব্বদা ॥২৩
লক্ষ্মীরুবাচ।
গচ্ছামস্তত্র বৈকুণ্ঠ যত্র স্বাম্যস্তি তে বিভো।
কৈলাসপর্ব্বতে রম্যে প্রণমামঃ সদাশিবম্ ॥২৪
সূত উবাচ।
ততস্তৌ গরুড়ারূঢ়ৌ গত্বা কৈলাসপর্ব্বতম্।
নানাবিধৈঃ স্তোত্রপদৈঃ সন্তুষ্টং চক্রতুঃ ক্ষণাৎ

ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সিদ্ধাস্তত্রাগতা গিরৌ
রুদ্রঃ কৌতুহলপ্রেপ্সুঃ সর্ব্বৈস্তৈঃ পরিবারিতঃ
ভবানীসহিতস্তত্র গতো যত্র প্রতর্দ্দনঃ।
সর্ব্বদেববিমানানাং মধ্যে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ২৭
শ্রীমহেশ উবাচ।
কথয়ন্তু কথং হ্যেতে মিলিতাঃ সর্ব্বনির্জ্জরাঃ।
কিং কার্য্যং কিমপূর্ব্বং বা রাজা চিন্তাতুরঃ কথম্
দেবা উচুঃ।
স্বামিন্ প্রতর্দ্দনো রাজা বিধিলব্ধবরোঽভবৎ।
বেদমার্গপ্রবক্তা চ স্বয়ং তস্য প্রবর্ত্তকঃ ॥ ২৯
সৃষ্টিরক্ষার্থমস্মাভিঃ কপটং কৃতমীশ্বর।
সর্ব্বধাতুশ্চ ভবতো হেলনং কারিতং সুরৈঃ ॥
তৎ ক্ষমস্ব মহাদেব কিন্নরোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
কল্পিতো বৈষ্ণবোঽস্মাভিস্তব নিন্দাপরায়ণঃ ॥
সূত উবাচ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৃত্তান্তমীয়িবান্।

কতিপয় ভক্ত অবগত আছে। বেদবেদাঙ্গ-বেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণ বধের পাপ হইতে জীব মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু শ্রীশিবের অবহেলন-পাপ হইতে মুক্তি হয় না।৭—১৮। যে ব্যক্তি গুরুদারগামী, সতত মদ্যপানরত এবং ব্রাহ্মণ-স্বর্ণ-চৌর, তাহারও কখন পাপমুক্তি ঘটিতে পারে; যে ব্যক্তি স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা এবং রাজহত্যা করে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন, নাস্তিক এবং লুব্ধ, তাহারও কখনও পাপমুক্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু শ্রীরুদ্রকে যে অন্যের সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহার বন্ধনমুক্তি কদাচ হয় না। শিব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রাদি সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এ জ্ঞান যদি না হয়, তাঁহাকে বিষ্ণুর তুল্য বলিয়া যদি জ্ঞান থাকে, তবে সে জীবের মুক্তি হয় না। শ্রীকণ্ঠই আমার স্বামী, আমি তাঁহার সতত দাস্যে নিযুক্ত। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে প্রভো! বৈকুণ্ঠ! যথায় আপনার প্রভু অবস্থিত, সেই রমণীয় কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিয়া সেই সদাশিবকে প্রণাম করি। সূত বলিলেন,—অনন্তর লক্ষ্মী-নারায়ণ গরুড়ারোহণে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া নানাবিধ স্তোত্রে মহেশ্বরকে ক্ষণমধ্যে সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সিদ্ধগণ সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রুদ্র কুতূহলী হইয়া সেই সমস্ত দেবতাদিগণে পরিবৃত হইয়া উমাসমভিব্যাহারে প্রতর্দ্দনরাজসমীপে গমন করিলেন। শঙ্কর সর্ব্ব দেব-বিমানের মধ্যস্থলে থাকিলেন। অনন্তর শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—এই সকল দেবতা মিলিত হইয়াছেন কেন? বলুন, কি কার্য্য অথবা কি অপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত এবং রাজাই বা চিন্তাতুর কেন? দেবগণ বলিলেন,—স্বামিন্! রাজা ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া বেদমার্গবক্তা এবং বেদমার্গ-প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; হে ঈশ্বর! সৃষ্টিরক্ষার জন্য আমরা কপটতা করিয়াছি। আপনি সর্ব্বস্রষ্টা; দেবগণ আপনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই কিন্নর আমাদের প্রবর্ত্তিত আপনার নিন্দাপরায়ণ কল্পিত-বৈষ্ণব; হে মহাদেব! আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করুন। সূত বলিলেন,—তখন রাজা সকল

তীব্রং খড়্গং সমাদায় হতবান্ কিন্নরং ক্রুধা ॥
তৎপক্ষপাতিনো যে চ তেষাং শীর্ষাণি কন্ধরাৎ
পৃথক্ কৃতানি পশ্বাদ্যা হতা অশ্বা অনেকশঃ ॥
ন তং বারয়তে কশ্চিদ্রাজানং পুণ্যচেতসম্ ।
মহাদেবেন শমিতঃ ক্রোধস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
ততঃ কোলাহলে শান্তে নন্দী কৌতুকপূর্ব্বকম্
যুযোজ হয়শীর্ষে তস্তস্নীরাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৫
শীর্ষাণি হয়গাত্রৈশ্চ সম্যক্ সংযোজ্য বুদ্ধিমান্ ।
উবাচ বচনং তথ্যং দেবসংসদি শুদ্ধগীঃ ॥ ৩৬
যেন বক্ত্রেণ গিরিশো হেলিতস্তন্মুখং হয়ঃ ।
মুদ্রাধারণগর্ব্বেণ হেলিতস্তত্তনুর্হয়ঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ ।

জাতং তদধুনা তথ্যং রাজর্ষৌ রাজ্যকর্ত্তরি ।
ভবিষ্যং কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥৩৮
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে ম্লেচ্ছৈর্ব্যাপ্তে ভুবস্তলে
সর্ব্বাচারপরিভ্রষ্টা ভবিষ্যন্তি নরাধমাঃ ॥ ৩৯
তদান্ধ্রীদেশমধ্যে তু দাক্ষিণাত্যো ভবিষ্যতি
ব্রাহ্মণো দুর্ভগঃ কশ্চিদ্বিধবাব্রহ্মণীরতঃ ॥ ৪০
তস্য পাপিষ্ঠবিপ্রস্য ব্যভিচারাৎ সুতোঽনঘঃ ।
ভবিষ্যতি গুণান্বেষী দৈবাদধ্যয়নোৎসুকঃ ॥ ৪১
পদ্মপাদুকমাচার্য্যং বরং বেদান্তবাদিনম্ ।
অদ্বৈতাগমবোদ্ধারং প্রণম্য প্রার্থয়িষ্যতি ॥৪২
বিপ্রোঽহং মধুশর্ম্মাস্মি স্বামিন্ মাংপাঠয় প্রভো।
বেদান্তশাস্ত্রসর্ব্বস্ব মহ্যং পাঠয় ভো গুরো ॥ ৪৩
আচার্য্যঃ করুণামূর্ত্তির্বিনয়েন পরিপ্লুতম্ ।
করিষ্যতি চ শিষ্যাণামগ্রণ্যং প্রেমবৎসলঃ ॥৪৪
ততো দিনে দিনে ভক্তিং করিষ্যতি যথা যথা
গুরুর্ভবতি সন্তুষ্টঃ সর্ব্বাং বিদ্যাং প্রযচ্ছতি ॥৪৫
একদা গুরুণা দৃষ্টঃ স্নানসন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
অকৃত্বা ভোজনপ্রেপ্সুর্ভবিষ্যতি নিরাহ্নিকঃ ॥

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ক্রোধে তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই কিন্নরকে নিহত করিলেন। তাহার পক্ষপাতী অনেক ব্যক্তির মস্তকও কন্ধর হইতে দ্বিখণ্ডিত হইল, (তাহাদিগের) অশ্ব পশু প্রভৃতি অনেক প্রাণীও নিহত হইল; সেই পুণ্যচেতা রাজাকে নিবারণ করিতে কেহ সমর্থ হইল না; তখন মহাদেবই সেই মহাত্মা রাজার ক্রোধ প্রশমন করিলেন। অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, নন্দী কুতুহলক্রমে অশ্বমস্তকের সহিত তাহাদের শরীর এবং তাহাদের মস্তকের সহিত অশ্বদিগের শরীর যোজনা করিলেন। অনন্তর সেই জ্ঞানী ও সিদ্ধবাক্ নন্দী দেবসভা মধ্যে এই সত্যবাক্য বলিতে লাগিলেন,—যাহারা মুখে শিবনিন্দা করিয়াছে, তাহাদের অশ্বমুখ হইল এবং মুদ্রাধারণ-গর্ব্বে যাহারা শিবের প্রতি অবহেলা করিয়াছে, তাহাদের দেহ অশ্বাকার হইল। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজর্ষি প্রতর্দ্দনের রাজ্যপালন সময়ে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইল; এক্ষণে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব, তাহা এক মনে শ্রবণ কর। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে, ভূমণ্ডল ম্লেচ্ছব্যাপ্ত হইলে, মানবেরা সর্ব্ব আচার-পরিভ্রষ্ট অধম হইবে। সেই সময়ে আন্ধ্রীদেশে দুর্ভাগ্যসম্পন্ন, বিধবা-ব্রাহ্মণীরত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ হইবে। সেই পাপী ব্রাহ্মণের ব্যভিচার-ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, পূর্ব্বাদৃষ্টবশে সে ব্যক্তি সুখী, গুণান্বেষী এবং অধ্যয়নে উৎসুক হইবে। সেই বিধবাপুত্র, অদ্বৈত-শাস্ত্রবেত্তা শ্রেষ্ঠ বেদান্তবাদী পদ্মপাদুক আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম মধু শর্ম্মা; হে প্রভো! আমাকে অধ্যাপনা করুন; হে গুরো! সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র আমাকে পাঠ দিন। দয়ালু আচার্য্য পদ্মপাদুক, বাৎসল্যবশতঃ সেই বিনয়পূর্ণ মধু-শর্ম্মাকে শিষ্যগণের অগ্রগণ্য করিবেন। তৎপরে মধুশর্ম্মা দিন দিন যেরূপ ভক্তি করিবে, তাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া, সেই মধু-শর্ম্মাকে সমগ্র বিদ্যা প্রদান করিবেন ।১৯—৪৫। মধুশর্ম্মা স্নান-সন্ধ্যাদি আহ্নিক-কার্য্য না করিয়া ভোজনার্থী হইয়াছে—গুরু একদা ইহা দেখিতে পাইবেন। গুরু তাহাকে তখন

পৃষ্টোঽসৌ গুরুণা তথ্যং গোলকো হি বদিষ্যতি
ধর্ম্মঃ সাধারণো নাথ কৃতোঽয়ং কেন কুপ্যসি॥
ততো বক্ষ্যত্যথাচার্য্যঃ কস্তে তাতঃ প্রসূশ্চ কা
ততো মে ব্রাহ্মণঃ স্বামিন্ ব্রাহ্মণী চ প্রসূর্ম্মম॥
বদ মাতামহঃ কস্তে যেন প্রাপ্তা প্রসূস্তব।
কো বিধিঃ কুত্র বা দত্তা তথ্যং শীঘ্রং বদান্যথা
ভস্মসাৎ ত্বাং করিষ্যামি হীনং ব্রাহ্মণবর্চ্চসা॥
ইত্যেবং কথিতে সর্ব্বং কথয়িষ্যতি তত্ত্বতঃ॥৫১
শাপং দাস্যত্যথাচার্য্যঃ সিদ্ধান্তো মা স্ফুরত্বয়ম্
সিদ্ধান্তে জড়তা তেঽস্তু পরমদ্বৈতদর্শনে॥৫২
কথং ত্বদীয়া সেবা মে নিষ্ফলা স্যাদ্বদ প্রভো।
ইত্যাদিবহুনির্ব্বেদং যদা ত্বেষ করিষ্যতি॥ ৫৩
পশ্চাদ্ গদিষ্যতি স্বামী পূর্ব্বপক্ষোঽস্তু তে দৃঢ়ঃ
সিদ্ধান্তে সর্ব্বথৈবাস্ত্বং মম বাক্যং ন চান্যথা।
অধুনা তেন শাস্ত্রাণাং পূর্ব্বপক্ষো বিলোকিতঃ।
ভবিষ্যতি চ বেদান্তমন্যথা কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ৫৫
যথা যথা কলের্দেবাঃ প্রচয়ঃ সম্ভবিষ্যতি।
তথা তথায়মুন্মার্গঃ শিবদ্বেষ্টুর্ভবিষ্যতি॥ ৫৬
পূর্ব্বস্তু দ্রাবিড়াদ্দেশাৎ কর্ণাটকতিলঙ্গয়োঃ।
শনৈর্গোদাবরীতীরে প্রমৃতোঽয়ং ভবিষ্যতি॥
পূর্ণে কলিযুগে প্রাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তে চলিষ্যতি।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং বদিষ্যন্তি নরাধমাঃ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ সচৈলং স্নানমাচরেৎ॥৫৮
ভদ্রাত্বঞ্চ যথা বিষ্টে রাহোঃ স্বর্ভানুতা যথা।
হরিত্বঞ্চ যথানেকে তথৈতে তত্ত্ববাদিনঃ॥ ৫৮
যোগনিন্দাপরা নিত্যমগ্নিহোত্রস্য নিন্দকাঃ।
বেদান্তসমমিত্যাহুঃ পুরাণানি চ যে নরাঃ॥ ৬০
কেবলং বেষমাত্রেণ নরা নরকগামিনঃ।
সম্ভাষণে কৃতে যেষাং পতেচ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসঃ॥৬১

(সন্ধ্যাদি করিয়াছ কি না) জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বিধবাপুত্র সত্য কথা বলিবে; পরে বলিবে,—হে নাথ! সাধারণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি,—ইহার জন্য ক্রোধ করিতেছেন কেন? তখন আচার্য্য বলিবেন,—তোমার মাতাপিতার কোন্ জাতি? অনন্তর মধুশর্ম্মা বলিবে,—স্বামিন্! আমার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা ব্রাহ্মণী। (গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন) বল—তোমার মাতামহ কে? কোন্ বিধি অনুসারে কোথায় তাহার সম্প্রদান-কার্য্য হয়? শীঘ্র সত্য কথা বল, নতুবা ব্রহ্মতেজো-বিহীন তোমাকে ভস্মসাৎ করিব। গুরু এই কথা বলিলে, বিধবাপুত্র সকল কথাই যথার্থ-রূপে কীর্ত্তন করিবে। তখন আচার্য্য শাপ দিবেন—"তোর এই বেদান্তসিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি হইবে না, বেদান্তসিদ্ধান্ত-অদ্বৈতদর্শনে তোর জড়তা হইবে।' "হে প্রভো! বলুন, আমি আপনার সেবা যে করিয়াছি, তাহা কি নিষ্ফল হইবে?'—বিধবাপুত্র ইত্যাদি বহু বিলাপ করিলে, আচার্য্য বলিবেন,—তোমার পূর্ব্ব-পক্ষ দৃঢ় হইবে; সিদ্ধান্তে সর্ব্বথাই স্ফূর্ত্তি-বিহীনতা হইবে। আমার বাক্য অন্যথা হইবে না। মধু—তাহাতে করিয়া শাস্ত্র সকলের পূর্ব্বপক্ষ অবলোকন করিবে এবং বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অন্যথা করিতে উদ্যত হইবে। হে দেবগণ! কলিপ্রচার যেমন যেমন হইতে থাকিবে, শিবদ্বেষ্টা মধুর অসৎমার্গ তদনুসারে বিস্তৃতিলাভ করিবে। দ্রাবিড়ের পূর্ব্বে ও কর্ণাট-তৈলঙ্গের মধ্যে গোদাবরীতীরে মধুর মৃত্যু হইবে। কলি-যুগের সম্পূর্ণ অধিকার হইলে আর্য্যাবর্ত্তে এই অসৎপথ চলিতে থাকিবে। নরাধমের অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদ কীর্ত্তন করিবে। তাহা-দিগের দর্শনমাত্রে সবস্ত্র-স্নান করিবে। (সর্ব্বকার্য্য-গর্হিত) বিষ্টি যেমন ভদ্রা, (ভানু-দ্বেষী) রাহু যেমন স্বর্ভানু, ভেক যেমন হরি, মায়াবাদীরাও সেইরূপ তত্ত্বদর্শী। (অর্থাৎ ভদ্রা, স্বর্ভানু এবং হরি যেমন বৃষ্টি প্রভৃতির নামমাত্র, সেইরূপ "তত্ত্বদর্শী" মায়াবাদীদিগের নামমাত্র, উহার কোন অর্থ নাই)! তাহারা যোগনিন্দাপরায়ণ, নিত্যঅগ্নিহোত্র নিন্দারত। তাহারা পুরাণকে বেদান্তসদৃশ বলিবে,তাহারা বেষমাত্রধারী; তাহারা সকলেই নরকগামী। তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলেও ব্রহ্ম-তেজ হইতে হীন হইতে হয়। ৪৬—৬১।

বরং বৌদ্ধস্তথা জৈনঃ কাপালিকমতোঽপি ব
ব্যক্তং বদন্তি বেদানামপ্রামাণ্যন্তু তৈঃ কিমু ॥৬
বেদপ্রামাণ্যবৎ কৃত্বাভিমানী ন চ বৈদিকঃ।
ঈশ্বরং বচনাদ্বক্তি পরঞ্চানীশ্বরঃ খলঃ ৬১
সূত উবাচ।
এবং জাতে ততঃ সর্ব্বে যথাগতমিতো গতাঃ।
প্রতর্দ্দনোঽপি রাজর্ষিঃ কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্।
দেহান্তে মুক্তিমাপন্নঃ পরামদ্বৈতলক্ষণাম্ ॥ ৬
ততঃ পরং ভবিষ্যন্তি তস্য শিষ্যা অনেকশঃ।
সন্ন্যাসিবেশমাত্রেণ কুর্ব্বাণা জীবিকাং নিজাম্
রাজসেবাং প্রকুর্ব্বাণাঃ প্রচ্ছন্নাঃ কৌলিকা অপি
অগম্যাগমনে সক্তা অভক্ষস্য চ ভক্ষণে ॥ ৬৬
অপেয়নিরতাঃ কেচিন্নানাভোগসমাকুলাঃ।
যানারূঢ়াঃ সদা রাজসেবায়াং তৎপরা অপি ॥
অদ্বৈতনিন্দানিরতাঃ প্রচ্ছন্নগ্রন্থগৌরবাঃ।
অন্যদর্শনসিদ্ধান্তং নৈব জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৮
তত্র দোষস্য বুদ্ধ্যা বৈ পঠিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥
অন্যদৈবতনামানি যদি হেয়ানি তৎ কথম্।
বেদং পঠন্তি পাপিষ্ঠাঃ কথং তর্কং বদন্তি হি ॥৭
মীমাংসাশাস্ত্রসদ্গ্রন্থানালোক্য চ পুনঃপুনঃ।
পূর্ব্বপক্ষঞ্চ সর্ব্বেষাং গ্রহীষ্যন্তি সমৎসরাঃ ॥ ৭
স্বকীয়ং ন বদিষ্যন্তি যতো নাস্তি প্রমাকরম্।
হংসান্ পরমহংসাংশ্চ নিন্দিষ্যন্তি চ জারজাঃ ॥
জাতমাত্রং নরং কঞ্চিন্মুণ্ডয়িত্বা মঠাধিপম্।
কাষায়বস্ত্রমাত্রেণ করিষ্যন্তি নরাধমাঃ ॥ ৭৩
মাঠাপত্যঞ্চ সেবা চ ধনসংগ্রহ এব চ।
দাসীগমনবীর্য্যা চ পঞ্চধা তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৭৪
সংসারস্তত্ত্বমিত্যেব পরং তে তত্ত্ববাদিনঃ।
মায়াবিলসিতং বিশ্বমিতি মায়ৈকবাদিনঃ ॥৭৫
শুদ্ধং তত্ত্বং ন জানন্তি বিশ্বং তত্ত্বং বদন্তি চ।
শব্দমাত্রেণ তে জাতাঃ কলৌ হা তত্ত্ববাদিনঃ ॥
ভবিষ্যতি যদা বিপ্রাঃ পাপানাং প্রভবঃ কলৌ

জৈন, বৌদ্ধ এবং কাপালিক বরং ভাল, কেননা তাহারা স্পষ্টতঃ বেদের অপ্রমাণ্য ঘোষণা করে, তাহাদের দ্বারা কি হয়? কিন্তু ইহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকারের অভিমান রাখে, অথচ প্রকৃত বেদার্থ-বিরুদ্ধবাদী; কথায় ঈশ্বর মানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বর। সূত বলিলেন,—এইরূপ ব্যাপার হইলে, দেবতারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি প্রতর্দ্দনও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া, দেহান্তে পরমাদ্বৈতরূপ মোক্ষ লাভ করিলেন। কালক্রমে মধুর অনেক শিষ্য হইবে। তাহারা সন্ন্যাসিবেষমাত্র ধারণ করিয়া, নিজ নিজ জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। রাজসেবা করিবে; প্রচ্ছন্নকৌলিক হইবে; অগম্যা গমন, অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয় পান করিবে; বিবিধ ভোগের জন্য আকুল হইবে। যানারূঢ়, সর্ব্বদা রাজ-সেবা-তৎপর, অদ্বৈতনিন্দাপরায়ণ এবং আপনাদিগের গুপ্ত গ্রন্থের গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিবে। অন্য দর্শনের সিদ্ধান্ত যথার্থরূপে জানিবে না। কেবল দোষ দিবার নিমিত্ত সেই সব দর্শন পাঠ করিবে। হায়! অন্য দেবতার নাম যদি হেয়ই হয় ত কেন সেই পাপিষ্ঠেরা বেদপাঠ বা তর্ক অধ্যয়ন করে? তাহারা পুনঃপুনঃ মীমাংসাদি সদ্গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে সেই সব শাস্ত্রের উপরে যে পূর্ব্বপক্ষ আছে, তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহারা নিজ সিদ্ধান্ত বলিবে না, কেননা, অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত তাহাদের থাকিবে না। সেই জারজ সম্প্রদায় হংস ও পরমহংসদিগকে নিন্দা করিবে। সেই নরাধমেরা কোন এক মনুষ্যকে জন্মিবামাত্র মুণ্ডিত করিয়া (তাহাকেই কালক্রমে) কাষায়-বস্ত্র পরিহিত করাইয়া মঠাধিপতি করিবে। মঠাধিপত্য, সেবা, ধনসংগ্রহ, দাসীগমন এবং ঈর্ষা এই পাঁচপ্রকার ধর্ম্ম যাহাদের, তাহারাই তত্ত্ববাদী হইবে। সংসারই তত্ত্ব—এই মত তাহাদের হওয়াতে তাহারা তত্ত্ববাদী হইবে। বিশ্ব মায়াবিলাসমাত্র—এই কথা বলাতে তাহারা 'মায়ৈকবাদী' বলিয়া অভিহিত হইবে। বিশুদ্ধ-তত্ত্বজ্ঞান থাকিবে না, কিন্তু বিশ্বকেই 'তত্ত্ব' বলিবে। হায়! কলিযুগে

তথা তথা ভবিষ্যন্তি হ্যুদীচ্যাং দম্ভবৈষ্ণবাঃ ॥৭৭
শিবসামান্যবক্তারং শিবসামান্যদর্শিনম্।
দৃষ্ট্বা স্নায়াৎ সচৈলঃ সন্ শিবসামান্যসঙ্গিনম্ ॥
মধুদর্শিতমার্গেণ পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবাঃ কলৌ।
ভবিষ্যন্তি ততো ম্লেচ্ছাঃ শূদ্রা যূথবহিষ্কৃতাঃ ॥৭৯
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা মাহাত্ম্যং পার্ব্বতীপতেঃ
ভক্তিং তস্য সদা মর্ত্ত্যমুদ্যতা ভবত ধ্রুবম্ ॥৮০

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে কলিপ্রবেশাদিকথনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সূত ভদ্রং সমাচক্ষ্ব সেবকো যস্য মাধবঃ।
শ্রীমহেশস্য বিষ্ণোশ্চ তুল্যত্বং ব্রুবতে কথম্ ১
ব্রুবন্তি তুল্যতাং কেচিদ্বৈপরীত্যেন কেচন।
একত্বং কেচিদীশেন কেশবস্য বদন্তি হি ॥ ২
অত্র সিদ্ধান্তমর্য্যাদাং ব্রূহি তত্ত্বেন সূতজ।
অবাধা যেন চাস্মাকং সংশয়ো বিনিবর্ত্ততে ॥ ৩

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে শ্রুতিসিদ্ধান্তমুত্তমম্।
মহেশান্ন পরং তত্ত্বং সর্ব্বদেবেষু গীয়তে ॥ ৪
বৈকুণ্ঠপ্রভৃতীনান্তু মহেশকৃপয়া পুনঃ।
মহেশস্য চ দাসোঽয়ং বিষ্ণুস্তেনানুকম্পিতঃ ॥৫
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং সিদ্ধান্তোঽয়ং যথার্থতঃ।
ইন্দ্রোপেন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে মহেশস্যৈব কিঙ্করাঃ ॥৬
বেদান্তবেদ্যমীশানং পার্ব্বতীরমণং প্রভুম্।
যো জানাতি স বৈকুণ্ঠো দুঃখহা সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
বৈকুণ্ঠং মন্যতে সম্যগীশানং স পুরন্দরঃ।
য ইন্দ্রং মন্যতে সর্ব্বস্বামিনং স ঋষির্মতঃ ॥ ৮
স্বর্গলোকং সমাপ্নোতি মুন্যাত্মাপ্রতিপালকঃ।

শব্দমাত্রেই তত্ত্ববাদী হইবে। হে বিপ্রগণ! কলিযুগে যেমন যেমন পাপবুদ্ধি হইতে থাকিবে, তদনুসারে উত্তরদেশে দাম্ভিক বৈষ্ণবের প্রাদুর্ভাব হইবে। শিবকে যে ব্যক্তি অপরের সমান বলে, অপরের সমান মনে করে বা তাহাদিগের সঙ্গ করে, তাহাদিগকে দর্শন করিলেও সবস্ত্র অবগাহন করিতে হয়। কলিকালে মধু-দর্শিত-পথানুসারী পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব অনেক হইবে, অনন্তর জাতিভ্রষ্ট শূদ্র এবং ম্লেচ্ছগণ—এই বৈষ্ণব-পথাবলম্বী হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! অতএব পার্ব্বতীকান্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি ভক্তি করিতে উদ্যত হউন। ৬২—৮০।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সূত! মাধব যাঁহার সেবক—সেই শ্রীমহেশ্বরের এবং বিষ্ণুর তুল্যত্ব কেমন করিয়া কীর্ত্তিত হয়, ইহা উত্তমরূপে বলুন। কেহ কেহ ইঁহাদের তুল্যতা কীর্ত্তন করেন, কেহ কেহ বিষ্ণুকে শিবসেব্য বলেন, কেহ কেহ বা উভয়ের একত্ব নির্দ্দেশ করেন,—হে সূতনন্দন! এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমর্য্যাদা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন, যেন তাহাতে অবাধে আমাদের সন্দেহনিবৃত্তি হয়। সূত বলিলেন,—ঋষিগণ! সকলে উত্তম শ্রুতি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন; মহেশ অপেক্ষা পরম-বস্তু আর কিছু নাই, ইহা সর্ব্ববেদ সম্মত। বিষ্ণু প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা শিবকৃপায় হইয়াছে! দাস বলিয়া বিষ্ণুকে মহেশ্বর অনুগ্রহ করিয়াছেন। ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের যথার্থ সিদ্ধান্ত। ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই মহেশেরই কিঙ্কর। বেদান্তবেদ্য প্রভু পার্ব্বতীপতিকে ঈশ্বর বলিয়া যিনি অবগত হন, তিনি সর্ব্বপ্রাণিগণের দুঃখহারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু। যিনি বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্র। যিনি ইন্দ্রকে সর্ব্বস্বামী বলিয়া জানেন, তিনি ঋষি। ১—৮। ঋষিগণকে

অদ্বৈতং শিবমীশানমজ্ঞাত্বা নৈব মুচ্যতে ॥৯
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে শ্রীশঙ্করপরাঙ্মুখাঃ।
ভবিষ্যন্তি নরাস্তথ্যমিতি দ্বৈপায়নোহব্রবীৎ॥
রুদ্রক্রোধাগ্নিনির্দ্দগ্ধে মন্মথে তস্য ভার্য্যয়া।
রত্যা বিলপিতে তস্য সখায়োহপ্যতিদুঃখিতাঃ
বসন্তাদয় আগত্য তামূচুঃ কিং বিধীয়তে।
সর্ব্বলোকেশিতুঃ শম্ভোর্বৈরাকা বৈরবারণে॥
রতিরুবাচ।
মন্যতে ঘাতকঃ সর্ব্বৈর্লোকেহপূজ্যো ভবেদয়ম্
তত্র বিঘ্নঃ প্রকর্ত্তব্যো যেন কেনাপি হেতুনা॥
অস্যাপকীর্ত্তির্বক্তব্যা ন চলেদ্যদি কিঞ্চন।
তেন মে দুঃখশান্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিন্মাত্রং ন চান্যথা॥ ১৪
বসন্তাদয় উচুঃ
চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু গীয়তে চন্দ্রশেখরঃ।
বেদান্তা যঞ্চ গায়ন্তি মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ॥ ১০
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা ইন্দ্রোপেন্দ্রাদয়স্তথা।
ন্যূনতাং তস্য যো ব্রূতে কর্ম্মচাণ্ডাল উচ্যতে॥
তেন তুল্যো যদা বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বা যদি গদ্যতে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ ১৭
তুল্যতা যদি নো শক্যা ন্যূনতায়াস্তু কা কথা।
মিত্রস্যানৃণ্যমিচ্ছামঃ সঙ্কটং প্রতিভাতি নঃ॥১৮
সূত উবাচ।
বিচার্য্যৈবং তদা সর্ব্বে মহামোহপুরঃসরাঃ।
তপস্তেপুর্মহারৌদ্রং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্॥ ১৯
কদাচিদ্ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাদুরাসীদ্দয়ানিধিঃ।
মোহো দম্ভস্তথা ক্রোধো লভন্তে সেবকাঃ কলেঃ।
পঞ্চমো হেতুবাদশ্চ মধুনা সর্ব্ব আশ্রিতাঃ॥ ২০
তানুবাচ ততো ব্রহ্মা বৃণীধ্বং মনসেপ্সিতম্।
যথা বাণী চ ভবতাং তথাহং দাতুমুদ্যতঃ॥ ২১
মোহাদ্যা উচুঃ।
অস্মাকং পরমং মিত্রং কন্দর্পো নাশিতঃ প্রভো
মহাদেবেন তেনামী আনৃণ্যং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ॥২২

যিনি ঈশ্বর মনে করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু অদ্বৈত শিবরূপী ঈশ্বরকে না জানিলে মুক্তি হয় না। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে মানব শিবপরাঙ্মুখ হইবে, এই সত্যকথা দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন। কামদেব শিবকোপানলে দগ্ধ হইলে, তাঁহার ভার্যারতির বিলাপে কামদেবের বন্ধু বসন্ত প্রভৃতি অধিকতর দুঃখিতভাবে আসিয়া রতিকে বলিলেন,—এক্ষণে করা যায় কি? শিব সর্ব্বলোকেশ্বর, তাঁহার বৈরনির্যাতনে আমরা ত অসমর্থ। রতি বলিলেন,—যাহাতে লোকে ইহাঁকে ঘাতক বোধ করে, জগতে যাহাতে ইহাঁর পূজা না হয়,—সেইরূপ বিঘ্ন যেরূপে হউক, করিতে হইবে। ইহাঁর অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে, তাহাতে যদি কিছু ফলও না হয়, তথাপি তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখেরও শান্তি হইবে। বসন্ত প্রভৃতি বলিলেন,—যে চন্দ্রশেখর চতুর্দ্দশ বিদ্যায় অভিহিত, বেদান্ত, সংশিতব্রত মুনিগণ এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল যাঁহার মাহাত্ম্য-গানে তৎপর, সেই দেবদেবের ন্যূনতা-কীর্ত্তন যে করে, সে ত ‘কর্ম্মচাণ্ডাল’ নামে অভিহিত। ব্রহ্মা বিষ্ণুকেও তাঁহার তুল্য বলিলে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া থাকে। যখন তুল্যতা কীর্ত্তনই করা যায় না, তখন ন্যূনতার কথা আর বক্তব্য কি? অথচ মিত্রের ঋণমুক্তি ইচ্ছা করিতেছি; বড়ই সঙ্কট উপস্থিত দেখিতেছি। সূত বলিলেন,—তখন মহামোহ প্রভৃতি কাম-মিত্রগণ, এইরূপ বিচার করিয়া সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। একদা কৃপানিধি ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া মধুর আশ্রয়স্থল কলিসেবক মোহ, দম্ভ, ক্রোধ, লোভ এবং হেতুবাদকে বলিলেন,—তোমরা মনোমত বর প্রার্থনা কর; তোমরা যেমন বলিবে, তদনুসারে বরদান করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি। ৯—২১। মোহাদি বলিল,—প্রভো। মহাদেব, আমাদের পরম-মিত্র কামদেবকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ঋণ-পরিশোধে অর্থাৎ বৈর-নির্যাতনে

ভবিষ্যামো বয়ং তাত রুদ্রপূজাভিনিন্দকাঃ।
যথা ন লভতে পূজামস্মত্তশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ।
অধুনা ন ভবেদেবং ভবিষ্যত্যথ তচ্চিরম্।
ভবিষ্যাম ইতি প্রোক্তং ভবন্তো নান্যথা ক্বচিৎ॥ ২৪
যে ভবদ্বশগা লোকাস্তেভ্যঃ পূজা ন ধূর্জ্জটেঃ
প্রার্থিতোঽহং বরো দত্তো যথেষ্টং কর্ত্তুমর্হথ॥
সূত উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তানথো ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সর্ব্বে তে মন্ত্রয়াঞ্চক্রুঃ কলিনা সহ দুঃখিতাঃ॥ ২৬
কলিরুবাচ।
ভবদ্ভিরধুনা নোক্তং ভবিষ্যাম ইতীরিতম্।
ততো মৎসময়ে প্রাপ্তে সর্ব্বমেব ভবিষ্যতি॥ ২৭
অস্মত্ত ইতি যৎ প্রোক্তং তেন চাস্মদ্বশে স্থিতাঃ।
নিন্দাকরা ভবিষ্যন্তি নাস্মান্ যো মন্যতে ন সঃ
লোভমোহাদিসংযুক্তাঃ প্রাপ্তে চ ময়ি দারুণে।
হেতুবাদং পুরস্কৃত্য শিবভক্তিপরাঙ্মুখাঃ॥ ২৯
সূত উবাচ।
ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
ম্লেচ্ছৈর্ব্রাহ্মণধেনূনাং বিধ্বংসনকরে খরে॥ ৩০
অস্বাধ্যায়বষট্কারে জৈনবৌদ্ধাদিসঙ্কুলে।
ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছমার্গস্থে শূদ্রে ব্রাহ্মণঘাতিনি॥৩১
তদা বসন্তঃ কর্ণাটতিলঙ্গাদিকদূষকঃ।
মধুনামা চ বিধবাক্ষেত্রে বিপ্রাদ্ভবিষ্যতি॥ ৩১
গোলকঃ স তু পাপিষ্ঠঃ পদ্মপাদুকমীশ্বরম্।
বেদান্তব্যাখ্যানরতং শিষ্যত্বেনার্চ্চয়িষ্যতি॥৩৩
শাস্ত্রং পূর্ণং ততোঽধীত্য স্থিত আহ্নিকবর্জ্জিত
কিমগ্নিহোত্রং কো যাগো হেতুমেবং করিষ্যতি
শুরুরাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণো ন ভবেদয়ম্।
ইতি নিশ্চিত্য তং দুষ্টং বক্ষ্যতি শ্রুতত্তদ্বচাঃ॥
শুরুরুবাচ।
কো বর্ণস্তব মে ব্রূহি যথার্থং বেদদূষক।

উদ্ভত হইয়াছি; হে দেব! চন্দ্রশেখর আমাদের নিকট হইতে পূজা লইতে যাহাতে না পারেন, তদনুরূপে তদীয় পূজার নিন্দাকারী হইব। ব্রহ্মা বলিলেন,—সম্প্রতি সেরূপ হইবে না। বহুকালের পর সেইরূপ হইবে। কেননা তোমরাই “হইব” বলিয়াছ; তাহা কখন অন্যথা হইবে না। যে সব লোক তোমাদের বশবর্ত্তী থাকিবে, তাহারা শিব-পূজা করিবে না। তোমাদের প্রার্থনাক্রমে এই বর প্রদান করিলাম, এক্ষণে যাহা ইচ্ছা কর। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মোহাদি সকলে তখন দুঃখিতভাবে কলির সাহত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কলি বলিল,—“এক্ষণেই হইতে পারি” এমন কথা না বলিয়া “হইব” বলিয়াছ। অতএব আমার অধিকার-কাল উপস্থিত হইলে এ সমস্তই হইবে। “আমাদের নিকট হইতে” এই কথা বলাতে আমাদের বশবর্ত্তী লোক অর্থাৎ আমাদের পক্ষভুক্ত লোক শিব-নিন্দাকর হইবে, কিন্তু যে আমাদিগকে মানে না, সে শিব-নিন্দক হইবে না। দারুণভাবাপন্ন আমি উপস্থিত হইলে (অর্থাৎ কলিযুগে) লোভমোহাদিযুক্ত ব্যক্তিগণ, হেতুবাদকে আদর করিয়া শিবভক্তি-পরাঙ্মুখ হইবে। সূত বলিলেন,—যখন সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত প্রবল কলিযুগ উপস্থিত হইবে, ম্লেচ্ছেরা ব্রাহ্মণ-ধেনুবধ করিতে থাকিবে, স্বাধ্যায়-বষট্কার উঠিয়া যাইবে, জৈনবৌদ্ধাদি-প্রাদুর্ভাব অধিক হইবে, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী এবং শূদ্র ব্রাহ্মণঘাতী হইবে, তখন ঋতুরাজ বসন্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে বিধবা-ব্রাহ্মণী-গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মধু নামে খ্যাত হইবে। কর্ণাট তিলঙ্গাদি দেশ তদ্দ্বারা দূষিত হইবে। সেই পাপিষ্ঠ বিধবা-পুত্র, শিষ্যভাব অবলম্বন করিয়া বেদান্তব্যাখ্যারত প্রভু পদ্মপাদুককে পূজা করিবে। মধু তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আহ্নিক পরিত্যাগ করত এইরূপ কুতর্ক করিবে,—অগ্নিহোত্র কি, যাগই বা

কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবেষ্টা নোৎপত্তিব্র্রাহ্মণাৎ তব ॥৩৬

মধুরুবাচ।

ব্রাহ্মণাদহমুৎপন্নো ব্রাহ্মণ্যাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
সত্যং বদামি নো মিথ্যা কথং মাং পশ্যসে
গুরো ॥৩৭

গুরুরুবাচ।

ত্বন্মাতা কেন দত্তা বে কস্য পুত্রী কদা কথম্।
কস্মৈ দত্তা চ বিধিনা কেন তদ্‌ব্রূহি মা চিরম্

মধুরুবাচ।

বিধবা জননী নাথ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা।
গর্ভিণী সমভূৎ তস্মাদয়ং দেহস্ততোঽভবৎ ॥৩৯

গুরুরুবাচ।

কপটেন যতঃ শাস্ত্রং মত্তোঽধীতং দুরাত্মনা।
তেন সিদ্ধান্তমর্য্যাদা কদাচিন্না স্ফুরত্বিয়ম্ ॥ ৪০

মধুরুবাচ।

ভবিষ্যতি মহাভাগ বচনং তব নান্যথা।
পূর্ব্বপক্ষো মম হৃদি প্রাদুর্ভবতু নিশ্চলঃ ॥ ৪১

গুরুরুবাচ।

অজ্ঞতা তব সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষে চ পাটবম্।
ভবত্বেব পরন্ত্বেকং পাপাঃ শিষ্যা ভবন্তু তে ॥
মোহাৎ সিদ্ধান্তরহিতা লোভাৎ তে নৃপসেবকাঃ
ক্রোধাৎ কঠিনবক্তারো দম্ভাদ্‌বেষেণ সুন্দরাঃ
হেতুবাদেন শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ন বিদন্তি তে।
নিরয়েষ্বেব ঘোরেষু গমিষ্যন্ত্যচিরাচ্চিরম্ ॥৪৪

সূত উবাচ।

মধুনামা ততঃ প্রাপ্য শাপং তং দুষ্টবুদ্ধিমান্।
বাদরায়ণসূত্রাণাং ব্যাখ্যানং স করিষ্যতি ॥৪৫
মধ্বাচার্য্যস্ততো ভাবাদাক্ষিণাত্যো মহান্‌কলৌ
তচ্ছিষ্যাঃ প্রতিশিষ্যাশ্চ নার্য্যাবর্ত্তে ন
চোৎকলে ॥ ৪৬
ন গৌড়ে ন চ গঙ্গায়াস্তীরে গোদাবরীতটে।
নার্ব্বুদারণ্যমধ্যে চ তৎপ্রচারো ভবিষ্যতি ॥৪৭
যথা যথা কলের্ঘোরঃ প্রচারো হি ভবিষ্যতি।

কি? গুরু তাহার কথা শুনিয়া "এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়" ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দুষ্টকে বলিবেন,—রে বেদ-দূষক! কোন্ বর্ণে তোর উৎপত্তি যথার্থ করিয়া বল্। ব্রহ্মোদ্ভূত যে কর্ম্ম তাহার প্রতি যখন তোর দ্বেষ, তখন তোর উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতে নহে।২২—৩৬। মধু বলিবে,—আমি ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণী-গর্ভে উৎপন্ন, এ বিষয়ে সংশয় নাই; আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিতেছি না। তথাপি হে গুরো! আমাকে কিরূপ দেখিতেছেন? গুরু বলিলেন,—অরে! তোর মাতা কাহার কন্যা?—কে, কবে, কিপ্রকারে, কোন্ বিধি-অনুসারে, কাহাকে তাহার সম্প্রদান করিয়াছিল, তাহা শীঘ্র বল্। মধু বলিবে,—প্রভো! আমার জননী বিধবাবস্থায় তপস্বী ব্রাহ্মণের সংসর্গে গর্ভবতী হন, তাহাতেই আমার এই শরীর হইয়াছে। গুরু বলিলেন,—রে দুরাত্মন্! কাপট্য অবলম্বন করিয়া আমার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিস্ বলিয়া কদাচ তোর শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি পাইবে না। মধু বলিবে,—হে মহাভাগ! আপনার কথা অন্যথা হইবার নহে; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ যেন আমার হৃদয়ে দৃঢ় থাকে। গুরু বলিলেন,—সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা এবং পূর্ব্বপক্ষে পটুতা তোর হইবে, পরন্তু তোর শিষ্যবৃন্দ পাপিষ্ঠ হইবে। তোর শিষ্যগণ মোহ বশতঃ সিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন, লোভ বশতঃ রাজসেবক, ক্রোধ বশতঃ পরুষভাষী, দম্ভ-বশতঃ ধার্ম্মিক-বেষধারী হইবে; হেতুবাদ বশতঃ সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না; স্বল্পকাল মধ্যেই তাহারা চিরদিনের জন্য ঘোর নরকে গমন করিবে।৩৭—৪৪। সূত বলিলেন,—অনন্তর দুষ্টবুদ্ধি মধু গুরুশাপগ্রস্ত হইয়া বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিবে। সেই কার্য্য দ্বারা দাক্ষিণাত্য মধু মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত হইবে; কলিযুগে তাহার প্রাধান্যও খুব হইবে। তাহার শিষ্য-প্রতিশিষ্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত, উৎকল, গৌড়, গঙ্গাতীর, গোদাবরীতীর এবং অর্ব্বুদারণ্যমধ্যে প্রচার প্রাপ্ত হইবে না, অন্যত্র হইবে। তবে কলির ঘোর প্রচার যেমন যেমন হইবে, তদনুসারে

তথা তথা মহারাষ্ট্রে হৈতুকা বিরলাঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৮
ততোঽতিদুষ্টসময়ে মহাম্লেচ্ছৈস্তিরস্কৃতে।
প্রচ্ছন্নঃ কুত্রচিৎ পাপী প্রচারং হি বিধাস্যতি ॥
পঞ্চবর্ষস্তু সন্ন্যাসী পঠিত্বা দুষ্টবুদ্ধিমান্।
শিষ্যোপশিষ্যসংযুক্তো হেতুবাদং করিষ্যতি ॥
তত্ত্বং সংসার ইত্যেব ন বাধ্যঃ সত্য এব হি।
বদত্যতস্তত্ত্ববাদী মিথ্যাবাদী স উচ্যতে ॥ ৫১
মিথ্যাভূতঃ প্রপঞ্চোঽয়ং মায়ানির্ম্মিত ইষ্যতে।
মায়াবাদিন ইত্যেতে বস্তুতস্তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৫২
সচ্ছাস্ত্রং জৈমিনীয়ন্তু কর্ম্মকাণ্ডপ্রবর্ত্তকম্।
গোতমীয়ন্তু সচ্ছাস্ত্রমীশ্বরপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫৩
পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেকস্য বোধকং কাপিলং মতম্।
তথা বৈশেষিকং শাস্ত্রমীশ্বরপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫৪
পাতঞ্জলং যোগশাস্ত্রং শৈবং তচ্ছাস্ত্রমিষ্যতে।
বেদান্তশাস্ত্রমূর্দ্ধন্যমদ্বৈতং যচ্চ বোধয়েৎ ॥ ৫৫
বেদাঃ সর্ব্বে ষড়ঙ্গাশ্চ পুরাণানীতিহাসকঃ
স্মৃতিশ্চোপপুরাণানি তথোপস্মৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ৫৬
অন্যোন্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রামাণ্যমধিকারতঃ।
তাৎপর্য্যঞ্চ পুমর্থেষু সর্ব্বাণ্যেবং জগুঃ কিল ॥ ৫৭
কিঞ্চিদ্বিরোধে সত্যেব ন বিরোধোঽস্তি তত্ত্বতঃ
মন্যন্তে শ্রীমহেশানাং সর্ব্বাণ্যেব পরাৎপরম্ ॥
পাপিষ্ঠা নৈব মন্যন্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।
আচার্য্যং মধুনামানং বদন্তো বিধবাসুতম্ ॥ ৫৯
প্রচ্ছন্নোঽহসৌ মহাদুষ্টশ্চার্ব্বাকো মধুসংজ্ঞকঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ শিবনিন্দাপ্রবর্ত্তকঃ ॥
মোহাৎ সিদ্ধান্তবাহ্যত্বং ক্রোধাচ্ছাস্ত্রনিষেধনম্।
লোভেন নৃপতেঃ সেবা দম্ভাদন্যপ্রতারণম্ ॥ ৬১
গণিকামৈথুনং কামাদ্ধেতুবাদেন বাদিতা।
ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ ষোঢ়েয়ং তত্ত্ববাদিতা ॥
পঞ্চবর্ষং যতিং কৃত্বা ক্রমেণাদায় বালকম্।
মাঠাপত্যং বিধাস্যন্তি দ্রব্যলোভেন নাস্তিকাঃ ॥

মহারাষ্ট্রে তাহাদের প্রচার হইতে থাকিবে। এই 'হৈতুক'গণ কোথাও বা বিরল হইবে। অনন্তর মহাম্লেচ্ছগণ-পরিবৃত অতি দুষ্ট সময় উপস্থিত হইলে পাপাচারী শিষ্যগণ, প্রচ্ছন্নভাবে (আর্য্যাবর্ত্তাদি দেশেরও) কোথাও কোথাও প্রচার করিবে। দুষ্টবুদ্ধিযুত পঞ্চবর্ষীয় সন্ন্যাসী অধ্যয়ন করিয়া শিষ্য-উপশিষ্যযোগে এইরূপ হেতুবাদ করিবে,—সংসারই তত্ত্ব, ইহা বাধ্য নহে, সত্য—এই কথা যে বলে, সেই তত্ত্ববাদী বস্তুতঃ মিথ্যাবাদী বলিয়া কথিত। এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা এবং মায়াকল্পিত, এইরূপ মায়াবাদী যাহারা, তাহারাই বস্তুতঃ তত্ত্ববাদী। সেই মিথ্যাবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডপ্রবর্ত্তক জৈমিনিপ্রণীত সচ্ছাস্ত্র মীমাংসা, ঈশ্বরপ্রতিপাদক গোতমপ্রণীত সচ্ছাস্ত্র ন্যায় দর্শন, পুরুষপ্রকৃতির বিবেকবোধক কপিলপ্রণীত শাস্ত্র, ঈশ্বরপ্রতিপাদক বৈশেষিকদর্শন, যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল, এ সমস্তকেই শৈবশাস্ত্র বলিয়া থাকে; এমন কি, অদ্বৈতবোধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদান্তশাস্ত্র, ষড়ঙ্গ সমন্বিত বেদ, পুরাণ উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি এবং উপস্মৃতিও তাহাদের মতে শৈবশাস্ত্র। কিন্তু অধিকারানুসারে সর্ব্ব বিদ্যারই পরস্পর প্রামাণিকতা আছে, (শিবপক্ষে নহে) আত্মপক্ষে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য,—হেতুবাদীরা এইরূপ বলিবে। শাস্ত্রের পরস্পরের কিঞ্চিৎ বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। হেতুবাদীরা বলে, "লোকে শ্রীমহেশ্বরকে পরাৎপর মনে করে, কিন্তু বেদমার্গবহিষ্কৃত পাপিষ্ঠেরা মধ্বাচার্য্যকে মানে না, প্রত্যুত তাহারা তাঁহাকে বিধবাপুত্র বলিয়া থাকে।" মহাদুষ্ট মধু প্রচ্ছন্নচার্ব্বাক। হে বিপ্রগণ! কলিকালে এই মধুই শিব-নিন্দাপ্রবর্ত্তক হইবে। হে বিপ্রগণ! কলিকালে মোহবশতঃ সিদ্ধান্ত-বহির্ভাব, ক্রোধ-বশতঃ শাস্ত্রপ্রতিষেধ, লোভবশতঃ রাজসেবা, দম্ভবশতঃ অন্য প্রতারণা, কামবশতঃ গণিকামৈথুন এবং হেতুবাদবশতঃ বিচারকতা এই ছয় প্রকার তত্ত্ববাদিতার লক্ষণ। নাস্তিকেরা বালককে লইয়া ক্রমে পঞ্চবর্ষ বয়সে তাহাকে যতি করিয়া ধনলোভে মঠাধিপত্য সম্পাদন করিবে।

পারম্পর্য্যং মঠস্যৈব রক্ষিষ্যন্ত্যভিরাগিণঃ
ভোগাসক্তাশ্চ পাপিষ্ঠা দাসীগমনকারিণঃ ॥ ৬৪
নাম্নাসন্ন্যাসিনস্তীর্থে যানারূঢ়াঃ সসেবকাঃ।
নরবাহনমারূঢ়াঃ শিখাসূত্রবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৬৫
তৎপক্ষপাতিনো মূঢ়া গৃহস্থাঃ শিবনিন্দকাঃ।
মিথ্যা বৈষ্ণবমানেন গ্রস্তা নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৬
বৈষ্ণবা বেষমাত্রেণ তন্তুমাত্রেণ বাড়বাঃ।
বাদিনঃ ক্রোধমাত্রেণ বিদ্বাংসো হেতুবাদতঃ ॥
পঠিষ্যন্তি চ শাস্ত্রাণি কেচিদ্দূষণসিদ্ধয়ে
স্বকীয়ং গোপয়িষ্যন্তি পরকীয়েণ পণ্ডিতাঃ ॥৬৭

সূত উবাচ।

মহামোহাদয়ঃ সর্ব্বে রতিমাশ্বাস্য ভামিনীম্।
প্রোচুশ্চ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা তদ্দুঃখবিনিবারকাঃ ॥ ৬৯

মোহাদয় উচুঃ।

রতে মা কুরু সন্তাপমহং মোহঃ কলেঃ সখা।
ক্রোধঃ পত্যুঃ পরো বন্ধুর্লোভমোহৌ চ দেবরৌ
প্রাপ্তে কলিযুগে পূর্ণে মোহলোভাদয়ো বয়ম্।
বসন্তং মধুনামানমবতীর্ণঞ্চ দক্ষিণে ॥ ৭১
সমাশ্রিত্য ততো হেতুবাদং কুটিলবুদ্ধয়ঃ।
করিষ্যামো যথা শক্যং শিবপূজানিবারণম্ ॥৭২

সূত উবাচ।

ইতি তে রতিমাশ্বাস্য যথাগতমিতো গতাঃ।
ইতি সর্ব্বং সমাখ্যাতং শিবনিন্দককারণম্ ॥৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে মহেশ-বিষ্ণুতুল্যত্বকারণাদি-কথনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০॥

অনুরাগক্রমে মঠাধিপত্য সম্বন্ধে পরম্পরা-ক্রমে রক্ষা করিবে। সেই পাপিষ্ঠগণ ভোগাসক্ত, দাসীগমনকারী, তীর্থে যানারূঢ় এবং সেবক-পরিবৃত হইয়া নামমাত্রে সন্ন্যাসী হইবে। শিখাসূত্রবর্জ্জিত হইবে, নরবাহ্য শিবিকাদি যানে আরোহণ করিবে। তৎ-পক্ষপাতী মূঢ় গৃহস্থগণ শিবনিন্দক হইবে। মিথ্যা বৈষ্ণবাভিমানগ্রস্ত হইয়া তাহারা নরকগামী হইবে। বেষমাত্রে বৈষ্ণব, সূত্র-মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্রোধমাত্রে বিচারক এবং হেতুবাদমাত্রে পণ্ডিত হইবে। দোষ দিবার জন্য তখন শাস্ত্রপাঠ হইবে, পরকীয়-মত-দূষণ দ্বারা স্বীয়-মত-দোষ গোপন করা পণ্ডিতের কার্য্য হইবে। ৪৫—৬৭। সূত বলি-লেন,—তখন রতি-দুঃখনিবারক মহামোহাদি সকলে ভামিনী রতিকে আশ্বস্ত করিয়া কোমল কথায় কহিল,—রতি! সন্তাপ করিও না, আমি কলিসখা মোহ, আমি তোমার পতির পরম বন্ধু ক্রোধ, আমরা লোভ-মোহ তোমার দেবর কলিযুগের সম্পূর্ণ অধিকার হইলে, আমরা দক্ষিণদেশে মধ্বাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ বসন্তকে আশ্রয় করিয়া কুটিল-বুদ্ধিবলে শিবপূজা-নিবারক হেতুবাদ যথা-শক্তি করিব। সূত বলিলেন,—এইরূপে তাহারা রতিকে আশ্বস্ত করিয়া যথাস্থানে গমন করিল। শিবনিন্দা-কারণ সমস্তই এই বলিলাম। ৬৮—৭৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

সুদর্শনাখ্যং যচ্চক্রং লব্ধবাংস্তৎ কথং হরিঃ।
মহাদেবাদ্ভগবতঃ সূত তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১

সূত উবাচ।

দেবাসুরাণামভবৎ সংগ্রামোঽদ্ভুতদর্শনঃ।
দেবা বিনির্জ্জিতা দৈত্যৈর্বিষ্ণুং শরণমাগতাঃ ॥২
স্তুত্বা তং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য পুরতঃস্থিতাঃ

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! বিষ্ণু, ভগবান্ মহাদেবের নিকট সুদর্শনচক্র লাভ করিলেন কিরূপে, তাহা বলুন। সূত বলি-লেন,—দেবাসুরের অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দেবতারা দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। দৈত্য-

ভয়ভীতাশ্চ তে সর্ব্বে ক্ষতাঙ্গাঃ ক্লেশিতা ভৃশম্,
তান্ দৃষ্ট্বা প্রাহ ভগবান্ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
কিমর্থমাগতা দেবা বক্তুমর্হথ সাম্প্রতম্ ॥ ৪
বচঃ শ্রুত্বা হরের্দেবাঃ প্রণম্যোচুঃ সুরোত্তমাঃ।
নির্জ্জিতা দানবৈঃ সর্ব্বে শরণং ত্বামিহাগতাঃ॥
গতিস্ত্বমেব দেবানাং ত্রাতা ত্বং পুরুষোত্তম।
হন্তুমর্হসি তান্ শীঘ্রমবধ্যান্ বারিজেক্ষণ ॥ ৬
জালন্ধরবধার্থায় যচ্চক্রং শূলপাণিনঃ।
মহাদেবাদ্বরাল্লব্ধং জহি তেন মহাবলান্ ॥ ৭
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ বারিজেক্ষণঃ।
অহং দেবাস্তথা নূনং করিষ্যামীতি সুব্রতাঃ ॥৮
হিমবৎপর্ব্বতং গত্বা পূজয়ামাস শঙ্করম্।
লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য স্নাপ্য গন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ
ত্বরিতাখ্যেন রুদ্রেণ সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্।
ততো নাম্নাং সহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১০
প্রতিনাম চ পদ্মানি তৈরিষ্ট্বা বৃষভধ্বজম্।
ভবাদ্যৈর্নামভির্ভক্ত্যা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥১১

বিষ্ণুরুবাচ।

ভবঃ শিবো হরো রুদ্রঃ পুষ্কলো মৃগলোচনঃ।
অগ্রগণ্যঃ সদাচারঃ সর্ব্বঃ শম্ভুর্মহেশ্বরঃ ॥ ১২
ঈশ্বরঃ স্থাণুরীশানঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
বরীয়ান্ বরদো বন্দ্যঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৩
গঙ্গাধরঃ শূলধরঃ পরার্থৈকপ্রযোজকঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদেবাদির্গিরিধন্বা গদাধরঃ ॥ ১৪
চন্দ্রাপীড়শ্চন্দ্রমৌলির্বেধা বিশ্বামরেশ্বরঃ।
বেদান্তসারসন্দোহঃ কপালী নীললোহিতঃ ॥১৫
ধ্যানাহারোঽপরিচ্ছেদ্যো গৌরীভর্ত্তা গণেশ্বরঃ
অষ্টমূর্ত্তির্বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্রিবর্গঃ স্বর্গসাধনঃ ॥ ১৬
জ্ঞানগম্যো দৃঢ়প্রজ্ঞো দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ।
বামদেবো মহাদেবঃ পটুঃ পরিবৃঢ়ো দৃঢ়ঃ ॥ ১৭
বিশ্বরূপো বিরূপাক্ষো বাগীশঃ শ্রুতিমস্তগঃ।
সর্ব্বপ্রণবসংবাদী বৃষাঙ্কো বৃষবাহনঃ ॥ ১৮
ঈশঃ পিনাকী খট্বাঙ্গী চিত্রবেষশ্চিরন্তনঃ।

ভয়ভীত ক্ষতাঙ্গ অতি-দুঃখপ্রাপ্ত দেবগণ, বিবিধ স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—দেবগণ কিজন্য আসিয়াছে, তাহা এক্ষণে বল। সুরশ্রেষ্ঠগণ বিষ্ণুর কথা শুনিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—অসুর-পরাজিত হইয়া আমরা সকলে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে পুরুষোত্তম! আপনিই দেবগণের উপায়, আপনিই রক্ষক। হে কমললোচন! সেই অবধ্য অসুরগণকে শীঘ্র বিনাশ করিতে আজ্ঞা হয়। জালন্ধর-বধের জন্য মহাদেব যে চক্র প্রস্তুত করেন, মহাদেব-বরে সেই চক্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা সেই মহাবল দানবগণকে বধ করুন। ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে সুব্রত দেবগণ! আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব। অনন্তর বিষ্ণু হিমালয়-পর্ব্বতে গমন করিয়া শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শুভ গন্ধজলে স্নান করাইয়া ত্বরিতাখ্য রুদ্রমন্ত্রে শিবপূজা করিলেন; অনন্তর ভব প্রভৃতি প্রতি নামে একএকটী পদ্ম অর্পণ করিয়া সেই সহস্র নামে ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বর শিবের স্তব করিতে লাগিলেন;—ভব শিব হর রুদ্র পুষ্কল মৃগ-লোচন। অগ্রগণ্য সদাচার সর্ব্ব শম্ভু মহেশ্বর। ১—১০। ঈশ্বর স্থাণু ঈশান সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। বরীয়ান্ বরদ বন্দ্য শঙ্কর পরমেশ্বর। গঙ্গাধর শূলধর পরার্থৈকপ্রযোজক। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদেবাদি গিরিধন্বা গদাধর। চন্দ্রাপীড় চন্দ্রমৌলি বেধা বিশ্বামরেশ্বর। বেদান্ত-সার-সন্দোহ কপালী নীল-লোহিত। ধ্যানাশী (*) অপরিচ্ছেদ্য গৌরীভর্ত্তা গণেশ্বর। অষ্টমূর্ত্তি বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিবর্গ স্বর্গ-সাধন। জ্ঞানগম্য দৃঢ়প্রজ্ঞ দেবদেব ত্রিলোচন। বামদেব মহাদেব পটু পরিবৃঢ় দৃঢ়। বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ বাগীশ শ্রুতিমস্তগ। সর্ব্ব-প্রণবসংবাদী বৃষাঙ্ক বৃষবাহন। পিনাকী

---

* মূলে "ধ্যানাহার" আছে, ছন্দোঽনুরোধে তাহার প্রতিবাক্য দিলাম।

মনোময়ো মহাযোগী স্থিরো ব্রহ্মাণ্ডধূর্জ্জটী ॥১৯
কালকালঃ কৃত্তিবাসাঃ সুভগঃ প্রণবাত্মকঃ।
নাগচূড়ঃ সুচক্ষুষ্যো দুর্ব্বাসাঃ পুরশাসনঃ ॥ ২০
দৃগায়ুধঃ স্কন্দগুরুঃ পরমেষ্ঠী পরায়ণঃ।
অনাদিমধ্যনিধনো গিরিশো গিরিজাধবঃ ॥২১
কুবেরবন্ধুঃ শ্রীকণ্ঠো লোকবন্দ্যোত্তমো মৃদুঃ।
সামান্তো দেবকো দণ্ডী নীলকণ্ঠঃ পরশ্বধী ॥২২
বিশালাক্ষো মহাব্যাধঃ সুরেশঃ সূর্য্যতাপনঃ।
ধর্ম্মধামা ক্ষমাক্ষেত্রং ভগবান ভগনেত্রহা ॥২৩
উগ্রঃ পশুপতিস্তার্ক্ষ্যঃ প্রিয়ভক্তঃ প্রিয়ংবদঃ।
দাতা দয়াকরো দক্ষঃ কপর্দ্দী কামশাসনঃ ॥২৪
শ্মশাননিলয়স্তিষ্যঃ শ্মশানস্থো মহেশ্বরঃ।
লোককর্ত্তা ভূতপতির্মহাকর্ত্তা মহৌষধিঃ ॥ ২৫
উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ।
নীতিঃ সুনীতিঃ শুদ্ধাত্মা সোমঃ সোমরতঃ সুধীঃ ॥২৬
সোমপোঽমৃতপঃ সৌম্যো মহানীতির্মহাস্মৃতিঃ
অজাতশত্রুরালোক্যঃ সম্ভাব্যো হব্যবাহনঃ ॥
লোককারো বেদকারঃ সূত্রকারঃ সনাতনঃ।
মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যো বিশ্বদীপ্তির্বিলোচনঃ ॥২৮
পিনাকপাণির্ভূদেবঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তিদঃ সুধা।
ধাত্রীধামা ধামকরঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বগোচরঃ ॥ ৯
ব্রহ্মসৃগ্বিশ্বসৃক্ সর্গঃ কর্ণিকারঃ প্রিয়ঃ কবিঃ।
শাখো বিশাখো গোশাখঃ শিবো ভিষগনুত্তমঃ
গঙ্গাপ্লবোদকো ভব্যঃ পুষ্কলঃ স্থপতিঃ স্থিতঃ।
বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা ভূতবাহনসারথিঃ ॥৩১
সগণো গণকায়শ্চ সুকীর্ত্তিশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
কামদেবঃ কামকালো ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ ॥৩২
ভস্মপ্রিয়ো ভস্মশায়ী কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।
সমাবৃত্তো নিবৃত্তাত্মা ধর্ম্মপুঞ্জঃ সদাশিবঃ ॥ ৩৩
অকল্মষশ্চতুর্ব্বাহুঃ সর্ব্বাবাসো দুরাসদঃ।
দুর্লভো দুর্গমো দুর্গঃ সর্ব্বায়ুধবিশারদঃ ॥ ৩৪
অধ্যাত্মযোগনিলয়ঃ সুতন্তুস্তন্তুবর্দ্ধনঃ।
শুভাঙ্গো যোগসারঙ্গো জগদীশো জনার্দ্দনঃ ॥
ভস্মশুদ্ধিকরো মেরুস্তেজস্বী শুদ্ধবিগ্রহঃ।
হিরণ্যরেতাস্তরণির্মরীচির্মহিমালয়ঃ ॥ ৩৬
মহাহ্রদো মহাগর্ত্তঃ সিদ্ধবৃন্দারবন্দিতঃ।

খট্বাঙ্গী ঈশ চিত্রবেষ চিরন্তন। মনোময় মহাযোগী স্থির ব্রহ্মাণ্ডধূর্জ্জটী। কালকাল কৃত্তিবাস সুভগ প্রণবাত্মক। নাগচূড় সুচক্ষুষ্য দুর্ব্বাসা পুরশাসন। দৃগায়ুধ স্কন্দগুরু পরমেষ্ঠী পরায়ণ। অনাদিমধ্যনিধন গিরিশ গিরিজাধব। কুবেরবন্ধু শ্রীকণ্ঠ লোকবন্দ্যোত্তম মৃদু। সামান্ত দেবক দণ্ডী নীলকণ্ঠ পরশ্বধী। বিশালাক্ষ মহাব্যাধ সুরেশ সূর্য্যতাপন। ধর্ম্মধামা ক্ষমাক্ষেত্র ভগবান্ ভগনেত্রহা।১১—২৩। উগ্র পশুপতি তার্ক্ষ্য প্রিয়ভক্ত প্রিয়ংবদ। দাতা দয়াকর দক্ষ কপর্দ্দী কামশাসন। শ্মশাননিলয় তিষ্য শ্মশানস্থ মহেশ্বর। লোককর্ত্তা ভূতপতি মহাকর্ত্তা মহৌষধি। উত্তর গোপতি গোপ্তা জ্ঞানগম্য পুরাতন। নীতি সুনীতি শুদ্ধাত্মা সোম সোমরত সুধী। সোমপামৃতপ সৌম্য মহানীতি মহাস্মৃতি। অজাতশত্রু আলোক্য সম্ভাব্য হব্যবাহন। লোককার বেদকার সূত্রকার সনাতন। মহর্ষি কপিলাচার্য্য বিশ্বদীপ্তি বিলোচন। পিনাকপাণি ভূদেব স্বস্তিকৃৎ স্বস্তিদ সুধা। ধাত্রীধামা ধামকর সর্ব্বগ সর্ব্বগোচর। ব্রহ্মসৃক্ বিশ্বসৃক্ সর্গ কর্ণিকার-প্রিয় কবি। শাখ বিশাখ গোশাখ শিব ভিষগনুত্তম (সর্ব্ববৈদ্যোত্তম)। গঙ্গাপ্লবোদক ভব্য পুষ্কল স্থপতি স্থিত। বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা ভূতবাহনসারথি। সগণ ও গণকায় সুকীর্ত্তিচ্ছিন্নসংশয়। কামদেব কামকাল ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহ। ভস্মপ্রিয় ভস্মশায়ী কামী কান্ত কৃতাগম। সমাবৃত্ত নিবৃত্তাত্মা ধর্ম্মপুঞ্জ সদাশিব। অকল্মষ চতুর্ব্বাহু সর্ব্বাবাস দুরাসদ। দুর্লভ দুর্গম দুর্গ সর্ব্বায়ুধ-বিশারদ। অধ্যাত্মযোগনিলয় সুতন্তু তন্তু-বর্দ্ধন। শুভাঙ্গ যোগসারঙ্গ জগদীশ জনার্দ্দন। ২৪—৩৫। ভস্মশুদ্ধিকর মেরু তেজস্বী শুদ্ধ-বিগ্রহ। হিরণ্যরেতা তরণি মরীচি মহিমালয়। মহাহ্রদ মহাগর্ত্ত সিদ্ধবৃন্দারবন্দিত।

ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো ব্যালী মহাভূতো মহানিধিঃ ॥৩৭
অমৃতাত্মামৃতবপুঃ পঞ্চযজ্ঞঃ প্রভঞ্জনঃ।
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্থঃ পারিজাতঃ পরাপরঃ॥ ৩৮
সুলভঃ সুব্রতঃ শূরো বাঙ্ময়ৈকনিধির্নিধিঃ।
বর্ণাশ্রমগুরুর্বর্ণী শত্রুজিচ্ছত্রুতাপনঃ॥ ৩৯
আশ্রমঃ ক্ষপণঃ ক্ষামো জ্ঞানবানচলশ্চলঃ।
প্রমাণভূতো দুর্জ্ঞেয়ঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ॥ ৪০
ধনুর্দ্ধরো ধনুর্ব্বেদো গুণরাশির্গুণাকরঃ।
অনন্তদৃষ্টিরানন্দো দণ্ডো দময়িতা দমঃ॥ ৪১
অবিবাদো মহাকায়ো বিশ্বকর্ম্মা বিশারদঃ।
বীতরাগো বিনীতাত্মা তপস্বী ভূতবাহনঃ॥৪২
উন্মত্তবেষঃ প্রচ্ছন্নো জিতকামো জিতপ্রিয়ঃ।
কল্যাণপ্রকৃতিঃ কল্পঃ সর্ব্বলোকপ্রজাপতিঃ॥৪৩
তপস্বী তারকো ধীমান্ প্রধানপ্রভুরব্যয়ঃ।
লোকপালোঽন্তর্হিতাত্মা কল্পাদিঃ কমলেক্ষণঃ॥
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো নিয়মো নিয়মাশ্রয়ঃ।
রাহুঃ সূর্য্যঃ শনিঃ কেতুর্বিরামো বিদ্রুমচ্ছবিঃ॥
ভক্তিগম্যঃ পরং ব্রহ্ম মৃগবাণার্পণোঽনঘঃ।
অদ্রিদ্রোণিকৃতস্থানঃ পবনাত্মা জগৎপতিঃ॥৪৬
সর্ব্বকর্ম্মাচলস্ত্বষ্টা মঙ্গল্যো মঙ্গলপ্রদঃ।
মহাতপা দীর্ঘতপাঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধ্রুবঃ॥৪৭
অহঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রমাণং পরমং তপঃ।
সংবৎসরকরো মন্ত্রঃ প্রত্যয়ঃ সর্ব্বদর্শনঃ॥ ৪৮
অজঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সিদ্ধো মহারেতা মহাবলঃ।
যোগী যোগো মহাদেবঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বাদিরচ্যুতঃ॥
বসুর্বসুমনাঃ সত্যঃ সর্ব্বপাপহরো হরঃ।
অমৃতঃ শাশ্বতঃ শান্তো বাণহস্তঃ প্রতাপবান॥
কমণ্ডলুধরো ধন্বী বেদাঙ্গো বেদবিন্মুনিঃ।
ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা লোকনেতা দুরাধরঃ
অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ঃ সর্ব্বাবাসশ্চতুষ্পথঃ।
কালযোগী মহানাদো মহোৎসাহো মহাবলঃ॥
মহাবুদ্ধির্মহাবীর্য্যো ভূতচারী পুরন্দরঃ।
নিশাচরঃ প্রেতচারী মহাশক্তির্মহাদ্যুতিঃ॥৫৩
অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বাকর্ষকরো মতঃ।
বহুশ্রুতো বহুমায়ো নিয়তাত্মাভয়োদ্ভবঃ॥৫৪
ওজস্তেজোদ্যুতিধরো নর্ত্তকঃ সর্ব্বনায়কঃ।
নিত্যঘণ্টাপ্রিয়ো নিত্যপ্রকাশাত্মা প্রতাপনঃ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মধর ব্যালী মহাভূত মহানিধি। অমৃতাত্মামৃতবপুঃ পঞ্চযজ্ঞ প্রভঞ্জন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্থ পারিজাত পরাপর। সুলভ সুব্রত শূর বাঙ্ময়ৈকনিধি নিধি। বর্ণাশ্রম-গুরু বর্ণী শত্রুজিৎ শত্রুতাপন। আশ্রম ক্ষপণ ক্ষাম জ্ঞানবান্ অচল চল। প্রমাণ-ভূত দুর্জ্ঞেয় সুপর্ণ বায়ুবাহন। ধনুর্দ্ধর ধনুর্ব্বেদ গুণরাশি গুণাকর, অনন্তদৃষ্টি আনন্দ দণ্ডদময়িতা দমঃ। অবিবাদ্য মহাকায় বিশ্ব-কর্ম্মা বিশারদ। বীতরাগ বিনীতাত্মা তপস্বী ভূতবাহন। উন্মত্তবেষ প্রচ্ছন্ন জিতকাম জিতপ্রিয়। কল্যাণপ্রকৃতি কল্প সর্ব্বলোক-প্রজাপতি। তপস্বী তারক ধীমান প্রধান-প্রভু অব্যয়। লোকপাল ছন্নরূপী * কল্পাদি কমলেক্ষণ। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ নিয়ম নিয়মাশ্রয়। রাহু সূর্য্য শনি কেতু বিরাম বিদ্রুমচ্ছবি। ভক্তিগম্য পরব্রহ্ম মৃগবাণা-র্পণানঘ। অদ্রিদ্রোণিকৃতস্থান পবনাত্মা জগৎপতি। সর্ব্বকর্ম্মাচল ত্বষ্টা মঙ্গল্য মঙ্গল-প্রদ। মহাতপা দীর্ঘতপা স্থবিষ্ঠ স্থবির ধ্রুব। অহঃ (দিন) সংবৎসর ব্যাল প্রমাণ-পরমতপ। সংবৎসরকর মন্ত্রপ্রত্যয় সর্ব্বদর্শন। অজ সর্ব্বেশ্বর সিদ্ধ মহারেতা মহাবল। যোগী যোগ মহাদেব সিদ্ধ সর্ব্বাদি অচ্যুত। বসু বসুমনা সত্য সর্ব্বপাপহর হর। অমৃত শাশ্বত শান্ত বাণহস্ত প্রতাপ-বান্! কমণ্ডলুধর ধন্বী বেদাঙ্গ বেদবিন্মুনি। ভ্রাজিষ্ণু ভোজন ভোক্তা লোকনেতা দুরাধর। অতীন্দ্রিয় মহামায় সর্ব্বাবাস চতুষ্পথ। কাল-যোগী মহানাদ মহোৎসাহ মহাবল। মহা-বুদ্ধি মহাবীর্য্য ভূতচারী পুরন্দর। নিশাচর প্রেতচারী মহাশক্তি মহাদ্যুতি। অনির্দ্দেশ্য-বপুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বাকর্ষকর তথা। বহুশ্রুত বহুমায় নিয়তাত্মাভয়োদ্ভব। ৩৭—৫৪। ওজ-স্তেজোদ্যুতিধর নর্ত্তক সর্ব্বনায়ক। নিত্য

---

* মূলে "অন্তর্হিতাত্মা" আছে।

ঋদ্ধঃ স্পষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ সংগ্রামঃ শারদপ্লবঃ।
যুগাদিকৃদ্যুগাবর্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ ॥ ৫৬
ইষ্টো বিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্টঃ শরভঃ সরভো ধনুঃ।
অপাংনিধিরধিষ্ঠানং বিজয়ো জয়কালবিৎ ॥৫৭
প্রতিষ্ঠিতঃ প্রমাণজ্ঞো হিরণ্যকবচো হরিঃ।
বিমোচনঃ সুরগণো বিদ্যেশো বিবুধাশ্রয়ঃ ॥৫৮
বালরূপো বলোন্মাথী বিকর্ত্তা গহনো গুহঃ।
করণং কারণং কর্ত্তা সর্ব্ববন্ধপ্রমোচনঃ ॥ ৫৯
ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ স্থানদো জগদাদিজঃ।
দুন্দুভো ললিতো বিশ্বো ভবাত্মাত্মনি সংস্থিতঃ
রাজরাজপ্রিয়ো রামো রাজচূড়ামণিঃ প্রভুঃ।
বীরেশ্বরো বীরভদ্রো বীরাসনবিধির্বিরাট্ ॥৬১
বীরচূড়ামণির্বর্ত্তো তীব্রানন্দো নদীধরঃ।
আত্মাধারস্ত্রিশূলাঙ্কঃ শিপিবিষ্টঃ শিবাশ্রয়ঃ ॥৬২
বালখিল্যো মহাচারস্তিগ্মাংশুর্বারিধিঃ খগঃ।
অভিরামঃ সুশরণ্যঃ সুব্রহ্মণ্যঃ সুধাপতিঃ ॥৬৩
মধুমান্ কৌশিকো গোমান্ বিরামঃ সর্ব্বসাধনঃ
ললাটাক্ষো বিশ্বদেহঃ সারঃ সংসারচক্রভৃৎ ॥৬৪
অমোঘদণ্ডো মধ্যস্থো হিরণ্যো ব্রহ্মবর্চ্চসী।
পরব্রহ্মপদো হংসঃ শবরো ব্যাঘ্রকোঽনলঃ ॥৬৫
রুচির্বররুচির্বন্দ্যো বাচস্পতিরহর্পতিঃ।
রবির্বিরোচনঃ স্কন্দঃ শাস্তা বৈবস্বতোঽর্জ্জুনঃ ॥
মুক্তিরুন্নতকীর্ত্তিশ্চ শান্তরামঃ পুরঞ্জয়ঃ।
কৈলাসপতিঃ কামারিঃ সবিতা রবিলোচনঃ ॥৬৭
বিদ্বত্তমো বীতভয়ো বিশ্বকর্ম্মানিবারিতঃ।
নিত্যো নিয়তকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ॥ ৬৮
দূরশ্রবা বিশ্বসহো ধ্যেয়ো দুঃস্বপ্ননাশনঃ।
উত্তারকো দুষ্কৃতিহা দুর্দ্ধর্ষো দুঃসহোঽভয়ঃ ॥৬৯
অনাদির্ভূর্ভুবো লক্ষ্মীঃ কিরীটী ত্রিদশাধিপঃ।
বিশ্বগোপ্তা বিশ্বহর্ত্তা সুবীরো রুচিরাঙ্গদী ॥৭০
জননো জনজন্মাদিঃ প্রীতিমান্ নীতিমানথ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপো ভানুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥৭১
প্রণবঃ সৎপথাচারো মহাকায়ো মহাধনুঃ।
জন্মাধিপো মহাদেবঃ সকলাগমপারগঃ ॥ ৭২

ঘণ্টাপ্রিয় নিত্যপ্রকাশাত্মা প্রতাপন। ঋদ্ধ স্পষ্টাক্ষর মন্ত্র সংগ্রাম শারদপ্লব। যুগাদিকৃৎ যুগাবর্ত্ত গম্ভীর বৃষবাহন। বিশিষ্ট শিষ্টেষ্ট ইষ্ট শরভ ধনুঃ। জলনিধি * অধিষ্ঠান বিজয় জয়কালবিৎ। প্রতিষ্ঠিত প্রমাণজ্ঞ হিরণ্যকবচ হরি। বিমোচন সুরগণ বিদ্যেশ বিবুধাশ্রয়। বালরূপ বলোন্মাথী বিকর্ত্তা গহন গুহ। করণ কারণ কর্ত্তা সর্ব্ববন্ধপ্রমোচন। ব্যবসায় ব্যবস্থান স্থানদ জগদাদিজ। দুন্দুভ ললিত বিশ্ব ভবাত্মা আত্ম-সংস্থিত † রাজরাজপ্রিয় রাম রাজচূড়ামণি প্রভু। বীরেশ্বর বীরভদ্র বীরাসনবিধি বিরাট্। বীরচূড়ামণিবর্ত্ত তীব্রানন্দ নদীধর। আত্মাধার ত্রিশূলাঙ্ক শিপিবিষ্ট শিখাশ্রয়। বালখিল্য মহাচার তিগ্মাংশু বারিধি খগ। অভিরাম সুশরণ্য সুব্রহ্মণ্য সুধাপতি। মধুমান্ কৌশিক গোমান্ বিরাম সর্ব্বসাধন। ললাটাক্ষ বিশ্বদেহ সার সংসারচক্রভৃৎ। অমোঘদণ্ড মধ্যস্থ হিরণ্য ব্রহ্মবর্চ্চসী। পরব্রহ্মপদ হংস শবর অগ্নি ব্যাঘ্রক *। রুচি বররুচি বন্দ্য বাচস্পতি অহর্পতি। রবি বিরোচন স্কন্দ শাস্তা ভাস্বতি † অর্জ্জুন। মুক্তি ও উন্নতকীর্ত্তি শান্তরাম পুরঞ্জয়। কৈলাসপতি কামারি সবিতা রবিলোচন। বিদ্বত্তম বীতভয় বিশ্বকর্ম্মানিবারিত। নিত্য নিয়তকল্যাণ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন। দূরশ্রবা বিশ্বসহ ধ্যেয় দুঃস্বপ্ননাশন। উত্তারক দুষ্কৃতিহা দুর্দ্ধর্ষ দুঃসহাভয় ॥৫৫—৬৯। অনাদি ভূর্ভুবো· লক্ষ্মী কিরীটী ত্রিদশাধিপ। বিশ্বগোপ্তা বিশ্বহর্ত্তা সুবীর রুচিরাঙ্গদী। জনন জনজন্মাদি প্রীতিমান নীতিমান্। বশিষ্ঠ কশ্যপ ভানু ভীম ভীমপরাক্রম। প্রণব সৎপথাচার মহাকায় মহাধনু। জন্মাধিপ মহাদেব

---

* মূলে "অপাংনিধিঃ" আছে।

† মূলে আছে,—"আত্মনি সংস্থিতঃ"।

* মূলে আছে,—ব্যাঘ্রকঃ অনলঃ"।

† মূলে আছে,—"বৈবস্বতঃ"।

তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা বিভূতির্ভূতিভূষণঃ।
ঋষির্ব্রাহ্মণবিদ্‌বিষ্ণুর্জন্মমৃত্যুজরাতিগঃ॥ ৭৩
যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞান্তোঽমোঘবিক্রমঃ।
মহেন্দ্রো দুর্ভরঃ সেনী যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ॥৭৪
পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তির্বিশ্বতো বিমলোদয়ঃ।
আত্মযোনিরনাদ্যন্তঃ ষট্‌ত্রিংশো লোকভৃৎ কবিঃ
গায়ত্রীবল্লভঃ প্রাংশুর্বিশ্বাবাসঃ সদাশিবঃ।
শিশুর্গিরিরতঃ সম্রাট্ সুষেণঃ সুরশক্রহা।
অমেয়োঽরিষ্টমথনো মুকুন্দো বিগতজ্বরঃ।
স্বয়ংজ্যোতিরনুজ্যোতিরচলঃ পরমেশ্বরঃ॥৭৭
পিঙ্গলঃ কপিলশ্মশ্রুঃ শাস্ত্রনেত্রস্ত্রয়ীতনুঃ।
জ্ঞানস্কন্ধো মহাজ্ঞানী বীরোৎপত্তিরুপপ্লবী॥
ভগো বিবস্বানাদিত্যো যোগাচারো দিবস্পতিঃ
উদারকীর্ত্তিরুদ্‌যোগী সদ্‌যোগী সদসন্ময়ঃ॥৭৯
নক্ষত্রমালী নাকেশঃ স্বাধিষ্ঠানষড়াশ্রয়ঃ।
পবিত্রপাদঃ পাপারির্মণিপূরো নভোগতিঃ॥৮০

হৃৎপুণ্ডরীকমাসীনঃ শুক্রাংশানো বৃষাকপিঃ।
তুষ্টো গৃহপতিঃ কৃষ্ণঃ সমর্থোঽনর্থশাসনঃ॥ ৮১
অধর্ম্মশত্রুরক্ষয্যঃ পুরুহুতঃ পুরুষ্টুতঃ।
বৃহদ্ভুজো ব্রহ্মগর্ভো ধর্ম্মধেনুর্ধনাগমঃ॥ ৮২
জগদ্ধিতৈষী সুগতঃ কুমারঃ কুশলাগমঃ।
হিরণ্যগর্ভো জ্যোতিষ্মানুপেন্দ্রস্তিমিরাপহঃ॥৮৩
অরোগস্তপনাধ্যক্ষো বিশ্বামিত্রো দ্বিজেশ্বরঃ।
ব্রহ্মজ্যোতিঃ সুবুদ্ধাত্মা বৃহজ্জ্যোতিরনুত্তমঃ॥৮৪
মাতামহো মাতরিশ্বা মনস্বী নাগহারধৃক্।
পুলস্ত্যঃ পুলহোঽগস্ত্যো জাতুকর্ণ্যঃ পরাশরঃ
নিরাবরণবিজ্ঞানো বিরঞ্চো বিষ্টরশ্রবাঃ।
আত্মভূরনিরুদ্ধোঽত্রির্জ্ঞানমূর্ত্তির্মহাযশাঃ॥ ৮৬
লোকচূড়ামণির্বীরশ্চন্দ্রঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ব্যালকল্পো মহাকল্পঃ কল্পবৃক্ষঃ কলানিধিঃ॥৮৭
অলঙ্করিষ্ণুরচলো রোচিষ্ণুর্বিক্রমোত্তমঃ।
আশুঃ সপ্তপতির্বেগী প্লবনঃ শিখিসারথিঃ॥৮৮
অসন্তুষ্টোঽতিথিঃ শুক্রঃ প্রমাথী পাপশাসনঃ।

সকলাগমপারগ। তত্ত্ব তত্ত্ববিৎ একাত্মা বিভূতি ভূতিভূষণ। ঋষি ব্রাহ্মণবিৎ বিষ্ণু জন্মমৃত্যুজরাতিগ। যজ্ঞ যজ্ঞপতি যজ্বা যজ্ঞান্ত অমোঘবল। * মহেন্দ্র দুর্ভর সেনী যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞবাহন। পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তি বিশ্বতোবিমলোদয় † আত্মযোনি অনাদ্যন্ত ষট্‌ত্রিংশ লোকভৃৎ কবি। গায়ত্রীবল্লভ প্রাংশু বিশ্বাবাস সদাশিব। শিশুগিরিরত সম্রাট্ সুষেণ সুরশক্রহা। অমেয় অরিষ্টনাশী ‡ মুকুন্দ বিগতজ্বর। স্বয়ংজ্যোতি অনুজ্যোতি অচল পরমেশ্বর। পিঙ্গল কপিলশ্মশ্রু শাস্ত্রনেত্র ত্রয়ীতনু। জ্ঞানস্কন্ধ মহাজ্ঞানী বীরোৎপত্তি উপপ্লবী। ভগ বিবস্বান্ আদিত্য যোগাচার দিবস্পতি। উদারকীর্ত্তি উদ্যোগী সদ্‌যোগী সদসন্ময়। নক্ষত্রমালী নাকেশ স্বাধিষ্ঠানষড়াশ্রয়। পবিত্রপাদ পাপারি মণিপুর নভোগতি। হৃৎপুণ্ডরীকে আসীন শুক্রাংশান বৃষাকপি। তুষ্ট গৃহপতি কৃষ্ণ শক্ত * অনর্থশাসন। ৬০০। অধর্ম্মশত্রু অক্ষয্য পুরুহুত পুরুষ্টুত। বৃহদ্ভুজ ব্রহ্মগর্ভ ধর্ম্মধেনু ধনাগম। জগদ্ধিতৈষী সুগত কুমার কুশলাগম। উপেন্দ্র হিরণ্যগর্ভ জ্যোতিষ্মান্ তমোহর † অরোগ তপনাধ্যক্ষ বিশ্বামিত্র দ্বিজেশ্বর। ব্রহ্মজ্যোতি সুবুদ্ধাত্মা বৃহজ্জ্যোতি অনুত্তম। মাতামহ মাতরিশ্বা মনস্বী নাগহারধৃক্। পুলস্ত্য পুলহ অগস্ত্য জাতুকর্ণ্য পরাশর। নিরাবরণবিজ্ঞান বিরঞ্চ বিষ্টরশ্রবা। কাম ‡ অনিরুদ্ধ অত্রি জ্ঞানমূর্ত্তি মহাযশাঃ। লোকচূড়ামণি বীর চন্দ্র সত্যপরাক্রম। ব্যালকল্প মহাকল্প কল্পবৃক্ষ কলানিধি। অলঙ্করিষ্ণু অচল রোচিষ্ণু বিক্রমোত্তম। আশু সপ্তপতি বেগী প্লবন শিখিসারথি।৭৯—৮৮। অতুষ্ট অতিথি

---

* মূলে আছে,—"অমোঘবিক্রমঃ।
† যাঁহার নির্ম্মল প্রকাশ সর্ব্বত্র।
‡ মূলে আছে,—"অরিষ্টমথনঃ"।

* মূলে আছে,—"সমর্থঃ"।
† মূলে আছে,—"তিমিরাপহঃ"।
‡ মূলে আছে,—"আত্মভূঃ"।

বসুশ্রবাঃ কব্যবাহঃ প্রতপ্তো বিশ্বভোজনঃ ॥৮৯
জয়ো জরারিশমনো লোহিতাশ্বস্তনূনপাৎ ।
পৃষদশ্বো নভোযোনিঃ সুপ্রতীকস্তমিস্রহা ॥৯০
নিদাঘস্তপনো মেঘঃ পক্ষঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
সুখী নীলঃ সুনিষ্পন্নঃ সুরভিঃ শিশিরাত্মকঃ
বসন্তো মাধবো গ্রীষ্মো নভস্যো বীজবাহনঃ ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রপালক ৯২
জমদগ্নিজলনিধিবিপাকো বিশ্বকারকঃ ।
অধরোঽনুত্তরো জ্ঞেয়ো জ্যেষ্ঠো নিঃশ্রেয়সালয়
শৈলো নাম তরুর্দাহো দানবারিররিন্দমঃ
চামুণ্ডী জনকশ্চারুর্নিঃশল্যো লোকশল্যহৃৎ ॥৯৪
চতুর্ব্বেদশ্চতুর্ভাবশ্চতুরশ্চতুরপ্রিয়ঃ ।
আম্নায়োঽথ সমাম্নায়স্তীর্থদেবঃ শিবালয়ঃ ॥ ৯৫
বহুরূপো মহাদেবঃ সর্ব্বরূপশ্চরাচরঃ ।
ন্যায়নির্ব্বাহকো ন্যায়ো ন্যায়গম্যো নিরঞ্জনঃ ॥৯৬
সহস্রমূর্দ্ধা দেবেন্দ্রঃ সর্ব্বশস্ত্রপ্রভঞ্জনঃ ।
মুণ্ডো বিরূপো বিকৃতো দণ্ডী দান্তো গুণোত্তরঃ
পিঙ্গলাক্ষোঽথ হর্য্যশ্বো নীলগ্রীবো নিরাময়ঃ
সহস্রবাহুঃ সর্ব্বেশঃ শরণ্যঃ সর্ব্বলোকধৃক্ ॥ ৯৮
পদ্মাসনঃ পরংজ্যোতিঃ পরাবরঃ পরঃ ফলম্
পদ্মগর্ভো মহাগর্ভো বিশ্বগর্ভো বিলক্ষণঃ ॥ ৯৯
যজ্ঞভুগ্ বরদো দেবো বরেশশ্চ মহাস্বনঃ
দেবাসুরগুরুর্দেবঃ শঙ্করো লোকসম্ভবঃ ॥১০০
সর্ব্ববেদময়োঽচিন্ত্যো দেবতাসত্যসম্ভবঃ ।
দেবাধিদেবো দেবর্ষির্দেবাসুরবরপ্রদঃ ॥ ১০১
দেবাসুরেশ্বরো দিব্যো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ।
দেবাসুরাণাং বরদো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ১০২
দেবাসুরমহামাত্রো দেবাসুরমহাশ্রয়ঃ ।
সর্ব্বদেবময়োঽচিন্ত্যো দেবানামাত্মসম্ভবঃ ॥ ১০৩
ঈড্যোঽনীশঃ সুরব্যাপ্তো দেবসিংহো দিবাকরঃ ।
বিবুধাগ্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ ॥ ১০৪
শিবধ্যানরতঃ শ্রীমাঞ্ছিখী শ্রীপর্ব্বতপ্রিয়ঃ ।
বজ্রহস্তঃ প্রতিষ্টম্ভী বিশ্বজ্ঞানী নিশাকরঃ ॥১০৫
ব্রহ্মচারী লোকচারী ধর্ম্মচারী ধনাধিপঃ ।
নন্দী নন্দীশ্বরো নগ্নো নগ্নব্রতধরঃ শুচিঃ ॥ ১০৬
লিঙ্গাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো যুগাবহঃ ।

শুক্র প্রমাথী পাপশাসন। বসুশ্রবা কব্যবাহ প্রতপ্ত বিশ্বভোজন। জয় জরারিশমন লোহিতশ্ব তনূনপাৎ। পৃষদশ্ব নভোযোনি সুপ্রতীক তমিস্রহা। নিদাঘ তপন মেঘ পক্ষ পরপুরঞ্জয়। সুখী নীল সুনিষ্পন্ন সুরভি শিশিরাত্মক। বসন্ত মাধব গ্রীষ্ম নভস্য বীজবাহন। মন বুদ্ধি অহঙ্কার ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রপালক। জমদগ্নি জলনিধি বিপাক বিশ্বকারক। অধর ও অনুত্তর জ্যেষ্ঠ নিঃশ্রেয়সালয়। শৈলনাম তরু দাহ দানবারি অরিন্দম। চামুণ্ড জনক চারু নিঃশল্য লোকশল্যহৃৎ। চতুর্ব্বেদ চতুর্ভাব চতুর চতুরপ্রিয়। আম্নায় ও সমাম্নায় তীর্থদেব শিবালয়। বহুরূপ মহাদেব সর্ব্বরূপ চরাচর। ন্যায়নির্ব্বাহক ন্যায় ন্যায়গম্য নিরঞ্জন। দেবেন্দ্র সহস্রমূর্দ্ধা সর্ব্বশস্ত্রপ্রভঞ্জন। বিরূপ বিকৃত মুণ্ড দণ্ডী দান্ত গুণোত্তর। পিঙ্গলাক্ষ ও হর্য্যশ্ব নীলগ্রীব নিরাময়। সর্ব্বেশ সহস্রবাহু শরণ্য সর্ব্বলোকধৃক্। পদ্মাসন পরজ্যোতি পরাবর পর ফল। পদ্মগর্ভ মহাগর্ভ বিশ্বগর্ভ বিলক্ষণ। যজ্ঞভুক্ বরদ দেব বরেশ ও মহাস্বন। দেবাসুরগুরু দেব শঙ্কর লোকসম্ভব। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য দেবতা-সত্য-সম্ভব। দেবর্ষি দেবাধিদেব দেবাসুরবরপ্রদ। দেবাসুরেশ্বর দিব্য দেবাসুরমহেশ্বর। দেবাসুরবরদাতা * দেবাসুরনমস্কৃত। দেবসুরমহামাত্র দেবাসুরমহাশ্রয়। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য দেবআত্ম-সমুদ্ভব † ঈড্যানীশ সুরব্যাপ্ত দেবসিংহ দিবাকর। বিবুধাগ্রবর শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম। শিবধ্যানরত শ্রীমান্ শিখী শ্রীপর্ব্বতপ্রিয়। বজ্রহস্ত প্রতিষ্টম্ভী বিশ্বজ্ঞানী নিশাকর। ব্রহ্মচারী লোকচারী ধর্ম্মচারী ধনাধিপ। নন্দী নন্দীশ্বর নগ্ন নগ্নব্রধতর শুচি ।৮৯—১০৬। লিঙ্গাধ্যক্ষ

* "দেবাসুরাণাং বরদঃ" মূল

† "দেবনামাত্মসম্ভবঃ" মূল।

স্ববশঃ স্বর্গতঃ স্বর্গঃ সর্গঃ স্বরময়ঃ স্বনঃ ॥ ১০৭
বীজাধ্যক্ষো বীজকর্ত্তা ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মবর্দ্ধনঃ।
দম্ভোঽদম্ভো মহাদম্ভঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরঃ ॥১০৮
শ্মশাননিলয়স্তিষ্যঃ সেতুরপ্রতিমাকৃতিঃ।
লোকোত্তরঃ স্ফুটালোকস্ত্র্যম্বকো ভক্তবৎসলঃ॥
অন্ধকারির্মখদ্বেষী বিষ্ণুকন্ধরপাতনঃ।
বীতদোষোঽক্ষয়গুণোঽন্তকারিঃ পূষদন্তভিৎ॥
ধূর্জ্জটিঃ খণ্ডপরশুঃ সকলো নিষ্কলোঽনঘঃ।
আকারঃ সকলাধারঃ পাণ্ডুরাগো মৃগো নটঃ॥
পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ সুকুমারঃ সুলোচনঃ
সামগেয়ঃ প্রিয়ঃ ক্রূরঃ পুণ্যকীর্ত্তিরনাময়ঃ ॥ ১১২
মনোজবস্তীর্থকরো জটিলো জীবিতেশ্বরঃ।
জীবিতান্তকরোঽনন্তো বসুরেতা বসুপ্রদঃ॥
সদ্গতিঃ সৎকৃতিঃ শান্তঃ কালকণ্ঠঃ কলাধরঃ।
মানী মন্তর্মহাকালঃ সদ্ভূতিঃ সৎপরায়ণঃ ॥১১৪
চন্দ্রসঞ্জীবনঃ শাস্তা লোকরূঢ়ো মহাধিপঃ।
লোকবন্ধুর্লোকনাথঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতভূষণঃ ॥ ১১৫
অনপায়োঽক্ষরঃ ক্ষান্তঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
তেজোময়ো দ্যুতিধরো লোকমায়োঽগ্রণীরণুঃ
সুবিস্মিতঃ প্রসন্নাত্মা দুর্জ্জয়ো দুরতিক্রমঃ।
জ্যোতির্ম্ময়ো নিরাকারো জগন্নাথো জলেশ্বরঃ
তুম্বী বীণী মহাশোকো বিশোকঃ শোকনাশনঃ
ত্রিলোকেশস্ত্রিলোকাত্মা সিদ্ধিঃ শুদ্ধিরধোক্ষজঃ
অব্যক্তলক্ষণো ব্যক্তো ব্যক্তাব্যক্তো বিশাম্পতিঃ।
বরশীলো বরগুণো গতো গব্যয়নো ময়ঃ ॥ ১১৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ প্রজাপালো হংসো হংসগতির্ব্বতঃ।
বেধা বিধাতা স্রষ্টা চ কর্ত্তা হর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ ॥১২০
কৈলাসশিখরাবাসী সর্ব্বাবাসী সদাগতিঃ।
হিরণ্যগর্ভো গগনঃ পুরুষঃ পূর্ব্বজঃ পিতা ॥১২১
ভূতালয়ো ভূতপতির্ভূতিদো ভুবনেশ্বরঃ।
সংযমো যোগবিদ্ভ্রষ্টো ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥
দেবপ্রিয়ো দেবনাথো দৈবজ্ঞো দেবচিন্তকঃ।
বিষমাক্ষো বিশালাক্ষো বৃষদো বৃষবর্দ্ধনঃ ॥১২৩
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নির্ম্মোহো নিরুপপ্লবঃ।
দর্পহা দর্পণো দৃপ্তঃ সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্তকঃ ॥ ১২৪
সপ্তজিহ্বঃ সহস্রার্চ্চিঃ স্নিগ্ধঃ প্রকৃতিদক্ষিণঃ।

সুরাধ্যক্ষ ধর্ম্মাধ্যক্ষ যুগাবহ। স্ববশ স্বর্গত স্বর্গ সর্গ স্বর্ম্ময় স্বন। বীজাধ্যক্ষ বীজকর্ত্তা ধর্ম্মকৃৎ ধর্ম্মবর্দ্ধন। দম্ভাদম্ভ মহাদম্ভ সর্ব্বভূতমহেশ্বর। শ্মশাননিলয় তিষ্য সেতু অপ্রতিমাকৃতি। লোকোত্তর স্ফুটালোক ত্র্যম্বক ভক্তবৎসল। অন্ধকারি মখদ্বেষী বিষ্ণুকন্ধরপাতন। বীতদোষাক্ষয়গুণ যমারি ‡ পূষদন্তভিৎ। ধূর্জ্জটি খণ্ডপরশু সকল নিষ্কলানঘ। আকার সকলাধার পাণ্ডুরোগ মৃগ নট। পূর্ণ পূরয়িতা পুণ্য সুকুমার সুলোচন। সামগেয় প্রিয় ক্রূর পুণ্যকীর্ত্তি অনাময়। মনোজব তীর্থকর জটিল জীবিতেশ্বর। জীবিতান্তকরানন্ত বসুরেতা বসুপ্রদ। সদ্গতি সৎকৃতি শান্ত কালকণ্ঠ কলাধর। মান মন্ত মহাকাল সদ্ভূতি সৎপরায়ণ।১০৭—১১৫ চন্দ্রসঞ্জীবন শাস্তা লোকরূঢ় মহাধিপ। লোকবন্ধু লোকনাথ কৃতজ্ঞ কৃতভূষণ। অনপায়াক্ষর ক্ষান্ত সর্ব্বশস্ত্রভৃতাংবর। তেজোময় দ্যুতিধর লোকমায়াগ্রণী অণু। সুবিস্মিত প্রসন্নাত্মা দুর্জ্জয় দুরতিক্রম। জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার জগন্নাথ জলেশ্বর। তুম্বী বীণী মহাশোক বিশোক শোকনাশন। ত্রিলোকেশ ত্রিলোকাত্মা সিদ্ধি শুদ্ধি অধোক্ষজ। অব্যক্তলক্ষণ ব্যক্ত ব্যক্তাব্যক্ত বিশাম্পতি। বরশীল বরগুণ গত গব্যয়ন ময়। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রজাপাল হংস হংসগতি আর। বেধা ও বিধাতা স্রষ্টা কর্ত্তা হর্ত্তা চতুর্ম্মুখ। কৈলাসশিখরাবাসী সর্ব্বাবাসী সদাগতি। গগন হিরণ্যগর্ভ পুরুষ পূর্ব্বজ পিতা। ভূতালয় ভূতপতি ভূতিদ ভুবনেশ্বর। সংযম যোগবিৎ ভ্রষ্ট ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণপ্রিয়। দেবপ্রিয় দেবনাথ দৈবজ্ঞ দেবচিন্তক। বিষমাক্ষ বিশালাক্ষ বৃষদ বৃষবর্দ্ধন। নির্ম্মম নিরহঙ্কার নির্ম্মোহ নিরুপপ্লব। দর্পহা দর্পণ দৃপ্ত সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্তক। সপ্তজিহ্ব সহস্রার্চ্চিঃ স্নিগ্ধ প্রকৃতিদক্ষিণ।

‡ "অন্তকারিঃ" মূল।

ভূতভব্যভবন্নাথঃ প্রভবো ভ্রান্তিনাশনঃ ॥ ১২৫
অর্থোঽনর্থো মহাকোশঃ পরকার্য্যৈকপণ্ডিতঃ।
নিষ্কণ্টকঃ কৃতানন্দো নির্ব্যাজো ব্যাজদর্শনঃ ॥
সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিকঃ সত্যঃ কীর্ত্তিস্তম্ভঃ কৃতাগমঃ।
অকার্পিতো গুণগ্রাহী নৈকাত্মা লোককর্ম্মকৃৎ ॥
শ্রীবল্লভঃ শিবারম্ভঃ শান্তভদ্রঃ সমঞ্জসঃ।
ভূশয়ো ভূতিকৃদ্ভূতির্বিভূতির্ভূতিবাহনঃ ॥ ১২৮
অকায়ো ভূতকায়স্থঃ কালজ্ঞানো মহাপটুঃ।
সত্যব্রতো মহাত্যাগ ইচ্ছাশান্তিপরায়ণঃ ॥১২৯
পরার্থবৃত্তির্বরদো বিবিক্তঃ শ্রুতিসাগরঃ ॥
অনির্ব্বিণ্ণো গুণগ্রাহী নিষ্কলঙ্কঃ কলঙ্কহা ॥ ১৩০
স্বভাবভদ্রো মধ্যস্থঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুনাশনঃ।
শিখণ্ডী কবচী শূলী জটী মুণ্ডী চ কুণ্ডলী ॥ ১৩১
মেখলী কঞ্চুকী খড়্গী মালী সংসারসারথিঃ।
অমৃত্যুঃ সর্ব্বজিৎ সিংহস্তেজোরাশির্মহামণিঃ।
অসংখ্যেয়োঽপ্রমেয়াত্মা বীর্য্যবান্ কার্য্যকোবিদঃ
বেদ্যো বৈদ্যো বিয়দ্গোপ্তা সপ্তাবরমুনীশ্বরঃ।

অনুত্তমো দুরাধর্ষো মধুরঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সুরেশঃ শরণং শর্ম্ম-সর্ব্বঃ শব্দবতাং গতিঃ ॥
কালঃ পক্ষঃ করঙ্কারিঃ কঙ্কণীকৃতবাসুকিঃ।
মহেষ্বাসো মহীভর্ত্তা নিষ্কলঙ্কো বিশৃঙ্খলঃ ॥১৩৫
দ্যুমণিস্তরণির্ধন্যঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসাধনঃ।
বিবৃতঃ সংবৃতঃ শিল্পী ব্যূঢ়োরস্কো মহাভুজঃ ॥
একজ্যোতির্নিরাতঙ্কো নরনারায়ণপ্রিয়ঃ।
নির্লেপো নিষ্প্রপঞ্চাত্মা নির্ব্যগ্রো ব্যগ্রনাশনঃ ॥
স্তব্যঃ স্তবপ্রিয়ঃ স্তোতা ব্যোমমূর্ত্তিরনাকুলঃ।
নিরবদ্যপদোপায়ো বিদ্যারাশিরকৃত্রিমঃ ॥
প্রশান্তবুদ্ধিরক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রহা নিত্যসুন্দরঃ।
ধ্যেয়োঽগ্রধুর্য্যো ধাত্রীশঃ সাকল্যঃ শর্ব্বরীপতিঃ ॥ ১৩৯
পরমার্থগুরুর্ব্যাপী শুচিরাশ্রিতবৎসলঃ।
রসো রসজ্ঞঃ সারজ্ঞঃ সর্ব্বসত্ত্বাবলম্বনঃ ॥ ১৪০
এবং নাম্নাং সহস্রেণ তুষ্টাব গিরিজাপতিম্।
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা পুণ্ডরীকৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥
জিজ্ঞাসার্থং হরের্ভক্ত্যা কমলেষু শিবঃ স্বয়ম্।
তত্রৈকং গোপয়ামাস কমলং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১৪২

ভূতভব্য ভবন্নাথ প্রভব ভ্রান্তিনাশন অর্থানর্থ মহাকোশ পরকার্য্যৈকপণ্ডিত। নিষ্কণ্টক কৃতানন্দ নির্ব্ব্যাজ ব্যাজদর্শন। সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিক সত্যকীর্ত্তিস্তম্ভ কৃতাগম। অকার্পিত গুণগ্রাহী নৈকাত্মা লোককর্ম্মকৃৎ। শ্রীবল্লভ শিবারম্ভ শান্তভদ্র সমঞ্জস। ভূশয় ভূতিকৃৎ ভূতি বিভূতি ভূতিবাহন। অকায় ভূতিকায়স্থ কালজ্ঞান মহাপটু। সত্যব্রত মহাত্যাগ ইচ্ছাশান্তিপরায়ণ। বিবিক্ত পরার্থবৃত্তিবরদ শ্রুতিসাগর। অনির্ব্বিণ্ণ গুণগ্রাহী নিষ্কলঙ্ক কলঙ্কহা ।১২৬—১৩০। স্বভাবভদ্র মধ্যস্থ শত্রুঘ্ন শত্রুনাশন। শিখণ্ডী কবচী শূলী জটী মুণ্ডী ও কুণ্ডলী। মেখলী কঞ্চুকী খড়্গী মালী সংসারসারথি। অমৃত্যু সর্ব্বজিৎ সিংহ তেজোরাশি মহামণি। অসংখ্য * অপ্রমেয়াত্মা বীর্য্যবান্ কার্য্যকোবিদ। বেদ্য বৈদ্য বিয়দ্গোপ্তা সপ্তাবরমুনীশ্বর। অনুত্তম দুরাধর্ষ মধুর প্রিয়দর্শন। সুরেশ শরণ শর্ম্ম সর্ব্ব শব্দবতাংগতি। কাল পক্ষ করঙ্কারি কঙ্কণীকৃতবাসুকি। মহেষ্বাসো মহীভর্ত্তা নিষ্কলঙ্ক বিশৃঙ্খল। দ্যুমণি তরণি ধন্য সিদ্ধিদ সিদ্ধিসাধন। বিবৃত সংবৃত শিল্পী ব্যূঢ়োরস্ক মহাভুজ। একজ্যোতি নিরাতঙ্ক নরনারায়ণপ্রিয়। নির্লেপ নিষ্প্রপঞ্চাত্মা নিব্যগ্র ব্যগ্রনাশন। স্তব্য স্তবপ্রিয় স্তোতা ব্যোমমূর্ত্তি অনাকুল। নিরবদ্যপদোপায় বিদ্যারাশি অকৃত্রিম। অক্ষুদ্র প্রশান্তবুদ্ধি ক্ষুদ্রহা নিত্যসুন্দর। ধ্যেয়াগ্রধূর্য্য ধাত্রীশ সাকল্য শর্ব্বরীপতি। পরমার্থগুরু ব্যাপী শুচি আশ্রিতবৎসল। রস রসজ্ঞ সারজ্ঞ সর্ব্বসত্ত্বাবলম্বন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শিবকে পরমভক্তি সহকারে সহস্র পদ্ম দ্বারা পূজা করিয়া বিষ্ণু, এইরূপ সহস্র নামে স্তব করিলেন। স্বয়ং শিব বিষ্ণুর ভক্তি পরীক্ষার্থ (পূজা করিবার সময়) সেই সহস্র কমল

"অসংখ্যেয়ঃ" মূল।

হৃতে পুষ্পে তদা বিষ্ণুশ্চিন্তয়ন্ কিমিদন্ত্বিতি।
জ্ঞাত্বাত্মনোঽক্ষিমুদ্ধৃত্য পূজয়ামাস শঙ্করম্॥
অথ জ্ঞাত্বা মহাদেবো হরের্ভক্তিং সুনিশ্চলাম্।
প্রাদুর্ভূতো মহাদেবো মণ্ডলাৎ তিগ্মদীধিতেঃ
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ।
শূলটঙ্কগদাচক্রকুন্তপাশধরো বিভুঃ।
বরদাভয়পাণিশ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥ ১৪৫
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥
পুনর্ননাম চরণৌ দণ্ডবচ্ছূলপাণিনঃ॥ ১৪৬
দৃষ্ট্বা শম্ভুং তদা দেবা দুদ্রুবুর্ভয়বিহ্বলাঃ।
চচাল ব্রহ্মভুবনং চকম্পে চ বসুন্ধরা॥ ১৪৭
অধশ্চোর্দ্ধং ততঃ প্রীতে দদাহ শতযোজনম্।
শম্ভোর্ভগবতস্তেজস্তদ্ দৃষ্ট্বা প্রহসন শিবঃ॥
অব্রবীচ্ছার্ঙ্গিণং বিপ্রাঃ কৃতাঞ্জলিপুটং স্থিতম্॥
দেবকার্য্যমিদং জ্ঞাতমিদানীং মধুসূদন।
দিব্যং দদামি তে চক্রমদ্ভুতং তৎ সুদর্শনম্॥
হিতার্থং সর্ব্বদেবানাং নির্ম্মিতং যন্ময়া পুরা।
গৃহীত্বা তদ্গুণৈর্দৈত্যান্ জহি বিষ্ণো মমাজ্ঞয়া
এবমুক্ত্বা দদৌ চক্রং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
লোকেষু পুণ্ডরীকাক্ষ ইতি খ্যাতিং গতো হরিঃ
পুনস্তমব্রবীচ্ছম্ভুর্নারায়ণমনাময়ম্।
বরানস্থান্ সুরশ্রেষ্ঠ বরয়স্ব যথেপ্সিতান্॥১৫৩
এবং শম্ভোর্নিগদিতং শ্রুত্বা দেবো জনার্দ্দনঃ।
অব্রবীৎ খণ্ডপরশুং প্রাঞ্জলিঃ প্রণয়ান্বিতঃ॥ ১৫৪

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ পরমাত্মন্ শিবাব্যয়।
নিশ্চলা ত্বয়ি মে ভক্তির্ভবত্বিতি বরো মম॥১৫৫

ঈশ্বর উবাচ।

ভক্তির্ময়ি দৃঢ়া বিষ্ণো ভবিষ্যতি তবানঘ।
অজেয়স্ত্রিষু লোকেষু মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যসি॥১৫৬

সূত উবাচ।

এবং দত্বা বরং শম্ভুর্বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
অন্তর্হিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতি দেবোঽব্রবীদ্রবিঃ॥

হইতে একটী পদ্ম গোপন করেন, বিষ্ণু পুষ্পহরণের পর "একি" পদ্ম ন্যূন হইল কেন? এইরূপ চিন্তা করত বিবেচনা করিয়া আত্মচক্ষু উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা শিবপূজা করেন। অনন্তর বিষ্ণুর দৃঢ়ভক্তি অবগত হইয়া—কোটি সূর্য্যসন্নিভ শূল-টঙ্ক গদা-চক্র-কুন্ত-পাশ-ধারী বরাভয়কর সর্ব্বাভরণ-ভূষিত ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখররূপে শিব সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবান্ কমল-লোচন দেবদেব ঈশ্বরকে অবলোকন করিয়া তাঁহার চরণে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। শিবের সেই মূর্ত্তি দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। অধোদেশ এবং ঊর্দ্ধদেশ শত যোজন ভগবান্ শিবের তেজে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! তদ্দর্শনে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত বিষ্ণুকে শিব সহাস্যে বলিলেন,—হে মধুসূদন! এক্ষণে উপস্থিত যে দেবকর্ম্ম, তাহা অবগত হইয়াছি, তোমাকে অদ্ভুতদর্শন দিব্য চক্র প্রদান করিতেছি। হে বিষ্ণো! আমার আদেশে তাহার গুণে তুমি দৈত্যগণ বধ কর। এই বলিয়া অযুতসূর্য্যসমপ্রভ সেই চক্র বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। * (শিবের বরেই) বিষ্ণু জগতে পুণ্ডরীকাক্ষ নামে খ্যাত হইলেন। শিব, অনাময় নারায়ণকে পুনরায় বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! অন্য ঈপ্সিত বর সকল প্রার্থনা কর।১৩১—১৫৩। দেব জনার্দ্দন শিববাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সপ্রণয়ে শিবকে বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ পরমাত্মন্! অব্যয়! শিব! আপনার প্রতি আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। এই আমাকে বর দিন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে অনঘ বিষ্ণো! আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি থাকিবে এবং আমার প্রসাদে তুমি ত্রিলোকে অজেয় হইবে। সূত বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিব, প্রভু বিষ্ণুকে এইরূপ বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এই কথা সূর্য-

---

* এইস্থলে মূলে আর ২।১টী শ্লোক থাকিলে ভাল হইত।

নাম্নাং সহস্রং যদ্দিব্যং বিষ্ণুনা সমুদীরিতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৫৮
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
পঠতঃ সর্ব্বভাবেন বিদ্যা বা মহতী ভবেৎ॥
জায়তে মহদৈশ্বর্য্যং শিবস্য দয়িতো ভবেৎ।
দুস্তরে জলসঙ্ঘাতে যজ্জলং স্থলতাং ব্রজেৎ॥
হারায়ন্তে মহাসর্পাঃ সিংহঃ ক্রীড়ামৃগায়তে॥ ১৬১
তস্মান্নাম্নাং সহস্রেণ স্তোতব্যো ভগবান্ শিবঃ
প্রযচ্ছত্যখিলান্ কামান্ দেহান্তে চ পরাং গতিম্॥ ১৬২

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে বিষ্ণুচক্রপ্রাপ্তিকথনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

শ্রুতং শম্ভোর্যথা চক্রং প্রাপ্তবান্ পুরুষোত্তমঃ
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ শিবপূজাবিধিং শুভম্

সূত উবাচ।

শিবপূজাবিধিং বক্ষ্যে সঙ্ক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ
বক্তুং বর্ষশতেনাপি ন শক্যং বিস্তরেণ তু॥ ২
পুরা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে।
উক্তং সনৎকুমারায় নন্দিনা কুলনন্দিনা॥ ৩
নন্দীশ্বরং সুখাসীনং সর্ব্বজ্ঞং মরুতাং পতিম্।
উপসঙ্গম্য বিধিবদ্ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ॥ ৪
সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ শিবপূজাবিধিক্রমম্।
সর্ব্বেষাং বরদং শান্তং গণকোটিভিরাবৃতম্॥ ৫

সনৎকুমার উবাচ।

নমস্তুভ্যং গণেশায় মার্ত্তণ্ডাযুতবর্চ্চসে।
শিবার্চ্চনবিধিং ব্রূহি মম ত্রিদশপূজিত॥ ৬

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

শিবপূজাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু ব্রহ্মসুতোত্তম।
সর্ব্বাত্মকে মহাদেবে ভক্তোঽসি ত্বং যতো মুনে
তত্রাদৌ বিধিনা স্নাত্বা সমাচম্য যথাবিধি।
পূজাস্থানমনুপ্রাপ্য উপবিশ্যাথ বুদ্ধিমান্॥ ৮

দেব বলিয়াছেন। বিষ্ণুকথিত শিবসহস্রনাম যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। একাগ্রচিত্তে ইহা পাঠ করিলে মহতী বিদ্যা হয়, মহৎ ঐশ্বর্য্য হয় এবং তাহার প্রতি শিবের প্রীতি হয়। দুস্তর জলে পতিত হইয়া এই সহস্র-নাম পাঠ করিলে জল স্থলরূপে পরিণত হয়। এই সহস্রনামপ্রভাবে মহাসর্পগণ হারবৎ এবং সিংহ সকলও ক্রীড়ামৃগের ন্যায় হইয়া থাকে। অতএব ভগবান্ শিবকে সহস্রনাম দ্বারা স্তব করা উচিত। এই স্তবে স্তুত হইলে, তিনি অখিল কামনা এবং দেহান্তে পরমগতি প্রদান করেন। ১৫৪—৬২১।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—পুরুষোত্তম, শিবের নিকট হইতে যেরূপে চক্র লাভ করেন, তাহা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে শুভ শিব-পূজাবিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। সূত বলিলেন,—সংক্ষেপে শিবপূজাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শতবর্ষেও সবিস্তারে বলা যায় না। পূর্ব্বকালে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিত সুমেরুশৃঙ্গে কুলানন্দকারী নন্দী সনৎ-কুমারকে শিবপূজাবিধি বলিয়াছিলেন। সনৎকুমার, সুখোপবিষ্ট সর্ব্বলোকবরপ্রদ শান্ত কোটিগণপরিবৃত সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব নন্দী-শ্বরের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপুরঃসর শিবপূজাবিধি-পারি-পাট্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অযুতসূর্য্য-সমতেজঃসম্পন্ন! গণাধ্যক্ষ! আপনাকে প্রণাম, হে দেবপূজিত! আমাকে শিবপূজা-বিধি উপদেশ দিন। ১—৬। নন্দিকেশ্বর বলি-লেন, হে ব্রহ্মনন্দনশ্রেষ্ঠ! মুনে! তুমি সর্ব্বাত্মক মহাদেবের ভক্ত বলিয়া তোমাকে শিবপূজা-বিধি বলিতেছি; তাহায় প্রথমে যথাবিধি স্নান আচমনাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া জ্ঞানসম্পন্ন পূজক পূজাস্থানে গিয়া বসিয়া তিন

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েদ্দেবং সদাশিবম্ ॥ ৯
শরীরশোষণং কৃত্বা দহনং প্লাবনং ততঃ।
শৈবীং তনুং সমাস্থায় ন্যাসকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥১০
যোঽয়ং সূত্রাত্মকো মন্ত্রঃ সর্ব্বদেবাত্মকঃ পরঃ।
তস্য বর্ণাংশ্চ বিধিবন্ন্যসেৎ প্রণবপূর্ব্বকান্ ॥১১
ন্যস্তানি ততো বিন্যস্য ততশ্চন্দনবারিণা ॥ ১২
পূজাস্থানং সুসম্প্রোক্ষ্য দ্রব্যাণি চ মুনীশ্বর।
ক্ষালনং প্রোক্ষণঞ্চৈব প্রণবেন বিধীয়তে ॥১৩
স্থাপয়েৎ প্রোক্ষণীপাত্রং পাদ্যপাত্রং তথৈব চ।
তথা হ্যাচমনীয়ঞ্চ হ্যবগুণ্ঠ্য যথাবিধি ॥ ১৪
আচ্ছাদ্য দর্ভৈর্ম্মতিমাংস্তেনৈবাভ্যুক্ষ্য বারিণা
জলং তেষু বিনিক্ষিপ্য দ্রব্যাণি চ ততঃ ক্ষিপেৎ
উশীরঞ্চন্দনঞ্চৈব পাদ্যে তু পরিকল্পয়েৎ।
চূর্ণয়িত্বা সকক্কোলং কর্পূরং জাতিকাফলম্ ॥১৬
ক্ষিপেদাচমনীয়ে তু প্রণবেন যথাক্রমম্ ॥ ১৭
সর্ব্বত্র চন্দনং দদ্যাদর্ঘ্যপাত্রেঽধুনা শৃণু।
ব্রীহীন্ যবাংশ্চ পুষ্পাণি কুশাগ্রাণি তথৈব চ।
সিদ্ধার্থানক্ষতাংশ্চৈব সাজ্যঞ্চ ভসিতং তথা ॥১৮
কুশপুষ্পযবব্রীহিবহুমূলতমালকান্।
প্রক্ষিপেৎ প্রোক্ষণীপাত্রে প্রণবেন সুধীস্ততঃ ॥
সূত্রেণ ভবগায়ত্র্যা গায়ত্র্যা চ দ্বিজোত্তমঃ।
প্রোক্ষণীপাত্রমাদায় সম্প্রোক্ষ্য দ্বারপালকৌ ॥
পার্শ্বতো মাং চতুর্ব্বাহুং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
বানরাস্যং ত্রিনয়নং পুষ্পমালাসুশোভিতম্।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং নন্দীশং সম্প্রপূজয়েৎ ॥২১
দক্ষিণে তু মহাকালং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং কালাগ্নিচয়সন্নিভম্ ॥ ২২
পশ্চাদন্তর্গৃহং শম্ভোঃ প্রবিশ্য সুসমাহিতঃ।
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাদ্ব্রহ্মভিঃ পঞ্চভির্ম্মুনে ॥২৩
গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মহাদেবং ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্বুধঃ ॥
স্কন্দং বিনায়কঞ্চৈব লিঙ্গশুদ্ধিমথারভেৎ।
সূক্তৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ বিধিবন্নমোঽন্তৈঃ প্রণবাদিকৈঃ ॥
আসনং কল্পয়েৎ পশ্চাদৈশ্বর্য্যদলপঙ্কজে ॥ ২৬
অণিমা পূর্ব্বপত্রং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বমথেশ্বরম্।

বার প্রাণায়াম করিবার পর সদাশিব-ধ্যান করিবে। শরীর শোষণ, দহন এবং প্লাবন করিয়া শৈবদেহ অবলম্বন করিয়া (ভূতশুদ্ধি করিয়া) অঙ্গন্যাস করিবে। সর্ব্বদেবময় সূত্রাত্মক পরম মন্ত্রের (এই মন্ত্র—কাহারও মতে ষড়ক্ষর, কাহারও মতে মাতৃকা) এক একটী বর্ণ প্রণবযোগে যথাবিধি ন্যাস করিবে। অনন্তর হে মুনিবর! মন্ত্র সকল ন্যাস করিয়া, চন্দনজল দ্বারা পূজাস্থান ও পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। প্রক্ষালন এবং প্রোক্ষণ প্রণব দ্বারা কর্ত্তব্য। প্রোক্ষণীপাত্র পাদ্যপাত্র এবং আচমনীয় যথাবিধি অবগুণ্ঠন ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কুশ দ্বারা জলাভ্যুক্ষণ করিবার পর তাহাতে জল ঢালিয়া জলে বক্ষ্যমাণ দ্রব্যক্ষেপ করিবে। পাদ্যে বেণার মূল এবং চন্দন দিবে; কক্কোল কর্পূর এবং জাতীফল চূর্ণ করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে আচমনীয়ে নিক্ষেপ করিবে। চন্দন সর্ব্বত্রই দিবে। এক্ষণে অর্ঘ্যপাত্রে যাহা দেয়, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর;—ব্রীহি, যব, পুষ্প, কুশাগ্র, শ্বেতসর্ষপ, তণ্ডুল এবং ঘৃতাক্ত ভস্ম অর্ঘ্যপাত্রে দিবে। কুশ, পুষ্প, যব, ব্রীহি, বহুমূল এবং তমাল প্রণব উচ্চারণ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে। দ্বিজোত্তম, সূত্রাত্মক মন্ত্র, শিব-গায়ত্রী এবং গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিয়া—আমি ও মহাকাল এই দুই দ্বারপালকে পূজা করিবে। অযুত-সূর্য্যসমপ্রভ, চতুর্ভুজ, বানরানন, ত্রিনয়ন, পুষ্পমালা-সুশোভিত, সর্ব্বাভরণশোভাঢ্য নন্দীশ নামে আমাকে বামপার্শ্বে পূজা করিবে। ঘোররূপ, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরালবক্ত্র, কালাগ্নিচয়-সন্নিভ মহাকালকে দক্ষিণপার্শ্বে পূজা করিবে। হে মুনে! ৭—২২। পরে শিবগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিবে। জ্ঞানী সাধক, গন্ধপুষ্প দ্বারা মহাদেব, স্কন্দ এবং বিনায়কের পূজা করিয়া যথাবিধি প্রণ-বাদি-নমোন্ত সূক্তমন্ত্র দ্বারা লিঙ্গশুদ্ধি আরম্ভ করিবে। অনন্তর অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ

কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্বিপ্র বহ্নের্বৈ মণ্ডলং ততঃ।
সৌরং সৌম্যঞ্চ বিন্যস্য ধর্ম্মাদীন্ বৈ বিদিক্ষু চ
অধর্ম্মাদীংস্ততো দিক্ষু সোমস্যান্তে গুণত্রয়ম্।
তত্ত্বত্রয়মথো বিন্যাংস্ততঃ শম্ভুং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
স্নাপয়েদ্বিধিনা দেবং গন্ধযুক্তেন বারিণা ॥ ২৯
পঞ্চামৃতং ততো মন্ত্রৈঃ সাধিতং বিধিপূর্ব্বকম্।
স্নাপয়েৎ প্রণবেনৈব তত্রাদৌ পয়সা মুনে।
আজ্যেন মধুনা দধ্না তথা চেক্ষুরসেন চ ॥ ৩০
জলস্য শুদ্ধিং বিধিবন্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদনেকশঃ।
সঞ্ছাদ্য সিতবস্ত্রেণ স্নাপয়েদিন্দুশেখরম্ ॥ ৩১
কুশাপামার্গকর্পূরজাতীচম্পকপুষ্পকৈঃ।
করবীরৈঃ সিতৈশ্চৈব মল্লিকাকমলোৎপলৈঃ ॥
আপূর্য্য পুষ্পৈঃ সুশুভৈশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ তজ্জলম্
সদ্যোজাতাদিকাংস্তত্র বিন্যসেদ্ব্রহ্মণঃ সুত ॥৩৩
সুবর্ণকলশেনাথ তথা বৈ রাজতেন চ।
শঙ্খেন মৃন্ময়েনাথ শোভিতেন শুভেন চ ॥৩৪
সকূর্চ্চেন সপুষ্পেণ স্নাপয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্। ৩৫
পবমানেন রুদ্রেণ তথা বামীয়কেন চ।
ত্বরিতাখ্যেন রুদ্রেণ নীলরুদ্রেণ বা পুনঃ ॥ ৩৬
অথর্ব্বশিরসা বাপি রুদ্রেণ চ তথৈব চ।
রথন্তরেণ পুণ্যেন শ্রীসূক্তেনাথবা মুনে ॥ ৩৭
পৌরুষেণ চ সূক্তেন জ্যেষ্ঠসাম্না চ বিষ্ণুনা ॥ ৩৮
পঞ্চভির্ব্রহ্ম ভর্বাথ সূত্রেণ প্রণবেন বা।
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং সর্ব্বযজ্ঞফলাপ্তয়ে ॥ ৩৮
বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতে চ তথা হ্যাচমনীয়কম্।
মুকুটঞ্চ শুভং ভদ্রং তথা বৈ ভূষণানি চ।
মুখবাসঞ্চ নৈবেদ্যং সর্ব্বং বৈ প্রণবেন চ ॥ ৩৯
ততঃ স্ফটিকসঙ্কাশং দেবং নিষ্কলমক্ষরম্।
কারণং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকময়ং পরম্ ॥৪০
ব্রহ্মণা বিষ্ণুরুদ্রাদ্যৈরপি দেবৈরগোচরম্।
বেদবিদ্ভির্হি বেদান্তৈরগোচরমিতি শ্রুতম্ ॥৪১
আদিমধ্যান্তরহিতং ভেষজং ভবরোগিণাম্।
শিবলিঙ্গমিতি খ্যাতং শিবলিঙ্গে ব্যবস্থিতম্ ॥
প্রণবেনৈব মন্ত্রেণ পূজয়েল্লিঙ্গমূর্দ্ধনি ॥ ৪৩

অষ্টদলযুক্ত পদ্মে তাঁহার আসন কল্পনা করিবে। অণিমা-ঐশ্বর্য্য সেই পদ্মের পূর্ব্ব পত্র। ঈশানকোণের পত্র সর্ব্বজ্ঞতা; কর্ণিকারে বহ্নিমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল এবং চন্দ্র-মণ্ডল বিন্যাস করিবে; অগ্ন্যাদি কোণ চতুষ্টয়ে ধর্ম্মাদি এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মাদি ন্যাস করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের সমীপে গুণত্রয় ও তত্ত্বত্রয় বিন্যাস করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ সাধক শিবপূজা করিবে; প্রথম যথাবিধি গন্ধযুক্ত জল দ্বারা, অনন্তর মন্ত্রসাধিত পঞ্চামৃত দ্বারা শিবের স্নান করাইবে। পঞ্চামৃতের মধ্যে প্রথম দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান কর্ত্তব্য; তাহার মন্ত্র প্রণব; এবং ঘৃত, মধু, দধি ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইতে হয়। জল-শুদ্ধি বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অনেক প্রকারে করিতে হয়। শুক্লবস্ত্রে আবৃত করিয়া শিবকে স্নান করান কর্ত্তব্য।২৩—৩১। হে ব্রহ্মনন্দন! কুশ, অপামার্গ, কর্পূর, জাতী-পুষ্প, চম্পকপুষ্প, শুক্ল করবীর-পুষ্প, মল্লিকা, পদ্ম ও কহ্লার-পুষ্প ও উত্তম চন্দনাদি দ্বারা স্নানীয় জল পূর্ণ করিয়া তথায় সদ্যোজাতাদি ন্যাস করিবে। সকূর্চ্চ পুষ্প-সমন্বিত—হিরণ্ময় রজতময় বা উত্তম মৃন্ময় কলস, অথবা শঙ্খ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিবাস্নাপন কর্ত্তব্য। হে মুনে! পবমান, বামীয়ক, ত্বরিতাখ্য, নীলরুদ্র অথবা অথর্ব্ব-শিরো-নামক রুদ্রসূক্ত দ্বারা অথবা শ্রীসূক্ত; পুরুষ-সূক্ত, "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র, পঞ্চব্রহ্ম-সূত্রমন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞ ফল-লাভের জন্য দেবদেব শিবকে স্নান করা-ইবে। বস্ত্র যজ্ঞোপবীতযুগ্ম, আচমনীয়, উত্তম মুকুট, বিবিধ ভূষণ, তাম্বুলাদি মুখশোধক বস্তু এবং নৈবেদ্য সমস্তই প্রণবোচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রদান কর্ত্তব্য। অনন্তর স্ফটিক-সঙ্কাশ, নিষ্কল, অক্ষর, সর্ব্বলোককারণ, সর্ব্বস্বরূপ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবেরও অগোচর, বেদজ্ঞ ও বেদান্তের অজ্ঞেয় আদি-মধ্যান্তরহিত ভবরোগিগণের মহৌষধ শিবলিঙ্গে অবস্থিত শিবলিঙ্গ নামে খ্যাত পরম বস্তু প্রণবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গমস্তকে পূজা করিতে

স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা মহাদেবং প্রণিপত্য প্রদক্ষিণম্
পুনরর্ঘ্যঞ্চ বৈ দত্বা পুষ্পাণি চ বিকীর্য্য বৈ।
পাদয়োর্দেবদেবস্য প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৪৪
এবং সংক্ষিপ্য কথিতং ব্রহ্মসূনো শিবার্চ্চনম্।
সর্ব্ববেদেষু যদ্‌গুহ্যং যথা শম্ভোর্ময়া শ্রুতম্॥৪৫

সূত উবাচ।

সনৎকুমারো ভগবান্ শ্রুতবান্ যচ্ছিবার্চ্চনম্।
নন্দীশ্বরাদ্ভগবতস্তন্ময়া কথিতং দ্বিজাঃ॥ ৪৬
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভক্ত্যা শিবার্চ্চনাবিধিক্রমম্
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৪৭

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবপূজাবিধিকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অস্তদ্‌ব্রতং পাপহরং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥১
পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং চতুর্দ্দশ্যষ্টমী তথা।
কার্য্যমেতাসু তিথিষু নক্তমেতদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥২
ব্রহ্মচারী হবিষ্যাশী সত্যবাদী সুসংযমী।
বর্ষান্তে প্রতিমা কার্য্যা হেম্না বা রজতেন চ॥৩
পঞ্চামৃতৈস্তু সংস্নাপ্য পূজয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজাঃ।
বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ
ধ্বজৈর্বিতানৈশ্চমরৈর্যথা শোভাং প্রকল্পয়েৎ।
আচার্য্যং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ॥ ৫
ভক্ত্যা চ দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছিবভক্তাংশ্চ ভোজয়েৎ
শৈবমেকন্তু সংভোজ্য শতভোজ্যফলং লভেৎ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং দেবস্য বচনং যথা॥
প্রতিমাং পূজিতাং পশ্চাৎ তাম্রপাত্রে সুনির্ম্মলে
নিধায় সিতবস্ত্রেণ সঞ্ছাদ্য শিরসা নমেৎ॥ ৭
শঙ্খতূর্য্যাদিনির্ঘোষৈঃ শিবস্যায়তনং মহৎ।
পুনর্বেদ্যাং সুসংস্থাপ্য ব্রতং শম্ভোর্নিবেদয়েৎ

হয়। অনন্তর শিবস্তব, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, পুনর্ব্বার অর্ঘ্যদান, পুষ্পাঞ্জলিদান ও দেবদেবের চরণে প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। হে ব্রহ্মপুত্র! সংক্ষেপে আমি এই শিবপূজা-বিধি তোমাকে বলিলাম, ইহা সর্ব্ববেদে গোপনীয়, আমি শিবসমীপে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। সূত বলিলেন,—ভগবান্ সনৎকুমার ভগবান্ নন্দীশ্বরের নিকট যে শিবপূজা-বিধি শ্রবণ করিয়াছিলেন, হে দ্বিজগণ! তাহা আমি আপনাদিগকে বলিলাম। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক এই শিবপূজা-বিধিক্রম পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সাদর-বসতি প্রাপ্ত হয়। ৩২—৪৭।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—উমা-মহেশ্বর নামে পাপ-বিনাশক ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষপ্রদ ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত এক ব্রত আছে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতে রাত্রিকালে এই ব্রত কর্ত্তব্য। ব্রতকর্ত্তা ব্রহ্মচারী, হবিষ্যাশী, সত্যবাদী এবং সুসংযত হইবে। বৎসরান্তে সুবর্ণ বা রজত দ্বারা প্রতিমা করিবে। হে দ্বিজগণ! সেই প্রতিমা পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া বস্ত্র ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া নানাবিধ শুভ ভক্ষ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। ধ্বজ, চন্দ্রাতপ এবং চামর দ্বারা শোভা সম্পাদন করিবে। গুরুকে বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ভূষণ দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা করিবে; ভক্তিসহকারে দক্ষিণা দিবে এবং শিবভক্তগণকে ভোজন করাইবে। একজন শৈবকে ভোজন করাইলে, শতজনকে ভোজন করাইবার ফলপ্রাপ্তি হয়। ইহা সত্য, সত্য, পুনঃ সত্য—ইহা দেবের অথবা বেদের বাক্য। পূজিত প্রতিমা নির্ম্মল তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ১—৭। শঙ্খ-তূর্য্যাদি-বাদ্যধ্বনি করিয়া শিবের মহালয়ে বেদীতে প্রতিমা স্থাপন করিয়া শিবকে ব্রত

শিবং প্রদক্ষিণীকৃত্য পশ্চাদ্দেবং ক্ষমাপয়েৎ॥
শ্রদ্ধয়া যঃ করোতীদং ব্রতং ত্রিদশপূজিতম্।
সূর্য্যাযুতপ্রতীকাশং বিমানং সার্ব্বকামিকম্ ॥১০
আরুহ্য স্ত্রীসহস্রৈশ্চ গণৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ।
যাতি মাহেশ্বরং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥১১
তত্র মাহেশ্বরান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা কল্পশতত্রয়ম্
তদন্তে বৈষ্ণবান্ ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণোঃ সমীপতঃ। ১২
পশ্চাদ্ভোগসমাযুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
ব্রহ্মলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ প্রাজাপত্যান্ সমশ্নুতে ॥
তস্মাল্লোকাচ্চ্যুতঃ পশ্চাৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
সোমলোকং সমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ১৪
সোমাদ্দেবেন্দ্রগন্ধর্ব্বযক্ষলোকমনুত্তমম্।
ভুক্ত্বা তত্র মহাভোগাংস্তদন্তে মেরুমূর্দ্ধনি ॥১৫
তদন্তে লোকপালানাং লোকানাসাদ্য মোদতে।
ততঃ কর্ম্মাবশেষেণ পৃথিব্যামেকরাড্ ভবেৎ॥
উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং সর্ব্বসুখপ্রদম্।

শঙ্করেণ পুরা গীতং পার্ব্বত্যাঃ ষণ্মুখস্য চ ॥ ১৭
অগস্ত্যঃ ষণ্মুখাল্লব্ধা প্রাপ্তবান্ মে গুরুস্ততঃ।
দ্বৈপায়নান্মুনিবরাৎ প্রাপ্তবানহমুত্তমম্ ॥১৮
অন্যচ্ছূলব্রতং নাম শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
অমাবাস্যাং নিরাহারো ভবেদব্দং সুসংযমী ॥১৯
শূলং পিষ্টময়ং কৃত্বা বর্ষান্তে বিনিবেদয়েৎ।
শিবায় রাজতং পদ্মং সুবর্ণং কৃতকর্ণিকম্ ॥ ২০
ভক্ত্যা তু বিন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ম্মুক্তো যাতি পরাং গতিম্
লোকান্ পূর্ব্বোদিতান্ প্রাপ্য তদন্তে পৃথিবীপতিঃ।
পূর্ণমাস্যামমাবাস্যামব্দমেকং দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২২
বর্ষান্তে সর্ব্বগন্ধাঢ্যাং প্রতিমাং বিনিবেদয়েৎ।
পূর্ব্ববৎ ফলমাপ্নোতি ব্রতেনানেন বৈ দ্বিজাঃ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

নিবেদন করিবে। শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে দেবদেবকে "ক্ষমস্ব" বলিবে। যে ব্যক্তি দেব-পূজিত এই ব্রত আচরণ করেন, তিনি অযুত-সূর্য্য-সান্নভ সর্ব্বকামপ্রদ বিমানে স্ত্রীসহস্র ও বিবিধ গণে পরিবৃত হইয়া আরোহণ করত শোকশূন্য শিবপদ প্রাপ্ত হন; তথায় ত্রিশত কল্প শৈবভোগ্য ভোগ করিবার পর বিষ্ণুসমীপে বৈষ্ণবভোগ প্রাপ্ত হন; পরে ভোগযোগ সহকারে ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করেন। ব্রহ্মলোক-ভ্রষ্ট হইয়া প্রাজাপত্য লোক ভোগ করেন। সেই সর্ব্বলোকনমস্কৃত ব্রতী প্রাজাপত্যলোক ভ্রষ্ট হইয়া চন্দ্রলোকে যথাভিলষিত ভোগ করিয়া সেই ভোগশেষে অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রলোক, গন্ধর্ব্বলোক এবং যক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় মহাভোগ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে বিবিধ ভোগ করেন। তার পর লোকপালগণের লোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন। অনন্তর তিনি কর্ম্মশেষে পৃথিবীতে এক-ছত্রাধিপত্য প্রাপ্ত হন। উমামহেশ্বর নামে সর্ব্বসুখপ্রদ ব্রত শঙ্কর পার্ব্বতী ও কার্ত্তিকেয়কে বলেন, অগস্ত্য কার্ত্তিকেয়ের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট আমার গুরু মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লাভ করেন, আমি এই উত্তম ব্রত তাঁহার নিকট পাইয়াছি। ৮—১৮। হে মুনিপুঙ্গবগণ! শূলব্রত নামে অন্য ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এক বৎসর অমাবস্যায় উপবাসী হইবে ও সুসংযমী থাকিবে। বৎসরান্তে পিষ্টকময় শূল করিয়া শিবকে তাহা নিবেদন করিবে। সুবর্ণ-কর্ণিকাযুক্ত রজতপদ্ম ভক্তিসহকারে শিব-মস্তকে স্থাপন করিবে; অন্য সকল পারিপাট্য উমামহেশ্বর ব্রতের ন্যায়। শূল ব্রত যে করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকথিত সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইয়া শেষে পৃথিবীপতিত্ব-প্রাপ্তি তাহার হয়। এক বৎসর অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় দৃঢ়ভাবে ব্রত সম্পাদন করিয়া বৎসরান্তে সর্ব্বগন্ধযুক্ত প্রতিমা নিবেদন করিবে; এই ব্রত দ্বারাও পূর্ব্ববৎ ফল-প্রাপ্তি হয়। অষ্টমী চতুর্দ্দশীতে জিতেন্দ্রিয়

সর্ব্বভোগসমাযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥২৪
ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
শিবপূজাগ্নিহবনং সন্তোষোঽস্তেয়তা তথা ॥২৫
সর্ব্বব্রতেষয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্মৃতঃ ॥২৬
অন্যদ্‌ব্রতং পাপহরং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
ষণ্মুখস্য পুরা প্রোক্তং দেবদেবেন শম্ভুনা ॥২৭
কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
প্রণম্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পপ্রচ্ছ গিরিজাসুতঃ ॥২৮

স্কন্দ উবাচ।

কেন ব্রতেন ভগবন্ সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যং মনুজঃ সুখমেধতে ॥ ২৯
তন্মে বদ মহাদেব ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
যেন চীর্ণেন দেবেশ নরো রাজ্যঞ্চ বিন্দতি ॥
রাজ্ঞীব জায়তে নারী অপি দাসকুলোদ্ভবা।
রাজপুত্রো জয়েচ্ছত্রূন্ গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥৩১
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চস্যং প্রাপ্য সর্ব্বাধিকো ভবেৎ
বর্ণাশ্রমবিহীনোঽপি সোঽপি সিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
অস্তি দূর্ব্বাগণপতের্ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥৩৩
ভগবত্যা পুরা চীর্ণং পার্ব্বত্যা পদ্ময়া সহ।
সরস্বত্যা মহেন্দ্রেণ বিষ্ণুনা ধনদেন চ ॥ ৩৪
অন্যৈশ্চ দেবৈর্ম্মুনিভির্গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈস্তথা।
চীর্ণমেতদ্‌ব্রতং সর্ব্বৈঃ পুরা কল্পে ষড়ানন ॥৩৫
চতুর্থী যা ভবেচ্ছুক্লা নভোমাসস্য পুণ্যদা।
তস্যাং ব্রতমিদং কুর্য্যাৎ কার্ত্তিক্যাং বা ষড়ানন
গজাননং চতুর্ব্বাহুমেকদন্তং বিপাটিতম্।
বিধায় হেম্না বিঘ্নেশং হেমপীঠাসনস্থিতম্ ॥ ৩৭
তথা হেমময়ীং দূর্ব্বাং তদাধারে ব্যবস্থিতাম্।
সংস্থাপ্য বিঘ্নহর্ত্তারং কলশে তাম্রভাজনে ॥৩৮
বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে।
পূজয়েদ্রক্তকুসুমৈঃ পত্রিকাভিশ্চ পঞ্চভিঃ ॥৩৯
বিল্বপত্রমপামার্গং শমী দূর্ব্বা হরিপ্রিয়া।
অন্যৈঃ সুগন্ধিকুসুমৈঃ পত্রিকাভিঃ সুগন্ধিভিঃ

হইয়া উপবাসী থাকিবে; তাহাতে সর্ব্বভোগ ও শিবলোকে সাদর-বসতি প্রাপ্তি তাহার হয়। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়-সংযম, শিবপূজা, হোম, সন্তোষ এবং চৌর্য্যাভাব,—এই দশবিধ ধর্ম্ম সর্ব্বব্রতের সাধারণ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পাপবিনাশক অন্য ব্রত শ্রবণ করুন। এই ব্রত পূর্ব্বে দেবদেব শম্ভু ষড়াননকে বলিয়াছিলেন। পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ কৈলাসশিখরস্থিত দেবদেব জগদ্‌গুরুকে ভক্তিসহকারে যথাবিধি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোন্ ব্রত করিলে পুত্র-পৌত্র ধন-ঐশ্বর্য্য-সূচিত অতুল্য সৌভাগ্য লাভ হয়—মানব সুখে থাকিতে পারে? হে মহাদেব! যে ব্রত আচরণ করিলে, মনুষ্য রাজ্যলাভও করিতে পারে, (যে ব্রত করিলে) দাসকুলসম্ভূতা নারীও রাজ্ঞীর ন্যায় হয়, গরুড় যেমন সর্পকুল জয় করেন, রাজপুত্র সেইরূপ শত্রু-জয়ী হন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাধিক হইতে পারেন, আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলেও সিদ্ধিলাভ হয়—তাদৃশ ব্রতোত্তম ব্রত আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—বৎস! ব্রতোত্তম ব্রত বলিতেছি শ্রবণ কর;—দূর্ব্বাগণপতির এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত ব্রত আছে; হে ষড়ানন! পূর্ব্বকল্পে ভগবতী পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কুবের ও অন্যান্য দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরগণ সকলে এই ব্রত করিয়াছেন। হে ষড়ানন! শ্রাবণ মাসের যে শুক্লা চতুর্থী অথবা কার্ত্তিক মাসের যে শুক্লা চতুর্থী; তাহাতেই এই ব্রত কর্ত্তব্য।১৯—৩৬। গজানন, চতুর্ভুজ উৎপাটিত-একদন্ত, বিঘ্নরাজ-প্রতিমা সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে এবং স্বর্ণপীঠে স্থাপিত করিবে। সেই আসনে সুবর্ণময় দূর্ব্বাও রাখিবে। সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে কলসোপরি তাম্রপাত্রে সেই আসনস্থ গণপতিকে রক্তবস্ত্রে বেষ্টন করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক রক্তপুষ্প ও বিল্বপত্র, অপামার্গপত্র, শমীপত্র, দূর্ব্বা এবং তুলসীপত্র * এই পঞ্চ পত্র দ্বারা আর অন্য-

* তুলসীপত্র দ্বারা যে গণেশের পূজা

ফলৈশ্চ মোদকৈঃ পশ্চাদুপহারং প্রকল্পয়েৎ।
যথাবদুপচারৈস্ত পূজয়ামি জগৎপতে॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা শ্রদ্ধয়া নূনং পূজয়েদ্গিরিজাসুতম্॥৪২
এহ্যেহি দেব হেরম্ব বিঘ্নরাজ গজানন।
উপবিশ্যাসনং দেব সর্ব্বকামপ্রদো ভব॥ ৪৩
(ইত্যাবাহনাসনমন্ত্রঃ)।
উমাসুত নমস্তভ্যং বিশ্বব্যাপিন্ সনাতন।
বিঘ্নৌঘং ছিন্ধি সকলমর্ঘ্যং পাদ্যং দদামি তে॥
(ইত্যর্ঘ্যপাদ্যমন্ত্রঃ)
গণেশ্বরায় দেবায় উমাপুত্রায় বেধসে।
পূজামথ প্রযচ্ছামি গৃহাণ ভগবন্ নমঃ॥ ৪৫
(ইতি গন্ধমন্ত্রঃ)।
বিনায়কায় শূরায় বরদায় গজানন।
উমাসুতায় দেবায় কুমারগুরবে নমঃ।
লম্বোদরায় বীরায় সর্ব্ববিঘ্নৌঘহারিণে॥ ৪৬
(ইতি পুষ্পমন্ত্রঃ)॥
উমাঙ্গমলসম্ভূত দানবানাং বধায় বৈ।
অনুগ্রহায় লোকানাং স দেবঃ পাতু বিশ্বভুক্॥
(ইতি ধূপমন্ত্রঃ)।
পরং জ্যোতিঃপ্রকাশায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায় চ।
তুভ্যং দীপং প্রদাস্যামি মহাদেবাত্মনে নমঃ॥৪৮
(ইতি দীপমন্ত্রঃ)।
গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে,
কবিং কবীনামুপশ্রমবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ
শৃণ্বন্ নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥ ৪৯
(ইত্যুপহারমন্ত্রঃ)।
গণেশ্বর গণাধ্যক্ষ গৌরীপুত্র গজানন।
ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাদিভানন॥৫০
(ইতি প্রার্থনামন্ত্রঃ)॥
এবং সম্পূজ্য বিঘ্নেশং যথাবিভববিস্তরৈঃ।
সোপস্করং গণাধ্যক্ষমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ॥৫১
গৃহাণ ভগবন্ ব্রহ্মন্ গণরাজং সদক্ষিণম্।
ব্রতং ত্বদ্বচনাদদ্য সম্পূর্ণং যাতু সুব্রত॥ ৫২
(ইতি দানমন্ত্রঃ)।
এবং যঃ পঞ্চ বর্ষাণি কৃত্বোদ্যাপনমাচরেৎ।
ঈপ্সিতাল্লঁভতে কামান্ দেহান্তে শাঙ্করং পদম্
অথবা শুক্লপক্ষস্য চতুর্থীং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কুর্য্যাদ্বর্ষত্রয়ং ত্বেবং সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৪
উদ্যাপনং বিনা যস্তু করোতি ব্রতমুত্তমম্।
তেন শুক্লতিলৈঃ কার্য্যং প্রাতঃস্নানং ষড়ানন॥
হেম্না বা রজতেনাপি কৃত্বা গণপতিং বুধঃ।
পঞ্চগব্যৈশ্চ সুস্নাপ্য দূর্ব্বাভিঃ সম্প্রপূজয়েৎ।
মন্ত্রৈশ্চ দশভির্ভক্ত্যা দূর্ব্বাযুক্তৈঃ শিখিধ্বজ॥৫৬
ইত্যেবং কথিতং বৎস সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং শুভম্।
ব্রতং দূর্ব্বাগণপতেঃ কিমন্যচ্ছ্রোতুমর্হসি॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে উমামহেশ্বরদূর্ব্বাগণপতি-
ব্রতকথনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৩

বিধ সুগন্ধি পুষ্প সুগন্ধি পত্রিকা দ্বারাও তাঁহার পূজা করিবে। পরে ফল ও মোদক দ্বারা উপহারপ্রদান কর্ত্তব্য। 'যথাবদুপচারৈস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে গণেশকে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিবে। দেব-হেরম্ব! বিঘ্নরাজ গজানন! আসুন, আসুন; আসনে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকামফল প্রদান করুন (ইত্যাদি-অর্থ-সম্পন্ন) "এহ্যেহি দেব হেরম্ব" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে যথাশক্তি বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া দ্রব্যাদি সহ স্বর্ণ-গণেশ আচার্য্যকে দিবে। দানমন্ত্র—"গৃহাণ ভগবন্" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি পাঁচ বৎসর এই ব্রত করিয়া, উদ্যাপন করে, তাহার দেহান্তে অভীষ্ট লোকপ্রাপ্তি এবং শম্ভুপদ লাভ হয়। অথবা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তিন বৎসর প্রতি শুক্লা চতুর্থীতে এইরূপ ব্রত করিবে; তাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রাপ্তি হইবে। হে ষড়ানন! যে ব্যক্তি এই ব্রত করিয়া উদ্যাপন না করিবে, তাহার শুক্লতিলযোগে প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য। জ্ঞানী সাধক, সুবর্ণ বা রজত দ্বারা গণেশ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া দূর্ব্বা দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে। হে কার্ত্তিকেয়! পূর্ব্বোক্ত দশবিধ মন্ত্র ও দূর্ব্বা পূজার সাধন।

নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অন্য প্রকার পূজায় জানিবে।

বৎস! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শুভ দূর্ব্বাগণপতি-ব্রত এই কথিত হইল, অন্য কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৩৭—৫৭।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
মৃদাদিরত্নপর্য্যন্তৈর্দ্রব্যৈঃ কৃত্বা শিবালয়ম্।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তন্নো বক্তুমিহার্হসি ॥ ১
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে প্রভাবং পরমেষ্ঠিনঃ।
শিবালয়স্য করণাৎ ফলমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ৩
অপি লোষ্টময়ং বাপি যঃ করোতি শিবালয়ম্।
সর্ব্বযত্নেন বিপ্রেন্দ্রা ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ৩
কৈলাসাখ্যঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ প্রাসাদং পরমেষ্ঠিনঃ
মেরুবাখ্যং মন্দরাখ্যং বা তুহিনাদ্রিমথাপি বা ॥ ৪
নিষধাদ্রিঞ্চ নীলাদ্রিং মহেন্দ্রাখ্যং দ্বিজোত্তমাঃ
স তৎপর্ব্বতসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥ ৫
গত্বা শিবপদং দিব্যং শিববন্মোদতে চিরম্।
মহাপ্রলয়পর্য্যন্তং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥
তদন্তে বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
পতিতং খণ্ডিতং বাপি জীর্ণং বা স্ফুটিতং তথা
কারয়েৎ পূর্ব্ববদ্যস্তু সুধাদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥
প্রাকারং মণ্ডপং বাপি প্রাসাদং গোপুরং তথা
কর্ত্তুরভ্যধিকং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৮
বৃত্ত্যর্থং বা প্রকুর্ব্বীত নরঃ কর্ম্ম শিবালয়ে
যঃ প্রয়াতি ন সন্দেহঃ স্বর্গলোকে সবান্ধবঃ ॥৯
যশ্চাত্মভোগসিদ্ধ্যর্থমপি রুদ্রালয়ে সকৃৎ।
কর্ম্ম কুর্য্যাদ্যদি সুখং লব্ধা সোঽপি প্রমোদতে
যদাশক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ প্রাসাদং বন্তুমীশ্বরে।
সম্মার্জ্জনাদিভির্বাপি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১১
সম্মার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যান্মার্জ্জন্যা মৃদুসূক্ষ্ময়া।
চান্দ্রায়ণসহস্রস্য ফলং মাসেন লভ্যতে ॥ ১২
শিবস্য পুরতো বহ্নিং সংস্থাপ্যাভ্যর্চ্চ্য শঙ্করম্
জুহুয়াদাত্মনো দেহং যঃ স যাতি শিবং পদম্ ॥

ঋষিগণ বলিলেন,—মৃত্তিকাদি হইতে রত্ন পর্য্যন্ত দ্রব্য দ্বারা শিবালয় করিলে, মানুষের যে ফললাভ হয়, তাহা এক্ষণে আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—ঋষিগণ সকলে পরমেষ্ঠী শিবের প্রভাব শ্রবণ করুন, শিবালয়-নির্ম্মাণের অনন্ত ফল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি সর্ব্বতোযত্ন-সহকারে লোষ্টময় শিবমন্দির করে, তাহারও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৈলাস নামক, সুমেরু নামক, মন্দর নামক, হিমালয় নামক, নিষধ নামক, নীলাদ্রি নামক অথবা মহেন্দ্রপর্ব্বত নামক শিবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, হে দ্বিজোত্তমগণ! সে ব্যক্তি সেই সেই পর্ব্বত-সদৃশ সর্ব্বকাম-প্রদ বিমানারোহণে দিব্য শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া, চিরকাল শিববৎ আনন্দ ভোগ করে। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অভিলাষানুরূপ ভোগ করিয়া, শেষে বিষয় ত্যাগ করিয়া শিবসাযুজ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি পতিত, খণ্ডিত, জীর্ণ বা স্ফুটিত প্রাকার, মণ্ডপ, প্রাসাদ বা পুরদ্বার চূর্ণ প্রভৃতি মনোহর দ্রব্যযোগে পূর্ব্ববৎ প্রস্তুত করে, তাহার পুণ্যলাভ—প্রথম নির্ম্মাতা অপেক্ষা অধিক হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে মানব, বৃত্তির জন্যও শিবালয়ে কর্ম্ম করে, তাহারও সবান্ধবে নিশ্চয় স্বর্গবাস হয়। যে ব্যক্তি আত্মভোগ-সিদ্ধির জন্যও রুদ্রালয়ে একবার কর্ম্ম করিবে, তাহারও স্বর্গবাস ও আনন্দ লাভ হয়। শিবপ্রাসাদ-নির্ম্মাণে সামর্থ্য না থাকিলে,—সম্মার্জ্জনাদি করিলেও সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি মৃদু সূক্ষ্ম সম্মার্জ্জনী দ্বারা শিবালয় মার্জ্জনা করে, এক মাসে তাহার সহস্র চান্দ্রায়ণের ফল হয়। শিবের সম্মুখে বহ্নিস্থাপন ও শিবপূজা করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে আত্মদেহ আহুতি দিবে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি

শিবক্ষেত্রে নিরাহারো ভূত্বা প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।
শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥১৪
অথাত্মচরণৌ ছিত্বা শিবক্ষেত্রে বসেন্নরঃ ।
দেহান্তে শিবসাযুজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫
ফলং যদশ্বমেধস্য তদেব ক্ষেত্রদর্শনাৎ ।
শতাধিকং প্রবেশাচ্চ দ্বিগুণং লিঙ্গদর্শনাৎ ॥১৬
তস্মাচ্ছতগুণা পূজা জলস্নানং ততোঽধিকম্ ।
জলস্নানাচ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ ক্ষীরস্নানং শতাধিকম্
দধ্না সহস্রমাখ্যাতং মধুনা তচ্ছতাধিকম্ ।
আনন্ত্যং সর্পিষা স্নানং বাসসা তচ্ছতাধিকম্ ॥১৮
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং পঞ্চত্বং শঙ্করালয়ে
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নিয়মৈর্যস্ত্যজেৎ তনুম্ ॥
প্রদক্ষিণাত্রয়ং কুর্য্যাদ্যঃ প্রাসাদং সমন্ততঃ ।
সব্যাপসব্যব্যাজেন মৃদু গত্বা শুচির্নরঃ ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

দুর্লভা খলু যা মুক্তিরনায়াসেন দেহিনাম্ ।
জায়তে কর্ম্মণা যেন শৃণুধ্বং তদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২১
গোচর্ম্মমাত্রং সংলিপ্য মণ্ডলং গোময়েন চ ।
চতুরস্রং বিধানেন চাম্ভিরভ্যুক্ষ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ২২
অলঙ্কৃত্য বিতানাদ্যৈশ্ছত্রৈর্বাপি মনোহরৈঃ ।
বুদ্বুদৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ স্বর্ণৈরশ্বত্থপত্রকৈঃ ॥ ২৩
সিতৈঃ বিকসিতৈঃ পদ্মৈ রক্তৈর্নীলোৎপলৈস্তথা
বিমানেন বিচিত্রেণ মুক্তাদাম্না দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৪
সিতমৃৎপাত্রকৈশ্চৈব সুশ্লক্ষ্ণৈঃ পূর্ণকুম্ভকৈঃ ।
ফলপল্লবমালাভির্বৈজয়ন্তীভিরংশুকৈঃ ॥ ২৫
পঞ্চাশদ্দীপমালাভির্ধূপৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ।
পঞ্চাশদ্দলসংযুক্তং লিখিত্বা পদ্মমুত্তমম্ ॥ ২৬
তদ্বদ্বর্ণৈস্তথা চূর্ণৈঃ শ্বেতচূর্ণৈরথাপি বা ।
ঐকহস্তপ্রমাণেন কৃত্বা পদ্মং বিধানতঃ ॥ ২৭
কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্দেবং দেব্যা দেবেশ্বরং ভবম্
পর্ণানি বিন্যসেদ্বর্ণৈ রুদ্রৈঃ প্রাগাদ্যনুক্রমাৎ ॥

হইবে। শিবক্ষেত্রে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে, শিবপ্রসাদে শিবসাযুজ্য লাভ হয়। স্বীয় পদদ্বয় ছেদন করিয়া শিবক্ষেত্রে বাস করিলে, দেহান্তে নিঃসংশয় শিবসাযুজ্যপ্রাপ্তি হয়। শিবক্ষেত্র-দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, শিবক্ষেত্র-প্রদেশে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হয়, আর শিবলিঙ্গ-দর্শনে (ক্ষেত্র প্রবেশ অপেক্ষা) দ্বিগুণ ফল হয়। দর্শন অপেক্ষা পূজার ফল শতগুণ, জল দ্বারা স্নান করানতে পূজাপেক্ষা অধিক ফল। দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে, জল-স্নাপন অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল, দধিস্নাপন সহস্রগুণ ফল, মধুস্নাপনে দধিস্নাপনাপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল, ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে অনন্ত ফল হয়। বস্ত্রদানে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল হয়। শিবালয়ে মৃত্যু তদপেক্ষা কোটি-গুণ পুণ্যের জনক। যে ব্যক্তি প্রায়োপ-বেশনাদি নিয়ম দ্বারা (শিবালয়ে) দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। যে মানব পবিত্র হইয়া পাদচার-প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে গিয়া তিনবার শিব-প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করে, তাহারও প্রতিপাদ-ক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে কর্ম্ম করিলে লোকে দুর্লভ মোক্ষও অনায়াসে পায়, তাহা শ্রবণ করুন। মন্ত্রজ্ঞ কর্ম্মী গোচর্ম্মমাত্র চতুষ্কোণ মণ্ডল গোময়লিপ্ত করিয়া, যথাবিধি জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবার পর মনোহর ছত্র, বুদ্বুদ, অর্দ্ধচন্দ্র, স্বর্ণ-অশ্বত্থপত্র, শুক্লবর্ণ প্রফুল্ল-পদ্ম, নীলোৎপল, বিচিত্র বিমান, মুক্তামালা, শুক্ল মৃৎপাত্র, সুশ্লক্ষ্ণ পূর্ণকুম্ভ, ফল-পল্লবমালা, পতাকা, বস্ত্র, পঞ্চাশৎ দীপমালা, বিবিধ ধূপ এবং চন্দ্রাতপাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। তাহাতে একহস্তপ্রমাণ পঞ্চাশৎদলযুক্ত উত্তম পদ্ম অঙ্কিত করিবে।১—২৭। তদ্‌যোগ্য বর্ণ-বিশিষ্ট চূর্ণ * দ্বারা অথবা কেবল শুক্লবর্ণ চূর্ণ দ্বারা যথাবিধি পদ্ম প্রস্তুত করিবে। পদ্মকর্ণিকায় দেবীসহ দেবদেব শিবকে ন্যস্ত করিবে। পূর্ব্বাদিক্রমে অকারাদি বর্ণ-যোগে পত্র ও

* মূলে পাঠ শুদ্ধ নহে। 'পঞ্চবর্ণৈঃ' হইলে ভাল হয়। তাহার অনুবাদ,—পঞ্চ-বর্ণ চূর্ণ।

প্রণবাদিনমোঽন্তানি সর্ব্ববর্ণানি সুব্রতাঃ।
সম্পূজ্যৈবং সুরশ্রেষ্ঠং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র পঞ্চাশদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
অক্ষমালোপবীতঞ্চ কুণ্ডলে চ কমণ্ডলুম্॥ ৩০
আসনঞ্চ তথা দণ্ডমুষ্ণীষং বস্ত্রমেব চ।
দত্ত্বা তেষাং দ্বিজেন্দ্রাণাং দেবদেবায় শম্ভবে॥
মহাচরুং নিবেদ্যৈবং কৃষ্ণং গোমিথুনং তথা।
অন্তে চ দেবদেবায় দত্ত্বা তদ্বর্ণমণ্ডলম্॥ ৩২
যোগোপযোগিদ্রব্যাণি শিবায় বিনিবেদয়েৎ
ওঙ্কারাদ্যং জপেদ্ ধীমান্ প্রতিবর্ণমনুক্রমাৎ॥
এবমালিখ্য যো ভক্ত্যা বর্ণমণ্ডলমুত্তমম্।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তদ্বদামি সমাসতঃ॥ ৩৪
সাঙ্গান্ বেদান্ যথান্যায়মধীত্য বিধিপূর্ব্বকান্।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্যথান্যায়ং জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ ক্রমাৎ
ততো বিশ্বজিতা চেষ্ট্বা পুত্রানুৎপাদ্য মাদৃশান্
বানপ্রস্থাশ্রমং গত্বা সদারঃ সাগ্নিরেব চ॥ ৩৬
চান্দ্রায়ণাদিকান্ কৃত্বা সর্ব্বান্‌সংন্যস্য বৈ দ্বিজাঃ
ব্রহ্মবিদ্যামধীত্যৈব জ্ঞানমাপাদ্য যত্নতঃ॥ ৩৭
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য যোগিবৎ কলমাপুয়াৎ
তৎ ফলং লভতে সর্ব্বং বর্ণমণ্ডলদর্শনাৎ॥ ৩৮
যেন কেনাপি বালিখ্য প্রলিপ্যায়তনাশ্রমম্।
উত্তরে দক্ষিণে বাপি পৃষ্ঠতো বা দ্বিজোত্তমাঃ
চতুষ্কোণেঽপি বা চূর্ণৈরলঙ্কৃত্য সমন্ততঃ।
বিকীর্য্য গন্ধকুসুমৈর্ধূপৈর্দীপৈশ্চতুর্ব্বিধৈঃ।
প্রার্থয়েদ্দেবমীশানং শিবলোকং স গচ্ছতি॥৪০
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ কল্পকোটিশতং নরঃ।
স্বদেহগন্ধৈশ্চ শুভৈঃ পূরয়ন্ শিবমন্দিরম্॥৪১
ক্রমাদাগম্য ধমা গন্ধর্ব্বৈশ্চ সুপূজিতঃ।
ক্রমাদাগত্য লোকেঽস্মিন্ রাজা ভবতি
বীর্য্যবান্॥ ৪২
আপঃ পূতা ভবন্ত্যেতা বস্ত্রপূতাঃ সমুদ্ভবাঃ।
অফেনা মুনিশার্দ্দূলা নাদেয়াশ্চ বিশেষতঃ॥৪৩
তস্মাদ্বৈ সর্ব্ব কার্য্যাণি বৈদিকানি দ্বিজোত্তমাঃ
অদ্ভিঃ কার্য্যাণি সততং পূতাভিঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে॥

তাহাতে রুদ্রগণকে বিন্যস্ত করিবে। বিন্যস্ত সকল বর্ণেরই আদিতে প্রণব ও অন্তে 'নমঃ' থাকিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে সুরশ্রেষ্ঠ শিবকে ও (রুদ্রদিগকে) পূজা করিবে। বিধিপূর্ব্বক ৫০ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত, কুণ্ডলযুগল, কমণ্ডলু, আসন, দণ্ড, উষ্ণীষ এবং বস্ত্র সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণকে দান করিয়া দেবদেব শিবের উদ্দেশে মহাচরু নিবেদন করিয়া কৃষ্ণ গোমিথুন প্রদান করিবে। শেষে দেবদেব শিবকে সেই বর্ণমণ্ডল প্রদান করিয়া যোগোপযুক্ত দ্রব্য দিবে। অনন্তর ধীমান্ কর্ম্মী যথাক্রমে আদিতে প্রণব যোগ করিয়া সমগ্র বর্ণ জপ করিবে। এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক উত্তম বর্ণমণ্ডল লিখিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি;—যথাবিধি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন, যথারীতি জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞানুষ্ঠান, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, মাদৃশ সৎপুত্র উৎপাদন, পত্নী ও অগ্নির সহিত বানপ্রস্থ আশ্রমাবলম্বন, চান্দ্রায়ণাদি সকল ব্রতাচরণ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মবিদ্যা-অধ্যয়ন, তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদন এবং জ্ঞানযোগে জ্ঞেয়দর্শন, এই যোগিযোগ্য সকল কর্ম্ম যথাক্রমে করিয়া যে ফল লাভ হয়, বর্ণমণ্ডল প্রদর্শনে সেই ফল হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে কোন প্রকারে মণ্ডলাঙ্কন, আয়তনাশ্রম-লেপন, উত্তর দক্ষিণ পৃষ্ঠ বা চতুষ্কোণে চূর্ণ দ্বারা অলঙ্করণ, গন্ধ-পুষ্পক্ষেপ এবং চতুর্ব্বিধ ধূপ-দীপ দান করিয়া দেবদেব ঈশানের নিকট প্রার্থনা করিলে, শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। তথায় স্বীয় দেহ-সৌরভে শিবভবন পূর্ণ করত শতকোটি কল্প মহাসুখভোগ করিয়া ক্রমে পুণ্যশেষে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্তি হয়; তথায় গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে পূজা করিতে থাকে। ক্রমে এই ধরাধামে আসিয়া বীর্য্যবান্ রাজা হন।২৭—৪২। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সরোবরের জল বস্ত্রপূত হইলে পবিত্র, ফেনবর্জ্জিত নদীজল বিশেষতঃ পবিত্র। হে দ্বিজোত্তমগণ! অতএব সর্ব্বসিদ্ধির জন্য বৈদিক সকল কার্য্যই

অহিংসা তু পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বস্ত্রপূতেন কারয়েৎ ॥ ৪৫
যদ্দানমভয়ং পুণ্যং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্।
তস্মাৎ সা পরিহর্ত্তব্যা হিংসা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৪৬
মনসা কর্ম্মণা বাচা সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
দয়া দর্শিতপন্থানঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৪৭
ত্রৈলোক্যমখিলং হত্বা যৎ পাপং জায়তে নৃণাম
শিবালয়ে নিহত্যৈকমপি তৎ পাপমাপ্নুয়াৎ ॥৪৮
শিবার্থং সর্ব্বদা কার্য্যা পুষ্পহিংসা দ্বিজোত্তমৈঃ
যজ্ঞার্থং পশুহিংসা চ রাজ্ঞা দুষ্টস্য শাসনম্ ॥৪৯
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা অত্রেশ্চ কুলসম্ভবাঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমাত্রেয্যা বধতো ভবেৎ ॥৫০
স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ন হন্তব্যা সর্ব্বৈশ্চৈব দ্বিজাতিভিঃ
সর্ব্বধর্ম্মেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ পাপকর্ম্মরতা অপি ॥৫১
তস্মাদহিংসাদিযুতঃ শান্তঃ শিবজনপ্রিয়ঃ।
ভক্তিং শিবে সমাস্থায় তস্মিন্ জন্মনি মুচ্যতে

বিশ্বেশ্বরে বিরূপাক্ষে বিশ্বব্যাপিনি বিশ্বগে।
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ভক্তিঃ কার্য্যা মনীষিভিঃ
পুত্রবিত্তাদিষু যথা সক্তং চিত্তং সদা নৃণাম্।
তথা সকৃদ্বিরূপাক্ষে দূরং কিং শাঙ্করং পদম্ ॥
ভজন্তে যে যথা শম্ভুং ফলং তেষাং তথাবিধম্
প্রযচ্ছতি মহাদেবো ভক্তির্নৈবাস্তি নিষ্ফলা ॥৫৫
উচ্ছিষ্টঃ পূজয়েদীশং মোহান্ধো যদ্দ্বিজাধমঃ
পিশাচলোকে বিপুলান্ ভোগান্ ভুঙ্ক্তে স মানবঃ ॥ ৫৬
সংক্রুদ্ধো রাক্ষসস্থানমভক্ষী যাক্ষমাপ্নুয়াৎ।
গানশীলো হি গান্ধর্ব্বং নৃত্যশীলস্তথৈব চ ॥৫৭
খ্যাতিশীলস্তথৈবেন্দ্রমব্ভক্ষশ্চান্দ্রমাপ্নুয়াৎ ॥৫৮
গায়ত্র্যা পূজয়েদীশমব্দমেকং নিরন্তরম্।
প্রাজাপত্যমথাসাদ্য সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ভবেৎ ॥৫৯
ব্রাহ্মঞ্চ প্রণবেনৈব তেনৈবাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ॥
শ্রদ্ধয়া সকৃদেবাপি সমভ্যর্চ্চ্য মহেশ্বরম্।

পবিত্র জল দ্বারা সম্পাদনীয়। সর্ব্ব প্রাণীর অহিংসা পরম-ধর্ম্ম; অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নে বস্ত্রপূত জলদ্বারা কর্ম্ম কর্ত্তব্য। অভয়দান সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হিংসাবর্জ্জন কর্ত্তব্য। যাঁহারা বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতের হিতে তৎপর এবং দয়া যাঁহাদিগের পথি-প্রদর্শক, তাঁহারা শিবলোকে গমন করেন। সমস্ত ত্রৈলোক্য বধ করিলে মানবের যে পাপ হয়, শিবমন্দিরে একটী প্রাণিবধ করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তমগণ! শিবের জন্য সর্ব্বদা পুষ্পহিংসা করিবে। যজ্ঞের জন্য পশুহিংসা ও রাজার দুষ্টশাসনও কর্ত্তব্য; কিন্তু স্ত্রীলোক সর্ব্বত্র অবধ্য। অত্রি-কুলসম্ভূতা রমণী বিশেষতঃ অবধ্যা। আত্রেয়ীবধে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! পাপকর্ম্মরত হইলেও স্ত্রীলোক কোন দ্বিজের হন্তব্য নহে; ইহা সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মত ব্যবস্থা। অতএব অহিংসাযুক্ত, শান্ত, শিবভক্তপ্রিয় হইয়া শিবে ভক্তি করিলে সেই জন্মেই মুক্তিলাভ হয়। মনীষিগণ, আর সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বব্যাপী বিশ্বগামী বিশ্বেশ্বর বিরূপাক্ষে ভক্তি করিবেন। মানবের মন, পুত্র ও ধনাদিতে যে প্রকার সতত আসক্ত, শিবের প্রতি একবারও সেরূপ হইলে, শিবপদ দূরে থাকে না। যাহারা যে প্রকারে শিবভজনা করে, শিব তাহাদের সেই প্রকার ফল দান করেন, ভক্তি নিষ্ফল হয় না। মোহান্ধ দ্বিজাধম, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় শিবপূজা করিলে, পিশাচলোকে বিপুলভোগ প্রাপ্ত হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া শিবপূজা করিলে রাক্ষসস্থান এবং ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় শিবপূজা করিলে যক্ষস্থান প্রাপ্ত হয়। নৃত্যগীত করত শিবপূজা করিলে গন্ধর্ব্বলোক, প্রশংসাপরায়ণ হইয়া শিবপূজা করিলে ইন্দ্রপদ, আর জলাহারে থাকিয়া শিবপূজা করিলে চন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নিরন্তর এক বৎসর গায়ত্রীমন্ত্রে শিবপূজা করে, সে ব্যক্তি প্রজাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকে। প্রণব দ্বারা শিবপূজা করিলে ব্রহ্মলোক এবং তাহাতেই বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। মানব,

রুদ্রলোকমনুপ্রাপ্য রুদ্রৈঃ সার্দ্ধং প্রমোদতে ॥
য ইমং পঠতেঽধ্যায়ং শ্রদ্ধয়া শিবসন্নিধৌ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৬২

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনক-সংবাদে শিবালয়করণাদিফলকথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
ভূয়োঽপি শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ
কথং সর্ব্বাত্মকো রুদ্রঃ কথং পাশুপতং ব্রতম্ ॥
ব্রূহি সূত মহাভাগ সর্ব্বমেতদসংশয়ম্।
কথং নো জায়তে প্রীতিঃ শ্রোতুং শিবকথামৃতম্
সূত উবাচ।
পুরা ব্রহ্মাদয়ো দেবা দ্রষ্টুকামা মহেশ্বরম্।
মন্দরং প্রযযুঃ সর্ব্বে শম্ভোঃ প্রিয়তরং গিরিম্ ॥
স্তুত্বা প্রাঞ্জলয়ো দেবা হরস্য পুরতঃ স্থিতাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বাথ মহাদেবো লীলয়া পরমেশ্বরঃ ॥ ৪
তেষামপহৃতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্।
দেবা হ্যপৃচ্ছংস্তং দেবমাত্মানং পুরতঃ স্থিতম্ ॥
আসংস্তে সকৃদজ্ঞানাৎ ত্বমাহুঃ কো ভবানিতি
অব্রবীদ্ভগবানীশো হ্যহমেব পুরাতনঃ ॥ ৬
আসং প্রথমমেবাহং বর্ত্তামি চ সুরোত্তমাঃ।
ভবিষ্যামি চ লোকেঽস্মিন্ মত্তো নান্যোঽস্তি কশ্চন ॥ ৭
ব্যতিরিক্তঞ্চ মত্তোঽস্তি নান্যৎ কিঞ্চিৎ সুরোত্তমাঃ।
নিত্যানিত্যোঽহমেবাস্মি ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণস্পতিঃ
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব প্রকৃতিশ্চ পুমানহম্।
ত্রিষ্টুব্জগত্যনুষ্টুপ্ চ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দস্ত্রয়ীময়ঃ ॥ ৯
সত্যোঽহং সর্ব্বতঃশান্তস্ত্রেতাগ্নির্গৌরহং গুরুঃ
গৌর্য্যহঞ্চ হরশ্চাহং ব্যোমাহং জগতাং প্রভুঃ ॥ ১০
শ্রেষ্ঠোঽহং সর্ব্বতত্ত্বানাং বরিষ্ঠোঽহমপাং পতিঃ
আপোঽহং ভগবানীশস্তেজোঽহংবোদরপ্যহম্

শ্রদ্ধাসহকারে একবার মাত্র শিবপূজা করিলেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রগণের সহিত আনন্দ ভোগ করিতে পারে। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় শ্রদ্ধাসহকারে শিবসমীপে পাঠ করিবে, সে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সাদরে স্থান পাইবে। ৪৩—৬২।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—পরমেষ্ঠী শিবের আরও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। রুদ্র সর্ব্বাত্মক কেন এবং পাশুপত ব্রত কিরূপ? হে মহাভাগ সূত! ইহা নিঃসংশয়ে বলুন। শিবকথামৃতশ্রবণে কেন না প্রীতি হইবে? সূত বলিলেন,—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবদর্শনাভিলাষে শিবের প্রিয়তর মন্দর-পর্ব্বতে গমন করেন। দেবগণ স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শিবসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর পরমেশ্বর মহাদেব তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া লীলাক্রমে সেই ব্রহ্মাদিদেবগণের জ্ঞান অপহরণ করিলেন। দেবগণ সম্মুখস্থিত আত্মস্বরূপ মহাদেবকে অজ্ঞান বশতঃ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আপনি?" ভগবান্ মহেশ্বর বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমিই পুরাতন, প্রথমে আমিই ছিলাম, এক্ষণেও আমি আছি, এই লোকে পরেও আমি থাকিব; আমি ভিন্ন আর কেহ এরূপ নহে। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! মদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। আমি নিত্য, আমি অনিত্য; আমি ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মণস্পতি (ব্রহ্মার ঈশ্বর), আমি দিক্-বিদিক্, প্রকৃতি পুরুষ; আমি ত্রিষ্টুপ্, জগতী অনুষ্টুপ এবং পঙ্‌ক্তিছন্দঃ; আমিই ত্রয়ী। আমি সর্ব্বতোভাবে শান্ত, সত্য; আমি ত্রেতাগ্নি, আমি গো ও আমি গুরু। আমি হর, আমি গৌরী, আমি আকাশ, এবং আমি জগদীশ্বর।১—১০। আমি সর্ব্বতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, আমি বরিষ্ঠ, আমি সমুদ্র, আমি জল,

ঋগ্বেদোঽহং যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽহমাত্মভূঃ।
অথর্ব্বণোঽথ মন্ত্রোঽহং তথা চাঙ্গিরসাং বরঃ॥
ইতিহাসপুরাণানি কল্পোঽহং কল্পনা হ্যহম্।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চাহং ক্ষান্তিঃ শান্তিরহং খগঃ॥
গুহ্যোঽহং সর্ব্ববেদেষু আরণ্যোঽহমজোঽপ্যহম্
পুষ্করঞ্চ পবিত্রঞ্চ মধ্যঞ্চাহং ততঃ পরম্ ॥ ১৪
বহিশ্চাহং তথা চান্তঃ পুরস্তাদহমব্যয়ঃ।
জ্যোতিশ্চাহং তমশ্চাহং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥১৫
বুদ্ধিশ্চাহমহঙ্কারস্তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ।
এবং সর্ব্বঞ্চ মামেব যো বেদ স সুরোত্তমঃ॥
স এব সর্ব্ববিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ॥ ১৭
গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণ্যেন হবীংষি চ
হবিষা যস্তথা সত্যং সত্যেন চ সুরোত্তমাঃ॥১৮
ধর্ম্মং ধর্ম্মেণ চ তথা তর্পয়ামি স্বতেজসা।
ইত্যাদি ভগবানুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১৯

আমি ভগবান ঈশ্বর, আমি তেজ, বেদিও আমি। আমিই আত্মসম্ভূত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ *, আমি অথর্ব্ববেদমন্ত্র, আমিই অঙ্গিরঃপ্রবর। আমি ইতিহাস, পুরাণ, কল্প গ্রন্থ এবং কল্পনা। আমি অক্ষর, আমি ক্ষর, আমি ক্ষান্তি,আমি শান্তি, আমিই গগনচারী। আমি সর্ব্ববেদান্তগুহ্য, আমি আরণ্য, আমি অজ। আমি পুষ্কর, পবিত্র এবং মধ্য। আমি তাহারও অতিরিক্ত; অব্যয়স্বরূপ আমি অন্তর, বাহ্য এবং সম্মুখ। আমি জ্যোতিঃ, আমি অন্ধকার। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আমি বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ সর্ব্বাত্মক জ্ঞান করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ। সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বদর্শী। আমিই গো দ্বারা গোকে, ব্রাহ্মণ সকলকে ব্রহ্মণ্য দ্বারা, ঘৃতকে ঘৃত দ্বারা, সত্যকে সত্য দ্বারা এবং ধর্ম্মকে ধর্ম্ম দ্বারা

* আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং আমি আত্মভূ (বিষ্ণু, ব্রহ্মা বা কামদেব ইহার অর্থান্তর)।

নাপশ্যংস্তে ততো দেবং রুদ্রং পরমকারণম্।
তে দেবাঃ পরমাত্মানং রুদ্রং ধ্যায়ন্তি শঙ্করম্
সনারায়ণকা দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চ মুনয়স্তথা।
ততোর্দ্ধবাহবো দেবা হ্যস্তুবন্ শঙ্করং তদা॥২১

দেবা ঊচুঃ।

য এষ ভগবান্ রুদ্রো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ।
স্কন্দশ্চাগ্নিস্তথা চন্দ্রো ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ২২
ভূতানি চ তথা সূর্য্যঃ সোমাদ্যষ্টৌ গ্রহাস্তথা।
প্রাণঃ কালো যমো মৃত্যুরমৃতং পরমেশ্বরঃ॥২৩
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানং মহেশ্বরঃ।
বিশ্বং কৃৎস্নং জগৎ সর্ব্বং সত্যং তস্মৈ নমো নমঃ
ওমাদৌ চ তথা মধ্যে ভূর্ভুবঃস্বস্তথৈব চ।
অন্তে ত্বং বিশ্বরূপোঽসি শীর্ষঞ্চ জগতঃ সদা॥
ব্রহ্মৈকস্ত্বং দ্বিত্রিধোর্দ্ধমধস্তত্ত্বং সুরেশ্বরঃ।
শান্তিশ্চ ত্বং তথা পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাপ্যহুতং হুতম্ ॥২৬
বিশ্বঞ্চৈব তথাবিশ্বং দত্তঞ্চাদত্তমীশ্বরঃ।
ঋতং বাপ্যথবা দেব পরমপ্যপরং ধ্রুবম্॥ ২৭
পরায়ণং সতাঞ্চৈব অসতামপি শঙ্কর॥ ২৮

স্বীয় তেজে তর্পিত করি। ভগবান্ এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সেই দেবগণ, পরমকারণ রুদ্রকে দেখিতে পাইলেন না। তখন দেবগণ, পরমাত্মা শঙ্কর রুদ্রকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১১—২১। অনন্তর নারায়ণ-ইন্দ্র-সমন্বিত দেবগণ ও মুনিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—যে ভগবান্ রুদ্র, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, স্কন্দ, অগ্নি-চন্দ্র, চতুর্দ্দশভুবন ও ভূতগণ; যিনি চন্দ্র-সূর্য্য অষ্ট গ্রহ, প্রাণ-কাল-যম, মৃত্যু, অমৃত ও পরমেশ্বর; যিনি ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান; যিনি মহেশ্বর বিশ্ব এবং সম্পূর্ণ জগৎ; যিনি সত্যস্বরূপ; তাঁহাকে নিত্য বারংবার নমস্কার করি। যিনি আদিতে প্রণব, মধ্যে ভূর্ভুবঃস্বঃ এবং অন্তে বিশ্বরূপ জগতের শীর্ষ; যিনি ব্রহ্মরূপে একতত্ত্ব, ঊর্দ্ধ এবং অধোরূপে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ তত্ত্ব; যিনি শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, হুত এবং অহুত; যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বাতিরিক্ত; যিনি দত্ত এবং অদত্ত;

অপাম সোমমমৃতা অভূমা-
গন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ।
কিং নূনমস্মান কৃণবদরাতিঃ
কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য ॥ ২৯

এতজ্জগদ্বেদিতব্যমক্ষরং সূক্ষ্মমব্যয়ম্ ।
প্রাজাপত্যং পবিত্রং বা সৌম্যমগ্রাহ্যমগ্রিয়ম্ ॥
আগ্নেয়েনাপি চাগ্নেয়ং বায়ব্যেন সমীরণম্ ।
সৌম্যেন সৌম্যং গ্রসতে তেজসা স্বেন লীলয়া
তস্মৈ নমোঽপসংহর্ত্রে মহাগ্রাসায় শূলিনে ।
হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
হৃদি ত্বমসি যোনিস্ত্বং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্তু সঃ
শিরশ্চোত্তরতস্তস্য পাদৌ দক্ষিণতস্তথা ॥ ৩৩
স যো জীবোত্তরঃ সাক্ষাৎ স ওঙ্কারঃ সনাতনঃ
ওঙ্কারো যঃ স বৈ দেবঃ প্রণবো ব্যাপ্য তিষ্ঠতি
অনন্ততারঃ সূক্ষ্মশ্চ শুক্লং বৈদ্যুতমেব চ ।
পরব্রহ্ম স ঈশান একো রুদ্রঃ স এব চ ॥৩৫
ভবান্ মহেশ্বরঃ সাক্ষান্মহাদেবো ন সংশয়ঃ ।
ত্বেবং স ওঙ্কারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৬

যিনি ঋত, পর, অপর, ধ্রুব এবং সদসৎপরায়ণ; যিনি 'অপাম' ইত্যাদি মন্ত্রাত্মক, জগৎজ্ঞেয়-অব্যয়, সূক্ষ্ম, অক্ষর; যিনি পবিত্র প্রাজাপত্যমন্ত্র; যিনি অগ্রাহ্য, অগ্রিয় ও সৌম্যরূপ; যিনি স্বীয় আগ্নেয়তেজে আগ্নেয়-তেজ, বায়ব্য-তেজে বায়ু এবং সৌম্যতেজে সৌম্য-তেজ লীলাক্রমে গ্রাস করেন, সেই মহাগ্রাস-সংহর্ত্তা শূলপাণি শঙ্কর ঈশ্বরকে নমস্কার। হৃদয়ে সর্ব্বদেবতা প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বযোনি আপনি মাত্রাস্বরূপে ও তদতীতরূপে হৃদয়ে অবস্থিত। তাঁহার উত্তরে মস্তক, দক্ষিণে চরণ; তিনি জীবোত্তর এবং সেই সনাতন দেবই প্রণবস্বরূপ। যিনি ওঙ্কার, তিনি সেই দেব; প্রণবরূপী সেই দেব-জগৎব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। তিনি অনন্ত-তার, সূক্ষ্ম শুক্ল ও বৈদ্যুত-স্বরূপ; তিনি পরব্রহ্ম ঈশান এবং একমাত্র রুদ্র। আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব মহেশ্বর, ইহাতে সংশয় নাই। ঊর্দ্ধে উন্নত করান বলিয়া ওঙ্কার; প্রাণকে টানিয়া

প্রাণান্ নয়তি যৎ তস্মাৎ প্রণবঃ পরিভাবিতঃ
সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি যৎ তস্মাৎ সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ
ব্রহ্মা হরিশ্চ ভগবানাদ্যন্তং নোপলব্ধবান্ ।
যথান্তে চ ততোঽনন্তো রুদ্রঃ পরমকারণম্ ॥৩৮
যৎ তারয়তি সংসারাৎ তার ইত্যভিধীয়তে ।
সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরাণি সর্ব্বদা হ্যধিতিষ্ঠতি ॥৩৯
তস্মাৎ সূক্ষ্মঃসদা খ্যাতো ভগবান্নীললোহিতঃ
নীলশ্চ লোহিতশ্চৈব প্রধানপুরুষান্বয়াৎ ॥ ৪০
স্কন্দতেঽস্য যতঃ শুক্রং ততঃ শুক্রময়ীতি চ ।
বিদ্যোতয়তি যৎ তস্মাদ্বৈদ্যুতং পরিগীয়তে ॥৪১
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণাদ্ব্রহ্ম বৃংহতে চ পরাবরান্ ।
তস্মাদ্ বৃংহতি যৎ তস্মাৎ পরং ব্রহ্মেতি
কীর্ত্তিতম্ ॥৪২
অদ্বিতীয়োঽথ ভগবং তুরীয়ঃ শিব ঈশতে ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশং বক্রমীশ্বরম্ ॥ ৪০
ঈশানমিন্দ্র তস্থুষঃ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বদা ।

লন বলিয়া প্রণব; সকল বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত, এইজন্য আপনি সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় ব্রহ্মা এবং হরিও পরমকারণ রুদ্রের আদি অন্ত জানিতে পারেন নাই, এই কারণে তিনি অনন্ত। সংসার হইতে নিস্তার করেন বলিয়া তিনি তার নামে কথিত। ভগবান্ সর্ব্বদা সূক্ষ্মরূপে শরীরাধিষ্ঠিত বলিয়া সূক্ষ্ম নামে খ্যাত। নীল এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া তিনি নীললোহিত। প্রকৃতিপুরুষরূপী তাঁহা হইতে শুক্র স্খলিত হয় বলিয়া তিনি শুক্রময় * নামে খ্যাত। বিদ্যোতন (প্রকাশ) করেন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদ্যুত। বৃহত্ত্ব এবং বৃদ্ধিজনকত্ব হেতু তিনি ব্রহ্ম। বৃহৎরূপে স্থিত হইয়া এই পরাপর অর্থাৎ কার্য্যকারণস্বরূপ জগৎকে বর্দ্ধিত করেন বলিয়া তিনি পরমব্রহ্ম।২২—৪২। সেই ভগবান্ শিব অদ্বিতীয় এবং তুরীয়। তিনি আত্মা ও স্থাবরের অধীশ্বর, জগৎস্বামী, স্বর্গদর্শী, জগৎপালক ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং

* "শুক্রমায়ে" পাঠ বরং সঙ্গত।

ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং যৎ তদীশানমুচ্যতে ॥৪৪
যদীক্ষতে চ ভগবান্ নিরীক্ষয়তি চান্যথা।
আত্মজ্ঞানং মহাদেবো যোগো গময়তি স্বয়ম্।
ভগবাংশ্চোচ্যতে তেন দেবেদেবো মহেশ্বরঃ
সর্ব্বাল্লোকান্ ক্রমেণৈব যো গৃহ্ণাতি মহেশ্বরঃ
বিসৃজত্যেব দেবেশো বাসয়ত্যপি লীলয়া ॥৪৭
এষ হি দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভ অন্তঃ ॥ ৪৮
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্গনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।
উপাসিতব্যং যত্নেন তদেতৎ সদ্ভিরগ্রিয়ম্ ॥৪৯
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
তদগ্রহণমেবেহ যদ্বাগ্ বদতি যত্নতঃ ॥৫০
অপরঞ্চ পরঞ্চেতি পরায়ণমিতি স্বয়ম্।
বদন্তি বাচঃ সর্ব্বজ্ঞং শঙ্করং নীললোহিতম্ ॥৫১
এষ সর্ব্বো নমস্তস্মৈ পুরুষঃ পিঙ্গলঃ শিবঃ।
স একঃ স মহারুদ্রো বিশ্বং ভূতং ভবিষ্যতি ॥৫২
ভুবনং বহুধা জাতং জায়মানমিতস্ততঃ।
হিরণ্যবাহুর্ভগবান্ হিরণ্যমপি চেশ্বরঃ ॥৫৩
অম্বিকাপতিরীশানো হেমরেতা বৃষধ্বজঃ।
উমাপতির্বিরূপাক্ষো বিশ্বভুগ্ বিশ্ববাহনঃ ॥৫৪
ব্রহ্মাণং বিদধে যোঽসৌ পুত্রমগ্নেঃ সনাতনম্।
প্রহিণোতি স্ম তস্মৈ চ জ্ঞানমাত্মপ্রকাশকম্।
তমেকং পুরুষং রুদ্রং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ ॥৫৫
বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে
বিশ্বদেবং বহ্নিরূপং বরেণ্যম্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৫৬
মহতোঽপি মহীয়ান্ স অণোরপ্যণুরব্যয়ঃ।
গুহায়াং নিহিতশ্চাত্মা জন্তোরস্য মহেশ্বরঃ ॥৫৭
বিশ্বং ভূতঞ্চ বিশ্বস্য কমলং স্বাদ্ধৃদি স্বয়ম্।
গহ্বরং গগনান্তস্থং বিশ্বান্তশ্চোর্দ্ধতঃ স্থিতম্ ॥
তত্রাপি শুভ্রং গগনমোঙ্কারং পরমেশ্বরম্।
বালাগ্রমাত্রং মধ্যস্থমৃতং পরমকারণম্ ॥৫৯

তিনি সর্ব্ববিদ্যার ঈশ্বর, এইজন্য তিনি ঈশান নামে কথিত। সেই ভগবান্, আপনি তত্ত্ব দর্শন করেন, অথচ অন্যকে অন্য প্রকার দর্শন করান এবং সেই মহাদেবই স্বয়ং যোগরূপে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, এইজন্য দেবদেব মহেশ্বর 'ভগবান্' নামে কথিত। এই মহেশ্বর ক্রমেই সর্ব্বলোক গ্রহণ এবং সর্ব্বলোক বিসর্জ্জন করেন; আর লীলাক্রমে ইনিই তাহাদিগকে স্থাপন করেন। সেই দেবদেবই সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী, তিনিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানস্থায়ী। তিনিই প্রত্যগাত্মরূপে এবং অন্তর্বাহে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বতোমুখ। বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই আগ্রয় তত্ত্বকেই যত্নসহকারে উপাসনা করা উচিত। "তিনি গ্রহণের অযোগ্য" বাক্য যত্নসহকারে এই কথা প্রকাশ করে। তিনি পর, অপর এবং পরায়ণ। বাক্য তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর ও নীললোহিত নামে প্রকাশ করে। এই পিঙ্গল পুরুষ শিবই সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার। সেই এক মহারুদ্রই বিশ্ব, তিনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ; তিনি উৎপন্ন এবং উৎপৎস্যমান ভুবনস্বরূপে নানা প্রকারে অবস্থিত। সেই বৃষধ্বজই হিরণ্যবাহু, ভগবান্ ঈশ্বর, অম্বিকাপতি, ঈশান, হিরণ্যরেতা এবং হিরণ্য। তিনি উমাপতি বিরূপাক্ষ, বিশ্বভোগী এবং বিশ্ববাহন। যিনি অগ্নি হইতে সনাতন ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছেন এবং আত্মপ্রকাশ জ্ঞান তাঁহাকে দিয়াছেন, সেই একমাত্র পুরুহূত পুরুষ্টুত হৃদয়মধ্যে কেশাগ্রপরিমাণে অবস্থিতি বহ্নিরূপী বরেণ্য আত্মস্থিত বিশ্বদেবকে যে ধীরগণ দর্শন করেন,তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়; অপরের হয় না ॥৪৩—৫৬। তিনি মহৎ হইতেও মহীয়ান্, অণু হইতেও অণু, সেই মহেশ্বরই আত্মস্বরূপে প্রাণিগণের হৃদয়গুহায় সংস্থিত। তিনি বিশ্ব ও ভূতস্বরূপ অথচ বিশ্বহৃদয়াবস্থিত পদ্মও তিনি। তিনি গহ্বর (হৃদয়) এবং গগনমধ্যস্থ (হৃদয়াকাশস্থিত), আর তিনিই বিশ্বের অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে স্থিত। যে পরমেশ্বর নির্ম্মল গগনাত্মক ওঙ্কার; যিনি কেশা-

সত্যং ব্রহ্ম মহাদেবং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধরেতসমীশানং বিরূপাক্ষমজং ধ্রুবম্ ॥৬০
অধিতিষ্ঠতি যো যোনিং যোনিশ্চৈব স ঈশ্বরঃ
দেহে পঞ্চবিধাত্মানং তমীশানং পুরাতনম্ ॥৬১
প্রাণেঽপ্যন্তর্ম্মনসো লিঙ্গমাহু-
র্যস্মিন্ ক্রোধো যা চ তৃষ্ণা ক্ষমা চ।
তৃষ্ণাং ছিত্বা হেতুজাতস্য মূলং
ভজস্ব দেবং হরমেব কেবলম্ ॥৬২
পরাৎ পরতরঞ্চাহুঃ পরাৎ পরতরং ধ্রুবম্।
ব্রহ্মণো জনকং বিষ্ণোর্বহ্নের্বায়োঃ সদাশিবম্ ॥
ধ্যাত্বাগ্নিনা চ সমগ্নিং বিশেষ্যাচঃ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চ ভূতানি সংযম্য মাত্রাগুণবিধিক্রমাৎ ॥৬৪
মাত্রাঃ পঞ্চ চতস্রশ্চ ত্রিমাত্রা দ্বিস্ততঃ পরম্।
একমাত্রমমাত্রং হি দ্বাদশান্তেষবস্থিতম্ ॥৬৫
স্থিত্যাং স্থাপ্যামৃতো ভূত্বা ব্রতং পাশুপতং
চরেৎ।
এতদ্ব্রতং পাশুপতং চরিষ্যামঃ সমাসতঃ ॥৬৬
অগ্নিমাধায় বিধিবদৃগ্‌যজুঃসামসম্ভবৈঃ।

উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতঃ শুক্লাম্বরধঃ স্বয়ম্ ॥৬৭
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
জুহুয়াদ্বিরজা বিদ্বান্ বিরজাঃ স ভবিষ্যতি ॥৬৮
বায়বঃ পঞ্চ শুদ্ধ্যর্থং বাঙ্মনশ্চরণাদয়ঃ।
শ্রোত্রে জিহ্বা তথা ঘ্রাণং মনো বুদ্ধিস্তথৈব চ ॥
শিরঃ পাণিস্তথা পার্শ্বং পৃষ্ঠোদরমনন্তরম্।
জঙ্ঘে শশ্নুপস্থঞ্চ পায়ুং মেঢ্রং তথৈব চ ॥৭০
ত্বক্‌চ মাংসঞ্চ রুধিরং মেদোঽস্থীনি তথৈব চ।
শব্দং স্পর্শঞ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥৭১
ভূতানি চৈব শুধ্যন্তাং মদেহে স্বাদয়স্তথা।
অন্তঃপ্রাণমনোজ্ঞানং শুধ্যতাং মে শিবেচ্ছয়া ॥
হুত্বা যেন সমিদ্ভিশ্চ বরুণায় যথাক্রমম্।
উপসংহৃত্য রুদ্রাগ্নিং গৃহীত্বা ভস্ম যত্নতঃ ॥৭৩
অগ্নিরিত্যাদিনা ধীমান্ বিমৃজ্যাঙ্গানিসংস্পৃশেৎ
এতৎ পাশুপতং দিব্যং ব্রতং পাশবিমোক্ষণম্
ব্রাহ্মণানাং সতাং প্রোক্তং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ
বৈশ্যানামপি যোগ্যানাং যতীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্থানাং গৃহস্থানাং সতামপি।

দ্বাদশান্তস্থ মনোমধ্যস্থ পরম কারণ সত্য ব্রহ্ম; যিনি কৃষ্ণপিঙ্গল, পুরুষ মহাদেব; যিনি ঊর্দ্ধরেতা ঈশান বিরূপাক্ষ নিত্য অজ; যে কারণরূপী ঈশ্বর জীবদেহে পঞ্চবিধ আত্মায় অধিষ্ঠিত; প্রাণস্থিত যে পদার্থই অন্তঃকরণ লিঙ্গরূপে কথিত হন; ক্রোধ, তৃষ্ণা এবং ক্ষমা যাঁহাতে আশ্রিত; সংসারমূল তৃষ্ণা পরিহারপূর্ব্বক সেই দেবদেব হরকেই কেবল ভজনা কর। সেই সদাশিবই পরাৎপরতররূপে কথিত, সেই নিত্য পরাৎপরতর পদার্থই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বায়ুর জনক। অগ্নিরূপী রুদ্রের ধ্যান বাত্ময়রূপ প্রবেশ এবং পঞ্চমাত্রা, চতুর্ম্মাত্রা, ত্রিমাত্রা, দ্বিমাত্রা, একমাত্রা এবং মাত্রাহীন এই রীত্যনুসারে পঞ্চভূত সংযম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাবস্থিত সেই পরম তত্ত্বকে আত্মস্থাপিত করিবে; অনন্তর অমৃতরূপী হইয়া "এই পাশুপত ব্রত সংক্ষেপে আচরণ করিব" বলিয়া পাশুপত-ব্রত করিবে। বিদ্বান্ ব্রতী উপবাসী, শুচি, কৃতস্নান, শুক্লবস্ত্র শুক্ল যজ্ঞোপবীত শুক্লমাল্যানুলেপনধারী এবং রাজস-তামসভাববর্জ্জিত হইয়া, ঋক্, যজু ও সামবেদসম্বন্ধী মন্ত্রে অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক তাহাতে হোম করিবে। পঞ্চ বায়ু, বাক্য, মন, পাদ, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মস্তক, হস্ত, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, জঙ্ঘা, উপস্থ, পায়ু, মেঢ্র, ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং মদীয় শরীরাত্মক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত বিশুদ্ধ হউক; শিবের ইচ্ছাক্রমে প্রাণমনোত্যন্তরবর্ত্তী জ্ঞানও শুদ্ধ হউক। ৫৭—৭২। অনন্তর বরুণ উদ্দেশে সমিধ্ হোমকরিয়া রুদ্রাগ্নি উপসংহার এবং যত্নসহকারে ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক 'অগ্নি' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করত স্পর্শ করিবে। সৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং যোগ্য বৈশ্যগণের আর বিশেষতঃ যতিদিগের পাশুপত নামক পাপ বিমোচক এই দিব্য ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিমুক্তির্বিধিনানেন দৃষ্টা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৭৫
অগ্নিরিত্যাদিনা সম্যগ্‌গৃহীত্বা হ্যগ্নিহোত্রকম্।
সোঽপি পাশুপতো বিপ্রো বিমৃজ্যাঙ্গানি
সংস্পৃশেৎ ॥ ৭৬
ভস্মচ্ছন্নো দ্বিজো বিদ্বান্ মহাপাতকসম্ভবৈঃ।
পাপৈর্বিমুচ্যতে সত্যং লিপ্যতে চ ন সংশয়ঃ ॥
বীর্য্যমগ্নের্যতো ভস্ম বীর্য্যবান্ ভস্মসম্মতঃ ॥ ৭৮
ভস্মস্নানরতো বিপ্রো ভস্মশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৯
ইত্যুক্তা ভগবান্ ব্রহ্মা স্তুত্বা দেবং সমপ্রভুঃ।
ভস্মচ্ছন্নঃ স্বয়ং কৃৎস্নং বিররামাস্তুজাসনঃ ॥ ৮০
অথ তেষাং প্রসাদার্থং পশূনাং পতিরীশ্বরঃ।
স গত্বা চোময়া সার্দ্ধং সান্নিধ্যমকরোৎ প্রভুঃ ॥
অথ সন্নিহিতং রুদ্রং তুষ্টুবুঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
রুদ্রং ধ্যায়েৎ তু দেবেশং দেবদেবমুমাপতিম্ ॥
দেবোঽপি দেবতা লোক্য স্বণয়া চ বৃষধ্বজঃ।
তুষ্টোঽস্মীত্যাহ দেবেশো বরং দত্ত্বা বরারিহা।
ক্ষণাদন্তর্হিতঃ শম্ভুর্ব্রহ্মাদীনাং প্রপশ্যতাম্ ॥ ৮৩
সূত উবাচ।
ইমং যঃ পঠতেঽধ্যায়ং শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
সর্ব্বতীর্থফলঞ্চৈব সর্ব্বযজ্ঞফলং তথা ॥ ৮৪
সর্ব্বদেবব্রতফলং সর্ব্বস্তোত্রফলং তথা।
প্রাপ্নোতি তৎফলং বিপ্রাঃ শ্রদ্ধয়া শিবসন্নিধৌ
গাণপত্যমবাপ্নোতি দেহান্তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সর্ব্বাত্মকরুদ্রপাশুপতব্রত-কথনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
বক্ষ্যামি শিবমাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
বহুভির্বহুধা শাস্ত্রৈঃ কীর্ত্তিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১

বানপ্রস্থাশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগের, সাধু গৃহস্থদিগের এবং ব্রহ্মচারীদিগেরও এবংবিধ বিধানে সংসারবিমুক্তি হইয়া থাকে। পাশুপত-ব্রতনিষ্ঠ বিপ্র, "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিধি অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া ভস্ম দ্বারা অঙ্গ প্রমার্জ্জনপূর্ব্বক স্পর্শ করিবে। কারণ, বিদ্বান্ বিপ্র, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলে মহাপাতকাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং নিঃসন্দেহ আর কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হয় না। ভস্ম অগ্নির বীর্য্যস্বরূপ, এজন্য ভস্মবিভূষিত মানবও বীর্য্যবান্। যে বিপ্র, ভস্মস্নাননিরত, ভস্মশায়ী ও জিতেন্দ্রিয়, সে সমুদয় পাপরাশি হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া দেব মহেশ্বরের স্তুতিবাদান্তে বিরত হইলেন এবং স্বয়ংও প্রভু মহেশ্বরের তুল্য সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলেন। অনন্তর পশুপতি মহাদেব তাঁহাদিগের সন্তোষার্থ গমনপূর্ব্বক দেবী উমার সহিত মিলিত হইলে সেই সুরপুঙ্গবগণ, দেবদেব উমাপতি রুদ্রকে সন্নিহিত দেখিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরম রিপুনাশন দেবাধিদেব বৃষধ্বজ শঙ্কর সদয়-নেত্রে দেবগণকে নিরীক্ষণ করত কহিলেন,—আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি; এই বলিয়া বরদানপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি-সমক্ষেই ক্ষণকালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি শুচি ও সমাহিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শিবসন্নিধানে এই অধ্যায় পাঠ করে, হে মুনিপুঙ্গবগণ! তাহার সর্ব্ব-তীর্থদর্শনের, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের, নিখিল দেবতারাধনের, সর্ব্ববিধ ব্রতানুষ্ঠানের, এবং সমুদয় স্তোত্রপাঠের ফললাভ হইয়া থাকে এবং সে, দেহাবসানে গাণপত্য-পদ লাভ করে। ৭৩—৮৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! এক্ষণে শিবমাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সদসদ্রূপমিত্যাহুঃ সদসত্যপি সংস্থিতম্‌।
তং শিবং মুনয়ঃ কেচিদ্‌যং প্রপশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥২
ভূতভাববিকারেণ দ্বিতীয়েন সদুচ্যতে।
অব্যক্তেন বিহীনং স্যাদব্যক্তমসদিত্যপি ॥ ৩
উভে তে শিবরূপেণ শিবাদন্যন্ন বিদ্যতে।
তয়োঃ পতিত্বাচ্চ শিবঃ সদসৎপতিরুচ্যতে ॥৪
ক্ষরাক্ষরাত্মকং প্রাহুঃ ক্ষরাক্ষরপরং তথা।
শিবং মহেশ্বরং কেচিন্মুনয়স্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ৫
উক্তমক্ষরমব্যক্তং ব্যক্তাক্ষরমুদাহৃতম্‌ ॥
রূপে তে শঙ্করস্যৈব তস্মান্না পরমুচ্যতে ॥ ৬
তয়োঃ পরঃ শিবঃ শান্তঃ ক্ষরাক্ষরপরো বুধৈঃ
উচ্যতে পরমার্থেন মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭
সমষ্টিব্যষ্টি যদ্রূপং সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্‌।
বদন্তি কেচিদাচার্য্যাঃ শিবং পরমকারণম্‌ ॥ ৮
সমষ্টিমাহুরব্যক্তং ব্যষ্টিং ব্যক্তিং মুনীশ্বরাঃ।
রূপে তে গদিতে শম্ভোর্নান্যদস্তীহ কিঞ্চন ॥
তয়োঃ কারণভাবেন শিবো হি পরমেশ্বরঃ।
উচ্যতে যোগশাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্‌ ॥১০
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞরূপীতি শিবঃ কৈশ্চিদুদাহৃতম্‌।
পরমাত্মা পরং জ্যোতির্ভগবান্‌ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি ক্ষেত্রশব্দেন সূরয়ঃ।
প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন ভোক্তারং পরমেশ্বরম্‌ ॥
ন কিঞ্চিচ্চ শিবাদন্যদিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ।
কেচিদেবং প্রশংসন্তি মহাদেবং মুনীশ্বরম্‌ ॥১৩
বেদার্থতত্ত্ববিদুষঃ সম্যক্‌ শ্রুত্যনুসারতঃ।
প্রাণেন প্রাণিতীতি হ্যপানেনাপানিতি ॥১৪
ব্যানেন ব্যানিতি তথা চোদানেন হ্যুদানিতি
সমানিতি সমানেন মন্বীতি মনসা দ্বিজাঃ ॥ ১৫
বুদ্ধ্যা বিচারয়ত্যেষ পর এব মহেশ্বরঃ ॥ ১৬

উহা মুনিবরগণ বহুপ্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। জ্ঞানিগণ যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌ শঙ্করকে কোন কোন ধুনি সৎ ও অসৎ এবং সদসৎ সমুদয় বস্তুতেই অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহা হইতে সমুদয় ভূতগ্রাম সমুদ্ভূত হইতেছে—সেই অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে যিনি অতীত, তিনিই সৎ এবং উক্ত অব্যক্তই অসৎ শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সৎ ও অসৎ উভয়ই শিবরূপ, শিব ভিন্ন অপর কিছুই নাই। আবার ভগবান্‌ শিব উক্ত সৎ ও অসৎ উভয়েরই পতি, এজন্য সকলে তাঁহাকে সদসৎপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোন কোন তত্ত্বদর্শী মুনিগণ, মহেশ্বরকে ক্ষর, অক্ষর ও ক্ষরাক্ষরপর বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অক্ষররূপ অব্যক্ত এবং যাহা ব্যক্ত, তাহাই ক্ষরশব্দ-প্রতিপাদ্য। ভগবান্‌ শঙ্করেরই উক্ত উভয়বিধ রূপ। আবার তিনি ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে পৃথক্‌ বলিয়া মনীষিগণ তাঁহাকে ক্ষরাক্ষরপর বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্য্যগণ, পরমকারণ শঙ্করকে সমষ্টি ও ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-ব্যষ্টির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনীষিগণ, সমষ্টিরূপকে অব্যক্ত ও ব্যষ্টিরূপকেই ব্যক্ত বলিয়াছেন। উক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় রূপই ভগবান্‌ শম্ভুর কারণ শম্ভু ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন বস্তুই নাই। আর তিনিই তদ্দ্বয়ের কারণ বলিয়া যোগশাস্ত্র-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সমষ্টি-ব্যষ্টি-কারণ শব্দে উল্লেখ করেন। ১—১০। কতিপয় বিদ্বদ্‌গণ, পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা ভগবান্‌ পরমেশ্বর শিবকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনীষিগণ, ক্ষেত্র শব্দে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে সুখদুঃখ-ভোক্তা জীবরূপী পরমেশ্বর আত্মা বলেন, আর তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জগতে শিবভিন্ন আর কিছুই নাই। কোন কোন বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সম্যক্‌ বেদার্থানুসারে মুনীশ্বর মহাদেবকে এইরূপে প্রশংসা করেন যে, ভগবান্‌ শঙ্করই প্রাণবায়ু দ্বারা প্রাণযুক্ত, অপান দ্বারা অপান-ক্রিয়ান্বিত, ব্যানবায়ু দ্বারা তৎকার্য্যযুক্ত, উদান বায়ু দ্বারা উদান-ক্রিয়ান্বিত, সমান বায়ু দ্বারা তৎকার্য্যযুক্ত এবং মন দ্বারা মনোবান্‌ হইতেছেন। হে

সমস্তকরণৈর্যুক্তো বর্ত্ততেঽসৌ যদা তদা।
জাগ্রদিত্যুচ্যতে সদ্ভিরন্তর্যামী সনাতনঃ॥ ১৭
যদান্তঃকরণৈর্যুক্তঃ স্বেচ্ছয়া বিচরত্যসৌ।
সুপ্ত ইত্যুচ্যতে হ্যাত্মা স্বয়ং তাপবিবর্জ্জিতঃ॥
ন বাহ্যকরণৈর্যুক্তো ন চান্তঃকরণৈস্তথা।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।
স স্বরূপে সদা হ্যাস্তে সুসুপ্ত ইতি গীয়তে॥ ১৯
স্বপ্নান্তঞ্চৈব বুদ্ধান্তং বিচরত্যেষ শঙ্করঃ।
নদীতলে যথা মৎস্যো গত্বাগত্য নিবর্ত্ততে॥ ২০
শ্যেনো বাথ সুপর্ণো বা শ্রান্তঃ পর্ব্বতকন্দরে।
শেতে সংহৃত্য পক্ষৌ চ প্রত্যগাত্মা স্বয়ং তথা
জাগ্রৎস্বপ্নগতা ভাবাস্তেষু শ্রান্তো মুহুর্ম্মুহুঃ।
সম্প্রসাদং ততঃ প্রাপ্য পরানন্দময়ো ভবেৎ॥
অবিদ্যয়ৈব সর্ব্বোঽয়ং ব্যবহারঃ পরাত্মনঃ।
গুণধর্ম্মৌ যদি স্যাতাং সুষুপ্তৌ রহিতঃ কথম্॥
সত্যাং নিমিত্তভূতায়ামবিদ্যায়াং দ্বিজোত্তমাঃ।
বুদ্ধৌ ভ্রমন্ত্যামাত্মাপি ভ্রমতীতি জনা বিদুঃ॥ ২৪
নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা বুদ্ধিসন্নিধিবত্তয়া।
যথা যথা ভবেদ্বুদ্ধিরাত্মা তদ্বদিহেষ্যতে॥ ২৫
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপীতি শঙ্করঃ কৈশ্চিদুচ্যতে।
ধাতা বিধাতা লোকানামাদিদেবো মহেশ্বরঃ॥
ভ্রান্তিবিদ্যাপরশ্চেতি শিবরূপমনুত্তমম্।
অবাপ মনসা সোঽয়ং কেচিদাগমবেদিনঃ॥ ২৭
অর্থেষু বহুরূপেষু বিজ্ঞানং ভ্রান্তিরুচ্যতে।
আত্মাকারেণ সংবিত্তির্বুদ্ধির্বিদ্যেতি কীর্ত্ত্যতে।
বিকল্পরহিতং তত্ত্বং পরমিত্যভিধীয়তে॥ ২৮
ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞরূপীতি শিবঃ কৈশ্চিন্নিগদ্যতে।
ধাতা চ সর্ব্বলোকানাং বিধাতা পরমেশ্বরঃ॥ ২৯
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানি ব্যক্তিশব্দেন সূরয়ঃ।
বদন্তি ব্যক্তশব্দেন প্রকৃতিঞ্চ পরং তথা॥ ৩০
কথয়ন্তি জ্ঞশব্দেন পুরুষং গুণভোগিনম্।

দ্বিজগণ! সেই পরমাত্মা মহেশ্বরই বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া থাকেন। উক্ত অন্তর্যামী সনাতন শঙ্কর যখন সমুদয় বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয়ে অন্বিত থাকেন, পণ্ডিতগণ, তৎকালে তাঁহাকে জাগ্রৎ, যৎকালে অন্তরিন্দ্রিয়যুক্ত ও সর্ব্বতাপ-বিবর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং বিচরণ করেন, তখন সুপ্ত, আর যখন বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বিযুক্ত, সর্ব্বোপাধি-বিরহিত ও পুণ্যপাপ-বিবর্জ্জিত হইয়া স্বয়ং স্বরূপে অবস্থান করেন, তৎকালে তাঁহাকে সুষুপ্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ শঙ্কর এইরূপে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় বিচরণ করেন। মৎস্য যেমন গমনাগমন-পূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়া নদীতলে বিশ্রাম করে এবং শ্যেন বা গরুড় যেরূপ শ্রমান্বিত হইয়া পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করত পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করে, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্নগত ভাব-নিচয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। অনন্তর পরম প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দময় হন। অবিদ্যা-হেতুই পরমাত্মার এই সমস্ত ভাব; যদি আত্মার গুণ ও ধর্ম্ম থাকে, তবে সুষুপ্তি অবস্থায় তাহার অভাব কি প্রকারে হইতে পারে? হে দ্বিজোত্তমগণ! অবিদ্যা-নিমিত্তই বুদ্ধির ভ্রমণানুসারে আত্মাকে ভ্রমণশীল বলিয়া মানবগণ উল্লেখ করিয়া থাকে। নিত্য সর্ব্বগত আত্মা, বুদ্ধির সান্নিহিত বলিয়া, যেদিকে বুদ্ধির গতি হয়, আত্মারও যেন সেই দিকে গতি বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকের ধাতা ও বিধাতা আদিদেব মহেশ্বরকে কেহ কেহ বিদ্যারূপী ও অবিদ্যারূপী বলেন। কোন কোন আগমবিৎ পণ্ডিত মানসিক চিন্তাশক্তিবলে বলিয়া থাকেন যে, ভ্রান্ত বিদ্যা ও পর অনুত্তম শিবরূপ।১১—১৭। বহুবিধ বিষয়ে যে বিজ্ঞান, তাহাই ভ্রান্তি; যে বুদ্ধিতে নিখিল পদার্থকেই আত্মাকারে জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিই বিদ্যা এবং বিকল্প-রহিত যে তত্ত্ব, তাহাই পর শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। সকলের সৃষ্টি ও পালন-কর্ত্তা পরমেশ্বর শিবকে কেহ কেহ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ও আত্মরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মনীষিগণ, ব্যক্ত শব্দে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব, অব্যক্ত শব্দে প্রকৃতি এবং জ্ঞ শব্দে শঙ্কররূপ গুণভোগী

তত্র যচ্ছাঙ্করং রূপং নাব্যক্তং ন চ শঙ্করাৎ ॥
যো হেতুস্ত্রিগুণস্যাপি সর্ব্বস্য প্রকৃতেঃ পরঃ ।
চতুর্ব্বিধশ্চ ত্রিবিধঃ স এব ভগবাঞ্ছিবঃ ॥ ৩২
স এব সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বভূতভবোদ্ভবঃ ।
আস্তে সর্ব্বগতো দেবো ন চ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ॥
যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণম্ ।
রুদ্রাণামপি যো রুদ্রো দেবতানাঞ্চ দেবতা ॥৩
ব্রহ্মাদ্যা অপি যং দেবং ন বিদন্তি মহেশ্বরম্ ।
যং জ্ঞাত্বা ন পুনর্জ্জন্ম মরণং বাপি বিদ্যতে ॥৩

যদাপদো দেহভৃতাং ভবন্তি
প্রাণাত্যয়প্রাপ্তিকৃতস্তদানীম্ ।
বিহায় দেবং জগদেকবন্ধুং
শিবং ন চান্যঃ পরিহারহেতুঃ ॥ ৩৬

আস্তে শিশুর্ব্বরান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বেষাং দেহিনাং সদা ।
দেহভৃৎ কথ্যতে তস্মান্নির্গুণোঽপি মহেশ্বরঃ ॥
ভূয়ানত্র গতঃ কালস্তত্রৈকং জন্ম গচ্ছতু ।
জিজ্ঞাস্যতামিয়ং তাবন্মুক্তিরেকেন জন্মনা ।
ভক্ত্যা ভগবতঃ শম্ভোরিতি দেবোঽব্রবীদ্রবিঃ
সকৃৎ সংস্মরণাচ্ছম্ভোর্নশ্যন্তি ক্লেশসঞ্চয়াঃ ।
মুক্তিং প্রযাতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥
তস্মাৎ তড়িল্লতালোলং মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্
শিবং সম্পূজয়েন্নিত্যং ভক্তিমাত্মোপলব্ধয়ে ॥৪০
মোহনিদ্রাপ্রসুপ্তেঽস্মিন্ পশুপাশশতাকুলে ।
পুরুষাঃ কৃতকৃত্যাস্তে যে শিবং শরণং গতাঃ
পুত্রদারগৃহক্ষেত্রধনধান্যর্দ্ধিমেদিনীম্ ।
লব্ধেমাং মা কৃথা দর্পং রে রমাং ক্ষণভঙ্গুরাম্ ॥
ত্যক্ত্বা ক্রোধঞ্চ কামঞ্চ লোভং মোহং মদং তথা ।
জনা যজধ্বমীশানং সমীহিতফলপ্রদম্ ॥ ৪৩
যাবন্নাভ্যেতি মরণং যাবন্নাভ্যেতি বৈ জরা ।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবদেবার্চ্চয়েশ্বরম্ ॥ ৪৪
যে যজন্তি ন দেবেশং বিষয়াসবমোহিতাঃ ।

পুরুষ বলিয়া থাকেন। তিনি অব্যক্ত নহেন এবং শঙ্কর হইতেও ভিন্ন নহেন। যিনি সমুদয় গুণেরই হেতু, প্রকৃতির অতীত, সেই ভগবান্ শঙ্কর ত্রিবিধও বটেন, চতুর্ব্বিধও বটেন। তিনিই অখিল জীবের আত্মা। তাঁহা হইতে নিখিল প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, অথচ সর্ব্বত্র দৃশ্যমান নহেন। তিনি যোগীদিগেরও যোগী, সমুদয় কারণেরও কারণ, রুদ্রগণেরও রুদ্র এবং দেবগণেরও দেবতা। ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন। সেই মহেশ্বরকে জানিতে পারিলে আর জন্মমৃত্যু-ভয় থাকে না; জীবনান্তে প্রাণিগণ, যত প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়, জগতের একমাত্র বন্ধু দেব শঙ্কর ভিন্ন অপর কেহই তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তিনি সমুদয় দেহিগণের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্গুণ হইয়াও দেহভৃৎ শব্দে কথিত হন। ভগবান্ সূর্য্য বলিয়াছেন, এই জগতে প্রভূত কাল গত হইল, কেবল জন্মই যাইতেছে; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ভগবান্ শঙ্করের প্রতি ভক্তি থাকিলে এক জন্মেই পরম মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শঙ্করকে একবার মাত্র স্মরণ করিলেই সমুদয় ক্লেশ দূর হয় এবং জীব অনায়াসে মুক্তি লাভ করে; তাহার পক্ষে স্বর্গলাভ বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব মানব, তাড়িল্লতাবৎ ক্ষণভঙ্গুর দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন আত্মসাক্ষাৎকার-নিমিত্ত ভক্তিসহকারে ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে পূজা করিবে। সেই নিদ্রাভিভূত শত শত পশুপাশ-সমাকুল এই জগতে যে সকল পুরুষ শঙ্করের শরণাপন্ন হইতে পারে, তাহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকে। রে মূঢ় মানবগণ! বৃথা ক্ষণভঙ্গুর স্ত্রী-পুত্র গৃহাদি সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত হইও না। হে জীবগণ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অভীষ্টফলদাতা ভগবান্ ঈশানকে অর্চ্চনা কর; যাবৎকাল জরা, ইন্দ্রিয়বিকলতা ও মৃত্যু উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল ঈশ্বরকে ভজনা কর। যাহারা বিষয়মদে মত্ত হইয়া দেবাধিদেব মহেশ্বরকে অর্চ্চনা না করে,

শোচন্তে হি মৃতাঃ পঙ্কলগ্না বনগজা ইব ॥ ৪৫
কালঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্।
সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্ব্বমুৎপাদিতং গুরু ॥ ৪৬
যজন্তি যে বিদিত্বৈবং লিঙ্গমূর্ত্তিং মহেশ্বরম্।
লভন্তে বিপুলান্ কামানিহ চামুত্র চাক্ষয়ান্ ॥৪৭
আরাধয়ধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞং বিশ্বতোমুখম্।
ক্ষিপ্রং যাস্যথ তেনৈব সাযুজ্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভক্ত্যা ভবং যজেদ্যস্তু মহাপাতকবানপি।
সোঽপি যাতি পরং স্থানং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতঃ
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
মহেশার্চ্চনপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৫০
ক্রীড়ন্তি শিশবো যত্র লিঙ্গং কৃত্বা ব্রজন্তি যে।
সৈকতং মৃন্ময়ং বাপি তে ভবন্ত্যেব ভূভুজঃ ॥৫১
আধ্যাত্মিকঞ্চাধিদৈবং দুঃখঞ্চৈবাধিভৌতিকম্।
দেবাদীনাং বিদিত্বৈবং মোক্ষার্থী শিবমর্চ্চয়েৎ

অপারতরপর্য্যন্তাদ্‌ঘোরাৎ সংসারসাগরাৎ।
মহামোহজলাৎ কামক্রোধগ্রাহাৎ সুখোর্ম্মিণঃ॥
প্রাজ্ঞো বেদান্তবিদ্‌যোগী নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ
একো যোগী প্রশান্তাত্মা স সন্তরতি নেতরঃ ॥
দান্তঃ সুসংযতো ধ্যানং নিরাশো বিগতস্পৃহঃ
সর্ব্বসঙ্গবিহীনশ্চ নির্দ্বন্দ্বো নিরুপপ্লবঃ ॥ ৫৬
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ।
মিত্রারিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তুষু ॥ ৫৬
এবং সুদুর্লভো মোক্ষো ন স্যাদ্‌যোগীব তাদৃশঃ।
সর্ব্বে পৃথিব্যাং পাতালে মুক্তাঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ
এবং সুদুর্লভং জ্ঞাত্বা মোক্ষং হি বহুসাধনম্।
পূজয়ধ্বং মহাদেবং কর্ম্মযোগেণ চান্যথা ॥ ৫৮
কর্ম্ম পূজা জপো হোমঃ শম্ভোর্নামানুকীর্ত্তনম্

তাহারা জীবনান্তে, পঙ্কনিমগ্ন বনহস্তীর ন্যায়, শোক করিয়া থাকে। সকল কালেই বিপদ্ নিকটবর্ত্তী, সম্পদ্ আপদের পদ, স্ত্রীপুত্রাদি-মিলনেও বিচ্ছেদ আছে, ফলতঃ ইহজগতে যত কিছু বস্তু উৎপন্ন, সকলই ভঙ্গুর;—যাহারা এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি মহেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা ইহকাল ও পরকালে অক্ষয় বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বব্যাপী শঙ্করকে আরাধনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ত্বরায় তাঁহার সাযুজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ ভবকে অর্চ্চনা করে, সে মহাপাতকী হইলেও ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন একবিংশতি পুরুষের সহিত পরম স্থান লাভ করিয়া থাকে। শত শত রাজসূয়-যজ্ঞ ও সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞও শিবপূজাজনিত পুণ্যের ষোড়শাংশেরও সমান নহে। যে স্থানে শিশুগণ ক্রীড়া করে, তথায় সৈকত বা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ গঠনপূর্ব্বক যাহারা গমন করে, তাহারা ভূপতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী, সে দেবগণেরও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বিদিত হইয়া শঙ্করের উপাসনা করিবে। এই সংসারসাগর অতি ভয়ঙ্কর, ইহার কূল কিনারা নাই, মহামোহ ইহার জল, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ কুম্ভীরাদিস্বরূপে ইহাতে বাস করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সুখস্বরূপ উর্ম্মিমালা উত্থিত হয়। ৪১—৫৭। যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, বেদান্তবিৎ, যোগী, নির্ম্মম, অহঙ্কারশূন্য, প্রশান্তচিত্ত, দান্ত, সুসংযত, ধ্যাননিষ্ঠ, আশাবিহীন, নিঃস্পৃহ, সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, শীতোষ্ণাদিজন্য সুখদুঃখরহিত, নিরুপপ্লব ও সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগী; যাহাকে দেখিলে জড় অন্ধ ও বধির বলিয়া বোধ হয়; শত্রু ও মিত্রে যাহার তুল্য জ্ঞান এবং নিখিল প্রাণীর প্রতি যে মিত্রভাবাপন্ন, ঈদৃশ মানবই উক্ত সংসার-সাগর হইতে নিস্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি শিবপূজায় নিরত, সে যেরূপ অনায়াসে দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, উক্ত প্রকার যোগীও তাদৃশ মোক্ষের অধিকারী হয় না। অতএব পৃথিবী ও পাতালে যাহারা বাস করিতেছে, সকলেই মোক্ষকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধনে অতি দুর্লভ জানিয়া কাম-ক্রোধাদিবিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মযোগ দ্বারাই ভগবান মহেশ্বরকে পূজা কর। মহেশ্বরের পূজা, তাঁহার নাম বা মন্ত্র জপ, তদুদ্দেশে

কর্ম্মযোগাঃ সমাখ্যাতা এতৈঃ পূজ্যো মহেশ্বরঃ
যং যং কামমভিধ্যায়েৎ তদর্পিতমনাঃ শিবম্।
সম্পূজ্য তং তমাপ্নোতি সাবিত্র্যাহ যথা পুরা॥
তন্নামজাপী তৎকর্ম্মরতিস্তদ্গতমানসঃ।
নিষ্কামঃ পুরুষো বিপ্রাঃ স রুদ্রপদমশ্নুতে॥ ৬১
যঃ সর্ব্বদার্চ্চয়েদীশং স রুদ্র ইব ভূতলে।
পাপহা সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি॥ ৬২
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে শিবমাহাত্ম্যকথনং নাম
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
পতিব্রতা মহাভাগা সাবিত্রী বরবর্ণিনী।
যদাহ তদ্বদাস্মাকং সূত বাক্যবিশারদ॥ ১

অগ্নিতে আহুতিদান এবং তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনই কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হয়। উহা দ্বারাই মহেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দেবী সাবিত্রী বলিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্করে চিত্ত সংসক্ত রাখিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক মানব যে যে অভীষ্ট বিষয় কামনা করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি সতত তাঁহার নাম জপে নিবিষ্ট, তৎকর্ম্মপরায়ণ, তদ্গতমানস ও নিষ্কাম, সে রুদ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে মানব সর্ব্বদা ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে অর্চ্চনা করে, সে এই ভূতলে, রুদ্রতুল্য, দর্শন ও স্পর্শনে অখিল মানবের পাপ হরণ করিয়া থাকে। ৫৪—৬২।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বাক্যবিশারদ সূত! আপনি যে মহাভাগা সাবিত্রীর কথা উল্লেখ করিলেন, সেই পতিব্রতা বরবর্ণিনীর

সূত উবাচ।
স্বর্গে তাং শোভনাং দৃষ্ট্বা গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতাম্
অরুন্ধত্যুত্তমা স্ত্রীণাং পর্য্যপৃচ্ছচ্চুচিস্মিতা॥ ২
শতশঃ সন্তি সাবিত্রি দেবাঃ স্বর্গনিবাসনঃ।
দেবপত্ন্যস্তথৈবৈতাঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধাঙ্গনাস্তথা॥ ৩
ন ত্বেষামীদৃশো গন্ধো ন কান্তির্ন সরূপতা।
নাপ্যেষাং বিদ্যতে শোভা যথা তে পতিনা সহ
ন চৈবাকল্পজাতানি ভ্রাজন্তে সুরযোষিতাম্।
যথা তব তথা পত্যুর্ভ্রাজন্তে বরবর্ণিনি॥ ৫
নাস্তিকান্তির্বিমানানাং শক্রাদীনাং দিবৌকসাম্
বিমানস্থাপি তে কান্তিস্তরুণার্কাযুতদ্যুতিঃ॥ ৬
তপঃ প্রভাবো দানং বা কর্ম্ম বা ক্রতুবিস্তরম্।
যুবয়োস্তন্মমাচক্ষ্ব যথাবদ্বরবর্ণিনি॥ ৭
সাবিত্র্যুবাচ।
শৃণুষ্বৈতন্মহাভাগে যৎ কৃতং পূর্ব্বজন্মনি।
ভর্ত্রা সহ ময়া ভদ্রে শম্ভোরায়তনে শুভে॥ ৮
কৃতং সম্মার্জ্জনং তত্র্যা গোময়েনোপলেপনম্।

বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—একদা দেবলোকে রমণীপ্রধানা মধুরহাসিনী অরুন্ধতী সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সুরূপিণী সাবিত্রীকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাবিত্রি! স্বর্গবাসী কত শত দেব, দেবী এবং সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা সকল দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারই ত স্বামি-সম্মিলনে তোমার ন্যায় শোভা-সৌন্দর্য্যাদি দৃষ্ট হয় না। হে বরবর্ণিনি! তোমার ও তোমার পতির যেরূপ ভূষণশোভা, কোন সুরললনারই ত তাদৃশ নহে। ত্বদীয় কান্তি, অযুততরুণার্কবৎ দেদীপ্যমান, বিমাননিচয় বা শক্রাদি দেবগণেরও এবংবিধ কান্তি দৃষ্টি-গোচর করি নাই। অতএব হে সুন্দরি! ইহা কি তোমাদিগের উভয়ের তপঃপ্রভাব? না, প্রভূত দানের পরিণাম? কিংবা বিবিধ যজ্ঞের ফল? তাহা প্রকাশ করিয়া বল॥ ১—৭। সাবিত্রী কহিলেন,—হে মহাভাগে! আমি পূর্ব্বজন্মে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে ভদ্রে! আমি স্বামীর সহিত ভক্তিসহকারে

স্বর্গপ্রাপ্তিরিয়ং তস্য কর্ম্মণঃ ফলমুত্তমম্ ॥৯
তীর্থোদকৈঃ সুগন্ধৈশ্চ স্নাপিতো যত্নমাপতিঃ।
তেন কান্তিরতীবৈষা দেহেহভূৎ ত্রিদশেশ্বরে॥
মনঃপ্রসাদং সৌম্যত্বং শারীরী যা চ নির্ব্বৃতিঃ।
যৎ প্রিয়ম্বঞ্চ সর্ব্বস্য তদ্ঘৃতস্নানজং ফলম্॥১১
আহ্লাদঃ পরমস্বাস্থ্যমারোগ্যং চারুবেগতা।
প্রাপ্তিশ্চাশেষকামানাং দধিক্ষীরফলং শুভে॥
সৌগন্ধ্যং যৎ পরং দেহে ধূপদানস্য যৎ ফলম্
গীতৈর্নৃত্যৈস্তথা জাপ্যৈর্নিয়মৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।
তোষিতো ভগবানীশস্তস্যেয়ং পুষ্টিরুত্তমা॥১৪
স্বর্গেপ্সুনা সত্যবতা ময়া চ শুভদর্শনে।
কৃতমেতদতো ন স্যাদাবয়োর্ভোগসংক্ষয়ঃ॥১৫
যে নিশ্চিতা নরাঃ সম্যক্ পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্।
তেষাং দদাতি বিশ্বেশো দেবো মুক্তিং সুদুর্লভাম্॥১৬

সূত উবাচ।
সৈবমুক্তাথ সাবিত্র্যা মুনীন্দ্রা হৃষ্টমানসা।
ব্রহ্মস্নুষা শিবেশানৌ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ॥১৭
অরুন্ধত্যুবাচ।
সা পূজ্যা সা নমস্কার্য্যা সা সাধ্বী সা পতিব্রতা
যা পূজয়তি সাবিত্রি সদা হৈমবতীপতিম্॥১৮
যথারাধ্য দিতিঃ পুত্রাল্লেঁভে শক্রপুরোগমান্
দিতিশ্চ দৈত্যান্ বিবিধান্ বিনতা গরুড়ারুণৌ
শচ্যুর্ব্বশীমুখাশ্চান্যাঃ সম্পূজ্যোমাপতিঃ পুরা।
প্রাপুশ্চাভিমতান্ কামাংস্তমীশং কো ন পূজয়েৎ
অভিনন্দ্যাথ তাঞ্চৈবং বসিষ্ঠার্দ্ধশরীরিণী।
জগাম স্বাশ্রমং সাধ্বী সর্ব্বদেবগণার্চ্চিতা॥২১
এবং সমর্চ্চ্য গৌরীশং শ্রদ্দধানাশ্চ যোষিতঃ।
লভন্তেহভিমতান্ ভোগান্ সাবিত্র্যাহ যথা
॥২২

শিবমন্দির সম্মার্জ্জন ও গোময় দ্বারা উপলেপন করিয়াছিলাম বলিয়া এইরূপ স্বর্গবাসিনী হইয়াছি। অয়ি ত্রিদশেশ্বরি! সুগন্ধ তীর্থোদক দ্বারা ভগবান উমাপতিকে যে স্নান করাইয়াছিলাম, তাহারই ফলে এতাদৃশ পরম দেহকান্তি লাভ করিয়াছি। আমাদিগের ঈদৃশ চিত্তপ্রসাদ, সৌম্যতা ও শারীরিক স্বচ্ছন্দতা দেখিতেছ, ইহা ঘৃত দ্বারা স্নপনের ফল। হে শুভে! দধি ও দুগ্ধ দ্বারা স্নপনের ফলে এবংবিধ আনন্দ, পরম স্বাস্থ্য, মনোহর গতি ও নিখিল অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি। অস্মদীয় দেহে যে সৌগন্ধ্য অনুভব করিতেছ, ইহা শঙ্করকে ধূপদানের পরিণাম। আমরা উভয়ে বিবিধ প্রকার ব্রত, শিবমন্ত্র জপ এবং নৃত্য গীতাদি দ্বারা ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রীত করিয়াছিলাম বলিয়াই আমাদিগের ঈদৃশ সম্পদ্। অয়ি শুভদর্শনে! আমি ও সত্যবান্ উভয়ে স্বর্গেচ্ছু হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমরা অক্ষয় স্বর্গভোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সকল মানব, স্থিরচিত্ত হইয়া যথাবিধি শঙ্করকে পূজা করে, ভগবান বিশ্বেশ্বর তাহাদিগকে সুদুর্লভ মুক্তিপদ প্রদান করিয়া থাকেন। সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! ব্রহ্মার পুত্রবধূ অরুন্ধতী, সাবিত্রী কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ভগবতী শঙ্করী ও ভগবান্ শঙ্কর উদ্দেশে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, সাবিত্রি! যে রমণী প্রতিদিন ভবানীপতির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি সকলের পূজ্য, সকলের নমস্কারার্হ এবং তিনিই সাধ্বী, তিনিই পতিব্রতা। যে মহেশ্বরের অর্চ্চনাপ্রভাবে অদিতি সুরপতি প্রভৃতি সুরগণকে, দিতি বিবিধ প্রকার দৈত্যগণকে, বিনতা গরুড় ও অরুণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে পূজা করিয়া শচী ও উর্ব্বশী প্রভৃতি, অখিল অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়াছেন; সেই ভগবানকে কাহার না পূজা করা কর্ত্তব্য? অনন্তর, নিখিল অমরবৃন্দবন্দিতা সাধ্বী বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, সাবিত্রীকে অভিনন্দন করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! সাবিত্রী বলিয়াছেন, যোষিদ্গণ, শ্রদ্ধাসহকারে গৌরীপতির অর্চ্চনা করিলে তাহাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই জগতে যে সকল

যে নরাঃ সকৃদপ্যত্র পূজয়ন্তি ত্রিলোচনম্।
তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তে কৃতার্থাশ্চ পণ্ডিতাঃ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং লিঙ্গার্চ্চা হেতুরুচ্যতে।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বিপ্রা ইন্দ্রিয়াণাং যথা মনঃ।
হৃৎপদ্মকর্ণিকাবাসং তেজোমূর্ত্তিমসঙ্গিনম্।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা ধ্যায়ন্তি জ্ঞানিনঃ সদা ॥২৫
শৈলজং বাণলিঙ্গং বা পূজয়েদ্বিধিবৎ সদা
মৃদ্দারুঘটিতং বাপি রত্নজং বা গৃহাশ্রমী ॥২৬
সাম্রাজ্যং মনুজৈঃ কৈশ্চিৎ স্বারাজ্যঞ্চ তথা পরৈঃ।
তথা বৈরাজ্যমন্যৈশ্চ লিঙ্গমিষ্ট্বা তদেশ্বরম্ ॥২৭
শোচন্তে তে পরংহীনা অভাগ্যাশ্চ দিনে দিনে
প্রমাদেনাপি যৈর্নোক্তং শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২৮
সম্পূজ্যে সর্ব্বসামান্যে স্বারাধ্যে সর্ব্বকামদে
ভবেঽপি সতি সীদন্তি ভাবিনো যত্তদদ্ভুতম্ ॥
উপসর্গাঃ ক্ষয়ং যান্তি ছিদ্যন্তে বিঘ্নপল্লবাঃ।
মনঃ প্রসন্নতাং যাতি পূজ্যমানে মহেশ্বরে ॥৩০
পূজিতে সর্ব্বদেবেশে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে।
পূজিতাঃ সর্ব্বদেবাঃস্যুর্যতোঽসৌ সর্ব্বগো বিভুঃ
শিবার্চ্চনরতো নিত্যং মহাপাতকসম্ভবৈঃ।
দোষৈর্ন লিপ্যতে বিদ্বান্ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥৩২
কিমত্র শাস্ত্রমালাভিঃ সংক্ষেপেণোপদিশ্যতে।
ব্যাপারান্ সকলাংস্ত্যক্ত্বা পূজয়ধ্বং মহেশ্বরম্ ॥
নিকটা এব দৃশ্যন্তে কৃতান্তনগরদ্রুমাঃ।
শিবং স্মর শিবং ধ্যায় শিবং চিন্তয় সর্ব্বদা ॥৩৪
কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিং বা তীর্থাদি-সেবয়া।
শিবঃ সম্পূজ্যতাং নিত্যমুপদেশোঽয়মুত্তমঃ ॥৩৫
অয়মেব পরো ধর্ম্মশ্চীর্ণমেতৎ পরং তপঃ।
ইদমেবাখিলং জ্ঞানং পূজনং যন্মহেশিতুঃ ॥ ৩৬
শিবে দত্তং হুতং জপ্তং বলিপূজানিবেদিতম্।

মানব, একবার মাত্রও ভগবান্ ত্রিলোচনকে পূজা করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই মহাত্মা, তাহারাই কৃতার্থ ও তাহারাই পণ্ডিত। শিবলিঙ্গের অর্চ্চনাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের হেতু। মন যেরূপ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের পরিচালক, তদ্রূপ অখিল প্রাণীরই পরিচালকরূপ হৃৎপদ্মস্থ কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত ত্রিগুণাতীত তেজোময় মহেশ্বরকে মমতা ও অহঙ্কারবিহীন জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন। গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির প্রতিদিবস যথাবিধি শৈলজ, বাণলিঙ্গ, মৃন্ময়, দারুময় বা রত্ননির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করা কর্ত্তব্য। উক্ত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা-ফলে কোন কোন মানব সাম্রাজ্য, কেহ কেহ স্বর্গরাজ্য ও কেহ কেহ বৈরাজ্য লাভ করিয়া থাকে। যাহারা প্রতি-দিন প্রমাদ বশতও "শিব" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ না করে, ইহা জগতে তাহারাই অভাগ্যবান্, তাহারাই হীন এবং তাহারাই নানাবিধ শোকে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব-জন-পূজনীয়, সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদ, স্বীয় আরাধ্যতম, ভগবান্ ভবানীপতি থাকিতে জীবগণ যে অবসাদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই অদ্ভুত। মহে-শ্বরকে অর্চ্চনা করিলে, অখিল উপসর্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিঘ্নপল্লব সকল ছিন্ন হয় এবং অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে। ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখর যখন সর্ব্বভূতে বিরাজিত, তখন সেই সর্ব্বদেবনমস্কৃত সর্ব্বদেবেশ্বর মহে-শ্বরকে পূজা করিলেই নিখিল দেবগণের অর্চ্চনা করা হয়। যেরূপ পদ্মপত্রে জল কোন প্রকারেই সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি, প্রতিদিবস শিবপূজা করে, মহাপাত-কাদি-জন্য কোনরূপ দোষই তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না ॥৮—৩২॥ এ বিষয়ে বহুল শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে ইহাই উপদেশ্য যে, অন্যান্য সমুদয় কার্য্য পরিহার-পূর্ব্বক মহেশ্বরকে পূজা কর। কৃতান্তের নগর-তরু সকল নিকটবর্ত্তী দৃশ্য হইতেছে, অতএব এই বেলা সতত শঙ্করকে স্মরণ কর ধ্যান কর, চিন্তা কর। সমুদয় বেদ, শাস্ত্র ও তীর্থ সেবার প্রয়োজন নাই, কেবল নিরন্তর তাঁহাকে পূজা কর, ইহাই পরম উপদেশ জানিবে। মহেশ্বরের আরাধনাই পরম ধর্ম্ম, পরম তপস্যা ও পরম জ্ঞান। ভগবান্ মহে-

একান্তেতোঽত্যন্তফলং তত্তবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৭
কর্ম্মভূমৌ হি মানুষ্যং জন্মনাং নিযুতৈরপি।
স্বর্গাপবর্গফলদং কদাচিৎ প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥৩৮
তদীদৃগ্দুর্লভং প্রাপ্য নার্চ্চয়ন্তি হ যে শিবম্।
তেষাং হি হন্ত মূর্খাণাং বিবেকঃ কুত্র তিষ্ঠতি ॥
আরাধিতো হি যঃ পুংসামৈহিকামুষ্মিকং ফলম্
দদাতি ভগবাঞ্ছম্ভুঃ কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৪০
যো যমিচ্ছতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সমারাধ্য মহেশ্বরম্।
নিঃসংশয়ং তমাপ্নোতি পুরা বৈশ্রবণো যথা ॥৪১
দৃষ্টঃ সম্পূজিতো ধ্যাতঃসংস্মৃতো বাস্তুতোঽপি বা
যো দদাতি নৃণাং মুক্তিং তস্মাৎ কৈর্নার্চ্চ্যতে
শিবঃ ॥ ৪২
শ্বপচোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শিবভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
শিবভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥৪৩
যদ্বা তদ্বা শিবে কর্ম্ম পুমান্ কৃত্বা শিবালয়ে।
লোভাৎ সঙ্গাৎ প্রমাদাদ্বা পৃথিব্যামেক-
কয়াড্ভবেৎ ॥৪৪

ঋষয় উচুঃ।

কথং বৈশ্রবণঃ পূর্ব্বং সমারাধ্য মহেশ্বরম্।
লব্ধং তস্মাৎ কুবেরত্বং সূত তদ্বক্তুমর্হসি। ৪৫

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে যদ্বৃত্তং সপ্তমেঽন্তরে।
মাহাত্ম্যসূচনকথা শিবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥৪৬
কশ্চিদাসীদ্দ্বিজোঽবন্ত্যাং সোমশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ
পুত্রক্ষেত্রকলত্রাদিব্যাপারেষু রতঃ সদা ॥৪৭
বিহায়াথ স গার্হস্থ্যং ধনার্থং লোভমোহিতঃ।
প্রচচার মহীং সর্ব্বাং সংগ্রামপুরপত্তনাম্ ॥৪৮
ভার্য্যা তস্য বিশালাক্ষী তস্মিন্ গেহাদ্বিনির্গতে
স্বচ্ছন্দচারিণী নিত্যং বভূবানঙ্গমোহিতা ॥৪৯
তস্যাং কদাচিৎ পুত্রস্তু শূদ্রাজ্জাতো বিধের্বশাৎ
দুরাত্মাতীব নির্গূঢ়ো নাম্না দুঃসহ ইত্যুত ॥ ৫০

শব উদ্দেশে যাহা কিছু দান করা যায় এবং যাহা কিছু হোম জপ ও বলিপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল যে অসীমফল-জনক, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই! কর্ম্মভূমি এই ভারতবর্ষে মানবগণ, দশ লক্ষ জন্মান্তেও কদাচিৎ স্বর্গাপবর্গফলপ্রদ মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও শিবার্চ্চনায় বিমুখ হয়, তাদৃশ মূর্খদিগের বিবেক কোথায়? যে ভগবান্ শম্ভু, আরাধিত হইলে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল-বিধান করেন, কোন্ ব্যক্তির না তাঁহাকে পূজা করা বিধেয়? হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অধিক কি কহিব, মহেশ্বরকে আরাধনাপূর্ব্বক যে যাহাই প্রার্থনা করে, পূর্ব্বে বৈশ্রবণ যেমন সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ সেও নিঃসন্দেহে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহাকে দর্শন, পূজা, ধ্যান, স্মরণ বা স্তুতি করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি সেই শিবকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত না হয়? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শিবভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণ শিবভক্তিবিহীন হইলে চণ্ডালের অধম। লোভ-প্রমাদাদি যে কোন কারণেই হউক, শিবালয়ে শিব উদ্দেশে যে কোন সৎকার্য্য করিলেই পুরুষ এই পৃথিবীতে একাধীশ্বর হইয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বে বৈশ্রবণ, কিপ্রকারে মহেশ্বরকে আরাধনা করিয়া কুবেরত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! শিবমহাত্ম্য-সূচক এক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরাকালে অবন্তী নগরে সোমশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সতত স্ত্রী-পুত্রাদির কার্য্যে আসক্ত থাকিতেন। ৩৩-৪৭। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই লোভা-ক্রান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ, একদা ধনলাভার্থ গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত গ্রাম-নগরাদি বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে বিশালাক্ষী নামে তদীয় ভার্য্যা, ব্রাহ্মণ, গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পর, কামমোহিতা হইয়া যথেচ্ছাচারিণী হইল। অনন্তর বিধি-নির্ব্বন্ধ বশতঃ শূদ্রের ঔরসে তাহার অতি দুরাত্মা এক পুত্র হয়, তাহার নাম দুঃসহ।

সোঽথ কালেন মহতা ব্যসনোপপ্লুতোঽভবৎ
সর্ব্বৈর্বন্ধুজনৈস্ত্যক্তঃ পরিপন্থিপথে স্থিতঃ ॥৫১
পূজোপকরণদ্রব্যং স কস্মিংশ্চিচ্ছিবালয়ে।
রজন্যাং প্রবিবেশাথ ব্যসনেন প্রপীড়িতঃ ॥৫২
যাবদ্দীপো গতপ্রায়ো বর্ত্তিচ্ছেদোঽভবৎ কিল
তাবৎ তেন দশা দত্তা দ্রব্যান্বেষণকারণাৎ ॥৫৩
প্রবুদ্ধশ্চোচ্ছ্রিতস্তত্র দেবপূজাকরো নরঃ।
কোঽয়ং কোঽয়মিতি প্রোচ্চৈর্ব্যাহরন্
পরিঘায়ুধঃ ॥৫৪
স চ প্রাণভয়ান্নষ্টো বিত্রস্তশ্চাপি মূঢ়ধীঃ।
ন বিন্দন্নাত্মনো জন্ম কর্ম্ম বাপি সুদুঃখিতঃ ॥৫৫
পুরপালৈর্হতোঽবন্ত্যাং মৃতঃ কালাদভূৎ ততঃ
গান্ধারবিষয়ে রাজা খ্যাতো নাম্না সুদুর্ম্মুখঃ ॥৫৬
গীতবাদ্যরতঃ স্তব্ধো বেশ্যাপানরুচির্ভৃশম্।
প্রজোপদ্রবকৃন্মূর্খঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥৫৭
কিন্ত্বর্চ্চয়ত্যসৌ নিত্যং লিঙ্গং রাজ্যক্রমাগতম্
পুষ্পধূপসুনৈবেদ্যগন্ধাদিভিরমন্ত্রবিৎ ॥৫৮
স্মরন্ বৈ পৌর্ব্বিকং কর্ম্ম শিবস্যায়তনেষু চ।
দদাতি বহুশো দীপান্ বর্ত্তিতৈলসমুজ্জ্বলান্ ॥
কদাচিন্মৃগয়াসক্তো মমারাথ স বীর্য্যবান্।
পূর্ব্বারিভির্হতো যুদ্ধ ঐরাবত্যাস্তটে শুভে ॥
শিবপূজাপ্রভাবেণ বিধ্বস্তাশেষকিল্বিষঃ।
পুত্রো বিশ্রবসশ্চাভূৎ সর্ব্বযক্ষাধিপো বলী।
কুবের ইতি ধর্ম্মাত্মা শ্রুতশীলসমন্বিতঃ ॥ ৬১
সম্পূজ্যাথ স চেশানং বিধিবৎ স্বর্ধুনীতটে।
স্তোত্রেণানেন তুষ্টাব ভক্ত্যা তং সর্ব্বকামদম্ ॥

কুবের উবাচ।

নমাম্যহং দেবমজং পুরাণ-
মুপেন্দ্রবেধোঽমররাজজুষ্টম্।
শশাঙ্কসূর্য্যাগ্নিসমাননেত্রং
বৃষেন্দ্রচিহ্নং বিলয়াদিহেতুম্ ॥ ৬৩
সর্ব্বেশ্বরৈকং ত্রিদশৈকবন্ধুং
ধ্যানাধিগম্যং জগতোঽধিবাসম্।

সেই পুত্র কিছুকাল পরে মদ্যপানাদি কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়ায় সমুদয় বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত কুপথগামী হয়। একদা সে ব্যসনব্যয়নির্ব্বাহার্থ রজনীযোগে কোন শিবালয়ে পূজার উপকরণ-দ্রব্য অপহরণার্থ প্রবেশ করে। ঐ সময়ে শিবালয়ের প্রদীপটী, বর্ত্তি না থাকায়, গতপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু যেমন সে দ্রব্যের অনুসন্ধানার্থ তাহাতে বর্ত্তি দান করিল, অমনি পূজকব্রাহ্মণ জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে "এ কে, এ কে" বলিয়া অর্গল লইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল! তখন সেই মূঢ়মতি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সে স্বীয় কুৎসিত জন্ম বা কর্ম্মের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত ছিল না। অনন্তর নগররক্ষকগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও বিনাশিত হইয়া কালক্রমে জন্মান্তরে গান্ধার-দেশে সুদুর্ম্মুখ নামে রাজা হয়। সে সেই দেহেও গীত-বাদ্য ও বেশ্যা-মদ্যপানাদিতে নিতান্ত আসক্ত, প্রজাগণের উৎপীড়ক, সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত এবং ঘোর মূর্খ হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় মন্ত্রাদি না জানিয়াও প্রতিদিন গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা রাজ্যক্রমাগত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিত এবং শিবালয়ে প্রভূত তৈল ও বর্ত্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল দীপনিচয়দানে তৎপর ছিল। অনন্তর একদা সেই বীর্য্যবান্ সুদুর্ম্মুখ, মৃগয়াসক্ত হইয়া পবিত্র ঐরাবতী-নদীতটে পূর্ব্বশত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শিবপূজাপ্রভাবে নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিশ্রবা মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কুবের নামে বিখ্যাত, মহাবলশালী, ধর্ম্মাত্মা, পরম সৎস্বভাবান্বিত ও সমুদয় যক্ষের অধীশ্বর হয়। ৪৮—৬১। কুবের ভাগীরথীতীরে সর্ব্বাভীষ্ট-ফলদাতা ভগবান্ ঈশানকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে এবংবিধ স্তুতি করিয়াছিলেন,—যিনি, জগতের সংহারাদি কার্য্যের একমাত্র হেতু; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার লোচনত্রয় চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য; সেই জন্মরহিত পুরাণ-পুরুষ বৃষবাহন ভগ-

তং ব্যাঘ্রাধারমনন্তশক্তিং
জ্ঞানার্ণবং স্বৈর্য্যগুণাকরঞ্চ ॥ ৬৪
পিনাকপাশাঙ্কুশশূলহস্তং
কপর্দ্দিনং মেঘসহস্রঘোষম্।
সকালকূটং স্ফটিকাবভাসং
নমামি শম্ভুং ভুবনৈকনাথম্ ॥ ৬৫
কপালিনং মালিনমাদিদেবং
জটাধরং ভীমভুজঙ্গহারম্।
প্রশাসিতারঞ্চ সহস্রমূর্ত্তিং
সহস্রশীর্ষং পুরুষং বরিষ্ঠম্ ॥ ৬৬
যমক্ষরং নির্গুণমপ্রমেয়ং
তং জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ।
দূরঙ্গমং বেদবিদাঞ্চ বন্দ্যং
সর্ব্বস্য হৃৎস্থং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৬৭
তেজোনিধিং বালমৃগাঙ্কমৌলিং
নমামি রুদ্রং স্ফুরদুগ্রবক্ত্রম্।
কালেন্ধনং কামদমস্তসঙ্গং
ধর্ম্মাসনস্থং প্রকৃতিদ্বয়স্থম্ ॥ ৬৮
অতীন্দ্রিয়ং বিশ্বভুজং জিতারিং
গুণত্রয়াতীতমজং নিরীহম্।
মনোময়ং বেদময়ঞ্চ হংসং
প্রজাপতীশং পুরুহূতমিন্দ্রম্ ॥ ৬৯
অনাহতৈকধ্বনিরূপমাদ্যং
ধ্যায়ন্তি যং যোগবিদো যতীন্দ্রাঃ।
সংসারপাশচ্ছিদুরং বিমুক্ত্যৈ
পুনঃপুনস্তং প্রণমামি নিত্যম্ ॥ ৭০
ন যস্য রূপং ন বলপ্রভাবো
ন চ স্বভাবঃ পরমস্য পুংসঃ।
বিজ্ঞায়তে বিষ্ণুপিতামহাদ্যৈ
স্তং বামদেবং প্রণমাম্যচিন্ত্যম্ ॥ ৭১
শিবং সমারাধ্য যমুগ্রমূর্ত্তিং
পপৌ সমুদ্রং ভগবানগস্ত্যঃ।
লেভে দিলীপোঽপ্যখিলাং স চোর্ব্বীং
তং বিশ্বযোনিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭২

বান্ মহেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। একমাত্র যিনি সকলের ঈশ্বর, দেবগণের পরমবন্ধু, ধ্যানমাত্রগম্য, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, স্বৈর্য্যগুণের আকর ও জ্ঞানের অর্ণবস্বরূপ; যাঁহার করনিকরে পিনাক, পাশ, অঙ্কুশ ও শূল বিরাজমান হইতেছে; যাঁহার কণ্ঠরব সহস্র-মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর; যাঁহার দেহপ্রভা বিশুদ্ধ স্ফটিকমণির ন্যায় সুনির্ম্মল এবং কণ্ঠদেশে কালকূট অবস্থিত; সেই অনন্ত-শক্তিমান্ ব্যাঘ্রাধার কপর্দ্দী কপালী ত্রিভুবনপালক ভগবান্ শম্ভুকে নমস্কার। যাঁহার বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষমালা ও ভীষণ ভুজঙ্গহার দোদুল্যমান। যাঁহার উত্তমাঙ্গ জটাজালে জড়িত এবং যিনি সকলেরই শাস্তা, আমি সেই সহস্রশীর্ষ সহস্রমূর্ত্তি প্রধান পুরুষকে প্রণাম করি। জ্ঞানিগণ, যাঁহাকে অক্ষর, নির্গুণ, অপ্রমেয়; বেদবিদ্গণের জ্ঞানগম্য, সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও দূরবর্ত্তী, একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ এবং পরম পবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন; যাঁহার ললাটদেশে বাল-শশধর শোভমান; যাঁহার মুখমণ্ডল উগ্র অথচ কমনীয়; যিনি সর্ব্বাভীষ্টদাতা, সঙ্গবিরহিত, ধর্ম্মাসনাবস্থিত, প্রকৃতিদ্বয়স্থ, অতীন্দ্রিয়, বিশ্বভুক্, রিপুহন্তা, ত্রিগুণাতীত, অজ, নিরীহ, মনোময়, বেদময়, হংসস্বরূপ এবং প্রজাপতিরও ঈশ্বর; আমি সেই তেজোনিধি ভগবান্কে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। যোগবিৎ যতীন্দ্রগণ, যাঁহাকে অনাহত ধ্বনিরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি সংসাররূপ পাশচ্ছেদনে সুনিপুণ, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, সর্ব্বাগ্রে যাঁহার আহুতি প্রদত্ত হয়, আমি মুক্তিলাভের নিমিত্ত সতত সেই শঙ্করকে বারম্বার প্রণিপাত করি। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সুরগণও যে পরম পুরুষের রূপ, বল, প্রভাব বা স্বভাব কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, সেই অচিন্তনীয় বামদেবকে নমস্কার। ৬২-৭১। ভগবান্ অগস্ত্য, যে উগ্রমূর্ত্তি শঙ্করকে আরাধনাপূর্ব্বক বিপুল সাগরবারি পান করিয়াছিলেন এবং ভূপতি দিলীপ নিখিল বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, আমি সেই বিশ্বযোনি ভগবানের শরণ লই-

সংস্পূজয়ন্তো দিবি দেবসঙ্ঘা
ব্রহ্মেন্দ্রমুখ্যা বিবিধাংশ্চ কামান্।
তং স্তৌমি নৌমীহ জপামি শর্ব্বং
বন্দেঽভিবন্দ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭৩
স্তুত্বৈবমীশং বিররাম যাবৎ
তাবৎ সহস্রার্কসমানতেজাঃ।
দদৌ স তস্মৈ বরদোঽন্ধকারি-
র্বরত্রয়ং বৈশ্রবণায় দেবঃ ॥ ৭৪
কৃত্বাধিরাজঞ্চ ততস্ত্রিনেত্রো
যশস্বিনং গুহ্যকরাজমত্র
ব্রহ্মাচ্যুতেন্দ্রাদিনতাঙ্ঘ্রিপদ্মো
জগাম কৈলাসমমোঘবাক্যঃ ॥ ৭৫
সখ্যঞ্চ দিক্‌পালপদং চতুর্থং
ধনাধিপত্যঞ্চ দিবৌকসাং সঃ।
তথাধিকৈস্তৈদনিন্দ্যকীর্ত্তিঃ
সুখী বভূবাপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৭৬
দোষাচরেন্দ্রশ্চ তথা দশাস্যঃ
সম্পূজ্য দোষাকরচারুমৌলিম্।
দোষাকরশ্চাপ্যজিতেন্দ্রিয়শ্চ
মুক্তিং স লেভেঽস্তসমস্তদোষঃ ॥ ৭৭
স্বর্গস্য মার্গা বহবঃ প্রদিষ্টা-
স্তে কৃচ্ছ্রসাধ্যা বহবঃ সবিঘ্নাঃ।
নিমেষমাত্রেণ মহাফলোঽয়-
মৃজুশ্চ পন্থাঃ স্মরণং পুরারেঃ ॥ ৭৮
দৃষ্টং তদেবাদ্ভুতমত্র মর্ত্ত্যা
মাহাত্ম্যমৈশং সসুরাসুরাশ্চ।
ত্যক্ত্বাত্মযোগঞ্চ মখক্রিয়াশ্চ
যজন্ত্যতস্ত্র্যম্বকমেব সর্ব্বে ॥ ৭৯
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥ ৮০
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য রুদ্রে পরমাত্মরূপে।
আবাপ্য তে কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥ ৮১

লাম। স্বর্গে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দ যাঁহাকে পূজা করিয়া বিবিধ অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিয়াছেন, আমি সেই বন্দনীয় মহেশ্বরকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও স্তব করি এবং তদীয় মন্ত্র জপপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। কুবের ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে এবংবিধ স্তুতি করিয়া যখন বিরত হন, তৎক্ষণাৎ সহস্রসূর্য্য-সম-তেজোময় বরদাতা ভগবান্ অন্ধকারি প্রত্যক্ষ হইয়া কুবেরকে বরত্রয় দান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার চরণকমলে সতত প্রণত, যাঁহার বাক্য অব্যর্থ, সেই ত্রিনেত্র কৈলাসনাথ, কুবেরকে রাজরাজ, গুহ্যকগণের অধীশ্বর এবং মহাযশস্বান্ করিয়া কৈলাসধামে গমন করিলেন। পরে অতুল প্রভাবশালী মহাযশাঃ কুবের, ভগবানের নিকট তদীয় সখিত্ব, দিক্‌পালত্ব এবং সুরগণের ধনাধিপত্য এই অতিরিক্ত বর প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। নিশাচর দশানন, নিখিল দোষের আকর ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়াও ভগবান্ চন্দ্রমৌলিকে অর্চ্চনা করিয়া নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছে। স্বর্গ-গমনের বহুল মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু সে সকলই ক্লেশসাধ্য ও বিঘ্ন-বহুল; কেবল একমাত্র শিবস্মরণই নিমেষ-মাত্রে মহাফলপ্রদ এবং সরল পথ জানিবে। ভগবান্ মহেশ্বরের এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সুরাসুর প্রভৃতি বহুল মানবগণ, আত্মযোগ ও যজ্ঞাদি-কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্করকেই পূজা করিয়া থাকে। ৭২—৭৯। দেবগণ সর্ব্বদা এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকেন যে, যাহারা দেবত্ব লাভেরপর পুনরায় স্বর্গ ও অপবর্গের মার্গ-স্বরূপ ভারতভূমিতে পুরুষদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহারাই ধন্য। ঐ ভারতভূমিতে বিমল-চেতা মানবগণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত পরমাত্মরূপী মহেশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ-পূর্ব্বক দেহাবসানে তাঁহাতেই লীন হইয়া

জানীয় নৈতদ্ধি কদা বিলীনে
শুভপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধঃ।
প্রাসামখণ্ডে কিল ভারতাখ্যে
কুলেহকলঙ্কে শিবধর্ম্মনিষ্ঠাঃ॥ ৮২
স্তোত্রেণ যেহপি কচিদত্র ভক্তাঃ
প্রসংস্তবন্তি প্রমথৈকনাথম্।
প্রয়ান্তি তে লোকবরেহন্ধকারে
পুরন্দরোদ্গীতমহাপ্রভাবাঃ॥ ৮৩
সূত উবাচ।
এবং বৈশ্রবণো জাতো মহাদেবপ্রসাদতঃ।
সর্ব্বমেতদশেষেণ কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৮৪
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ব্রহ্মলোকে বসেৎ কল্পমিতি দেবোহব্রবীদ্রবিঃ

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত শৌনকসংবাদেহরুন্ধতী-সাবিত্রীসংবাদাদি-কথনং নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥৪৭॥

থাকে। এই শরীরধারী আমি জানি না, কবে অশুভকর্ম্মক্ষয়ে ভারতখণ্ডে অকলঙ্ক-কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শিবকর্ম্মপরায়ণ হইব। এই জগতে যে সকল ভক্তগণ এই স্তোত্রে ভগবান্ মহেশ্বরের আরাধনা করে, তাহারা সুররাজ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। সূত কহিলেন,—মহাদেবের প্রসাদে দুঃসহ নামক সেই ব্রাহ্মণী-কুমার এইরূপে বিশ্রবার পুত্র হইয়া ধনাধিপত্য লাভ করে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! তোমাদিগের নিকট এই সমুদয়ই বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিলাম। ভগবান্ ভাস্কর কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কল্প-কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। ৮০—৮৫।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পুনর্বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
পঠতাং শৃণ্বতাং সদ্যোহঘানি হন্তি বহূন্যপি॥১
জিতারীন্দ্রিয়ষড়্বর্গা যোগিনোহপ্যনহঙ্কৃতাঃ।
যজন্তি জ্ঞানযোগেন শিবমাত্মস্বরূপিণম্॥ ২
তীর্থোদকৈর্বিশুদ্ধা যে দানযজ্ঞতপোব্রতৈঃ।
তে যজন্তি মহেশানং কর্ম্মযোগেন সাধবঃ॥ ৩
লুব্ধা ব্যাসনিনোহজ্ঞাশ্চ ন যজন্তি জগৎপতিম্
অজরামরবন্মূঢাস্তিষ্ঠন্তি নরকীটকাঃ॥ ৪
শিবধর্ম্মরতাঃ শান্তাঃ শিবশাস্ত্ররতাঃ সদা।
দৈবাৎ কেহপীহ জায়ন্তে পৃথিব্যাং পুরুষোত্তমাঃ
রূপং ন শক্যতে তস্য সংস্থানং বা কদাচন।
নির্দ্দেষ্টুং প্রাণিভিঃ কৈশ্চিদ্‌দ্রষ্টুং বাপ্যকৃতাত্মভিঃ
ক্রিয়তাং মদ্বচঃ কর্ণে শিবে ত্বাত্মা নিযুজ্যতাম্

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পুনরায় দেবদেব শূল-পাণির মাহাত্ম্যকথা কীর্ত্তন করিতেছি, উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিখিল পাপরাশি তিরোহিত হইয়া যায়। যাঁহারা ইন্দ্রিয় ষড়্‌রিপু জয় করিয়াছেন ও যাঁহারা অহঙ্কার-বিহীন, ঈদৃশ যোগিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মস্বরূপ শঙ্করকে আরাধনা করিয়া থাকেন। যে সকল সাধুগণ দান, যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থস্নান এবং বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মযোগ দ্বারা মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করেন। লুব্ধ ও ব্যসনাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাই শঙ্করের আরাধনায় বহির্ম্মুখ। সেই সকল মূঢ় নরকীট, আপনাকে জরা-মরণ-বিহীনবৎ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যাঁহারা শিবধর্ম্ম-পরায়ণ এবং শিবশাস্ত্ররত এরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ শঙ্করের রূপ ও সংস্থান নির্দ্দেশ করিতে কেহই সমর্থ নহে এবং অকৃতাত্মা মানবগণ কোন ক্রমেই তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিতে

আদীপ্তে ভবনে কূপং খনিতুং নৈব শক্যতে॥
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বচ্মি পুনঃপুনঃ।
অসারে দগ্ধসংসারে সারং যচ্ছিবপূজনম্॥ ৮
তদস্য দগ্ধসংসারগ্রন্থেরত্যন্তদুর্ভিদঃ।
পরং নির্মূলবিচ্ছেদি ক্রিয়তাং তত্তবার্চ্চনম্॥ ৯
মনস্তদ্বিদ্ধি কর্ম্মজ্ঞং শঙ্করে যৎ প্রবর্ত্ততে।
সা বাণী বাক্পতিং শম্ভুং যা স্তৌত্যচ্যুতমচ্যুতা
শ্রবণৌ তৌ শ্রুতৌ যাভ্যাং শ্রূয়ন্তে তৎকথাঃ শুভাঃ।
পাদৌ তৌ সফলৌ পুংসাং শিবায়তনগামিনৌ
তে চ নেত্রে শুভায়ালংযাভ্যাংসংদৃশ্যতে শিবঃ
সফলৌ তৌ স্মৃতৌ বিপ্রাস্তৎপূজাকারিণৌ করৌ॥ ১২
তদেব সফলং কর্ম্ম শিবমুদ্দিশ্য যৎ কৃতম্।
সেয়ং লক্ষ্মীঃ পরা পুংসাংসেয়ংভক্তিঃ সমীহিতা
শ্রেয়ান শ্রেয়স্করী ভক্তির্মুক্তের্যা গিরিজাপতেঃ
রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন চ খাদন্তি রাক্ষসাঃ।
ন দশন্তি চ নাগেন্দ্রা নরং রুদ্রপরায়ণম্॥ ১৫
বিপাককটুকান্ রম্যান বিষয়ান্ বিষসন্নিভান্।
সন্ত্যজ্যারাধয়েদ্দেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং দয়া ভূতেষ্বনুগ্রহঃ।
যস্যৈতানি সদা বিপ্রাস্তস্য তুষ্যতি শঙ্করঃ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা সম্পূজিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা যশ্চাভিনন্দতি।
তুর্য্যত্রিকং বা যঃ কুর্য্যাৎ তস্য তুষ্যতি শঙ্করঃ
বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মেচ্ছা যস্য ভক্তির্মহেশ্বরে।
ব্যসনোপহতস্যাপি তস্য তুষ্যতি শঙ্করঃ॥ ১৯
যথা দ্বিজা হস্তিপদে পদানি
সংলীয়ন্তে সর্ব্বসত্ত্বোদ্ভবানি।
এবং ধর্ম্মাঃ শিবধর্ম্মে তু সর্ব্বে
সংলীয়ন্তে নাত্র চিত্রং মুনীন্দ্রাঃ॥ ২০

সক্ষম হয় না। আপনারা আমার কথা শুনুন, এই বেলা মহেশ্বরে আত্মসমর্পণ করুন; কারণ গৃহ প্রজ্বলিত হইলে, আর কূপখননে কাহারও সামর্থ্য থাকে না। আমি পুনঃপুনঃ যাহা সত্য, যাহা হিতকর এবং যাহা সকলের সার, তাহাই বলিতেছি।—এই অসার দগ্ধ-সংসারে কেবলমাত্র শিবপূজনই সার। অতএব এই দুশ্ছেদ্য দগ্ধ-সংসার-বন্ধনের সমূলোচ্ছেদক শঙ্করারাধনায় নিযুক্ত হউন। সেই চিত্তকেই সদসৎকর্ম্মজ্ঞ জানিবে, যে চিত্ত সেই ভগবানে অনুরক্ত। যে বচন দ্বারা বাক্পতি শম্ভুর স্তুতিকীর্ত্তন হয়, তাহাই অস্খলিত বাক্য। যে শ্রুতিযুগল কল্যাণকর শিবকথা শ্রবণ করে, তাহাই ধন্য। যে পদ-দ্বয় শিবায়তনে গমন করে, তাহাই সার্থক-জন্মা। যে নয়নে ভগবান্ মহেশ্বর দৃষ্ট হন, তাহাই মঙ্গলজনক এবং যে হস্তে তিনি পূজিত হন, সেই হস্তদ্বয়ই সফল। হে বিপ্র-গণ! অধিক কি কহিব, ভগবান্ শিবের উদ্দেশে যাহা কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সার্থক জানিও। ভগবান্ মহেশ্বরে যে ভক্তি, তাহাই পরম সম্পদ, তাহাই পরম সমীহিত এবং তাহাই পুরুষের মুক্তি অপেক্ষা শ্রেয়স্করী।১—১৪। কোন শত্রুই শিবভক্তের অহিতাচরণে সমর্থ হয় না, নিশাচরগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না এবং ভুজঙ্গমনিচয় তাঁহাকে দংশন করিতে বিমুখ হইয়া থাকে। এজন্য আপাত-রম্য পরিণাম-বিরস বিষয়-ভোগকে বিষবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বজন-কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্করের আরাধনাই মানবগণের কর্ত্তব্য। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি কাহাকেও হিংসা করে না, সতত সত্যবাদী, পরস্বাপহরণে বিমুখ, সকলের প্রতি দয়াপর-বশ এবং সর্ব্বভূতে অনুগ্রহকারী, ভগবান্ শঙ্কর তাহার প্রতিই তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি সম্পূজিত শিবলিঙ্গ দর্শনে ভক্তিভাবে স্তুতি বা নৃত্য গীত করে, ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। যে মানব কায়মনোবাক্যে মহেশ্বরকে ভক্তি করে, সে ব্যসনা-সক্ত হইলেও তাঁহার প্রিয়। দ্বিজগণ! হস্তিপদ-চিহ্নে যেমন অন্যান্য সমস্ত প্রাণীরই পদচিহ্ন বিলীন হয়, তদ্রূপ, হে মুনীন্দ্রবৃন্দ! নিখিল ধর্ম্মই যে শিবধর্ম্মে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া

অল্পাশ্রয়ানল্পকলাংস্তুরাংশ্চ
ধর্ম্মানশ্চান্ প্রাহুরিহ দ্বিজেন্দ্রাঃ।
মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপং
বদন্তি সন্তঃ শিবধর্ম্মমেকম্‌॥ ২১
সর্ব্বে বর্ণা দেবদেবস্য শম্ভোঃ
পূজাং কৃত্বা সত্যবাক্যানি চোক্ত্বা
ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং দারুণং মর্ত্ত্যলোকে
যান্তি স্বর্গং নাত্র কার্য্যো বিচারঃ॥ ২২
যে বামদেবং হি যজন্তি নিত্যং
সদ্বৃত্তশীলাঃ কিল লিঙ্গমূর্ত্তিম্।
তে ধ্বস্তদোষা হি ভবন্তি মর্ত্ত্যা
ভবাম্বুরাশিং বিষমং তরন্তি তে॥ ২৩
তৈরিষ্টং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তর্পিতাঃ স্যুর্জগদ্ধেতুর্যৈরিষ্টো ভগবান্ ভবঃ
পর্ব্বতান্ দশ যদ্দত্ত্বা মহাদানানি ষোড়শ।
ধেনূশ্চ দশ যদ্ দত্ত্বা তদ্ দৃষ্ট্বা লিঙ্গমাপ্নুয়াৎ॥২৫
শিবভক্তো ন যো রাজা ভক্তোঽন্যেষু
সুরেষু সঃ।
স্বপত্নীং যুবতীং ত্যক্ত্বা যথৈবান্যাসু রজ্যতে॥
ব্যাজেনাপি হি যে কুর্য্যুঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম
শিবালয়ে।
ন তে যান্তীহ নরকং পাপাত্মানোঽপি মানবাঃ
সম্মার্জ্জনাদিকর্ত্তারো মার্গশোভাকরাশ্চ যে।
তেঽপ্যবশ্যং পৃথিবীপালা ভবন্তি ত্রিদশোপমাঃ॥
অস্মিন্নর্থে পুরাবৃত্তং তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
যচ্ছ্রুত্বা প্রাণিনঃ প্রায়ো ন মোহমুপযান্তি তে॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে হ্যাসীদ্‌রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
পঞ্চালবিষয়ে বিপ্রা নরবর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ॥ ৩০
দৈবমন্ত্রবিদুৎসাহশক্তিযুক্তঃ প্রতাপবান্।
ষড়্গুণ্যবিন্মহাসত্ত্বঃ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিতঃ॥
তস্য ভার্য্যাসহস্রাণাং দর্শনীয়তমাকৃতিঃ।
দশানামগ্রমহিষী সুদেবীত্যভিবিশ্রুতা॥ ৩২
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না শচীব বরবর্ণিনী।

থাকে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দ্বিজেন্দ্রনিচয়! পণ্ডিতেরা অপর অখিল ধর্ম্মকেই অল্পাশ্রয় ও অল্পফলজনক কহিয়াছেন, কেবল এক শিবধর্ম্মকেই মহাশ্রয় ও মহাফল জনক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই এই মনুষ্য-লোকে অন্যবিধ কঠোর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত সত্য-কথন ও শঙ্করের পূজা করিয়া যে স্বর্গে গমন করে, এ বিষয় অণুমাত্র বিচার্য্য নহে। যে সকল মানব, সৎস্বভাবাপন্ন হইয়া, প্রতিদিন লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবের পূজা করে, তাহারা পাপ-মুক্ত হইয়া, অনায়াসে বিষম সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা ভগবান্ ভবের পূজা করে, তাহাদিগের অখিল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হয় এবং তাহারা সমুদয় দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। দশসংখ্যক পর্ব্বতদান, ষোড়শ-সংখ্যক মহাদান এবং দশসংখ্যক ধেনুদান করিলে যে ফল হয়, কেবলমাত্র শিবলিঙ্গ দর্শনেই তাহা হইয়া থাকে। স্বীয় যুবতী পত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর রমণীতে আসক্ত মানব যেরূপ অবিবেকী, তদ্রূপ যে নৃপতি শিবভক্ত না হইয়া, অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়, তাহাকেও তাদৃশ জানিবে। যে সকল মানব ছল করিয়াও শিবালয়ে যৎকিঞ্চিৎ সৎকর্ম্ম করে, তাহারা পাপাত্মা হইলেও নরকগামী হয় না। যাহারা শিবালয়-সম্মার্জ্জনাদি করে, কিম্বা শিবালয়-পথের সংস্কার করে, তাহারা অমরোপম মহীপাল হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই বিষয়ে এক ইতিবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উহা শ্রবণ করিলে প্রায়ই প্রাণিগণের মোহান্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়। ১৫-২৯। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পঞ্চাল দেশে নরবর্ম্মা নামক এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সমুদয় দৈবাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী, উৎসাহ-শক্তিসম্পন্ন, প্রতাপশালী, সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণবেত্তা, মহাবল, পরাক্রান্ত এবং সতত সহাস্য-বদনে বাক্যালাপ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার দশ সহস্র ভার্য্যার মধ্যে সুদেবী নামে এক পরম রূপলাবণ্যবতী প্রধানা মহিষী ছিলেন। শচীতুল্য সর্ব্ব-

ভর্ত্তুশ্চাপি প্রিয়া সাধ্বী চন্দ্রকান্তিসমপ্রভা ॥ ৩৩
করোতি প্রত্যহং রাজ্ঞী ভূমিসম্মার্জ্জনাদিভিঃ।
দ্বারশোভাং মার্গশোভাং শিবস্যায়তনে শুভে
তাং তথাভিরতাং দৃষ্ট্বা তস্য রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ
পপ্রচ্ছেদং স তন্বঙ্গীং গালবো রহসি স্থিতাম্ ॥
ব্রূহি সুভ্রু মহাভাগে কিমর্থং হরমন্দিরে
সম্মার্জ্জনরতা নিত্যমন্যকর্ম্মপরাঙ্মুখী ॥ ৩৬
সৈবমুক্তা তদা তেন মুনিনা বিনয়ান্বিতা।
প্রহস্যাহ বিশালাক্ষী মুনীন্দ্রং গালবং প্রতি ॥৩৭
ন মেঽন্যত্র পরা ভক্তির্যথা সম্মার্জ্জনাদিষু।
তবাহং কথয়িষ্যামি পুরা কর্ম্ম কৃতং ময়া ॥ ৩৮
পূর্ব্বমাসমহং গৃধ্রী পক্ষিণী ব্যোমচারিণী।
কদাচিদ্‌ভ্রমমাণা তু গতা কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতম্ ॥ ৩৯
সিদ্ধবিদ্যাধরাকীর্ণং হেমকূটমিবাপরম্।
আশ্চর্য্যবন্নিরাবাধং খলিঙ্গং যত্র তিষ্ঠতি।
যস্য সন্দর্শনাদেব স্বর্গং যান্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০
সম্পূজ্যাথ তমেবেশং পুষ্পৈর্ধূপাক্ষতাদিভিঃ।
ন্যস্তং কেনাপি তৎপার্শ্বে নৈবেদ্যং যৎ
তদেব হি ॥ ৪১
তদাদাতুং সমাগত্য লিঙ্গং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥
ক্ষুধার্ত্তাহং মহাভাগ নৈবেদ্যে তু কৃতোদ্যমা।
ক্রমাৎ তত্রাগ্রহীদ্ বিপ্র পক্ষাভ্যাং
পাংশুমার্জ্জনম্।
কৃতং দেবস্য পুরতো দৈবযোগ্যাৎ ক্ষণাৎ ততঃ
তাবৎ তত্র সমায়াতস্তস্য দেবস্য পূজকঃ।
উড্ডীনাহং ততঃ কালান্মৃতা জাতা বসোর্গৃহে ॥
নৃবর্ম্মণে চ তেনাহং প্রদত্তা প্রথমা বধূঃ।
দশরাজ্ঞীসহস্রাণামুত্তমা তৎপ্রভাবতঃ।
মান্যা চ দয়িতা রাজ্ঞঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতা ॥৪৫
অকামাদীশ্বরাগারে কৃত্বৈবং পাংশুমার্জ্জনম্।
দুহিতাহং বসোর্জাতা রাজ্ঞো জাতিস্মরা তথা ॥
কামাৎ সম্মার্জ্জনং কৃত্বা ভবিষ্যামি ন বেদ্মি তৎ

সুলক্ষণসম্পন্না, চন্দ্রকান্তি-সমপ্রভা, সাধ্বী, পতিপ্রিয়া, বরবর্ণিনী উক্ত রাজ্ঞী সুদেবী, প্রত্যহ ভূমিসম্মার্জ্জনাদি দ্বারা শুভ শিবায়তনের দ্বার ও মার্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেন। একদা রাজপুরোহিত মুনিবর গালব, নির্জ্জনে সুদেবীকে তাদৃশ কার্য্যে রত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি সুভ্রু! মহাভাগে! তুমি কি জন্য অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিদিন শিবমন্দির-সম্মার্জ্জন করিয়া থাক? গালব মুনি এইরূপ কহিলে, আয়তলোচনা সুদেবী হাস্য করত বিনয়সহকারে তাঁহাকে কহিলেন,—সম্মার্জ্জনাদি কার্য্যে আমার যেরূপ অনুরাগ, এরূপ আর কিছুতেই নহে। আমি পূর্ব্বে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতেছি। আমি পূর্ব্বে আকাশচারিণী গৃধিনী পক্ষিণী ছিলাম। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে উপস্থিত হই। উহা দ্বিতীয় হেমকূটের ন্যায় পরম রমণীয়, বাধাশূন্য এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ। ঐ স্থানে খলিঙ্গ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। মনীষিগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়াই সুরপুরে গমন করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি সেই লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে বিবিধ পুষ্প, ধূপ ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া, তৎপার্শ্বে নৈবেদ্য রাখিয়া গমন করিয়াছেন, এমত সময়ে আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিবার জন্য লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করত নৈবেদ্য গ্রহণে উদ্যত হইলাম। হে মহাভাগ বিপ্র! তখন মদীয় পক্ষবায়ুতে ভগবানের সম্মুখস্থ ধুলিপটল অপসৃত হইল। অনন্তর দৈববশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে তথায় সেই পূজক উপস্থিত হওয়ায়, আমি গগনমার্গে উড্ডীন হইলাম। তৎপরে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনরায় বসুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সেই বসুরাজই আমায় নরবর্ম্ম-করে জ্যেষ্ঠ পত্নীরূপে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি সেই পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-প্রভাবেই রাজার দশ সহস্র পত্নীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা, মান্যা, প্রিয়া ও পুত্রপৌত্রান্বিতা হইয়াছি। ৩০-৪৫। আমি যখন অনিচ্ছাপূর্ব্বক শিবালয়ে এইরূপ পাংশু মার্জ্জন করিয়া বসুরাজের দুহিতা ও জাতিস্মরা তখন না জানি, ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে কি হইবে?

এবমুক্তস্তয়া রাজ্ঞ্যা প্রহৃষ্টস্তামথাব্রবীৎ। ৪৭
সমারাধ্য সুরেশানং সর্ব্বদং ত্রিপুরান্তকম্।
কিমাশ্চর্য্যং গুণাবাসে যদেতৎ প্রাপ্তবত্যসি॥
চক্ষুষা প্রেক্ষণঞ্চৈব নমনঞ্চ প্রদক্ষিণম্।
লিঙ্গমূর্ত্তেঃ শিবস্যৈব রাজ্যাবাপ্তিকরং স্মৃতম্॥
জাতিস্মরত্বমৈশ্বর্য্যং বিদ্যাজ্ঞানং প্রজাসুখম্।
অজ্ঞানাদ্বা ভয়াদ্বাপি দৃষ্ট্বৈবেহ মহেশ্বরম্॥ ৫০
নাম্নাপি নরকচ্ছেদঃ স্মরণাদ্বৈবুধং পদম্।
পূজনাদ্যস্য নির্ব্বাণং তমীশং কো ন সংশ্রয়েৎ
ফলং প্রসাদাজ্জায়েত ধ্রুবং কালেন দেহিনাম্
অর্থিনামখিলান্ কামান্ সদ্যঃ ফলতি শঙ্করঃ
শাঠ্যেনাপি নরা নিত্যং যে স্মরন্তি মহেশ্বরম্।
তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা শিবলোকমনাময়ম্
চরাচরগুরোরস্য শম্ভোরমিততেজসঃ।
ন কৃতা যৈর্দৃঢ়া ভক্তির্বঞ্চিতাস্তে স্ফুটং জনাঃ॥ ৫৪
প্রমাদেনাপি যৈঃ কাপি প্রণামঃ শূলিনঃ কৃতঃ
কল্পান্তেঽপি ভবগ্রন্থির্ন তেষাং জায়তে পুনঃ
তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে শোকমোহপরায়ণাঃ।
নার্চ্চয়ন্তি বিরূপাক্ষং যাবদেব শরীরিণঃ॥৫৬
ইতিহাসপুরাণাদিশিবপুস্তকবাচনম্।
যে কুর্য্যুঃ সকৃদপ্যেবং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ॥
ব্রতোপবাসদানেষু তীর্থস্নানেষু যৎফলম্।
তৎ তেষাং স্যান্ন সন্দেহ ইত্যাহ পরমেশ্বরঃ॥
বিনষ্টলোভা বিষয়েষু নিঃস্পৃহাঃ
প্রসন্নচিত্তাশ্চ শিবার্চ্চনোদ্যতাঃ।
ব্রজন্তি শম্ভোঃ পরমং সনাতনং
নিরাময়ং যৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ॥৫৯
কুলং পবিত্রং পিতরঃ সমুদ্ধৃতা
বসুন্ধরা তেন চ পাবিতা দ্বিজাঃ।
সনাতনোঽনাদিরনন্তবিগ্রহো
হৃদি স্থিতো যস্য সদৈব শঙ্করঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সুদেব্যুপাখ্যানং নামাষ্ট-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

গালবকে রাজ্ঞী এইরূপ কহিলে, তিনি পরম হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে গুণাবাসে! কি আশ্চর্য্য! তুমি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুরেশ্বর ত্রিপুরারিকে তাদৃশ আরাধনা করিয়াই এবংবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ? হে মুনিগণ! শিবলিঙ্গ দর্শন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেই, জন্মান্তরে রাজা হয়। অধিক কি, এই জগতে অজ্ঞান বা ভয় বশতঃ মহেশ্বরকে সন্দর্শন করিলেও জাতিস্মরত্ব, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, জ্ঞান, পুত্র-পৌত্র ও পরম সুখ লব্ধ হইয়া থাকে। যাঁহার নাম মাত্রেই নরক-নিবারণ, স্মরণ মাত্রে দেবত্ব-প্রাপ্তি এবং অর্চ্চনা করিলে নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি না তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? দেহিগণের শিবপ্রসন্নতার ফল অবশ্যই সময়ে ফলিয়া থাকে। তিনি ফলপ্রার্থী মানবগণের অভীষ্ট বিষয় সদ্যই প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি শঠতা করিয়াও প্রতিদিন মহেশ্বরকে স্মরণ করে, তাহারাও দেহত্যাগান্তে অনাময় শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা অমিতশক্তি চরাচরগুরু শঙ্করের প্রতি ভক্তি বিহীন, তাহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত; যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতও কোন কালে মহেশ্বরকে নমস্কার করে, কল্পান্তকালেও আর তাহাদিগের সংসারবন্ধন হয় না। জীবগণ যে পর্য্যন্ত না ভগবান্ বিরূপাক্ষকে অর্চ্চনা করে, তাবৎ কালই শোক-মোহাদিতে ক্লিষ্ট হইয়া, সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা ভক্তিসহকারে একবার মাত্র শিব-মাহাত্ম্যময় ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ করে, ভগবান্ পরমেশ্বর বলিয়াছেন, তাহা-দিগের নিখিল ব্রত, উপবাস, দান ও তীর্থ-স্নানের ফল হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যাহারা লোভবিহীন, বিষয়ে অনাসক্ত, সতত প্রসন্নচিত্ত এবং শিবপূজায় তৎপর, জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, তাহারা ভগবান্ শম্ভুর পরম সনাতন নিরাময় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যাহার হৃদয় মধ্যে সতত অনাদি অনন্তমূর্ত্তি সনাতন শঙ্কর বিরাজ করেন, তাহার কুল পবিত্র হয় ও পিতৃগণ

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

পার্ব্বত্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং লোমহর্ষণ
জঘান সা যথা দৈত্যান্ রক্তাসুরপুরোগমান্॥

সূত উবাচ।

প্রণিপত্য মহাদেবীং শঙ্করার্দ্ধশরীরিণীম্।
মহেন্দ্রাণীশ্বরম্নুতাং ভক্তানুগ্রহাকারিণীম্॥ ২
একাক্ষরীতি বিখ্যাতা ব্রাহ্মী দাক্ষায়ণীতি যা।
উমা হৈমবতী দুর্গা সতী মাতা মহেশ্বরী॥
আর্য্যাম্বিকা মৃড়ানী চ চণ্ডী নারায়ণী শিবা।
মহালক্ষ্মীর্জগন্মাতা কালিকা মেনকাত্মজা॥ ৪
নানারূপধরা সৈবমবতীর্য্যৈব পার্ব্বতী।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় নিঘ্নন্তী দৈত্যদানবান্॥ ৫
পরমাত্মা যথা রুদ্র একোঽপি বহুধা স্থিতঃ।
প্রয়োজনবশাদ্দেবী সৈকাপি বহুধা ভবেৎ॥ ৬
আসীদ্রক্তাসুরো নাম মহিষস্য সুতো বলী।
মহামায়ো মহাবাহুর্হিরণ্যাক্ষ ইবাপরঃ॥ ৭
স বিজিত্য সুরান্ সর্ব্বান্ বিষ্ণিন্দ্রাগ্নিপুরোগমান্।
ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্ নিরাতঙ্কশ্চক্রে রাজ্যং প্রতাপবান্॥ ৮
তস্যৈতে মন্ত্রিণশ্চাসন্ রুদ্রাত্মানো মদোৎকটাঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সহস্রাক্ষৌহিণীযুতাঃ।
সিংহস্কন্ধা মহাকায়া দুরাত্মানো মহাবলাঃ॥ ৯
ধূম্রাক্ষো ভীমদংষ্ট্রশ্চ কালপাশো মহাহনুঃ।
ব্রহ্মঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ স্ত্রীঘ্নো বালঘ্ন এব চ॥ ১০
বিদ্যুন্মালী চ বন্ধুকঃ শঙ্কুকর্ণো বিভাবসুঃ।
দেবান্তকো বিধর্ম্মশ্চ দুর্ভিক্ষঃ ক্রূর এব চ॥ ১১
হয়গ্রীবোঽশ্বকর্ণশ্চ কেতুমান্ বৃষভো গজঃ।
শলভঃ শরভো ব্যাঘ্রো নিকুম্ভো মণিকো বকঃ
সূর্য্যকো বিক্ষুরো মালী কালো দণ্ডশ্চ কেরলঃ

অধোগতি হইতে নিস্তার পান এবং সে বসুন্ধরাকে পবিত্র করিয়া থাকে। ৪৬—৬০।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ সূত! আমরা ভগবতী পার্ব্বতীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তিনি যেরূপে রক্তাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করুন। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! আমি মহেন্দ্রাণী প্রভৃতির বন্দনীয়া, ভক্তানুগ্রহকারিণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী সেই মহাদেবীকে নমস্কারপূর্ব্বক তদীয় মাহাত্ম্য কথা কীর্ত্তন করিতেছি। তিনি জগতে একাক্ষরী, ব্রাহ্মী, দাক্ষয়ণী, উমা, হৈমবতী, দুর্গা, সতী, মাতা ও মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। তাঁহাকেই সকলে আর্য্যা, অম্বিকা, মৃড়ানী, চণ্ডী, নারায়ণী, শিবা, মহালক্ষ্মী, জগন্মাতা, মেনকাত্মজা ও কালিকা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই পার্ব্বতী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া দানবগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা ভগবান্ রুদ্র যেমন এক হইয়াও নানারূপে বিরাজ করেন, তদ্রূপ তিনিও প্রয়োজন বশতঃ বহুধা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর নামে দ্বিতীয় হিরণ্যাক্ষবৎ এক মহামায়াবী মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অসুর ছিল। সেই প্রতাপবান্ রক্তাসুর, ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে জয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ত্রিভুবনে রাজত্ব করিত। ১—৮। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ধূম্রাক্ষ,ভীমদংষ্ট্র,কালপাশ,মহাহনু, ব্রহ্মঘ্ন, যজ্ঞকোপ, স্ত্রীঘ্ন,বালঘ্ন,বিদ্যুন্মালী, বন্ধুক, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবসু, বেদান্তক, বিধর্ম্ম, দুর্ভিক্ষ, ক্রূর, হয়গ্রীব, অশ্বকর্ণ; কেতুমান্, বৃষভ, গজ, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, নিকুম্ভ, মণিক, বক, সূর্য্যক, বিক্ষুর, মালী, কাল, দণ্ড ও কেরল নামে তাহার ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক মন্ত্রী ছিল। উহারা সকলেই ভীষণস্বভাব, মদমত্ত, সিংহস্কন্ধ, মহাকায় ও মহাবলপরাক্রান্ত এবং প্রত্যেকেরই সহস্র অক্ষৌহিণী

স কদাচিৎ সমাসীনো দৈত্যকোটিসমাবৃতঃ।
সদস্থস্তথাব্রবীদ্দৈত্যান্ দানবান্ সনরাংস্তথা ॥১৪
মাং যজধ্বং স্তবধ্বঞ্চ পূজ্যোঽহং ভবতাং সদা।
যস্তু দেবান্ সমাতিষ্ঠেৎ স গচ্ছেদ্বধ্যতাং মম ॥
দানযজ্ঞোপবাসাংশ্চ ত্যক্ত্বা দেবর্ষিদর্শিতান্।
প্রত্যক্ষসৌখ্যান্ ভুঞ্জীধ্বং যথেষ্টং সুরযোষিতঃ
ইতি দৈত্যেন্দ্রবাক্যেণ নষ্টা যজ্ঞক্রিয়াস্ততঃ।
নাধীয়ন্তে তদা দেবা ন পূজ্যন্তে চ দেবতাঃ ॥
উৎসবা ন প্রবর্ত্তন্তে সর্ব্বমাসীৎ তদাসুরম্।
ধর্ম্মহীনস্ততো লোকো ম্লেচ্ছাকুল ইবাভবৎ ॥১৮
ধর্ম্মনাশাৎ সুরেন্দ্রস্য বলহানিরজায়ত।
জ্ঞাত্বা হীনবলং শক্রং দানবাস্তং সমাদ্রবন্ ॥১৯
সোঽভিভূতোঽসুরৈর্গাঢ়ং ত্যক্ত্বা রাজ্যঞ্চ দেবরাট্
বৃহস্পতিমুপাগম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২০
রক্তাসুরাভ্যনুজ্ঞাতা দৈত্যাঃ কোটিসহস্রশঃ।
আবাধন্তে স্ম সর্ব্বত্র মদ্বধার্থং ন সংশয়ঃ ॥ ২১
ন স্থাতুমত্র শক্নোমি ন গন্তুং তৈরভিদ্রুতঃ।
সর্ব্বথা যোদ্ধুমিচ্ছামি যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥২২
নশ্যতো যুধ্যতো বাপি তাবদ্ভবতি জীবিতম্।
যাবৎ প্রমার্ষ্টি ন বিধির্ভালেঽস্য লিখিতাক্ষরম্
জয়মাশংস মে ব্রহ্মন্ যোৎস্যেঽহমরিভিঃ সহ।
মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতং চিরম্ ॥
ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসঃ শত্রূণামাততায়িনাম্
অপকর্ত্তুমশক্তো যো জীবামীত্যধিগচ্ছতি ॥২৫
কর্ম্মায়ত্তং কিলৈশ্বর্য্যং মমায়ত্তঞ্চ পৌরুষম্।
তস্মাদ্যুদ্ধং করিষ্যামি ধ্রুবং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
শ্রুত্বৈবং মঘবদ্বাক্যং বাচস্পতিরথাব্রবীৎ।
ন কালো বিগ্রহস্যাদ্য কিং কোপেন শচীপতে
ন চ খেদস্ত্বয়া কার্য্যঃ কার্য্যাণাং গতিরীদৃশী।

সৈন্য। একদা সেই রক্তাসুর, দানবকোটিতে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে আসীন আছে, এমত সময়ে মনুষ্যগণসমন্বিত দৈত্য-দানবগণকে কহিল,—তোমরা আমারই পূজা ও আমাকেই স্তুতি করিবে। আজ হইতে যে ব্যক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিবে, সে আমার বধ্য হইবে। দেবর্ষিগণ! নির্দ্দিষ্ট দান, যজ্ঞ ও উপবাসাদি কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ-সুখকর যথেচ্ছ সুরাঙ্গনা উপভোগ সুখে কালহরণ কর। দৈত্যেন্দ্রের ঈদৃশ বাক্যে সমুদয় যজ্ঞাদি কার্য্য, বেদাধ্যয়ন, দেবপূজা ও উৎসব সমস্তই বিনষ্ট হইল। তৎকালে নিখিল জগৎই অসুরভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। সকলেই ধর্ম্ম-বিহীন হওয়ায় ম্লেচ্ছময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্ম-লোপহেতু ক্রমে সুররাজের বলহানি হইল। অনন্তর দানবগণ, ইন্দ্রকে হীনবল জানিয়া তাঁহাকে আক্রমণার্থ ধাবমান হইতে লাগিল। পরে দেবরাজ, অসুরবিক্রমে অভিভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃহস্পতির নিকট গমন করত কহিলেন, গুরো! রক্তাসুরের আদেশানুসারে কোটি কোটি দৈত্যগণ নিঃসন্দেহ আমাকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বত্র উৎপীড়ন করিতেছে। আমি অসুরগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এস্থানে থাকিতেও পারিতেছি না এবং অন্যত্র গমন করিতেও সমর্থ হইতেছি না। এজন্য আমি সম্যক্‌রূপে সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। বিধাতা যাবৎকাল না ললাটলিপি প্রমার্জ্জন করেন, তাবৎকালই মুমূর্ষু বা যুধ্যমান ব্যক্তির জীবন। হে ব্রহ্মন্! আপনি জয়-প্রার্থনা করুন, আমি অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিব। কারণ, মুহূর্ত্তকালও প্রজ্জলিত হওয়া ভাল, তথাপি চিরদিন ধূমায়িত থাকা শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্তি আততায়ী শত্রুগণের প্রতিবিধানে অক্ষম হইয়া আপনাকে জীবিত মনে করে, তাহার জীবনে ধিক্। ঐশ্বর্য্য নিঃসন্দেহ কর্ম্মায়ত্ত, কিন্তু পৌরুষ আমার অধীন। একারণ সমর করিবই করিব এবং মঙ্গলও নিশ্চয় হইবে। ৯—২৬। বৃহস্পতি, দেবরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে শচীপতে! ইহা সংগ্রামের সময় নহে। অতএব ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে। তুমি খেদ করিও না, কার্য্যের

দেবাত্তবর্ত্তি ভূতানাং সম্পদো বিপদোঽপি বা
স্বশক্তিং পরশক্তিঞ্চ ষাড়্গুণ্যবিদুদারধীঃ।
দেশকালবলোপায়ান্ জ্ঞাত্বা বিগ্রহমাচরেৎ॥ ২৯
দেশকালাবিহীনানি কর্ম্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবিরপ্রয়তেম্বিব॥ ৩০
সম্যগ্বিজ্ঞাতশাস্ত্রার্থো রাজা বিজয়মাচরেৎ।
সপ্তাঙ্গরাজ্যত্রাণঞ্চ বুদ্ধ্বা বারিবিনিগ্রহম্।
কুর্য্যাদেবান্যথা নাশমুপযাতি শচীপতে॥ ৩১
বিশ্বাসয়তি ভূতানি ন চ বিশ্বসতে ক্বচিৎ।
ছিদ্রেষু যোঽস্বয়াচ্ছত্রুং স রাজ্যং মহদশ্নুতে॥
সাম্প্রতং বদ্ধমূলোঽসৌ ত্বং দৈবানবলোকিতঃ
অতো যুদ্ধাবকাশং তে ন পশ্যামি শতক্রতো॥
মৎসহায়াশ্চ যে শূরাঃ শক্তিমন্তো নিরুৎসুকাঃ
দুর্দ্ধর্ষানপি তে শত্রূন্ জয়ন্ত্যেব সদা নৃপাঃ॥ ৩৪
পুরোধসৈবমুক্তস্তু পুনরাহ পুরন্দরঃ।
অভিভূতো ভৃশং দৈত্যৈর্নাহং জীবিতুমুৎসহে
শত্রুভির্বর্ত্তমানস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য চ।
ব্যাধিতস্য দরিদ্রস্য শ্রেয়ো মৃত্যুর্ন জীবিতম্॥
কিমত্র বহুনোক্তেন যোৎস্যেঽহং দানবৈঃ সহ
নৃণাং কর্ম্মসমারম্ভে শ্রেয়সী হ্যেকচিত্ততা॥ ৩৭
গুণদোষাবুভাবেতাবেকীকৃত্য বিচক্ষণঃ।
কার্য্যমারভতে যস্তু তস্য দোষাঃ পরাঙ্মুখাঃ॥
তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতন্তু ভয়ং দৃষ্ট্বা যোদ্ধব্যং বাপ্যভীরুবৎ॥
মৃতস্য জীবতো বাপি নরস্যেহ প্রযুধ্যতঃ।
শ্রেয় এব মহর্দ্ধিঃ স্যাৎ তস্মাদ্‌যোৎস্যাম্যহং পরৈঃ॥৪০
তয়োঃ সংবদতোরেবং ব্রহ্মাগত্যেদমব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথাঃ শক্র শরণং ব্রজ পার্ব্বতীম্॥

গতিই এইরূপ। জীবগণের দৈববশতই সম্পদ্ বা বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। সন্ধি প্রভৃতি ষাড়্গুণ্যবেত্তা উদারমতি পুরুষ স্বীয় ও পরকীয় শক্তি, দেশ, কাল এবং উপায় নির্ণয়পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইবে। দেশকালাদি বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে তাহা, অপ্রযত ব্যক্তিতে ঘৃতবৎ, দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। রাজা, শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক্ অবগত থাকিলেই যুদ্ধে জয়লাভ, সপ্তাঙ্গরাজ্যের পরিত্রাণ এবং শত্রুদিগকে নিগ্রহ করিতে পারেন। হে শচীপতে! অন্যথা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। যে রাজা কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া সকলকেই বিশ্বস্ত করিতে পারেন এবং ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক শত্রুকে আক্রমণ করেন, তিনিই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া থাকেন। হে শতক্রতো! সম্প্রতি তোমার শত্রু বদ্ধমূল, কিন্তু তুমি দৈবহীন, সুতরাং এ সময়ে তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল পরাক্রমশালী অব্যগ্র বীর রাজগণ আমাকে সহায় করে, তাহারা দুর্জ্জয় রিপুনিচয়কেও অনায়াসে দহন করিতে সমর্থ হয়। পুরন্দর, পুরোধা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন,—হে গুরো! আমি দৈত্যগণের নিকট পরাভূত হইয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছুক নহি। দেখুন, যে ব্যক্তি, শত্রুদিগের অনুগ্রহভাজন, কিংবা যে ব্যক্তি মূর্খ, স্ত্রীজিত, ব্যাধিগ্রস্ত বা দরিদ্র, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র। আমি এ বিষয়ে আর অধিক কি কহিব, আমি নিশ্চয়ই দানবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; আপনি স্থির জানিবেন, মানবগণের কার্য্যারম্ভকালে দৃঢ়সঙ্কল্পই শ্রেয়োজনক। যে ব্যক্তি দোষ গুণ উভয়কেই সমান জ্ঞান করত কার্য্য আরম্ভ করে, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির কোনরূপ অকুশল ঘটে না। ভয়-কারণ, যাবৎকাল উপস্থিত না হয়, তাবৎকালই ভীত হওয়া উচিত, কিন্তু ভয়ের কারণ আসিয়া উপস্থিত হইলে নিঃশঙ্কচিত্তের ন্যায় তাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ২৭—৩৯। মানব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যুমুখেই পতিত হউক আর জীবিতই থাকুক, উভয়থাই তাহার পরম মঙ্গল। অতএব আমি শত্রুসহ অবশ্যই যুদ্ধ করিব। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি উভয়ে এইরূপ পরস্পর কহিতেছেন, এমত সময়ে তথায়

যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং রুরুং চিত্রাসুরং তথা।
সদ্যো রক্তাসুরং হত্বা স্বং রাজ্যং তে প্রদাস্যতি
এবমুক্ত্বা হরিং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
শক্রোঽপি ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং জগাম হিমবদ্গিরিম্
স তত্র গত্বা সর্ব্বাণীং নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।
স্তোত্রেণানেন তুষ্টাব শিবাং শঙ্করবল্লভাম্ ॥৪৪

শক্র উবাচ।

জয়াক্ষরে জয়ানন্তে জয়াব্যক্তে নিরাময়ে।
জয় দেবি মহামায়ে জয় ত্রিদশবন্দিতে ॥ ৫
জয় ভদ্রে বিদেহস্থে জয়াদ্যে ত্রিগুণাত্মকে।
জয় বিশ্বম্ভরে গঙ্গে জয় সর্ব্বার্থসিদ্ধিদে ॥৪৬
জয় ব্রহ্মাণি কৌমারি জয় নারায়ণীশ্বরি।
জয় ব্যরাহি চামুণ্ডে জয়েন্দ্রাণি মহেশ্বরি ॥৪৭
জয় মাতর্ম্মহালক্ষ্মি জয় পার্ব্বতি সর্ব্বগে।
জয় দেবি জগজ্জ্যেষ্ঠে জয়ৈরাবতি ভারতি ॥৪৮
মৃগাবতি জয়ানন্তে তেজোবতি জয়ামলে।
জয়েশানি শিবে সর্ব্বে জয় নিত্যে জয়ার্চ্চিতে
মোক্ষদে জয় সর্ব্বজ্ঞে জয় ধর্ম্মার্থকামদে।
জয় গায়ত্রি কল্যাণি জয় সন্ধ্যে বিভাবরি ॥৫০
জয় দুর্গে মহাকালি শিবদূতি জয়াজয়ে।
জয় দণ্ডমহামুণ্ডে জয় নন্দে শিবপ্রিয়ে ॥ ৫১
জয় ক্ষেমঙ্করি শিবে জয় ভ্রামণি রেবতি।
জয়োমে সাধ্বি মঙ্গল্যে হরসিদ্ধে নমোঽস্তু তে
জয়ানন্দে মহাবর্ণে মহিষাসুরঘাতিনি।
জয়ানঘে বিশালাক্ষি জয়ানঙ্গে সরস্বতি ॥ ৫৩
জয়াশেষগুণাবাসে জয় বৃত্রাসুরান্তকে।
জয় যোগেশি সঙ্কল্পে জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি ॥
জয় শুম্ভনিশুম্ভঘ্নে জয় পদ্মেন্দুসম্ভবে।
জয় কৌশিকি কৌমারি জয় বারুণি কামদে ॥৫৫
নমো নমস্তে সর্ব্বাণি ভূয়ো ভূয়ো জয়াম্বিকে।

ব্রহ্মা আগমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে শক্র! বিষণ্ণ হইও না, পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হও। যিনি, সংগ্রামে মহিষ, রুরু ও চিত্রনামক অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনিই অবিলম্বে রক্তাসুরকে নিহত করিয়া তোমাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিবেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে দেবরাজও সুস্থ ও নির্ভয় হইয়া দেবগণের সহিত হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক শঙ্করপ্রিয়া শর্ব্বাণীকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! হে মহামায়ে! তুমি দেবগণের আরাধ্যা তুমি অক্ষরা, অব্যক্তা, অনন্তা ও নিরাময়া; তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বার্থসিদ্ধিদে! হে বিদেহস্থে! হে ভদ্রে! তুমি ত্রিগুণময়ী আদ্যাশক্তি; হে বিশ্বম্ভরে! হে গঙ্গে! তোমার জয় হউক। হে মাতঃ! হে দেবি! তুমিই ব্রহ্মাণী, তুমিই কৌমারী, তুমিই নারায়ণী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই বারাহী, তুমিই ইন্দ্রাণী, তুমিই মাহেশ্বরী, তুমিই মহালক্ষ্মী এবং তুমিই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠাতা; তোমার জয় হউক। হে পার্ব্বতি! তুমি জগতের জ্যেষ্ঠা। বুধগণ তোমাকেই ঐরাবতী, ভারতী, মৃগাবতী ও তেজোবতী বলিয়া বর্ণন করেন; তোমার জয় হউক। হে ঈশানি! হে শিবে! তুমি নির্ম্মল, নিত্য সর্ব্বস্বরূপ ও সকলের পূজনীয়া; অতএব তোমার জয় হউক। হে দুর্গে! হে মহাকালি! তুমি সর্ব্বজ্ঞা এবং তুমিই জীবগণকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাক; তুমিই গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও বিভাবরীরূপে বিরাজ করিতেছ। তুমি কল্যাণময়ী এবং তুমিই জীবগণের জয় ও পরাজয়স্বরূপা, হে ক্ষেমঙ্করি! হে শিবে! তুমি শিবদূতী, মহামুণ্ডা, নন্দা, শিবপ্রিয়া, ভ্রামণী ও রেবতী নামে প্রসিদ্ধা; তোমার জয় হউক। হে উমে! হে মঙ্গল্যে! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার করি।৪০—৫২। হে মহিষাসুরঘাতিনি! তোমার নাম হরসিদ্ধি, আনন্দা, মহাবর্ণা, অনঘা, বিশালাক্ষী, অনঙ্গা ও সরস্বতী; তোমার জয় হউক। হে ত্রৈলোক্যসুন্দরি! তুমি অশেষগুণের আবাসভূমি, তোমা হইতেই বৃত্রাসুর নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে পদ্মেন্দুসম্ভবে! তুমিই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই যোগেশ্বরী ও সঙ্কল্পরূপা। হে সর্ব্বাণি! তুমি সর্ব্বাভীষ্ট

ত্রাহি নস্ত্রাহি নো দেবি শরণাগতবৎসলে ॥৫৬
য ইমাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি জয়মালাং ভবানি তে।
ত্রিবিধৈরপি দুঃখৌঘৈর্মুচ্যন্তে পরমেশ্বরি ॥ ৫৭
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতাঃ।
ভান্তি লোকে তথাদিত্যাঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতাঃ
দেহাবসানে তেঽবশ্যং পশ্যন্ত্যেব হি পার্ব্বতীম্
নেন্দ্রিয়াণাং বিকলতা যথান্যেষাং ভবেন্নৃণাম্।
দেবীলোকং গমিষ্যন্তি স্কন্দলোকোপরি স্থিতম্
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্তোত্রজাপ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
সূত উবাচ।
সৈবং স্তুতা ভগবতী মহেন্দ্রেণাথ পার্ব্বতী।
আত্মানংদর্শয়ামাস সর্ব্বালঙ্করণান্বিতম্ ॥৬১
নমস্কৃত্যাথ তামূচুঃ সুরাস্তে ভয়নাশনীম্।
হত্বা রক্তাসুরং দৈত্যং পাহি নো মহতো ভয়াৎ
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দত্ত্বা তেভ্যোঽভয়ং ততঃ
বভূবাদ্ভুতরূপা সা ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা ॥৬৩
সিংহারূঢ়া মহাদেবী নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।
সুবক্ত্রা বিংশতিভুজা স্ফূর্জ্জা বিদ্যুল্লতোপমা ॥৬৪
ততোঽম্বিকা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্ম্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং জগৎ ॥৬৫
প্রকম্পিতাখিলা চোর্ব্বী তদা বারিধিমেখলা।
শৈলোত্তুঙ্গস্তনী রম্যা প্রমদেব ভয়াতুরা ॥৬৬
তেঽপি তত্রাসুরাঃ প্রাপ্তাশ্চতুরঙ্গবলোৎকটাঃ
সম্যগ্বিদিতবৃত্তান্তাঃ কালান্তকযমোপমাঃ ॥৬৭
রক্ষোদানবদৈত্যাশ্চ পাতালেষ্বপি যে স্থিতাঃ
তে সর্ব্ব এব দৈত্যেন্দ্রং কোটিশস্তমুপাগতাঃ ॥
দেবারয়স্তদা সর্ব্বে সন্নদ্ধাশ্চোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ।

দান করিয়া থাক এবং তুমিই কৌশিকী ও বারুণী নামে অভিহিতা হও; তোমার জয় হউক। হে অম্বিকে! তোমার জয় হউক, জয় হউক। হে দেবি! হে শরণাগত বৎসলে! তোমাকে বারংবার নমস্কার, আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে ভবানি! যাহারা তোমার এই জয়মালা কীর্ত্তন করে, হে পরমেশ্বরি! তাহাদিগের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত ও সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিত হইয়া সূর্য্যসম প্রকাশ পাইতে থাকে এবং দেহাবসানে নিঃসন্দেহ ভগবতী পার্ব্বতীকে সন্দর্শন করে; অন্যান্য মানবদিগের ন্যায় কোন কালে তাহাদিগের ইন্দ্রিয়বিকলতা ঘটে না। অধিক কি, এই স্তোত্র পাঠফলে স্কন্দলোকের উপরিস্থিত পুনরাবৃত্তিরহিত দেবীলোকে যে গমন করিবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। সূত কহিলেন,—দেবরাজ ভগবতী পার্ব্বতীকে এইরূপ স্তব করিলে তিনি সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইয়া ইন্দ্রসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। অনন্তর দেবগণ, সেই ভয়নাশিনীকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—দেবি! রক্তাসুরকে নিধন করিয়া মহৎ ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। তখন সেই ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা পার্ব্বতী, দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভয়-প্রদানপূর্ব্বক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিলেন। সকলেই দেখিলেন, সেই মহাদেবী সিংহোপরি আরূঢ়া হইয়া বিংশতি হস্তে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার মুখমণ্ডল কমনীয় কান্তিতে সুশোভিত এবং দেহপ্রভা ক্ষণপ্রভাবৎ দেদীপ্যমান হইতেছে। অনন্তর ভগবতী অম্বিকা, অট্টহাস্যের সহিত মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলে সেই ঘোরতর শব্দে সমুদয় বিশ্বমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। তৎকালে শৈলরূপ-সমুন্নত-পয়োধর-শোভিতা বারিধিমেখলা অখিলা বসুন্ধরা, ভয়াতুরা প্রমদার ন্যায়, কম্পিতা হইতে লাগিল।৫৩-৬৬।অনন্তর, কালান্তক-যমোপম অসুরগণ, তদ্বৃত্তান্ত সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া চতুরঙ্গ বলের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। তৎকালে যে সকল রাক্ষস ও দৈত্য দানব পাতালমধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহারাও কোটি কোটি আসিয়া দৈত্যেন্দ্র রক্তাসুরের সহিত যোগদান করিল। তখন অখিল সুরশত্রুগণ, বিবিধ প্রকার আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত এবং দৈত্যেন্দ্র

পালিতা দানবেন্দ্রেণ নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥৬৯
তমালালিকুলাভাসা জীমূতধ্বনিনিস্বনাঃ।
যুগান্তমিব কুর্ব্বাণা নানালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৭০
গজঘণ্টারবৈশ্চোগ্রৈর্হয়ানামথ হ্রেষিতৈঃ।
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং শস্ত্রাণাং কণিতেন চ।
রথনেমিনিনাদৈশ্চ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৭১
ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে দেবীং দৃষ্ট্বা প্রহর্ষিতাঃ।
আস্ফোটয়ন্তঃ পটহান্ ভেরীঝর্জ্জরিণীমুখান্।
অনেকান্ বাদয়ন্তোঽন্যে শঙ্খডমরুডিণ্ডিমান্ ॥
মনোজবৈর্হয়ৈর্জাত্যৈর্গজৈশ্চাচলসন্নিভৈঃ
অন্যৈর্বিচিত্রৈরারূঢ়া বিরেজুর্দৈত্যপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৩
এবংবিধে সমাজে তাং ভবানীং ত্রিদশারয়ঃ।
সর্ব্ব এব সমাজঘ্নুঃ সর্ব্বাণীং সর্ব্বতোমুখীম্ ॥৭৪
বাণৈর্নানাবিধৈর্ঘোরৈর্যমদণ্ডোপমৈঃ সিতৈঃ।
কুঠারচক্রপরশুমুষলাঙ্কুশলাঙ্গলৈঃ ॥ ৭৫
পাশতোমরশূলৈশ্চ দণ্ডপট্টিশমুদ্গরৈঃ।
পরিঘপ্রাসশক্ত্যৃষ্টিশতঘ্নীকণপোপলৈঃ ॥ ৭৬
আয়োগুড়ৈর্ভুশুণ্ডীভিশ্চক্রকুম্ভগদাদিভিঃ।
ছাদয়ন্তো মহাদেবীং সিংহনাদান্ বিনেদিরে ॥
সা হন্যমানা রোষেণ জজ্বাল সমরেঽম্বিকা।
অগ্রসৎ সাথ সর্ব্বাণী শস্ত্রাস্ত্রাণি সুরদ্বিষাম্ ॥৭৮
শৈলেন্দ্রতনয়া দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
যুযুধে দানবৈঃ সার্দ্ধং মহাসমরদুর্দ্দিনে ॥ ৭৯
তে হন্যমানাঃ পার্ব্বত্যা তামেবাভিপ্রদুদ্রুবুঃ।
পরিপূর্ণে যথাকালে শলভা জাতবেদসম্ ॥ ৮০
সৈকা প্রদ্রবতী তেষাং বহূনামাততায়িনাম্।
দধার বেগং সর্ব্বেষাং মরুতামিব পর্ব্বতঃ ॥ ৮১
পার্ব্বতীশস্ত্রনির্ভিন্না দৈত্যাস্তে ক্ষতজেক্ষণাঃ।
আলিঙ্গ্য শেরতে ক্ষৌণীং রতে কান্তামিব প্রিয়াম্ ॥ ৮২
মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডাং দদৃশুশ্চাম্বিকাং তদা।

কর্ত্তৃক পালিত হইয়া ধ্বজপতাকা সকল উড্ডীন করিল। তাহারা সকলেই নানাবিধ অলঙ্কারে অলস্কৃত। তাহাদিগের দেহপ্রভা তমাল ও অলিকুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদিগের তৎকালীন ভাব দর্শন করিলে বোধ হয় যেন যুগপরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তৎকালে মাতঙ্গগণের গলঘণ্টারবে, অশ্বসমূহের হ্রেসাধ্বনিতে, বীরগণের সিংহনাদে, শস্ত্রানকরের ঝঞ্চনাশব্দে এবং রথচক্র নিনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে থাকিল। অনন্তর দানবগণ, দেবী পার্ব্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত-চিত্তে পটহ, ভেরী, ঝর্ঝরিণী, শঙ্খ, ডমরু ও ডিণ্ডিমাদি নানাবিধ বাদ্য সকল বাদিত করিতে লাগিল, কেহ কেহ দ্রুতগামী অশ্বে, কেহ কেহ পর্ব্বতোপম মাতঙ্গে এবং কেহ কেহ অন্যবিধ বিচিত্র যানে আরোহণপূর্ব্বক পরম শোভা ধারণ করিল। অসুরগণ এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া এককালে যমদণ্ডোপম ভীষণ সুতীক্ষ্ণ নানাবিধ বাণ দ্বারা পার্ব্বতীকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা কুঠার, চক্র, মুসল, অঙ্কুশ, লাঙ্গল, পাশ, তোমর, শূল, দণ্ড, পট্টিশ, মুদ্গার, পরিঘ, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, শতঘ্নী, কণপ, উপল, আয়োগুড়, ভুশুণ্ডী, কুম্ভ ও গদা প্রভৃতি আয়ুধনিচয়ে ভগবতীকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন সেই সমরক্ষেত্রে পার্ব্বতী আহতা হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অসুরাস্ত্র সকল গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দেবী শৈলেন্দ্রনন্দিনী দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া সেই মহাসমর-দুর্দ্দিনে দানবগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কালপূর্ণ হওয়ায় শলভনিচয় যেমন অনলাভিমুখে ধাবিত হয়,তদ্রূপ দানববৃন্দও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও তাঁহারই সম্মুখে ধাবমান হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেরূপ প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবেগ ধারণ করে, সেইরূপ তিনি একাকিনী ধাবমানা হইয়া প্রভূত আততায়ী দানবগণের বেগ ধারণ করিলেন। অনন্তর দৈত্যগণ, পার্ব্বতীর শস্ত্রপ্রহারে ছিন্নভিন্ন হইয়া, রমণান্তে প্রিয়া কান্তার ন্যায়, ধরণীকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিতে লাগিল। তৎকালে পার্ব্বতীর কোদণ্ড

মৃত্যুজিহ্বেবোদিতাকারাং প্রাণকর্ষণতৎপরাম্ ।
জঘ্নুস্তে কোটিশো দৈত্যাঃ পার্ব্বতীং সমরাঙ্গনে ॥ ৮৪
হুঙ্কারেণ নিনাদেন পাতয়ন্তী সহস্রশঃ ।
প্রচিচ্ছেদ রণেঽরীণাং শিরাংসি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫
দেবীকার্ম্মুকনির্ম্মুক্তৈর্দিব্যৈর্নানাবিধৈঃ শরৈঃ ।
দহ্যন্তেঽসুরসৈন্যানি তৃণানীব দবাগ্নিনা ॥ ৮৬
সিংহবেগানিলোদ্ভূতাংশ্চূর্ণয়ন্তী মহারথান্ ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি যুগান্তাম্বুদসন্নিভান্ ॥ ৮৭
গজবাজিরথানাঞ্চ দ্রবতাং পততাং তথা ।
দৈত্যেন্দ্রাণাঞ্চ ভারেণ শ্বসিতীব বসুন্ধরা ॥৮৮
সমুত্থিতং রজো ঘোরং সংস্পৃষ্টার্কেন্দুমণ্ডলম্ ।
গজাশ্বদৈত্যরক্তৌঘৈঃ প্রশান্তিমগমৎ ততঃ ॥
প্রাবর্ত্তত নদী তত্র শোণিতোদতরঙ্গিণী ।
হয়মৎস্যা গজগ্রাহা চর্ম্মকূর্ম্মাস্থিসঙ্কুলা ॥ ৯০

মণ্ডলাকার হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে দেখিল, সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবী দানবগণের জীবন আকর্ষণার্থই রসনা বিস্তার করিয়াছেন। সেই সমরাঙ্গণমধ্যে কোটি কোটি দৈত্য পার্ব্বতীকে আঘাত করিতে থাকিলেও তিনি হুঙ্কার শব্দেই পাতিত করত নিশিত শর দ্বারা তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন দাবানলে তৃণপুঞ্জের ন্যায় পার্ব্বতীর শরাসনমুক্ত নানাবিধ দিব্য শরজালে অসুরসৈন্য সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি, স্বীয় বাহন সিংহের গমনবেগজাত প্রচণ্ড বায়ুভরে মহারথ সকল চূর্ণিত করত প্রলয়কালীন জলদ-জালের ন্যায় গভীর শব্দায়মান শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইতস্ততঃ ধাবমান ও পতনশীল বহুল মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও দৈত্যগণের ভয়ে বসুন্ধরা যেন শ্বাসযুক্তা হইলেন। তখন ধূলিপটল গগনমার্গে সমুত্থিত হইয়া, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল স্পর্শকরত দৈত্য ও গজ-বাজির শোণিতে শান্তি প্রাপ্ত হইল। ৮১—৮৯। অনন্তর শোণিতময়ী তরঙ্গিণী প্রবাহিতা হইতে লাগিল। ঐ নদীতে অশ্ব-

মহারথমহাবর্ত্তা পতাকাচ্ছত্রফেনিলা ।
বহন্তী যমলোকান্তং দৈত্যাসুরতটদ্রুমান্ ॥৯১
তদ্বলঞ্চ বভৌ শীঘ্রং শস্ত্রাস্ত্রক্ষতকন্ধরম্ ।
গলদ্রুধিরফেনৌঘং ঘূর্ণিতার্ণবসন্নিভম্ ॥ ৯২
বধ্যমানং স্বকং সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেব্যাশ্চ বিক্রমম্ ।
রক্তাসুরোঽভ্যুবাচেদং সৈনিকান্ জাতবিস্ময়ঃ
হন্যতাং হন্যতাং শীঘ্রং ভবানী কালসন্নিভা ।
পরিবৃত্য রথৈর্নাগৈর্হয়ৈশ্চৈব পদাতিভিঃ ॥ ৯৪
দানবেশ্বরবাক্যেন ততস্তে তস্য সৈনিকাঃ ।
ত্যক্ত্বাত্মানং মহাত্মানো দেবীমাপুর্বলান্বিতাঃ ॥
ধূম্রাক্ষপ্রমুখা বীরাঃ ষোড়শৈব মহারথাঃ ।
শরশক্তিগদাশূলৈস্তাড়য়ন্তোঽম্বিকাং রণে ॥৯৬
শ্বসন্ত ইব নাগেন্দ্রাঃ প্রজ্বলন্ত ইবাগ্নয়ঃ ।
জৃম্ভন্ত ইব শার্দ্দূলা গর্জ্জন্ত ইব তোয়দাঃ ॥ ৯৭

নিচয় মৎস্যের, হস্তী সকল কুম্ভীরাদি বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তুর চর্ম্মকলক-সমূহ কূর্ম্মের, বৃহদাকার রথ সমুদয় ভীষণ আবর্ত্তের এবং পতাকা ও ছত্রনিচয় ফেনপুঞ্জের আকার ধারণ করিল। উক্ত শোণিততরঙ্গিণী যেন দৈত্য ও অসুররূপ তীরতরুনিকরকে বহন করত যমলোক পর্য্যন্ত প্রবহমাণা হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে অসুর-সৈন্য সকল, দেবীর শস্ত্রাস্ত্রাঘাতে ক্ষতকন্ধর হইয়া রুধির-ফেনপুঞ্জ বর্ষণ করত ঘূর্ণমান অর্ণববৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর রক্তাসুর, স্বীয় সৈন্যদিগকে দেবীর শরে হন্যমান ও তাঁহার বিক্রম দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেনাপতিদিগকে কহিল,—কালসমা ভবানীকে অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথিগণে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ত্বরায় বিনাশ কর, বিনাশ কর। তখন দৈত্যরাজের আদেশানুসারে ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবীর মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত ষোড়শ সেনাপতি, জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিল এবং শর, শক্তি, গদা, শূলাদি দ্বারা প্রহার করত, নাগেন্দ্রনিচয়ের ন্যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান হইতে

যুযুধুস্তে স্থিরীভূতা বিবিধায়ুধযোধিনঃ ॥ ৯৮
নৃত্যন্তীব চ রুদ্রাণী নূনং ভাতি মহাহবে।
পার্ব্বতী চণ্ডকোদণ্ডনাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥ ৯৯
পট্টিশাভিহতান্ কাংশ্চিন্মুষলোন্মথিতাংস্তথা।
সারোহান্ পাতয়ামাস গজানশ্বাংশ্চ কোটিশঃ ॥
কালপাশশিরশ্ছিত্ত্বা সার্দ্ধচন্দ্রেণ ভাস্বরম্।
গদয়া প্রমমাথাশু বেদান্তকমহাহনুম্ ॥ ১০১
ব্রহ্মঘ্নস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস চাম্বিকা।
ধূম্রাক্ষং কালদণ্ডেন বজ্রেণ ক্রূরমেব চ ॥ ১০২
যজ্ঞদংষ্ট্রং যজ্ঞকোপং বিধর্ম্মঞ্চ চমূপতিম্ ॥
রৌদ্রানন্যাংস্ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১০৩
সশঙ্কুকর্ণদুর্ভিক্ষবিদ্যুন্মালিবিভাবসূন্।
দুর্ব্বারপৌরুষাংশ্চক্রে চক্রেণোৎকৃত্তমস্তকান্ ॥
রক্তাসুরানুজৌ চোভৌ মহাবলপরাক্রমৌ।
কুষ্মাণ্ডশুভকাক্ষৌ তু জঘ্নতুর্মুষলাশ্মভিঃ ॥ ১০৫
মহাবলৌ মহাকায়ৌ ঘোরৌ তত্র মহাসুরৌ।
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জঘনাথ তদা দ্বিজাঃ ॥
ততঃ স্তীরোঽভ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা তৌ বিনিপাতিতৌ।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ খড়্গেনাভিহত্য রুষা ॥ ১০৭
ঘণ্টকশ্চাথ দৈত্যেন্দ্রো গিরীন্দ্রসদৃশো বলী।
পরিঘেণায়সেনাজৌ দেবীং ক্রুদ্ধোঽভ্যতাড়য়ৎ
ততঃ সপরিঘশ্চাসৌ দেব্যাঃ করতলাহতঃ।
স পপাত তদা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ১০৯
প্রাপঙ্কিকো মহাবাহুশ্চক্রীকৃতশরাসনঃ।
শক্ত্যা দগ্ধতনুত্রাণো জগামান্তকমন্দিরম্ ॥ ১১০
অষ্টাদশৈবং দুর্দ্ধর্ষান্ নিহত্যাসুরসৈনিকান্।
সানন্দা বিননাদোচ্চৈঃ সংবর্ত্তকঘনোপমা ॥ ১১১
জঘান দানবানীকমেকানেকস্বরূপিণী ॥ ১১২

লাগিল; শার্দ্দূলপ্রতিম মুখ ব্যাদান করিতে লাগিল ও জলদ-জালের সদৃশ ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই সকল বীরগণ বিবধ আয়ুধজাল বিস্তারপূর্ব্বক স্থিরভাবে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবতী রুদ্রাণীও সেই তুমুল সংগ্রামক্ষেত্রে যেন নৃত্য করিতে করিতে প্রচণ্ড কোদণ্ড-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করত কতিপয় দৈত্যকে পট্টিশাভিঘাতে, কতকগুলিকে মুষলাভিঘাতে এবং কোটি কোটি গজারোহী ও অশ্বারোহী অসুরকে বাহনের সহিত ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি, অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ দ্বারা কালপাশ নামক অসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড করত গদাঘাতে বেদান্তক নামক দৈত্যের প্রকাণ্ড হনুদেশ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই পরমেশ্বরী অম্বিকা, অসি দ্বারা ব্রহ্মঘ্নের মস্তক শরীর হইতে নিপাতিত করত ধূম্রাক্ষকে কাল-দণ্ডপ্রহারে এবং ক্রূরাসুরকে বজ্রপ্রহারে সংহারপূর্ব্বক ত্রিশূলাঘাতে যজ্ঞদংষ্ট্র, যজ্ঞকোপ ও বিধর্ম্ম প্রভৃতি ভীষণকর্ম্মা সেনানীদিগকে অন্তকদেবের আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া, চক্রপ্রহারে ভীমপরাক্রমশালী শঙ্কুকর্ণ, দুর্ভিক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও বিভাবসুকে মস্তকবিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে কুষ্মাণ্ড ও শুভকাক্ষ নামক মহাবল পরাক্রান্ত ভীমকর্ম্মা ভীমকায় রক্তাসুরের অনুজদ্বয়, অসংখ্য মুষল ও অশ্ম প্রহারে দেবীকে আহত করিলে, ভগবতী পার্ব্বতীও আশীবিষসদৃশ শরনিকরে উভয়কে সংহার করিলেন। হে দ্বিজগণ! তাহাদের উভয়কে নিহত দেখিয়া স্তীর নামক সেনানী অম্বিকার প্রতি ধাবমান হইবামাত্র তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে গিরীন্দ্রতুল্য মহাকায় মহাবলশালী ঘণ্টক নামক দৈত্যেন্দ্র ক্রোধভরে লৌহময় পরিঘ দ্বারা দেবীকে প্রহার করিল। ৯০—১০৮। অনন্তর দেবীর চপেটাঘাতে আহত হইয়া, বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তৎকালে প্রাপঙ্কিক নামে মহাবীর দৈত্য, যেমন শরাসন মণ্ডলাকার করিয়াছে, অমনি পার্ব্বতীর শক্তিপ্রহারে বিদীর্ণদেহ হইয়া যমালয়ে গমন করিল। সেই দেবী পার্ব্বতী এইরূপে অষ্টাদশ সংখ্যক দুর্দ্ধর্ষ অসুর-সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া সানন্দহৃদয়ে, সংবর্ত্তক মেঘবৎ উচ্চরবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই দেবী, একাকিনী

...দ্যুৎসম্পাতনিহ্রাদা বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলা।
...তবতী চচারাজৌ সাসুরেন্দ্রমহাচমূম্ ॥ ১১৩
...অতুলশ্চ তুমুলো নাদো বাধ্যেষু শক্রষু।
...ভূব যেন ব্রহ্মাণ্ডমকাণ্ডাকুলতাং যযৌ ॥ ১১৪
...বানৈবং চতুঃসপ্ত ত্রিদশৈস্ত্রিদশদ্বিষাম্।
...ক্ষৌহিণীসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরেশ্বরী ॥ ১১৫
...কত্রিংশৎ সহস্রাণি শতান্যষ্টৌ চ সপ্ততিঃ।
...সুগানাং সযোধানাং রথানাং বাতরংহসাম্ ॥
...খ্যৈবৈষা গজেন্দ্রাণামক্ষৌহিণ্যাং মহৌজসাম্
...গুণং চতুরঙ্গাণাং পঞ্চ চৈব পদাতিনাম্ ॥১১৭
...চিদ্রথস্থিতা সৈব বিবিধায়ুধধারিণী।
...ঘানাসুরসৈন্যানি হয়হস্তিগতা কচিৎ ॥ ১১৮
...চিচ্চ মহিষারূঢ়া বৃষভে চ স্থিতা কচিৎ।
...তালৈঃ প্রেতভূতৈশ্চ স্বেচ্ছাসৃষ্টৈর্বৃতাদ্ভুতৈঃ
কবন্ধনৃত্যসঙ্কুলে হৃসৃগ্বসাস্থিকর্দ্দমে,
রণাজিরে নিশাচরাস্ততো বিরেজুরূর্জ্জিতাঃ
শৃগালগৃধ্রবায়সাঃ পরং প্রপানমাদধুঃ,
কচিৎ পরেতশাবকাঃ প্রতীতশোণিতা বভুঃ
কচিৎ পিনাকপাণয়ঃ পিশাচযক্ষরাক্ষসাঃ,
প্রতর্প্য চাসৃজা পিতৄন্ সমর্চ্চয়ন্নথামিষৈঃ।
গজান্ নরাংস্তুরঙ্গমান্ প্রভক্ষয়ন্তি নির্ঘৃণা-
স্তদোড়ুপৈস্তথাপরে তরন্তি শোণিতাপগাম্
ইতি প্রগাঢ়সঙ্গরে সুরারিসজ্যসঙ্কুলে
বিরাজিতেঽম্বিকা ধনুঃশরাসিশূলধারিণী।
গজেন্দ্রবৃন্দমর্দ্দিনী তুরঙ্গযূথপোথিনী,
মহারথৌঘঘাতিনী সুরারিসৈন্যনাশনী ॥
ততশ্চণ্ডিকাচণ্ডকোদণ্ডমুক্তৈ-
র্দিবাহারিণাং কোটয়োঽষ্টৌ তথাষ্টৌ।
হতাঃ পট্টিশৈ রাক্ষসানাঞ্চ লক্ষা-
স্ত্রয়স্ত্রিংশদাষ্টাদশৈবাত্র কোট্যঃ ॥১২৩
ততো দানবেন্দ্রং রণে তর্জ্জয়ন্তী
বিলাসোল্লসদ্বাহুবিন্যস্তশস্ত্রা।

...য়াও যেন অনেক রূপ ধারণ করিয়া ...শনিসদৃশ ঘোর গর্জ্জন করত সমরাঙ্গণমধ্যে ...ঙ্কর অসুর সৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক ...দামিনীর ন্যায় চঞ্চলরূপে চতুর্দ্দিকে বিচরণ ...রিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হনুমান ...সুর-সৈন্যমধ্যে এরূপ অতুলনীয় তুমুল শব্দ ...খিত হইল যে, তাহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই ...ন আকুল হইয়া উঠিল। ভগবতী সুরে-...রী, এবম্প্রকারে অষ্টপঞ্চাশৎ-সংখ্যক প্রধান ...ধান অসুর ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র অক্ষৌ-...ণী সৈন্য সংহার করিলেন। একত্রিংশৎ ...স্র অষ্ট শত ও সপ্ততিসংখ্যক আরোহি-...ন্বিত দ্রুতগামী রথ, ইয়ৎসংখ্যক গজ, ...গুণ অশ্ব ও পঞ্চগুণ পদাতিতে উক্ত এক অক্ষৌহিণী সৈন্য কথিত আছে। দেবী, ...খন রথোপরি, কখন অশ্বোপরি, কখন ...জোপরি, কখন মহিষোপরি এবং কখন বৃষভপৃষ্ঠে আরোহণ করত স্বীয় ইচ্ছানু-...র সৃষ্ট অদ্ভুতাকার বেতাল ও ভূতপ্রেতা-...তে পরিবৃতা হইয়া বিবিধ আয়ুধনিচয় ...রণপূর্ব্বক অসীম অসুরসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। নৃত্যকারী কবন্ধনিকরে পরিব্যাপ্ত শোণিত বসাদি-কর্দ্দমময় সেই রণভূমিতে নিশাচরগণ আনন্দোন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে শৃগাল, গৃধ্র ও বায়সগণ পরমানন্দে শোণিত পানে আসক্ত রহিয়াছে; কোথাও প্রেতশিশুগণ রক্তপান করত বিপুল হর্ষ প্রকাশ করিতেছে এবং কোথাও বা পিনাকপাণি যক্ষ, পিশাচ ও রাক্ষসগণ রক্তমাংস দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করত গজ, অশ্ব ও নরকলেবর ভক্ষণ করিতেছে; আর কেহ কেহ বা উড়ুপ দ্বারা শোণিতনদী পার হইতেছে। এতাদৃশ অসুরসমূহ-সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে দেবী অম্বিকা শর, শরাসন, অসি ও শূল ধারণ করত মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও রথাদি অসুরসেনানিচয় দলনপূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমে চণ্ডিকার প্রচণ্ড কোদণ্ড-বিনির্গত শরনিকর অষ্টকোটি ও অষ্টসংখ্যক দানব এবং পট্টিশাস্ত্রে অষ্টাদশ কোটি ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ লক্ষ রাক্ষস নিহত হইল।১০৯—১২৩। পরে অম্ব-

ননর্ত্তাপ্রমেয়প্রভাবা ভবানী
মহেন্দ্রাদিদেবান্ মুদা হর্ষয়ন্তী ॥১২৫
হয়গ্রীবমুখ্যাঃ পুনর্দৈত্যসজ্ঘা-
দশৈবাবশিষ্টা মহারৌদ্ররূপাঃ।
নমস্কৃত্য রক্তাসুরং তেঽভ্যধাবন্
রণে পার্ব্বতীং তাড়য়ন্তোঽস্ত্রপুগৈঃ ॥১২৫
সমুদ্ধৃত্য নেত্রাণি কিঞ্চিদ্ধসন্তী
দ্বিষৎসৈন্যসজ্ঘানি সা সংহরন্তী।
অমুঞ্চৎ ততোঽস্ত্রাণি দিব্যানি দেবী
নদন্ স্বার্যতুর্য্যেষু যেঽনন্তসত্ত্বা ॥১২৬
ততো গিরীন্দ্রজায়ীণাং চক্রে সৈন্যানি ভস্মসাৎ
রক্তাসুরমথামেত্য শস্ত্রাস্ত্রধৃতপাণিনম্ ॥১২৭
পাদাক্রান্ত্যানতভুবং সংক্ষোভিতজগত্রয়ম্।
মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডং গর্জ্জন্তং কালমেঘবৎ ॥১২৮
শরবর্ষাণি মুঞ্চন্তং পার্ব্বতী তমুবাচ হ।
কৃত্বোপতাপং দেবানাং জীবন্ ক্বাদ্য গমিষ্যসি।
ত্যুক্ত্বৈত্যুক্তাথ সা দেবী শূলেনাভিহনদ্ধৃদি।

মেয়প্রভাবা ভবানী, ভুজনিচয়ে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া সেই সমরাঙ্গণ মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবগণের হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক দানবেন্দ্রের প্রতি তর্জ্জন করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন হয়গ্রীবাদি ভীমমূর্ত্তি অবশিষ্ট দশ সংখ্যক মহাসুর, রক্তাসুরকে নমস্কারপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সম্মুখীন হইয়া বিবিধ অস্ত্রনিচয়ে তাঁহাকে আঘাত করিলে সেই অনন্তশক্তি-রূপিণী পার্ব্বতী লোচনত্রয়, কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করত ঈষৎ হাস্য সহকারে দিব্যাস্ত্রনিচয়ে নিখিল অসুরসৈন্যদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাহার পাদচালনে বসুন্ধরা যেন অবনত হইতেছিলেন, যে জগত্রয়কেও ক্ষুব্ধ করিয়াছে এবং যে শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ করিতেছিল, ঈদৃশ সেই শস্ত্রাস্ত্রধারী রক্তাসুরের নিকট গমন করিয়া দেবী কহিলেন,—অরে দুষ্ট দানব! তুই সুরগণের মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিয়া জীবন ধারণপূর্ব্বক কোথায়

সভিন্নহৃদয়ো দৈত্যো মূর্ত্তিং চক্রে সুদারুণাম্।
রক্তবিন্দুসমো দৈত্যো দেবীং ব্যামোহয়ন্নিব।
জগামানেকরূপোঽসৌ নিহতোঽম্বিকয়া রণে।
রক্তাসুরোঽপি নিধনং গত্বা ত্রিদশকণ্টকঃ।
পপাত মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রজ্বলজ্জ্বলনোপমঃ ॥ ১৩২
হাহাকারং প্রকুর্ব্বাণা দৈত্যাস্তেঽথ প্রদুদ্রুবুঃ।
কেচিচ্ছিষ্টা ভয়ত্রস্তা বিসৃষ্টায়ুধজীবিতাঃ ॥১৩৩
কেচিৎ সমুদ্রং বিবশুরদ্রীন্ কেচিচ্চ দানবাঃ।
কেচিল্লুঞ্চিতমূর্দ্ধানো নগ্না ভূত্বা বনেঽবসন্ ॥
দয়াধর্ম্মং প্রকুর্ব্বাণাশ্চ নিগ্রন্থব্রতমাশ্রিতাঃ।
কেচিৎ প্রাণপরা ভীতাঃ পাষণ্ডব্রতমাশ্রিতাঃ ॥
হেতুবাদপরা মূঢ়া নিঃশৌচা নিরপেক্ষকাঃ।
আসুরস্য জনস্যৈতে ক্ষপণা ইব লক্ষিতাঃ ॥
তে চাদ্যাপীহ দৃশ্যন্তে লোকে ক্ষপণকাঃ কিল।

যাইবি? এই কথা বলিয়া তাহার হৃদয়ে শূল বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই শূলাহত রক্তাসুর, দেবী পার্ব্বতীকে যেন ব্যামোহিত করত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। পরে দেবী অম্বিকা সেই নানারূপধারী অসুর-বরকে সমরে নিহত করিলেন। হে মুনি-শার্দ্দূলগণ! প্রজ্বলিত অনলোপম সুরকণ্টক রক্তাসুর এইরূপে গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলে অবশিষ্ট দৈত্য সকল হাহাকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবন পাইল।১২৪—১৩৩। কেহ কেহ সমুদ্রমধ্যেও কেহ কেহ পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক নগ্ন হইয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতে থাকিল। কেহ কেহ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অমূলক ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দয়াধর্ম্ম প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ পাষণ্ড-ব্রত অবলম্বন করিল। উহারা হেতুবাদে নিপুণ, শৌচবিহীন, মূঢ়, কাহারও অপেক্ষা রাখে না এবং উহারা যেন অসুর-জনের ক্ষপণ, অর্থাৎ অসুরভাবাপন্নের ত্যাগকারী স্বরূপ বলিয়া লক্ষিত হয়, এজন্য অদ্যাপি ক্ষপণক নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

অর্হন্তশ্চ তথৈবান্যে শিবশাস্ত্রবহিস্কৃতাঃ॥ ১৩৫
মন্ত্রৌষধপ্রয়োগৈশ্চ জনবঞ্চনকারকাঃ।
সমুৎপৎস্যন্তি দৈত্যাশ্চ ঘোরেঽস্মিন্ বৈ কলৌ যুগে॥ ১৩৬
শিবোক্তং কর্ম্মযোগঞ্চ দ্বিষন্তশ্চ কুযুক্তিভিঃ।
দেব্যাঃ ক্রোধাগ্নিনা দগ্ধা বেদমার্গবিনিন্দকাঃ॥
শাস্যন্তে নরকাগ্নৌ তে নিঃশেষাঃ পাপকর্ম্মিণঃ
ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিস্তেষাং শাস্ত্রেষু পরমর্ষিভিঃ॥
ররাজাচিন্ত্যমাহাত্ম্যা চিদ্রূপা পরমেশ্বরী॥১৩৯
হত্বারিং জগদৈশ্বর্য্যং দত্বা নমুচিশত্রবে।
জগামাদর্শনং দেবী ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী॥১৪০
শক্রোঽপি তাং প্রণম্যাথ সর্ব্বজ্ঞং বিশ্বরূপিণীম্
প্রযযৌ বিবুধৈঃ সার্দ্ধং স্বাং পুরীমমরাবতীম্॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে রক্তাসুরবধকথনং নামৈ-কোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৯

আর কেহ কেহ শিবশাস্ত্র- বহিষ্কৃত অর্হৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকল পাষণ্ডেরা মন্ত্রৌষধ প্রয়োগ করিয়া জনগণকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই ঘোর কলিযুগে নিহত দৈত্যগণ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কুযুক্তি দ্বারা শিবোক্ত কর্ম্মযোগের দ্বেষ করিবে। বেদমার্গ-বিনিন্দক পাপাচারী সমুদয় দানবগণই দেবীর কোপানলে দগ্ধ হইয়া নরকাগ্নিতে শাসিত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ কোন শাস্ত্রেই তাহাদিগের নিস্তারোপায় দেখিতে পান না। ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী-অচিন্ত্য-মহিমান্বিতা চিদ্রূপা দেবী পরমেশ্বরী, এইরূপে রিপুনিচয় দলনপূর্ব্বক সুররাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রও সর্ব্বজ্ঞানময়ী বিশ্বরূপিণী ভগবতীকে প্রণাম পূর্ব্বক সুরগণের সহিত স্বীয় অমরাবতীপুরীতে গমন করিলেন। ১৩৪—১৪৩।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথোপবিষ্ট সুররাট্ পূজ্যমানো বরাসনে।
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ॥ ১
সহস্রানুচরাণাঞ্চ দেবতানাং মহৌজসাম্।
নির্জ্জরাণাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিভিঃপরিবারিতঃ॥
সোঽভিষিক্তস্তদা সর্ব্বৈর্বৃহস্পতিপুরোগমৈঃ।
ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্ পুনঃ শক্রশ্চক্রে রাজ্যম-কণ্টকম্॥ ৩
সমাজগ্মুস্তদা দ্রষ্টুং প্রাপ্তরাজ্যং সুরাধিপম্।
মুনয়শ্চাঙ্গিরা দক্ষবশিষ্ঠক্রতুগৌতমাঃ॥ ৪
পুলস্ত্যপুলহাগস্ত্যবিশ্বামিত্রাত্রিশৌনকাঃ।
জমদগ্নিভরদ্বাজভৃগুভাণ্ডরিগালবাঃ॥৫
ঋভুঃ শাণ্ডিল্যদুর্ব্বাসোগর্গজৈমিনিনারদাঃ।
দাল্ভ্যোদ্দালকবাভ্রব্যশরভঙ্গনিশাকরাঃ॥৬
মরীচিচ্যবনোত্তঙ্ককাত্যায়নপরাশরাঃ।
সংবর্ত্তশঙ্খলিখিতদেবভাগসুষেণকাঃ॥ ৭

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবরাজ, উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র অনুচরবর্গান্বিত জরাবিহীন মহাতেজাঃ ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবগণে পরিবৃত আছেন এবং অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ তাঁহার গুণগান করিতেছে, এমত সময়ে বৃহস্পতি প্রভৃতি সকলে ত্রৈলোক্য-রাজ্যে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, আর তিনিও পুনরায় নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা দেবরাজ পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অঙ্গিরা, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ক্রতু, গৌতম, পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, অত্রি, শৌনক, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু, ভাণ্ডার, গালব, ঋভু, শাণ্ডিল্য, দুর্ব্বাসা, গর্গ, জৈমিনি, নারদ, দাল্ভ্য, উদ্দালক, বাভ্রব্য, শরভঙ্গ, নিশাকর, মরীচি, চ্যবন, উতঙ্ক, কাত্যায়ন, পরাশর, সংবর্ত্ত, শঙ্খ,

ত্রিতরৈভ্যযবক্রীতশ্বেতকেতূপমন্যবঃ।
শকটায়নকৌণ্ডিন্যকচগৃৎসমদাসিতাঃ॥ ৮
দেবরাতশ্চ জাবালির্হারীতশ্চৈব কশ্যপঃ।
বৃহদশ্বাম্বিকৌতথ্যা জাতুকর্ণ্যঃ পরাবসুঃ॥ ৯
পৈঠীনসির্ব্যাঘ্রপাদো বীতিহোত্রাশ্বলায়নৌ।
শাতাতপো মধুচ্ছন্দা ঋচীকক্রতুদেবলাঃ।
বামদেবশ্চ মৈত্রেয়মার্কণ্ডেয়পুরোগমাঃ॥১০
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়াস্তে জটিলা ভস্মভূষিতাঃ।
রুদ্রা ইব মহাত্মানো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥১১
তানাগতান্ সুসম্পূজ্য কৃতাসনপরিগ্রহান্।
ব্রহ্মকল্পানৃষীন্ সর্ব্বান্ প প্রচ্ছেদং পুরন্দরঃ॥১২
কথমারাধ্যতে দেবী বরদাচলকন্যকা।
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাস্তে যৈঃ সম্যক্ পূজিতা শিবা॥ ১৩
যস্যাঃ প্রসাদাদ্ ভূয়োঽপি রাজ্যং প্রাপ্তমিদং ময়া।
ভবান্যাঃ সর্ব্বমেবৈতদ্বক্তুমর্হথ সত্তমাঃ॥ ১৪
তে চৈবমুক্তাঃ শক্রেণ মুনয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রত্যুচুস্তাং নমস্কৃত্য সর্ব্বাণীং শিবরূপিণীম্॥১৫
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ সাধবস্তে শচীপতে।
ভক্ত্যা যজন্তি যে নিত্যং পার্ব্বতীং পরমেশ্বরীম্॥ ১৬
কুর্ব্বন্তোঽপীহ কর্ম্মাণি চণ্ডিকার্পিতমানসাঃ।
সূর্য্যাংশব ইব জালৈর্ন বাধ্যন্তেঽত্র কিল্বিষৈঃ
আয়ুরারোগ্যসৌখ্যানি সৌভাগ্যঞ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
ভবন্তি তেষাং যে নিত্যং স্তুবন্তি পরমেশ্বরীম্॥
সংবৎসরাস্তথা মাসা বিফলা দিবসাশ্চ তে।
নরাণাং বিষয়ান্ধানাং যেষাং গেহে ন পার্ব্বতী॥
যত্র যত্রার্চ্চ্যতে দেবী বরদা পরমেশ্বরী।
তত্র তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং স্যাদিত্যাহ প্রজাপতিঃ॥
নামোচ্চারণমাত্রেণ যস্যাঃ ক্ষীণাঘসঞ্চয়ঃ॥
ভবত্যবাপ্তকল্যাণঃ কস্তাং নারাধয়েচ্ছিবাম্॥

লিখিত, দেবভাগ, সুষেণক, ত্রিত, রৈভ্য, যবক্রীত, শ্বেতকেতু, উপমন্যু, শাকটায়ন, কৌণ্ডিন্য, কচ, গৃৎসমদ, অসিত, দেবরাত, জাবালি, হারীত, কশ্যপ, বৃহদশ্ব, অম্বিক, উতথ্য, জাতুকর্ণ্য, পরাবসু, পৈঠীনসি, ব্যাঘ্রপাদ, বীতিহোত্র, আশ্বলায়ন, শাতাতপ, মধুচ্ছন্দ, ঋচীক, ক্রতু, দেবল, বামদেব, মৈত্রেয় ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মস্তকে জটা, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষিত এবং স্কন্ধদেশে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়। সেই সকল বেদবেদাঙ্গপারগ মহাত্মগণকে দর্শন করিলে, রুদ্রমূর্ত্তিসমূহ বলিয়া বোধ হয়। সুরপতি, সমাগত সেই সকল ব্রহ্মকল্প ঋষিগণকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! যাঁহার প্রসাদে আমি পুনরায় এই স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অচলনন্দিনী ভগবতী ভবানীকে কি প্রকারে আরাধনা করিতে হয়, তৎসমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। যাঁহারা সেই বরদায়িনীকে সম্যক্রূপে পূজা করে, তাহারাই ধন্য ও তাহারাই কৃতকৃত্য। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই সকল মুনিগণ, সুরপতি কর্ত্তৃক ঈদৃশ জিজ্ঞাসিত হইয়া, মনে মনে শিবরূপিণী সর্ব্বাণীকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—হে শচীপতে! যাহারা প্রতিদিন ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরী পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করে, যথার্থ তাহারাই ধন্য, তাহারাই কৃতার্থ এবং তাহারাই প্রকৃত সাধু। ১—১৬। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল ব্যক্তি, ভগবতী চণ্ডিকার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সূর্য্যকিরণ যেমন জালবদ্ধ হয় না, তদ্রূপ কোন প্রকার পাতকই তাহাদিগকে জড়ীভূত করিতে পারে না। যাহারা প্রত্যহ পরমেশ্বরীকে স্তব করে, তাহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, সুখ, সৌভাগ্য ও রূপবতী স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল বিষয়ান্ধ মানবগণের গৃহে পার্ব্বতী পূজিতা না হন, তাহাদিগের বৎসর, মাস ও দিবস সমুদয় বিফল। স্বয়ং ভগবান্ প্রজাপতি বলিয়াছেন, যে যে কার্য্যে বরদাত্রী দেবী পরমেশ্বরী পূজিতা হন, সেই সেই কার্য্যেই অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। যাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে নিখিল পাপ

পশুভিস্থিহ তুল্যাস্তে মূঢ়ৈর্ব্বা তে শবা ইব ।
যে মূঢ়া নার্চ্চয়ন্ত্যার্য্যাং পার্ব্বতীং পরমেশ্বরীম্
অচিন্ত্যাং সৎস্বরূপাংতাং শাশ্বতীং বিশ্বতোমুখীম্
যে যজন্তীহ ধন্যাস্তে শিবাং স্বর্গাপবর্গদাম্ ॥২৩
তপস্তীর্থপ্রদানৈশ্চ যজ্ঞৈর্ব্বা বহুদক্ষিণৈঃ ।
ন তাং গতিং লভন্তেঽত্র যাং স্তুত্বাচলকন্যকাম্
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ যানিচ্ছতি মানবঃ
ব্রতোপবাসপূজাভিঃ সমারাধ্য মহেশ্বরীম্ ॥২৫
ব্রতেন যেন দেবেন্দ্র প্রসীদত্যাশু পার্ব্বতী ।
যচ্চোল্কানবমীসংজ্ঞং শৃণু সর্ব্বফলপ্রদম্ ॥ ২৬
তস্যাং নবম্যাং সর্ব্বাণী মহিষাদীন্ মহাসুরান্ ।
জঘান সমরে শক্র তেন সা নবমী প্রিয়া ॥ ২৭
অশ্বযুক্‌শুক্লপক্ষস্য নবম্যাং প্রযতাত্মবান্ ।
স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ যথাক্রমম্

তিরোহিত হইয়া থাকে, কোন্ কল্যাণবান্ পুরুষ সেই শিবকে অর্চ্চনা না করিবে ? যে সকল মূঢ় ব্যক্তি পূজনীয়া পরমেশ্বরী পার্ব্বতীকে অর্চ্চনা না করে, তাহারা পশুতুল্য কিংবা শবপ্রায়। যাহারা সেই স্বর্গাপবর্গদায়িনী, সর্ব্বতোমুখী, সৎস্বরূপা, সনাতনী, অচিন্তনীয়া শিবাকে অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহারাই শ্লাঘনীয়। ভগবতী পার্ব্বতীকে স্তুতি করিলে যে গতিলাভ হয়, কি তপস্যা, কি তীর্থসেবা, কি দান ও কি বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞনিচয়, কিছুতেই তাদৃশী গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রত, উপবাস ও পূজাদি দ্বারা পরমেশ্বরীকে আরাধনা করিলে, তিনি সমুদয় কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবেন্দ্র! যে ব্রত করিলে, ভগবতী অবিলম্বে প্রসন্না হন, উল্কানবমী নামক সর্ব্বফলপ্রদ সেই ব্রতের বিষয় শ্রবণ কর। হে শক্র! ঐ নবমীতে ভগবতী সর্ব্বাণী, সমরে মহিষাদি মহাসুরগণকে সংহার করেন বলিয়া উহা তাঁহার প্রিয় হইয়াছে। হে বৃত্রারে! শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সংযত হইয়া আশ্বিন-মাসের শুক্লা নবমীতে স্নানানন্তর যথাক্রমে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণকে পূজা করিয়া

যজেৎ পশ্চান্মহাদেবীং মহিষাসুরঘাতিনীম্ ।
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পয়োদধিফলাদিভিঃ ॥
ভক্ত্যা সম্পূজয়িত্বৈবং স্তুত্বা সম্প্রার্থয়েৎ ততঃ
মন্ত্রেণানেন বৃত্রারে শ্রদ্ধাবান্ প্রযতো ব্রতী ॥৩০
মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি ।
দ্রব্যমারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ মহেশ্বরি ।
দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং
সদা । ৩২
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
উমে ব্রহ্মাণি কৌমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে ॥৩৩
কুমারীর্ভোজয়িত্বা বা কুর্য্যাদাচ্ছাদনাদিভিঃ ।
যথাবর্ণং কুমারীশ্চ ভোজয়িত্বা ক্ষমাপয়েৎ । ৩৪
নব সপ্তাথ একাং বা চিত্তবিত্তানুসারতঃ । ৩৫
শ্রদ্ধয়া প্রীতিমাপ্নোতি দেবী ভগবতী শিবা ।
অনেন বিধিনা বর্ষং মাসি মাসি সমাচরেৎ ॥৩৬
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভোজয়িত্বা কুমারিকাঃ ।

ভক্তিসহকারে পুষ্প, ধূপ এবং দধি-দুগ্ধাদি নৈবেদ্য দ্বারা মহিষমর্দ্দিনী ভগবতীকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্তবপাঠান্তে এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—"হে মহিষঘ্নি! হে মহামায়ে! হে চামুণ্ডে! হে মুণ্ডমালিনি! আমাকে অভীষ্ট বস্তু, আরোগ্য ও বিজয় দান কর। হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে মহেশ্বরি! ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দেবতা, মনুষ্য এবং যাবতীয় ভয় হইতে আমাকে সতত রক্ষা কর। ১৭—৩২। হে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে! হে শিবে! তুমি বিশ্বরূপা ও সর্ব্বার্থসাধিকা, অতএব হে উমে! হে ব্রহ্মাণি! হে কৌমারি! আমার প্রতি প্রসন্না হও।" এবংবিধ প্রার্থনার পর কুমারী পূজা করিবে, অথবা শ্রদ্ধাসহকারে বিভবানুযায়িক নব, সপ্ত বা একটী সবর্ণা কুমারীকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রার্থনা করিবে। এইরূপ করিলে, দেবী ভগবতী শিবা পরম প্রীতা হইয়া থাকেন। এইরূপ বিধানে এক বৎসর প্রতিমাসে দেবীর আরাধনাপূর্ব্বক বৎসরান্তে

বস্ত্রৈরাভরণৈঃ পূজ্যাঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥
সকল্পশৃঙ্গাং গাং দদ্যাৎসুবিপ্রায় সুশোভনাম্
নরো বা যদি বা নারী ব্রতমেতৎ করোতি চ।
উল্কাবৎ সা সপত্নীনাং তেজসা ভাতি ভূতলে॥
শ্রীমহানবমীত্যেষা খ্যাতা সুরপতেঽধুনা।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী পুণ্যা সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী॥ ৪০
নাধ্যাত্মিকং তস্য ভয়ং দৈবং স্যান্নাধিভৌতিকম্
রক্ষত্যেব সদা শক্র সর্ব্বাপৎসু চ চণ্ডিকা॥৪১
শান্তিপুষ্টিকরী পুণ্যা পুত্রারোগ্যার্থলাভদা।
অনুষ্ঠেয়া সদা পুম্ভিশ্চতুর্ব্বর্গফলার্থিভিঃ॥ ৪২
যশ্ছদ্মনাপি কুরুতে ব্রতমেতদিত্থং
চণ্ডীপ্রিয়ং সুরপতে মুনিসিদ্ধজুষ্টম্।
রুদ্রাঙ্গনাকুলবরাকুলিতং বিমান-
মারুহ্য যাতি স সুখেন শিবস্য লোকম্॥৪৩

কুমারীদিগকে ভোজন করাইয়া, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে প্রণামপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া সুব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গমণ্ডিত সুলক্ষণা গো দান করিবে। এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ এই ব্রত করে, সে অতিশয় তেজস্বান্ হয় এবং যদি কোন রমণী ইহার অনুষ্ঠান করে, সে সপত্নীগণের মধ্যে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে উল্কাবৎ দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। হে সুরপতে! এক্ষণে এই তিথি মহানবমী নামে বিখ্যাতা হইয়াছে। উহা সর্ব্বসিদ্ধিকরী, সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী ও পরম পুণ্যজনিকা। হে শক্র! যে ব্যক্তি এই ব্রত করে, তাহার কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক, কি আধিভৌতিক কোন প্রকারই ভয় থাকে না। ভগবতী চণ্ডিকা তাহাকে সর্ব্বপ্রকার আপৎকালেই রক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বর্গ-ফলাভিলাষী পুরুষগণের এই শান্তিপুষ্টিকর, পুত্র আরোগ্য ও অর্থপ্রদ, পুণ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। হে সুরপতে! যে মানব ছল করিয়াও সিদ্ধ ও মুনিগণ-চরিত এই চণ্ডীপ্রিয় ব্রতের আচরণ করে, সে ব্যক্তি রুদ্রাঙ্গনাপরিপূর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম

শূলাগ্রভিন্নমহিষাসুরপাদপীঠা-
মুৎখাতখড়্গরুচিরাঙ্গদবাহুদণ্ডাম্।
যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি হি তু নক্তভুজো নবম্যাং
দুর্গার্ত্তিদুর্গগহনং ন বিশন্তি মর্ত্ত্যাঃ॥ ৪৪
অস্মদ্যদাহ কপিলো ভগবান্ মহাত্মা
মেরৌ চ দৈত্যগুরবে ভৃগুনন্দনায়।
তৎ ত্বং শৃণুষ সুমনা মঘবন্ মহান্ত-
মারাধনং কিয়দপি ত্রিজগজ্জনন্যাঃ॥ ৪৫
যা কামধেনুসদৃশী কিল ভক্তিভাজাং
যা কল্পপাদপসমা সুকৃতার্থিনাঞ্চ।
চিন্তামণীত্যবগতা ধনলিপ্সুভির্বা
কস্মান্ন তাং ভৃগুসুতাত্র যজন্তি গৌরীম্।
যে তাং স্মরন্তি নিগড়ৈরপি বদ্ধপাদা
ব্যাঘ্রাহিচৌরনৃপবহ্নিভয়েষু দুর্গাম্।
তেষাং ন কিঞ্চিদপি শক্রভয়ং নৃণাং স্যা-
দন্তে মুক্তিমুপলভ্য সুখং লভন্তে॥৪৭

সুখে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। যিনি শূলাগ্র দ্বারা মহিষাসুরের বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক তদুপরি চরণপঙ্কজ স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে নিষ্কাষিত অসি ও অঙ্গদ বিরাজমান; যাহারা রাত্রিতে হবিষ্যাশী হইয়া নবমীতিথিতে সেই দুর্গাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা কখন কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করে, না। হে মঘবন্! ভগবান্ মহাত্মা কপিল, মেরুগিরিতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে ত্রিজগজ্জননী পার্ব্বতীর যে অন্তবিধ আরাধনা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বলিতেছি, সুস্থচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভৃগুসুত! যিনি ভক্তগণের কামধেনুসদৃশী, সুকৃতার্থীদিগের কল্পপাদপতুল্যা এবং ধনভিলাষিগণের চিন্তামণিস্বরূপা, অতএব কে না সেই গৌরীর উপাসনা করিবে? ৩৩-৪৬। রাজভয়, চৌরভয়, অগ্নিভয় এবং ব্যাঘ্র সর্পাদি যে কোন প্রকার শক্রভয় উপস্থিত হইলে, যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের সমুদয় ভয়ই দূর হইয়া থাকে; অধিক কি, যদি কেহ চরণে নিগড়বদ্ধ হইয়াও তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে, তবে সে তাঁ

হে ভার্গবার্য্য গিরিজাপ্রণতিপ্রসাদে
দৈবং নিরুদ্ধমপি ন প্রভবত্যবশ্যম্।
আসন্নমেঘসময়াং বনরাজিমুচ্চৈ-
গ্রীষ্মোঽপি পল্লবচয়োপচিতাং করোতি ॥৪
ধাত্রা স্বহস্তলিখিতানি ললাটপট্টে
দৈবাক্ষরাণি তুরিতৈকনিবন্ধনানি।
গৌরীপ্রসাদজনিতেন জনঃ সমস্ত-
স্তান্যেকতঃ স পরিমার্জ্জয়তীতি সত্যম্ ॥৪৯
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি বন্ধুবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা গিরিজা প্রসন্না ॥ ৫০
যঃ কারয়েদ্বরপতাকসিতাভ্রগৌরং
তদ্দেগাপুরঞ্চ সুধয়ায়তনং ভবান্যাঃ।
চন্দ্রাবদাতভবনে বিপুলে চ সৌখ্যং
রাজ্যং শ্রিয়ঞ্চ ভুবি কামমুপৈতি সত্যম্ ॥৫১
যে কারয়ন্তি ভবনং ভৃগুনন্দনার্য্যাঃ
শক্ত্যা সুবর্ণরজতায়সতাম্রশৈলম্।
সামন্তমৌলমাণরাশ্মসমুজ্জ্বলে তে
সিংহাসনেঽঙ্গদকিরীটভৃতো রমন্তে ॥৫২
যে মেরুমূর্দ্ধ্নি সুরসঙ্ঘকৃতাভিষেকাং
পঞ্চামৃতৈর্গিরিসুতামভিষেচয়ন্তি।
তে দিব্যকল্পমনুভূয় সুরেন্দ্ররাজ্যং
রাজ্যাভিষেকমতুলং পুনরাপ্নুবন্তি ॥ ৫৩
যে দেবদারুমলয়োদ্ভবচন্দনেন
যে কুঙ্কুমেন চ শিবামুপলেপয়ন্তি।
তে দিব্যগন্ধপটবাসসুগন্ধদেহা
নন্দন্তি নন্দনবনেষু সহাপ্সরোভিঃ ॥ ৫৪
দিব্যৈশ্চ পদ্মকরবীরকজাতিপুষ্পৈ-
গৌরীং শুভৈরনুদিনং নম্র যেঽৰ্চ্চয়ন্তি।
তে ভূতলে নরপতিত্বমবাপ্য যোগাদ্-
যান্ত্যন্তি সৌখ্যমচিরেণ পরাঞ্চ সিদ্ধিম্ ॥৫৫
আমোদিভির্মরুকপুষ্পসুগন্ধধূপৈ-
যে লোকনাবাদয়িতামিহ ধূপয়ন্তি।

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম সুখী হয়। হে ভার্গব! পার্ব্বতী প্রসন্না হইলে প্রতিকূল দৈবও বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না; তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, বর্ষাকাল সমাগত হইলে প্রখর গ্রীষ্ম-তাপেও বনরাজি নব পল্লবে সুশোভিতা হইয়া থাকে। পার্ব্বতীর প্রসন্নতাপ্রভাবে বিধাতা কর্ত্তৃক ললাটে স্বহস্তলিখিত দুঃখ-ভোগসূচক দৈবাক্ষরও নিশ্চয় ব্যর্থ হইয়া যায়। সর্ব্বাভ্যুদয়দায়িনী পার্ব্বতী যাহা-দিগের প্রতি সতত প্রসন্না, এ জগতে তাহারাই সর্ব্বত্র মান্য, ধনবান্, যশস্বী, ভাগ্যবান্, এবং পত্নী পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, ভগবতী ভবানীর শুভ্র মেঘবৎ সুধাধবলিত পতাকা-শোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, সে এই পৃথিবীতে নিঃসন্দেহ শশাঙ্কবৎ শুভ্র ভবনে পরম সুখে অবস্থান করত যথেষ্ট রাজ্য ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে। হে ভৃগু-নন্দন! যাহারা শক্তি অনুসারে পার্ব্বতীর প্রীত্যর্থে স্বর্ণময়, রজতময়, লৌহময়, তাম্রময় বা প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করান, তাঁহারা সামন্তগণের কিরীটমণিপ্রভায় সুশোভিত সিংহাসনে অধিরূঢ় ও অঙ্গদ-কিরীটাদি ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে কাল-যাপন করিয়া থাকেন। ৪২—৫২। সুরগণ মেরুশিখরে যাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই পার্ব্বতীকে যাহারা পঞ্চামৃত দ্বারা অভি-ষেক করে, তাহারা দিব্য কল্পকাল সুররাজ্য ভোগ করত পুনরায় পৃথিবীতে বিপুলরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। যাহারা দেবদারু ও মলয়-চন্দনরসে কিংবা কুঙ্কুম দ্বারা পার্ব্ব-তীকে উপলিপ্ত করিতে পারে, তাহারা দিব্য চন্দন ও পট্টবাস দ্বারা সুগন্ধময়-কলেবর হইয়া নন্দনবনে অপ্সরাদিগের সহিত আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। যাহারা প্রতিদিন উৎ-কৃষ্ট পদ্ম, করবীর বা জাতীপুষ্প দ্বারা পার্ব্ব-তীর অর্চ্চনা করে, তাহারা ভূমণ্ডলে বহুদিন রাজত্ব করিয়া যোগবলে পরমসুখ ও সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা এই জগতে সদ্গন্ধশালী মরুক-পুষ্প-সুবাসিত ধূপনিচয়ে

কর্পূরসারসমগন্ধবরাঃ স্মরামা
আলিঙ্গয়ন্তি দয়িতাঃ সুররাজলোকে ॥ ৫৬
দোধূয়তে কনকদণ্ডবিরাজিতৈশ্চ
সচ্চামরৈঃ প্রচলকুণ্ডলসুন্দরীভিঃ।
দিব্যাম্বরস্রগনুলেপনভূষিতাঙ্গঃ
কৃত্বা মৃড়ানিভবনে বরবস্ত্রপূজাম্ ॥ ৫৭
দেদীপ্যতে স কনকোজ্জ্বলপদ্মরাগ-
রত্নপ্রভাভরণহেমময়ে বিমানে।
দিব্যাঙ্গনাপরিবৃতো মনসোঽভিরামঃ
প্রজ্বাল্য দীপমমলং ভবনে ভবান্যাঃ ॥ ৫৮
যো জাগরং গিরিসুতাভবনে দদাতি
চৈত্রোৎসবাদিদিবসেঽভাবি তূর্য্যনাদম্।
বীণামৃদঙ্গমধুরস্বরভাষিণীভিঃ
সঙ্গীয়তে স হি কৃশোদরিকিন্নরীভিঃ ॥ ৫৯
কুর্ব্বন্তি যে সমুপলেপনবাসচিত্রং
সম্মার্জ্জনং গিরিসুতায়তনেঽনুরক্তাঃ।
মুক্তাকলাপমণিকাঞ্চনভিত্তিচিত্রে
বৈদূর্য্যকুট্টিমতলে ভবনে বসন্তি ॥ ৬০

দদ্যাচ্চ যঃ পরমভক্তিযুতো ভবান্যা
ঘণ্টাবিতানমথ চামরমাতপত্রম্।
কেয়ূরহারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতোঽসৌ
রত্নাধিপো ভবতি ভূতলচক্রবর্ত্তী ॥ ৬১
অভ্যর্চ্চয়ন্তি বিধিবদ্বিবিধোপচারৈ-
র্গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধস্তুতপাদপদ্মাম্।
ভক্ত্যা প্রহৃষ্টমনসঃ প্রণমন্তি দেবীং
তে ভূর্ভুবস্স্বমহিমাপ্তফলা ভবন্তি ॥ ৬২
গায়ন্তি যে গিরিসুতাঞ্চ বিলোকয়ন্তি
ধ্যায়ন্তি বামলধিয়শ্চ শিবাং স্মরন্তি।
গৌরীমুমাং ভগবতীং জগদেকদেবীং
তে বৈ প্রয়ান্তি পরমং পদমিন্দুমৌলেঃ ॥ ৬৩
দেবীং সমস্তভুবনাদিবিচিত্রদেহাং
সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রনয়নামিহ কালবক্ত্রাম্।
দীর্ঘাষ্টদিগ্ভুজচয়াং মৃদুভাবহাসাং
যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি হৃদি হন্ত ত এব ধন্যাঃ ॥ ৬৪

শঙ্করদয়িতাকে ধূপিত করিতে পারে, তাহারা ইন্দ্রলোকে উৎকৃষ্ট কর্পূরবৎ সুগন্ধময়-কলেবরান্বিতা পরম রূপলাবণ্যবতী রমণীদিগকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পার্ব্বতীমন্দিরে উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পূজা করে, সে সুরপুরে দিব্য বস্ত্র, দিব্য মাল্য ও দিব্য-গন্ধানুলেপনে ভূষিতাঙ্গ হয় এবং কুণ্ডলালঙ্কৃত সুন্দরীগণ কনকদণ্ডবিরাজিত দিব্য ব্যজননিচয় দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে থাকে। ভবানীগৃহে উজ্জ্বল দীপ দান করিলে দিব্যরূপ ধারণ করত দিব্যাঙ্গনায় পরিবৃত হইয়া সুবিমল পদ্মরাগ-রত্নরাজিবিরাজিত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চৈত্রোৎসবাদি দিবসে ভবানীগৃহে তূর্য্যধ্বনিসহকারে জাগরণ করে, বীণা মৃদঙ্গবৎ মধুরকণ্ঠি কৃশোদরী কিন্নরীগণ তাহার গুণগান করিয়া থাকে। যে সকল রমণীগণ অনুরক্তচিত্তে সম্মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা দুর্গামন্দির, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তাহারা মণিমুক্তাদি, ভূষিত স্বর্ণময় ভিত্তিযুক্ত বৈদূর্য্যমণিময় কুট্টিমতলে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে পার্ব্বতীকে ঘণ্টা, বিতান, চামর বা ছত্র দান করে, সে কেয়ূর, হার ও মণিময় কুণ্ডলাদি ভূষণে বিভূষিত ভূতলচক্রবর্ত্তী ও রত্নাধিপ হয়। গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন, যাহারা প্রফুল্লান্তঃকরণে ভক্তিসহকারে বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক নমস্কার করিতে পারে, তাহারা সেই কার্য্যের ফলে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে মহিমান্বিত হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব, যাহারা জগদেকদেবী ভগবতী পার্ব্বতীর গুণগান করে কিংবা তাঁহাকে ধ্যান, বিলোকন বা স্মরণ করে, সেই সকল বিমলচিত্ত মানবগণ ভগবান্ শশাঙ্কশেখরের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৩—৬৩। নিখিল ভুবন যাঁহার দেহ, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি যাঁহার লোচন, কাল যাঁহার বক্ত্র এবং অষ্টদিক্ যাঁহার বাহুস্বরূপ, সেই মন্দমধুরহাসিনী দেবীকে

ইক্ষ্বাকুপুরুপৃথুরাঘবধুন্ধুমার-
মান্ধাতৃহৈহয়যযাত্যজমীঢ়মুখ্যৈঃ।
আরোগ্যসন্ততিধরাজয়সৌখ্যলুব্ধৈঃ
সম্পূজিতা ভগবতী মনুজৈর্ভবানী ॥ ৬৫
যাগেশ্বরীং বেদবতীং ভবানীং
ব্রাহ্মীং কুমারীং সুভগাঞ্চ বাণীম্।
নারায়ণীং হৈমবতীমনন্তাং
বিশ্বাদিভূতাং ভজ ভার্গবার্য্যাম্ ॥ ৬৬
যশাংসি বিদ্যাঃ সুখমর্থমায়ু-
বিভূতয়ঃ পুষ্টিরনর্থহানিঃ।
তদ্ভক্তিভাজাং ভবিনাং বিমুক্তয়ে
ভবন্তি যোগানুগতাঃ সমাধয়ঃ ॥৬৭
নীচোঽপি মন্দমতিরল্পকুলোদ্ভবোঽপি
ভীরুঃ শঠোঽপি চপলোঽপি
নিরুদ্যমোঽপি।
গৌরীপদাব্জযজনার্থমিহোদ্যতশ্চ
সংদৃশ্যতে ননু সুরৈরপি গৌরবেণ ॥ ৬৮
তাবৎ কৃতাকৃতমপি প্রতিঘাতমেতি
কর্ম্মার্জ্জিতেন বিধিনাপি কৃতোদ্যমেন।
আর্য্যাপদাম্বুজরজো বিরজঃ প্রণম্য
যাবন্ন বৎস শিরসা ধ্রিয়তে জনেন ॥ ৬৯
বিদ্যা তপঃ কুলজনির্বিবিধঞ্চ শিল্পং
শৌর্য্যং মতিশ্চ বিনয়স্তু বিদগ্ধতা চ।
এতে গুণা গুণবতাং পরমঞ্চ ভদ্রং
গৌরীপ্রসাদরহিতস্য তৃণীভবন্তি ॥ ৭০
তাবন্ন সিধ্যতি রসো ন রসায়নানি
মন্ত্রা মহোদয়কলা বিলসৎপ্রবাদাঃ।
ক্লিশ্যন্তি সাধকজনা ভুবি বর্ত্তিকাশ্চ
যাবন্ন তুষ্যতি কবে বরদা ভবানী ॥ ৭১
গোব্রাহ্মণার্চ্চনপরাশ্চ রতাঃ স্বধর্ম্মে
যে মদ্যমাংসবিমুখাঃ শুচয়শ্চ শৈবাঃ।
সত্যপ্রিয়াঃ সকলভূতহিতে রতাশ্চ
তেষাঞ্চ তুষ্যতি সদা সুমতে মৃড়ানী ॥৭২
ভূতাদিভূতাং বিষয়েন্দ্রিয়াণাং
পরাং তথান্তঃকরণাত্মরূপাম্।

যাহারা হৃদয়মধ্যে অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহারাই ধন্য। ইক্ষ্বাকু, পুরু, পৃথু, রামচন্দ্র, ধুন্ধুমার মান্ধাতা, হৈহয়, যযাতি ও আজমীঢ় প্রভৃতি নৃপতিগণ আরোগ্য, সন্তান-সন্ততি, পৃথিবীজয় এবং সর্ব্বপ্রকার সুখাভিলাষী হইয়া সেই ভগবতী ভবানীর পূজা করিয়াছিলেন। হে ভার্গব! জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই যাগেশ্বরী, বেদবতী ভবানী, ব্রাহ্মী, কুমারী, সুভগা, বাণী, নারায়ণী, হৈমবতী ও অনন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি সেই বিশ্বের আদিভূতা পার্ব্বতীর ভজনা কর। পার্ব্বতীভক্ত মানবগণের যশ, বিদ্যা, সুখ, অর্থ, আয়ুঃ, ঐশ্বর্য্য, পুষ্টি, কল্যাণ এবং মুক্তির কারণ যোগানুগত সমাধি লাভ হইয়া থাকে। নীচ, মূঢ়মতি, নীচ-কুলোদ্ভব, ভীরু, শঠ, চপল ও নিরুদ্যম ব্যক্তিও গৌরীর চরণারবিন্দ পূজা করিলে সুরগণও তাহার গৌরব করিয়া থাকেন। হে বৎস! মানব, যাবৎকাল প্রণামপূর্ব্বক ভগবতীর চরণারবিন্দের বিমল রজ মস্তক দ্বারা ধারণ না করে, তাবৎকালই সে পাপ-পুণ্যের প্রতিঘাত সহ্য করিয়া থাকে। যাহারা পার্ব্বতীর প্রসন্নতালাভে বঞ্চিত, সেই সকল গুণবান্ ব্যক্তিদিগের কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি কৌলীন্য, কি বিবিধপ্রকার কারুকার্য্য, কি শৌর্য্য, কি বুদ্ধিমত্তা, কি বিনয় এবং কি চাতুর্য্য, সমুদয় গুণই তৃণতুল্য। হে কবে! যাবৎকাল ভবানী প্রসন্না না হন, তাবৎকালই এই পৃথিবীতে সাধক জন-গণ ক্লেশ পাইয়া থাকে এবং তাবৎকালই তাহাদিগের কোনরূপ রসায়ন ও পরম উন্নতি-প্রদ প্রসিদ্ধ মন্ত্র সকল সিদ্ধ হয় না। ৬৪—৭১। হে সুমতে! যাহারা গো-ব্রাহ্মণগণের পূজায় আসক্তচিত্ত, স্বধর্ম্মনিরত, মদ্যমাংসে বিমুখ, বিশুদ্ধচেতা, শিবভক্ত, সত্যবাদী এবং সর্ব্ব-ভূতহিতে তৎপর, ভগবতী মৃড়ানী তাহা-দিগের প্রতিই সতত তুষ্ট থাকেন। যিনি নিখিল-ভূতগণের আদি, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অতীত, অন্তঃকরণ ও আত্মস্বরূপ এবং

সদাক্ষয়াং কায়মনোবচোভিঃ
সঞ্চিন্তয়ার্য্যাং সকলার্থদাত্রীম্ ॥ ৭৩
অজামেকাং লোহিতশুক্লবর্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সুরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৭৪
প্রভাবমেতৎ ত্রিজগজ্জনন্যা-
স্তবোদিতং ভার্গব বেদগুহ্যম্।
শ্রোতুং যদিচ্ছা তদুদীরয়স্ব
বিপ্রেষু কিং বা কথনীয়মস্তি ॥ ৭৫
শৃণ্বন্তি যে বাথ পঠন্তি মর্ত্ত্যাঃ
স্তবান্বিতাখ্যানমিদং ভবান্যাঃ
ভুক্তাক্ষয়ান্ কামসুখাংশ্চ তেঽত্র
প্রয়ান্তি শম্ভোঃ পরমং পদঞ্চ ॥৭৬
সূত উবাচ
এবং মুনীনাং গদিতং ভবান্যাশ্চরিতং শুভম্
শ্রুত্বা পুরন্দরঃ শ্রীমান্ ভক্ত্যা পরময়া দ্বিজাঃ

সর্ব্বদা অক্ষয়, তুমি সেই সর্ব্বার্থদায়িনী ভবানীকে কায়মনোবাক্যে ভজনা কর। যিনি অদ্বিতীয়া, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি এক হইয়াও লোহিতশুক্লাদি নানাবর্ণে প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহার রূপ পরম মনোহর, যিনি প্রকৃতিরূপে অখিল প্রজা সৃজন করিতেছেন, আবার তিনিই সকলের আরাধ্যতম জন্মবিরহিত অদ্বিতীয় পুরুষরূপে তাঁহার সহিত মিলিত থাকিয়া ভোগান্তে তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, হে ভার্গব! সেই ত্রিজগজ্জননীর বেদগুহ্য এবংবিধ প্রভাব আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পুনরায় যদি কোন বিষয় শ্রবণ-বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর; কারণ ব্রাহ্মণগণের নিকট কোন্ বিষয়ই বা অবক্তব্য আছে? যে সকল মানব ভগবতী ভবানীর স্তবযুক্ত এই আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা এই জগতে অক্ষয় অভীষ্ট বিষয় উপভোগান্তে ভগবান্ শম্ভুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! সুররাজ, মুনিগণ-কথিত ভবানীর ঈদৃশ

আরাধয়ামাস তদা পার্ব্বতীং পরমেশ্বরীম্।
বরাংশ্চ বিবিধান্ লব্ধ্বা চক্রে রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে পার্ব্বতীপ্রভাবকথনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
তিথীনাং নির্ণয়ং সূত প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা।
বক্তুমর্হসি চাস্মাকং ব্যাসশিষ্য মহামতে ॥ ১
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে তিথীনাং নির্ণয়ং পরম্।
অনির্ণীতাসু তিথিষু ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম সিধ্যতি ॥২
শ্রৌতং স্মার্ত্তং ব্রতং দানং যচ্চান্যৎ কর্ম্ম বৈদিকম্।
নির্ণীতাসু তিথিষ্বেব কর্ম্ম কুর্ব্বীত নান্যথা ॥ ৩
প্রায়ঃ প্রাপ্তমুপোষ্যং স্যাৎ তিথের্দৈবফলেপ্সুভিঃ।

কল্যাণময় চরিত শ্রবণান্তে পরম ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরী পার্ব্বতীকে আরাধনাপূর্ব্বক বিবিধপ্রকার বরলাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। ৭২—৭৮।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন,—হে মহামতে ব্যাসশিষ্য সূত! এক্ষণে আমাদিগের নিকট তিথিবিবেক ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রকাশ করুন। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! কোন্ কোন তিথিতে কোন্ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন; তিথি-নির্ণয় না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। শ্রুত্যুক্ত বা স্মৃত্যুক্ত যে কোন ব্রত ও দান এবং বেদোক্ত অপর যাবতীয় কার্য্যই তিথি-নির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্য, অন্যথা কোন মতেই

ং হি পিতৃতুষ্ট্যর্থং পিত্র্যঞ্চোক্তং মহর্ষিভিঃ ।]
ং প্রাপ্যাস্তমুপৈত্যর্কঃ সা চেৎ স্যাৎ ত্রিমু-
হূর্ত্তিকা।
র্ম্মকৃত্যেষু সর্ব্বেষু সম্পূর্ণাং তাং বিদুস্তিথিম্ ॥৫
য়ে পূর্ব্বা প্রকর্ত্তব্যা বৃদ্ধৌ কার্য্যা তথোত্তরা।
তিথিস্তস্যাস্ত্রিক্ষণায়াঃ ক্ষয়বৃদ্ধিত্বকারণম্ ॥ ৬
অষ্টম্যেকাদশী ষষ্ঠী তৃতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
র্ত্তব্যাঃ পরসংযুক্তা অপরাঃ পূর্ব্বমিশ্রিতাঃ ॥ ৭
হুত্তল্লা তথা রম্ভা সাবিত্রী বটপৈতৃকী।
কৃষ্ণাষ্টমী চ ভূতা চ কর্ত্তব্যা সম্মুখী তিথিঃ ॥৮
ক্লে দ্বে দ্বে তথা কৃষ্ণে যুগাদী কবয়ো বিদুঃ।
ক্লে পূর্ব্বাহ্ণিকে কার্য্যে কৃষ্ণে চৈবাপরাহ্ণিকে
াগবিদ্ধা তু যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা তু সপ্তমী।
শম্যেকাদশীবিদ্ধা নোপাষ্যৈব কথঞ্চন ॥ ১০

স্যাত্ত্বেবং সূর্য্যচন্দ্রাভ্যাং তিথিং স্ফুটতরং ব্রতী
একাদশীং তৃতীয়াঞ্চ ষষ্ঠীঞ্চোপবসেৎ সদা ॥ ১১
ফলমেকাদশী হন্তি বিহিতং দশমীযুতা।
পারণন্তু ত্রয়োদশ্যামুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ১২
পারণাহে ন লভ্যেত দ্বাদশী সকলাপি চেৎ।
তদানীং দশমীবিদ্ধা হ্যপোষ্যৈকাদশী তিথিঃ ॥
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে ভবেদেকাদশীদ্বয়ম্।
উত্তরান্তু যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামেব সদা গৃহী ॥১৪
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চ সপ্তমীং পিতৃবাসরম্।
পূর্ব্ববিদ্ধমকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৫
সিনীবালী দ্বিজৈর্গ্রাহ্যা সাগ্নিকৈঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
কুহূঃ স্ত্রীভিস্তথা শূদ্রৈরপি চাষ্টৈরনগ্নিকৈঃ ॥১৬
পারণে মরণে নৃণাং তিথিস্তাৎকালিকী স্মৃতা
নিশাব্রতেষু চ গ্রাহ্যা প্রদোষব্যাপিনী সদা ॥১
উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ।

রণীয় নহে। যাহারা দেবতাপ্রীতি প্রার্থনা রেন, প্রায় তাঁহাদিগের তিথির শেষভাগে পবাস করা বিধেয়। আর পিতৃগণের ন্তোষার্থ তিথির অগ্রভাগেই উপবাসাদি- র্য্য করিবে, কারণ মহর্ষিগণ তিথির অগ্র- াগকে পিত্র্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। য তিথিতে সূর্য্য অস্তমিত হন, উহা যদি ত্রি- হূর্ত্তব্যাপিনী হয়, তবে সমুদয় ধর্ম্মকার্য্যেই িণ্ডতগণ উহাকে সম্পূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কৃষ্ণপক্ষে তিথির পূর্ব্বভাগ এবং শুক্লপক্ষে ত্তরভাগ গ্রাহ্য, কিন্তু যদি ঐ তিথিখণ্ড ত্রি- হূর্ত্তব্যাপিনী হয়, তবেই ক্ষয়-বৃদ্ধিত্ব কারণ ানিবে। অষ্টমী, একাদশী, ষষ্ঠী, তৃতীয়া চতুর্দ্দশী, পর-তিথিসংযুক্ত গ্রাহ্য, অপর থি পূর্ব্বমিশ্রিত গ্রাহ্য। তন্মধ্যে বৃহত্তল্লা শয়নৈকাদশী), রম্ভা-তৃতীয়া, সাবিত্রী ও তচতুর্দ্দশী, বটপৈতৃকী ষষ্ঠী ও কৃষ্ণাষ্টমী দিন পূর্ব্বতিথিসংযুক্ত হইবে, সেই দিবসেই গ্রাহ্য। পণ্ডিতগণ, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে দুই ই তিথিকে যুগাদি বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্লপক্ষে উক্ত যুগাদি তিথিদ্বয় পূর্ব্বাহ্ণব্যাপিনী কৃষ্ণপক্ষে অপরাহ্ণব্যাপিনী গ্রাহ্য। পঞ্চমী- দ্ধা ষষ্ঠী, ষষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমী এবং দশমীবিদ্ধা

একাদশী কদাপি উপবাসার্হ নহে। ১—১০। ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াদি দ্বারা এইরূপে তিথিনির্ণয়পূর্ব্বক একাদশী, ষষ্ঠী ও তৃতীয়াতে উপবাস করিবে। দশমীবিদ্ধা একাদশী বিহিত ফল নষ্ট করিয়া থাকে এবং দ্বাদশী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিলেও উপবাসফল বিনষ্ট হয়। যদি পারণ-দিনে কলামাত্র দ্বাদশী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে স্থলে দশমী- বিদ্ধা একাদশীতেই উপবাস হইবে। শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে যদ্যপি একাদশী উভয়-দিন- ব্যাপিনী হয়, তবে যতিগণ পূর্ব্বদিনে ও গৃহিগণ পরদিনে উপবাস করিবে। অমা- বস্যা, পূর্ণিমা, সপ্তমী ও শ্রাদ্ধতিথি পূর্ব্ববিদ্ধা গ্রহণ না করিলে নরকগামী হইতে হয়। সাগ্নিক দ্বিজগণ, শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা এবং নিরগ্নিক দ্বিজ ও স্ত্রীশূদ্র প্রতিপদযুক্তা অমাবস্যা গ্রহণ করিবে। মানবগণের পারণ ও মরণে তৎকাল- ব্যাপিনী তিথিই বিহিত আছে, আর রাত্রি- কর্ত্তব্য ব্রতে প্রদোষব্যাপিনী তিথিই গ্রহ- ণীয়া। হে বিপ্রগণ! যে নক্ষত্রে ভাস্কর

যস্ত বা যুজ্যতে বিপ্রাঃ প্রদোষে হিমরশ্মিনা ॥
অর্ব্বাক্ ষোড়শ নাড্যস্তু পরতশ্চৈব ষোড়শ।
পুণ্যকালোঽর্কসংক্রান্তৌ স্নানদানজপাদিষু ॥১৯
আসন্নসংক্রমং পুণ্যং দিনার্দ্ধং স্নানদানয়োঃ।
রাত্রৌ সংক্রমণে ভানোর্বিষুবত্যয়নে দিনে ॥২০
সূর্য্যেন্দুগ্রহণং যাবৎ তাবৎ কুর্য্যাজ্জপাদিকম্।
ন স্বপ্যান্ন চ ভুঞ্জীত স্নাত্বা ভুঞ্জীত মুক্তয়োঃ ॥২১
আদিত্যশীতকিরণৌ গ্রস্তাবস্তং গতৌ যদা।
দৃষ্ট্বা তদান্যদিবসে স্নাত্বা ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥২২
সূতকে মৃতকেবাপি নোপবাসং ত্যজেদ্‌ব্রতী।
যস্মাত্তগ্নব্রতোঽত্যর্থং গর্হিতো বেদবাদিভিঃ ॥২৩
তস্মাৎ প্রমাদদুঃখে বা সূতকে ব্যসনেঽপি চ।
স্নাত্বা কার্য্যং ব্রতং বিপ্রা অন্যথা ব্রতলোপভাক্
দেবার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম কার্য্যং দীক্ষান্বিতৈঃ সদা।

অস্তমিত হন, কিংবা প্রদোষকালে চন্দ্রের সহিত যাহার যোগ হয়, তাহাতেই উপবাস বিধেয়। সূর্য্যসংক্রমণকালের পূর্ব্বোত্তর ষোড়শ দণ্ড স্নান দান-জপাদি-কার্য্যে পুণ্যকাল জানিবে। বিষুব ও অয়নদিনে রাত্রিতে সূর্য্যসংক্রমণ হইলে সংক্রমণের নিকটবর্ত্তী দিনার্দ্ধ স্নানদানে পুণ্যকাল। যাবৎকাল সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুগ্রস্ত থাকেন, তাবৎকালই জপাদি কর্ত্তব্য এবং তাবৎকাল শয়ন বা ভোজন করিবে না। সূর্য্য বা চন্দ্রকে মুক্ত দেখিয়া স্নানান্তে ভোজন করিবে। যদি সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রস্ত হইয়াই অস্তমিত হন, তবে বাগ্‌যত থাকিয়া পরদিন মুক্তি দেখিয়া স্নানান্তে ভোজন করা কর্ত্তব্য। জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও ব্রতী উপবাস ত্যাগ করিবে না, কারণ, যাহার ব্রতভঙ্গ হয়, বেদবাদিগণ তাহাকে অতিশয় নিন্দা করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! অত এব কোন প্রকার বিপদ্ বা অশৌচাদিতেও অবগাহনপূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, অন্যথা ব্রতভঙ্গজন্য পাতকী হইবে। দীক্ষান্বিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দেবার্চ্চনাদি কার্য্য করিতে পারিবে, কারণ সংযতাত্মা-

নাস্তিশাবং যতস্তেষাং সূতকঞ্চ যদাত্মনাম্ ॥২৫
শিবে দেবার্চ্চনং যস্য যস্য বাগ্নিপরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচারিযতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্ ॥২৬
মহচ্ছব্দপ্রযুক্তা যা যা চ সোপপদা তিথিঃ।
সামাবস্যাসমা জ্ঞেয়া দানাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥ ২৭
মার্গা হ্যপরপক্ষে তু পূর্ব্বমধ্যা তু শব্দিতা।
স্যুশ্চতুরষ্টকাস্তিস্রঃ সপ্তম্যাদিষ্বনুক্রমাৎ ॥ ২৮
মাঘে পঞ্চদশী কৃষ্ণা নভস্যে চ ত্রয়োদশী।

দিগের জনন বা মরণজন্য অশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। যে শিব পূজা করিবে কিংবা যে সাগ্নিক, অথবা ব্রহ্মচারী বা যতি, তাহার শরীরে কোনরূপ অশৌচ থাকে না। যে তিথির পূর্ব্বে মহৎশব্দ প্রযুক্ত হয়, কিংবা যে তিথি কোন উপপদযুক্ত, তাহা দানাধ্যয়নকার্য্যে অমাবস্যাতুল্য জানিবে। ১১—২৭। অগ্রহায়ণ প্রভৃতি মাসচতুষ্টয়ের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী প্রভৃতি তিথিত্রয়ে "পূর্ব্ব, মধ্য এবং অনু" নামে খ্যাত তিন "অষ্টকা" যথাক্রমে হয়। * (অষ্টকায় শ্রাদ্ধ করিতে হয়।) মাঘ মাসের অমাবস্যা, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-

* মূলে "পূর্ব্বমধ্যানুশব্দিতা" পাঠ হইবে। সপ্তমী প্রভৃতি তিন দিন অষ্টকা সাগ্নিকের। নিরগ্নির অষ্টকা কেবল অষ্টমীতে। তাহাতে দৈবপক্ষ এবং পিত্রাদি ষট্‌পুরুষপক্ষ আছে, এই অনুবাদ মূলের বিশেষ অনুগত হইলেও প্রচলিত শাখীর গৃহ্যাদিসম্মত নহে। চার মাসে অষ্টকা অন্য শাখীর পক্ষে হইতে পারে। প্রচলিত শাখী অনুসারে তিন মাসে "অষ্টকা" হয়। এই নিয়ম-সম্মত অনুবাদ—"অগ্রহায়ণ প্রভৃতি মাসত্রয়ের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তম্যাদি তিথিত্রয়ে "পূর্ব্ব মধ্য অনু" নামে খ্যাত তিন অষ্টকা যথাক্রমে হয়। এই তিন অষ্টকায় চার পক্ষ—বন্ধুপক্ষ, দৈবপক্ষ, পিত্রাদি ষট্‌-পুরুষপক্ষ, মাত্রাদি পক্ষ।

তৃতীয়া মাধবে শুক্লা নবমী কার্ত্তিকে সিতা।
এতা যুগাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বাশ্চাক্ষয়পুণ্যদাঃ॥
সিংহবৃশ্চিকয়োঃ কুম্ভসংক্রান্তিষু ভবন্ত্যত।
ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং যুগান্তাশ্চ মহর্ষয়ঃ॥ ৩০
শ্রাদ্ধপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দুঃ করে রবিঃ
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে॥৩১
ধনুঃস্ত্রীমীনযুগ্মাঙ্কঃ ষড়শীতিমুখাঃ স্মৃতাঃ।
অশ্বযুক্শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকেসিতা
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ॥ ৩৩
ফাল্গুনস্য ত্বমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী॥ ৩৪
শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পৌর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা।
মন্বন্তরাদয়শ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ॥ ৩৫
সংক্রান্তয়স্তথা পুণ্যা ভাস্বতো দ্বাদশৈব হি॥৩৬
পর্ব্বস্বেতেষু দানানি ধেনুশৈলাদিকানি চ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজেন্দ্রেভ্যো লভন্তে চাক্ষয়াং গতিম্
পানীয়মপ্যেষু তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাসহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে
শৌনকসংবাদে তিথিনির্ণয়াদিকথনং
নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১

ত্রয়োদশী, বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী যুগাদ্যা বলিয়া কথিত, ঐ সকল তিথিতে পুণ্যকার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। হে মহর্ষিগণ! সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ সংক্রান্তিতে যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের অন্ত হইয়া থাকে। অপর পক্ষের প্রয়োদশীতে যদি চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে ও সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে অবস্থিত হন, তাহা হইলে উহার নাম গজচ্ছায়া, বহুপুণ্যফলে শ্রাদ্ধকার্য্যে উহা লব্ধ হইয়া থাকে। ধনু, কন্যা, মীন ও মিথুন রাশিতে রবিসংক্রমণের নাম ষড়শীতি সংক্রান্তি। আশ্বিন-মাসের শুক্লা নবমী, কার্ত্তিক-মাসের শুক্লা দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া, ফাল্গুনমাসের অমাবস্যা, পৌষ-মাসের একাদশী, আষাঢ়-মাসের দশমী, মাঘ-মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী এবং আষাঢ়, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ-মাসের পূর্ণিমা মন্বন্তরা। মন্বন্তরায় দান করিলে অক্ষয় ফল হয়। সূর্য্যের দ্বাদশ সংক্রান্তি-দিবস পুণ্যকাল। উক্ত পর্ব্বদিনে দ্বিজগণকে ধেনু শৈলাদি দান করিলে অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি, ঐ সকল দিনে সংযত হইয়া পিতৃগণ-উদ্দেশে সতিল জল দান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধদানের ফল লাভ হয়, পিতৃগণ এই রহস্য বিষয় বলিয়া থাকেন। ২৮—৩৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং শুদ্ধিমাহ যথা রবিঃ॥ ১
দ্বিবিধং পাপমিত্যুক্তং প্রকটং গুপ্তমেব চ।
প্রকটং প্রকটেনৈব রহস্যেন তথেতরৎ॥ ২
বেদশাস্ত্রার্থবিদ্বাংসো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
কামক্রোধবিনির্ম্মুক্তাঃ শান্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রকট ও গুপ্ত এই দ্বিবিধ পাপ কথিত আছে।—প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ্য কার্য্য দ্বারা যে পাপ হয়, তাহার নাম প্রকট; আর গুপ্ত কার্য্য দ্বারা গুপ্ত পাপ হইয়া থাকে। যাঁহারা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পারগ, কাম-ক্রোধ-লোভ হিংসাদি-বর্জ্জিত, শান্তস্বভাব ও জিতে-

সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ হিংসালোভবিবর্জ্জিতাঃ
একবিংশতিসংখ্যাকাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োঽথ বা॥
যং ব্রয়ুরুক্তসংখ্যাকাঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদিতি শ্রুতিঃ
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী গুরুতল্পগ এব চ।
মহাপাতকিনশ্চৈতে যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥
যস্তু সংবৎসরস্ত্বেভিঃ পতিতৈঃ সহ সংবসেৎ।
যানশয্যাসনৈর্নিত্যংজানন্ বৈ পতিতো ভবেৎ
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি নিয়তাত্মা বনে বসেৎ।
ভিক্ষাহারেণ সততং ধৃত্বা শবশিরোধ্বজম্॥ ৮
এককালং চরেদ্ভৈক্ষং দোষং বিখ্যাপয়ন্নৃণাম্।
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥৯
অকামস্ত স্মৃতা শুদ্ধিঃ কামতো মরণান্তিকী।
অনলং প্রবিশেদগ্নিং ভৃগোঃ পতনমেব চ॥ ১০
কুর্য্যাদনশনং বাপি ব্রাহ্মণার্থে ত্যজেদসূন্।
গুর্ব্বর্থে বাত্যজেৎ প্রাণান্ ব্রহ্মহত্যাং
ব্যপোহতি॥ ১১

গত্বা বারাণসীং বাপি কালাৎ তত্র ত্যজেদসূন্
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি শৈবং পরং পদম্॥
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ ততঃ।
শুদ্ধো ভবতি নির্দগ্ধস্তদ্বর্ণাং বা পয়ঃ পিবেৎ॥১৩
গোমূত্রং বা ঘৃতং বাপি তৎপাপান্মুচ্যতে দ্বিজঃ
ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চাপি চরেৎ তৎপাপশান্তয়ে॥১৪
অভিগম্য তু রাজানং সুবর্ণস্তেয়বান্ দ্বিজাঃ।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ক্রয়াৎ ত্বং মাং হন্তুমিহার্হসি॥১৫
গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ধন্যাৎ তু তং স্বয়ম্।
বধে তু মুচ্যতে তেন কৃচ্ছ্রৈর্বা বিবিধৈর্দ্বিজাঃ॥
অবগূহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তামায়সীং গুরুতল্পগঃ॥ ১৭
যস্য যস্য চ সম্পর্কাৎ তৎসংযোগী ভবেদ্দ্বিজাঃ
তস্য তস্য ব্রতং কুর্য্যাৎ তত্তৎপাপাপনুত্তয়ে॥১৮

প্রিয়, এবংবিধ একবিংশতি অথবা সপ্ত কিংবা পঞ্চ বা ত্রিসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বলিবেন, তাহাই ধর্ম্ম, বেদে এইরূপ কথিত আছে. ব্রহ্মহত্যাকারী মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীতে উপগামী, সুবর্ণচোর ও ইহাদিগের সংসর্গী—এই পঞ্চজন মহাপাতকী। যে ব্যক্তি পতিত ঐ পঞ্চজনের সহিত এক বৎসর কাল জ্ঞানপূর্ব্বক একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন ও একযানে আরোহণাদি দ্বারা সতত সহবাস করে, সেও পতিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশ বৎসর সংযত হইয়া বনে বাস করিবে এবং সতত নর-কপাল ধারণ করিয়া মানবগণের নিকট নিজ দোষ উল্লেখ করত একবার মাত্র ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবে। এইরূপ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিনষ্ট হইবে। এই প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাকারীর। যে জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে,তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। সে প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগ, অথবা ব্রাহ্মণ কিংবা গুরুর নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন করিলে, তাহার সেই পাপ তিরোহিত হয়।১—১১। কিংবা সে যদি বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক কালে তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ সন্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরা কিম্বা পয়ঃ, অথবা তাদৃশ গোমূত্র বা ঘৃত পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারিলে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। অথবা ব্রহ্মহত্যাব্রত করিলেও সেই পাপ বিনষ্ট হয়। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি সুবর্ণ হরণ করে, সে রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক নিজ কর্ম্ম খ্যাপন করত বলিবে, "আপনি আমাকে বধ করুন।" পরে রাজা তাহাকে মুষলাঘাত করিবেন। সে তাহাতেই জীবনত্যাগ করিলে, কিংবা বিবিধ ক্লেশসাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও সেই পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে, সে লৌহময়ী তপ্ত স্ত্রী আলিঙ্গনপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিলে, তাহার সেই পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! মানব যে প্রকার পাতকীর সংসর্গে পাতকী হয়, সেইরূপ পাতকীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত

স্নাত্বাশ্বমেধাবভৃথে সর্ব্বে পাতকিনো দ্বিজাঃ।
শুধ্যেয়ুস্তৎক্ষণাদেব রবিরিত্যব্রবীৎ স্বয়ম্॥
মাতৃষসাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃষসাম্।
ভাগীনেয়ীং সমারুহ্য কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রকৌ।
চান্দ্রায়ণং বা কুর্ব্বীত তস্য পাপাপনুত্তয়ে॥২০
ভ্রাতৃভার্য্যাং ভাগিনেয়ীং তস্য পাপাপনুত্তয়ে।
চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা কথিতানি বৈ॥ ২১
মাতুলস্য সুতাং গত্বা সখিভার্য্যাং তথৈব চ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥
উদক্যাগমনে চৈব ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥ ২৩
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গত্বা কৃচ্ছ্রমেকং সমাচরেৎ।
কন্যকাগমনে চৈব চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্॥ ২৪
রেতঃ সিক্ত্বা জলে যস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ
বেশ্যায়াং গমনে বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।
নান্যাসাং নিষ্কৃতির্দৃষ্টা শাস্ত্রেষু পরমর্ষিভিঃ॥
সংবৎসরস্য চাভ্যাসাদ্গুরুতল্পব্রতং স্মৃতম্।

যদি তত্র প্রজোৎপত্তির্নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥ ২৭
শূদ্রা ভবতি চেদূঢ়া ব্রাহ্মণস্য যদা তদা।
ন তস্যা গমনে পাপং প্রজোৎপত্তৌ তথৈব চ
রণ্ডায়া গমনে চৈব চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্।
সংবৎসরেণ ভবতি গুরুতল্পসমো হি সঃ॥ ২৯
নটীং শৈলূষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্।
গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তথা চর্ম্মোপজীবিনীম্॥
দীক্ষিতং ক্ষত্রিয়ং হত্বা চরেদ্ব্রহ্মহণো ব্রতম্।
অদীক্ষিতস্য হননে ষড়ব্দং কৃচ্ছ্রমাচরেৎ॥ ৩১
বৈশ্যন্তু কামতো হত্বা ত্র্যব্দকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥
নিহত্য ব্রাহ্মণীং বিপ্রস্ত্বষ্টবর্ষং ব্রতং চরেৎ।
বর্ষষট্‌কন্তু রাজন্যাং বৈশ্যাং সংবৎসরত্রয়ম্॥
বৎসরেণ বিশুদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রস্ত্রীবধ এব চ।
বেশ্যাং হত্বা প্রমাদেন কিঞ্চিদ্দানমিহোচিতম্॥
মর্কটং নকুলং কাকং বরাহং মূষকং তথা।
মার্জ্জারং বাথ মণ্ডূকং শ্বানং বৈ কুক্কুটং খরম্॥

আছে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইবে। স্বয়ং ভগবান্ ভাস্কর বলিয়াছেন,—অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে, সর্ব্বপ্রকার পাপীই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া থাকে। মাতৃষসা, পিতৃষসা ও মাতুলানী গমন করিলে কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অথবা তৎপাপ-শান্তির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। ভ্রাতৃভার্য্যা ও ভাগিনেয়ী গমন করিলে তৎপাপধ্বংসের জন্য পঞ্চ বা চতুঃসংখ্যক চান্দ্রায়ণ বিহিত আছে। মাতুলকন্যা কিংবা বন্ধুভার্য্যায় উপগত হইলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। রজস্বলা-গমনে ত্রিরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণপত্নী গমন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। কন্যাগমনে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জলে রেতঃপাত করে, সে সান্তপন ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, বেশ্যাতে উপগত হইলে প্রাজাপত্যব্রত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে মহর্ষিগণ, ঐ সকল পাপীদিগের অন্য প্রকার আর নিস্তারের উপায় দেখেন নাই। যে ব্যক্তি এক বৎসর বেশ্যা গমন করে, তাহার গুরুপত্নী-গমনের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সেই বেশ্যাগর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।১৩—২৭। শূদ্রা যদি ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে তাহাতে গমন বা সন্তানোৎপাদন করিলে কোন দোষ নাই। রণ্ডাতে উপগত হইলে, সান্তপনব্রত কর্ত্তব্য এবং এক বৎসর গমনে গুরুঙ্গনা-গমনের পাতকী হয়। নটী, শৈলুষিকী, রজকী, বেণুজীবিনী ও চর্ম্মজীবিনী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। দীক্ষিত-ক্ষত্রিয়-বধে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত এবং অদীক্ষিত-ক্ষত্রিয়-বধে ষড়ুবর্ষ-সাধ্য ব্রত করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান-পূর্ব্বক বৈশ্যহত্যা করিয়া ত্রিবর্ষসাধ্য ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণীহত্যা করে, তবে অষ্টবর্ষসাধ্য, ক্ষত্রিয়া বধ করিলে ষড়ুবর্ষসাধ্য, বৈশ্যা বধ করিলে ত্রিবর্ষসাধ্য এবং শূদ্রা বধ করিলে একবর্ষ-সাধ্য ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ বেশ্যাবধে কিঞ্চিদ্দান প্রায়শ্চিত্ত। মর্কট, নকুল, কাক, বরাহ, মূষিক, মার্জ্জার, ভেক,

পাদকৃচ্ছ্রং চরেদ্ধত্বা কৃচ্ছ্রমশ্ববধে স্মৃতম্ ।
তপ্তকৃচ্ছ্রং হস্তিবধে পরাকং গোবধে স্মৃতম্ ॥
কামতো গোবধে নৈব শুদ্ধির্দৃষ্টা মনীষিভিঃ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য চ ।
পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥ ৩৮
তৃণকাষ্ঠদ্রুমাণাঞ্চ শুষ্কান্নস্য গুড়স্য চ ।
চৈলচর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥
হংসং কারণ্ডবঞ্চৈব চক্রবাকঞ্চ টিট্টিভম্ ।
শুকঞ্চ সারসঞ্চৈব উলূকঞ্চ কপোতকম্ ॥ ৪০
চাষঞ্চ শিশুমারঞ্চ বলাকাঞ্চ বকং তথা ।
জগ্ধা চৈতান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥
নালিকাং তণ্ডুলীয়ঞ্চ জগ্ধ্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥
কামতোহুম্বরং জগ্ধ্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ।
অলাবুং কিংশুকং জগ্ধ্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ
যানি ক্ষীরাণ্যপেয়ানি তেষাং পানাদ্ব্রতস্ত্বিদম্
গোমূত্রযাবকাহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥৪৪
অসুরামদ্যপানেন কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ।
প্রাজাপত্যং চরেৎ সম্যগ্রেতোবিণ্মূত্রভক্ষণে ॥
বিড়্বরাহখরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ
এতেষাং ভক্ষণে চৈব দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ
ক্ষত্রিয়ে তপ্তকৃচ্ছ্রং স্যাদ্বৈশ্যে চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্ ॥
শূদ্রোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্
সুরাভাণ্ডোদকং পীত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥৪৮
মহাপাতকিনং স্পৃষ্ট্বা বেদবিক্রয়িণং তথা ।
রজস্বলাঞ্চ চাণ্ডালীমজ্ঞাত্বা যদি ভোজয়েৎ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি
তৈলাভ্যক্তো দ্বিজো যস্তু কুর্য্যান্মূত্রপুরীষকে ।
অহোরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাৎ শ্মশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে ॥
খরযানং সমারুহ্য তথা চৈবোষ্ট্রযানকম্ ।
নগ্নো যস্তু বিশেদাপস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥৫১
পাপানামাধিকং পাপং দেবতানাঞ্চ নিন্দনম্ ।

কুক্কুর, কুক্কুট ও গর্দ্দভ বধে প্রাজাপত্য-পাদ এবং অশ্ববধে সম্পূর্ণ প্রাজাপত্য, হস্তি-বধে তপ্তকৃচ্ছ্র ও গোবধে পরাক-ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে, মনীষিগণ তাহার শুদ্ধির উপায় দেখিতে পান না। ভক্ষ্য, ভোজ্য, যান, আসন, শয্যা এবং ফল, মূল ও পুষ্প অপহরণ করিলে, পঞ্চগব্য-পান প্রায়শ্চিত্ত। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, চিপীটক, গুড়, তৈল, চর্ম্ম ও আমিষ অপহরণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, টিট্টিভ, শুক, সারস, উলূক, কপোত, চাষ, শিশুমার, বলাকা ও বক ভক্ষণ করিলে, দ্বিজগণের দ্বাদশাহ উপবাস বিধেয়। নালিকা ও তণ্ডুলীয় ভক্ষণে কৃচ্ছ্রব্রত প্রায়শ্চিত্ত। ইচ্ছাপূর্ব্বক ডুম্বর ভক্ষণ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অলাবু ও কিংশুক-ভোজনে প্রাজাপত্য কর্ত্তব্য। অপেয় ক্ষীর পান করিলে একমাস গোমূত্র-যাবক পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ মদ্য-পান করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। রেতঃ বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজগণ বিড়্বরাহ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, শৃগাল, বানর ও কাক ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে কৃচ্ছ্রব্রত; ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র; বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনে অতিকৃচ্ছ্র এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সুরাভাণ্ডে জল পান করিলেও ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য।২৮–৪৮। অজ্ঞানতঃ মহা-পাতকী, বেদবিক্রয়ী, রজস্বলা ও চাণ্ডালী স্পর্শ করিয়া যদি ভোজন করে, তবে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অনাহারপূর্ব্বক পঞ্চগব্য-পানে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক বিষ্ঠা মূত্র উৎসর্গ কিংবা শ্মশ্রু-বপন বা মৈথুন করে, সে একাহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হয়। গর্দ্দভ বা উষ্ট্রযানে আরো-হণ, অথবা উলঙ্গ হইয়া জলপ্রবেশ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। যত কিছু পাপের বিষয় উল্লেখ করা হইল, দেব-নিন্দা এই সমস্ত পাতক হইতেও গুরুতর।

মোহাদ্বৈ কুরুতে যস্তু কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
সকৃদ্‌যঃ কুরুতে নিন্দাং শিবস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
তস্য শুদ্ধির্ন দৃষ্টাস্তি পুরাণে মুনিভিঃ কৃতা॥
কুর্য্যাদ্‌যদি গুরুঃ শুদ্ধিং কারণ্যাৎ পরমেষ্ঠিনঃ
চান্দ্রায়ণত্রয়ং ত্রায়ান্তথা শুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৫৪
শৃণোতি গুরুনিন্দাং যস্তস্য চান্দ্রায়ণত্রয়ম্॥৫৬
একাসনঞ্চোপবিশেদ্‌গুরুণা সহ মূঢ়ধীঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি পাপং গুরুতরং হি তৎ
প্রায়শ্চিত্তমপীচ্ছন্তি কেচিদজ্ঞানতঃ কৃতে।
কুর্য্যাৎ সন্তাপনঞ্চৈব চান্দ্রায়ণচতুষ্টয়ম্॥ ৫৮
যোঽয়ং শুদ্ধিবিধিঃ প্রোক্তো গুরোরঙ্গী-
কৃতেপ্সয়া॥ ৫৯
বাগ্দত্তস্যাপ্রদানেন ব্রহ্মহত্যাসমং ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি দত্তৈর্গ্রামশতৈরপি॥
শিবদ্রব্যাপহরণং গুরোরপ্যণুমাত্রকম্॥ ৬১
কুৎসনঞ্চ তথা শম্ভোর্গুরোরপি তথৈব চ।
তথা চ শিবভক্তানাং জ্ঞানস্য চ বিদূষণম্॥ ৬২
গিরিজায়াশ্চ বিষ্ণোশ্চ স্কন্দস্যেভমুখস্য চ।
যোগিনাঞ্চ তথা নিন্দা নিন্দিনোঽপি তথা দ্বিজ
পাপান্যেতানি সর্ব্বাণি ব্রহ্মহত্যাসমানি বৈ॥
তস্মান্ন নিন্দেদেতাংস্তু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতং স্থানমিতি দেবোঽব্রবীদ্রবিঃ॥
প্রায়শ্চিত্তস্য সর্ব্বস্য পশ্চাত্তাপো হি কারণম্।
ন তেন রহিতং পাপং গচ্ছতীতি হি নিশ্চিতম্
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাৎ তস্মিন্ পাপে প্রবর্ত্ততে
কৃতমকৃতমেব স্যাৎ তৎ পাপং পূর্ব্ববৎ স্থিতম্
স্থূলানি যানি পাপানি সূক্ষ্মাণি বিবিধান্যপি।
তানি নাশয়তি ক্ষিপ্রং মুহূর্ত্তং শিবচিন্তনম্॥৬৮
সর্ব্বপাপাপনোদার্থং প্রায়শ্চিত্তং বদাম্যহম্॥৬৯
সমাহিতো জলে মগ্নঃ শিবং ধ্যায়ন্ প্রসন্নধীঃ।
অষ্টকৃত্বো হর ইতি জপন্ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কার্ত্তিক্যাং শুক্লপক্ষস্য যা সা পুণ্যা চতুর্দ্দশী।

যে ব্যক্তি মোহ বশতও দেবনিন্দা করে, তাহার চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। যে মূঢ় একবার মাত্র ভগবান্ শঙ্করের নিন্দা করে, মুনিগণ কোন পুরাণ-শাস্ত্রেই তাহার নিস্তারোপায় দেখিতে পান না। গুরু যদি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার শুদ্ধির উপায় করেন, তবে চান্দ্রায়ণত্রয় ব্যবস্থা করিবেন; নতুবা তাহার আর শুদ্ধি দেখি না। যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, তাহারও চান্দ্রায়ণত্রয় কর্ত্তব্য। যে মূঢ়মতি গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; তাহার পাতক অতি গুরুতর। অজ্ঞানপূর্ব্বক উক্ত পাতক করিলে কেহ কেহ চান্দ্রায়ণ-চতুষ্টয় বা সান্তপনব্রত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। এই যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, উহা গুরুর ইচ্ছানুসারে জানিবে। বাগ্‌দত্ত বস্তু দান না করিলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়; শত শত গ্রাম দান করিলেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। শিবদ্রব্য বা অণুমাত্রও গুরুদ্রব্য অপহরণ, কিংবা শিব, গুরু, শিবভক্ত, পার্ব্বতী, বিষ্ণু, কার্ত্তিক, গণেশ ও যোগিগণের যে নিন্দা, উহা ব্রহ্মহত্যাতুল্য গুরুতর পাপ। এজন্য ভগবান্ সূর্য্যদেব বলিয়াছেন, যদি নিত্যধাম প্রার্থনীয় হয়, তবে কি মন, কি শরীর এবং কি বাক্য, কিছুতেই যেন ইহাঁদিগের নিন্দাপ্রকাশ না করা হয়।৪৯—৬৪। যত কিছু প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইল, অনুতাপই ঐ সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনাশের কারণ। অনুতাপ ভিন্ন নিশ্চয়ই কোন প্রায়শ্চিত্তেই পাপ বিদূরিত হয় না। যদি কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় সেই কার্য্যে আসক্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা না-করা উভয়ই সমান, সেই পাপ পূর্ব্ববৎ অবস্থিত থাকে। মুহূর্ত্তকাল ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে চিন্তা করিলে স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে নিখিল পাপনাশের জন্য এক অনায়াস-সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি;—একাগ্রচিত্তে জলে মগ্ন হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে শঙ্করকে ধ্যান করত অষ্টবার "হর" এই নাম জপ করিতে পারিলে অখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের পুণ্য শুক্লা চতুর্দ্দশীতে

তস্যাং সম্পূজ্য দেবেশং দেবদেবমুমাপতিম্।
জপ্ত্বাথর্ব্বশিরো যস্তু ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৭১
তস্যামেব নবম্যাঞ্চ ভগবন্তমুমাপতিম্।
উদ্দিশ্য দদ্যাদ্ যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যাং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পঞ্চামৃতৈঃ সুসংস্নাপ্য লিঙ্গমূর্ত্তিধরং হরম্।
পূজয়িত্বা বিধানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৩
মন্দবারযুতা পুণ্যা শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
তস্যামুপোষ্য বিধিনা সংপূজ্য গিরিজাপতিম্।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥
তৃতীয়া যা সমাখ্যাতা বৈশাখেঽক্ষয়সংজ্ঞতা
তস্যাং শিবায় যৎ কিঞ্চিদ্দত্বা শিবযোগিনে
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্যুক্তো লোকবিনিন্দিতঃ।
শঙ্করং শরণং গত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে প্রায়শ্চিত্তবিধিকথনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

দেবাধিদেব উমাপতি মহেশ্বরকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক অথর্ব্ববেদের সারস্বরূপ "হর" এই নাম জপ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ কার্ত্তিকমাসীয় শুক্লনবমী তিথিতে ভগবান্ উমাপতির উদ্দেশে যৎ কিঞ্চিৎ দান করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। পূর্ণিমা অমাবস্যা এবং চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ-কালে পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া যথাবিধি পূজা করিলেও সমুদয় পাপ তিরোহিত হইয়া থাকে। মানব, শনিবারযুক্ত শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে উপবাসপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়াতে শিব বা শিব-যোগী উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া মানব পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব, সর্ব্ব-জন-নিন্দিত মহাপাতকীও ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ৬৫—৭৬।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

শ্রুতমস্মাভিরখিলং জ্ঞানং মাহেশ্বরং মহৎ।
বর্ণাশ্রমবিধিশ্চৈব প্রায়শ্চিত্তমশেষতঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো বিবাহং গিরিজাপতেঃ

সূত উবাচ।

যদুবাচ পুরা দেবঃ পৃষ্টো মার্ত্তণ্ডসূনুনা।
স্তুত্বা চ স্তোত্রবর্য্যেণ তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥২

মনুরুবাচ।

ভগবন্ যদ্যথা পৃষ্টং তৎ তথৈব ত্বয়োদিতম্।
শ্রুতং তদখিলং তাত হৃদি তচ্চ স্থিরীকৃতম্ ॥
জানাসি ত্বং ভগবতো মাহাত্ম্যং পার্ব্বতীপতেঃ
ভবতো নাপরঃ কশ্চিদ্বেত্তাস্তীত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ।
ত্বমীশস্যাপরা মূর্ত্তির্যতোঽসি পরমেশ্বরঃ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন,—হে সূত! আমরা অখিল শিবজ্ঞান এবং বর্ণাশ্রমবিধি ও অশেষবিধ প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে ভগবান্ পার্ব্বতীপতির বিবাহের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম-গণ! পূর্ব্বে ভগবান্ সূর্য্যদেব, মনুকর্ত্তৃক স্তব-রাজ দ্বারা স্তুতিবাদান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মনু বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি সেই সেই বিষয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। হে তাত! আমি তৎসমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। বেদে এইরূপ উক্তি আছে, আপনিই ভগবান্ পার্ব্বতী-পতির মাহাত্ম্য সম্যক্ বিদিত আছেন, আপনা-ভিন্ন অপর কেহই পরিজ্ঞাত নহেন। কারণ,

অতস্ত্বমেব জানাসি মহিমানং মহেশিতুঃ ॥ ৫
ত্বামেব রুদ্রং বরদং শিবং পরমকারণম্।
তপনং শরণং যামি সহস্রাক্ষং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৬
সূর্য্যংপ্রভাকরংভানুংজ্যোতিষাংজ্যোতিরব্যয়ম্
অম্বিকাপতিমীশানং জ্যোতিষ্মন্তং দিবাকরম্ ॥
হিরণ্যবাহুং জটিলমোঙ্কারাখ্যং প্রচেতসম্।
ব্রূহি মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৮
কালী হৈমবতী গৌরী পুনর্জ্জাতা কথং বিভো ॥

ভানুরুবাচ।

পৃষ্টং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ মনুজেশ্বর।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০
নীলগ্রীবো মহাদেবঃ শরণ্যো গোপতির্বিরাট্
প্রপদ্যে ত্বাং মহেশানমুগ্রং শর্ব্বং কপর্দ্দিনম্ ॥ ১১
ত্বাং নমামি পরং হংসং পশুভর্ত্তারমীশ্বরম্।
সর্ব্বেষাং স্মরণাদেব দেহিনাং মোক্ষসাধনম্ ॥ ১২
য এতৈর্নামভিঃ স্তৌতি প্রাতঃ সম্প্রয়তাত্মবান্
তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি লক্ষ্মীশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ১৩

সূত উবাচ।

এবং মনোর্বচঃ শ্রুত্বা যদুবাচ দিবাকরঃ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪
যা সা দক্ষসুতা দেবী সতী ত্রৈলোক্যপূজিতা
ত্যক্ত্বা দাক্ষং শরীরঞ্চ বভূবাচলকন্যকা ॥ ১৫
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী।
জগচ্চৈতন্যরূপা চ জগচ্চৈতন্যবোধিনী ॥ ১৬
অধিষ্ঠিতস্তয়া কাল্যা হিমবান্ পর্ব্বতোত্তমঃ।
পুণ্যস্থানমভূদ্বিপ্রা মোক্ষদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১৭
সিদ্ধানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাং দিবৌকসাম্।
আবাসঃ কিন্নরাণাঞ্চ স্মরণাৎ পুণ্যদো নৃণাম্ ॥
শিবং ভর্ত্তারমিচ্ছন্তী তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে।
তপস্তপ্তুং গতা কালী শিবা পিত্রোরনুজ্ঞয়া ॥ ১৯

আপনি শঙ্করের দ্বিতীয়মূর্ত্তিস্বরূপ পরমেশ্বর। সুতরাং আপনিই মহেশ্বরের প্রকৃত মহিমা জানেন। আপনি রুদ্র, বরদ, পরমকারণ ও শিবময়। আপনি তপন, সহস্রাক্ষ, হিরণ্ময়, সূর্য্য, প্রভাকর ও ভানু নামে প্রসিদ্ধ। বুধগণ আপনাকেই অখিল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মধ্যে অব্যয় জ্যোতির্ম্ময়, দিবাকর ও অম্বিকাপতি ঈশানস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। আপনি হিরণ্যবাহু, জটিল, ওঙ্কারাখ্য ও প্রচেতা বলিয়া বিখ্যাত। হে দেবেশ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমায় শঙ্করের বিবাহের বিষয় বলুন। হে প্রভো! হিমালয়সুতা কালী কি প্রকারে পুনরায় গৌরী হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় ব্যক্ত করুন। ভানু বলিলেন,—হে মনুজেশ্বর! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহা সর্ব্বপাপক্ষয়কর ও সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ। ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহেশ্বর সকলের শরণ্য; তিনি গোপতি ও বিরাট্। আমি সেই উগ্র ও কপর্দ্দী নামে বিখ্যাত পরমব্রহ্মস্বরূপ পশুপতি পরমেশ্বর ঈশানকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি। তিনি স্মরণমাত্রে সমুদয় দেহিগণের মুক্তি-বিধান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, সংযত হইয়া প্রাতঃকালে এই সকল নাম দ্বারা তাঁহাকে স্তব করে, তাহার সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হয় এবং ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সে সমুদয় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। ১—১৩। সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! দিবাকর মনুর বাক্য শ্রবণান্তে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন ত্রিলোকপূজিতা দক্ষসুতা দেবী সতী, দক্ষোরসজাত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কালী নামে হিমালয়ের কন্যা হন। হে বিপ্রগণ! যাঁহা হইতে নিখিল জগৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, সেই জগচ্চৈতন্যরূপিণী বিশ্বরূপা মহেশ্বরী, দেহিগণের মোক্ষপ্রদ, সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্ব দেবতা ও কিন্নরগণের আবাসস্থল, স্মরণমাত্রে মানবগণের পুণ্যপ্রদ, পুণ্যস্থান, গিরিবর হিমালয়ে কিয়ৎকাল অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করকে স্বামিরূপে লাভ করিবার বাসনায় একদা পিতামাতার অনুমতি লইয়া তপস্যার্থ ঐ পর্ব্বতের কোন বিজন প্রদেশে

অথাস্মিন্নন্তরে দৈত্যস্তারকো লোককণ্টকঃ।
জাতো দৈত্যকুলে বীরো মৃত্যুরূপো দিবৌকসাম্
ব্রহ্মাণং তপসারাধ্য বরং তস্মাদবাপ হ।
দেবাঃ পলায়িতাস্তেন তারকেণ বলীয়সা। ২১
দেবানাং যোষিতো যাশ্চ বলাদপহৃতাশ্চ তাঃ।
দুঃখাগ্নিনা সুসন্তপ্তাঃ শক্রাদ্যাঃ প্রথিতৌজসঃ
গতাঃ সশক্রাঃ শরণং ব্রহ্মাণং ত্রিদশেশ্বরম্।
আগতাংশ্চ সুরান্ দৃষ্ট্বা ততঃ প্রোবাচ পদ্মজঃ

ব্রহ্মোবাচ।

কস্মাৎ ত্রস্তাঃ সুরা যূয়মাগতা বৈ মমান্তিকে।
ব্রূত তৎ সকলং দেবা উপায়ং বাচ্মি বঃ স্ফুটম্

দেবা উচুঃ।

তারকাদ্ভয়সন্ত্রস্তাঃ শরণং দেবমাগতাঃ।
যথা মৃত্যোর্ভয়ং দেব তস্মাৎ ত্রাতুমর্হসি। ২৫
অপি ক্ষণং সুরশ্রেষ্ঠ ন লভামো বয়ং সুখম্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি হরিতারকয়োস্তদা।
অহর্নিশমবিশ্রান্তং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্। ২৭
তথাপি ন জিতস্তেন দেবদেবেন চক্রিণা। ২৮
অবধ্যোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা যযৌ ত্যক্ত্বা মহোদধিম্
ভ্রান্তচিত্তস্তদা শার্ঙ্গী গতস্তূর্ণং মহাবলঃ। ২৯
বয়মপ্যেবমেবং হি ভীতাস্ত্বাং শরণং প্রভো।
আগতাস্ত্রাহি নস্তস্মাৎ সুখদো ভব পদ্মজ। ৩০

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মেঽমরাঃ সর্ব্বে যুষ্মাকং সুখদং মহৎ।
যোঽসৌ দৃপ্তস্তারকাখ্যস্তেপে পরমং তপঃ। ৩১
তস্য দৈত্যস্য তপসা দহ্যমানং চরাচরম্।
দৃষ্ট্বা তদ্বরদানার্থং গতোঽহং তারকান্তিকম্। ৩২
উক্তং ময়া বরং বৎস বরয়েতি মহাসুরঃ।
অব্রবীদ্দৈত্যরাজো মামভিবন্দ্য কৃতাঞ্জলিঃ। ৩৩

তারক উবাচ।

অবধ্যোঽহং সুরৈঃ সর্ব্বৈর্বিষ্ণ্বাদ্যৈঃ পদ্মসম্ভব।

গমন করিলেন। এদিকে ঐ সময়ে দেবগণের মৃত্যুস্বরূপ লোককণ্টক মহাবীর তারকাসুর দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কিয়দ্দিন পরে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহা হইতে অভীষ্ট-বর প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই মহাবলশালী তারকাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া দেবগণ পলায়ন করিলে সে বলপূর্ব্বক দেবাঙ্গনাসকল হরণ করিল। অনন্তর প্রসিদ্ধ পৌরুষশালী ইন্দ্রাদি সুরবৃন্দ, দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া ত্রিদশনাথ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তৎপরে ভগবান্ পদ্মযোনি, সুরগণকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা কিজন্য ভীত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? সমুদয় প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাদিগকে নিস্তারের উপায় বলিতেছি। তখন দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! আমরা তারকাসুর হইতে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। সকলে মৃত্যুকে যেরূপ ভয় করে, আমরা তাহা হইতেও তদ্রূপ ভীত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা ক্ষণকালও সুখী নহি। ভগবান্ হরি ও তারকাসুরের ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, তথাপি মহাবল দেবদেব চক্রপাণি তাহাকে জয় করিতে না পারিয়া অবধ্য বিবেচনায় ভ্রান্তচিত্তে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরায় মহোদধিতে গমন করিয়াছেন! হে প্রভো! আমরাও এই সকল কারণে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে পদ্মজ! আমাদিগকে তারকাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়া সুখী করুন। ১৪—৩০। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, উহা তোমাদিগের পরম সুখপ্রদ হইবে। তোমরা যে মদোদ্ধত তারকাসুরের কথা বলিলে, সে পূর্ব্বে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে তাহার তপস্যায় চরাচর সকলকেই ক্লিষ্ট দেখিয়া তাহাকে বরদানার্থ আমি তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলাম,—বৎস! বর প্রার্থনা কর। তখন দৈত্যরাজ তারক আমাকে বন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—হে দেব! ব্রহ্মন্! আমি যাহাতে বিষ্ণু প্রভৃতি সকল

ভবাম্যহংযথা দেব তথা ত্বং দেহি মে বরম্ ॥৩৪
এবমস্ত্বিত্যহং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সুরোত্তমাঃ।
অপৃচ্ছোক্তং হিতার্থং বঃ কস্মাদ্বধ্যোঽসি তদ্বদ ॥ ৩৫

তারক উবাচ।

যোঽয়ং দেবাধিদেবেশঃ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ
তস্য রেতঃ সুরা পীত্বা সগর্ভা বিষ্ণুনা সহ।
ভবিষ্যন্তি ততো জাতান্মৃত্যুরিষ্টো ন বাপরঃ ॥
তথাস্ত্বিতিততশ্চোক্ত্বা গতোঽহং মেরুমূর্দ্ধনি ॥৩৭
গচ্ছধ্বং শরণং তস্মাচ্ছরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্।
বিশ্বেশ্বরমুমাকান্তং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩৮
মুক্ত্বা হরাত্মকং দেবং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে
ন তং পশ্যামি ভো দেবাস্তারকং যো বধিষ্যতি ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
কথং ভবিষ্যতীত্যেবমালোক্যামনসা দ্বিজাঃ ॥
গুরুণা দৈবতৈঃ সার্দ্ধং পুনরেব স দেবরাট্।
হরস্যৈব সুতোৎপত্তাবুপায়শ্চিন্ত্যতাং সুরাঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দেবাঃ শক্রাদ্যা ব্রহ্মণা সহ।
মেরোরুত্তরতঃ শৃঙ্গং যত্র তিষ্ঠতি মাধবঃ ॥ ৪২
গুপ্তস্তিষ্ঠত্যমেয়াত্মা তারকাদ্ভয়পীড়িতঃ।
সব্রহ্মকান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ প্রোবাচ মাধবঃ ॥

মাধব উবাচ।

উপায়শ্চিন্তিতঃ কোঽত্র বধার্থং তারকস্য হি।
অস্তি চেদুচ্যতাং দেবাঃ শর্ম্ম নো জায়তে যথা

সূত উবাচ।

এবং বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ।
যথোক্তং ব্রহ্মণা তেভ্যস্তথোক্তং বিষ্ণবে সুরৈঃ
কিমিদানীন্তু কর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য দেবরাট্।
সোঽস্মরন্মনসা কামমজেয়মসুরৈঃ সুরৈঃ ॥ ৪৬
শক্রস্য চিন্তিতং জ্ঞাত্বা কামো রতিপতিঃ স্বয়ম্
শচীপতিং সমাগম্য প্রাহ পুষ্পধনুর্দ্ধরঃ ॥৪৭

কাম উবাচ।

কিং কার্য্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যং কিং ময়া প্রভো
তীব্রেণ তপসা কো হি স্থানমীহেত তাবকম্ ॥

দেবতারই অবধ্য হই, সেইরূপ বর আমাকে দিন। হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর তাহাকে দিয়া তোমাদের হিতার্থ জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কাহার বধ্য হইবে, তাহা বল। তারক বলিল,—এই যে দেবাধিদেবেশ নীললোহিত কপর্দ্দী, বিষ্ণুসহ দেবগণ ইঁহার শুক্রপান করিয়া গর্ভযুক্ত হইবে, সেই গর্ভোৎপন্ন যে পুরুষ—তাঁহার হস্তেই আমার মৃত্যু ইষ্ট, অন্যবিধ মৃত্যু আমার অভিপ্রেত নহে। আমিও "তথাস্তু" বলিয়া সুমেরুশিখরে আগমন করিলাম। অতএব তোমরা সর্ব্বলোকশরণ্য লোকশঙ্কর বিশ্বেশ্বর উমাকান্ত শঙ্করের শরণাগত হও। হরস্বরূপ দেব ব্যতীত সচরাচর ত্রৈলোক্যে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যিনি তারক-বধ করিতে সমর্থ। হে দ্বিজগণ! শচীপতি সহস্রাক্ষ, ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া "সে ঘটনা কিরূপে হইবে" ইহা মনে মনে পর্য্যালোচনা করত "বৃহস্পতি এবং দেবগণ সমভিব্যাহারে শিবের পুত্রোৎপত্তিবিষয়ে উপায়চিন্তা কর্ত্তব্য" এই বলিয়া ইন্দ্র এবং তদনুগত দেবগণ ব্রহ্মার সহিত সুমেরুর উত্তর-শৃঙ্গে গমন করিলেন। তথায় অমেয়াত্মা মাধব তারক-ভয়ে গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। মাধব ব্রহ্মার সহিত দেবগণকে অবলোকন করিয়া হৃষ্টভাবে বলিলেন,—তারকবধ-বিষয়ে কোন উপায় চিন্তা করিয়াছ কি? হে দেবগণ! যদি কোন উপায় থাকে ত বল, আমাদের তাহাতে স্বস্তি হইবে। ৩১—৪৪। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ, বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্ম-কথিত বৃত্তান্ত দেবগণ বিষ্ণুকে বলিলেন। "এক্ষণে কি কর্ত্তব্য" দেবরাজ ইহা চিন্তা করিয়া সুরাসুরের অজেয় কামদেবকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। রতিপতি পুষ্পধনুর্দ্ধর কামদেব ইন্দ্রের চিন্তা অবগত হইলে পর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে প্রভো! ত্রিদশ-নাথ! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে? কোন্ ব্যক্তি তীব্রতপস্যায় ভবদীয় স্থান অধিকার করিতে উদ্যত? কিংবা কোন

কিং বা কাচিৎ তবাদেশং কর্ত্তুং নেচ্ছতি চাঙ্গন
তাং কামিনীং করোম্যদ্য তব ধ্যানপরায়ণাম্
ন কশ্চিদস্তি মে শূরো ন মানী ন চ পণ্ডিতঃ।
ব্যাপয়ামি জগৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মাদ্যং স্তম্বগোচরম্
অথ কিং বহুনোক্তেন দুর্ব্বাসা বা মহামুনিঃ।
সোঽপি বিদ্ধঃ পতত্যাশু মদ্বাণৈর্ম্মরুতাং পতে॥
ইন্দ্র উবাচ।
জানাম্যহং রতের্নাথ সামর্থ্যং পুষ্পধন্বিনঃ।
নূনং হি সর্ব্বকার্য্যাণি ত্বত্তঃ সিধ্যন্তি নান্যথা॥৫১
গচ্ছ পার্শ্বং মহেশস্য সুরাণাং হিতকাম্যয়া।
চিত্তং হরস্য সংক্ষোভ্য পার্ব্বত্যাঃ সঙ্গমং কুরু
এতদেব হি মে কার্য্যমেষ এব মনোরথঃ।
এতস্মাৎ কারণং ত্বং হি স্মৃতঃ পুষ্পধনুর্দ্ধর॥৫৪
এবং শক্রবচঃ শ্রুত্বা বলবান্ মকরধ্বজঃ।
মধোঃ সখা রতীযুক্তঃ পঞ্চবাণো মনোভবঃ॥৫৫
যত্রাস্তে ভগবান্ শম্ভুর্ধ্যানদৃষ্ট্যা সমাহিতঃ।
নিষ্কম্পঃ স্বাত্মনাত্মানং চিন্তয়ানো মহেশ্বরঃ॥৫৬
প্রাপ্য শম্ভোরায়তনমপশ্যন্মকরধ্বজঃ।
শৈলাদিং দ্বারদেশে তু মেরুশৃঙ্গমিবোদিতম্॥
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
শূলহস্তং ত্রিনেত্রঞ্চ চন্দ্রাবয়বভূষণম্॥৫৮
বজ্রপাণিং চতুর্ব্বাহুং দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্।
তং দৃষ্ট্বা মদনো বিপ্রাশ্চিন্তাক্রান্তস্তদাভবৎ॥৫৯
কথং প্রবিশ্য বক্ষ্যামি শম্ভুং ত্রিদশবন্দিতম্।
কথং কার্য্যং করিষ্যামি সুরাণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্॥
চিন্তয়িত্বা তু বহুধা বঞ্চনার্থায় নন্দিনঃ।
বায়ুরূপং ততঃ কৃত্বা সুগন্ধং মৃদুশীতলম্।
প্রবিবেশ তদা কামো দক্ষিণাং দিশমাশ্রয়ন্॥
তেন যাম্যাং দিশি গতো বায়ুর্বাতি সুখাবহঃ।
অদ্যাপি কারণাৎ সোঽয়ং সুগন্ধো মৃদুশীতলঃ॥
অপশ্যৎ তত্র মদনঃ সূর্য্যকোটিমিবোদিতম্।
সহস্রনয়নং দেবং সহস্রতনুমীশ্বরম্॥৬৩
নীলকণ্ঠং সুধাভাসং শুভ্রখণ্ডেন্দুধারিণম্।

রমণী আপনার আদেশ-পালনে অসমর্থা? আজ সেই কামিনীকে, ভবদীয় ধ্যান-পরায়ণা করিব। আমার নিকট বীর, মানী এবং পণ্ডিত কেহ নাই। আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ আমার আয়ত্ত। হে দেবরাজ! অধিক কি বলিব, মহামুনি দুর্ব্বাসাও আমার বাণবিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই পতিত হইতে পারেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে রতিনাথ! হে পুষ্পধন্বন্! তোমার সামর্থ্য আমার অবিদিত নহে; তোমা হইতেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, অন্য প্রকারে হয় না। তুমি দেবগণের হিতকামনায় শিবপার্শ্বে গমন কর। মহাদেবের মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিয়া পার্ব্বতী-সহ তাঁহার সম্মেলন সম্পাদন কর। হে পুষ্পধন্বন্! ইহাই আমার কার্য্য, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা, এই জন্যই তোমাকে আমি স্মরণ করিয়াছি। ৪৪—৫৪। বলবান্ মনোভব মকরধ্বজ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মধু-রতি-সমভিব্যাহারে পঞ্চশর গ্রহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন—যথায় ভগবান্ মহেশ্বর শম্ভু একাগ্রচিত্ত হইয়া অচলভাবে ধ্যানযোগে আত্মায় স্বাত্মচিন্তা করত অবস্থিত। মকরধ্বজ শিবাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দ্বারদেশে মেরুশৃঙ্গবৎ উন্নত চতুর্ভুজ দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় নন্দী দণ্ডায়মান;—অঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজ, হস্তে বজ্র ও শূল, ত্রিলোচন এবং শশিকলা শিরোভূষণ। হে বিপ্রগণ! তাঁহাকে দেখিয়া কামদেব চিন্তাকুল হইলেন,—কিরূপে প্রবেশ করিয়া ত্রিদশ-পূজিত শিবকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব, কেমন করিয়াই বা দেবপ্রীতি-বর্দ্ধক কার্য্য করিব? মদন অনেক চিন্তার পর সুগন্ধ মৃদু শীতল বায়ুরূপ ধারণপূর্ব্বক নন্দীকে বঞ্চিত করিয়া দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করত শিবাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেইজন্যই অদ্যাপি দক্ষিণদিকের বায়ু সুগন্ধ, মৃদু, শীতল এবং সুখাবহ হইয়া বহিতে থাকে। মদন তথায় দেখিলেন, কোটি সূর্য্যের ন্যায় উদিত সহস্রচক্ষু, সহস্র-

জগদুৎপত্তিসংহারস্থিত্যনুগ্রহকারিণীম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বিধূমমিব পাবকম্।
রুদ্রমালাচিতং দেবং সূর্য্যমালাবিভূষিতম্ ॥৬৫
অনৌপম্যমসাদৃশ্যম প্রমেয়মনাকুলম্।
জগচ্চক্ষুর্জগদ্বাহুং জগচ্ছীর্ষং জগন্ময়ম্ ॥৬৬
জগৎপাদং জগচ্ছ্রোত্রং সূক্ষ্মস্থূলং পরাৎপরম্
রুদ্রং সর্ব্বং পশুপতিমুগ্রং ভীমং ভবং দ্বিজাঃ ॥
মহাদেবং মহেশানমষ্টমূর্ত্তিং জগৎপতিম্
ব্যক্তাব্যক্তং ত্রিলোকেশং পূজিতঞ্চ সুরাসুরৈঃ
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবং প্রহৃষ্টো মকরধ্বজঃ।
নিকৃষ্য চাপমাকৃষ্য স্থিতঃ পশ্যন্ ভবোদ্ভবম্ ॥৬৯
এবং স্থিতস্য কামস্য সহস্রাণ্যযুতানি ষট্।
গতানি তস্য বর্ষাণি মুনীন্দ্রাশ্চিত্তজন্মনঃ ॥৭০
ততঃ স ভগবান্ দেবো নেত্রে উন্মীল্য শঙ্করঃ
অপশ্যদ্ গিরিজাং দেবীমগ্রে বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ
গিরীন্দ্রপুত্রীং তপসঃ প্রসক্তাং
লজ্জান্বিতাং পুষ্পশরান্তকারী।
দৃষ্ট্বা কিমত্রেতি বিকল্পবুদ্ধ্যা
কামোঽয়মত্রেতি বিচিন্ত্য শর্ব্বঃ ॥৭২
জ্ঞাত্বা বিলোক্য প্রবিকৃষ্টচাপং
নেত্রাগ্নিনাসৌ মদনোঽপি দগ্ধঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদনদাহো নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

দেহ, জগচ্চক্ষু, জগদ্বাহু, জগৎশীর্ষ, জগৎপাদ, জগৎকর্ণ, জগন্ময়, জগতের উৎপাদক পালক সংহারক ও অনুগ্রাহক, শুদ্ধস্ফটিক ও সুধার ন্যায় বিশুদ্ধকান্তিসম্পন্ন, শুভ্র, শশিকলাধারী, রুদ্রাক্ষ ও সূর্য্যমাল্যে বিভূষিত, বিধূম অনলবৎ দেদীপ্যমান, স্থূলসূক্ষ্ম, পরাৎপর ব্যক্তাব্যক্ত, সুরাসুরপূজিত, উপমারহিত, সাদৃশ্যহীন, অপ্রমেয়, অনাকুল, জগৎপতি, অষ্টমূর্ত্তি—ভব সর্ব্ব রুদ্র উগ্র ভীম পশুপতি মহাদেব মহেশান ঈশ্বর দেবদেব নীলকণ্ঠ অবস্থিত। মকরধ্বজ, মহাদেবদর্শনে হৃষ্ট হইয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক শিবের ধ্যানাবসান প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! কামদেবের এইরূপ ভাবে থাকিতে থাকিতে ষট্‌সহস্র অযুত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বেশ্বর শঙ্কর শিব, নয়নযুগল উন্মীলনপূর্ব্বক অগ্রে পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইলেন। তপঃপ্রসক্তা লজ্জান্বিতা গিরিরাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্মরহর "এখানে একি!" এইরূপ বিকল্পবুদ্ধি হইবামাত্র বুঝিলেন,—"এ যে কাম"! শর্ব্ব যখন বুঝিলেন, কামদেব শরাসন আকর্ষণ করিয়া অবস্থিত, তখনই তাঁহাকে নয়নানলে ভস্মসাৎ করিলেন। ৫৫—৭৩।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
দগ্ধে রতিপতৌ শম্ভুরুবাচাচলকন্যকাম্।
কিমহং তব দেবেশি করোমি মনসি স্থিতম্ ॥১
বরং ব্রূহি মহাদেবি দাস্যাম্যদ্য সুরেশ্বরি।
ময়ি প্রসন্নে দেবেশি কিং দুর্লভমিহাস্তি তে ॥২
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
হতে তু কামে বদ নীলকণ্ঠ
বরেণ কিং দেব করোমি তেঽদ্য
বিনৈব কামেন ন চাস্তি ভাবঃ
স্ত্রীপুংসয়োর্ভাস্করকোটিকল্পঃ ॥ ৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—কন্দর্পদাহানন্তর শম্ভু পার্ব্বতীকে কহিলেন,—হে দেবেশি! তোমার কি অভিলাষ পূরণ করিব? তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব। হে সুরেশ্বরি! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার দুর্লভ কি আছে? পার্ব্বতী কহিলেন,—হে নীলকণ্ঠ! কন্দর্প ত আপনাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আর আপনার নিকট বর লইয়া কি করিব? কাম

ভাবস্য হানেঃ সুখসন্নিকর্ষঃ
কথং ভবেদ্‌ব্রূহি সুরেশবন্দ্য।
উবাচ ভূয়ো মদনান্তকারী
দেহে ন চাহং মদনং সুনেত্রে।
নেত্রস্য চৈব জ্বলনাত্মকস্য
স্বরূপমেতদ্বদ কিং করোমি ॥ ৪
দেব্যুবাচ।
বালেতি মত্বা ভব ভূতনাথ
ব্যামোহসে কিং ত্বমনিন্দ্যবর্য্য।
স্বতন্ত্রবৃত্তির্যদি বা তবৈষা
তদা দহের্ম্মামপি চাগ্রসংস্থাম্ ॥ ৫
যদি বিশ্বেশ্বরো দেবো ব্রহ্মাদীনাং হরঃ শিবঃ।
প্রতারণে প্রবৃত্তশ্চেৎ কো নিবারয়িতুং ক্ষমঃ ॥
নাহং প্রতার্য্যা ভগবংস্ত্বামহং শরণং গতা।
গতির্নান্যাস্তি মে দেব তস্মান্মাং ত্রাতুমর্হসি ॥
ত্বমেব চক্ষুর্জগতস্ত্বমেব বচসাং পতিঃ।
ত্বমেব ধাতা জগতো বিধাতা বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৮

নমাম্যহং দেববরং পুরাণ
মুপেন্দ্রবেধোঽমররাজজুষ্টম্।
শশাঙ্কসূর্য্যাগ্নিময়ং ত্রিনেত্রং
ধ্যানাধিগম্যং জগতঃ প্রকাশম্ ॥ ৯
ত্বাং বাঙ্ময়াধারমনন্তবীর্য্যং
জ্ঞানার্ণবঞ্চৈব গুণার্ণবঞ্চ।
পরাপরং ধামনিধিং সুসূক্ষ্ম-
মনাদিমধ্যান্তবিহীনরূপম্ ॥ ১০
হিরণ্যগর্ভং জগতঃ প্রসূতিং
নমামি দেবং হরিণাঙ্কচিহ্নম্।
পিনাকপাশাঙ্কুশশূলহস্তং
কপর্দ্দিনং মেঘসহস্রঘোষম্ ॥ ১১
তমালকণ্ঠং স্ফটিকাবদাতং
নমামি শম্ভুং ভুবনৈকসিংহম্।
দশার্দ্ধবক্ত্রং সুরসিন্ধুশীর্ষং
শশাঙ্কচিহ্নং নরসিংহদারুণম্ ॥ ১২
ত্বাং নমামি শরভরূপধরোরগেন্দ্র-
রাজহারং চলদ্বলয়ভূষণং হরম্।

ব্যতিরেকে, একত্র কোটি ভাস্করের উদয়ের ন্যায়, স্ত্রীপুরুষের ভাব একান্ত অসম্ভব; হে সুরেশবন্দ্য। ভাবোদয় না হইলেই বা কিরূপে সুখলাভ হইবে, বলুন। কন্দর্প-নিধনকারী শিব পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে সুনয়নে, আমি মদনকে ভস্ম করি নাই, জ্বলন-স্বভাব আমার চক্ষুরই ঐ ধর্ম্ম, আমি কি করিব বল। দেবী কহিলেন,—হে ভূত-নাথ! আমি বালিকা; হে অনিন্দবর্য্য! আপনার এই প্রকার ব্যামোহ উপস্থিত হইল কেন? যদি আপনার ইহা স্বতন্ত্রবৃত্তি হয়, তবে আমি আপনার সম্মুখে আছি, আমাকেও দগ্ধ করিতে পারেন। ব্রহ্মাদিরও সংহারকারী বিশ্বেশ্বর শিব যদি প্রতারণার্থ প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কে নিবারণ করিতে পারে? ভগবন্! আমাকে প্রতা-রণা করা আপনার উচিত হয় না, আমি আপনার শরণাগত, আমার আর উপায়ান্তর নাই, আমাকে আপনার পরিত্রাণ করিতে হইবে। আপনিই জগতের চক্ষু ও বাক্‌পতি, আপনিই জগতের ধাতা, বিশ্বতোমুখ বিধাতা। উপেন্দ্র, বিধাতা ও অমররাজ যাঁহার সেবা করিতেছেন, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপে বিরাজমান, ধ্যানগম্য দেববর পুরাণপুরুষ সেই ত্রিনয়নকে আমি প্রণাম করি।১—৯। আপনিবাঙ্ময়ের আধার, অনন্তবীর্য্য, জ্ঞান ও গুণের সাগর, পরাপর, তেজোনিধি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আপনার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, আপনি হিরণ্যগর্ভ, জগৎপ্রসবিতা, শশাঙ্কচিহ্ন, আপনাকে প্রণাম করি। যাঁহার হস্তে পিনাক, পাশ, অঙ্কুশ ও শূল রহিয়াছে, সহস্র মেঘ-গর্জ্জনসদৃশ যাঁহার গভীর নিনাদ, স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, জগতে অদ্বিতীয়, সিংহস্বরূপ, তমালকণ্ঠ, জটাজুটধারী শম্ভুকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার মস্তকে সুরসিন্ধু, ফণীন্দ্র যাঁহার হার, বিবুধগণ যাঁহার অঙ্ঘ্রি-সেবা-পরায়ণ, যাঁহার ভূষণবলয় কম্পিত হইতেছে, নরসিংহ-রূপধারী বিষ্ণুর দমনের জন্য যিনি

বরবিবুধমুকুটার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং
নমামি হি হরিচর্ম্মবসনং ত্বাম্ ॥ ১৩
যদক্ষরং নির্গুণমপ্রমেয়ং
যজ্জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ।
দূরঙ্গমং দেবমনন্তমূর্ত্তিং
নমামি সূক্ষ্মং পরমং পবিত্রম্ ॥ ১৪
নমামি রুদ্রং প্রমথাধিনাথং
ধর্ম্মাসনস্থং প্রকৃতিদ্বয়স্থম্।
তেজোনিধিং বালশশাঙ্কমৌলিং
কালেন্ধনং বহ্নিরবীন্দুনেত্রম্ ॥ ১৫

সূত উবাচ।

প্রসন্নোঽথাব্রবীদ্দেবীং কালীং ত্রিপুরহা হরঃ।
বরয়স্ব বরং দেবি দদামি তব সুব্রতে ॥ ১৬

দেব্যুবাচ।

জীবত্বয়ং মহাদেব কামো লোকপ্রতাপনঃ।
বিনা কামেন ভগবান্ নাহং যাচে কথঞ্চন ॥ ১৭

ঈশ্বর উবাচ।

ভবত্বনঙ্গো মদনস্তৎপ্রিয়ার্থং সুলোচনে।
তেন রূপেণ লোকস্য ক্ষোভণায় ভবত্বলম্ ॥ ১৮
ততোত্থিতো বায়ুরিবাপ্রমেয়-
স্ত্বনঙ্গরূপো মকরধ্বজশ্চ।
হরস্য বাক্যাদুময়েরিতশ্চ
সচাপবাণঃ সরতির্বভূব ॥ ১৯
ইতি প্রীত্যা মহেশানো বরং দত্ত্বা হরঃ স্বয়ম্।
স্মরস্য পঞ্চবাণস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২০
যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং ভক্ত্যা দেবস্য সন্নিধৌ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২১

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম
চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

শঙ্করাচ্চ বরং লব্ধ্বা দেবী ত্রৈলোক্যপূজিতা।
উমা ভগবতী কালী সম্প্রাপ্তা পিতৃমন্দিরম্ ॥
অপশ্যদ্গিরিরাজস্তাং চন্দ্রকান্তিনিভাননাম্।

দারুণ শরভ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কৃত্তি-বাস পঞ্চ-বদন সেই হরের পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি। সাধুগণ যাঁহাকে নির্গুণ, অপ্রমেয়, অনশ্বর একজ্যোতি বলিয়া থাকেন, অবাঙ্মনসগোচর অনন্তমূর্ত্তি সূক্ষ্ম পরম পবিত্র সেই দেবকে প্রণাম করি। বহ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার নেত্র ও বাল-শশিলেখা যাঁহার মৌলিতে শোভমান, যিনি কালকে ইন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই তেজোনিধি, প্রকৃতিদ্বয়ে অবস্থিত, ধর্ম্মাসনাসীন এবং প্রমথনাথ রুদ্রের পাদপদ্মে প্রণাম করি। সূত বলিলেন,—অনন্তর ত্রিপুরহন্তা হর প্রসন্ন হইয়া দেবী কালীকে বলিলেন,—হে সুব্রতে দেবি! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি। দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্ মহাদেব! লোক-প্রতাপকারী কাম জীবিত হউক, কাম ব্যতীত আমি আর কিছুই চাহি না। ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুলোচনে! তোমার প্রীতির নিমিত্ত কাম অনঙ্গ হইয়া থাকুক এবং সেই-রূপে জগৎকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হউক। অনন্তর বায়ুর ন্যায় অপ্রমেয় অনঙ্গাকার মকরধ্বজ উত্থিত হইলেন; উমার প্রার্থনা মত শিববাক্যে চাপবাণধারী ও রতিসহচর হইলেন। মহেশ্বর প্রীতিপূর্ব্বক পঞ্চবাণ স্মরকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যিনি দেবসন্নিধানে ভক্তিপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিবেন। ১০—২১।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ত্রিজগৎপূজনীয়া ভগবতী উমা, শঙ্করের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-মন্দিরে গমন করিলেন। চন্দ্রাননা,

দীপয়ন্তীং জগৎ সর্ব্বং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভাম্ ॥২
অঙ্কে কালীং সমাধায় শিরস্যাঘ্রায় চ দ্বিজাঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা বিশ্বেশীং পর্ব্বতেশ্বরঃ ॥ ৩
হিমালয় উবাচ।
তপসা তোষিতঃ শম্ভুরমেয়াত্মা সনাতনঃ।
কীদৃশশ্চ বরো লব্ধস্ত্বয়া দেবান্মহেশ্বরাৎ ॥ ৫
দেব্যুবাচ।
তপসারাধ্য বিশ্বেশং গোপতিং শূলপাণিনম্।
তমেবেশং পতিং লব্ধা কৃতার্থাস্মীতি মে বরঃ॥
ভেদোঽস্তি তত্ত্বতো রাজন্ ন মে দেবান্মহেশ্বরাৎ।
সিদ্ধমেবাবয়োরৈক্যং বেদান্তার্থবিচারণাৎ ॥
যদেতদৈশ্বরং তেজস্তন্মাং বিদ্ধি নগেশ্বর।
সর্ব্বভূতাত্মকং শান্তং বিশ্বং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
অহং সর্ব্বান্তরা শক্তির্মায়া মায়ী মহেশ্বরঃ।
অহমেকা পরা শক্তিরেক এব মহেশ্বরঃ।
নাবয়োর্বিদ্যতে রাজন্ ভেদো বৈ পরমার্থতঃ ॥
একাহং বিশ্বগানন্তা বিশ্বরূপা সনাতনী।
পিনাকপাণের্দয়িতা নিত্যা গিরিবরোত্তম ॥ ৯
জ্ঞাতুং ন শক্যা ব্রহ্মাদ্যা মৎস্বরূপং হি তত্ত্বতঃ॥
ইচ্ছাশক্তিরহং রাজন্ জ্ঞানশক্তিরহং পুনঃ।
ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশক্তিঃ শক্তিমান্ ভগনেত্রহা,
কূটস্থমচলং সূক্ষ্মং সত্যং নির্গুণমব্যয়ম্।
আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম তাত জানীহি মৎপদম্ ॥১২
তৎ পদং তে প্রপশ্যন্তি যেষাং ভক্তির্ময়ি স্থিরা
নান্যথা কর্ম্মকাণ্ডৈশ্চ তপোভিশ্চাপি দুষ্করৈঃ ॥
শিবস্য পরমা শক্তির্নিত্যানন্দময়ী হ্যহম্।
ব্রহ্মণো বচনাদ্রাজন্নভবং দক্ষকন্যকা ॥ ১৪
শূলিনো দেবদেবস্য নিন্দকং পরমেষ্ঠিনঃ।
বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষং জাতাস্মি তব কন্যকা॥
স্বেচ্ছয়ৈবাবতারো মে নৈব চান্যবশাৎ পিতঃ।
তস্মান্মাং পরমাং শক্তিমিতি জ্ঞাত্বা সুখী ভব ॥
নাশয়ামি তবাজ্ঞানং ভববন্ধনকারণম্।
দিব্যং দদামি তে জ্ঞানং দুঃখত্রয়বিনাশকৃৎ ॥১৭

বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভা, শরীরকান্তিতে সকল জগতের উদ্দীপনকারিণী ঐ বিশ্বেশ্বরী কালীকে গিরিরাজ উৎসঙ্গে আরোপণপূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া অতি প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমেয়াত্মা শম্ভুকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ ত? তুমি দেব মহেশ্বরের নিকট কি প্রকার বর লাভ করিলে? দেবী কহিলেন,—আমি বিশ্বেশ্বর শূলপাণিকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া সেই ঈশ্বরকেই পতিরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, এই আমার প্রার্থিত বর। হে রাজন্! আমাতে এবং দেব মহেশ্বরে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, বেদান্তের অর্থবিচারণে আমাদের ঐক্য সিদ্ধই হয়, হে নগেশ্বর! ঈশ্বরীয় তেজ আমাকেই জানিবে—সর্ব্বভূতাত্মক বিশ্ব শান্তভাবে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমিই সর্ব্বান্তর্যামিনী মায়া শক্তি, মহেশ্বর মায়াবান; আমিই একা পরা শক্তি, মহেশ্বরও এক। রাজন! আমাদের উভয়ের পরমার্থতঃ ভেদ নাই। হে গিরিবরশ্রেষ্ঠ! আমি একাই বিশ্বব্যাপিনী অনন্তা বিশ্বরূপা সনাতনী নিত্যা পিনাকপাণির দয়িতা; ব্রহ্মাদিও আমার যথার্থ স্বরূপ অবগত নহেন। আমি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি. ক্রিয়াশক্তি এবং প্রাণশক্তি, ভগনেত্রহন্তা শক্তিমান্। হে তাত! কূটস্থ, অচল, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, অব্যয়, সত্য, অক্ষর, আনন্দ, ব্রহ্ম আমার পদ জানিবেন। ১—১ । আমার উপরে যাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারাই সেই পদ জানিতে পারে; অপর নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ড বা দুষ্কর তপশ্চরণে জানিতে পারা যায় না। আমি নিত্যানন্দময়ী শিবের পরমাশক্তি, হে রাজন্! ব্রহ্মার আদেশে আমি দক্ষকন্যা হইয়াছিলাম। পিতা দক্ষ দেবদেব পরমেষ্ঠী শূলীর নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া এক্ষণে তোমার কন্যা হইয়াছি। হে পিতঃ! এবারে আমি স্বেচ্ছাময় অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কোন কারণে নহে; অতএব আপনি আমাকে পরমা শক্তি অবগত হইয়া সুখী হউন। আপনার ভববন্ধনহেতু অজ্ঞান

এবং দেব্যাঃ প্রসাদেন হিমবান্ পর্ব্বতেশ্বরঃ।
লব্ধা মাহেশ্বরং জ্ঞানং জীবন্মুক্তস্তদাভবৎ ॥১৮
অপশ্যদখিলং বিশ্বমুমামহেশ্বরাত্মকম্।
নিত্যানন্দং নির্ব্বিভাগমাত্মানঞ্চ তদাত্মকম্ ॥১৯
মানমেয়াদিরহিতং ভেদাভেদবিবর্জ্জিতম্।
বাহ্যাভ্যন্তরনির্মুক্তং শুদ্ধং নির্গুণমব্যয়ম্ ॥ ২০
ন সমীপং ন দূরস্থং ন স্থূলং নাপি বা কৃশম্।
ন দীর্ঘং নাপি বা হ্রস্বং ন পীতং নাপি লোহিতম্ ॥ ২১
ন নীলং ন চ কৃষ্ণঞ্চ ন শুক্লং নাপি কর্ব্বুরম্।
পাণিপাদবিনির্মুক্তং ন শ্রোত্রং ন চ চাক্ষুষম্ ॥২২
অনাসিকমজিহ্বঞ্চ মনোবুদ্ধিবিবর্জ্জিতম্।
বন্ধমোক্ষবিনির্মুক্তং বোধাবোধবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৩
নাধারস্থং ন নাভিস্থং ন হৃদিস্থং ন কণ্ঠগম্।
নাপি নাসাগ্রগং বিপ্রা ন ভ্রূমধ্যগতং হি তৎ ॥
ন নাড়ীত্রয়মধ্যস্থং দ্বাদশান্তর্গতং ন চ।
নোর্ণাতন্তুনিভং তৎ তু বিদ্যুৎপুঞ্জনিভং ন চ ॥ ২
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং চৈতন্যং সর্ব্বগং শিবম্।
তদেবেদমিদং বিশ্বং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ২৬
আস্থায় পরমাং ভক্তিং শিবয়োঃ পাদপঙ্কজে।
পিত্রোর্হিরণ্যগর্ভস্য শার্ঙ্গিণশ্চাপি সুব্রত ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে মাহেশ্বরজ্ঞানকথনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

আমি নাশ করিব এবং দুঃখত্রিতয়-বিনাশকারী দিব্যজ্ঞান প্রদান করিব। এইরূপ দেবীর অনুগ্রহে পর্ব্বতেশ্বর হিমালয়, মাহেশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া তৎকালে জীবন্মুক্ত হইলেন এবং নিখিল জগৎ উমা-মহেশ্বরময়, নিত্যানন্দ ও নির্ব্বিভাগ অবলোকন করিতে লাগিলেন। আত্মাকেও মান-মেয়াদি-রহিত, ভেদাভেদ-বিবর্জ্জিত, বাহ্য ও অভ্যন্তর-নির্মুক্ত, শুদ্ধ, নির্গুণ, অব্যয়, অ স্নিহিত, অদূরস্থ, অস্থূল, অকৃশ, অদীর্ঘ ও হ্রস্ব নয়, পীত ও লোহিত নয়, নীল কৃষ্ণ শুক্ল বা কর্ব্বুর নয়, হস্তপদ-রহিত, শ্রোত্র বা চাক্ষুষ নয়, নাসিকা-জিহ্বা-রহিত, মনোবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত, বন্ধন-মুক্তিরহিত, আধারস্থ নয়, নাভিস্থ নয়, হৃদিস্থ বা কণ্ঠস্থ নয়, নাসাগ্রগামী নয় অথচ ভ্রূমধ্যগত নয়, নাড়ীত্রয়মধ্যস্থ নয়, দ্বাদশান্তর্গত নয়, উর্ণাতন্তুসদৃশ বা বিদ্যুৎপুঞ্জসন্নিভও নয়, সকল প্রকার উপাধি-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বগ চৈতন্য শিবময় দেখিতে লাগিলেন; এই বিশ্বও সেই শিবময়, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই। অনন্তর সুব্রত হিমালয় পিতা-মাতা শিব-শিবা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর চরণ-পঙ্কজে ভক্তিস্থাপন করিলেন *। ১৩—২৭।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

আহ্বানয়ৎ ততো বিশ্বকর্ম্মাণং পর্ব্বতেশ্বরঃ।
বিবাহমণ্ডপং কর্ত্তুং নানাশ্চর্য্যবিভূষিতম্ ॥ ১
তেনাহূতস্ততঃ শীঘ্রং বিশ্বকর্ম্মা মহামতিঃ।
প্রযযৌ হিমবৎপার্শ্বং কুশলো বিশ্বকর্ম্মণি ॥ ২
দৃষ্ট্বাথ বিশ্বকর্ম্মাণং হৃষ্টঃ পর্ব্বতরাট্ স্বয়ম্।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর পর্ব্বতেশ্বর নানাবিধ বিস্ময়কর উপকরণ-বিভূষিত বিবাহ-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করাইলেন। তাঁহার আহ্বান শুনিয়া মহামতি, জগতের সকল কর্ম্মে কুশল, বিশ্বকর্ম্মা হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পর্ব্বতরাজ, বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া স্বয়ং স্বাগত আসন পাদ্যাদি দ্বারা সাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। যথাবিধি

---

* মূলে এই শ্লোকটী সু‍ঙ্গত ও পরিশুদ্ধ নহে। এই শ্লোক পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথম নিবেশিত হইলে সুসঙ্গত হয়।

স্বাগতাসনপাদ্যাদ্যৈঃ সাদরস্তমপূজয়ৎ ॥ ৩
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তু বিশ্বকর্ম্মাণমব্রবীৎ ॥ ৪

পর্ব্বতরাড়ুবাচ।

বিশ্বকর্ম্মন্ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
যৎকারণাদিহাহূতো ময়া ত্বং তদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥৫
বিশ্বেশ্বরো মহাদেবো ভগবান্ নীললোহিতঃ।
আগমিষ্যতি বিশ্বেশীং পরিণেতুং শিবঃ স্বয়ম্ ॥
মণ্ডপস্তত্র কর্ত্তব্যো যজ্ঞার্থং হি হিরণ্ময়ঃ।
যোজনাযুতবিস্তীর্ণমনেকাশ্চর্য্যসংযুতম্ ॥ ৭
দৃষ্টমাত্রেণ সর্ব্বস্য প্রীতির্ভবতি বৈ যথা।
তথা ত্বং মণ্ডপং শীঘ্রং কুরু বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্ ॥ ৮
এবমুক্তস্তদা তেন গিরিণা বিশ্বকর্ম্মকৃৎ
বৈবাহং মণ্ডপং শীঘ্রমসৃজদ্রত্নবিগ্রহম্ ॥ ৯
স্তম্ভৈর্হেমময়ৈশ্চিত্রৈর্মণিভিঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
ইন্দ্রনীলময়ৈর্দিব্যৈর্বৈদূর্য্যৈর্বিদ্রুমৈরপি ॥ ১০
মৌক্তিকৈর্বজ্রনীলৈশ্চ চন্দ্রকান্তময়ৈরপি।
স্ফটিকৈর্বিদ্রুমৈশ্চাপি মুক্তাদামবিলম্বিতৈঃ ॥ ১১
চামরালিঙ্কৃতৈরুচ্চৈর্দর্পণৈর্বিবিধৈরপি।
সূর্য্যবিম্বপ্রতীকাশৈশ্চন্দ্রবিম্বসমপ্রভৈঃ ॥ ১২
ধ্বজমালাকুলং দিব্যং পতাকানেকশোভিতম্
রত্নজৈঃ সিংহশার্দ্দূলৈর্গজবর্ণৈর্নিরন্তরম্ ॥ ১৩
রচিতং মণ্ডপং দিব্যং প্রিয়ং ত্রিপুরবিদ্বিষঃ।
রুদ্রানাঙ্ক তথা রূপৈর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা ॥ ১৪
দেবৈশ্চৈব মনোহার্য্যৈর্ম্মর্ত্ত্যজৈশ্চ তথা পরৈঃ।
মালাভিঃ স্তবকৈর্বিপ্রা রত্নজৈঃ কুসুমৈর্ভৃশম্ ॥
কচিচ্চামীকরেণাথ হৃদ্যাং ভূমিং বিনির্ম্মমে।
ক্বচিৎ পদ্মদলাকারামিন্দ্রায়ুধসমপ্রভাম্ ॥ ১৬
ক্বচিন্নীলোৎপলাভাসাং নীলজীমূতসপ্রভাম্।
মনসৈব যথা ব্রহ্মা বিশ্বমেতদ্ধি নির্ম্মমে ॥ ১৭
ক্বচিদ্বন্ধুকসঙ্কাশাং দীপ্তাং বিদ্রুমসন্নিভাম্ ॥ ১৮
অনেকাকারবিন্যাসৈস্ততো ধাত্রীং বিনির্গমে ॥
ক্বচিৎ কলশবিন্যাসৈঃ ক্বচিৎ স্বস্তিকভূষিতৈঃ।
হরিচন্দনগন্ধাদ্যৈঃ কর্পূরোদ্গারগন্ধিভিঃ ॥ ২০
জাতীপাটলপদ্মানাং চম্পকানাং সুগন্ধিভিঃ।
আসনৈর্বিবিধৈঃ পৃতৈশ্চন্দ্রজীমূতসন্নিভৈঃ ॥

বিশ্বকর্ম্মার অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বকর্ম্মন্! যৎকারণে আপনাকে এই স্থানে আহ্বান করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। বিশ্বেশ্বর নীললোহিত ভগবান্ মহাদেব শিব বিশ্বেশী (আমার কন্যাকে) পরিণয় করিবার জন্য আগমন করবেন। তথায় (বিবাহস্থলে) অযুতযোজন বিস্তীর্ণ নানা আশ্চর্য্যান্বিত, হিরণ্ময় একটী মণ্ডপ যজ্ঞার্থ (বিবাহার্থ) প্রস্তুত করিতে হইবে। দেখিবা মাত্র যাহাতে সকলের প্রীতি হয়, সেইরূপ মহেশ্বরপ্রিয় একটী মণ্ডপ আপনি নির্ম্মাণ করিয়া দিউন। গিরিবর এইরূপ বলিলে বিশ্বকর্ম্মা বহুরত্ন দ্বারা বিবাহমণ্ডপ শীঘ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার স্তম্ভগুলি স্বুবর্ণ, বিচিত্র সূর্য্যসদৃশ মণি, ইন্দ্রনীলমণি, দিব্য বৈদূর্য্যমণি, বিদ্রুম, মুক্তা, বজ্রনীল, চন্দ্রকান্তমণি এবং স্ফটিকমণি দ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন; মুক্তাদাম-ঝুলান, চামরশোভিত কতক সূর্য্যবিম্বসন্নিভ, কতক চন্দ্রবিম্বতুল্য, উচ্চ দর্পণমালা মধ্যে মধ্যে সাজাইয়া দিলেন। ঐ মণ্ডপে ধ্বজমালাসমন্বিত দিব্য-অনেক পতাকা বিশোভিত হইল। রত্ন দ্বারা সিংহ শার্দ্দূল ও গজাদির আকৃতি নির্ম্মিত হইল! ত্রিপুরদ্বেষীর প্রিয় ঐ মণ্ডপে রুদ্রগণ, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মনোহর দেবগণ ও নানাপ্রকার মনুষ্যগণের চিত্রও প্রদত্ত হইল। ১—১৫। মণ্ডপের কোন কোন ভূমি-ভাগ চামীকর-নির্ম্মিত; কোন স্থল ইন্দ্রায়ুধ-তুল্যকান্তি, পদ্মদলবর্ণ; কোন স্থল নীলোৎপল কান্তি নীলজীমূতসন্নিভ; কোন স্থল বন্ধুককুসুমসদৃশবর্ণ; কোন স্থল বিদ্রুমসন্নিভ; অনেক বর্ণে ঐ গৃহের ভূমিভাগ চিত্রিত হইল। দেখিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন বিধাতা, মানসকল্পনায় ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন! যথাস্থানে কলস, স্বস্তিকদ্রব্য, হরিচন্দন, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি কর্পূর সমেত বিন্যস্ত হইল। জাতি, পাটল, পদ্ম, চম্পক প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতে

উদয়ার্কসমাকারৈর্মেরুশৃঙ্গোপমৈর্ভৃশম্।
তমালচম্পকাভৈশ্চ ইন্দ্রনীলময়ৈস্তথা॥ ২২
সিন্দূরচয়সঙ্কাশৈর্জপাকুসুমসন্নিভৈঃ।
সন্ধ্যারাগনিভৈশ্চান্যৈর্দাড়িমীকুসুমপ্রভৈঃ॥২৩
হেমকুম্ভনিভৈশ্চান্যৈর্মুক্তাফলনিভৈরপি।
তারকাপুঞ্জসঙ্কাশৈঃ পদ্মনীলেন্দ্রনীলজৈঃ॥ ২৪
তত্রৈব মণ্ডপে দিব্যে তোয়স্থানান্যকল্পয়ৎ।
দীর্ঘিকাস্তোয়পূর্ণাশ্চ ক্ষীরপূর্ণাস্তথৈব চ॥ ২৫
দধিহ্রদাননেকাংশ্চ সুধাসম্পূরিতানি বৈ।
ঘৃতাপূর্ণা মহানদ্যো রত্নসোপানমণ্ডিতাঃ॥ ২৬
বৃক্ষাংশ্চ কামিকান্দিব্যান্দীর্ঘিকাণাংতথোভয়োঃ
অসৃজৎ ক্রীড়নার্থায় সদা পুষ্পফলান্বিতান্॥২৭
ভক্ষৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈঃ ফলিতান্ মুনিপুঙ্গবাঃ।
কদলীখণ্ডমধ্যে তু তমালগহনেষ্বপি।
ক্রীড়াবাপ্যঃ সুশোভাঢ্যাস্তথৈবাশোকসঙ্কুলাঃ॥
দীর্ঘিকাণাং তটে রম্যে তরুণাঃ স্নিগ্ধশাখিষু।
দোলাশ্চাবন্ধয়ামাসুর্মুক্তাদামভিরুজ্জ্বলৈঃ॥ ২৯
রমণীয়ানি দিব্যানি মনস্তুষ্টিকরাণি চ।
উদ্যানবনখণ্ডানি স্থানে স্থানেষ্বকল্পয়ৎ॥ ৩০
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ হেমপীঠস্য মধ্যগাম্
সিংহৈশ্চ বিধৃতাং শ্বেতৈঃ সহস্রদলমণ্ডিতাম্॥৩৩
পারিজাতদ্রুমাণাঞ্চ মঞ্জরীভিরলঙ্কৃতাম্।
ইন্দ্রনীলময়ীং বেদিং চারুসোপানভূষিতাম্॥৩৪
শতযোজনবিস্তীর্ণাং স্তম্ভৈশ্চ কলশান্বিতাম্।
নানানেকাপ্সরোভিশ্চ রত্নজাং দিব্যরূপিণীম্॥
পীনোরুজঘনাস্তাশ্চ পীনোন্নতপয়োধরাঃ।
চামরাগ্রকরাশ্চান্যা হারাবলিবিভূষিতাঃ॥ ৩৬
বীণাবেণুকরাশ্চান্যাঃ কাঞ্চীগুণবিরাজিতাঃ।
চঞ্চলায়তনেত্রাশ্চ তিলকালকমণ্ডিতাঃ॥ ৩৭
মধ্যক্ষমাশ্চ বিম্বোষ্ঠীঃ কমলোৎপলমালিকাঃ।
অনেকাকারবিন্যাসৈনির্ম্মমে তাঃ পৃথক্ পৃথক্॥
এবং হি দিব্যৈঃ সুরসুন্দরীভি-
র্নানাপ্রয়োগৈর্বিবিধৈশ্চ চিত্রৈঃ।
মনোভিরামৈর্নয়নাভিরামৈ-
র্যুক্তাস্তবেদিং ত্বরিতশ্চকার॥৩৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সাম্ববিবাহমণ্ডপবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৬॥

লাগিল এবং কতক চন্দ্রাকার, মেঘাকার, উদয়াদিত্যসঙ্কাশ, মেরুশৃঙ্গতুল্য, তমাল-চম্পক-সন্নিভ, ইন্দ্রনীলময়, সিন্দুরনিচয়সদৃশ, জবা-কুসুমতুল্য, কতক সন্ধ্যারাগসদৃশ, দাড়িমী কুসুমতুল্য, স্বর্ণকুম্ভসদৃশ, অপরগুলি মুক্তা-ফল-সমান, নক্ষত্রপুঞ্জতুল্য, পদ্মনীল, ইন্দ্র-নীলবর্ণ নানাবিধ পবিত্র আসন সজ্জিত হইল। সেই মণ্ডপের স্থানে স্থানে জল-পূর্ণ দীর্ঘিকা, ক্ষীরপূর্ণ দীঘিকা, দধিহ্রদ, সুধা-হ্রদ, ঘৃতহ্রদ ও রত্নসোপানমণ্ডিত মহানদী এবং দীর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দিব্য ভক্ষ্যসমন্বিত কামিকবৃক্ষ পুষ্প ও ফলের সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইল। হে মুনিপুঙ্গবগণ! কদলীগহনমধ্যে তমালবনে ক্রীড়াবাপী নির্ম্মিত হইল; অতিশয় শোভা-সমন্বিত অশোক বৃক্ষও কল্পিত হইল। দীর্ঘিকার রমণীয় তটস্থিত মনোহর মহীরুহে উজ্জ্বল মুক্তাদাম দ্বারা দোলা নির্ম্মিত হইল; স্থানে স্থানে দিব্য মনস্তুষ্টিকর রমণীয় উদ্যান কল্পিত হইল। ত্রিভুবনের তিলককল্প সেই মণ্ডপে হেমময় পীঠের মধ্যে শ্বেতবর্ণ-সিংহাকৃতি-সমন্বিত; সহস্রদলমণ্ডিত পারিজাত বৃক্ষের মঞ্জরী দ্বারা অলঙ্কৃত, চারু সোপানমণ্ডলী দ্বারা সুশোভিত স্তম্ভ ও কলসসমেত নানা অপ্সরোগণ-বেষ্টিত, শতযোজনবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে নানাবিধ রত্নখচিত ইন্দ্রনীলময়ী বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ অনেক নূতন নূতন আকারে পীনোরু, বিশালজঘনা, পীনোন্নতপয়োধরা, চামরধারিণী, হারযষ্টি-শোভিতা, করে বীণা ও বেণুধারিণী, কাঞ্চী-দামশোভিতা, চপলদীর্ঘনয়না, তিলক ও অলক দ্বারা মণ্ডিতা, কমলমালাধারিণী, ক্ষীণ-মধ্যা ও বিম্বোষ্ঠী রমণী গঠিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সত্বর এই প্রকার মনোহর, নয়ন-সুখকর দিব্য সুরসুন্দরী, বিবিধ চিত্র ও

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
মণ্ডপং নির্ম্মিতং শ্রুত্বা শঙ্করো বিশ্বকর্ম্মণা।
শৈলাদিমব্রবীদ্ দেবো বিশ্বেশো বিশ্বপূজিতঃ
শ্রীভগবানুবাচ।
হিতার্থং সর্ব্বদেবানামস্মাকঞ্চ বিশেষতঃ।
বিবাহযজ্ঞ আরব্ধো নগরাজেন ধীমতা॥ ২
দানার্থমদ্রিকন্যায়াঃ প্রস্থিতো হিমবান্ স্বয়ম্।
অহং তত্র গমিষ্যামি সুরৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সহ॥ ৩
ত্বমিহাবাহয় সুরান্ কালাগ্ন্যাদীন্ দ্বিজাংস্তথা।
দ্বীপাংশ্চ সাগরাংশ্চৈব পর্ব্বতাংশ্চ নদীস্তথা॥৪
মণ্ডপং সুন্দরং যত্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
তত্র তিষ্ঠত্যুমা দেবী মম ধ্যানপরায়ণা।
বিদ্যুল্লতেব ভাসন্তী চন্দ্রকোটিনিভাননা॥ ৫
এবমুক্তো মহেশেন নন্দী সূর্য্যাযুতপ্রভঃ।
নত্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং ধ্যানারূঢ়স্তদাভবৎ॥ ৬
ধ্যাতঃ ক্ষণাৎ সমায়াতঃ কালাগ্নির্বিশ্বদাহকঃ।
রুদ্রৈঃ পরিবৃতো দেবঃ কোটিকোটিগণেশ্বরৈঃ
ততোঽব্রবীৎ স কালাগ্নিঃ সর্ব্বজ্ঞং নন্দিকেশ্বরম্
কিমর্থমহমাহূতো দেবদেবেন শম্ভুনা।
উপস্থিতো বা প্রলয়ঃ সংহরিষ্যামি তৎক্ষণাৎ॥
এবমুক্তস্তদা তেন শৈলাদিস্তমথাব্রবীৎ।
প্রলয়ার্থং ন চাহূতস্ত্বং বিশ্বেশেন শম্ভুনা॥ ৯
গ্রহীষ্যতি গিরেঃ পুত্রীং পত্নীত্বেন মহেশ্বরঃ।
তদর্থং ত্বমিহাহূতো ব্রহ্মাদ্যাশ্চ দিবৌকসঃ॥১০
নন্দিনো বচনং শ্রুত্বা কালাগ্নিরিদমব্রবীৎ।
দ্রষ্টুকামা বয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাঃ শূলপাণিনম্॥১১
শীঘ্রং দর্শয় শৈলাদে নির্ব্বৃতাঃ স্মো যথা বয়ম্।
বিজ্ঞাপয় মহাদেবং ব্রহ্মাদ্যাশ্চাগতা ইতি॥
সর্ব্বে ত্বদ্ধ্যাননিরতাঃ সর্ব্বে ত্বদ্দর্শনোৎসুকাঃ

নানাবিধ উপকরণ দ্বারা বেদিমধ্যে সজ্জিত করিলেন। ১৬—৩৬।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার মণ্ডপ-নির্ম্মাণের বিষয় শুনিয়া বিশ্বপূজ্য বিশ্বেশ্বর শঙ্কর শিলাদ-তনয় নন্দীকে কহিলেন,—"ধীমান্ নগরাজ, সকল দেবগণের ও বিশেষতঃ আমাদের হিতার্থে বিবাহযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। হিমালয় স্বয়ং কন্যা-দানার্থ তথায় উপস্থিত হইতেছেন, আমিও ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত তথায় যাইব। তুমি দেবগণ, কালাগ্নি প্রভৃতি দেবতা, দ্বিজ গণ, দ্বীপগণ, সাগর-সমূহ, পর্ব্বত ও নদী-গণকে আহ্বান করিয়া এইস্থলে লইয়া আইস। যে স্থলে বিশ্বকর্ম্মা সুন্দর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তথায় মদ্ধ্যানপরায়ণা, বিদ্যুৎলতার ন্যায় শোভমানা, কোটিচন্দ্র-তুল্য-বদনা উমা দেবী সন্নিহিত আছেন।" মহেশ এই কথা বলিলে অযুতসূর্য্যের সমান কান্তিধারী নন্দী বিশ্বেশ্বর দেবকে প্রণাম করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন; ক্ষণকাল ধ্যান করিবামাত্র বিশ্বদাহক কালাগ্নি রুদ্রগণ কোটি কোটি গণেশ্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপ-স্থিত হইলেন। অনন্তর সেই কালাগ্নি, সর্ব্বজ্ঞ নন্দিকেশ্বরকে কহিলেন,—দেবদেব শম্ভু আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন? প্রলয়কাল কি উপস্থিত হইয়াছে? তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত সংহার করিয়া ফেলি। ১—৮। কালাগ্নি এইরূপ বলিলে পর শৈলাদি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বিশ্বে-শ্বর শম্ভু তোমাকে প্রলয়ের নিমিত্ত আহ্বান করেন নাই; গিরিপুত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন বলিয়া তোমাকে এবং ব্রহ্মাদি সকল দেবগণকে এইস্থলে আহ্বান করিয়াছেন। নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কালাগ্নি কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ আমরা সকলে শূল-পাণিকে দেখিতে ইচ্ছা করি, হে শৈলাদে! শীঘ্র দেখাও, আমরা দেখিয়া সুখী হই। মহাদেবকে জানাও; ব্রহ্মাদি আসিয়াছেন; সকলেই আপনার চিন্তা করত আপনাকে

কালাগ্নি প্রমুখাণাঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা গণাগ্রণীঃ।
প্রাহ বিশ্বেশ্বরং দেবং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা॥ ১৩
নন্দিকেশ্বর উবাচ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চাগতাঃ সর্ব্বে শূলপাণে তবাজ্ঞয়া।
দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি তে সর্ব্বে নমস্কর্ত্তুং তথা মুদা॥ ১৪
দিশাদেশং পুরারে মাং কিং বক্ষ্যামি সুরাসুরান্
বারিতা দ্বারমূলেষু দ্রষ্টুকামাশ্চ সংস্থিতাঃ॥১৫
যৎ তে নিরুপমং রূপং তেজোময়মনিন্দিতম্।
যদধোভাগমাশ্রিত্য রুদ্রঃ কালাগ্নিসংজ্ঞিতঃ॥১৬
পশ্যন্ত চৈতে ভূতেশং শূলঞ্চৈব সদোজ্জ্বলম্॥
ততো বিবেশ কালাগ্নির্বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শতক্রতুঃ।
অন্যে চ দেবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো মনবস্তথা॥ ১৮
সর্ব্বে কোলাহলং কৃত্বা দেবাসুরমহোরগাঃ।
বিবিশুর্হরসংস্থানং নদ্যাদ্যা ইব সাগরম্॥ ১৯
প্রবিশ্য ভবনে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
গণকোটিসমাকীর্ণে রুদ্রকোটিপুসেবিতে॥ ২০
অগ্রজন্মগুরুঃ পূর্ব্বং রুদ্রৈর্দেবৈর্বৃতস্তদা।
ভবারিমন্তকারিং তমপশ্যদন্তকানলঃ॥ ২১
মুক্তাচলপ্রতীকাশং শশাঙ্কচয়সন্নিভম্।
নীলকণ্ঠং ত্রিনেত্রঞ্চ শূলিনং সর্ব্বতোমুখম্॥ ২২
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং জগদানন্দকারিণম্।
কপালমালিনং দেবং কপর্দ্দকৃতভূষণম্॥ ২৩
দশবাহুং দশার্দ্ধাস্যমনন্তং তেজসাং নিধিম্।
জগদুৎপত্তিসংহারস্থিত্যনুগ্রহকারিণম্॥ ২৪
অপ্রমেয়মনাকারমপ্রপঞ্চমনাকুলম্।
সিংহাসনস্থমচলং চরাচরবিভূতিদম্॥ ২৫
ক্ষীরোদমিব নিষ্কম্পং ত্রৈলোক্যপ্রভবং শিবম্
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য সংস্থিতম্।
সুরাসুরৈর্বন্দ্যমানং ধ্যায়মানং মুমুক্ষুভিঃ॥ ২৭
ইদং রূপং সমালোক্য দেবদেবস্য শূলিনঃ।
অগ্রে স্থিতঃ স কালাগ্নির্মেরো মেরুরিবাপরঃ॥

দেখিবার জন্য সমুৎসুক আছেন। নন্দিকেশ্বর কালাগ্নি-প্রমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বেশ্বর দেবকে গিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে শূলপাণে! আপনার আদেশমত ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে আসিয়াছেন; তাঁহারা সকলে আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত ও আনন্দে প্রণাম করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন। হে পুরারে! আমাকে আদেশ করুন, তাঁহাদিগকে গিয়া কি বলিব? তাঁহারা কেহই প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই, দ্বারদেশে আপনার দর্শন-কামনায় অবস্থান করিতেছেন। আপনার তেজোময়, অনিন্দিত ও নিরুপম যে রূপের অধোভাগ আশ্রয় করিয়া রুদ্র কালাগ্নি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি এবং অন্যান্য দেবগণ ভূতপতি আপনাকে ও সদা উজ্জ্বল শূলকে অবলোকন করুন। অনন্তর (মহাদেবের অনুমতি পাইয়া) কালাগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শতক্রতু এবং অন্যান্য দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, মনুগণ, অসুরগণ এবং উরগগণ সকলে কোলাহল করিয়া, নদী প্রভৃতি যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ হরের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৯—১৯। নানাবিধ ধাতু দ্বারা বিচিত্র, কোটি কোটি গণ দ্বারা সমাকীর্ণ, কোটিরুদ্রসেবিত ভবনে রুদ্র ও দেবগণের সহিত বিপ্রগুরু অন্তকানল প্রথমেই দেখিলেন, মুক্তাচলসদৃশ, শশাঙ্কচয়সন্নিভ, নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র, শূলধারী, সর্ব্বতোমুখ, কোটিসূর্য্যসম দীপ্তিশালী, জগতের আনন্দপ্রদাতা, কপাল-মালাধারী, কপর্দ্দভূষণ, দশবাহু, পঞ্চবদন, অনন্ত, তেজোনিধি, জগতের উৎপত্তি-সংহার-স্থিতি-অনুগ্রহ-বিধাতা, অপ্রমেয়, অনাকার, প্রপঞ্চরহিত, অনাকুল, চরাচরের ঐশ্বর্য্যপ্রদাতা, ত্রৈলোক্যপ্রভব, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, * সুরাসুরবন্দিত, মুমুক্ষুধ্যেয় শিব, ক্ষীরোদসাগরের ন্যায়, নিশ্চলভাবে সিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন। সুমেরু পর্ব্বতে অপর মেরুর ন্যায় সেই কালাগ্নি অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই দেবদেব শূলীর এইরূপ

---

* "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থ "সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ"।

অথোবাচ স শৈলাদিঃ প্রণিপত্য সনাতনম্ ।২৯
নরকাণামধোভাগে পুরত্রয়ং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
যোজনাযুতবিস্তীর্ণং কামদং শুভলক্ষণম্ । ৩০
যস্যোর্দ্ধং নিরালম্বং শতযোজনমানতঃ ।
জ্বালামালাকুলং দিব্যং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ।৩১
প্রাকারাট্টালকৈর্যুক্তং গোপুরৈস্তোরণান্বিতম্ ।
রক্তনীলসমানাভৈর্ভীমঘোষৈর্দুরাসদৈঃ । ৩২
বৃতো রুদ্রসহস্রৈস্তু সিংহরূপৈর্ম্মহাবলৈঃ ।
নিয়ম্য চ স্বকং তেজঃ প্রীত্যর্থং তেঽধুনাগতঃ
ধ্বান্তচামীকরাভাসশ্চন্দনাগুরুগন্ধযুক্ ।
নীলকণ্ঠস্ত্রিনেত্রশ্চ বৃষকেতুর্ম্মহাবলঃ । ৩৪
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানঃ পঞ্চবক্ত্রেন্দুভূষণঃ ।
অনন্তমেখলাধারী কুণ্ডলীকৃততক্ষকঃ । ৩৫
দশবাহুর্ম্মহাতেজাঃ পীনবক্ষা মহাভুজঃ ।
প্রলয়োদনিধের্ঘোষো রক্তনীলমহাতনুঃ । ৩৬
আগতঃ সৌম্যরূপেণ তব দেব সমীপতঃ ।
পশ্যতাং মৃদুভাবেন দেবদেব জগৎপতে । ৩৭
এতে চৈব মহাবীর্য্যাঃ কালাগ্নেস্ত সমীপতঃ ।
তিষ্ঠন্তি জ্বলনাভাসা রুদ্রাশ্চ শতকোটয়ঃ । ৩৮
ত্বন্নিয়োগান্মহাদেব কালাগ্ন্যাদেশকারিণঃ ।
তিষ্ঠন্তি স্বপুরে রম্যে ক্রীড়মানা মনোরমে । ৩৯
তবানুজ্ঞাগতা হ্যেতে শশাঙ্কমৌলিনোঽমলাঃ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাঃ পদ্মরাগসমপ্রভাঃ । ৪০
তড়িদ্ভ্রমরসঙ্কাশা বজ্রশূলধনুর্দ্ধরাঃ ।
নীলকণ্ঠাস্ত্রিনেত্রাশ্চ সুখদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ । ৪১
সর্ব্বাভরণসম্পন্না অনন্তবলবিক্রমাঃ ।
জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ শার্দ্দূলচর্ম্মবাসসঃ । ৪২
ইমানপি মহাদেব পশ্যন্ প্রীতিকরো ভব ।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গানশোককমলার্চ্চিতান্ । ৪৩
দৈত্যাধিপতয়শ্চৈব প্রহ্লাদাদ্যা মহাবলাঃ ।
সমাগতা মহাদেব নাগাঃ শেষাদয়ঃ শিব । ৪৪
সর্ব্বাঃ পাতালবাসিন্যো রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ ।
আগতা দেবদেবেশ দ্বীপৈশ্চ সহ সাগরাঃ ।৪৫
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাঃ শিব ।

রূপ সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর শৈলাদি, সনাতনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—নরকের অধোভাগে অযুতযোজন বিস্তীর্ণ কামপ্রদ শুভলক্ষণ পুরত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে;—যাহার উর্দ্ধদেশ নিরালম্ব শতযোজন পরিমিত জ্বালাসমূহে সমাকুল, সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর, প্রাকার অট্টালক গোপুর তোরণ-সমন্বিত; রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, ভীষণনিনাদকারী, দুর্দ্ধর্ষ, সিংহের ন্যায় মহাবল সহস্র সহস্র রুদ্র সমভিব্যাহারে স্বকীয় তেজ সংযমন করিয়া কালাগ্নি আপনার প্রীতির নিমিত্ত এক্ষণে আগমন করিয়াছেন; হে দেবদেব জগৎ-পতে! মৃদুভাবে অবলোকন করুন। উনি চন্দন-অগুরু গন্ধে শোভিত, চামীকর সদৃশ উঁহার কান্তি, উনি নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র, বৃষকেতু, মহাবল, দ্বীপিচর্ম্মপরিধানকারী, পঞ্চবদন, ইন্দুশেখর, দশবাহু, মহাতেজস্বী, পীনবক্ষা, মহাবাহু। উনি অনন্তকে মেখলা-রূপে ধারণ করিয়াছেন, তক্ষককে কুণ্ডল করিয়াছেন, প্রলয়জলধির ন্যায় ইঁহার গম্ভীর নিনাদ, রক্ত ও নীলবর্ণ ইঁহার আকৃতি। ইনি সৌম্যরূপ ধারণ করত আপনার নিকট সমাগত হইয়াছেন। কালাগ্নির সমীপে মহা-বীর্য্যশালী অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান এই শত কোটী রুদ্র অবস্থান করিতেছেন। ২০—৩৮। হে মহাদেব! আপনার আদেশেই ইঁহারা কালাগ্নির আদেশ প্রতিপালন করত রমণীয় নিজপুরে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। আপনার আদেশে ইঁহারা আসিয়া-ছেন। হে মহাদেব! শশাঙ্কমৌলি, নির্ম্মল-শুদ্ধ স্ফটিক-সমানকান্তি, পদ্মরাগসমানকান্তি, তড়িৎ ও ভ্রমরের সমানবর্ণ, বজ্র শূলধনুর্দ্ধারী, নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র, সুখ-দুঃখরহিত, সকল আভরণ-সমন্বিত, অপরিমিত-বলবিক্রমশালী, জরামরণ-রহিত, শার্দ্দূলচর্ম্ম-পরিহিত, হরি-চন্দন-লিপ্ত-গাত্র এবং অশোক ও পদ্ম দ্বারা অর্চ্চিত এই রুদ্রগণকে অবলোকন করত প্রীতিলাভ করুন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাবলশালী দৈত্যাধিপতিগণ আগমন করিয়াছেন। হে মহাদেব! শেষ প্রভৃতি নাগগণ, রূপযৌবন-গর্ব্বিতা সমস্ত পাতালবাসিনীগণ, সাগর,

ঊর্ব্বশ্যাদ্যাশ্চাপ্সরসো নদ্যঃ পাপহরাঃ শুভাঃ।
এতে চ মুনয়ো দেব ভৃগ্বাদ্যাঃ প্রথিতৌজসঃ
সম্প্রাপ্তানি পুরাণীহ শক্রাদীনাং মহাত্মনাম্।
এতে লোকাঃ সমায়াতাঃ সত্যান্তাঃ সপ্ত শঙ্কর
মূর্ত্তয়স্তব দেবেশ ভবাদ্যাশ্চ সমাগতাঃ। ৪৮
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ
সনকাদ্যা মহাত্মানঃ সত্যলোকনিবাসিনঃ। ৪৯
পদ্মরাগনিভো দেবো বন্ধুককুসুমদ্যুতিঃ।
জটাভিস্ত শিরোনদ্ধো রত্নমালাবিভূষিতঃ। ৫০
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমান্ দণ্ডহস্তঃ সুলোচনঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ রক্তমাল্যাম্বরেণ চ। ৫১
সুবর্ণমেখলাধারী রৌক্মকুণ্ডলমণ্ডলী।
হংসধ্বজশ্চতুর্ব্বাহুঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ।
সাবিত্র্যা সহিতো দেবঃ পদ্মযোনিরিহাগতঃ। ৫২
অতসীপুষ্পসঙ্কাশস্তমালদলবর্চ্চসঃ।
পীতাম্বরধরঃ শ্যামঃ পীতগন্ধানুলেপনঃ। ৫৩
শঙ্খচক্রগদাধারী শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ।
কিরীটী কুণ্ডলী হারী কৌস্তুভাভরণাম্বিতঃ। ৫৪
কেয়ূরবলয়াপীড়ঃ পীনবক্ষা গদান্বিতঃ।
চামীকরস্রুমালাভির্দীপ্যমানো বিরাজতে। ৫৫
সূর্য্যাযুতপ্রতীকাশো নীলোৎপলদলেক্ষণঃ।
ক্ষীরোদার্ণবশায়ী চ নীলজীমূতনিস্বনঃ। ৫৬
রমামর্দ্দিতসর্ব্বাঙ্গঃ শেষপর্য্যঙ্কলালসঃ।
গুরূণাঞ্চ গুরুর্দেব ঈশ্বরাণামপীশ্বরঃ। ৫৭
বরদো ভব বাৎসল্যো দৈত্যকোটিক্ষয়ঙ্করঃ।
আগতোঽয়ং মহাদেব বিষ্ণুঃ প্রিয়তরস্তব। ৫৮
তপ্তচামীকরপ্রখ্যো বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
পট্টাংশুকপরীধানো হেমমালাবিভূষিতঃ। ৫৯
প্রখ্যাতবীর্য্যো বলবৃত্রহন্তা
বালার্কভাসো হরিচন্দনাঙ্কঃ।
পুন্নাগনাগৈর্বকুলৈশ্চ জুষ্টো
মুক্তাফলালঙ্কৃতকণ্ঠদেশঃ। ৬০
অয়ং সমাগতঃ শক্রো বহ্নির্বৈবস্বতস্তথা।
নির্ঋতির্বরুণো বায়ুঃ কুবেরশ্চ সমাগতঃ। ৬১
ঈশানশ্চ মহাভাগস্ত্রিংশৎকোটিগণৈর্বৃতঃ।

ীপ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যা-
র, উর্ব্বশী, প্রভৃতি অপ্সরাগণ, পাপহারিণী
ঙ্গলময়ী স্রোতস্বিনীগণ, প্রথিততেজা
গ্বাদি মুনিগণ ও মহাত্মা শক্র প্রভৃতি
রপুরে উপস্থিত। হে শঙ্কর! এই
ত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক এবং আপ-
ার ভবাদি মূর্ত্তিগণ,আদিত্য, বসু, রুদ্র,
াধ্যগণ এবং সত্যলোকনিবাসী মহাত্মা সন-
াদি ঋষিগণ আসিয়াছেন। ঐ দেখুন, পদ্ম-
াগ তুল্য, বন্ধুক-কুসুমের ন্যায় দীপ্যমান,
ত্নমালাবিভূষিত, কমণ্ডলুধারী, দণ্ডহস্ত,
লোচন, সুবর্ণমেখলাপরিধানকারী, সুবর্ণ-
গুলমণ্ডিত, হংসবাহন, চতুর্ব্বাহু, সুরাসুর-
ণের সতত নমস্কৃত, কৃষ্ণাজিনের উত্ত-
য় পরিহিত, রক্তমাল্য ও রক্তাম্বরধারী,
ব পদ্মযোনি সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে
াগত হইয়াছেন। ৩৯—৫২। অতসী-
ী ও তমালদলের ন্যায় যাঁহার কান্তি,
এ চক্র ও গদা যাঁহার হস্তে বিদ্যমান,
ীকরমালা দ্বারা যিনি দেদীপ্যমান, অনন্ত-
পর্য্যঙ্কশায়ী, রমা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সংবাহন
করিয়া থাকেন, ক্ষীরোদসাগরশায়ী, পীত-
গন্ধে অনুলিপ্ত, কেয়ুর ও বলয় দ্বারা
বিভূষিত, কৌস্তুভাভরণ-সমন্বিত, শার্ঙ্গী
কিরীট কুণ্ডল ও হার দ্বারা বিশোভিত,
অযুত সূর্য্যের ন্যায় (প্রভাশালী) দৃশ্যমান,
নীলোৎপলদলনেত্র, গুরুর গুরু, ঈশ্বরেরও
ঈশ্বর, কোটিদৈত্যক্ষয়কারী, ভক্তগণের নিকট
বৎসল, বরপ্রদাতা, আপনার সেই প্রিয়তর
বিষ্ণুও আগমন করিয়াছেন। হে মহাদেব!
তপ্তচামীকরসদৃশ, বজ্রহস্ত, মহাবলশালী,
পট্টবস্ত্রধারী, হেমমালা দ্বারা বিভূষিত,
প্রখ্যাতবীর্য্য বলাসুর ও বৃত্রাসুরের নিধন-
কারী, বালার্কসম দীপ্যমান, হরিচন্দনচর্চ্চিত,
চারিদিকে পুন্নাগ নাগ ও বকুল পুষ্প দ্বারা
বেষ্টিত এবং কণ্ঠদেশে মুক্তাফল দ্বারা অলঙ্কৃত
এই শক্র আসিয়াছেন। বহ্নি, বৈবস্বত,
নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু ও কুবের আসিয়াছেন।
হে ত্রিজগদ্যোনে! ত্রিংশৎকোটিগণ দ্বারা

আগতস্ত্রিজগদ্যোনে পিনাকী চ গণেশ্বরঃ ॥৬২
দশকোটিগণৈর্যুক্তঃ কালকণ্ঠস্তথৈব চ।
সপ্তকোটিগণৈর্যুক্তো ঘণ্টাকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৬৩
দশকোটিগণৈর্যুক্তো বস্তুঘোষো মহাবলঃ।
চতুষ্কোটিগণৈর্দণ্ডী শিখণ্ডী দশকোটিভিঃ ॥৬৪
ষড়্ভির্ময়ূরবদনঃ সিংহাস্যো দশকোটিভিঃ।
সপ্তকোটিগণৈর্যুক্তঃ কিরীটী চ সমাগতঃ ॥ ৬৫
কালান্তকস্তু দশভির্নকুলী দশকোটিভিঃ।
ষড়্ভিস্তু মুণ্ডমালী চ ত্রিশূলী পঞ্চকোটিভিঃ ॥
অষ্টাভির্বিশ্বমালী চ ত্রিমূর্ত্তির্নবকোটিভিঃ ॥৬৭
এতে গণেশ্বরাঃ সর্ব্বে তথা চান্যে গণেশ্বরাঃ।
যেষাং সংখ্যা ন জানন্তি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥
আগতানাং মহাদেব শৃণু কোলাহলং বিভো ॥
অমরেশঃ প্রভাসশ্চ পুষ্করো নৈমিষস্তথা।
আষাঢ়ী দণ্ডী মুণ্ডী চ ভারভূতিস্তথা কুলী ॥৭০
তীর্থাধিপতয়ো দেবা আগতা দিব্যমূর্ত্তয়ঃ।
এতে গুহ্যাষ্টকা দেব কামরূপা মহাবলাঃ ॥ ৭১

তবাজ্ঞয়াগতা দেব ব্রহ্মাণ্ডান্তরবাসিনঃ।
কোটিকোটিগণৈর্যুক্তা দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৭২
বিশ্বেশ্বরজটোদ্ভূতা সিন্ধুশ্চৈব সরস্বতী।
যমুনা গণ্ডকী নাগা বিপাশা নর্ম্মদা শিবা ॥ ৭৩
কুব্জা ঘণ্টা চ নির্ব্বিন্ধ্যা দেবিকা চ দৃষদ্বতী।
শতদ্রুশ্চ পয়োষ্ণী চ চন্দ্রভাগা চ গোমতী ॥ ৭৪
চর্ম্মণ্বতী চ কাবেরী সরযুশ্চ পরাবতী।
ধূতপাপা চ সারথ্যা মণিমালা সুগন্ধিকা ॥ ৭৫
জম্বুস্তাপী বলী শূরা কৌশিকী কুমুদা করা।
মন্দাকিনী চন্দ্রলেখা চম্পকামোদবাহিনী ॥ ৭৬
ঐরাবতী কামবেগা প্রেঙ্খলা কামচারিণী।
পূর্ণভদ্রা মহামোদা গম্ভীরাবর্ত্তিনী স্মৃতা ॥ ৭৭
মেঘমালা মেঘবর্ণা সদানীরা চ নন্দিনী।
বেদা বেদবতী বীণা সীতা চিত্রোৎপলা তথা ॥
বেত্রবতী চ বৃত্রঘ্নী পিপ্পলা জঙ্গলী তথা।
স্বরজা কুমুদা শিক্ষা কৌশিকী নিষধা সিতা ॥
বৈতরণী সিনীবালী বেগবতী পুনঃপুনঃ।
গৌরী কৃষ্ণা তথা দুর্গা তুঙ্গভদ্রোৎপলাবতী।

পরিবেষ্টিত মহাভাগ ঈশান এবং গণেশ্বর পিনাকী আগত হইয়াছেন। দশকোটি গণযুক্ত কালকণ্ঠ, সপ্তকোটি গণযুক্ত মহাবল ঘণ্টাকর্ণ, দশকোটিগণে পরিবৃত মহাবল বস্তুঘোষ, চতুষ্কোটি-গণ-সমন্বিত দণ্ডী, দশকোটি গণ সমভিব্যাহারে শিখণ্ডী, ছয়কোটীগণের সহিত ময়ূরবদন, দশকোটিগণের সহিত সিংহাস্য এবং কিরীটী সপ্তকোটি-গণ-সমন্বিত হইয়া আসিয়াছেন। কালান্তক দশকোটি, নকুলী দশকোটি, মুণ্ডমালী ষট্‌কোটি, ত্রিশূলী পঞ্চকোটি, বিশ্বমালী আটকোটি এবং ত্রিমূর্ত্তি নবকোটি-গণ-সমন্বিত হইয়া আসিয়াছেন। এই সমস্ত গণেশ্বর আসিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মাদিও যাঁহাদের সংখ্যা করিতে পারেন না, এমন অনেক গণেশ্বর আসিয়াছেন। হে বিভো মহাদেব! সমাগত ইহাঁদের কোলাহল শ্রবণ করুন। অমরেশ, প্রভাস, পুষ্কর, নৈমিষ, আষাঢ়ী, দণ্ডী, মুণ্ডী, ভারভূতি এবং কুলী এই তীর্থাধিপতিগণ দিব্যমূর্ত্তি হইয়া সমাগত হইয়াছেন। হে দেব! আপনার আজ্ঞায় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবাসী মহাবলী কামরূপ আটজন গুহ্যক, কোটিকোটি গণ সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। হে দেবদেব মহেশ্বর! বিশ্বেশ্বরের জটা হইতে উৎপন্ন, সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গণ্ডকী, নাগা, বিপাশা, নর্ম্মদা, শিবা, কুব্জা, ঘণ্টা, নির্ব্বিন্ধ্যা, দেবিকা, দৃষদ্বতী, শতদ্রু, পয়োষ্ণী, চন্দ্রভাগা, গোমতী, চর্ম্মণ্বতী, কাবেরী, সরযু, পরাবতী, ধূতপাপা সারথ্যা, মণিমালা সুগন্ধিকা, জম্বু, তাপী, বলী, শূরা, কৌশিকী, কুমুদা-করা, মন্দাকিনী, চন্দ্রলেখা, চম্পকামোদ-বাহিনী, ঐরাবতী, কামবেগা, প্রেঙ্খলা, কামচারিণী, পূর্ণভদ্রা, মহামোদা, গম্ভীরাবর্ত্তিনী মেঘমালা, মেঘবর্ণা, সদানীরা, নন্দিনী, বেদা, বেদবতী, বীণা, সীতা, চিত্রোৎপলা, বেত্রবতী, বৃত্রঘ্নী, পিপ্পলা, জঙ্গলী, স্বরজা, কুমুদা, শিক্ষা, কৌশিকী, নিষধা, সিতা, বৈতরণী, সিনীবালী, বেগবতী, গৌরী, কৃষ্ণা, দুর্গা, তুঙ্গভদ্রা, উৎপলাবতী, স্বর্ণা,

স্বর্ণা ভীমরথী শুদ্ধা কৃতমালা তরঙ্গিণী ॥ ৮০
এতা দেব মহানদ্যঃ পাবনাঃ কল্মষাপহাঃ।
মূর্ত্তিমত্যস্তবেশান উৎসবে ত্বিহ আগতাঃ ॥ ৮১
সর্ব্বা এতা মহাদেব পশ্য কারুণ্যবারিধে।
ভবন্তি কৃতিনঃ সর্ব্বে ত্বয়ি দৃষ্টে মহেশ্বর ॥ ৮২
এবমুক্ত্বা তদা নন্দী দেবদেবস্য চাগ্রতঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৮৩
নন্দিনং তং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রীতো ভূত্বাহ কালারির্ম্মন্দরে চারুকন্দরে ॥৮৪
ইদং যঃ পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ।
প্রীতাঃ স্যুর্দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্যাভীষ্টফলপ্রদাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে কালাগ্ন্যাগ্যাগমনকথনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ভীমরথা, শুদ্ধা, কৃতমালা এবং তরঙ্গিণী, হে ঈশান! পাবনী কল্মষহারিণী এই সমস্ত মহানদীগণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনার এই উৎসবে আসিয়াছেন। হে কারুণ্যবারিধে দেব! ইঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করুন। হে মহেশ্বর! আপনাকে দর্শন করিলে সকলেই কৃতার্থ হয়। নন্দী তৎকালে দেবদেবের অগ্রে এই বলিয়া পরম ভক্তিসহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; কালেরও অন্তক প্রভু বিশ্বেশ্বর মহাত্মা নন্দীকে চারু গুহা-সমন্বিত মন্দর-পর্ব্বতে সেইরূপ অবলোকন করিয়া অতি প্রীত হইলেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা নিত্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, সকল দেবতা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সকল অভীষ্ট প্রদান করেন।৫৩—৮৫।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অথাসৌ হিমবান্ বিপ্রা দেবীমাত্মসুতামুমাম্।
প্রদানার্থং মহেশায় সম্প্রাপ্তো মন্দরং ক্ষণাৎ ॥
আহ দৃষ্ট্বা গিরিং নন্দী দেবদেবং পিনাকিনম্।
বক্তুকামঃ সমায়াতো ভগবান্ পর্ব্বতেশ্বরঃ ॥ ১২
শ্রুত্বা তু বচনং শ্লক্ষ্ণং ব্যক্তং নন্দিমুখাৎ তদা।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা মহাদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩
বদ ত্বং গিরিশ্রেষ্ঠো হৃদয়ে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
কামস্তস্যাচিরাদেব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
এবমুক্তস্তদা বিপ্রা দেবদেবেন শম্ভুনা।
উবাচ গিরিশার্দ্দূলো ভূত্বাগ্রেঽবনতাঞ্জলিঃ ॥ ৫
হিমবানুবাচ।
যাসীৎ পূর্ব্বঞ্চ তে পত্নী সাবতীর্ণা গৃহে মম।
তামেব তব দানার্থমাগতোঽস্মি মহেশ্বর ॥
অমী ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৎসমীপমিহাগতাঃ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! অনন্তর হিমালয় নিজ তনয়া উমা দেবীকে মহেশ্বরকে প্রদান করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ শঙ্করের গৃহে উপস্থিত হইলেন! নন্দী, গিরিবরকে অবলোকন করিয়া দেবদেব পিনাকীকে বলিলেন,—ভগবন্! পর্ব্বতেশ্বর কিছু বলিবার মানসে আসিয়াছেন। তখন মহাদেব, নন্দীর মুখে নির্ম্মল ও পরিস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া, জলদ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—গিরিবর মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলুন, তাঁহার অভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! তখন দেবদেব শম্ভু কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় অবনতাঞ্জলি ও অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—হে মহেশ্বর! যিনি পূর্ব্বে আপনার পত্নী ছিলেন, তিনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাকেই তাঁহাকে প্রদান করিব বলিয়া আসিয়াছি। এই ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার সন্নিকটে উপস্থিত

কিং গোত্রমিতি পৃচ্ছামি হ্যেষামগ্রে বিভো বদ
শ্রুত্বা তু ভারতীং তস্য বিশ্বেশো বিশ্ববন্দিতঃ
কিং গোত্রমিতি সঞ্চিন্ত্য নোত্তরং প্রদদর্জ্জ হ ॥৮
দৃষ্ট্বা নিরুত্তরং শম্ভুং জহসুর্দেবদানবাঃ।
এষ এব জগদ্‌যোনির্গোত্রমস্য কথং ভবেৎ ॥৯
ইত্যূচুর্বিবুধাঃ সর্ব্বে হিমবন্তং নগোত্তমম্‌ ॥ ১০
দেবানাঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা গিরিরাজোঽব্রবীদিদম্‌।
বিশ্বেশ্বরং পরং ধাম পরমাত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ১১
শাশ্বতং গিরিশং স্থাণুং বিশ্বাকারং সনাতনম্‌।
দত্তা দত্তা পুনর্দত্তা উমা সত্যেন তে প্রভো ॥১২
ততো মহান্‌ রবো বিপ্রা জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ।
দুন্দুভীনাঞ্চ বাদ্যানামভবৎ সাগরোপমঃ ॥ ১৩
গৃহীতেতি শিবঃ প্রাহ পার্ব্বতী পর্ব্বতেশ্বরম্‌।
তদ্ধস্তে ভগবান্‌ শম্ভুরঙ্গুলীয়ং প্রবেশয়েৎ ॥ ১৪
ইমঞ্চ কলশং হৈমমাদায় ত্বং নগোত্তম
যাহি গত্বা স্বনেনৈব তামুমাং স্নাপয় ত্বরা ॥ ১৫
অন্যেষাং পরিহারার্থমেব এব বিধিঃ সদা।
জগত্রয়েঽপি নূনং স্যাদ্‌ক্রম তূর্ণং নগাধিপ ॥১৬
ততস্তুষ্টো মহাশৈলোঽভোজয়ৎ সুসমাহিতঃ।
এবং যজ্ঞরতো বিপ্রাস্তর্পণায় চরাচরান্‌।
অভবদ্দেবমুদ্দিশ্য শঙ্করং স গিরিস্তদা ॥ ১৭
তথাস্মিন্নন্তরে দেবো ধর্ম্মকেতুর্মহেশ্বরঃ।
উত্থিতো মুনিশার্দ্দূলাঃ সমালোক্য চ শার্ঙ্গিণম্‌ ॥
অভবজ্জয়শব্দানাং তুমুলো হি মহাংস্তদা।
পুষ্পবৃষ্টিনিপাতশ্চ সত্যলোকাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৯
নানাবনাধিপাশ্চৈব ক্রতবশ্চ মুদান্বিতাঃ।
কুসুমৈর্দিব্যগন্ধাঢ্যৈর্ববৃষুর্মেঘবৃন্দবৎ ॥ ২০
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং দুন্দুভীনাং ততো রবঃ।
হরির্বিরিঞ্চিশক্রাদ্যাঃ পূরয়ন্তি সুরাস্তদা ॥ ২১
বিপ্রাস্ত্রৈলোক্যনাদেন বেদঘোষং প্রচক্রিরে।
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী রুদ্রকন্যাস্তথৈব চ।

হইয়াছেন; হে বিভো! ইহাঁদের অগ্রে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলুন, আপনার কি গোত্র? বিশ্ববন্দিত বিশ্বেশ তাঁহার ভারতী শ্রবণ করিয়া, "আমার কি গোত্র" এই ভাবিতে ভাবিতে কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। দেব ও দানবগণ শম্ভুকে নিরুত্তর দেখিয়া হাস্য করিলেন। পরে সকল দেবগণ হিমালয়কে কহিলেন,—"ইনিই জগতের উৎপত্তি-কারণ, ইহাঁর আবার গোত্র কিরূপে সম্ভবে?" দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া গিরিরাজ বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি বিশ্বাকার, সনাতন, স্থাণু, শাশ্বত, অব্যয়, পরমজ্যোতিঃ, পরমাত্মস্বরূপ, বিশ্বেশ্বর, গিরিশ; আপনাকে তিন-সত্য করিয়া বলিতেছি, উমা প্রদান করিলাম। হে দ্বিজগণ! অনন্তর জয়শব্দ প্রভৃতি মঙ্গল-ধ্বনির সহিত দুন্দুভি-বাদ্যের, জলনিধির ন্যায়, গভীর নিনাদ উত্থিত হইল। শম্ভু, পর্ব্বতেশ্বরকে কহিলেন,—আমি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিলাম। পরে শম্ভু দেবীর হস্তে একটী অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া নগোত্তমকে কহিলেন,—আপনি এই হৈম কলস লইয়া গিয়া সত্বর ইহা দ্বারাই সেই উমাকে স্নান করাইয়া দিউন। ১—২৫। এই ত্রিলোকে এই প্রকার বিধি অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই বিবাহে অন্য কোন কার্য্য করিতে হয় না। অতএব আপনি সত্বর গমন করুন।' অনন্তর বিবাহ-যজ্ঞ-নিরত শৈলেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া সমাহিত-চিত্তে তৃপ্তিসহকারে উপস্থিত চরাচর সকলকেই ভোজন করাইলেন। তখন গিরিবর, দেব শঙ্করের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনিগণ! ঐ সময়ে ধর্ম্মকেতু দেব মহেশ্বর, শার্ঙ্গীকে অবলোকন করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন মহান্‌ "জয় জয়" শব্দ হইতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! সত্যলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। নানাবিধ বনাধিপ ও তরুগণ আনন্দাপ্লুত হইয়া মেঘবৃন্দের ন্যায় দিব্যগন্ধপূর্ণ কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, ও দুন্দুভির তুমুল-নিনাদ হইতে লাগিল। হরি, বিরিঞ্চি ও শক্র প্রভৃতি দেবগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ ত্রৈলোক্যব্যাপী উচ্চ-নিনাদে বেদপাঠ আরম্ভ

বিদ্যাধর্য্যোঽথ নাগিন্যো দেবানাঞ্চ তথাঙ্গনাঃ।
সিদ্ধকন্যা মনোহার্য্যো যক্ষকন্যাস্তথৈব চ।
মাতরঃ সপ্ত যাশ্চৈব যাশ্চ নক্ষত্রমাতরঃ॥ ২৪
গিরীণাঞ্চ তথা নার্য্যঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
মঙ্গলং গায়মানাশ্চ অর্ঘ্যমষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সুপ্রহৃষ্টা দদুঃ সর্ব্বা দেবদেবস্য পাদয়োঃ॥২৫
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা হিমবৎসম্প্রণোদিতঃ।
মৈনাকস্তত্র সম্প্রাপ্তো হেমকুম্ভকরঃ সুধীঃ॥২৬
সালঙ্কায়নপৌত্রস্য গত্বা তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
তেনাপি দেবদেবস্য জ্ঞাপিতো গিরিরগ্রতঃ॥২৭
অথাসৌ ভগবান্ দেবো মঙ্গলেশো জলাশয়ঃ
স্নাপয়দ্বেধসা যুক্তঃ সমুদ্রৈঃ শূলপাণিনম্॥ ২৮
স্নাপ্যমানে তদা দেবে নদ্যো বৈ সাগরা দ্বিজাঃ
বভূবুঃ সলিলৈর্যুক্তাঃ কৃশাঙ্গাঃ স্বেদসংযুতাঃ॥২৯
অথ তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সনারায়ণকা দ্বিজাঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না ভবং পশ্যন্তি চাদ্ভুতম্॥ ৩০
ততো নিলীয়মানাস্তু শরীরে শঙ্করস্য তু।
নদ্যঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ প্রপশ্যন্তি সুবিস্মিতাঃ॥
যোগমায়াহৃতং বীক্ষ্য তৎ তোয়ং জগতি স্থিতম্
অস্তুবন্ পশুভর্ত্তারং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ॥৩১
ততস্তৈস্তু স্তুতো দেবঃ প্রহস্য ভগবান্ ভবঃ।
বিসৃজ্য চ তদা তোয়মভবৎ পূর্ব্বরূপবৎ॥ ৩৩
এবং সাম্যে স্থিতে তস্মিন্ দেবদেবে পিনাকিনি
স্নাপিতোঽসৌ বিরিঞ্চ্যাদ্যৈস্ত্রিমূর্ত্তির্ভগবান্
ভবঃ॥ ৩৪
মৈনাকোঽপ্যঞ্জলিং কৃত্বা দেবদেবস্য চাগ্রতঃ।
সংস্থিতো হর্ষসংযুক্তো নিধিং লব্ধা যথাধনঃ॥৩৫
বিসর্জ্জিতস্ততস্তেন দেবদেবেন শম্ভুনা।
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ যযৌ তূর্ণং নগাত্মজঃ
তদংশুকং পরিধাপ্য দেবীং তামরসেক্ষণাম্।
স্নাপয়ংস্তেন কুম্ভেন হরাঙ্ঘ্রিপতিতেন চ॥ ৩৭
নীরপাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতমেতৎ কপর্দ্দিনা।
পার্ব্বতেয়বিধিনূনং কুলজানাং সদানঘঃ॥ ৩৮

করিলেন। গায়ত্রী, সাবিত্রী, রুদ্রকন্যাগণ, বিদ্যাধরীগণ, নাগিনীগণ, অপরাপর দেবাঙ্গনাগণ, সিদ্ধকন্যা, সুন্দরী যক্ষকন্যা, সপ্তমাতৃগণ, নক্ষত্রমাতৃগণ, গিরিপত্নীগণ, সমুদ্রসকল এবং সরোবরসমূহ সকলে আনন্দিত হইয়া মঙ্গল-গান করত দেবদেবের পাদপদ্মে অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। হে দ্বিজগণ! ঐ সময়ে হিমালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুধী মৈনাক হেমকুম্ভ লইয়া তথায় গমন করিলেন এবং সালঙ্কায়নপৌত্রের সম্মুখে অবস্থান করিলেন। তিনিও দেবদেবকে জানাইলেন। ভগবান্ মঙ্গলেশ জলাশয়, বিধাতার আদেশে সমুদ্রগণ দ্বারা শূলপাণিকে স্নান করাইলেন। দেবদেবের স্নান সমাপন হইয়া গেলে নদীগণ ও সাগরগণ আবার সলিলযুক্ত স্বেদাক্তগাত্র ও কৃশাঙ্গ হইলেন। অনন্তর হে দ্বিজগণ! নারায়ণ ও সকল দেবগণ অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অদ্ভুতাকৃতি শঙ্করকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর শঙ্করের শরীরে সকল নদী ও সমুদ্রগণ প্রলীন হইয়া গেলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই সমস্ত জগতের জল যোগমায়া দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পশুপাতর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮—৩২। অনন্তর তাঁহাদের স্তবে ভগবান্ ভব, হাস্য করিয়া সেই জল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন। দেবদেব পিনাকী এইরূপ সমভবে অবস্থান করিলে বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ ঐ ত্রিমূর্ত্তি ভগবান্ ভবের স্নান করাইলেন। নির্ধন যেরূপ নিধি পাইয়া আনন্দ লাভ করে, মৈনাকও তদ্রূপ অতি আনন্দিত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে দেবদেবের অগ্রে অবস্থান করিলেন; অনন্তর দেবদেব শম্ভু নগাত্মজকে বিদায় দিলেন। মৈনাক ত্রৈলোক্যের তিলকভূত সেই পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। পদ্মপত্রনয়না পার্ব্বতীকে সেই বস্ত্র পরিধান ও হরাঙ্ঘ্রি নিপতিত সেই সলিল দ্বারা স্নান করান হইল। হে দ্বিজবরগণ! কপর্দ্দী স্বয়ংই ঐ জলপাত করিয়াছিলেন। কুলজ ব্যক্তিগণের এই নির্ম্মল

ততো ভগবতী দেবী হৃষ্টপুষ্টা তপোময়ী।
পিতুরভ্যাসগা ভূত্বা বিবেশ পরমাসনে॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সাম্ববিবাহবর্ণনং নামাষ্ট-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথায়ান্তং শিবং দৃষ্ট্বা হিমবান্ পর্ব্বতেশ্বরঃ।
মেরুশ্চৈব যথাসংখ্যৈ রবিচন্দ্রদিবাকরৈঃ॥ ১
তথা দেবৈঃ সবেধাস্তৈর্বৃতং ছত্রেণ সংযুতম্॥
জয়েত্যুক্ত্বা নগেন্দ্রস্তু হ্যাত্তমাল্যাম্বরস্তদা
উত্থিতঃ সহসা বিপ্রাঃ পুষ্পহস্তো মহেশ্বরঃ॥ ৩
মুদা পরময়া যুক্তো ভক্ত্যা চানন্যয়া দ্বিজাঃ।
বস্ত্রৈর্নানাবিধৈশ্চক্রে মার্গভূষাং তদা গিরিঃ॥ ৪
পতাকাভির্জয়ন্তীভিঃ স্রগ্দামৈর্দিব্যগন্ধিভিঃ।
ধ্বজৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্মনোরমৈঃ॥ ৫

চামরৈশ্চন্দ্ররম্যৈস্তু লম্বকৈশ্চ সমন্ততঃ।
মুক্তানাং প্রকরৈশ্চৈব পুষ্পাণাস্তু তথৈব চ॥ ৬
এবমাদ্যৈরনেকৈশ্চ শোভাং কৃত্বা নগোত্তমঃ
স্থিতস্তু বীক্ষমাণোঽসৌ বিশ্বব্যাপিনমীশ্বরম্॥ ৭
সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা মদনানলদীপিতাঃ।
শতকোট্যোঽপ্সরাণাস্তু নির্যযুঃ সম্মুখাশ্চ তম্
হেমপাত্রকরাসক্তাঃ পদ্মেন্দীবরহস্তকাঃ॥ ৯
মণিপাত্রাণি পূর্ণানি দূর্ব্বাসিদ্ধার্থকাঙ্ক্ষতৈঃ।
দধিরোচনমাদায় ব্রীহিভিশ্চম্পকৈর্যবৈঃ॥ ১০
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গা হরিচন্দনহস্তকাঃ।
বিদ্রুমাঙ্কুরহস্তাশ্চ তথৈবোৎপলশেখরাঃ॥ ১১
চূতমঞ্জরিহস্তাশ্চ পারিজাতকরাঃ পরাঃ।
স্বাদূদকেন সম্পূর্ণভৃঙ্গারকরপল্লবাঃ॥ ১২
হাবভাববিলাসিন্যো মদনাতুরবিহ্বলাঃ।
মদনারিং প্রণেমুস্তা গায়মানাস্ত্রিলোচনম্॥ ১২
অথাসৌ ভগবাঞ্ছূলী চান্তর্যামী মহেশ্বরঃ।
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ ক্ষণাদাবির্বভূব হ॥১৪

পার্ব্বতেয় বিধি। অনন্তর তপোময়ী ভগবতী হৃষ্টপুষ্টা হইয়া পিতার নিকটস্থ পরমাসনে উপবেশন করিলেন। ৩৩—৩৯।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৮॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর পর্ব্বতেশ্বর হিমালয় ও মেরু, যথোক্ত বিধাতৃ প্রভৃতি দেবগণ ও রবি চন্দ্র আদিত্যগণের সহিত ভগবান্ শিবকে ছত্র-সমন্বিত হইয়া আসিতে দেখিয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হিমালয় হস্তে মাল্য ও বস্ত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহেশ্বরও পুষ্পহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হে দ্বিজগণ তখন পর্ব্বতরাজ অতি আনন্দ ও ভক্তিযুক্ত হইয়া নানাবিধ বস্ত্র, পতাকা, জয়ন্তী, দিব্যগন্ধি মালা, বিবিধ পঞ্চবর্ণের মনোহর ধ্বজ, চামর, চন্দ্রাতপ, মুক্তা ও পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পথের শোভা করিয়া দিলেন। গিরিরাজ বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরকে অবলোকন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-মুখমণ্ডলযুক্ত মদনা-নল-পীড়িত শতকোটি অপ্সরোগণ স্বুবর্ণ-পাত্র, পদ্ম, ইন্দীবর, দূর্ব্বা ও সিদ্ধার্থকপূর্ণ মণিময় পাত্র, দধি, রোচনা ব্রীহি, চম্পক এবং যব হস্তে লইয়া হরিচন্দনে স্বীয় গাত্র লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আগত হইল; তাহাদের কাহারও হস্তে হরিচন্দন, কাহারও হস্তে বিদ্রুমাঙ্কুর, কেহ বা উৎপল-শেখর হস্তে, কেহ বা চূতমঞ্জরী লইয়া, কেহ পারিজাত হস্তে, কেহ বা স্বাদুসলিলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া মদনবেদনাতুর হইয়া হাব, ভাব ও বিলাস প্রকাশ করিতে করিতে সকলে মদনারিকে প্রণাম করিয়া গানকরিতে লাগিল। ১—১৩। অনন্তর অন্তর্যামী ভগ-বান্ শূলধর, ত্রৈলোক্যের তিলকভূত সেই স্থানে ক্ষণকাল স্বীয় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হই-

ততো ধনৈর্বহুবিধৈঃ পূজয়ামাস পর্ব্বতঃ।
স্তুত্বা চ পূজয়িত্বা চ ননাম চ পুনঃপুনঃ॥ ১৫
গীতৈশ্চ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ প্রবিবেশ হরস্তদা।
ভবোঽভবৎ তদা বালো হ্যষ্টবর্ষাকৃতিঃ স্বয়ম্।
হেমাঙ্গো ভগবাঞ্ছম্ভুঃ কিরীটী কুণ্ডলী হরঃ॥ ১৬
সুরাসুরাশ্চ বিপ্রেন্দ্রা দৃষ্ট্বা রূপং পিনাকিনঃ।
অবলোক্য মুখান্যোন্যং জহসুস্তে মুদান্বিতাঃ॥
আসনে হেমজে বিপ্রা নানারত্নৈশ্চ ভূষিতে।
বিবেশ ভগবাঞ্ছূলী মহাদেবো জগৎপতিঃ॥
হরস্য দক্ষিণে বেধা বামভাগে জনার্দ্দনঃ।
শৈলাদিরগ্রতঃ শম্ভোঃ কালরুদ্রশ্চ সুব্রতাঃ॥
রুদ্রৈর্গণেশ্বরৈর্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ মুনিভিস্তথা।
উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ সমন্ততঃ।
জগুর্গীতঞ্চ হিন্দোলং তুম্বরুর্নারদাদয়ঃ॥ ২০
মত্তমাতঙ্গগামিন্যো গেয়ং তাললয়ান্বিতম্।
রম্ভাদ্যাপ্সরসঃ সর্ব্বাঃ কিন্নর্য্যো ননৃতুর্দ্বিজাঃ॥
বীণাবল্লকিবেণূনাং মৃদঙ্গানাং বিশেষতঃ।
ধ্বনিভির্মনসস্তুষ্টির্জজ্ঞে সুমনসাং তদা॥ ২২
অথ বিশ্বেশ্বরঃ শম্ভুর্ভূষণং নভসি স্থিতম্।
প্রায়চ্ছদ্গিরিজায়ৈ তদাহ্লাদজনকং মুদা॥ ২৩
অনেনালঙ্কৃতা দেবি মম যোগ্যা ভবিষ্যসি॥
পিতুর্দক্ষস্য যঃ কোপঃ পূর্ব্বজন্ম বরাননে।
প্রহাস্যসি তমেবাশু ভাবঞ্চৈব তু তামসম্॥ ২৫
ততঃ সা পার্ব্বতী দেবী গৃহীত্বাকাশমণ্ডলাৎ।
পিতুঃ সমীপমগমদ্বস্ত্রাভরণমুত্তমম্॥ ২৬
মহতা হ্যুৎসবেনাশু ভূষয়িত্বা শিবাং নগঃ।
বস্ত্রৈরাভরণৈর্দেবীং দিব্যৈর্বৈ সিংহবাহিনীম্॥
মেনোৎসঙ্গগতাং ভূয়শ্চন্দ্রলেখেব তোয়দে।
দধতী নির্বৃতা দেবী বভৌ তামরসেক্ষণা॥ ২৮
অথ দেবৈঃ পরিবৃতো বিষ্ণ্বাদ্যৈস্ত্রিপুরান্তকঃ।
বভ্রাম মুনিশার্দ্দূলাঃ ক্রীড়াস্থানানি কৃৎস্নশঃ॥

লেন। তদনন্তর পর্ব্বতরাজ বহুবিধ ধন দ্বারা পূজা করত স্তব ও বারংবার প্রণাম করিলেন। তখন হর বিবিধ গীত ও বহু জনের বাক্যালাপের সহিত প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি অষ্টমবর্ষীয় বালকের ন্যায় হইল। কল্যাণনিদান ভগবান্ হর, হেমাঙ্গ কিরীটধারী কুণ্ডলমণ্ডিত হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তৎকালে সুর ও অসুরগণ পিনাকীর রূপ সন্দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূর্ব্বক আনন্দ সহকারে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ভগবান্ জগৎপতি শূলধারী মহাদেব, নানা রত্ন দ্বারা বিভূষিত হেমময় আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামভাগে জনার্দ্দন এবং সম্মুখে কালরুদ্র, রুদ্রগণ, গণেশ্বরগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মুনিগণের সহিত শৈলাদি উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্বাদি, তুম্বুরু এবং নারদাদি ঋষিগণ গীতাদি করিতে লাগিলেন। মত্তমাতঙ্গগামিনী রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণ ও কিন্নরীগণ সকলে তাললয়সমন্বিত গীত ও নৃত্যাদি করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বীণা, বেণু, বল্লকী ও মৃদঙ্গের অধিকতর মধুর ধ্বনিতে তথাকার সকলের মনস্তুষ্টি হইল। ১৪—২২। অনন্তর বিশ্বেশ্বর শম্ভু, গিরিজার উদ্দেশে আনন্দে আকাশপথে অলঙ্কার প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে সকলে অতি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অলঙ্কারপ্রদানকালে এই বলিলেন,—হে দেবি! তুমি এই ভূষণে বিভূষিত হইলে আমার যোগ্য হইবে এবং হে বরাননে! তুমি পূর্ব্ব জন্মে দক্ষের উপর যে ক্রোধ করিয়াছিলে, সত্বর সেই ক্রোধ ও তামসভাব দূরীভূত হইবে। অনন্তর পার্ব্বতী শূন্যমার্গ হইতে নিপতিত ঐ ভূষণ গ্রহণ করিয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন। নগরাজ মহান্ উৎসবের সহিত সত্বর শিবাকে দিব্যবস্ত্র ও আভরণে বিভূষিত করিলেন। মেনকা ঐ সিংহবাহিনী দেবীকে উৎসঙ্গে লইয়া অতি আনন্দিত হইলেন। পদ্মপলাশলোচনা ঐ পার্ব্বতী, জলদের মধ্যস্থিত চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিশার্দ্দূলগণ! অনন্তর ত্রিপুরান্তক, বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণে

ভগবন্ দেবদেবেশ বিশ্বেশান্ধকসূদন।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা শৈলাদিরিদমব্রবীৎ ॥ ৩০
নন্দিকেশ্বর উবাচ।
বেদীয়মিন্দ্রনীলাভা ভাতি বিশ্বন্তরা শিব।
সেয়ং জলময়ী নাথ নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩১
যা চেয়ং পরমা রম্যা তোয়ানাং ভ্রান্তিকারিণী।
সেয়ং ভাতি মহাদেব রত্নানামীদৃশী প্রভা ॥৩২
ইদঞ্চ দ্বারসংস্থানং দৃশ্যতে লম্বকৈর্বৃতম্।
কুড্যস্থ রত্নবিন্যাসে লক্ষ্যতে দ্বাররূপতা ॥ ৩৩
ইদং চিত্ররথাকারং দৃশ্যতে বনমুত্তমম্।
প্রতিবিম্বং মহাদেব রত্নভূমের্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
ইদঞ্চ মন্দিরাকারং সোপানচয়মণ্ডিতম্।
প্রতিবিম্বমিদঞ্চৈব দৃশ্যতে নবমণ্ডিতম্ ॥ ৩৫
যা চেয়ং সাগরাকারা দৃশ্যতে তোয়রূপিণী।
এষাপি পরমেশান রত্নভূমির্জলেক্ষিতা ॥ ৩৬
যদিদং গগনাভাসং মূর্ত্তিদ্রব্যৈর্বিবর্জ্জিতম্।
ক্রীড়ামণ্ডপমেতস্মিন্ প্রদেশে দেব তিষ্ঠতি ॥
অম্বরাভৈর্মহারত্নৈর্বাহ্যদেশে বিনির্ম্মিতম্।
অনেকবাদ্যসংযুক্তং রমণীয়ং যযৌ হরঃ ॥ ৩৮
এবং ক্রীড়তি দেবেশে সুরাসুরমহোরগাঃ।
বিদ্যাধরাস্তথা যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরসাদয়ঃ ॥ ৩৯
দীর্ঘিকাসু তড়াগেষু নদীষু চ হ্রদেষু চ।
ক্রীড়াবাপিষু তে রম্যৈর্যন্ত্রৈর্নানাবিধৈর্ভৃশম্।
বভূবুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ক্রীড়ারতিষু লালসাঃ ॥৪০
অথ সংক্রীড্য বিশ্বাত্মা নির্বৃতস্তৎপ্রদেশতঃ।
বেদ্যাঃ সমীপমগমৎ স্তূয়মানো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪১
প্রাপ্যারুরোহ প্রসভং সুরেশ-
স্তামিন্দ্রনীলামলবেদিকান্তম্।
সহস্রপত্রৈর্বকুলৈশ্চ নাগৈঃ
কীর্ণং হি যৎ কাঞ্চনপারিজাতৈঃ ॥৪২
ততঃ প্রবিষ্টো হরিণাঙ্কচিহ্নঃ
সরশ্মিজালাকুলবেদিকান্তম্।
বিবেশ সূর্য্যাযুতসুপ্রভাসো
বৃতো বিরিঞ্চ্যাদি সুরৈঃ সমন্তাৎ ॥ ৪৩

পরিবৃত হইয়া, সকল ক্রীড়াস্থল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নন্দিকেশ্বর পরম ভক্তি সহকারে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন, দেবদেবেশ, বিশ্বপতি, অন্ধকনিসূদন, শিব! এই যে বেদিভূমি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভিত হইতেছে, ইহা জলময়ী, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই যে বেদিটী,জলময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাই ইন্দ্রনীলময়ী; রত্নের এইরূপই প্রভা। ঐ যে লম্বক-পরিবৃত ভিত্তি-প্রদেশ দ্বারের ন্যায় দেখিতেছেন, উহা দ্বার নয়; ভিত্তির উপরে এইরূপই রত্ন বিন্যাস করিয়াছে যে, ঠিক দ্বার বলিয়া ভ্রম হয়। হে মহাদেব! এই যে চিত্ররথাকার উত্তম বন দেখা যাইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই কোন রত্নভূমির প্রতিবিম্ব বলিয়া বোধ হয়। এই যে সোপানচয়-মণ্ডিত, সুশোভিত মন্দিরাকার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে এবং জলময়ী সাগরাকৃতি ভূমি দেখিতেছেন, ইহাও জলসিক্ত রত্নভূমি। হে দেব! এই প্রদেশে এই যে নানাবিধ মূর্ত্তিদ্রব্যে যেন উর্জ্জিত গগনাকার স্থান দেখিতেছেন, ইহা ক্রীড়ামণ্ডপ। অনন্তর হর, অম্বরসদৃশ স্বচ্ছ, মহারত্ন দ্বারা বহির্দ্দেশে সুসজ্জিত, অনেক বাদ্যসংযুক্ত রমণীয় সেই ক্রীড়ামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দেবেশ এই প্রকার ক্রীড়াব্যাসক্ত হইলে পর সুর, অসুর ও মহাসর্পগণ, বিদ্যাধরগণ, যক্ষগণ,গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ সকলেই দীর্ঘিকা, তড়াগ, নদী, হ্রদ এবং ক্রীড়াবাপীতে নানাবিধ রমণীয় যন্ত্র দ্বারা ক্রীড়াসক্ত হইলেন। ২৩—৪০। অনন্তর বিশ্বাত্মা, যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া তৎস্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বেদীর নিকটে গমন করিলেন। সুরেশ, তথায় গমন করিয়া পদ্ম, বকুল, নাগ কাঞ্চন এবং পারিজাত দ্বারা সমাকীর্ণ ইন্দ্রনীলমণিময় সেই বেদিকার উপরে তৎক্ষণাৎ আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে বোধ হইয়াছিল যেন বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ-পরিবৃত অযুত সূর্য্য এককালে শোভিত

অথোপবিষ্টং সংবীক্ষ্য বিশ্বেশং পর্ব্বতেশ্বরঃ।
তস্য সংস্থাপ্য পুরতো দেবেশীমব্রবীদিদম্॥
হিমবানুবাচ।
ত্বমেবৈকঃ পরং ধাম অর্দ্ধনারীশ্বরস্ততঃ।
দেবতানাং হিতার্থায় জাতো হ্যর্দ্ধতনুঃ পৃথক্॥
দক্ষস্য দুহিতা দেবী জগদ্ধাত্রী হ্যুমা সতী।
বিনিন্দ্য চ ততো দক্ষং ত্যক্ত্বা দেহং নিজং পুনঃ
তবৈব পত্নী দেবেশ জাতা মম সুতা সতী॥
ততঃ শ্রুত্বা গিরিন্দ্রস্য বচস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রসন্নো বরদঃ শম্ভুরব্রবীৎ পর্ব্বতেশ্বরম্॥ ৪৭
ঈশ্বর উবাচ।
জানাম্যহং যেন মমৈব মায়া
শক্তির্বরৈষা নগরাজসিংহ।
সন্ত্যজ্য দেহং তব ধাম্নি জাতা
যোগাৎ স্বয়ং চারুশশাঙ্কবক্ত্রা॥ ৪৮
আচারার্থং গিরিশ্রেষ্ঠ দত্তাং গৃহ্লামি পার্ব্বতীম্।
অদত্তাং যদি গৃহ্লামি তথা লোকেঽপি বর্ত্ততে॥

অথ দিব্যোদকৈঃ পূর্ণমাদায় কলশং গিরিঃ।
পরিপূর্ণস্য নিত্যস্য নিত্যানুগ্রহকারিণঃ॥ ৫০
প্রক্ষাল্য পাদৌ শিরসা প্রণম্য
ভৃঙ্গারমাদায় স শৈলরাজঃ।
মুমোচ তোয়ং ভবপাণিপদ্মে
দত্তেতি দত্তেতি তদা প্রজল্পন্॥ ৫১
ততো মঙ্গলনির্ঘোষঃ সমভূৎ ত্রিদিবৌকসাম্।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং কাহলানাঞ্চ নিস্বনঃ॥ ৫২
সা হারকণ্ঠী কটিসূত্রদামা
সুভ্রূলতা চারুবিলোলনেত্রা।
মেরোর্যথৈবোপরি চন্দ্রলেখা
তথা বভৌ পর্ব্বতরাজপুত্রী॥ ৫৩
অথ বেদ্যাং গতো ব্রহ্মা বিশ্বমায়াং স্মরারণিম্
দদর্শোদকপাত্রেণ বিভাবসুপুরস্থিতঃ॥ ৫৪
মাহেশ্বরীং কামময়ীং দৃষ্ট্বা তাস্তু পিতামহঃ।
অক্ষরৎ সহসা শুক্রং ভগ্নকুম্ভাদিবোদকম্॥৫৫
পাদেন তন্মমর্দ্দাশু শুক্রং তৎসদ্মসম্ভবঃ।
পদ্মজোঽপি মহাতেজাঃ দেবদেবস্য পশ্যতঃ।

হইতেছেন। অনন্তর পর্ব্বতেশ্বর, বিশ্বেশকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দেবেশীকে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমিই এক পর-জ্যোতিঃ পরমাত্মা; অনন্তর অর্দ্ধনারীশ্বর, পরে দেবগণের হিতার্থে পৃথক্ অর্দ্ধতনু হইয়াছ। এই উমা দক্ষের দুহিতা সতী দেবী জগদ্ধাত্রী ছিলেন, অনন্তর হে দেব! দক্ষের নিন্দা করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমারই পত্নী হইয়াছেন। অনন্তর ত্রিভুবনেশ্বর শম্ভু, গিরীন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে নগরাজশ্রেষ্ঠ! ইনি যে আমারই পরমাশক্তি মায়া এবং এই চারুচন্দ্রবদনা যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমি জানি; কিন্তু হে গিরিশ্রেষ্ঠ! লোকাচারের রক্ষা নিবন্ধন তোমার দান প্রতীক্ষা করিতেছি। যদি তোমার অদত্তা এই পার্ব্বতীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই প্রকার অদত্তা-পহরণ একটা লোকাচার হইয়া পড়িবে। অনন্তর গিরি দিব্য উদকপূর্ণ কলস লইয়া নিত্যানুগ্রহকারী পূর্ণব্রহ্ম ঐ নিত্য-পুরুষের পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভৃঙ্গার লইয়া তাঁহার পাণিপদ্মে "পার্ব্বতীকে অর্পণ করিলাম, অর্পণ করিলাম" বলিতে বলিতে জল প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণের মঙ্গলধ্বনি এবং বীণা, বেণু মৃদঙ্গ ও কাহল প্রভৃতির নিনাদ হইতে লাগিল। কণ্ঠে হার-বিশোভিত, কটি সূত্র আবদ্ধ, মনোহর ভ্রূলতাসম্পন্ন, চারু-চঞ্চলনয়না পর্ব্বতরাজপুত্রী, সুমেরুপর্ব্বতস্থিত চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভিতা হইলেন। ৪৭-৫৩। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা অগ্নিকে লইয়া জলপাত্র হস্তে দেবীর উপরে গমন করিলেন। বিশ্ব-মায়া, কন্দর্পের অস্ত্রভূতা, কামময়ী সেই মাহেশ্বরীকে দর্শন করিয়া, ভগ্ন কুম্ভ হইতে উদকের ন্যায়, তাঁহার সহসা শুক্রক্ষরণ হইল। সম্মুখস্থিত দেবদেব নিষেধ করি-

মৈবং মর্দ্দেতি তং দৃষ্ট্বা ত্রিপুরারিঃ পিতামহম্ ।
কুরুষেতীতি হোবাচ ভগবান্ নীললোহিতঃ ॥
অমোঘং তৎ তদা বিপ্রাঃ শুক্রমগ্নৌ প্রজাপতিঃ
জুহোতি বচনাচ্ছম্ভোর্বামেনাদায় পাণিনা ॥ ৫৮
হবনাচ্চ ততঃ প্রাপ্তাঃ সবিতারং বিয়ক্তাতম্ ।
তেজোময়াশ্চ তে সর্ব্বে তপোনিষ্ঠাঃ সমন্ততঃ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়স্তূর্দ্ধরেতসঃ ।
মানে ত্বঙ্গুষ্ঠমাত্রাস্তু জাতা হর্ষ সুবর্চ্চসঃ ॥ ৬০
বভূবুস্তে মহাত্মানঃ পতঙ্গসহচারিণঃ ।
নিঃস্পৃহা রশ্মিপাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে জ্বলনসন্নিভাঃ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ মুনয়স্তথা ।
পিশাচা দানবা দৈত্যাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ ॥
বিদ্যাধরাশ্চাপ্সরসস্তথা চান্যে সুরাসুরাঃ ।
প্রহৃষ্টাঃ সর্ব্ব এবৈতে পার্ব্বত্যা হরসঙ্গমাৎ ॥ ৬৩

মুমোচ বৃষ্টিং ক্রতুরাট্ সুতুষ্টঃ
পুষ্পৈরনেকৈর্ভ্রমরাকুলৈশ্চ ।
বাদ্যৈর্বিচিত্রৈর্বরশঙ্খনাদৈঃ
সুগীতগানৈর্বরমঙ্গলৈশ্চ ॥ ৬৪
বীণারবৈর্দুন্দুভিবেণুনাদৈঃ
সমন্ততঃ কর্ণসুখং প্রজজ্ঞে ।
আনৃত্যতীভিঃ সুরসুন্দরীভি-
র্জ্জেগীয়তীভির্বরকিন্নরীভিঃ ॥ ৬৫
দৈত্যাঙ্গনাভিশ্চ বসীদতীভিঃ
কামায়তেতীব তদুৎসবঞ্চ ।
কাঞ্চীরবেণাথ নিতম্বিনীনাং
মনোভিরামেণ চ নূপুরাণাম্ ॥ ৬৬
তাসাং স্মিতেনাথ মুনীন্দ্রবর্য্যা
বভূব কামানলদীপচর্য্যা ।
হোমাবসানে মধুপর্কযুক্তং
দেবায় হৈমং মধুভাজনঞ্চ ॥ ৬৭
দত্তো নিবেদ্য প্রমথাধিপায়
চকার তুষ্টিং পরমাং বিরিঞ্চিঃ ॥ ৬৮

অথ দেবেষু বিশ্বেশো বরদোহভূদ্দ্বিজোত্তমাঃ ।
বরাংশ্চ বিবিধান্ দত্ত্বা ব্রহ্মাদিভ্যো মহেশ্বরঃ ॥
ব্যসর্জ্জয়ৎ ততঃ সর্ব্বান্ স্থাবরান্ জঙ্গমাংস্তথা ।
বিসর্জ্জিতাঃ প্রণম্যেশং প্রীতিং তে পরমাং গতাঃ
এবং সংক্ষেপতো বিপ্রা বিবাহো গিরিজাপতেঃ

লেও অমিততেজঃসম্পন্ন পদ্মযোনি পাদ দ্বারা সেই শুক্র প্রোক্ষন করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর প্রজাপতি, নীললোহিত শম্ভুর আদেশক্রমে সেই অমোঘ শুক্র বামপাণি দ্বারা লইয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। অনন্তর সেই আহুতিতে তেজোময়, তপোনিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ, অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত তেজস্বী, মহাত্মা, পতঙ্গের সহচর, নিঃস্পৃহ, রশ্মিপ হইয়া বহ্নির সমান প্রভাসম্পন্ন হইয়া রহিলেন। অনন্তর দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মুনিগণ, পিশাচ দানব ও দৈত্যগণ, কিন্নরগণ, নাগগণ, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ এবং অপরাপর সুর ও অসুরগণ সকলেই হর-পার্ব্বতী-সমাগমে সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রতুরাজ হইয়া অলিকুলপরিপূর্ণ নানাবিধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বাদ্য, শঙ্খধ্বনি, সঙ্গীত, মাঙ্গল্য-রব এবং বীণা বেণু ও দুন্দুভি-নিনাদে সকলের কর্ণসুখ হইতে লাগিল। সুরসুন্দরীগণের নৃত্যে, উত্তমা কিন্নরীগণের সুগীতে, দৈত্যাঙ্গনাদিগের অবসন্নভাবে সেই উৎসব, মূর্ত্তিমান কামের ন্যায়, লক্ষিত হইল। হে মুনীন্দ্রগণ! নিতম্বিনীদিগের কাঞ্চীরব, মনোহর নূপুরশব্দ ও মধুর-স্মিত দ্বারা কামানল-দীপ সুসজ্জিত হইল। অনন্তর বিরিঞ্চি, হোমাবসানে মধুপর্কযুক্ত মধুপাত্র দেব প্রমথাধিপতিকে নিবেদন করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর বিশ্বপতি মহেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণকে বিবিধ বর প্রদান করিয়া উপস্থিত স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া মহেশকে প্রণাম করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া প্রস্থান করিল। হে বিপ্রগণ! গিরিজাপতির এই বিবাহবৃত্তান্ত রবি

কথিতো রবিণা পূর্ব্বং যথাবৎ সমুদীরিতঃ ॥৭১
শৃণোতি শ্রদ্ধয়া যস্তু পঠেদ্বা প্রযতাত্মবান্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বর্ষাদর্ব্বাঙ্ন সংশয়ঃ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্তেজস্বী প্রিয়দর্শনঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং ব্রজেদ্‌ব্রহ্মপদং ততঃ ॥৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সাম্ববিবাহবর্ণনং নামৈ-কোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
বিবাহ্যাদ্রিসুতাং শম্ভুর্যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্।
ক্রীড়াং বৈ বর্ষসাহস্রীমকরোৎ তত্র শঙ্করঃ ॥ ১
গণৈর্নানাবিধৈশ্চৈব সিংহাস্যৈঃ শরভাননৈঃ।
কৈশ্চিদ্ব্যাঘ্রমুখৈর্ভীমৈঃ কৈশ্চিদ্‌গৃধ্রমুখৈরপি ॥ ২
কৈশ্চিদ্গজমুখৈরন্যৈঃ কৈশ্চিন্মৃগমুখৈরপি
কৈশ্চিদুষ্ট্রমুখৈর্দীর্ঘৈঃ কৈশ্চিদ্ধয়মুখৈরপি ॥ ৩
কৈশ্চিচ্চিত্রমুখৈরন্যৈঃ কৈশ্চিদ্‌বৃকমুখৈরপি।
মূষকাস্যৈস্তথা চান্যৈর্ম্মার্জ্জারবদনৈরপি ॥ ৪
সর্পাস্যৈর্নকুলাস্যৈশ্চ জম্বুকাস্যৈস্তথাপরৈঃ।
শিশুমারমুখৈশ্চান্যৈর্ঋক্ষবক্ত্রৈস্তথাপরৈঃ ॥ ৫
ময়ূরবদনৈরন্যৈর্বকবক্ত্রৈস্তথাপরৈঃ।
শাখামৃগমুখৈশ্চান্যৈঃ খরাস্যৈশ্চ তথাপরৈঃ ॥ ৬
অন্যৈরসংখ্যৈঃ প্রমথৈর্জরামরণবর্জ্জিতৈঃ।
নিত্যতৃপ্তৈর্নিরাতঙ্কৈঃ কালসংহরণক্ষমৈঃ ॥ ৭
সহস্রকোটিসংখ্যাকৈঃ স্বচ্ছন্দগতিচারিভিঃ।
ক্রীড়াং বিধায় ভগবান্ কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে
তপসা মহতা শম্ভুরনুগৃহ্য চ মন্দরম্।
কৈলাসং সম্পরিত্যজ্য মন্দরে চারুকন্দরে ॥ ৯
তত্রাপি রমমাণস্য গতে বর্ষসহস্রকে।
দেবতানাং হিতার্থায় প্রকৃত্যা সহ শূলভৃৎ।
প্রক্রীড়িতোহ বিশ্বাত্মা কামাসক্তশ্চ সর্ব্বথা ॥ ১০
প্রার্থিতোঽহং সুরৈঃ পূর্ব্বং তারকস্য বধেপ্সয়া

পূর্ব্বে যেরূপ সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই উক্ত হইল। যে ব্যক্তি সংযতাত্মা হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই সংবৎসর মধ্যে সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হইয়া শত বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকিয়া অনন্তর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ৫৪—৭৩।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন—শম্ভু এইরূপে অদ্রি-তনয়াকে বিবাহ করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় সহস্র বৎসর কাল ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নানা-বিধ গণ তাঁহার ক্রীড়াসহচর; তন্মধ্যে কেহ সিংহাস্য, কেহ শরভানন, কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ গৃধ্রমুখ, কেহ গজমুখ, কেহ মৃগমুখ, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ হয়মুখ, কাহারও বিচিত্র মুখ, কেহ বৃকমুখ, মূষকের ন্যায় কাহারও মুখ, কাহারও মুখ মার্জ্জারের ন্যায়, কাহারও সর্পের ন্যায়, কাহারও নকুলের ন্যায়, অপ-রের জম্বুকের ন্যায়, কাহারও মুখ শিশুমা-রের ন্যায়, কেহ ভল্লুক-মুখ, কেহ ময়ূরবদন, কাহারও বকের ন্যায় বদন, কাহারও বান-রের ন্যায় বদন, কাহারও গর্দ্দভের সদৃশ মুখ। এইরূপ অন্যান্য অসংখ্য জরামরণ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত, আতঙ্কশূন্য, কালহরণক্ষম, স্বচ্ছন্দগতি প্রমথগণের সহিত ভগবান, পর্ব্বতোত্তম কৈলাসধামে ক্রীড়া করিয়া অনেক তপস্যার পর মন্দরাচলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া মনোহর-কন্দর-সমন্বিত মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া ক্রীড়া করত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ১—৯। দেবগণের হিতার্থে বিশ্বাত্মা শূলধর, কামাসক্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন। "দেবগণ পূর্ব্বে তারকাসুর বধের

মদ্রেতসঃ সমুৎপন্নস্তারকং স হনিষ্যতি ॥ ১১
ইতি মত্বা মহাদেবে রমমাণে সহোময়া।
উৎপাতাশ্চ মহাঘোরাঃ সম্প্রবৃত্তাঃ সুদারুণাঃ
রুধিরাস্থীনি বর্ষান্ত নদন্তো মেঘসঙ্কুলাঃ।
বায়বশ্চ মহাবেগাঃ পর্ব্বতাংশ্চালয়ন্ত তে ॥ ১৩
বিমানানি সুরাণাঞ্চ নিপেতুর্বসুধাতলে।
উল্কাভির্গগনং ব্যাপ্তং পতন্তীভির্দ্বিজোত্তমাঃ ॥
কেতবশ্চোদিতাঃ সর্ব্বে জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ।
দিগ্‌দাহাশ্চ মহাঘোরা দাবাগ্নিরিব সংক্ষয়ে ॥১৫
মৃত্যুকালে যথা জন্তুর্নৈব সৌখ্যমবাপ্নুয়াৎ।
জগত্ত্রয়মিদং কৃৎস্নং ন লভেত তথা সুখম্ ॥১৬
ন বেদাঃ পঠিতাস্তস্মিন্ ন বিপ্রা জজপুর্জপম্ ॥
পার্ব্বত্যাং কম্পমানায়াং কম্পমানে চ শঙ্করে।
ত্রৈলোক্যমভবন্নূনং কম্পমানং ভয়াতুরম্ ॥১৮
কালাগ্নিকম্পিতো দেবো বিরিঞ্চির্মুনিভিঃ সহ।
চক্রায়ুধোঽপি চাত্যর্থমিন্দ্রাদ্যৈঃ পরিবারিতঃ ॥

নিমিত্ত আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল; মদীয় বীর্য্যোৎপন্ন পুত্র তারকাসুর বধ করিবে" এই ভাবিয়া মহাদেব উমার সহিত ক্রীড়ারত হইলেন। এদিকে সুদারুণ ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে লাগিল। মহাবেগশালী প্রচণ্ড বায়ু ও মেঘ সকল গভীর গর্জ্জন করত রক্ত ও অস্থি বর্ষণ করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল উল্টাইয়া ফেলিল; দেবগণের বিমান সকল ভূতলে পতিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! উল্কাপাতে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় কেতু সকল উদিত হইল। প্রলয়কালে মহাবহ্নির ন্যায় অতি ভীষণ দিগ্দাহ উপস্থিত হইতে লাগিল; মৃত্যুকালে যেমন লোক কিছুমাত্র সুখ পায় না, কেবল অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ত্রিজগৎ সুখরহিত, কেবল দুঃখময় হইয়া উঠিল। তৎকালে বেদপাঠ রহিত হইল; ব্রাহ্মণেরা জপহীন হইলেন। পার্ব্বতী ও শঙ্কর উভয়ে কম্পমান হইলে ত্রৈলোক্যও ভয়াতুর ও কম্পমান হইল; কালাগ্নিও কম্পিত হইল। দেব বিরিঞ্চ চক্রায়ুধ, মুনি-

যে কেচিদ্দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা গগনচারিণঃ।
বিদ্যাধরাশ্চ যক্ষাশ্চ সম্প্রাপ্তাশ্চ বসুন্ধরাম্ ॥২০
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ শক্রং দেবর্ষিসত্তমঃ।
যথাবন্মধুপর্কাদ্যৈঃ শক্রস্তমভ্যপূজয়ৎ ॥ ২১
অব্রবীদ্দেবরাজস্তমুপাবিষ্টং মহামুনিম্।
ত্রিকালদর্শিনং শান্তমাত্মনিষ্ঠং তপোনিধিম্ ॥২২

শক্র উবাচ।

উৎপাতাশ্চ মহাঘোরাঃ সম্প্রবৃত্তাঃ সুদারুণাঃ
কারণং বদ মে সর্ব্বং শান্তিশ্চৈব যথা ভবেৎ ॥

নারদ উবাচ।

উময়া সহ বিশ্বেশঃ পরং জ্যোতির্মহেশ্বরঃ।
অহর্নিশমবিশ্রান্তং যুক্ত এব প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪
তস্মাদ্ধেতোঃ প্রবর্ত্তন্ত উৎপাতা বৃত্রহন্ কিল।
বিঘ্নং তস্য প্রকর্ত্তব্যং যদীচ্ছসি পরং সুখম্ ॥২৫
উমাগর্ভসমুৎপন্নঃ সর্ব্বস্মাদধিকো হি সঃ।
কথং ধারয়িতুং শক্তা ব্রহ্মাদ্যাঃ সসুরাসুরাঃ ॥
জগত্ত্রয়মিদং কৃৎস্নং ধরণী ধারয়িষ্যতি।
নাপত্যধারণে শক্তা সঞ্জাতং শিবয়োঃ খলু ॥২৭

গণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ-সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে আসিলেন এবং অপরাপর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, গগনচারী বিদ্যাধর ও যক্ষ সকলেই বসুন্ধরায় সমুপস্থিত; ঐ সময়ে দেবর্ষিসত্তম নারদ ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র যথাবিধি মধুপর্কাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—মহর্ষে! অতি ভীষণ সুদারুণ উৎপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহার কারণ বা এবং কি উপায়েই বা ইহার শান্তি হইবে, তাহা বলুন।১০—২৩। নারদ বলিলেন,—হে বৃত্রাসুরঘাতিন্! পরমজ্যোতি বিশ্বপতি মহেশ্বর অহর্নিশ অবিশ্রান্ত উমার সহিত সংযুক্ত আছেন, সেই কারণে এই সকল উৎপাত হইতেছে; যদি ভাল চাহেন, তাহা হইলে তাহার বিঘ্ন করিতে হইবে। উমাগর্ভোৎপন্ন অপত্য সর্ব্বাতিশায়ী তেজস্বী, ব্রহ্মাদি সুরাসুর কিরূপে ধারণ করিবে? এই সমগ্র

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রো বিস্ময়মাগতঃ।
তদা চিন্তার্ণবে মগ্নো দেবৈঃ সহ পুরন্দরঃ ॥ ২৮
পঙ্কে গৌরিব সীদৎসু দেবেষথ জনার্দ্দনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২৯

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কামাসক্তো ন শঙ্করঃ।
যুষ্মাকং হিতকামায় ভোগযুক্তোঽভবচ্ছিবঃ ॥৩০
স্বতন্ত্রশক্তির্বিশ্বাত্মা জিতকামঃ স্বভাবতঃ।
সম্পূর্ণকামঃ স বিভুঃ কথং কামেন বাধ্যতে ॥৩১
তদ্রেতসা সমুৎপন্নস্তারকং স বধিষ্যতি।
এতস্মাৎ কারণাদ্দেবো দেব্যা যুক্তো-
ঽভবৎ সুরাঃ ॥৩২
কিন্তু তৎকেবলোৎপন্নংসেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ
তেজো ধারয়িতুং তস্য ন শক্যমিতি নিশ্চিতম্
ইদং যৎ কার্য্যমুৎপন্নং ব্যাধিরূপং দিবৌকসাম্
উপেক্ষিতং ন সন্দেহো হন্ত্যান্নূনং জগত্রয়ম্
যদি তৎ কেবলো জাতো ভবিষ্যতি সুরাস্তদা
অসহ্যো দুর্দ্ধরো ঘোর ইতি তথ্যং ন সংশয়ঃ ॥
স এব বিষ্ণুর্বলবানিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
স চাদিত্যঃ কুবেরশ্চ ঈশানো বরুণস্তথা ॥ ৩৬
স যমঃ সচ সোমশ্চ স বায়ুঃ স্বর্গবাসিনঃ।
স এব সর্ব্বং ভবিতা ভবদ্ভিশ্চেদুপেক্ষিতঃ ॥৩৭
দৃশ্যতেঽত্রাপ্যুপায়শ্চ কার্য্যস্যাস্য সুরোত্তমাঃ।
যস্মাদগ্নিমুখা যূয়ং তস্মাদগ্নিহি নান্যথা ॥ ৩৮
যদুগ্রং গহনং ঘোরমপ্রধৃষ্যমগোচরম্।
হৃদি যদ্ভবতাং কার্য্যমগ্নিহি সাধয়িষ্যতি ॥ ৩৯
এবমুক্ত্বাথ বিশ্বাদিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
অব্রবীৎ কৃষ্ণবর্ত্মানং দেবানাং সদসি স্থিতম্ ॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

শৃণু মদ্বচনং বহ্নে দেবানাং যদুপস্থিতম্
ত্বয়া তৎ সাধনীয়ং হি হিতার্থং ত্রিদিবৌকসাম্
যোঽসৌ দেবঃ পরং জ্যোতির্নীলগ্রীবো
বিলোহিতঃ।

জগৎ, ধরণী—কেহই শিব ও শিবার অপত্য ধারণে সমর্থ নহে। ইন্দ্র নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া, সকল দেবগণের সহিত তৎকালে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। পঙ্কে যেরূপ গোগণ অবসন্ন হয়, সেইরূপ দেবগণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। জনার্দ্দন বিষ্ণু দেবগণের হিতেচ্ছু হইয়া সুস্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর; শঙ্কর কামাসক্ত হন নাই। শিব তোমাদের হিতার্থেই ভোগযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীন-শক্তি বিশ্বাত্মা সম্পূর্ণকাম সেই বিভু স্বভাবতই কামজয়ী; তিনি কিরূপে কন্দর্প দ্বারা বাধিত হইবেন? তাঁহার রেতঃসম্ভূত সন্তান তারকের বধ করিবে। এই কারণে দেব, দেবীর সহিত সঙ্গত আছেন। হে সুরগণ! কিন্তু তাঁহার কেবল উৎপন্ন তেজ, ইন্দ্র কি সুর অসুর কেহই ধারণ করিতে সমর্থ নয়, ইহা নিশ্চয়! দেবতাদিগের ব্যাধিস্বরূপ ঐ যে কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, উহা অপেক্ষা করিলে জগত্রয় নষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে সুরগণ! যদি কেবল সেই তেজ বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহা ঘোর অসহ্য, দুর্দ্ধর হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সে একাই বিষ্ণু, বলবান্ ইন্দ্র, প্রজাপতি, আদিত্য, কুবের, ঈশান, বরুণ, যম, সোম ও বায়ু হইয়া দাঁড়াইবে। যদি তোমরা উপেক্ষা কর, তাহা হইলে সেই তেজ একাই সকল স্বর্গবাস হইয়া দাঁড়াইবে। ২৪—৩৭। হে সুরোত্তমগণ! এক্ষণে এই কার্য্যের এই উপায় দেখা যাইতেছে, যেহেতু (তোমরা অগ্নিমুখ) তোমাদের মুখেই অগ্নি রহিয়াছেন, ঐ অগ্নিই উগ্র, গহন, ঘোর, অপ্রধৃষ্য এবং অগোচর, তোমাদের হৃদয়গত কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইবেন। অনন্তর এই বলিয়া বিশ্বের আদি শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীবিষ্ণু দেবগণের সভাস্থ কৃষ্ণবর্ত্মাকে বলিলেন,—হে বহ্নে! মদীয় বাক্য শ্রবণ কর, দেবগণের যে কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমার সাধন করিতে হইবে; উহা সকল দেবগণের হিতার্থ। ঐ যে পরমজ্যোতি নীলগ্রীব

রমতে চোময়া সার্দ্ধং চরাচরপতিঃ শিবঃ।
ভয়ং তস্মাৎ সমুৎপন্নং কারণাদ্ধি দিবৌকসাম্।
তস্মাদ্ধিতায় গচ্ছ ত্বং মহাদেবস্য সন্নিধৌ ॥৫৩
মুখং ত্বমেব সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাঞ্চৈব সাধকঃ ॥৫৪
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা পাবকঃ কেশবাৎ তদা।
উবাচেদং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥৪৫

অগ্নিরুবাচ।

যদুক্তং ভবতা দেব কিন্ত্বযুক্তং সনাতন।
মহেশস্য রহঃস্থস্য প্রবেষ্টুং নৈব সাম্প্রতম্ ॥৪৬
ধ্যানযুক্তো জনঃ কশ্চিন্মন্ত্রভোজনতৎপরঃ।
রহসিস্থোঽথ দানস্থস্তদযুক্তং প্রবেশনম্ ॥ ৪৭
জাপ্যোপহারযুক্তো বা হোমযুক্তোঽথবা ভবেৎ
অর্চ্চনাভিরতঃ কশ্চিৎ তদযুক্তং প্রবেশনম্ ॥
প্রাকৃতস্যাপি দেবেশ রহঃস্থস্য রমাপতে।
তস্মিন্ কালে সুরেশান গর্হিতস্তু প্রবেশনম্ ॥
কিং পুনর্ভগবান্ ভীমস্তিগ্মরশ্মির্মহেশ্বরঃ।
দেবানাঞ্চ হিতার্থায় প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতঃ ॥৫০

নাহং তত্র শিবে নূনং বিভেমি মধুসূদন।
আগতং মাং সমালোক্য ক্ষণাচ্ছম্ভুর্হনিষ্যতি ॥৫
জুগুপ্সিতমিদং কার্য্যমিতি কষ্টং ভয়াবহম্।
বিবস্ত্রাং জননীং দেবীং কথং দ্রক্ষ্যামি কেশব॥
কিং বক্ষ্যতি প্রবিষ্টস্য বক্ষ্যামি কিমহং বিভো।
জল্পিষ্যতি মাং দেবো ধিঙ্মূর্খোঽয়মিতি ধ্রুবম্
যদ্ভাব্যং তদ্ভবেদত্র ন করোমি চ নিন্দিতম্ ॥৫'
অগ্নিনা চৈবমুক্তস্তু বিষ্ণুর্দানবসূদনঃ।
ভয়দং মোহদং শ্রুত্বা বাক্যং হৃদয়কম্পনম্ ॥৫৫
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনর্বহ্নিমিতি স্তবন্।
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় শক্রাদীনাঞ্চ সন্নিধৌ ॥৫৬

বিষ্ণুরুবাচ।

যদুক্তং ভবতা বহ্নে সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
আত্মহেতোর্বিরুদ্ধং স্যাৎ পরার্থং নৈব দুষ্যতি
প্রদিষ্টো দেবদেবেন সংহারার্থং কপর্দ্দিনা।
প্রবিশ ত্বমণো রূপমাদায় ন হি দুষ্যতি ॥ ৮

রক্তবর্ণ চরাচরপতি শিব উমার সহিত সঙ্গত রহিয়াছেন, সেই কারণে দেবগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তুমি দেবগণের হিতার্থে মহাদেবের সন্নিধানে গমন কর; তুমিই সকলের মুখ ও কার্য্য-সাধক। পাবক কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবৎসলাঞ্ছিত-বক্ষঃস্থল হরিকে কহিতে লাগিলেন,—হে সনাতন! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যুক্ত বোধ হয় না; বিজনস্থিত মহেশের সম্মুখে গমন করা উচিত নহে। ধ্যানতৎপর, মন্ত্রণাব্যাপৃত, ভোজননিরত নির্জ্জনস্থ বা দানস্থিত ব্যক্তির নিকটে গমন করিতে নাই। যাহারা জপ-প্রবৃত্ত বা উপহারযুক্ত, হোমনিরত বা পূজা-ব্যাপৃত, তাহাদের নিকটে গমন নিষেধ। হে দেবেশ রমাপতে! সাধারণ লোকই নির্জ্জন-স্থিত হইলে তৎকালে তাহার নিকট যখন গমন নিষিদ্ধ, তখন দেবগণের হিতার্থে প্রকৃতির সহিত সঙ্গত তিগ্মরশ্মি ভীম মহেশ্বরের নিকট কিরূপে যাওয়া যাইবে? ফলতঃ তাঁহার নিকট যাইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। হে মধুসূদন! শম্ভু আমাকে আসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ বধ করিবেন। হে কেশব! বিবস্ত্রা জননী দেবীকেই বা কিরূপে দর্শন করিব? এই কার্য্য অতি কষ্টকর, ভয়াবহ ও অতি গর্হিত। হে বিভো! আমি প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে কি বলিব, তাঁহারাই বা কি বলিবেন? দেব, "ধিক্ এই মূর্খকে" ইহা আমাকে নিশ্চয়ই বলিবেন। যাহা হইবার, তাহা হউক; আমি এ গর্হিত কর্ম্ম করিতে পারিব না।৫৮—৫৪। অগ্নির এই প্রকার ভয়প্রদ মোহজনক হৃদয়কম্পনকারী বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবনিসূদন বিষ্ণু পুনর্ব্বার বহ্নির প্রশংসা করত দেবগণের অগ্রে ত্রৈলোক্যরক্ষার নিমিত্ত শান্তবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—হে বহ্নে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ প্রকার কার্য্য আত্মহিতার্থে করিলে দোষ হয়, পরোপকারার্থে করিলে কোন দোষ নাই। দেবদেব কপর্দ্দী তোমাকে সংহারার্থ আদেশ করিয়াছেন। তুমি অণুরূপে তথায়

প্রস্তুতাপ্রস্তুতং নাস্তি তেজোমূর্ত্তেস্তবানঘ।
সর্ব্বদা সর্ব্বগস্ত্বং হি ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যসে ॥ ৫৯
ভূতগ্রামং সমস্তং বৈ ত্বমেকো ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।
উদরস্থঃ পচস্যন্নং প্রাণিনাং মেষবাহন ॥ ৬০
ত্বয়ৈকেন জগৎ কৃৎস্নং গোপ্যতে যদি পাবক
কিং ন প্রাপ্তং ত্বয়া ব্রূহি দোষঃ কঃ স্যাদ্ধুতাশন
জুগুপ্সাস্মিন্ ন কর্ত্তব্যা ত্বয়া বৈ হব্যবাহন।
উৎপন্নস্যাস্য কার্য্যস্য কাল এষ তবানঘ ॥ ৬২
ত্রিদশাঃ শরণং প্রাপ্তা হুতভুক্ ত্বাং বিভাবসো
অহো ধন্যতরশ্চাসি শ্লাঘ্যো যদি করিষ্যসি ॥৬৩
কুরু কার্য্যং সুরাণাং ত্বং মগ্নানাং করুণাং কুরু
সর্ব্বকালে যথা মর্ত্ত্যা বীক্ষমাণাস্তু ভাস্করম্।
তথা তবাননং বহ্নে পশ্যন্তি সুরসত্তমাঃ।
চারুচন্দ্রপ্রতীকাশং কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতম্ ॥ ৬৬
অনেন কিং ন পর্য্যাপ্তং বদ নূনং বিভাবসো।
এবং সম্বোধ্যমানোঽগ্নির্বিষ্ণুনা দ্বিজসত্তমাঃ ॥৬৭
হৃদয়ে চিন্তিতং তেন যাস্যামি হরসন্নিধৌ ॥ ৬৮

ততো মনোগতং জ্ঞাত্বা অগ্নের্দেবাস্তদানঘাঃ।
সেন্দ্রাঃ সবরুণাদিত্যাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
তুষ্টুবুস্তে শুভৈর্বাক্যৈঃ পাবকং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৬৯

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে সাম্বক্রীড়াদিবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দেবা ঊচুঃ।

জলভীরো জলোৎপন্ন জলাজল জলেচর।
জলজামলপত্রাক্ষ যজ্ঞদেব হুতাশন ॥ ১
কৃষ্ণকেতো কৃষ্ণবর্ত্মন্ স্বর্গমার্গপ্রদর্শক।
যজ্ঞাহুতিহুতাহার যজ্ঞাহায় হরাকৃতে ॥ ২
পূর্ণগর্ভ গবাং গর্ভ জয় দেব মহাশন।
তমোহর মহাহার স্বাহাভর্ত্তর্নমোঽস্তু তে ॥ ৩
হব্যবাহন সপ্তার্চ্চে চিত্রভানো মহাদ্যুতে।

প্রবেশ কর, কোন দোষ হইবে না। হে অনঘ! তুমি তেজোমূর্ত্তি, তোমার প্রস্তুত অপ্রস্তুত কিছুই নাই; তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যাইতে পার, তুমি কোন স্থলে প্রতিহতগতি হও না; তুমি সমস্ত প্রাণিসমূহকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ। হে মেষবাহন! তুমি প্রাণিগণের উদরস্থ হইয়া অন্নপাক কর। তুমি একাই কৃৎস্ন জগৎ রক্ষা করিতেছ। হে হুতাশন! তোমার অপ্রাপ্য কি, দোষই বা কি আছে? হে হব্যবাহন! তুমি এ কার্য্যে ঘৃণা বিবেচনা করিও না। এই কার্য্যসিদ্ধির এই-ই সময়। হে বিভাবসো! সকল দেবগণ তোমার শরণাগত হইয়াছে। এই কার্য্য করিলে তুমি শ্লাঘ্য ও ধন্য হইবে। তুমি দয়া করিয়া বিপন্ন দেবগণের এই কার্য্য উদ্ধার করিয়া দাও। মর্ত্ত্যগণ যেমন সর্ব্বসময়ে ভাস্করের দর্শন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুরশ্রেষ্ঠগণ চারুচন্দ্রসদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন, হে বিভাবসো! বল, ইহা কি কম কথা? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বিষ্ণু সম্বোধন পূর্ব্বক অগ্নিকে এই কথা বলিলে, অগ্নি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—'হরের নিকটে যাইতে হইল।' অনন্তর ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য ও দেবগণ, যক্ষ উরগ ও রাক্ষসগণ অগ্নির মনোগত ভাব জানিয়া শুভবাক্যে পাবকের স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৫—৬৯।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—হে জলভীরো! হে জলোৎপন্ন, হে জলাজল, জলচর, হে জলজামলপত্রাক্ষ, যজ্ঞদেব, হুতাশন! হে কৃষ্ণধ্বজ, কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে স্বর্গপথের প্রদর্শনকারিন! হে হরাকৃতি, যজ্ঞের আহুত-আহারকারিন! হে পূর্ণগর্ভ, গোগর্ভ, দেব, মহাশন, আপনার জয়। হে তমোহর! হে মহাহার! হে স্বাহাস্বামিন্! আপনাকে নমস্কার। হে হব্যবাহন! হে সপ্তার্চ্চিঃ,

অনলাগ্নে যজ্ঞমুখ জয় পাবক সর্ব্বগ॥ ৪
বিভাবসো মহাভাগ বেদভাষার্থভাষণ।
কৃশানো ক্রতুসম্ভারপ্রিয় বিশ্বপ্রভাবণ॥ ৫
সাগরাম্বু ঘৃতং দেব ত্বমশ্বমুখসংশ্রিতঃ।
পিবংশ্চৈবোদ্গিরংশ্চৈব ন তৃপ্তিমধিগচ্ছসি॥৬
ত্বং বাক্যেষ্বনুবাক্যেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিং ত্বাং স্তুবন্তি ত্বৎপরায়ণাঃ॥৭
তুভ্যং কৃত্বা নমো বিপ্রাঃ সকর্ম্মবিহিতাং গতিম্
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুরুদ্রাণাং লোকান্ সম্প্রাপ্নুবন্তি চ॥৮
ত্বমন্তঃ সর্ব্বভূতানাং ভুক্তং ভোক্তা জগৎপতে
পচসে পচতাং শ্রেষ্ঠ ত্রীন্ লোকান সঙ্ক্ষয়িষ্যসি
সাক্ষী লোকত্রয়স্যাস্য ত্বয়া তুল্যো ন বিদ্যতে
শরণং ভব দেবানাং বিশ্বত্রয়মহেশ্বর॥ ১০
ইত্যেবং স্তূয়মানোঽসাবুত্থায় জ্বলনস্তদা।
দেবান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য যযৌ শম্ভুগৃহং দ্বিজাঃ।
তত্রাপশ্যৎ প্রতীহারং মহাদেবসমং বলে।
পূজিতং সেন্দ্রকৈর্দেবৈর্মহাদেবদিদৃক্ষুভিঃ॥১২
কপীন্দ্রবদনং দেবং কুলিশোদ্যতপাণিনম্।
শূলহস্তং মহাবীর্য্যং সূর্য্যাযুতমিবোদিতম্॥ ১৩
নন্দিনস্তু তদা দৃষ্ট্বা পাবকস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
বেগস্তস্যাতুলস্তীক্ষ্ণঃ সহসৈব ব্যহন্যত॥ ১৪
তত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস পশ্যামীতি কথং হরম্।
নন্দিনা দ্বারসংস্থেন পুমান্ ন প্রবিশেদ্গৃহম্॥
পশ্যমানস্য শৈলাদেঃ প্রবিশে যদ্যহং গৃহম্॥
ফলসিদ্ধি ন গচ্ছেত নন্দিনা কুপিতেন চ॥১৬
এবং চিন্তার্ণবে মগ্নো যাবৎ তিষ্ঠত্যসৌ কবিঃ।
দ্বিজান্ নানাবিধাংস্তাবদ্ভ্রমমাণাংশ্চ দৃষ্টবান্॥
তান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস হংসস্য হরসন্নিধৌ।
রূপং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি ইত্যুপায়মচিন্তয়ৎ॥ ১৮
আদায় হংসরূপন্তু প্রবিষ্টঃ পাবকস্তদা।
প্রবিশ্য শঙ্কারহিতঃ সূক্ষ্মরূপো ব্যবস্থিতঃ॥১৯

চিত্রভানো, মহাদ্যুতে, অনল! হে যজ্ঞমুখ অগ্নে! হে সর্ব্বগ পাবক! হে বেদার্থবাদিন্, মহাভাগ, বিভাবসো, হে যজ্ঞসমূহপ্রিয়, জগদুদ্দীপক, কৃশানো, আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেব! আপনিই অশ্বমুখ বাড়বানলরূপে সাগরাম্বুরূপ ঘৃতপান এবং উদ্গিরণ করত পরিতৃপ্ত হন না। আপনি ব্রহ্মযোনি, ব্রাহ্মণগণ আপনার প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া বাক্য, অনুবাক্য, নিষদ্ ও উপনিষদ্ দ্বারা আপনার স্তব করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মবিহিত গতি—ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে জগৎপতে; পাচকশ্রেষ্ঠ! আপনি সকল প্রাণীর অভ্যন্তরগত ভুক্তদ্রব্য ভোজন করত পরিপাক করিয়া দেন, ত্রিলোকের সংক্ষয়কর্ত্তাও আপনি। আপনার সদৃশ লোকত্রয়ের সাক্ষী অপর কেহ নাই। হে বিশ্বত্রয় মহেশ্বর! আপনি দেবগণের রক্ষা করুন। হে দ্বিজগণ! দেবগণের এই প্রকার স্তবে ঐ অগ্নি উত্থান করিয়া দেবগণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শম্ভুগৃহে গমন করিলেন।১-১১। তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে অবলোকন করিলেন যে, মহাদেব দর্শনেচ্ছু ইন্দ্রাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত, কুলিশোদ্যতপাণি, শূলহস্ত, মহাবীর্য্যশালী অযুত সূর্য্যের ন্যায় উদিত, বলে মহাদেবের সমান নন্দী প্রতীহার রহিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! নন্দীকে দর্শন করিয়া পাবকের অতুল তীক্ষ্ণবেগ সহসা প্রতিরুদ্ধ হইয়া গেল। তথায় দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি কিরূপে হরের দর্শন লাভ করি? নন্দী দ্বারে থাকিলে কোন পুরুষই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি প্রবেশ করিতেছি দেখিলে নন্দী কুপিত হইবেন, তাহা হইলে কিছুই ফললাভ হইবে না। এইরূপ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া অগ্নি তথায় অবস্থান করত দেখিলেন, নানাবিধ পক্ষী তথায় চরিতেছে। তদ্দর্শনে ভাবিলেন, আমি হংসরূপে হরের সন্নিধানে গমন করি। তখন পাবক হংসরূপ ধারণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সূক্ষ্ম আকারে গৃহাভ্যন্তরে

পার্ব্বত্যা বাহনং সিংহমথাপশ্যদ্বিভাবসুঃ।
গোক্ষীরধবলাভাসং মহালাঙ্গুলশোভিতম্॥
জাজ্বল্যমাননয়নং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্।
প্রসারিতসটাটোপং হুঙ্কারকৃতভূষণম্।
দানবানাং ক্ষয়করং দেবানামভয়প্রদম্॥ ২১
হুঙ্কারেণ ততস্তস্য জ্বলনো বধিরীকৃতঃ।
অহো দুঃখমিদং প্রাপ্তমিতি সঞ্চিন্ত্য চেতসা॥২·
যদি জীবন্ গমিষ্যামি সিংহাদস্মাদহং তদা।
তেন পর্য্যাপ্তকামোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য নির্গতঃ॥
যত্র দেবা উপেন্দ্রাদ্যাঃ সংস্থিতা মেরুমূর্দ্ধনি।
দেবাঃ সর্ব্বে সুসংহৃষ্টা উচুস্তং জাতবেদসম্॥২

দেবা উচুঃ

অস্মৎকার্য্যং ত্বয়া বহ্নে গত্বা তত্র যথা কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ব্রূহি নঃ ক্ষিপ্রং শর্ম্মাস্মাকং যথা
ভবেৎ॥ ২৫

অগ্নিরুবাচ।

গতোঽহং তস্য ভবনং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
ময়া নন্দীশ্বরো দৃষ্টো দ্বারদেশ উপস্থিতঃ॥২৬
হংসরূপং ততঃ কৃত্বা প্রবিশ্যান্তঃপুরং সুরাঃ।
তত্র সূক্ষ্মবপুর্ভূত্বা যাবৎ ক্ষণমহং স্থিতঃ॥ ২৭
তাবৎ পঞ্চাননো দৃষ্টো গিরিজায়াস্তু বাহনম্।
অতিরৌদ্রো মহাকায়ঃ প্রলয়ান্তকসন্নিভঃ॥ ২৮
ভীতোঽহং নির্গতস্তস্মাদদৃষ্ট্বৈব পিনাকিনম্।
যুষ্মৎকার্য্যমকৃত্বৈব সম্প্রাপ্ত ইহ ভো সুরাঃ॥
পুনর্বিচিন্ত্যতাং কার্য্যং সর্ব্বেষাং বো যথা সুখম্
এবং বহ্নের্বচঃ শ্রুত্বা দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
যযুর্মুনিগণৈঃ সার্দ্ধং মন্দরং চারুকন্দরম্॥ ৩১
তমাসাদ্য গিরিশ্রেষ্ঠং প্রিয়ং দেবস্য শূলিনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে হ্যস্তবন্ বৃষভধ্বজম্॥ ৩২

দেবা উচুঃ।

ওঁ নমঃ পরমেশায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে।
বিরূপায় সুরূপায় পঞ্চাস্যায় ত্রিমূর্ত্তয়ে॥ ৩৩
বরদায় বরাহায় কূর্ম্মায় চ মৃগায় চ।

প্রবেশ করত অবস্থান করিলেন। অনন্তর বিভাবসু দেখিলেন, তথায় গো-দুগ্ধের ন্যায় বৃহৎ লাঙ্গুল দ্বারা শোভিত, জাজ্বল্যমান নয়ন, কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী, দানবগণের ক্ষয়কারী ও দেবগণের অভয়প্রদাতা দেবীর বাহন সিংহ সটাসমূহ প্রসারণ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে। তদীয় হুঙ্কারধ্বনি বহ্নিকে বধির করিয়া তুলিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! মহাসঙ্কট উপস্থিত। যদি এই সিংহের নিকট আমার জীবন থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। এই ভাবিয়া তথা হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া সুমেরুপর্ব্বতের শিখরে যথায় উপেন্দ্র প্রভৃতি সকলে অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন। সকল দেবগণ অগ্নিকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—হে বহ্নে! তুমি তথায় গিয়া আমাদের কার্য্য যাহা সম্পন্ন করিয়াছ, তৎসমুদয় বল—যাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে। অগ্নি বলিলেন,—আমি দেবদেব শূলীর ভবনে গিয়াছিলাম। দ্বারদেশে দেখিলাম, নন্দীশ্বর উপস্থিত আছেন। হে সুরগণ! অনন্তর আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম-শরীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করত দেখিলাম, অতি রৌদ্র, দীর্ঘাকার, প্রলয়ান্তক সদৃশ গিরিজাবাহন পঞ্চানন রহিয়াছেন। আমি তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পিনাকীর দর্শন না করিয়াই তথা হইতে সহসা পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। হে সুরগণ! আপনাদের কোন কার্য্যই করিয়া আসিতে পারি নাই। সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার উপায় পুনর্ব্বার চিন্তা করুন।১২—৩০। বহ্নির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণ বিষ্ণুকে অগ্রে লইয়া মুনিগণের সহিত চারু-কন্দরযুক্ত, দেবদেব শূলীর প্রিয়, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সকলে বৃষভধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন,—ত্রিনেত্র, ত্রিশূলধারী, বিরূপ, সুরূপ, পঞ্চবদন ও ত্রিমূর্ত্তি পরমেশকে আমরা নমস্কার করি। বরদাতা, বরাহ, কূর্ম্ম ও মৃগ,

নীলালকশিখণ্ডায় মণ্ডলেশায় তে নমঃ॥ ৩৪
বিশ্বমানায় বিশ্বায় বিশ্বেশায়াত্মরূপিণে।
কালঘ্নায় মখঘ্নায় অন্ধকঘ্নায় বৈ নমঃ॥ ৩৫
নমো মন্ত্রায় জপ্যায় কোটিজাপ্যায় তে নমঃ।
ধ্যানায় ধ্যেয়রূপায় ধ্যেয়ধ্যানাত্মনে নমঃ॥ ৩৬
ঈশোঽনীশস্ত্বমেবেশ অন্তানন্তস্ত্বমেব চ।
অব্যয়স্ত্বং ব্যয়শ্চৈব জন্মাজন্ম ত্বমেব চ॥ ৩৭
নিত্যানিত্যস্ত্বমেবেশ ধর্ম্মাধর্ম্মস্ত্বমেব চ।
গুরুস্ত্বমগুরুর্দেব বীজং বাবীজমেব চ॥ ৩৮
কালস্ত্বমসি লোকানামকালঃ পরিগীয়সে।
বলস্ত্বমবলশ্চৈব প্রাণশ্চাপ্রাণ এব চ॥ ৩৯
সাক্ষী ত্বং কর্ম্মণাং দেব তথাসাক্ষী মহেশ্বর।
শাস্তাশাস্তা বিরূপাক্ষ ধ্রুবশ্চাধ্রুব এব চ॥৪০
সংসারী ত্বং হি জন্তূনামসংসারী ত্বমেব চ।
গোপ্তা ত্বং সর্ব্বভূতানাং নাস্তি গোপ্তা তবেশ্বরঃ
জীবস্ত্বং জীবলোকস্য জীবস্তেঽন্যো ন বিদ্যতে
ন্যূনাতিরিক্তভাবেন ত্বমায়ুশ্চ শরীরিণাম্॥৪২
দেহিনাং শঙ্করস্ত্বং হি ন চান্যস্তব শঙ্করঃ।
অরুদ্রস্ত্বং মহাদেব রুদ্রস্ত্বং ঘোরকর্ম্মণাম্॥ ৪৩
দেবানাঞ্চ মহাদেবো মহাংস্ত্বত্তো ন বিদ্যতে।
কামস্ত্বং ভবিনাং সর্ব্বকামদস্ত্বং জগৎপতে॥ ৪৪
অজেয়ো জয়িনাং শ্রেষ্ঠো জয়রূপস্ত্বমেব হি।
পুরাণপুরুষস্ত্বং হি পুরাণোঽন্যো ন বিদ্যতে॥
ব্যালযজ্ঞোপবীতায় সরোজাঙ্কায় তে নমঃ।
নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় মীঢ়ুষে॥৪৬
নমঃ কপালহস্তায় পাশহস্তায় দণ্ডিনে।
নমো দেবাধিদেবায় নমো নারায়ণায় চ॥ ৪৭
ঊর্দ্ধমার্গপ্রণেত্রে চ নমস্তে হ্যূর্দ্ধরেতসে।
ক্রোধিনে বীতরাগায় গজচর্ম্মাবগুণ্ঠিনে॥ ৪৮
নমো ব্রহ্মশিরোঘ্নায় নমস্তে কৃষ্ণরেতসে।
নমশ্চণ্ডায় ধীরায় কমণ্ডলুনিষঙ্গিণে॥ ৪৯
নমঃ প্রচণ্ডবেগায় ক্রোধচণ্ডায় তে নমঃ।

নীল অলক ও শিখণ্ডে মণ্ডিত, মণ্ডলেশ আপনাকে প্রণাম। আপনি বিশ্বপ্রমাণ, বিশ্বরূপী, বিশ্বেশ্বর, আত্মরূপী, কালহন্তা, যজ্ঞ ও অন্ধকাসুরের নিধনকারী; আপনাকে প্রণাম। আপনি জপ্য-মন্ত্রস্বরূপ, কোটিবার আপনার জয় হউক। আপনি ধ্যান ও ধ্যেয় উভয়াত্মক; আপনাকে প্রণাম করি। হে ঈশ! আপনি ঈশ্বর ও অনীশ্বর, অন্ত ও অনন্ত, অব্যয় ও ব্যয় এবং জন্ম ও অজন্মও আপনি। আপনি নিত্য ও অনিত্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আপনি গুরু এবং অগুরু। হে দেব! আপনি বীজ ও অবীজ; আপনিই লোকদিগের কাল ও অকালরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, আপনিই বল ও অবল, প্রাণ ও অপ্রাণ। হে মহেশ্বর! আপনিই কর্ম্মের সাক্ষী ও অসাক্ষী। হে বিরূপাক্ষ! আপনি শাসন-কর্ত্তা ও অশাস্তা. ধ্রুব ও অধ্রুবও আপনি। আপনিই জন্তুদিগের সংসার-বিশিষ্ট, অসংসারীও আপনি। আপনি সকল প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা, আপনার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। আপনি জীবলোকের জীব, আপনি ব্যতীত অপর জীব নাই। আপনি ন্যূন ও অতিরিক্ত ভাবে শরীরীদিগের আয়ুঃ। আপনি দেহীদিগের কল্যাণ করিয়া থাকেন, আপনার কল্যাণকর্ত্তা কেহ নাই। হে মহাদেব! আপনি অরুদ্র ও ঘোরকর্ম্মাদের পক্ষে রুদ্র। আপনি দেবতাদিগের মহাদেব, আপনার অপেক্ষা মহান্ কেহ নাই। আপনি প্রাণীদিগের কাম ও অকামপ্রদ। হে জগৎপতে! আপনি অজেয় ও জেতাদিগের শ্রেষ্ঠ জয়রূপী। আপনি পুরাণ-পুরুষ, আপনি ভিন্ন অপর পুরাণ-পুরুষ নাই।৩১—৪৫। আপনি সর্পরূপ-যজ্ঞোপবীতধারী ও সরোজ-চিহ্নধারী; আপনাকে প্রণাম। মীঢ়বান্, নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠকে প্রণাম। আপনি কপালহস্ত, পাশহস্ত, দণ্ডধারী, দেবাধিদেব নারায়ণ; আপনাকে প্রণাম। ঊর্দ্ধপথের প্রণয়নকর্ত্তা, ঊর্দ্ধরেতা, গজচর্ম্ম দ্বারা অবগুণ্ঠিত, বীতরাগ, ক্রোধশীল আপনাকে প্রণাম। ব্রহ্মশিরোঘ্ন কৃষ্ণরেতা শিবকে প্রণাম। চণ্ড, ধীর- কমণ্ডলুধারী, প্রচণ্ডবেগ ও ক্রোধচণ্ড আপনাকে

বরেণ্যায় শরণ্যায় ব্রহ্মণ্যায়াম্বিকাপতে ॥ ৫০
সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্রা ত্বং ধনদায় নমো নমঃ।
নমঃ সংসারপোতায় অণিমাদিপ্রদায়িনে ॥৫১
জ্যেষ্ঠসামাদিসংস্থায় রথন্তরায় তে নমঃ।
ত্রিগাথায় ত্রিমাত্রায় ত্রিমূর্ত্তে ত্রিগুণাত্মনে ॥ ৫২
ত্রিবেদিনে ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিশূন্যায় ত্রিবর্ষ্মণে।
ত্রিদেহায় ত্রিকালায় ত্রিশক্তিব্যাপিনে নমঃ ॥৫৩
শক্তিত্রয়বিহীনায় শক্তিত্রয়যুতায় চ
শক্তিত্রয়াত্মরূপায় শক্তিত্রয়ধরায় চ ॥ ৫৪
যোগীশায় বিষণ্ণায় বিজয়ায় নমো নমঃ।
নমস্তে হরিকেশায় লোকপালায় দণ্ডিনে ॥ ৫৫
হলীষায় প্রমেয়ায় কুলীশায় তু চক্রিণে।
নমো বিন্দুবিসর্গায় নাদায়ানাদধারিণে॥ ৫৬
নাড়ীস্থায় চ নাড্যায় নাড়ীবাহায় বৈ নমঃ ॥৫৭
নমো গায়ত্রীনাথায় গায়ত্রীহৃদয়ায় তে।
নমো গায়ত্রীগোপ্ত্রে চ গায়ত্র্যায় নমো নমঃ
য ইদং পঠতে স্তোত্রং গীর্ব্বাণৈঃ সমুদীরিতম্।
যাবজ্জীবকৃতৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তো যাতি পরাং গতিম্
এবং স্তুতঃ সুরৈঃ শম্ভুঃ প্রসন্নো বরদোঽভবৎ
বরং বৃণীধ্বং হে দেবা ইত্যুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ৬০
অথ তং বরদং জ্ঞাত্বা শম্ভুমগ্নিমুখাঃ সুরাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ভয়ং ত্যক্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ

দেবা ঊচুঃ।

যদি তুষ্টোঽসি বিশ্বেশ দেহীমং বরমুত্তমম্
গিরিজাকুক্ষিসম্ভূতঃ পুত্রো মাভূৎ তবানঘ ॥ ৬২
এবমস্ত্বিত্যসৌ শম্ভুরুক্ত্বা প্রাহ পুনর্বচঃ ॥ ৬৩
নাহং রেতো বৃথা স্কন্দে ত্রৈলোক্যক্ষয়কারণম্।
বৃথা শুক্রে মদীয়ে তু ত্রৈলোক্যং ভস্মসাদ্ভবেৎ
হিতায় তস্মাল্লোকানাং মম রেতো দিবৌকসঃ।
শান্ত্যর্থঞ্চৈব যুষ্মাভিঃ শীঘ্রমেব প্রযুজ্যতাম্ ॥
এবং শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাস্তে ভয়বিহ্বলাঃ।
সলোকেশাঃ সগোবিন্দা ন কিঞ্চিদব্রুবন্ দ্বিজাঃ
অথ দেবেষু সীদৎসু বিষ্ণুর্গৌরিব কর্দ্দমে।
প্রসার্য্য স্বাঞ্জলিং শম্ভুং রেতো মুঞ্চেতি চাব্রবীৎ

নমস্কার করি। হে অম্বিকাপতে! আপনি বরেণ্য রক্ষাকর্ত্তা সকলের প্রতি অনুগ্রহকর্ত্তা ধনদ ব্রহ্মণ্যদেব; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অণিমাদিগুণপ্রদাতা, জ্যেষ্ঠসামাদিসংস্থিত রথন্তর এবং সংসারের পোতস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ত্রিগাথাময়, ত্রিমাত্র, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিগুণাত্মা, ত্রিবেদী ও ত্রিসন্ধ্যা স্বরূপ; ত্রিশূন্য, ত্রিবর্ম্মা, দেহত্রয়বিশিষ্ট, ত্রিকালস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিব্যাপী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি শক্তিত্রয়বিহীন এবং শক্তিত্রয়যুক্ত, শক্তিত্রয়স্বরূপ ও শক্তিত্রয়ধারী, যোগীশ্বর, বিষণ্ণ, বিজয়স্বরূপ; আপনাকে সতত প্রণাম করি। আপনি হরিকেশ, লোকপাল, দণ্ডী, হলীষ, প্রমেয়, কুলীশ, চক্রী; বিন্দু-বিসর্গস্বরূপ, নাদ ও অনাদধারী, নাড়ীস্থ, নাড়ীবাহ ও নাড্য; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি গায়ত্রীনাথ, গায়ত্রীহৃদয়, গায়ত্রীগোপ্তা এবং গায়ত্রীস্বরূপ; আপনাকে মুহুর্মুহু প্রণাম করি। গীর্ব্বাণকর্ত্তৃক উদীরিত এই স্তব যিনি পাঠ করেন, তিনি যাবজ্জীবনকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। শম্ভু সুরগণকর্ত্তৃক এই প্রকার স্তুত হইয়া প্রসন্ন এবং বরদানোদ্যত হইলেন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা বর প্রার্থনা কর। ৪৬—৬০। অনন্তর তাঁহাকে বরদানোদ্যত দেখিয়া বহ্নিপ্রমুখ দেবগণ প্রাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়চিত্তে বলিলেন,—হে বিশ্বেশ্বর! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই উত্তম বর প্রদান করুন যে, গিরিজাগর্ভজাত সন্তান না হউক। শম্ভু 'তথাস্তু' বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—আমি বৃথা ত্রৈলোক্যের ক্ষয়কারণ রেতঃক্ষরণ করিব না; মদীয় রেতঃ বৃথা ক্ষরিত হইলে ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ হইল। হে দ্বিজগণ! শম্ভুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকেশ গোবিন্দ প্রভৃতি সকল দেবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। কর্দ্দমপতিত গাভীর ন্যায় দেবগণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে, বিষ্ণু স্বকীয় অঞ্জলি প্রসারণপূর্ব্বক শম্ভুকে কহিলেন,—আপনি

দেবদেবামৃতং দিব্যং হস্তাভ্যাং মম শঙ্কর।
শীঘ্রমেব প্রযচ্ছস্ব পিবন্তু সুরপুঙ্গবাঃ ॥ ৬৮
ততো লিঙ্গাদ্বিনিষ্ক্রান্তং চন্দ্রবিম্বাৎ সুনির্ম্মলম্
জাতীনীলোৎপলামোদংপাণৌ বহ্নের্দদৌ শিবঃ
করাভ্যাং পতিতং রেতস্তদাভূৎ পাবকস্য বৈ।
পপৌ বহ্নিস্ততঃ শুক্রং জ্বলন্তং ভাস্করপ্রভম্।
সুধেতি মনসা মত্বা হৃষ্টাত্মা মুদয়ান্বিতঃ ॥ ৭০
অথ পীতে তদা শুক্রে বহ্নিনা মুনিপুঙ্গবাঃ।
রেতঃপাতেন সন্তর্প্য স দেবাসুরপূজিতঃ।
বিসৃজ্য তাংশ্চ ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭১
তদা হবির্ভুজং দেবং সেন্দ্রা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
যথাগতা যযুস্তত্র পূজয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥ ৭২
রেতসা দহ্যমানোঽগ্নিঃ পাতালাৎ সুতলং গতঃ
ততো বিবেশ গিরিশো যত্রাস্তে পার্ব্বতী শিবা
উবাচ পার্ব্বতীং শম্ভুঃ প্রহসন্ কমলেক্ষণাম্ ॥৭৪

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহাভাগে যদ্বৃত্তং তদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥৭৫
স্বতন্ত্রকামাসি শিবে যথাহং বরবর্ণিনি।
দেবা মচ্ছরণং প্রাপ্তা ন চাহং শরণং ত্যজে ॥
গোপ্যা ময়া সদা কান্তে মহাদেবো যতঃ স্মৃতঃ
ভবিষ্যতি মহাভাগে পুত্রস্তব ষড়াননঃ ॥ ৭৭
কিন্ত্বৌরসস্তু সুশ্রোণি দেবৈর্নেষ্টস্তবাংশতঃ।
বহ্নিকুক্ষিগতং রেতো গতং দেবান্ বিভাগশঃ
যচ্ছেষমুদরে বহ্নিস্তদ্‌গঙ্গায়াং প্রদাস্যতি ॥ ৭৯
ততঃ সাপি বিদহ্যন্তী মম তেজঃ প্রতাপবৎ
কৃত্তিকাঃ ষট্ সমাখ্যাতা গঙ্গায়াং স্নাতুমাগতাঃ
তাসু গঙ্গাবিনিক্ষিপ্তং মম রেতস্তদদ্ভুতম্
ততস্তাঃ কৃত্তিকাঃ স্তব্ধা দেবি মাং শরণং গতাঃ
অনুগ্রহান্ময়া তাসামিদমুক্তং তদা শিবে ॥ ৮১
মমাদেশাদ্যাতাঃ সর্ব্বাঃ শরধানবনং শুভম্
মোচয়িষ্যন্তি তা গর্ভং দেবাশ্চ কমলেক্ষণে।
বচনান্মম সুশ্রোণি গর্ভশল্যং বরাননে ॥ ৮২

রেতঃ পরিত্যাগ করুন, হে দেবদেব শঙ্কর! মদীয় হস্তে দিব্য অমৃতস্বরূপ ঐ রেতঃ প্রদান করুন; সুরপুঙ্গবগণ পান করুন। অনন্তর শিব চন্দ্রবিম্বের ন্যায় লিঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত সুনির্ম্মল জাতীকুসুম ও নীলোৎপলের ন্যায় সুবাসিত শুক্র বহ্নির পাণিপুটে প্রদান করিলেন। অনন্তর বহ্নিও হস্তনিপতিত জ্বলন্ত ভাস্করের ন্যায় ঐ শুক্র সুধা মনে করিয়া অতি আনন্দসহকারে পান করিলেন। দেবাসুরগণকর্ত্তৃক পূজিত ভগবান্ শিব রেতঃপাতে পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণকে বিদায় দিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় অগ্নিদেবকে পূজা করিয়া যেরূপ আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সকলে প্রস্থান করিলেন। রেতঃ দ্বারা দগ্ধপ্রায় হইয়া, অগ্নি পাতাল হইতে সুতলে গমন করিলেন। অনন্তর গিরিশ শম্ভু,পার্ব্বতী সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক হাস্য করত কমলেক্ষণা পার্ব্বতীকে কহিলেন,—হে দেবি মহাভাগে! যাহা যাহা হইয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ কর; —হে বরবর্ণিনি শিবে! তুমি আমার ন্যায় স্বতন্ত্রকামা! দেবগণ আমার শরণাগত হইয়াছিল, আমি শরণাগত পরিত্যাগ করি না। ৬০—৭৬। হে কান্তে! আমায় সর্ব্বদা আশ্রিত পালন করিতে হয়, যেহেতু আমি মহাদেব। হে মহাভাগে! তোমার ষড়ানন এক পুত্র হইবে, কিন্তু হে সুজঘনে! তাহাতে ত্বদীয় অংশে মদীয় ঔরস পুত্র দেবগণের অভিপ্রেত নহে তজ্জন্য আমি শুদ্ধ রেতঃ বহ্নির মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। ঐ রেতঃ বহ্নির উদরে গমন করিয়া অংশে অংশে দেবগণের উদরগত হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা বহ্নির উদরে আছে, তাহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে! আমার রেতঃপ্রভাবে গঙ্গাও দগ্ধপ্রায় হইবে। ষট্‌কৃত্তিকা তথায় স্নান করিতে যাইলে, গঙ্গা তাহাদের উপরে সেই রেতঃ নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহারা সকলে আমার শরণাগত হইলে, অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আমি যাহা বলিব, তদনুসারে কৃত্তিকাগণ শুভ শরবণে গিয়া গর্ভ মোচন করিবেন; দেব-

ততস্তে ভবিতা পুত্র একীভূত্বা স্বতেজসঃ।
বালসূর্য্যাযুতপ্রখ্যো বালেন্দুজ্বলতাঙ্কিতঃ॥৮৩
আগ্নেয়ো বহ্নিজো দেবো গাঙ্গেয়ঃ কৃত্তিকাসুতঃ
স্কন্দো গুহস্তথা পুত্রো নামভিস্তে ভবিষ্যতি॥
এবং শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা প্রাহ দেবী গিরীন্দ্রজা।
মম কুক্ষিসমুৎপন্নং যতো নেচ্ছন্তি পুত্রকম্।
অতঃ পুত্রবিহীনাস্তে ভবিষ্যন্তি সুরাদয়ঃ॥ ৮৫
যো হি নন্দী মহাবীর্য্যঃ সুরাসুরমহোরগৈঃ।
সর্ব্ব ভূতানাং যোগী যোগবলান্বিতঃ॥৮৬
প্রবিশ্যান্তঃপুরে বহ্নির্দৃষ্ট্বা মাং বস্ত্রবর্জ্জিতাম্।
যস্মাদুপেক্ষিতস্তস্মান্মনুষ্যত্বং প্রয়াতু সঃ॥ ৮৭
শাপং শ্রুত্বাথ শৈলাদির্বজ্রেণেব হতো গিরিঃ।
অপতদ্ যোগিনামগ্র্যো জ্ঞানমূর্ত্তিধরো দ্বিজাঃ॥
পুনশ্চ শম্ভোর্বচনাৎ শৈলাদিমনুগৃহ্য চ।
সমালিঙ্গ্য মহাদেবং স্থিতা দেবীতি নঃ শ্রুতম্

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে পাবকস্তুত্যাদিকথনং
নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

বহ্নৌ সন্তর্পিতে সূত রেতসা ত্রিদিবৌকসঃ।
সগর্ভাঃ খলু সঞ্জাতা দেবদেবেন শম্ভুনা॥ ১
সৌখ্যং কথমবাপুস্ত উদরস্থেন রেতসা।
কিমকুর্ব্বংস্তদা সর্ব্বে নারায়ণপুরোগমাঃ॥ ২
গর্ভনিষ্ক্রমণং তেষামুৎপন্নেন চ কিং কৃতম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাসেন ব্রূহি নঃ সূত পৃচ্ছতাম্

সূত উবাচ।

বহ্নৌ সন্তর্পিতাস্তেন রেতসা ত্রিত্রিবৌকসঃ।
রেতসা চোদরস্থেন সন্তপ্তাস্তে সুরাদয়ঃ॥ ৪
দশপঞ্চসহস্রাণামতীতেষু দ্বিজোত্তমাঃ
বর্ষাণাঞ্চ তথাষ্টৌ চ গূঢগর্ভা দিবৌকসঃ॥ ৫

নন্দীর শাপবিমোচন করিয়া মহাদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।৮৭—৮৯।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬১॥

গণও তথায় গর্ভ মোচন করিবেন। পরে সেই সব তেজ একত্র হইয়া, অযুত বালসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী, নবশশিরেখাসদৃশ-জ্বলতাযুক্ত একটী পুত্র হইবে। ঐ পুত্রের নাম আগ্নেয়, বহ্নিজ, গাঙ্গেয়, কৃত্তিকাসুত, স্কন্দ ও গুহ হইবে। শম্ভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, গিরীন্দ্রজা দেবী কহিলেন,—দেবগণ যেহেতু মদীয় গর্ভোৎপন্ন পুত্র ইচ্ছা করেন না, এই কারণে তাহারা পুত্রবিহীন হইবে। সুর, অসুর ও উরগগণের দুর্জ্জেয় যোগী যোগবলান্বিত মহাবীর্য্য নন্দী যে বহ্নির অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক বিবস্ত্রা আমার দর্শন উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই কারণে নন্দী মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। হে দ্বিজগণ! যোগীদিগের অগ্রগণ্য জ্ঞানমূর্ত্তিধর নন্দী শাপ শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহত শৈলের ন্যায়, নিপতিত হইলেন। পুনর্ব্বার দেবী মহাদেবের কথায় অনুগ্রহ করিয়া

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! বহ্নি শম্ভুশুক্রে সন্তপ্ত হইলে, দেবদেব শম্ভুর শুক্রে দেবগণ সগর্ভ হইয়া, উদরস্থ রেতো-বিদ্যমানে কিরূপে সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ কি করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহাদের গর্ভ নিষ্ক্রামণ হইল এবং সেই গর্ভজ সন্তান উৎপন্ন হইয়াই বা কি করিয়াছিল? হে সূত! আমরা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—সেই বীর্য্যে বহ্নি সন্তর্পিত হইলেন, কিন্তু দেবগণ উদরস্থ সেই বীর্য্যে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! অষ্টাধিক পঞ্চদশ সহস্র বৎসর কাল দেবগণ গর্ভ গোপন করিয়া যাপন করিলেন। পরে তাঁহারা

দুঃখিতাঃ পার্ব্বতীকান্তং শঙ্করং শরণং যযুঃ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্‌॥ ৬
দেবা উচুঃ।
ভগবন্‌ যদিদং দুঃখং গর্ভজং দেহশোষণম্‌।
যথা নশ্যতি দেবেশ তদুপায়ং কুরু প্রভো॥ ৭
বহ্নিনা পীতমাত্রেণ রেতসা তব শঙ্কর।
বয়ং সগর্ভাঃ সঞ্জাতা গর্ভকালে চ তোয়দাঃ॥ ৮
উপহাস্যমিদং দেব পুংসাং যদ্গর্ভসম্ভবঃ॥ ৯
সর্ব্বে বৈ ভৃশমুদ্বিগ্নাস্তব তেজোবশাদ্বিভো।
দহ্যমানা মহাদেব নরকে পাপিনো যথা॥ ১০
শরণং ভব দেবানাং করালম্বং দদস্ব নঃ।
দুঃখোদধৌ প্রদুস্তারে প্রণতার্ত্তিবিনাশন॥ ১১
এবং শ্রুত্বা তু বচনং দেবানাং পার্ব্বতীপতিঃ।
ঈষদ্বিহস্য ভগবানুবাচেদং সুরেশ্বরঃ॥ ১২
ঈশ্বর উবাচ।
ভবদ্ভিরীদৃশং কার্য্যমিষ্টং বৈ সুরপুঙ্গবাঃ।
নেষ্টং দেব্যুদরস্থং হি তস্মাদ্গর্ভদশাং গতাঃ।
ইদানীং যৎ প্রকর্ত্তব্যং শৃণুধ্বং তৎ সুরোত্তম
বহ্নিং যূয়ং পুরস্কৃত্য মেরুং ব্রজত মন্দরাৎ॥
শরধানবনে যূয়ং হ্রদোৎসঙ্গে প্রসূয়ত।
নিঃসরিষ্যত্যসন্দেহং ততঃ সৌখ্যমবাপ্স্যথ॥
ততঃ শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা নারায়ণপুরোগমাঃ।
অগ্নিমন্বিষ্য চ যযুর্মেরুং গিরিবরোত্তমম্‌॥ ১৬
তস্য চোত্তরদিগ্‌ভাগে শরধানবনে শুভে।
উপবিশ্য মহাত্মানো মধ্যে সংস্থাপ্য বেধসম্‌॥
নারায়ণং পুরস্কৃত্য প্রসূতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
গর্ভশল্যবিনির্মুক্তা জাতাস্তে সুখিনো দ্বিজাঃ
শার্ব্বেণ তেজসা তেন রঞ্জিতো মেরুপর্ব্বতঃ।
ততঃ কাঞ্চনতাং প্রাপ্তঃ সশৈলবনকাননঃ॥
শার্ব্বং তেজো ধৃতং যস্মাদ্দেবৈর্বহ্নিপুরোগমৈঃ
তস্মাজ্জরাদিভির্মুক্তা অমরাশ্চ সুরোত্তমাঃ॥
সিদ্ধাশ্চ মুনয়শ্চৈব যে কেচিৎ তত্র সংস্থিতাঃ।
তৃণগুল্মলতাশ্চৈব জলস্থলরুহাশ্চ যে।
সর্ব্বে কাঞ্চনসঙ্কাশাঃ সঞ্জাতাস্তৎপ্রভাবতঃ॥

সকলে, কোটিসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান পার্ব্বতীকান্ত শঙ্করের শরণাগত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্‌ প্রভো! আমাদিগের অত্যন্ত গর্ভজনিত দেহ-শোষণ ক্লেশ হইয়াছে; হে দেবেশ! যাহাতে তাহা নষ্ট হয়, তাহার উপায় করুন। বহ্নি বীর্য্য পান করিবামাত্রই হে শঙ্কর! আমরা সকলে সগর্ভ হইয়াছি। হে দেব! পুরুষের গর্ভোৎপত্তি, ইহা অতি উপহাসের কথা। হে বিভো! ভবদীয় তেজে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হে মহাদেব! নরকস্থ পাপীদিগের ন্যায় অত্যন্ত দাহ অনুভব করিতেছি। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রণত-দুঃখ-বিমোচনকারিন্‌! এই সুদুস্তর দুঃখসমুদ্রে আমাদিগকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ভগবান্‌ দেবদেব পার্ব্বতীপতি ঈশ্বর দেবগণের এইরূপ বচন শুনিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের ইহাই অভিলষিত কার্য্য, দেবীর উদরস্থ সন্তান তোমাদের আবশ্যক নাই; এই কারণে এই গর্ভদশা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে সুরোত্তমগণ! এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য শ্রবণ কর। তোমরা বহ্নিকে অগ্রে লইয়া, এই মন্দরাচল হইতে মেরু পর্ব্বতে গমন কর; তথায় শরধানবনে গমনপূর্ব্বক হ্রদমধ্যে প্রসব কর; নিশ্চয়ই গর্ভ নিঃসৃত হইবে, পরে ক্লেশ দূর হইবে। ১—১৫। অনন্তর শম্ভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ নারায়ণকে অগ্রে অগ্রে করিয়া অগ্নির অন্বেষণ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরুপর্ব্বতে গমন করিলেন। মহাত্মা দেবগণ তাহার উত্তর-দিগ্‌ভাগে শরধানবনে উপবেশন করিয়া, বিধাতাকে মধ্যে উপবেশন করাইয়া, নারায়ণকে অগ্রে রাখিয়া, সকলে প্রসব করিলেন। হে দ্বিজগণ! তাঁহারা গর্ভশল্য হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইলেন। শৈব তেজে সেই মেরুপর্ব্বত শৈলবনাদি সহিত রঞ্জিত হইয়া কাঞ্চনময় হইয়া গেল। বহ্নি

পার্শ্বং মেরোর্বিনির্ভিদ্য শম্ভোস্তেজো বিনির্গতম্
গঙ্গায়াং নিহিতং যচ্চ তদেতৎস্থগভুদ্দ্বিজাঃ॥ ২২
অথ দেবো মহাদেবস্তেজোরাশিরুমাপতিঃ।
গোপয়ামাস তৎ তেজঃ পিঙ্গলং প্রেক্ষ্য শঙ্করঃ
গোপ্যমানে তু তস্মিংশ্চ মেরৌ সূর্য্যাযুত প্রভঃ
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রেণ কঠিনং স্কন্দনাং গতঃ॥ ২৪
স্কন্দ ইত্যুচ্যতে তেন তপাপ্রভৃতি সুরভাঃ।
হরাজ্জাতো যতস্তেন কুমার ইতি কথ্যতে॥ ২৫
স্কন্দঃ কুমারঃ ষড়্বক্ত্রস্তথা দ্বাদশলোচনঃ।
ভুজৈর্দ্বাদশভিশ্চৈব শোভমানোঽভবৎ তদা।
ঈশাদেশাৎ পুনঃ স্নাতুং কৃত্তিকাঃ পরমোজ্জ্বলাঃ
তাভিঃ ক্ষীরং যতো দত্তং কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ
গর্ভপঙ্কবিলিপ্তাঙ্গো গঙ্গায়াং স্নাপিতঃ প্রভুঃ।
তপ্তচামীকরাভাসঃ শরধানবনে তদা॥ ২৮
নাম্নাং সহস্রেণ তদা কুমারো বেধসা স্তুতঃ॥২৯
মুমোচ নাদমুত্থায় সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্।
পাতালং ভেদয়িত্বা তু তচ্ছৃঙ্গং শতধা কৃতম্॥
সিংহাদয়োঽপি তত্রস্থাস্তেন নাদেন সূদিতাঃ॥
ততস্তং ক্রীড়মানন্তু দৃষ্ট্বা দেবং শিবাত্মজম্।
পিঙ্গলো দেবদেবেশং জ্ঞাপয়ামাস শঙ্করম্॥৩২
পশ্য ত্বং দেবদেবেশ ক্রীড়মানং কুমারকম্।
সূর্য্যাযুতপ্রতীকাশমাত্মসূনুং ষড়াননম্॥ ৩৩
জ্ঞাপিতঃ পিঙ্গলেনেশো বাক্যং দেব্যৈ মুদাবহম্
বরো বরেণ্যো বরদো বিশ্বাকার উবাচ হ॥৩৪

ঈশ্বর উবাচ।

গচ্ছাব এহি দেবেশি মেরৌ যত্র সুতস্তব।
পশ্যাবস্তং বরারোহে কুমারন্তু ষড়াননম্॥ ৩৫
পুরা ত্বয়েষ্টং কনকাবভাসং
পশ্যাদ্রিজে মানসরাজহংসম্।
প্রধাবমানং শতসূর্য্যকল্পং
ষড়াননং কার্ম্মুকপাণিমগ্রে॥ ৩৬

প্রভৃতি দেবগণ শঙ্করতেজ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, জরাদিবিমুক্ত ও অমর হইলেন। তখন সিদ্ধগণ, মুনিগণ, জলজ ও স্থলজ তৃণ, লতা ও গুল্ম সকল যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদয় তেজঃপ্রভাবে কাঞ্চনসদৃশ হইয়া গেল, সেই সমুদয় শম্ভুতেজ সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বভেদ করিয়া গঙ্গায় নিপাতিত হইয়া একত্র হইয়া গেল। অনন্তর তেজোরাশি মহাদেব উমাপতি সেই তেজ দর্শন করিয়া, পিঙ্গলকে দেখাইয়া, সুমেরু-পর্ব্বতে গোপন করিয়া রাখিলেন। সুমেরু-পর্ব্বতে গোপিত সেই তেজ সহস্র বৎসরের পর অযুত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ও কঠিন হইয়া স্কন্দিত হইল, হে সুব্রতগণ! তদবধি তাঁহাকে সেই কারণে স্কন্দ বলা হয়। হর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কুমার নামে অভিহিত হন। তখনই সেই স্কন্দ কুমার ষড়্বদন, দ্বাদশ-লোচন, দ্বাদশ-বাহুবিশিষ্ট হইয়া শোভিত হইতে লাগিলেন। ঈশ্বরের আদেশে পরমা সুন্দরী ষট্‌কৃত্তিকা স্নান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া, তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া কার্ত্তিকেয় নাম হয়। তখন উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় কান্তিমান্ গর্ভপঙ্ক দ্বারা লিপ্তগাত্র কুমারকে ঐ শরধানবনে গঙ্গায় স্নান করান হইল, বিধাতা ঐ কুমারের সহস্র নামে স্তব করিলেন। অনন্তর ঐ কুমার উঠিয়া সর্ব্বপ্রাণিভয়াবহ গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন, সেই নিনাদে সুমেরুর শৃঙ্গ ও পাতাল শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তত্রস্থ সিংহ প্রভৃতি পশুগণ সেই নিনাদে প্রপীড়িত হইল। অনন্তর পিঙ্গল, শিবতনয়কে তথায় ক্রীড়া করিতে দেখিয়া দেবদেব শঙ্করকে গিয়া জানাইল,—হে দেবদেবেশ! অযুত-সূর্য্যতুল্য ভবদীয় ষড়ানন পুত্র কেমন ক্রীড়া করিতেছে, অবলোকন করুন। ১৬—৩৩। পিঙ্গল কর্ত্তৃক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া বরেণ্য বরপ্রদ বিশ্বাকৃতি ঈশ্বর দেবীকে আনন্দপ্রদ বাক্যে বলিলেন,—হে দেবেশি! সুমেরু পর্ব্বতে যে স্থানে তোমার পুত্র আছে, আইস তথায় যাই, হে বরারোহে! ষড়ানন কুমারকে দর্শন করি। হে অদ্রিতনয়ে! তোমার পূর্ব্বাভিলষিত শতসূর্য্যসন্নিভ, আমাদিগের মানসহংসস্বরূপ ঐ ষড়ানন

সমাগতৌ স জ্বলনোঽথ দৃষ্ট্বা
ত্রিলোকনাথৌ জগতঃ প্রদীপৌ।
উবাচ বহ্নির্বরদং কুমারং
হরাম্বিকে দ্বৌ পিতরৌ তবৈতৌ।
ত্বামাগতৌ দ্রষ্টুমনন্তবীর্য্যং
ব্রজাশ্রয়েতি প্রমথাধিনাথৌ॥ ৩৭
গতোঽথ বহ্নের্বচনং নিশম্য
ততঃ স্থতস্তাদ্‌গিরিজাঙ্কগোঽভূৎ।
তং সা পিবন্তং মুহুরঙ্কসংস্থ-
মতৃপ্যমাণং কলহংসনাদিনী॥ ৩৮
উমাঙ্কসংস্থো মদনারিস্থনুঃ
করেণ তস্যাস্তিলকালকৌ তু।
মমর্দ্দ শম্ভোশ্চ ভুজঙ্গহারং
জগ্রাহ চন্দ্রং স কপর্দ্দসংস্থম্॥ ৩৯
পঞ্চম্যাং স্থাপিতঃ সোঽথষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীপ্রিয়ো গুহঃ
চতুষ্পাদবতীং ত্যক্ত্বা ত্রৈলোক্যং হন্তুমুদ্যতঃ॥
অবোধয়ৎ তদা বালো জন্তূন স্থাবরজঙ্গমান্।
ক্বচিচ্ছৃঙ্গং গিরেঃ শৌর্য্যান্নয়ত্যাশু সমানতাম্
ক্বচিৎ সিংহান্ সমাকৃষ্য পাতয়ামাস ভূতলে।
আরুহ্যাতাড়য়ৎ পৃষ্ঠে তানেব ভ্রাময়ন্ পুনঃ॥
ক্বচিন্নাগৌ গৃহীত্বা তু করাভ্যাং সম্মুখাবুভৌ।
আস্ফোটয়ৎ তদান্যোন্যা কুম্ভাভ্যাং স চ লীলয়া
সমুৎপত্য সমাদায় খেচরাণামুমাস্থতঃ।
চিক্ষেপ সহসা বালো বিমানান্যবনীতলে॥ ৪৪
পুনরুৎপত্য বেগেন প্রেক্ষ্যমাণঃ খমণ্ডলে।
মার্গং রুরোধ সূর্য্যেন্দ্বোর্গ্রহাণাঞ্চ তথৈব সঃ॥
উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ইতশ্চেতশ্চ সোঽক্ষিপৎ
পর্ব্বতাংশ্চ বিশেষেণ নদ্যশ্চোন্মার্গতোঽনয়ৎ॥
ত্রাসিতস্ত জগৎ সর্ব্বং দামোদরপদত্রয়ে॥ ৪৭
ততস্তে ভৃশমুদ্বিগ্নাঃ শক্রং শক্রপ্রতাপনম্।
উচুর্গত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভূতা বাক্যমিদং তদা॥ ৪৮
অয়মর্কাযুতপ্রখ্যো বালো নো হন্তি বৃত্রহন্।

পুত্র কার্ম্মুক-হস্তে কেমন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, দর্শন কর। অনন্তর জগতের প্রদীপস্বরূপ ত্রিলোকনাথ হরপার্ব্বতী তথায় উপস্থিত হইলে, বহ্নি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বরদ কুমারকে কহিলেন,—প্রমথনাথ! এই হর ও অম্বিকা আপনার পিতা ও মাতা, অনন্তবীর্য্য আপনার দর্শনাভিলাষে আসিয়াছেন; ইঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক আশ্রয় লউন। অনন্তর বহ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার তাঁহাদের নিকটে গিয়া পার্ব্বতীর অঙ্কে উঠিলেন, কলহংসনাদিনী গৌরীর ক্রোড়ে অবস্থানপূর্ব্বক অপরিতৃপ্তভাবে তদীয় স্তন্যপান করিতে লাগিলেন। মদনারিপুত্র উমার ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহার তিলক অলক স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং শম্ভুর ভুজঙ্গহার ও কপর্দ্দস্থিত চন্দ্র কর দ্বারা মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষষ্ঠীপ্রিয় গুহ, পঞ্চমীতে উপবেশিত হইলেন; ষষ্ঠীদিনে চতুষ্পাদগতি (হামাগুড়ি) পরিত্যাগ করিয়া ত্রৈলোক্যহননোদ্যত হইলেন। তখন সেই বালক স্থাবর-জঙ্গম সকল জন্তুকে বোধিত করিলেন। অসীম শৌর্য্যহেতু কোন স্থলে পর্ব্বতশৃঙ্গ সমান করিয়া ফেলিলেন; কোন স্থলে সিংহ আকর্ষণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিলেন; কখনও অবলীলাক্রমে সম্মুখাগত হস্তিদ্বয়ের শুণ্ডদ্বয় ধরিয়া পরস্পরের কুম্ভে আঘাত করিতেন। ৩৪—৪৩। উমাতনয় কখনও আকাশে উঠিয়া খেচরদিগের বিমান অবনীতলে ফেলিয়া দিতেন, আবার দেখিতে দেখিতে বেগে আকাশে উঠিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের পথ রোধ করিয়া দিতেন; সুমেরুর শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেন; পর্ব্বত ও নদী সকল উন্মার্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি বিষ্ণুর ত্রিপাদনিক্ষেপস্থান ত্রিজগৎকে ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন সমুদয় প্রাণী ঐ ভীষণ ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শক্রপ্রতাপনকারী শক্রের নিকট গিয়া বলিল,—হে বৃত্রঘ্ন! অযুত অর্কের ন্যায় তেজস্বী এই বালক

তবৈষ রাজ্যহর্ত্তা বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪৯
পরাক্রমাদ্বলাচ্ছক্র তথোৎসাহাচ্চ তেজসঃ।
নূনং শতগুণেনায়মধিকস্ত্বেহ দৃশ্যতে ॥ ৫০
যদি সূদয়সে নাথ তৎ ত্বং সুখমবাপ্স্যসি।
করিষ্যসি বচোঽস্মাকং তব রাজ্যং ভবিষ্যতি॥
উপেক্ষা নৈব কর্ত্তব্যা শিশুং মত্বা পুরন্দর।
এতদ্বিচার্য্য যত্নেন ততো বালং নিসূদয়।
এবমুক্তস্ততস্তৈস্তু ভূতব্রাতৈঃ পুরন্দরঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষং তেষাং ধর্ম্মপরায়ণম্ ॥ ৫৩
ইন্দ্র উবাচ।
কথমুক্তমিদং ভূতা বালস্য হননং প্রতি।
ধর্ম্মঘ্নং পাপসঙ্ঘাতং কীর্ত্তিঘ্নং বৈ চরাচরে ॥৫৪
শ্রূয়তামভিধাস্যামি ধর্ম্মশাস্ত্রস্য নিশ্চিতম্।
ঋষিভিশ্চ পুরাখ্যাতং পুরাণেষু চরাচরাঃ ॥ ৫৫
আতুরং ভীরুমুদ্বিগ্নমক্ষস্থং শরণাগতম্।
স্ত্রিয়মপথ্যবা বালমন্ধং পঙ্গুং তপস্বিনম্ ॥ ৫৬
বিলপন্তং তথোন্মত্তং বিশ্বস্তং ব্রাহ্মণং তথা।
পতিতং প্রপলায়ন্তং কামাসক্তং নিরায়ুধম্ ॥ ৫৭
নগ্নং দীনং তথা বৃদ্ধং নখরোমসমন্বিতম্।
মুক্তকেশং তথা মত্তং সুপ্তঞ্চ ভুবনৌকসঃ ॥ ৫৮
সূদয়িষ্যন্তি যে নূনং মূঢ়াস্তে নরকার্ণবাৎ।
অনুত্থানা ভবিষ্যন্তি গর্ত্তস্থঃ কুঞ্জরো যথা ॥ ৫৯
তস্মাদ্ব্রজধ্বং শরণং যত্র শম্ভুসুতো গুহঃ।
নাহং বালবধং কর্ত্তুমুৎসহে সচরাচরাঃ ॥ ৬০
এবমুক্তে তু শক্রেণ ভূতাস্তে ভৃশদুঃখিতাঃ।
ক্রোধসন্দীপনং বাক্যং পুনরূচুশ্চরাচরাঃ ॥ ৬১
ভূতা উচুঃ।
গর্ভো দিতের্যথা শক্র সংরম্ভাৎ সূদিতস্ত্বয়া।
তদা নীতির্গতা কুত্র দারুণে গর্ভপাতনে ॥ ৬২
অশক্যমিতি মত্বৈব নীতিমানসি মানদ।
অশক্যকর্ম্মণি বিভো নীতিমান্ পুরুষো ভবেৎ
কশ্চ নাম নরঃ শূরো যো বালং যোধয়েদ্রণে।
অপি শক্রশতৈস্তস্য বজ্রকোটিনিপাতনৈঃ।
অপ্যেকমপি রোমাগ্রং পাতিতুং নৈব শক্যতে

আমাদিগকে বধ করিতে বসিয়াছে। নিশ্চয়ই আপনার রাজ্যও হরণ করিবে। হে শক্র! পরাক্রম, বল, উৎসাহ ও তেজে ঐ বালক আপনাদের অপেক্ষা শতগুণ অধিক। হে নাথ! যদি ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন, তবে মঙ্গল। আমাদের কথামত কার্য্য করুন, আপনার রক্ষা হইবে। হে পুরন্দর! উহাকে শিশু ভাবিয়া উপেক্ষা করিবেন না, যত্নপূর্ব্বক সকল বিচার করিয়া ঐ বালকের বিনাশ করুন। সমুদয় প্রাণী কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া পুরন্দর তাহাদের নিকট ধর্ম্মসংমিশ্র এই সুস্পষ্ট বাক্য বলিলেন,—হে প্রাণিগণ! তোমরা বালকহত্যা করিতে কিরূপে বলিলে? এই চরাচরে ঐ গর্হিত-কার্য্যে ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি সমুদয় নষ্ট হয়, পাপরাশি বর্দ্ধিত হয়। শ্রবণ কর, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম বলিতেছি। হে চরাচরগণ! ঋষিরা পূর্ব্বে পুরাণে লিখিয়াছেন যে, আতুর, ভীরু, উদ্বিগ্ন, শরণাগত, ক্রোড়স্থ, স্ত্রী কিংবা বালক, বৃদ্ধ, পঙ্গু, তপস্বী, বিলাপকারী, উন্মত্ত, বিশ্বস্ত, ব্রাহ্মণ, পতিত, পলায়মান, কামাসক্ত, অস্ত্রহীন, নগ্ন, দীন, নখরোম-সমন্বিত, মুণ্ডিতকেশ, বৃদ্ধ, মত্ত কিংবা সুপ্ত ব্যক্তিকে যে মূঢ় হত্যা করে, সে গর্ত্তস্থিত কুঞ্জরের ন্যায়, নরকার্ণবে পতিত হইয়া আর উঠিতে পারে না। অতএব তোমরা শম্ভুসুত গুহের নিকট গিয়া তাঁহার শরণাগত হও; হে চরাচরগণ! আমি বালক বধ করিতে সাহস করি না। ৪৪—৬০। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, সেই চরাচরগণ অতি দুঃখিত হইয়া ক্রোধোদ্দীপক বাক্যে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—হে শক্র! পূর্ব্বে আপনি ক্রোধে যখন দিতির গর্ভ নষ্ট করিয়াছিলেন, তখন দারুণ গর্ভ-নিপাতনবিষয়ক নীতি কোথায় ছিল? হে মানপ্রদ! এক্ষণে অশক্য কর্ম্ম বলিয়া নীতিমান্ হইতেছেন! হে বিভো! অশক্য-কর্ম্মে সকল পুরুষই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। সেই বালকের সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করে, এরূপ শূর কে আছে? শত শত ইন্দ্র আসিয়া কোটি বজ্র-

এবমুক্তস্ততস্তৈস্তু ভূতব্রাতৈঃ পুরন্দরঃ।
আজ্যধারাভিষিক্তোঽগ্নির্যথৈব প্রজ্বলংস্তথা ॥৬৫
উবাচেদং বচস্তান্ স ক্রোধবহ্নিপ্রদীপিতঃ।
বজ্রমুদ্যম্য হস্তেন বৃত্রহা কুলিশায়ুধঃ ॥ ৬৬

ইন্দ্র উবাচ।

পুরা ময়া যথা গর্ভো ঘাতিতশ্চ চরাচরাঃ।
দিতেঃ কায়ং সমাবিশ্য তথেদানীং নিহন্যতে ॥৬৭
অথ গত্বা হনিষ্যামি পতঙ্গমিব বহ্নিনা।
বজ্রং হস্তে সমাদায় আহবে প্রসহেত কঃ ॥ ৬৮
এবমুক্ত্বা ততঃ শক্রঃ ক্রোধানলসমীরিতঃ।
আজ্ঞাপয়ৎ তদা বিপ্রাঃ সাধ্যান্ দেবান্ দিবাকরান্ ॥ ৬৯
শরধানং গমিষ্যামি বধার্থং বালকস্য হি ॥ ৭০
হংসকুন্দেন্দুবর্ণাভং চতুর্দ্দন্তং মহাগজম্।
আনয়ধ্বং মমাগ্রে তু করীন্দ্রং মম বল্লভম্ ॥৭১
জলধেরিব গম্ভীরং দীর্ঘহস্তং ঘনস্বনম্।
দৈত্যদানবরক্তেন ক্লিন্নদংষ্ট্রং ভয়াবহম্ ॥ ৭২

তদাদেশাৎ সুরৈস্তূর্ণং সর্ব্বায়ুধসমন্বিতঃ।
নিবেদিতঃ স শক্রায় তমারুহ্য পুরন্দরঃ ॥ ৭৩
বিশ্বৈর্দেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ বসুভিশ্চ মরুদ্গণৈঃ।
আদিত্যৈরশ্বিনীভ্যাঞ্চ যযৌ স্কন্দবধায় সঃ ॥৭৪
বিয়ন্মণ্ডলমাস্থায় স্তূয়মানশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যমানাপ্সরোভিশ্চ বাদ্যমানৈশ্চ কিন্নরৈঃ।
গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ সুগীতৈর্গীতশালিভিঃ ॥ ৭৫
নদদ্ভিশ্চ মহাসিংহৈর্গর্জ্জদ্ভিশ্চ গজোত্তমৈঃ।
হরিভিহ্রেষমাণৈশ্চ বায়ুবেগৈর্ম্মহারথৈঃ ॥৭৬
পতাকাভির্জয়ন্তীভির্ধ্বজৈশ্ছত্রৈশ্চ চামরৈঃ
এবমাদ্যৈরনেকৈশ্চ নন্দীশ্বর ইবাপরঃ ॥ ৭৭
দোধূয়মানশ্চমরৈশ্চ দিব্যৈ-
র্জেগীয়মানঃ সুরকিন্নরীভিঃ।
পেপীয়মানঃ সুরসুন্দরীভিঃ
কামাতুরাভির্নয়নৈরজস্রম্ ॥ ৭৮

নিপাত করিয়াও তাহার একটি রোমাগ্রও উৎপাটিত করিতে পারেন না। সেই প্রাণিসমূহ এইরূপ বলিলে পুরন্দর, ঘৃতধারা দ্বারা অভিষিক্ত হইলে অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ক্রোধবহ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া হস্তে বজ্র লইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—হে চরাচরগণ! আমি পূর্ব্বে যেরূপ দিতির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্ভপাত করিয়াছি, এক্ষণেও সেইরূপ শিশুহত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি গিয়া, বহ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ বধ করিতেছি। আমি বজ্র লইয়া যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলে কে আমার শৌর্য্যরাশি সহিতে পারে? হে বিপ্রগণ! অনন্তর ক্রোধানল-প্রদীপ্ত শক্র এইরূপ বলিয়া তখন সাধ্যগণ, দেবগণ ও আদিত্যগণকে আদেশ করিলেন,—আমি বালক-বধার্থ শরধানে গমন করিব। হংস কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ, জলধির ন্যায় গম্ভীর-নিনাদকারী, দৈত্য ও দানবদিগের রক্তে ক্লিন্নদন্ত, ভীষণ, চতুর্দ্দন্ত মদীয় প্রিয় মহাগজ ঐরাবতকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর! তাঁহার আদেশমাত্র দেবগণ সকল অস্ত্র-শস্ত্র সহ সেই করীন্দ্র লইয়া সত্বর শক্রের নিকট আনয়ন করিলেন। পুরন্দর সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া বিশ্বগণ, দেবগণ, সাধ্যগণ, অষ্টবসু, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত স্কন্দবধের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। তিনি সুসজ্জিত হইয়া আকাশমণ্ডলে উঠিলে চরাচরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্নরগণ বাদ্য করিতে লাগিল, সুগায়ক গন্ধর্ব্বগণ মনোহর গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসিংহ সকলের নিনাদে, উত্তম উত্তম গজগণের গর্জ্জনে ও অশ্বের হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক্ পূরিত হইল; মহারথ সকল মহাবেগে ধাবিত হইল; পতাকা, বৈজয়ন্তী ও ধ্বজ সমুদয় উত্তোলিত হইল; ছত্র ও চামরসমূহে এবং নানাবিধ দ্রব্যে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইন্দ্র, অপর নন্দীশ্বরের ন্যায়, চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে দিব্য চামর ব্যজন হইতে লাগিল; সুরকিন্নরীগণ গীত করিতে

সম্পূজ্যমানো মুনিসিদ্ধসঙ্ঘৈ-
র্মুদান্বিতো বজ্রধরঃ কিরীটী।
কুমারমুদ্দিশ্য গতোহথ বেগা-
দ্ধবির্হরির্বৈ মনুজান্ যথৈব ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে পরমেশ্বরস্কন্দসংবাদাদি-
কথনং নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং গত্বা সহস্রাক্ষো যত্রাস্তে পার্ব্বতীসুতঃ।
বালং সূর্য্যাযুতপ্রখ্যং তমপশ্যচ্ছচীপতিঃ।
প্রলয়াগ্নিচয়াকারং দৃষ্ট্বা নারদমব্রবীৎ ॥ ১
ইদং কিং ভাতি দেবর্ষে মেরোঃ শতগুণোচ্ছ্রয়ম্
তেজসা ব্যাপ্তভুবনং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥ ২
এবং শক্রবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ পদ্মভূসুতঃ।
ঐরাবতগজারূঢ়ং শচীপতিমথাব্রবীৎ ॥ ৩

নারদ উবাচ।

যোহসৌ দেব ত্বয়া ন্যস্তো গর্ভশ্চৈব সহামরৈঃ
তস্যৈবৈষ প্রভাবোহয়ং নূনং দেবশতক্রতো ॥
ভাস্করাণাং ন পুঞ্জোহয়ং নৈব পর্ব্বতসঞ্চয়ঃ।
বালেনোৎপাদ্যমানেন সহ দেবৈশ্চ রক্ষিতঃ ॥৫
অধো যোজনসংখ্যাভিঃ সহস্রাণ্যেব ষোড়শ।
চতুরশীতিরুৎসেধো দ্বাত্রিংশদ্বিস্তরঃ স্মৃতঃ ॥৬
যাদৃশাদিঃ সকলোহয়ন্তু মেরুঃ কাঞ্চনতাং গতঃ।
তত্তেজঃ স্কন্দতাং যাতং সহস্রাব্দৈর্গতৈস্তথা ॥
চতুর্থ্যাং সাকৃতির্দেব পঞ্চম্যামঙ্গবাংস্ততঃ।
ষষ্ঠ্যাং পদ্ভ্যাং যথা বৈষ ত্রৈলোক্যং বিজয়িষ্যতি
ত্বয়া সহায়ং সপ্তম্যাং পালয়িষ্যতি বা পুনঃ ॥ ৮
ত্বন্তু নূনং ন শক্তোহসি জেতুং বর্ষশতৈরপি।
কুমারং বরদং দেবং পার্ব্বত্যানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
নানাপ্রহরণোপেতং নানাভরণভূষিতম্।

লাগিল। কামাতুর সুরসুন্দরীগণ সতৃষ্ণ নয়ন দ্বারা অজস্র তাঁহাকে পান করিতে লাগিল। পথিমধ্যে মুনিগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কিরীট-ধারী হরি বজ্রহস্তে আনন্দিতচিত্তে কুমারকে লক্ষ্য করিয়া, হরির ন্যায়, গমন করিতে লাগিলেন। ৬১—৭৯।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—সহস্রলোচন শচীপতি এইরূপে পার্ব্বতী-পুত্রের সন্নিধানে গমন করিয়া অযুত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐ বালককে দর্শন করিলেন। ইন্দ্র প্রলয়কালে একত্রিত অগ্নিসমূহের ন্যায় ঐ বালকের আকৃতি অবলোকন করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে! সুমেরু অপেক্ষা শতগুণ উচ্চ, তেজ দ্বারা ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থিত, সকল প্রাণীর ভয়প্রদ, এ কে শোভা পাইতেছেন? অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনিতনয় শক্রের কথা শ্রবণ করিয়া ঐরাবতারূঢ় শচীপতিকে কহিলেন;—হে দেব শতক্রতো! আপনি অমরবৃন্দের সহিত এই স্থানে যে গর্ভ বিমোচন করিয়াছিলেন, তাহারই এই প্রভাব, ইহা সূর্য্য-পুঞ্জও নয় এবং পর্ব্বতসমূহও নহে। এই তেজের প্রভাবে নিম্নে ষোড়শ সহস্র যোজন পরিমিত, ঊর্দ্ধে চতুরশীতি সহস্র যোজন প্রমাণ ও দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত এই সমুদয় সুমেরুপর্ব্বত কাঞ্চনময় হইয়া গিয়াছে। সেই তেজ সহস্রাব্দ অতীত হইলে স্কন্দভাব প্রাপ্ত হয়, চতুর্থীতে ইঁহার আকার হয়, পঞ্চমীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়, ষষ্ঠীতে পাদদ্বয় দ্বারা ত্রৈলোক্যবিজয়ে উদ্যত এবং সপ্তমীতে আপনার সহিত ইনি পালন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন। ১—৮। আপনি শতবর্ষেও ইঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। ঐ উমাপুত্র কুমার পার্ব্বতীর আনন্দবর্দ্ধক, নানাবিধ অস্ত্র-সমন্বিত ও নানা আভরণে বিভূষিত

মাতৃভির্গণবৃন্দৈশ্চ সেব্যমানমুমাসুতম্ ॥ ১০
এবং সঞ্জল্পমানোঽসৌ জম্ভারির্বালকং প্রতি ।
বজ্রং মুমোচ বৃত্রারিঃ স্ফুলিঙ্গোদ্গারি ভীষণম্
তৃণবন্মন্যমানোঽসৌ বজ্রং তৎ পার্ব্বতীসুতঃ ।
শরেণৈকেন বিব্যাধ পপাত চ স মূর্চ্ছিতঃ ॥ ১১
পুনরন্যং সমাদায় শরং জ্বলনসন্নিভম্ ।
ছত্রং ধ্বজং পতাকাশ্চ হরিশ্চিচ্ছেদ ষণ্মুখঃ ॥ ১২
বিভেদান্যেন তীক্ষ্ণেন হস্তং বৈ বজ্রিণো গুহঃ ।
শরেণাদিত্যতুল্যেন রুরুং শম্ভুর্যথাহবে ॥ ১৪
পুনর্বাণং সমাদায় তং জঘান শতক্রতুম্ ॥ ১৫
অপরেণ তু তীক্ষ্ণেন মুকুটন্তু তথা হরেঃ ।
শরেণ বহ্নিতুল্যেন চিচ্ছেদ চ স লীলয়া ॥ ১৬
যমঞ্চ পঞ্চভির্বাণৈর্নির্ঋতিং দশভির্গুহঃ ।
দশপঞ্চশরৈরাশু বরুণঞ্চ বিভেদ সঃ ॥ ১৭
বিংশত্যা বায়ুদেবঞ্চ রবিঞ্চ দশপঞ্চভিঃ ।
ত্রিংশদ্ভিঃ সোমরাজানং তাড়য়িত্বা রণে পুনঃ ॥
শক্রং পঞ্চশতৈরাশু শরৈশ্চ প্রাণহারিভিঃ ।
অন্যানপি সুরান্ স্কন্দস্ত্রিভির্দ্বিপঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥
শূরো নাদং প্রমুঞ্চন্ বৈ শক্রং দুদ্রাব শম্ভুজঃ ॥
বসুভিশ্চ তথাদিত্যৈর্মরুদ্ভিশ্চ মহাবলৈঃ ।
বৃতঃ শস্ত্রকরৈর্বালঃ সিংহৈঃ শরভরাড়িব ॥ ২১
ততস্তানাগতান্ দৃষ্ট্বা দেবাঞ্ছঙ্করবল্লভঃ ।
কেশরীব মৃগান্ ক্ষুদ্রান্ দুদ্রাব চ দিবৌকসঃ ॥ ২২
পুনঃ স্কন্দং সহস্রাক্ষো বজ্রেণ তমতাড়য়ৎ ॥ ২৩
তাড়িতে তু ততস্তস্মাদুৎপন্নাশ্চারুমূর্ত্তয়ঃ ।
ত্রয়ো দেবাশ্চ বেদাশ্চ লোকাশ্চাগ্নিদিবাকরাঃ ॥
তচ্ছেদং সহস্রাক্ষং বৃহদ্গুরুবৃহস্পতিঃ ।
দেবমন্ত্রী মহাপ্রাজ্ঞো বৃহস্পতিরথাব্রবীৎ ॥ ২৫
অলং যুদ্ধেন দেবেশ মহাদেবস্য সূনুনা ।
হিতং তবোপদেক্ষ্যেঽহং সহস্রাক্ষ শৃণুষ্ব তৎ ॥
যদীপ্সসি সুখং ভোক্তুং কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ২৭
অনেন সহ সম্প্রীতিং কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্ ।

হইয়াছেন; মাতৃগণ, প্রমথগণ ইঁহার সেবা করিতেছেন। জম্ভাসুরনিধনকারী, বৃত্রশত্রু এইরূপ কথা কহিতে কহিতে বালকের উপরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-উদ্গারণকারী ভীষণ বজ্র পরিত্যাগ করিলেন। পার্ব্বতীতনয় সেই বজ্রকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এক বাণ দ্বারা ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুনর্ব্বার ষড়ানন অপর শর লইয়া ইন্দ্রের ধ্বজ, পতাকা ও ছত্র ছেদন করিলেন। গুহ অপর সূর্য্যতুল্য তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বজ্রীর হস্ত ভিন্ন করিলেন। যুদ্ধস্থলে শম্ভু যেমন রুরুকে আঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ অপর শর লইয়া শতক্রতুকে আঘাত করিলেন এবং বহ্নি সদৃশ অপর একটী তীক্ষ্ণ শর লইয়া অবলীলাক্রমে হরির মুকুটচ্ছেদ করিলেন। পঞ্চবাণ দ্বারা যমকে আহত করিলেন, দশটী শর দ্বারা নির্ঋতিকে, পঞ্চদশটী বাণ দ্বারা বরুণকে ভেদ করিলেন। বিংশতি শর দ্বারা বায়ুকে ও পঞ্চদশ বাণ দ্বারা রবিকে আহত করিলেন; ত্রিংশৎ শর দ্বারা সোমকে তাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণসংহারকারী পঞ্চশত শর দ্বারা শক্রকে আহত করিলেন। শূর শম্ভুতনয় স্কন্দ গভীর নিনাদ করিতে করিতে দুই পাঁচটী শর দ্বারা অন্যান্য দেবগণকে তাড়িত করিলেন। সিংহগণপরিবৃত করিশাবকের ন্যায় মহাবলশালী শস্ত্রহস্ত বসুগণ, আদিত্যগণ ও মরুদ্গণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া শঙ্করপ্রিয় স্কন্দ, কেশরী যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণকে তাড়না করে, তদ্রূপ দেবগণকে প্রতাড়িত করিলেন। পুনর্ব্বার সহস্রাক্ষ বজ্র দ্বারা স্কন্দকে তাড়না করিলেন। সেই তাড়নার পরক্ষণেই তিন জন দেবতা, বেদ সকল, অগ্নি ও দিবাকরগণ মনোহর মূর্ত্তিতে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগুরু দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি সহস্রলোচনকে কহিলেন- হে দেবেশ! মহাদেব-পুত্রের সহিত আপনার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। হে সহস্রাক্ষ! আপনাকে আমি হিত উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি সুখভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মদীয় বচন অনুসারে কার্য্য করুন। ৯—২৭। ইঁহার সহিত অচলা প্রীতি

ভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং নিশ্চলং কৃত্বা দানবাংশ্চ নিষূদয়॥ ২৮
যস্থ বজ্রাভিঘাতেন নার্ত্তিঃ স্বল্পাপি জায়তে।
হন্তব্যঃ স কথং শক্র শতসংখ্যৈর্ভবাদৃশৈঃ॥২৯
সূত উবাচ।
শ্রুত্বা তস্থ বচঃ শক্রস্তদা সুরগুরোর্দ্বিজাঃ।
তমেব শরণং প্রায়াৎ কুমারং পার্ব্বতীসুতম্॥
ইন্দ্র উবাচ।
প্রসীদ মে ত্বং শরণাগতস্থ
পাদৌ তবাহং শিরসা বহামি
সুরাধিপস্ত্বং ভব শর্ব্বসূনো
গৃহাণ রাজ্যং মম শম্ভুকল্প॥ ৩১
এষোঽহমঞ্জলিঃ পঙ্কজচারুনেত্র
কৃতোত্তমাঙ্গে জহি মন্যুমুগ্রম্।
সতাং হি কোপঃ প্রণতেষু নিত্যং
বিনাশমেত্যার্য্যমণঃ সুসিদ্ধম্॥ ৩২
অথেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা ভগবান্ ষণ্মুখস্তদা॥
অব্রবীৎ করুণাবিষ্টঃ শক্রং প্রতি মুনীশ্বরাঃ॥৩৩
করোমি কিমহং রাজ্যং ভোগৈশ্চ প্রাকৃতৈরলম্
অপর্য্যাপ্তং ন মে কিঞ্চিদস্তি পিত্রোঃ প্রসাদতঃ
নিষ্কণ্টকং ত্বমেবেহ রাজ্যং কুরু শচীপতে।
মম সখ্যেন সকলাঞ্ছত্রূন্ জহি পুরন্দর॥ ৩৫
এবং স্কন্দবচঃ শ্রুত্বা পুনরাহ শচীপতিঃ।
ভগবন্ নাপরঃ কশ্চিদ্দেবানাং বিদিতো বলী।
তস্মাৎ কুরু ত্বমেবেহ রাজ্যমীশ্বরনন্দন॥ ৩৬
ক্ব বালঃ ক্ব চ সংগ্রামঃ ক্ব নীতিঃ ক্ব পরাক্রমঃ।
ক্ব জ্ঞানমতুলং দেব ক্ব মতিঃ ক্ব চ সৌম্যতা।
ক্ব মায়া ক্ব চ দাক্ষিণ্যং ক্ব ক্ষান্তিঃ ক্ব প্রসাদতা
অলং ত্বমেব রাজ্যস্থ গুণৈরেভিরুদীরিতঃ॥৩৮
স্বরূপৈঃ স্বগুণৈস্ত্বং হি বন্দিভিশ্চারণৈস্তথা।
বিদ্যাধরৈশ্চ যক্ষৈশ্চ বিবিধৈর্গুণকোটিভিঃ।
স্তূয়মানোঽমরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ॥
অহং সেনাপতির্দেব ভবামি ভবনন্দন॥ ৪০
তিষ্ঠস্বোপরি কৃৎস্নস্থ ত্রৈলোক্যং ভুঙ্ক্ষ ষণ্মুখ।

করিয়া অকণ্টকভাবে চিরকাল রাজ্যভোগ করুন এবং দানবগণ নিধন করুন। বজ্রাঘাতে যাহার একটুও পীড়া হয় না, হে শক্র! ভবাদৃশ শতসংখ্যক লোকও তাহাকে কিরূপে বধ করিবে? সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! তখন শক্র সুরগুরুর কথা শ্রবণ করিয়া সেই কুমার পার্ব্বতীপুত্রের শরণ লইলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—হে শম্ভুসদৃশ শর্ব্বতনয়! আমি আপনার শরণাগত; আপনার পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনিই সুরাধিপ, আমার রাজ্যগ্রহণ করুন। হে পঙ্কজবৎ চারুনয়ন! আমি মস্তকে এই অঞ্জলি করিয়াছি, আপনি উগ্রকোপ পরিত্যাগ করুন। সাধুদিগের কোপ প্রণত ব্যক্তির উপরে কখনই থাকে না, ইহা চির প্রসিদ্ধ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ষড়ানন তখন দয়াযুক্ত হইয়া শক্রকে কহিলেন,—আমি রাজ্যে কি করিব? প্রাকৃত-ভোগে আমার আবশ্যক নাই; মাতাপিতার প্রসাদে আমার কিছুই অপর্য্যাপ্ত নাই। হে শচীপতে! তুমিই এইস্থলে নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্য কর। হে পুরন্দর! আমার সহিত সখ্য করিয়া সকল শত্রু জয় কর। এইরূপ স্কন্দবাক্য শ্রবণ করিয়া শচীপতি পুনর্ব্বার কহিলেন,—ভগবন্! দেবগণের মধ্যে অপর কেহ বিখ্যাত বলবান্ নাই; অতএব হে ঈশ্বরনন্দন! আপনি এইস্থলে রাজ্য করুন। কোথায় শৈশব ও কোথায় সংগ্রাম! এইরূপ নীতি, পরাক্রম, অতুল জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সৌম্যতাই বা কোথায় আছে? এইরূপ মায়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও প্রসাদও কুত্রাপি দৃষ্টি হয় না। ২৮—৩৭। এই সমুদয় গুণে আপনিই এই রাজ্যের উপযুক্ত ভোক্তা। বন্দী, চারণ, বিদ্যাধর, যক্ষ, অমর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ যে গুণকোটি দ্বারা আপনার স্তব করিয়া থাকে, তাহা আপনার স্বরূপ স্বগুণমাত্র; উহাতে অত্যুক্তির লেশও নাই। হে দেব ভবনন্দন! আমি আপনার সেনাপতি হই, আপনি সকলের

সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতস্থং যথা দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
এবং শক্রবচঃ শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহাম্বিকাসুতঃ ॥ ৪২
স্কন্দ উবাচ।
অভয়ং শক্র মা ভৈষীঃ কুরু রাজ্যমকণ্টকম্।
ইন্দ্রস্ত্বং দেবরাজস্ত্বং ত্বমেব জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
দর্পগর্ব্ববলোদীর্ণা দানবা যে চ তাংস্তদা।
যৈঃ পরাজীয়সেহত্যর্থং সূদয়েঽহং ত্বয়া স্মৃতঃ
বহ্বালাপৈরলং শক্র গদিতেন পুনঃপুনঃ।
নিশ্চয়েন সখাহং তে ভবাম্যসুরসূদন ॥ ৪৫
অথোবাচ মহাদেবপুত্রং সংবীক্ষ্য নিঃস্পৃহম্।
নেষ্টং ত্বয়াপি হীন্দ্রত্বং ভব সেনাপতির্গুহ ॥ ৪৬
এবমস্ত্বিতি তং প্রাহ কার্ত্তিকেয়ঃ শচীপতিম্ ॥ ৪৭
ততঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈর্বিপ্রা আদেশাৎ পরমেষ্ঠিনঃ
অভিষিক্তোঽথ বিধিনা সৈনাপত্যে তদা গুহঃ
যাবদ্দত্তং কুমারায় সৈনাপত্যং হরাজ্ঞয়া।
হন্তুমভ্যাগতস্তূর্ণং কুমারং তারকস্তদা ॥ ৪৯
আগতং তং তদা বীক্ষ্য লীলয়া পার্ব্বতীসুতঃ
দগ্ধবান্ মহাদৈত্যং তুলং বহ্নিরিবাহবে ॥ ৫০
দগ্ধ্বা তু তারকং ঘোরং পতঙ্গমিব পাবকঃ।
ততঃ প্রীতমনাঃ স্কন্দো মাতুরঙ্কমুপাবিশৎ ॥৫১
মহাদেবোঽপি ভগবান্ বেধাদীন্ বিষ্ণুনা সহ।
বিসৃজ্য গণপৈঃ সার্দ্ধং ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে নারদেন্দ্র-সংবাদাদিকথনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কথিতো ভবতা সূত বিবাহঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
উৎপত্তিঃ কার্ত্তিকেয়স্য তস্য চৈব পরাক্রমঃ ॥ ১
সৈনাপত্যং যথা দত্তং শ্রুতং সর্ব্বমশেষতঃ।

উপরি বিরাজমান হইয়া ত্রৈলোক্য ভোগ করুন! হে ষড়ানন! যেমন দেব মহেশ্বর, তদ্রূপ আপনিও সর্ব্বগামী ও সর্ব্বভূতস্বরূপ! ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অম্বিকা-পুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে শক্র! তোমার অভয়, কোন ভয় নাই; নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্য কর। তুমি ইন্দ্র দেবরাজ, তুমিই জগতের প্রভু। বলদর্পে গর্ব্বিত দুর্জ্জয় দানবগণ যখন তোমাকে অত্যন্ত পরাভব করিবে, তখন আমায় স্মরণ করিও; তাহাদিগের বধ সাধন করিব। হে শক্র! বহু কথায় প্রয়োজন নাই, বারংবার আর কি বলিব, হে অসুরসূদন! আমি নিশ্চয়ই তোমার সখা হইলাম। অনন্তর ইন্দ্র, মহাদেবপুত্রকে রাজ্যনিঃস্পৃহ দেখিয়া বলিলেন,—তোমার যদি ইন্দ্রত্ব অভিমত না হয়, তবে হে গুহ! আমার সেনাপতি হও। কার্ত্তিকেয়ও শচীপতির নিকট "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর সমুদয় দেবগণ পিতামহের আদেশ অনুসারে গুহকে যথাবিধানে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিলেন। হরের আজ্ঞানুক্রমে যখন কার্ত্তিকেয়কে দেব সেনাপতিত্ব প্রদত্ত হইল, তখনই সহসা তারকাসুর কুমারকে হনন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। পার্ব্বতীপুত্র সেই মহাদৈত্যকে আসিতে দেখিয়া, বহ্নি যেমন তুলরাশিকে ভস্ম করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। পাবক যেমন শলভ দাহ করে, সেইরূপ সেই তারকাসুরকে দগ্ধ করিয়া স্কন্দ প্রীতমনে মাতার উৎসঙ্গে উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মহাদেবও বিষ্ণুর সহিত বিধাতা প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া প্রমথগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ৩৮—৫১।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! শিববিবাহ, কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি, কর্ত্তিকেয়পরাক্রম এবং যেরূপে কার্ত্তিকেয়ের সেনাপতিত্ব লাভ হয়,

ভক্তিযোগমথেদানীং বদ সূত মহামতে।
তৃপ্তির্নাদ্যাপ্যভূদ্‌যস্মাচ্ছ্রুত্বা চৈব পুনঃপুনঃ ॥২
জানাসি ত্বং ভগবতো মাহাত্ম্যং ত্রিপুরদ্বিষঃ।
উপাসিতো যতঃ সম্যগ্‌ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥৩
তৎপ্রসাদাৎ ত্বয়া লব্ধং জ্ঞানং তৎ পারমেশ্বরম্
দুর্লভং সর্ব্বশাস্ত্রেষু মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৪

সূত উবাচ।

যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং নারদায় মহাত্মনে।
প্রীতেন মনসা তেন তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫
সত্যলোকে সুখাসীনং ব্রহ্মাণং তেজসাং নিধিম্
ঋষিভির্মুনিভিঃ সিদ্ধৈর্বেদৈঃ সাঙ্গৈরুপাসিতম্
সঙ্গীয়মানং গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং মরুদ্‌গণৈঃ।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য বিধিবন্নারদস্তমথাব্রবীৎ ॥ ৭

নারদ উবাচ

দেবদেব জগন্নাথ চতুর্ম্মুখ সুরোত্তম।
ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥৮

ব্রহ্মোবাচ।

প্রণম্য শঙ্করং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ম্।
পরং জ্যোতিরনাদ্যন্তং নির্গুণং তমসঃ পরম্ ॥
ভক্তিযোগং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ সুব্রত।
ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং যথা শম্ভোর্ময়া শ্রুতম্
ভক্তির্ভগবতঃ শম্ভোর্দুর্লভা খলু দেহিনাম্।
কথঞ্চিদ্‌যদি সা লব্ধা তেষাং নৈবাস্তি দুর্লভম্ ॥
ভক্ত্যৈব প্রাপ্যতে রাজ্যমিন্দ্রত্বং মৎপদঞ্চ যৎ
বিষ্ণুত্বমপি মুক্তিঞ্চ নূনং প্রাপ্নোতি নারদ ॥
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং রাশিসঞ্চয়ম্।
করোতি ভস্মসাদ্ভক্তির্ভবস্যাগ্নির্যথেন্ধনম্ ॥ ১৩
ম্লেচ্ছোঽপি বা যদি ভবেদ্ভবভক্তিসমন্বিতঃ।
ন তৎসমশ্চতুর্ব্বেদী নাগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞকৃৎ ॥ ১৪
অপি পাপানি ঘোরাণি সদা কুর্ব্বন্ নরো যদি।
লিপ্যতে নৈব পাপৈস্তু ভক্তো ভবতি চেচ্ছিবে
শিবভক্তা মহাত্মানো মুচ্যন্তে তে ন সংশয়ঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ প্রসাদাচ্ছূলিনো মুনে ॥ ১৬

তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি। হে মহামতি সূত! এক্ষণে ভক্তিযোগ কীর্ত্তন করুন। পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও অদ্যাপি আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই এবং আপনিও শিবমাহাত্ম্য বিশেষরূপে জানেন। যেহেতু, ভগবান্ বেদব্যাসকে আপনি সম্পূর্ণরূপে উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বশাস্ত্রে দুষ্প্রাপ্য, মহাত্মা মুনিগণের দুর্লভ শৈবজ্ঞান আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা, মহাত্মা নারদকে প্রীতমনে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। সত্যলোকে তেজোনিধি ব্রহ্মা সুখে বসিয়া আছেন, ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ এবং সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার বিষয়ে সঙ্গীত করিতেছে, দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন—অবলোকন করিয়া নারদ যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—দেব-দেব সুরশ্রেষ্ঠ! জগন্নাথ চতুরানন! দেবদেব শূলপাণির ভক্তিযোগ মাহাত্ম্য বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন—হে সুব্রত নারদ! অপ্রমেয় অনাময় অনাদি অনন্ত তমোতীত নির্গুণ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ শান্ত শঙ্করকে প্রণাম করিয়া তাঁহার ভক্তিযোগ বলি, শ্রবণ কর। এই ভক্তিযোগের বিষয় শিবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপই বলিব। ভগবান্ শিবের প্রতি ভক্তি প্রাণিগণের দুর্লভ; কোন প্রকারে কিন্তু যদি সেই ভক্তি লাভ হয় ত তাহার দুর্লভ আর কিছু থাকে না। হে নারদ! রাজত্ব, ইন্দ্রত্ব, আমার পদ, বিষ্ণুপদ এবং মুক্তি সকলই ত ভক্তিবলেই পাওয়া যায়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রূপ শিবভক্তি শুভ-অশুভ কর্ম্মসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ম্লেচ্ছও যদি শিবভক্ত হয়, তাহা হইলে, চতুর্ব্বেদী অগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তা ব্রাহ্মণও তাহার সমান হইতে পারেন না। মানুষ যদি ঘোরতর বহু পাপ করে, তবু সে পাপে লিপ্ত হয় না—যদি সে ব্যক্তি শিবভক্ত হইয়া থাকে। ১—১৬।

সকৃৎ পূজয়তে যস্তু ভগবন্তমুমাপতিম্।
অশ্বমেধাদধিকং ফলং ভবতি নারদ ॥ ১৭
জীবিতং চঞ্চলং জ্ঞাত্বা পদ্মপত্র ইবোদকম্।
মৃতের্দুরন্তান্ নরকাংস্ততঃ কুর্য্যাচ্ছিবে মতিম্।
শিবে মতিং প্রকুর্ব্বাণঃ সংসারাদতিভীষণাৎ।
মুচ্যতে মুনিশার্দ্দূল মতিঃ সর্ব্বেহতিদুর্লভা ।১৯
ভবব্যালমুখস্থানাং ভীরূণাং দেহিনাং মুনে।
তস্মাদ্বিমোচকস্তেষাং মহাদেব ইতি শ্রুতিঃ ॥১০
ভক্তিঃ শিবে যদি ভবেন্ন কস্মাৎ কস্যচিদ্ভয়ম্।
ভবার্ণবং তরত্যেব প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২১
স্বর্গার্থিনাং মুমুক্ষূণাং ব্রহ্মত্বমপি কাঙ্ক্ষিণাম্।
ভক্তিরেব বিরূপাক্ষে নান্যঃ পন্থা ইতি শ্রুতিঃ
আদিমধ্যান্তরহিতে পিনাকিনি জগৎপতৌ।
সদা মনীষিভিঃ কার্য্যা ভক্তিরেব হি নারদ ॥২৩
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ভক্তো ভব হরে মুনে।
মুক্তো ভবিষ্যসি ক্ষিপ্রং তস্য শম্ভোরনুগ্রহাৎ

যস্য প্রসাদলেশেন ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবানহম্।
বিষ্ণুত্বমপি বিষ্ণুশ্চ স শিবঃ কৈর্ন সেব্যতে ॥ ২৫
শিবে দানং শিবে হোমঃ শিবে স্নানং শিবে জপঃ।
অক্ষয়াণি ফলান্যেষামিত্যাহ ভগবাঞ্ছিবঃ ॥ ২৬
কুরুক্ষেত্রে নিবসতাং যৎ ফলং নৈমিষে তথা।
প্রয়াগে চ প্রভাসে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ২৭
রুদ্রকোট্যাং গয়ায়াঞ্চ শালিগ্রামেঽমরেশ্বরে।
পুষ্করে ভারভূতেশে গোকর্ণে মণ্ডলেশ্বরে।
তৎ ফলং দিবসেনৈব ভক্ত্যা ভর্গার্চ্চনাদ্ভবেৎ ॥
নাস্তি লিঙ্গার্চ্চনাৎ পুণ্যমধিকং ভুবনত্রয়ে।
লিঙ্গেঽর্চ্চিতেঽখিলং বিশ্বমর্চ্চিতং স্যান্ন সংশয়ঃ
মায়য়া মোহিতাত্মানো ন জানন্তি মহেশ্বরম্।
অনুগ্রহাদ্ভগবতো জানন্ত্যেব হি নারদ ॥ ৩০
যঃ পূজিতং শিবং দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্ভক্তিভাবতঃ।
পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥৩১

হে মুনে! দুষ্কৃতকর্ত্তা হইলেও শিবভক্ত মহাত্মাগণ শিবপ্রসাদে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করেন। হে নারদ! যে ব্যক্তি একবারমাত্র ভগবান্ উমাপতিকে পূজা করে, তাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক ফল লাভ হয়। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় জীবনকে চঞ্চল এবং মৃত্যুর পর দুরন্ত নরক মনে করিয়া শিবের প্রতি মতি করিবে। হে মুনিবর! শিবের প্রতি মতি হইলে অতি ভীষণ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। হে মুনে! সংসার-সর্পের মুখকুহরে অবস্থিত ভীরু প্রাণিগণের সংসারসর্প হইতে মোচন করিবার কর্ত্তা মহাদেব, ইহা শ্রুতিসম্মত। শিবভক্তি হইলে কাহারও কোথাও ভয় থাকে না; শিবপ্রসাদে সে সংসার-সাগর হইতে পার হইতে পারেই। স্বর্গাভিলাষী, মুমুক্ষু বা ব্রহ্মপদাভিলাষী ব্যক্তিগণের শিবভক্তিই পথ, অন্য আর পথ নাই, ইহা বেদবাক্য। হে নারদ! মনীষিগণ, আদি মধ্য এবং অন্তবর্জ্জিত জগৎপতি পিনাকীর প্রতি সতত ভক্তি করিবেন। হে মুনে! আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শিবভক্ত হও, শিবানুগ্রহে শীঘ্র মুক্ত হইবে। যাঁহার লেশমাত্র প্রসাদে আমি ব্রহ্মপদ পাইয়াছি, বিষ্ণু বিষ্ণুপদ পাইয়াছেন, সেই শিব কাহার না সেব্য? শিবোদ্দেশে দান ও হোম, শিবস্নাপন এবং শিবজপ অক্ষয় ফলজনক, ইহা ভগবান শিবের উক্তি। কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, প্রভাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, রুদ্রকোটি, গয়া, শালগ্রাম, অমরকণ্টক, পুষ্কর, ভারভূতেশ, গোকর্ণ এবং মণ্ডলেশ্বরে বাস করিলে যে ফল হয়, একদিন ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিবলিঙ্গ পূজা হইতে অধিক পুণ্য ত্রিভুবনে আর কিছুতে নাই, শিবলিঙ্গ পূজা করিলে নিশ্চয়ই নিখিল জগৎ পূজা করা হয়। মায়ামোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ মহেশ্বরকে জানিতে পারে না; হে নারদ! শিবের অনুগ্রহেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি পূজিত শিব দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করে, নিশ্চয়ই তাহার পুণ্ডরীক-যজ্ঞফল লাভ হয়। ১৬—৩১। যাহারা শান্তচিত্ত,

যে পুনঃ শান্তমনসঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মর্ত্ত্যাস্ত বদনং তেহপি নৈব পশ্যন্তি নারদ ॥ ৩২
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
শিবলিঙ্গে বসন্ত্যেব তানি সর্ব্বাণি নারদ ॥৩৩
তস্মাল্লিঙ্গং সদা পূজ্যং ভক্তিভাবেন নিত্যশঃ
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বস্মাদধিকশ্চ সঃ ॥ ৩৪
যস্তু লিঙ্গার্চ্চনং ত্যক্ত্বা দেবানন্যাংশ্চ পূজয়েৎ।
রত্নং বিহায় মূঢাত্মা যথা কাচমপেক্ষতে ॥ ৩৫
চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টম্যাং পৌর্ণমাস্যাং তথৈব চ।
অমাবস্যাং ত্রয়োদশ্যাং পূজয়েদিন্দুশেখরম্ ॥৩৬
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শিবলোকমবাপ্নোতি দেহান্তে দুর্লভং মুনে ॥ ৩৭
শিবার্চ্চনরতো নিত্যং মহাপাতকসম্ভবৈঃ।
দোষৈঃ কৃতৈর্ন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥৩৮
দর্শনাচ্ছিবভক্তানাং সকৃৎসম্ভাষণাদপি।
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং ভবতি নারদ ॥ ৩৯
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বান্ত্যজজাতিজঃ
শিবভক্তঃ সদা পূজ্যঃ সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা
নাস্যাচারং পরীক্ষেত ন কুলং ন ব্রতং তথা।
ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতভালেন পূজ্য এব হি নারদ ॥ ৪১
কর্ম্মণা মনসা বাচা যস্তু ভক্তান্ বিনিন্দতি।
নিরয়ান্নিষ্কৃতির্নাস্তি তস্য মূঢাত্মনো মুনে। ৪২
শিবভক্তান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বেষাং শাসকো যমঃ।
যঃ পুনঃ শিবভক্তানাং শিব এব ন চাপরঃ ॥৪৩
ন শিবাশ্রয়িণো মৌঞ্জী ন দণ্ডো ন চ কুণ্ডলে।
নৈব কাষায়বাসাংসি ভক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥৪৪
যদি ভক্তাঃ পশুপতৌ পাপকর্ম্মসু যে রতাঃ।
যমস্য বদনং তেহপি নৈব পশ্যন্তি নারদঃ ॥ ৪৫
যে পুনঃ শান্তমনসঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মর্ত্ত্যধর্ম্মং সমাসাদ্য বিজ্ঞেয়াস্তে গণেশ্বরাঃ ॥৪৫
মৃতস্য জীবতো বাপি শিবভক্তস্য নারদ।
যমাদ্ভয়ং ন তস্যাস্তি রাজ্ঞশ্চৈব তু কা কথা।
আশ্চর্য্যং কথয়িষ্যামি শৃণু নারদ যৎ পুরা ॥৪৬
উজ্জয়িন্যাং নৃপো হ্যাসীন্নাম্না সত্যধ্বজো মুনে।

জিতেন্দ্রিয়, শিবভক্ত, তাহাদিগকে আর মানুষের মুখ দেখিতে হয় না। হে নারদ! পৃথিবীতে যত তীর্থ এবং পবিত্র স্থান আছে, তৎসমস্তই শিবলিঙ্গে অবস্থিত! অতএব ভক্তিভাবে, নিত্য নিত্য শিবলিঙ্গ-পূজা করিলে সর্ব্বতীর্থ-স্নানফল এবং সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তি হয়। রত্ন পরিত্যাগ করিয়া কাচ অন্বেষণের ন্যায় শিবলিঙ্গপূজা পরিত্যাগ করিয়া দেবতান্তরের পূজন যে করে, সে মূঢ়। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং ত্রয়োদশীতে শিবপূজা করিলে সর্ব্বতীর্থ-স্নানফল, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠান-ফলপ্রাপ্তি ও দেহান্তে দুর্লভ শিবলোকপ্রাপ্তি তাহার ঘটে। পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, সেইরূপ শিবপূজানিরত ব্যক্তি মহাপাতক-সম্ভূত দোষে লিপ্ত হন না। হে নারদ! শিবভক্তের দর্শন এবং একবার মাত্র সম্ভাষণেও অতিরাত্র-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতি, যেই হউক, শিবভক্ত হয় ত সকল অবস্থাতেই সে ব্যক্তি পূজ্য হয়। হে নারদ! তাহার আচার, কুল, ব্রত কিছুই পরীক্ষণীয় নহে; ললাট ত্রিপুণ্ড্র-অঙ্কিত হইলেই পূজা করিবে। যে ব্যক্তি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা শিবভক্তগণকে নিন্দা করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। যম, শিবভক্ত ব্যতীত আর সকলের শাসন-কর্ত্তা; শিবভক্তগণের শাসনকর্ত্তা, শিবই; আর কেহ নহেন। শিবভক্ত ব্যক্তির মৌঞ্জী, দণ্ড, কুণ্ডল, কষায়বস্ত্র কিছুই প্রয়োজনীয় নহে; ভক্তিই মাত্র ইহাতে কারণ। হে নারদ! পাপকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও যদি শিবভক্ত হয় ত তাহাদিগকেও যমের মুখ দেখিতে হয় না। যাহারা শান্তচিত্ত জিতে-ন্দ্রিয় শিবভক্ত, তাহাদিগকে মনুষ্যরূপী গণা-ধ্যক্ষ বলিয়া জানিবে।৩১—৪৫। হে নারদ! শিবভক্ত, মৃত্যুর পর বা জীবিতাবস্থাতে যম হইতেও ভীত নহেন, রাজভয় ত সামান্য। হে নারদ মুনে! একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর;—উজ্জয়িনীতে

ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ প্রজাপালনতৎপরঃ।
ভুক্ত্বা সমস্তামবনিং কালেনাথ দিবং গতঃ॥ ৪৭
বসুশ্রুত ইতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ।
মহাকালার্চ্চনরতস্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ॥ ৪৮
ন ধর্ম্মেণ প্রজাঃ শাস্তি রাজধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
অসাধূন্ সম্পরিত্যজ্য সাধূন্ বৈ হন্ত্যসৌ নৃপঃ
প্রজানাং কুশলং নাস্তি সর্ব্বত্র পরিপন্থিনঃ।
যজ্ঞাংশ্চ যজনাং দৃষ্ট্বা ম্লেচ্ছা বিধ্বংসয়ন্ত তান্॥
গতে বর্ষসহস্রে তু রাজ্যে তস্মিন্ বসুশ্রুতে।
মৃত্যুকালোহথ সম্প্রাপ্তো দেহিনামতিভীষণঃ॥
পাপিষ্ঠ ইতি তং মত্বা সম্প্রাপ্তা যমকিঙ্করাঃ।
শিবভক্ত ইতি প্রাপ্তাস্ত্রিনেত্রাঃ শূলধারিণঃ॥৫২
শিবদূতৈঃ সমানীতং বিমানং সার্ব্বকামিকম্॥

যমদূতাশ্চাতিক্রূরাঃ পাশদণ্ডাসিপাণয়ঃ।
আহর্ত্তুমুদ্যতাঃ সর্ব্বে নৃপং তং যমকিঙ্করাঃ॥৫৪
গণেশ্বরাস্ততঃ ক্রুদ্ধা দৃষ্ট্বা তান্ যমকিঙ্করান্।
ত্রিশূলৈর্মুদ্গরৈশ্চক্রৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা॥ ৫৫
তাড়য়িত্বা ভৃশং দূতান্ যমশাসনপালকান্।
নীতঃ শিবপুরং দিব্যং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৫৬
অথ তে কিঙ্করাঃ সর্ব্বে যমং গত্বেদমব্রুবন্॥৫৭

কিঙ্করা উচুঃ।

শৃণু ধর্ম্ম যথা বৃত্তমীশ্বরস্য গণেশ্বরৈঃ।
সার্ব্বানস্মাংস্তাড়য়িত্বা নীতঃ পাপো বসুশ্রুতঃ॥
ন যজ্ঞৈর্যজতে দেবান্ ন বিপ্রান্ নাতিথীনপি।
ন ধর্ম্মেণ প্রজাঃ পাতি কথং শিবপুরং গতঃ॥
তত্ত্বং ধর্ম্ম বিজানাসি ধর্ম্মদণ্ডধরো ভবান্।
তস্মাদ্ ব্রবীহি ভগবংস্তবাজ্ঞাকারিণো বয়ম্॥
এবং তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মরাট্ সূর্য্যনন্দনঃ।
বচঃ প্রোবাচ গম্ভীরং কিঙ্করান্ প্রতি নারদ॥

সত্যধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি ধর্ম্মাত্মা, সত্যসন্ধ এবং প্রজাপালনরত ছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী পালন করিয়া কালক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন। সেই মহাত্মার পুত্রের নাম বসুশ্রুত। রাজা বসুশ্রুত * মহাকালপূজারত, মহাকালনিষ্ঠ এবং মহাকাল পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করিতেন না, রাজধর্ম্মবহিষ্কৃতই ছিলেন। সেই রাজা অসাধুদিগকে ত্যাগ করিয়া সাধুগণকে হিংসা করিতেন। প্রজাদিগের মঙ্গল ছিল না, সকল বিষয়েই তাহারা শত্রুসঙ্কুল ছিল। যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞ দর্শন করিয়া ম্লেচ্ছেরা তাহা বিধ্বস্ত করিত। রাজ্যের এই অবস্থায় সহস্র বৎসর গত হইলে, শরীরিগণের রাজা বসুশ্রুতের উপস্থিত অতি-ভীষণ মৃত্যুকাল হইল। পাপিষ্ঠ-বিবেচনায় যমকিঙ্করেরা এবং শিবভক্ত-বিবেচনায় শূলপাণি ত্রিনেত্র শিবভৃত্যেরা তথায় উপস্থিত হইলেন। শিবদূতগণ সর্ব্বকামপ্রদ বিমান আনয়ন করিয়াছিলেন। পাশ-দণ্ড-খড়্গধারী অতি-ক্রূর যমদূতগণ সকলে সেই রাজাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। তখন গণাধিপতিগণ, যমদূতগণদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল, মুদ্গর, চক্র, গদা এবং মুষল দ্বারা সেই যমাজ্ঞাকারী দূতদিগকে অতীব পীড়িত করিলেন এবং সেই রাজাকে পুনরাগমনবর্জ্জিত দিব্য শিবপুরে লইয়া গেলেন। ৪৬—৫৬। অনন্তর কিঙ্করেরা সকলে যমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে ধর্ম্ম! যথাযথ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, শিবগণাধ্যক্ষেরা আমাদিগকে প্রহার করিয়া পাপিষ্ঠ বসুশ্রুত রাজাকে লইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি যজ্ঞ করে নাই, ব্রাহ্মণ বা অতিথিগণের পূজা করে নাই, ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনও করে নাই, তবে সে শিবপুরে গমন করিল কিরূপে? হে ধর্ম্ম! আপনি ধর্ম্মদণ্ডধারী, এ বিষয়ের তত্ত্ব আপনি অবগত আছেন। অতএব তাহা বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞাকারী। হে নারদ! সূর্য্যনন্দন ধর্ম্মরাজ, কিঙ্করগণের এই কথা শুনিয়া গম্ভীরস্বরে

* ৺কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহাকাল নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ।

যম উবাচ।

দেবাসুরমনুষ্যাণাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি।
শাস্তাহং নাত্র সন্দেহঃ শিবভক্তমৃতে কিল॥৬
মাহাত্ম্যং শিবভক্তানাং কো বা বিন্দতি তত্ত্বতঃ
তেষাং নিয়ন্তা ভগবান্ মহাদেবো ন চাপরঃ॥
শিবভক্তা মহাত্মানঃ সদা শর্ব্বার্চ্চনে রতাঃ।
অপ্যাশ্রমাচারহীনাংস্ত্যজধ্বং তান্ প্রযত্নতঃ॥
বর্ণাশ্রমাণামাচারা অপি তৈন বিবর্জ্জিতাঃ।
শঙ্করে যদি ভক্তঃ স্যান্ন শাস্যঃ পূজ্য এব হি॥
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ শিবভক্তাঃ প্রযত্নতঃ।
পাপকর্ম্মস্বপি রতাস্তেষামেনো ন বিদ্যতে॥৬৬
বিভেমি শিবভক্তেভ্যঃ সিংহাদিব যথা মৃগাঃ।
শ্বেতস্যাহরণে পূর্ব্বমহং দেবেন ঘাতিতঃ॥৬৭
ততঃ প্রভৃত্যহং শাস্তা তদ্ভক্তানাং ন কিঙ্করাঃ
যোঽসৌ বসুশ্রুতো রাজা ন প্রজাঃ পালয়ন্ যদি।।
তথাপি শঙ্করে ভক্তো মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য পাপং স্পৃশতি তং কথম্
সকৃৎ পশ্যতি যো দেবং মহাকালং ত্রিলোচনম্
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি শৈবং পরং পদম্॥
যঃ সদার্চ্চয়তে দেবং মহাকালং তমীশ্বরম্।
গণেশ্বরঃ স মন্তব্যো ভবদ্ভিরিতি কিঙ্করাঃ॥৭২
এবং যমস্য বচনং শ্রুত্বা তে যমকিঙ্করাঃ।
তুষ্ণীমাসাদ্য তে সর্ব্বে বভুবুর্বিগতজ্বরাঃ॥৭৩
তস্মাৎ পূজ্যো মহাদেবস্তদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
ভক্তানাং পূজনাচ্ছম্ভুঃ প্রীতো ভবতি নারদ॥
শিবস্য নিত্যতৃপ্তস্য কিং নাম ক্রিয়তে জনৈঃ
যৎ কৃতং শিবভক্তানাং তেন প্রীতো ভবেচ্ছিবঃ
দেবান্ সর্ব্বান্ পরিত্যজ্য ভজ নারদ শঙ্করম্॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে
সূতশৌনকসংবাদে ব্রহ্ম-নারদ-
সংবাদাদিকথনং নাম চতুঃ-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৪

তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি দেবতা, অসুর, মানব এবং সকল প্রাণীরই শাসনকর্ত্তা, ইহাতে সন্দেহ নাই; আমি শিবভক্তের শাসনকর্ত্তা নহি। শিবভক্তগণের মাহাত্ম্য তত্ত্বতঃ জানিতে কে পারে? ভগবান্ মহাদেবই তাঁহাদের নিয়ন্তা, অপর কেহ নহেন। সদা শিবপূজারত শিবভক্ত মহাত্মারা আশ্রমাচারহীন হইলেও তোমরা তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। শিবভক্ত যদি বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগও করেন, তবু তিনি শাসনযোগ্য নহেন; প্রত্যুত পূজনীয়। শিবভক্তগণ পাপকর্ম্মরত হইলেও তাঁহাদিগকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে; কেননা তাঁহাদের পাপ নাই। সিংহের নিকট মৃগেরা যেমন ভীত হয়, আমি শিবভক্তগণের নিকট সেইরূপ ভীত হই। পূর্ব্বে (শিবভক্ত) শ্বেত নামক মুনিকে গ্রহণ করিতে গিয়া শিবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলাম। হে কিঙ্করগণ! তদবধি আমি আর শিবভক্তগণের শাসন করিতে অগ্রসর হই না। সেই রাজা বসুশ্রুত যদিও প্রজাপালন করেন নাই, তথাপি বাক্য মন, দেহ এবং কর্ম্ম দ্বারা শিবকে ভজনা করিয়াছেন। সেই দেবের প্রসাদে তাঁহার পাপস্পর্শ হয় নাই। যে ব্যক্তি একবারমাত্র দেবদেব ত্রিলোচন মহাকালকে দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে কিঙ্করগণ! যে ব্যক্তি সতত সেই মহাকালের পূজক, তাঁহাকে তোমরা গণাধ্যক্ষ বলিয়া মানিবে। যমকিঙ্করগণ, যমের এই প্রকার কথা শুনিয়া তুষ্ণীম্ভাবে থাকিল এবং নিরুদ্বেগ হইল। হে নারদ! অতএব শিব, বিশেষতঃ শিবভক্ত পূজনীয়; ভক্তপূজনে শিব প্রীত হইয়া থাকেন। লোকে, নিত্যতৃপ্ত শিবের আর কি করিতে পারে, শিবভক্তগণের তৃপ্তি করিতে পারিলেই তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। হে নারদ! সর্ব্বদেব পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করকে ভজনা কর। ৫৭—৭৬।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পত্রং পুষ্পমথাপি বা।
যঃ প্রযচ্ছতি শর্ব্বায় তদনন্তফলং সকৃৎ॥ ১
সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ শিববক্ত্রাদ্বিনির্গতাঃ
পঞ্চাক্ষরস্য মন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম॥ ২
দীক্ষিতোঽদীক্ষিতো বাপি বিধানাদন্যথাপি বা
পঞ্চাক্ষরং জপেদ্‌যস্তু শিবস্যানুচরো ভবেৎ॥৩
অপি কৃত্বা ভ্রূণহত্যাং পাপানি সুবহূন্যপি।
পঞ্চাক্ষরজপাৎ সদ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৪
ন হি পঞ্চাক্ষরজপাৎ শ্রেয়োঽস্তি ভুবনত্রয়ে।
এবং জ্ঞাত্বা জপেদ্বিদ্বান্ বিদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং শুভাম্॥ ৫
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ বিল্বপত্রৈঃ শিবার্চ্চনম্।
করোতি শ্রদ্ধয়া যস্তু স গচ্ছেদৈশ্বরং পদম্॥ ৬
দর্শনাদ্বিল্ববৃক্ষস্য স্পর্শনাদ্বন্দনাদপি।
অহোরাত্রকৃতং পাপং নশ্যতে ঋষিসত্তম॥ ৭
অন্তকালে নরো যস্তু বিল্বমূলস্য মৃত্তিকাম্।
আলিম্পেৎ সর্ব্বগাত্রাণি মৃতো যাতি পরাং গতিম্।
বিল্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য দ্বাদশাহমভোজনম্।
যঃ কুর্য্যাদ্‌ভ্রূণহা পাপান্মুক্তো ভবতি নারদ॥৯
বিল্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুচিঃ।
হরনাম জপল্লক্ষং ভ্রূণহত্যাং ব্যপোহতি॥ ১০
মাতৃহা পিতৃহা বাপি যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েদিন্দুশেখরম্॥ ১১
ভক্ত্যা বিল্বদলৈর্ম্মৌনী হরনাম জপন্ নিশি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি শৈবং পরং পদম্॥১২
শুষ্কৈঃ পর্য্যুষিতৈঃ পত্রৈরপি বিল্বস্য নারদ।
পূজয়েদ্গিরিজানাথং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥১৩
অর্ঘ্যং পুষ্পফলোপেতং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ
যুগানাময়ুতং সাগ্রং শিবলোকে বসেন্নরঃ॥ ১৪
আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি সঘৃতং দধি তণ্ডুলাঃ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে ব্যক্তি শিবোদ্দেশে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে একবারও পত্র অথবা পুষ্প প্রদান করে, তাহার অনন্ত ফল। সপ্ত-কোটি-সংখ্যক মহামন্ত্র শিববদন হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু সে সব মন্ত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ষোড়শ ভাগের একভাগ সাদৃশ্যও প্রাপ্ত হয় না। দীক্ষিত হউক, অদীক্ষিত হউক, বিধিপূর্ব্বক হউক, বা অবিধিপূর্ব্বক হউক, যে ব্যক্তি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে শিবানুচর হয়। ভ্রূণহত্যাদি বহু পাপ করিয়াও যদি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে ত সদ্যঃপাপমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ত্রিভুবনে পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রজপাপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই, ইহা জানিয়া বিচক্ষণ সাধক, শুভ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা জপ করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে শ্রদ্ধা-সহকারে বিল্বপত্র দ্বারা শিবপূজা করে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি হয়। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! বিল্ববৃক্ষের দর্শন, স্পর্শন এবং বন্দনে অহোরাত্রকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব অন্তকালে সর্ব্বাঙ্গে বিল্ববৃক্ষমূলের মৃত্তিকা লেপন করে, তাহার মৃত্যুর পর পরম গতি লাভ হয়। হে নারদ! যে ভ্রূণঘাতী, বিল্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশরাত্র উপবাস করিবে, সে, সেই পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। বিল্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া শুচি অবস্থায় ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া লক্ষ শিবনাম জপ করিলে ভ্রূণহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়। মাতৃঘাতী, পিতৃ-ঘাতী অথবা সর্ব্বপাপযুক্ত ব্যক্তিও মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিকালে শিব-নাম জপ করত মৌনভাবে বিল্বপত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজা করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ১—১২। হে নারদ! শুষ্ক বা পর্য্যুষিত বিল্বপত্র দ্বারাও শিবপূজা করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পুষ্পফলযুক্ত অর্ঘ্য শিবোদ্দেশে নিবেদন করিবে, সেই মানব কিঞ্চিদধিক অযুতযুগ শিবলোকে বাস করিবে। জল, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, কুশাগ্র, তণ্ডুল, তিল এবং শ্বেত-

তিলৈশ্চ সর্ষপৈঃ সার্দ্ধমর্ঘ্যোঽষ্টাঙ্গ ইতি স্মৃতঃ ॥
পলকোটিং সুবর্ণস্য যো দদ্যাদ্বেদপারগে।
শিবায় ভক্তিমাত্রঞ্চ প্রধানমধিকং ফলম্ ॥ ১৬
তস্মাৎপত্রৈঃফলৈঃপুষ্পৈস্তোয়ৈরপি যজেচ্ছিবম্
তদনন্তফলং প্রোক্তং ভক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥
লিঙ্গস্য লেপনং কুর্য্যাদ্দিব্যৈর্গন্ধৈর্মনোরমৈঃ।
বর্ষকোটিশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥১৮
সুগন্ধালেপনাৎ পুণ্যং দ্বিগুণং চন্দনস্য তু।
চন্দনাচ্চাগুরোর্জ্জেয়ং পুণ্যমষ্টগুণাধিকম্ ॥ ১৯
কৃষ্ণাগুরোর্বিশেষেণ দ্বিগুণং ফলমিষ্যতে।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং কুঙ্কুমস্য বিধীয়তে ॥২০
চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্নাভিরোচনকুঙ্কুমৈঃ।
লিঙ্গমেতৈঃ সমালিপ্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
সংবীজ্য তালবৃন্তেন লিঙ্গং গন্ধৈঃ সুলেপিতম্
দশবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২২
ময়ূরব্যজনং দত্ত্বাচ্ছিবায়াতীব শোভনম্।
বর্ষকোটিশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥২৩
চামরং যঃ শিবে দদ্যান্মণিরত্নবিভূষিতম্।
হেমরূপ্যাদিদণ্ডং বা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৪
চামরাসক্তহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীপরিবারিতঃ।
বিমানমারুহ্য গণৈর্যাতি মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ২৫
অরণ্যসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পত্রৈর্বা গিরিসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈররক্তৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ ॥ ২৬
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিবম্
পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমথোত্তমম্ ॥২৭
তপঃশীলগুণাধ্যায়-বেদবেদাঙ্গগামিনে।
দশ দত্ত্বা সুবর্ণস্য ফলং হি তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮
অর্কপুষ্পৈঃ কৃতা পূজা যদি দেবায় শম্ভবে।
অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ করবীরং প্রশস্যতে ॥ ২৯
করবীরসহস্রেভ্যো বিল্বপত্রং বিশিষ্যতে।
বিল্বপত্রসহস্রেভ্যঃ শমীপত্রং বিশিষ্যতে ॥ ৩০
অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে।
শমীপুষ্পসহস্রেভ্যঃ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৩২
কুশপুষ্পসহস্রেভ্যঃ পদ্মপুষ্পং বিশিষ্যতে।

সর্ষপ এই অষ্টাঙ্গসম্পন্ন অর্ঘ্য। বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এককোটিপল সুবর্ণ দান করা অপেক্ষা প্রধান ও অধিক ফল—শিবের প্রতি মাত্র ভক্তি করিলেই হয়। অতএব পত্র, পুষ্প ফল এবং জল দ্বারাও শিবপূজা কর্ত্তব্য, তাহাতে অনন্তফল হইয়া থাকে; এই অনন্ত-ফলের প্রতি একমাত্র ভক্তিই কারণ। দিব্য মনোরম গন্ধ দ্বারা শিবলিঙ্গ লেপন করিলে শতকোটি বৎসর শিবলোকে সাদরে বাস করিতে পারে। চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গ-লেপনের ফল—সুগন্ধ দ্বারা লেপন অপেক্ষা দ্বিগুণ। চন্দন-লেপনের অষ্টগুণ অধিক পুণ্য অগুরু-লেপনে কৃষ্ণাগুরুর লেপন ফল—তদপেক্ষা দ্বিগুণ। কুঙ্কুম-লেপনের ফল, তদপেক্ষা শতগুণ। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, মৃগনাভি, গোরোচনা এবং কুঙ্কুম দ্বারা শিবলিঙ্গ লেপন করিলে গাণপত্য প্রাপ্তি হয়। গন্ধলেপিত শিবলিঙ্গে তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিলে দশসহস্র বৎসর শিব-লোকে সাদরে বাস করিতে পায়। অতি শোভন ময়ূরপুচ্ছ-ব্যজন শিবোদ্দেশে দান করিলে দিব্য শতকোটি বৎসর শিব-লোকে সাদরবসতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মণিরত্নভূষিত, স্বর্ণময় বা রৌপ্যময় দণ্ডযুক্ত চামর শিবকে অর্পণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর;—সে ব্যক্তি চামরধারিণী দিব্যস্ত্রীগণে পরিবৃত ও বিমানারূঢ় হইয়া শিবপদে গমন করে। বন্য, পার্ব্বত্য, অথবা স্বীয় উদ্যান-সম্ভূত অপর্য্যুসিত, অচ্ছিদ্র, রক্তিম-বর্জ্জিত, কীটাদিহীন, পুষ্প দ্বারা শিব-পূজা করিলে পুষ্পের জাতিভেদে উত্তর উত্তর পুণ্যাধিক্য হয় ।১৩—২৭। অর্কপুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিলে তপঃশীল গুণসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গ-পার-গামী ব্রাহ্মণকে দশ সুবর্ণদানের ফল হয়। সহস্র অর্কপুষ্প অপেক্ষা করবীর-পুষ্প প্রশস্ত; সহস্র করবীর-পুষ্প অপেক্ষা বিল্বপত্র প্রশস্ত, সহস্র বিল্বপত্র অপেক্ষা শমীপত্র প্রশস্ত; সহস্র অর্কপুষ্প হইতে শমীপুষ্প প্রশস্ত; সহস্র শমীপুষ্প হইতে কুশপুষ্প প্রশস্ত; সহস্র কুশপুষ্প হইতে পদ্মপুষ্প

পদ্মপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৩৩
বকপুষ্পসহস্রেভ্য একং ধত্তুরকং তথা ।
ধত্তুরকসহস্রেভ্যো বৃহৎপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৩৪
বৃহৎপুষ্পসহস্রেভ্যো দ্রোণপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যো অপামার্গং বিশিষ্যতে ॥
অপামার্গসহস্রেভ্যঃ শ্রীমন্নীলোৎপলং বরম্ ॥
নীলোৎপলসহস্রেণ যো মালাং সম্প্রযচ্ছতি ।
শিবায় বিধবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৮
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
বসেচ্ছিবপুরে শ্রীমাঞ্ছিবতুল্যপরাক্রমঃ ॥৩৮
করবীরসমা জ্ঞেয়া জাতী বিজয়পাটলা ।
শ্বেতমন্দারকুসুমং সিতপদ্মঞ্চ তৎসমম্ ।
নাগচম্পকপুন্নাগা ধত্তুরকসমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
বন্ধুকং কেতকীপুষ্পং কুন্দযূথীমদন্তিকাঃ ।
শিরীষকার্জ্জুনং পুষ্পং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥৪০
কনকানি কদম্বানি রাত্রৌ দেয়ানি শঙ্করে ।

প্রশস্ত; সহস্র পদ্মপুষ্প অপেক্ষা বকপুষ্প প্রশস্ত; সহস্র বকপুষ্প হইতে এক ধুস্তুর, সহস্র ধুস্তুর-পুষ্প হইতে বৃহৎপুষ্প, সহস্র বৃহৎপুষ্প হইতে দ্রোণপুষ্প, সহস্র দ্রোণপুষ্প হইতে অপামার্গপুষ্প, এবং সহস্র অপামার্গ পুষ্প হইতে উত্তম নীলপদ্ম শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সহস্র নীলপদ্ম-গ্রথিত মালা শিবকে ভক্তিসহকারে যথাবিধি প্রদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ;—সেই মাল্য-দাতা ব্যক্তি বহুসহস্রকোটি এবং বর্ষ শত কোটি বৎসর শিবতুল্যবিক্রম হইয়া শিবপুরে বাস করেন; জাতী, বিজয়া, পাটলা, শ্বেত মন্দার পুষ্প এবং শ্বেতপদ্ম, করবীর পুষ্পের তুল্য। নাগকেশর, চম্পক এবং পুন্নাগ পুষ্প ধুস্তুরপুষ্পের সমান। বন্ধুক কেতকী, কুন্দ, যূথী, মদন্তিকা, শিরীষ এবং অর্জ্জুনপুষ্প শিবপূজায় যত্নসহকারে বর্জ্জনীয়। কনকবর্ণ * কদম্বপুষ্প শিবকে রজনীতে

দিবা শেষাণি পুষ্পাণি দিবা রাত্রৌ চ মল্লিকা ॥
প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্ ॥ ৪২
কেশকীটাপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ ।
স্বয়ংপতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহতানি চ ॥ ৪৩
মুকুলৈর্ন চর্চ্চয়েদীশং যস্য কস্যাপি নারদ ।
কলিকৈর্নার্চ্চয়েদ্দেবং চম্পকৈর্জ্জলজৈর্বিনা ॥ ৪৪
ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকৈঃ
পুষ্পাণামপ্যলাভে তু পত্রাণ্যপি নিবেদয়েৎ ॥
ফলানামপ্যলাভে তু তৃণগুল্মৌষধৈরপি ।
ঔষধানামভাবে তু ভক্ত্যা ভবতি পূজিতঃ ॥৪৬
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈস্তু সকৃৎ পূজয়তে শিবম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
ধত্তুরকৈস্তু যো লিঙ্গং সকৃৎ পূজয়তে নরঃ ।
গোলক্ষস্য ফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে

দেয়। অবশিষ্ট পুষ্প দিবসে দেয়। মল্লিকা দিবারাত্রি উভয় সময়েই দেয়। জাতীপুষ্প এক প্রহর পর্য্যুষিত হয় না; করবীর পুষ্প দিবারাত্র থাকে। কেশকীটযুক্ত, শীর্ণ, পর্য্যু-ষিত,স্বয়ংপতিত এবং মলাদিদূষিত পুষ্প পরি-ত্যাজ্য।২৮—৪৩। হে নারদ! কোন পুষ্পেরই মুকুল দ্বারা শিবপূজা করিবে না। চম্পক এবং জলজ ব্যতীত কোন পুষ্পের কলিকা দ্বারাও পূজা কর্ত্তব্য নহে। জলজ উৎপল এবং চম্পকে পর্য্যুষিত দোষ নাই। পুষ্পা-ভাবে পত্র নিবেদনীয় *। ফলের অভাবে তৃণগুল্ম এবং ওষধি দ্বারাও শিবপূজা কর্ত্তব্য। ওষধির অভাবে কেবল ভক্তি দ্বারাই শিব-পূজা হইতে পারে। বহু অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একবার শিবপূজা করিলে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া শিবলোকে সসম্মানে বসতি প্রাপ্ত হয়। যে মানব একবার বহু ধুস্তুরপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করে, সে, লক্ষ গোদানের

* "সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে উত্তোলিত ধুস্তুর-পুষ্প এবং কদম্ব পুষ্প শিবকে অর্পণ করিবে" এই ব্যাখ্যা কিয়দংশে আচারসম্মত। অথবা উক্ত পুষ্প রাত্রিতে দিবে।

* "পত্রাভাবে ফল" এইরূপ কিছু মূলের অংশ থাকিলে সঙ্গত হইত।

বৃহতীকুসুমৈর্ভক্ত্যা যো লিঙ্গং সকৃদর্চ্চয়েৎ।
গবাময়ুতদানস্য ফলং প্রাপ্য শিবং ব্রজেৎ॥৪৯
মল্লিকোৎপলপুষ্পাণি নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ।
অশোকশ্বেতমন্দার-কর্ণিকারবকাণি চ॥ ৫০
করবীরার্কমন্দার-শমীতগরকেসরম্।
কুশাপামার্গকুমুদ-কদম্বকুরবৈরপি॥ ৫১
পুষ্পৈরেতৈর্যথালাভং যো নরঃ পূজয়েচ্ছিবম্
স যৎ ফলমবাপ্নোতি তদেকাগ্রমনাঃ শৃণু॥৫২
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ।
পুষ্পমালাপরিক্ষিপ্তৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥ ৫৩
তন্ত্রীমধুরনাদৈশ্চ স্বচ্ছন্দগমনৈস্তথা।
রুদ্রকন্যাসমাকীর্ণৈঃ সমন্তাদুপশোভিতৈঃ।
দোধূয়মানশ্চমরৈঃ শিবলোকে মহীয়তে। ৫৪
অনেকাকারবিন্যাসৈঃ কুমুদৈশ্চ শিবং গৃহম্।
যঃ কুর্য্যাৎ পর্ব্বকালেষু বিচিত্রকুসুমোজ্জ্বলম্॥
স পুষ্পকবিমানেন সহস্রপরিবারিতঃ।
দিব্যস্ত্রীসুখসৌভাগ্যক্রীড়ারতিসমন্বিতঃ॥ ৫৬
অক্ষয়াল্লভতে লোকানতিরস্কৃতশাসনঃ।
শিবাদিসর্ব্বলোকেষু যত্রেষ্টং তত্র যাতি সঃ॥
পুষ্পাদিভক্তিবিন্যাসৈরর্চ্চনাদিষু সর্ব্বতঃ।
ফলমেকং সমং জ্ঞেয়ং ফলং বিত্তানুসারতঃ॥৫৮
স্বয়মুৎপাদ্য পুষ্পাণি যঃ স্বয়ং পূজয়েচ্ছিবম্।
তানি সাক্ষাৎ প্রগৃহ্ণাতি দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥
কৃষ্ণাগুরোঃ সকর্পূরধূপং দদ্যাচ্ছিবায় বৈ।
নৈরন্তর্য্যেণ মাসার্দ্ধং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৬০
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
ভুক্ত্বা শিবপুরে ভোগাংস্তদন্তে পৃথিবীপতিঃ।
গুগ্গুলং ঘৃতসংযুক্তং সাক্ষাদ্গৃহ্ণাতি শঙ্করঃ।
মাসার্দ্ধং ধূপদানেন শিবলোকে মহীয়তে॥ ৬২
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং যঃ সাজ্যং গুগ্গুলংদহেৎ
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবঃ পিনাকধৃক্॥৬৩
শ্রীফলকাজ্যসম্মিশ্রং দত্ত্বাপ্নোত্যভিত পরাং গতিম্

ফল প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত ও শিবলোকবাসী হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে বহু বৃহৎ বা বৃহতী পুষ্প দ্বারা একবার শিবপূজা করে, অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া শিবপ্রাপ্তি তাহার ঘটিয়া থাকে। মল্লিকা, উৎপল, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, শ্বেত, মন্দার, কর্ণিকার, বক, করবীর, মন্দার, শমী, তগর, বকুল, কুশ, অপামার্গ, কুমুদ, কদম্ব এবং কুরুবক—প্রাপ্তি অনুসারে এই সকল পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলে যে ফল হয়, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর;—কোটিসূর্য্য-সন্নিভ, সর্ব্বকামপ্রদ, পুষ্পমালাজড়িত, গীত-বাদিত্রমধুর তন্ত্রীনাদ-সমন্বিত, স্বচ্ছন্দগামী রুদ্রকন্যাগণ পরিবৃত, উত্তম শোভাসম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক চামরপবনে আন্দোলিত হইয়া শিবলোকে সাদরে বাস করিতে পায়। যে ব্যক্তি পর্ব্বকালে শিবগৃহকে অনেক প্রকার বিন্যস্ত কুমুদ দ্বারা ও বিচিত্র কুসুম দ্বারা উজ্জ্বল করে, সে ব্যক্তি পুষ্পক বিমান-সহস্র-পরিবৃত ও দিব্যস্ত্রীসুখ-সৌভাগ্যলীলারতি-পরিসেবিত হইয়া অপ্রতিহত-নিদেশে অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হয়। শিবলোকাদি সর্ব্বলোকেই সে ইচ্ছামত গমন করিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে পুষ্পাদির অর্চ্চনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজায় তাহা যোজনা করিলে উক্ত শ্রেষ্ঠ ফল যথাযথ হইয়া থাকে এবং ধনানুসারে ফল-তারতম্য হয়। যে ব্যক্তি স্বয়ং পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া সেই পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করে, তাহার প্রদত্ত সেই সমস্ত পুষ্প দেবদেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪৪—৫৯। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ অগুরু এবং কর্পূরের ধূপ নিরন্তর এক পক্ষকাল শিবোদ্দেশে দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর;—সে ব্যক্তি সহস্রকোটী কল্প এবং শতকোটী কল্প কাল শিবলোকে বহু ভোগ করিয়া পরিশেষে রাজা হইয়া থাকে। ঘৃতযুক্ত গুগ্গুল-ধূপ, শিব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক পক্ষকাল ধূপ দান করিলে, শিবলোকে সম্মানিত অধিবাসী হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে ঘৃতযুক্ত গুগ্গুল দগ্ধ করিবে, তাহার পরমস্থান শিবলোক প্রাপ্তি হয়। ঘৃতযুক্ত বিল্বফল প্রদান করিলে

এভিঃ সুগন্ধিতো ধূপঃ ষট্‌সহস্রগুণোত্তরঃ ॥৬৪
যস্ত্বর্কসম্পুটে কৃত্বা মধু চার্ঘ্যস্তু মন্ত্রতঃ ।
নিবেদয়তি শর্ব্বায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
শালিতণ্ডুলপ্রস্থেন কুর্য্যাদন্নং সুসংস্কৃতম্‌ ।
শিবায় তচ্চরুং দত্ত্বা চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥৬৭
যাবন্তস্তণ্ডুলাস্তস্মিন্‌ নৈবেদ্যে পরিসংখ্যয়া ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬৮
গুড়খণ্ডঘৃতানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাঞ্চ নিবেদনাৎ ।
ঘৃতেন পাচিতানাস্তু দত্ত্বা শতগুণং ভবেৎ ॥৬৯
ঘৃতদীপপ্রদানেন শিবায় শতযোজনম্‌
বিমানং লভতে দিব্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্‌ ॥
যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকেমাসি শোভনাং দীপমালিকাম্‌
ঘৃতেন চ চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যাং বিশেষতঃ ॥ ৭১
সূর্য্যাযুতপ্রতীকাশস্তেজসা ভাসয়ন্‌ দিশঃ ।
তেজোরাশিবিমানস্থঃ সূর্য্যবদ্দ্যোততে সদা ॥
শিরসা ধারয়েদ্দীপং সর্ব্বরাত্র্যাং বিশেষতঃ ।
ললাটে বাথ হস্তাভ্যাং শিরসা বাথ নারদ ॥৭৩
সূর্য্যাযুতপ্রতীকাশৈর্ব্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ।
কল্পাযুতশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৪
শিবস্য পুরতো দত্ত্বা দর্পণঞ্চ সুনির্ম্মলম্‌ ।
চন্দ্রাংশুনির্ম্মলঃ শ্রীমান্‌ সুভগঃ কামরূপধৃক্‌ ।
কল্পাযুতসহস্রন্তু শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা শিবস্যায়তনং নরঃ ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি নারদ ॥ ৭৬
কূপারামপ্রপাদ্যেন্তু শিবায়তনকর্ম্মণি ।
উপযুক্তানি ভূতানি খননোৎপাতনাদিষু ॥ ৭৭
কামতোঽকামতো বাপি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
শিবং যান্তি ন সন্দেহঃ প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৭৮
ক্রোশমাত্রং শিবক্ষেত্রং সমন্তাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ।
দেহিনাং তত্র পঞ্চত্বং শিবসাযুজ্যকারণম্‌ ॥ ৭৯
মনুষ্যস্থাপিতে লিঙ্গে ক্ষেত্রমানমিদং স্মৃতম্‌ ।

পরমগতি লাভ হয়। এই সকল বস্তু দ্বারা ধূপের সৌগন্ধ-সম্পাদন করিলে ছয় হাজার গুণ অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি অর্কপুষ্প সম্পুটিত করিয়া অর্ঘদানের মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক শিবকে মধু প্রদান করিবে, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রস্থ-পরিমিত শালিতণ্ডুল দ্বারা সুসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত করিবে সেই অন্নচরু শিবকে দান করিলে, বিশেষতঃ তাহা চতুর্দ্দশী তিথিতে দান করিলে, চরুস্থিত তণ্ডুলের যত সংখ্যা, তত সহস্র বৎসর শিব-লোকে বাস করে। গুড়-খণ্ড-ঘৃত-প্রস্তুত ভক্ষ্য নিবেদন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। ঘৃতপক্ক এই সকল দ্রব্য নিবেদনে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ ফল হয়। শিবোদ্দেশে ঘৃত-প্রদীপ প্রদান করিলে, শতযোজন-বিস্তীর্ণ কোটীসূর্য্যসমপ্রভ দিব্যবিমান প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে উত্তম ঘৃত-দীপমালা প্রদান করিবে এবং চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় বিশেষরূপে উক্ত দীপমালা প্রদান করিবে, সে ব্যক্তি অযুত সূর্য্যসন্নিভ, তেজো-রাশিস্বরূপ এবং বিমানারূঢ় হইয়া সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত শোভা পাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি মস্তকে, ললাটে, হস্তযুগলে অথবা বক্ষঃস্থলে দীপ ধারণ করিয়া থাকে, হে নারদ! অযুত সূর্য্যতুল্য সর্ব্বকামপ্রদ বহুবিমান-যোগে শতাযুত কল্প দিব্য শিবলোকে সাদরে তাহার সহিত বসতি হইয়া থাকে। শিবের সম্মুখে নির্ম্মল দর্পণ দান করিলে কৌমুদীনির্ম্মল, কামরূপধারী, শ্রীমান্‌ এবং সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া অযুত সহস্রকল্প শিবলোকে সসম্মানে বাস করা যায়। হে নারদ! ভক্তিপূর্ব্বক শিবালয় প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। ৫৮—৭৬। জ্ঞানপূর্ব্বকই কিম্বা অজ্ঞানপূর্ব্বকই বা হউক, শিবায়তনে কূপ, উপবন বা প্রপা (জলসত্র) প্রভৃতি উপযুক্ত পদার্থ সকল খনন বা উৎপাদন করিতে পারিলে, সে স্থাবর জঙ্গম যে প্রাণী হউক না কেন, শিবপ্রসাদে তাহার নিশ্চয়ই শিব-প্রাপ্তি হইবে। শিবলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে এক-ক্রোশ শিবক্ষেত্র; তথায় মৃত্যু হইলে প্রাণি-গণের শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। মনুষ্য-

স্বায়ম্ভুবে যোজনং স্যাদার্ষে চৈব তদর্দ্ধকম্ ॥ ৮০
পাপাচারোঽপি যস্তত্র পঞ্চত্বং যাতি নারদ ।
সোঽপি যাতি শিবস্থানং যদ্দেবৈরপি দুর্লভম্
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানাদিকং চরেৎ ।
তস্মাদাবসথং কুর্য্যাৎ শিবক্ষেত্রসমীপতঃ ॥ ৮২
শিবলিঙ্গসমীপস্থং যৎ তোয়ং পুরতঃ স্থিতম্ ।
শিবগঙ্গেতি সংজ্ঞেয়ং তত্র স্নানাদিনা ব্রজেৎ ॥
যঃ কুর্য্যাৎ দীর্ঘিকাং বাপি কূপং বাপি শিবাশ্রমে
ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৮৪

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে
পঞ্চাক্ষরমন্ত্রপ্রভাবাদিকথনং নাম
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

স্থাপিত শিবলিঙ্গের পক্ষে ক্ষেত্রের এইরূপ পরিমাণ জানিবে। স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পক্ষে ক্ষেত্রের পরিমাণ এক যোজন; ঋষি-স্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্র-পরিমাণ দুই ক্রোশ। হে নারদ! কোন পাপচারী ব্যক্তিরও যদি তথায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহারও দেবদুর্লভ শিবপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব শিবক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া স্নানাদি করিবে এবং শিবক্ষেত্রের নিকটেই বাসগৃহ করিবে। শিবলিঙ্গের সমীপস্থিত সম্মুখ-বর্ত্তী যে জলাশয়, তাহার নাম শিবগঙ্গা। তথায় স্নানাদি করিয়া (শিবদর্শনে) গমন করিবে। যে ব্যক্তি শিবক্ষেত্রে দীর্ঘিকা অথবা কূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, একবিংশতি পুরুষ সমভিব্যাহারে শিবলোকে সসম্মানে তাহার বাস হইয়া থাকে। ৭৭—৮৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং সকৃল্লিঙ্গে সমর্পিতম্ ।
তদনন্তফলং প্রোক্তং হেতুর্ভবতি মুক্তয়ে ॥ ১
তুষ্টে শিবে পদার্থঃ কো দুর্লভো হি নৃণাংপ্রভো
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শিবপ্রীত্যর্থমাচরেৎ ॥ ২
যাবদ্দাতুং শিবঃ শক্তস্তাবচ্চিন্তয়িতুং প্রভুঃ ।
তৎ সর্ব্বং ন নরঃ সৌখ্যং শিবপ্রীত্যর্থমাচরেৎ
ঋদ্ধিসিদ্ধী ন দূরস্থে শিবপ্রীত্যর্থকর্ম্মণাম্ ।
নরাণাং নরনাথে কিং প্রীতে তু দুর্লভং ভবেৎ
বিশ্বেশ্বরং সদা প্রেম্ণা যে ভজন্তি নরোত্তমাঃ
ইহ সৌখ্যং চিরং ভুক্ত্বা হ্যন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥
শ্রীশম্ভুনাথং ভুবি মানবা যে
ভজন্তি ভক্ত্যা নরলোকবন্দ্যাঃ ।
ভবন্তি তে হাটকপূর্ণগেহা
দেহাবসানে শিবলোকভাজঃ ॥ ৬

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুষ্প অথবা পত্র একবার মাত্রও শিবলিঙ্গে অর্পণ করিলে অনন্ত ফল হয়, ইহা কথিত আছে এবং তাহাই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। হে প্রভাব-সম্পন্ন নারদ! শিব পরিতুষ্ট হইলে পুরুষের কোন্ পদার্থ দুর্লভ হয়? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শিবপ্রীতিসম্পাদক কার্য্য করিবে। শিব যত সুখ-সম্পত্তি প্রদান করিতে সমর্থ, মানব তাহা চিন্তা করিয়াও উঠিতে পারে না। অতএব শিবপ্রীতিজনক কার্য্য কর্ত্তব্য। যাহারা শিবপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও সিদ্ধি উভয়ই সমীপে অবস্থিত। নরনাথ প্রীত হইলে নরগণের কি দুর্লভ থাকিতে পারে? যে সব নরশ্রেষ্ঠ প্রেমসহকারে বিশ্বেশ্বরকে সতত ভজনা করেন, তাঁহারা বহুকাল ইহ-লোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল নরলোক-বন্দনীয় মানব ভূতলে ভক্তিভাবে শ্রীশম্ভু-

ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ ।
যোঽন্তকালে শিবং স্মর্য্যাচ্ছিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ
নির্ম্মাল্যং ধারয়েদ্ভক্ত্যা শিরসা পার্ব্বতীপতেঃ ।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৮
শিরসা শিবনির্ম্মাল্যং ভক্ত্যা যো ধারয়িষ্যতি ।
অশুচির্ভিন্নমর্য্যাদঃ সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা ॥৯
স্বৈরী চৈবাপ্রযুক্তাত্মা নিয়মৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ ।
তস্য পাপানি নশ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০
লোভান্ন ধারয়েচ্ছম্ভোর্নির্ম্মাল্যং ন চ ভক্ষয়েৎ
ন স্পৃশেদপি পাদেন লঙ্ঘয়েন্নাপি নারদ ॥ ১১
নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাচ্ছম্ভোশ্চাণ্ডালঃ সোঽভিজায়তে
পৃথূদকং মহাতীর্থং গঙ্গা চ যমুনা তথা ।
নর্ম্মদা সরযুঃ শিপ্রা তথা গোদাবরী নদী ।
সদা সন্নিহিতাস্ত্বেবং শম্ভোঃ স্নানোদকে মুনে ॥
শম্ভোঃ স্নানোদকং সেব্যং সর্ব্বতীর্থময়ং হি তৎ
ধারণাৎ পাপসঙ্ঘাতৈস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥১৪
লিঙ্গে স্বায়ম্ভুবে বাণে রত্নজে রসনির্ম্মিতে ।
সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ন চণ্ডোঽধিকৃতো ভবেৎ
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যংভক্তৈর্ধার্য্যং প্রযত্নতঃ ।
ন তান্ স্পৃশন্তি পাপানি মনোবাক্কায়জান্যপি ॥

নারদ উবাচ ।

কিং লিঙ্গংপ্রোচ্যতে তাত কেন বা তদধিষ্ঠিতম্
ভগবন্ ব্রূহি মে সর্ব্বমাশ্চর্য্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

অব্যক্তং লিঙ্গমিত্যাহুরানন্দং তমসঃ পরম্ ।
মহাদেবস্য যত্নেন লিঙ্গী স্যাৎতেন শঙ্করঃ ॥১৮
একার্ণবে পুরা ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
মম বিষ্ণোঃ প্রবোধার্থমাবির্ভূতং শিবাত্মকম্ ॥
তদাপ্রভৃত্যহং বিষ্ণুর্ভক্ত্যা পরময়া মুদা ।
লিঙ্গমূর্ত্তিধরং শান্তং পূজয়াবো বৃষধ্বজম্ ॥২০

নাথকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগের ভবন সুবর্ণপূর্ণ এবং দেহান্তে শিবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, সুবর্ণ-স্তেয়ী অথবা গুরুদারগামী, যে কেহ হউক না, অন্তকালে শিবস্মরণ করিলে তাহার শিবসাযুজ্য লাভ হইবেই। শিবনির্ম্মাল্য ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ করিলে রাজসূয়-যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারা যায়। অশুচি, নিয়মলঙ্ঘনকারী, স্বচ্ছন্দা-চারী, অবশচেতাঃ, নিয়মবহিষ্কৃত অথবা যে কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে শিবনির্ম্মাল্য ধারণ করিবে, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে নারদ! লোভবশতঃ শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণ বা ধারণ করিবে না। শিবনির্ম্মাল্য পায় স্পর্শ করাইবে না এবং লঙ্ঘন করিবে না, শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিলে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! মহাতীর্থ পৃথূদক, গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সরযু, শিপ্রা এবং গোদা-বরী শিবের স্নানীয়জলের সতত সন্নিহিত। শিবের স্নানীয়জল সেবনীয়; কেননা, তাহা সর্ব্বতীর্থময়। শিব-স্নানীয় জল ধারণ করিলে পাপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়। স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, রত্নময়-পারদময় এবং সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্যে চণ্ডেশ্বরের অধিকার নাই *। শিবপাদোদক এবং শিবনির্ম্মাল্য ভক্তগণ যত্নসহকারে ধারণ করিলে মানস, বাচিক এবং দৈহিক পাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।১—১৬। নারদ বলিলেন,—পিতঃ! লিঙ্গ কাহার নাম? লিঙ্গের অধিষ্ঠাতাই বা কে? হে ভগবন্! এই সকল আশ্চর্য্য এবং উত্তম বিষয় আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তমোতীত অব্যক্ত আনন্দই লিঙ্গ নামে কথিত। লিঙ্গ মহাদেবেরই যত্নোদ্ভূত, এইজন্য শঙ্করকে লিঙ্গী বলা গিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ঘোর একার্ণব সময়ে স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট হইলে আমার এবং বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য শিবস্বরূপ লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। তদবধি আমি এবং বিষ্ণু পরম ভক্তিসহকারে লিঙ্গ-মূর্ত্তিধারী শান্ত বৃষধ্বজকে পূজা করিয়া থাকি।

* এই সকল শিবলিঙ্গ পূজাতে প্রচণ্ড ব্যক্তির অধিকার নাই, এরূপ অনুবাদও হয়।

নারদ উবাচ।
লিঙ্গং কথমভূৎ পূর্ব্বমানন্দমজরং ধ্রুবম্।
প্রবোধার্থঞ্চ যুবয়োর্বক্তুমর্হসি পদ্মজ ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ।
আসীদেকার্ণবে ঘোরে নির্ব্বিভাগে তমোময়ে।
শেতে চ ভগবান্ বিষ্ণুস্তপ্তজাম্বূনদপ্রভঃ ॥ ২২
তৎসমীপমহং গত্বা সংরম্ভাদিদমুক্তবান্।
কস্ত্বং কিমর্থং বা শেষে শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ দুর্ম্মতে ॥ ২৩
কুরু যুদ্ধং ময়া সার্দ্ধমহমেব জগৎপতিঃ।
অথ বা ভজ মাং দেবং ত্রৈলোক্যস্যাভয়প্রদম্
এবং মদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্ মধুসূদনঃ।
মামব্রবীদমেয়াত্মা কথং গর্ব্বায়সে মুধা ॥ ২৫
কর্ত্তাহং সর্ব্বলোকানাং পালকোঽহং ন সংশয়ঃ
সংহর্ত্তাহং পুনশ্চান্তে নান্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ॥
এবং বিবাদে সঞ্জাতে মম দেবেন শার্ঙ্গিণা।
প্রাদুর্ভূতং তদা লিঙ্গমাবয়োর্দর্পহারি তৎ ॥ ২৭
কালাগ্নিপ্রযুতপ্রখ্যং জ্বালামালাসমাকুলম্।
আদিমধ্যান্তরহিতং ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৮
তস্মিঁল্লিঙ্গে মহাদেবঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৯
অর্দ্ধনারীশ্বরোঽনন্তস্তেজোরাশির্দুরাসদঃ।
জ্যেষ্ঠত্বং যুবয়োস্তাবদাস্তাং কিঞ্চিদ্‌ব্রবীম্যহম্
মূলং মমাস্য লিঙ্গস্য যদি পশ্যতি মাধবঃ।
নূনং ভবিষ্যতি জ্যেষ্ঠ ইতি দেবেন ভাবিতম্
মূর্দ্ধানমস্য লিঙ্গস্য যদি পশ্যতি পদ্মজঃ।
ভবিষ্যতি ততো জ্যেষ্ঠ ইতি দেবেন ভাবিতম্
এবং শম্ভোর্নিগদিতমুররীকৃত্য নারদ।
গতোঽহমস্য মস্তকং দ্রষ্টুং তস্য লিঙ্গস্য পুত্রক ॥
আবয়োর্বর্ষসাহস্রং গচ্ছতোর্মোহিতাত্মনোঃ।
গতং দেবঋষে নূনং বিস্ময়াবিষ্টচিত্তয়োঃ ॥ ৩৪
হরিমূলমদৃষ্ট্বৈব তং দেশং পুনরাগতঃ।

নারদ বলিলেন,—পূর্ব্বে আনন্দস্বরূপ অজর এবং নিত্য শিবলিঙ্গ আপনাদিগের উভয়ের প্রবোধের জন্য কেন আবির্ভূত হন, হে কমলযোনে! তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঘোর একার্ণবকালে জগৎ পরিচ্ছেদশূন্য এবং তমোময় হইলে তপ্ত-কাঞ্চনপ্রভ ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান ছিলেন; আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ক্রোধসহকারে এই কথা বলিলাম, অরে দুর্ম্মতি! কে তুই, কিজন্যই বা শয়ন করিয়া আছিস্? শীঘ্র গাত্রোত্থান কর্, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। আমি জগতের অধিপতি; অথবা ত্রৈলোক্যের অভয়প্রদ পরমদেব বিবেচনা করিয়া আমাকে ভজনা কর। অমেয়াত্মা মধুসূদন আমার এই কথা শুনিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন,—বৃথা গর্ব্ব করিতেছিস্ কেন? আমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা, আমি পালক এবং অন্তে আমিই সংহার করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। আমার সদৃশ কেহ নাই। দেবদেব বিষ্ণুর সহিত আমার এই প্রকার বিবাদ হইলে আমাদের উভয়ের দর্পহারী লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই লিঙ্গ কালানলতুল্য জ্বালামালাপরিবৃত, আদি মধ্য অন্ত এবং ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য। সেই লিঙ্গমধ্যে স্বপ্রকাশ সনাতন সহস্রশীর্ষা সহস্রলোচন সহস্রচরণ অর্দ্ধনারীশ্বর দুরাসদ তেজোরাশিস্বরূপ অনন্ত সনাতন মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তিনি বলিলেন,—তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য-বিবাদ এক্ষণে থাকুক। আমি কিছু বলিতেছি, মাধব যদি আমার এই লিঙ্গের মূল দর্শন করিতে পারেন, তবে তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। ব্রহ্মা যদি আমার এই লিঙ্গের অগ্রভাগ দেখিতে পান, তবে তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। ১৭—৩২। হে পুত্র নারদ! শিবের এই বাক্য স্বীকার করিয়া আমি লিঙ্গের অগ্রভাগ দর্শন করিবার জন্য গমন করিলাম। (বিষ্ণুও মূল দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন * হে দেবর্ষে! আমরা মোহিতচিত্তে সহস্র বৎসর গমন করিলাম, তখন চিত্তে বিস্ময়াবেশ হইল। আমা-

---

(*) এই অংশের অর্দ্ধশ্লোক মূলে পতিত হইয়াছে, বিবেচনা হয়।

যথা হরিস্তথৈবাহমাগতো বৈ মুনে তদা ॥ ৩৫
তমেব শরণং গত্বা সংস্তূয় বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
প্রীতো ভূত্বা মহাদেবো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩৬

ঈশ্বর উবাচ ।

মৎপ্রসাদেন সর্ব্বস্মাদধিকো ভব মাধব ।
মদ্ভক্তানাং ত্বমেবাগ্র্যঃ পূজ্যো মান্যস্ত্বমেব হি
লিঙ্গে মাং পূজয় হরে লিঙ্গমূর্ত্তিধরো হ্যহম্ ।
অত ঊর্দ্ধং ন সন্দেহঃ সর্ব্বে চান্যে দিবৌকসঃ
লিঙ্গারাধনতঃ ক্ষিপ্রমজ্ঞানং নাশয়াম্যহম্ ।
লিঙ্গার্চ্চনরতানাঞ্চ নাস্তি সংসারজং ভয়ম্ ॥৩৯
এবং হরের্বরং দত্ত্বা মামুবাচ মহেশ্বরঃ ।
বিরঞ্চে ভব দাস্যামি গৃহাণ বরমুত্তমম্ ॥ ৪০
চরাচরস্য জগতো মান্যো ভব পিতামহ ।
গৃহাণ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিধে ॥ ৪১
ইত্যাবাভ্যাং বরং দত্ত্বা দেবদেবঃপিনাকধৃক্ ।
বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ ॥
অতঃ প্রভৃতি বিষ্ণ্বাদ্যা দেবা দৈত্যাশ্চ দানবাঃ।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধা যক্ষা নাগাশ্চ কিন্নরাঃ ॥ ৪৩
সম্পূজ্য পরমং লিঙ্গং পরাং সিদ্ধিং গতা মুনে।
নাস্তি লিঙ্গার্চ্চনাদন্যচ্ছ্রেয়োঽস্মিন্ ভুবনত্রয়ে ॥৪৪
জ্ঞাত্বা ত্বমেবং দেবর্ষে লিঙ্গার্চ্চনরতো ভব ।
ক্ষেত্রেষু চৈব তীর্থেষু বনেষূপবনেষু চ ॥ ৪৫
যানি লিঙ্গানি দিব্যানি স্থাপিতানি সুরাসুরৈঃ।
দ্রষ্টব্যানি বুধৈস্তানি শ্রদ্ধয়ৈব হি নারদ ॥ ৪৬
মুক্তিভাজো ভবন্ত্যেবং তেঽপি শম্ভোরনুগ্রহাৎ

নারদ উবাচ ।

কানি স্থানানি দিব্যানি যেষু সন্নিহিতঃ শিবঃ ।
আচক্ষ্ব তানি মে ব্রহ্মন্ মাহাত্ম্যঞ্চাপি কৃৎস্নশঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

মাহাত্ম্যং দিব্যলিঙ্গানাং তীর্থানামপি নারদ ।
অত্র তে কথয়িষ্যামি শ্রূয়তামঘশাসনম্ ॥ ৪৯
যা সা শৈবী পরা মূর্ত্তিঃ শিবভক্ত্যা হ্যপাংপতিঃ
নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাদহঞ্চান্যাশ্চ দেবতাঃ ॥৫০

দিগের উভয়ের মধ্যে বিষ্ণু মূল দর্শন করিতে না পারিয়াই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হে মুনে! বিষ্ণুর ন্যায় আমিও বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তখন আমরা উভয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিলে মহাদেব প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন,—হে মাধব! আমার প্রসাদে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হও, তুমি আমার ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ এবং তুমিই পূজ্য ও মান্য। হে হরে! লিঙ্গে আমাকে তুমি পূজা কর। আমিই লিঙ্গমূর্ত্তিধারী। অতঃপর অন্য দেবতারাও নিশ্চয় লিঙ্গপূজা করিবে। লিঙ্গপূজা করিলে আমি শীঘ্র অজ্ঞান বিনাশ করি। লিঙ্গপূজারত ব্যক্তিগণের সংসার ভয় নাই। মহেশ্বর বিষ্ণুকে এই বর প্রদান করিয়া আমাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তোমাকে উত্তম বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে পিতামহ! তুমি চরাচর জগতের মান্য হও। হে বিধে! তুমি চতুর্মুখে চতুর্ব্বেদ গ্রহণ কর। দেবদেব পিনাকধারী স্বপ্রকাশ বিশ্বেশ্বর আমাদিগের উভয়কে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। হে মুনে! তদবধি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, যক্ষ, নাগ এবং কিন্নরগণ পরম লিঙ্গ পূজা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। ত্রিভুবনে লিঙ্গপূজন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর কিছু নাই। হে দেবর্ষে! তুমি ইহা অবগত হইয়া লিঙ্গপূজাপরায়ণ হও। হে নারদ! ক্ষেত্র, তীর্থ, বন এবং উপবনে যে সব দিব্য লিঙ্গ সুরাসুরগণের স্থাপিত আছে, জ্ঞানিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা দর্শন করিবে। ইহা করিলে শিবের অনুগ্রহে তাহারা মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। ৩৩—৪৭। নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শিব যথায় সন্নিহিত, কোন কোন্ দিব্যস্থান এরূপ আছে? তৎসমস্ত এবং তাহার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! আমি দিব্যলিঙ্গ এবং তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতেছি, সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। সমুদ্র শিবের পরমামূর্ত্তি; স্বয়ং নারায়ণ,

বসন্তি সাগরে নূনং তীর্থরাজেতি স স্মৃতঃ।
জম্বুদ্বীপং মহাপুণ্যং তত্রাপি লবণোদধিঃ॥ ৫১
অহোরাত্রকৃতং পাপং দর্শনাদেব নশ্যতি।
স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রকং পাপং নাশয়ত্যেব সাগরঃ॥
সপ্তরাত্রকৃতং পাপং প্রোক্ষণাদেব নশ্যতি।
পানেন পক্ষজনিতং স্নানাৎ পক্ষদ্বয়স্য চ॥ ৫৩
ঋতুদ্বয়ে তথাষ্টম্যাং পর্ব্বস্নানঞ্চ বার্ষিকম্।
ভানাবনুদিতে নিত্যং যঃ স্নাতি লবণোদধৌ
কপিলায়াঃ ফলং তস্য দত্তায়াঃ শ্রোত্রিয়ে ধ্রুবম্
উপোষ্য রজনীমেকাং রবিসংক্রমণং প্রতি।
স্নাত্বা শতসুবর্ণস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৫
ব্যতীপাতে দিনচ্ছিদ্রে অয়নে বিষুবেষু চ।
যুগাদৌ চ নরঃ স্নাত্বা বিধিবল্লবণোদধৌ॥ ৫৬
গোসহস্রস্য দত্তস্য কুরুক্ষেত্রে ফলং হি যৎ।

তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ভূমিদানস্য চ ধ্রুবম্
দানানি যানি লোকেষু বিখ্যাতানি মনীষিভিঃ
তেষাং ফলমবাপ্নোতি গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ৫৮
বড়বানলমুক্তোঽসৌ পূতো ভবতি নারদ।
অতোঽস্মাদ্ধি পরং নাস্তি সুতীর্থমবনীতলে॥
গঙ্গা গোদাবরী রেবা চন্দ্রভাগা চ বেদিকা।
এতাসাং সঙ্গমো যত্র স্নানং কুর্য্যান্মহোদধৌ॥
যানি পাপানি ঘোরাণি ভ্রূণহত্যাদিকানি চ।
নাশং যান্তি ক্ষণাদেব সঙ্গমস্য প্রভাবতঃ॥ ৬১
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলঞ্চ ভবতি ধ্রুবম্॥ ৬২
সমুদ্রতীরে পরমং তেজোলিঙ্গং দুরাসদম্।
যত্র সিদ্ধাঃ পুরা বৎস মুনয়ঃ সপ্তকোটয়ঃ॥ ৬৩
সপ্তকোটীশ্বরং নাম ততঃ প্রভৃতি নারদ।
তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥
স্মরণাদস্য লিঙ্গস্য গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৬৫
সমুদ্রে বিধিবৎ স্নাত্বা সপ্তকোটীশ্বরং শিবম্।

স্বয়ং আমি এবং অন্য দেবতাগণ শিবভক্তিবশত সেই সাগরে বাস করিয়া থাকি। এইজন্য সমুদ্রের নাম তীর্থরাজ। জম্বুদ্বীপ মহাপবিত্র স্থান; তন্মধ্যে লবণ-সাগর অতি পবিত্র। লবণ-সাগর দর্শনমাত্রেই আহোরাত্রকৃত পাপ বিনিষ্ট হয়। স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্রকৃত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। জলপ্রোক্ষণে সপ্তাহকৃত পাপ বিনিষ্ট হয়। সেই জল পান করিলে একপক্ষসঞ্চিত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে; স্নান করিলে মাস-সঞ্চিত পাপ বিনিষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টমীতে স্নান করিলে ঋতুদ্বয়সঞ্চিত পাপ বিনিষ্ট হয় এবং সংক্রান্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পর্ব্বে স্নান করিলে বার্ষিক পাপ বিনিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে লবণসমুদ্রে স্নান করে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কপিলা গো দান করিলে যে ফল হয়, তাহার নিশ্চয় সেই ফল হইয়া থাকে। এক রাত্রি উপবাস করিয়া সংক্রান্তিতে সাগরে স্নান করিলে শত সুবর্ণদানের ফললাভ হয়। ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, অয়ন-সংক্রান্তি, বিষুব-সংক্রান্তি এবং যুগাদ্যায় বিধিপূর্ব্বক লবণ-সমুদ্রে স্নান করিলে কুরুক্ষেত্রকৃত সহস্র গোদানের ফল হইয়া থাকে। তাদৃশ স্নানকারী মানবের ভূমিদানফল হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে স্নান করিলে লোকবিখ্যাত সমগ্র দানেরই ফললাভ হইয়া থাকে। হে নারদ! বাড়বানলমুক্ত বলিয়া এই তীর্থ এত পূত। এই লবণ-সাগর অপেক্ষা সুতীর্থ পৃথিবীতলে আর নাই। যে স্থলে গঙ্গা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, চন্দ্রভাগা এবং বেদিকা নদীর সঙ্গম হইয়াছে, সমুদ্রের সেই ভাগে স্নান করিবে। ভ্রূণহত্যাদি যে সকল ঘোরতর পাপ থাকে, এই সকল নদীসঙ্গমে স্নানপ্রভাবে তৎসমস্ত ক্ষণমাত্রে বিনষ্ট হয় এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪৮—৬২। সমুদ্রতীরে পরম দুরাসদ তেজোলিঙ্গ অবস্থিত আছেন, তথায় পূর্ব্বকালে সপ্তকোটী মুনিগণ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। হে বৎস নারদ! তদবধি সেই লিঙ্গ সপ্তকোটীশ্বর নামে খ্যাত। সেই লিঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতে আমি অসমর্থ। সেই লিঙ্গের স্মরণ মাত্রে সহস্র গোদানের

যে ব্রজন্তি মহাত্মানো মুক্তিভাজো ভবন্তি তে
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য সহস্রগুণিতং ফলম্।
তথা গোমেধযজ্ঞস্য দর্শনাৎ তৎফলস্ত্বিহ ॥ ৬৭
সপ্তকোটীশ্বরো দেবো দৃষ্টশ্চেদ্ভুবি মানবৈঃ।
ধন্যাস্তে যে চ লোকেঽস্মিংস্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৬৮
তত্র স্নানং জপো হোমো দানঞ্চ পিতৃতর্পণম্।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং সপ্তকোটীশ্বরে শিবে ॥
সপ্তকোটীশ্বরং প্রাপ্য কথং শোচন্তি জন্তবঃ।
সর্ব্বানুগ্রাহকো রুদ্রস্তস্মিল্লিঙ্গে ব্যবস্থিতঃ ॥৭০
ন তচ্ছৈলময়ং লিঙ্গং ন তদ্ধৈমং ন রাজতম্।
ন তদ্রত্নময়ং লিঙ্গং জ্ঞাতব্যমিতি নারদ ॥ ৭১
কিং তজ্জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং শৈবং পদমনাময়ম্
সপ্তকোটীশ্বরং লিঙ্গং প্রাহুর্বেদবিদো বুধাঃ ॥৭২
অহং নারায়ণো দেবঃ শক্রশ্চন্দ্রো দিবাকরঃ ॥
মরুতো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ খেচরা ভূচরাশ্চ যে ॥ ৭৩
অর্চ্চয়িত্বা পরং লিঙ্গং সপ্তকোটীশ্বরং শিবম্।
প্রাপ্তবন্তঃ পরাং সিদ্ধিং তস্মিল্লিঙ্গে চ নারদ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবার্চ্চনমাহাত্ম্যাদিকথনং নাম ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

উজ্জয়িন্যাং মহাকালং যে বৈ পশ্যন্তি মানবাঃ।
অবাপ্নুয়ুঃ পরং লোকং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥১
মহাকালস্য লিঙ্গস্য দিব্যলিঙ্গং তদুচ্যতে।
স্পর্শনাৎ তস্য লিঙ্গস্য সশরীরাঃ শিবং যযুঃ ॥২
তজজ্ঞাত্বা চ ময়া তত্র পাষাণঃ কুক্কুটাকৃতিঃ।
নিক্ষিপ্তশ্চ মহাকালে ততোঽভূৎ কুক্কুটেশ্বরঃ ॥
তত্রৈব নগরে রম্যে শূলেশ্বর ইতি স্মৃতঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৪

ফল লাভ হইয়া থাকে। যথাবিধি সাগর-স্নান করিয়া সপ্তকোটীশ্বর শিব দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সহস্র রাজসূয়-যজ্ঞের ফল এবং গোমেধ-যজ্ঞের ফল সপ্তকোটীশ্বর শিবদর্শনে হইয়া থাকে। যে মানবেরা সপ্তকোটীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করেন, ইহলোকে তাঁহারা ধন্য ও মুক্তি তাঁহাদের করতলস্থ। সপ্তকোটীশ্বর শিবলিঙ্গ সন্নিধানে স্নান, দান, যজ্ঞ, হোম এবং পিতৃতর্পণ অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে, ইহা কথিত আছে। সপ্তকোটীশ্বর শিবলিঙ্গের সমীপবর্ত্তী হইলে প্রাণিগণের আর দুঃখ করিতে হয় না। কেননা, সর্ব্বানুগ্রহকারী রুদ্র সেই লিঙ্গে অবস্থিত। সেই লিঙ্গ পাষাণময়, স্বুবর্ণময় কিংবা রত্নময় নহে; কিন্তু হে নারদ! সেই লিঙ্গ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সনাতন-রূপী, ইহা বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। আমি, নারায়ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, মুনিগণ এবং খেচর, ভূচর, সিদ্ধগণ, এই সপ্তকোটীশ্বর শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া সেই লিঙ্গ-সমীপেই পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৬৩—৭৪।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে মানবগণ উজ্জয়িনীতে মহাকাল দর্শন করিবে, তাহাদিগের দুঃখবর্জ্জিত পরমস্থান প্রাপ্তি হয়। মহাকাল-লিঙ্গ দিব্যলিঙ্গ নামে অভিহিত; সেই লিঙ্গস্পর্শে সশরীরে শিবপ্রাপ্তি হয়। আমি তাহা অবগত হইয়া মহাকাল সন্নিধানে কুক্কুটাকার এক পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করি। মহাকালপ্রভাবে তিনি কুক্কুটেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ হইয়াছেন। সেই রমণীয় নগরে শূলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার দর্শনমাত্রে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ

শূলেশ্বরস্য পূর্ব্বে তু ওঙ্কারং লিঙ্গমুত্তমম্।
তত্র কুণ্ডং মহাদিব্যং পূরিতং পুণ্যবারিণা ॥ ৫
স্নানং সমাচরংস্তত্র প্রযতাত্মা সমাহিতঃ।
দ্বিতীয়েঽহ্নি তৃতীয়েঽহ্নি দশমে বাপি নারদ ॥৬
পক্ষে মাসেঽথ ষণ্মাসে স্বপ্নে পশ্যতি শঙ্করম্।
দিব্যং জ্ঞানমবাপ্নোতি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥৭
যঃ পশ্যেল্লিঙ্গমোঙ্কারং স্নাত্বা কুণ্ডে সমাহিতঃ।
দীক্ষাসহস্রস্য ফলং প্রাপ্য যাতি পরাং গতিম্ ॥
তত্রৈবাগস্ত্যমুনিনা তপসারাধিতঃ শিবঃ।
প্রাদুর্ভূতশ্চ ভগবানগস্ত্যেশ্বরনামতঃ।
প্রসিদ্ধো দর্শনাৎ তস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
তত্রৈব শক্তিভেদাখ্যং তীর্থং মুনিনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা ভদ্রবটং যস্তু পশ্যতি মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্কন্দলোকে মহীয়তে ॥১০
তীর্থানি কোটিশঃ সন্তি উজ্জয়িন্যাং সমন্ততঃ।
তেষাং মাহাত্ম্যমখিলং স্কান্দে স্কন্দেন ভাষিতম্

কুরুক্ষেত্রে তু দেবর্ষে স্থাণুর্নাম মহেশ্বরঃ।
তপস্তপ্ত্বা ময়া তত্র প্রাপ্তং ব্রহ্মত্বমুত্তমম্ ॥১২
বালখিল্যাদয়স্তত্র সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ পরাং পুরা ॥
তত্রাসীৎ পুলহঃ পূর্ব্বং মশকঃ স্থাণুমন্দিরে।
মৃতস্তু বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা দিব্যমনোরথান্
তদন্তে মৎসুতো জাতঃ স্থাণুমূঢ়প্রভাবতঃ ॥১৪
সর্ব্বদেবময়ো যত্র স্থাণুর্নাম মহেশ্বরঃ।
ইষ্টঃ সকৃচ্চ মনুজঃ শৈবং পদমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
তীর্থরাজ ইতি খ্যাতঃ প্রয়াগো মুনিসত্তমাঃ।
গঙ্গাযমুনয়োস্তত্র সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৬
তত্র স্নাত্বা দিবং গত্বা ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেপ্সয়া
আস্তে মহেশ্বরো যত্র সর্ব্বানুগ্রাহকঃ পরঃ ॥১৭
দর্শনাদক্ষয়াল্লোঁকান প্রাপ্নোতি মনুজোত্তমঃ ॥
অন্যতীর্থং পরং গুহ্যং গয়াতীর্থমিতি স্মৃতম্।
যত্র শম্ভোর্ভগবতশ্চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ১৯

হয়। শূলেশ্বরের পূর্ব্বভাগে উত্তম ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ। পুণ্যবারি-পরিপূর্ণ মহা দিব্য-কুণ্ড তথায় বর্ত্তমান। পবিত্র একাগ্রচিত্তে তথায় স্নান করিলে দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, দশম দিন, পঞ্চদশ দিন, এক মাস অথবা ছয় মাসের মধ্যে স্বপ্নে শিবদর্শন হয় এবং হে নারদ! পরে দেবদুর্লভ দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সমাহিতভাবে সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া ওঙ্কারলিঙ্গ দর্শন করিলে সহস্র-যজ্ঞদীক্ষা-ফল লাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সেই স্থানেই অগস্ত্যমুনি তপস্যা-যোগে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান্ শিব প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই অগস্ত্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার দর্শনে ব্রহ্মহত্যা দূর হয়। সেই স্থানেই শক্তিভেদ নামক মুনি-সেবিত তীর্থ; তথায় স্নান করিয়া যে মানব ভদ্রবট দর্শন করে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়লোক প্রাপ্তি তাহার হয়। উজ্জয়িনীর চতুর্দ্দিকে কোটী কোটী তীর্থ আছে, তৎসমস্তের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে দেবর্ষে! কুরুক্ষেত্রে স্থাণু নামে মহেশ্বর আছেন; আমি তথায় তপস্যা করিয়া উত্তম ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। বালখিল্যাদি ঋষিগণ পূর্ব্বকালে সেই স্থানে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুলহ-ঋষি পূর্ব্বজন্মে সেই স্থাণুমন্দিরে মশক ছিলেন, তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বিবিধ প্রকার দিব্য অভিলাষানুযায়ী ভোগ করিয়া পরিশেষে স্থাণুর অচিন্তনীয় প্রভাবে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বদেবময় স্থাণু নামক সেই মহেশ্বরকে একবার পূজা করিলে শিবপদ লাভ হয়।১—১৫। হে মুনিসত্তম! প্রয়াগ তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত তীর্থ; তথায় লোকবিখ্যাত গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম আছে। তথায় স্নান করিলে স্বর্গলাভ এবং অভিলষিত ভোগপ্রাপ্তি হয়। সর্ব্বানুগ্রহকারী শিব তথায় বর্ত্তমান আছেন। যে মানবশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। পরম গোপনীয় অন্য তীর্থ আছে, তাহার নাম গয়াতীর্থ। তথায় ভগবান্ শিবের চরণযুগল প্রতিষ্ঠিত আছে।

পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তিস্তত্র পিণ্ডপ্রদানতঃ। ২০
মহানদ্যাং নরঃ স্নাত্বা রুদ্রপাদং স্পৃশেদ্‌যদি।
শিবলোকমবাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ মোদতে।
মহাকালং মহাতীর্থং কালকালস্য বল্লভম্।
তত্রাপি দেবদেবেন বিন্যস্তশ্চরণো ভুবি। ২২
তত্র স্নাত্বা তু মেধাবী চরণং পার্ব্বতীপতেঃ।
যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা শৈবং পদমবাপ্নুয়াৎ।

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে মহাকালাদিমাহাত্ম্যকথনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রায়ঃ প্রান্তমুপোষ্যং স্যাৎ তীর্থে দেবফলেপ্সুভিঃ।
মূলং হি পিতৃতুষ্ট্যর্থং পিত্র্যঞ্চোক্তং মহর্ষিভিঃ।
যাংপ্রাপ্যাস্তমুপৈত্যর্কঃ সা চেৎ স্যাৎ ত্রিমুহূর্ত্তিক
ধর্ম্মকৃত্যেষু সর্ব্বেষু সম্পূর্ণাং তাং বিদুস্তিথিম্।
অষ্টম্যেকাদশী ষষ্ঠী তৃতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
কর্ত্তব্যা পরসংযুক্তা অপরা পূর্ব্বমিশ্রিতা। ৩
বৃহত্তপা তথা রম্ভা সাবিত্রী বটপৈতৃকী।
কৃষ্ণাষ্টমী সভূতা চ কর্ত্তব্যা সম্মুখী তিথিঃ। ৪
লিঙ্গে স্বায়ম্ভুবে বাণে রত্নে চ রসনির্ম্মিতে।
সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ন চণ্ডস্যাধিকারতঃ। ৫
বাণলিঙ্গং স্বয়ংভূমিশ্চন্দ্রকান্তিস্তথৈব চ।
চান্দ্রায়ণসমং পুণ্যং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ। ৬
বৃষং চণ্ডং বৃষঞ্চৈব সোমসূত্রং পুনর্বৃষম্।
চণ্ডঞ্চ সোমসূত্রঞ্চ পুনশ্চণ্ডং পুনর্বৃষম্। ৭
আরঞ্চ আরনালঞ্চ কাংস্যপাত্রং মসূরিকা।
চণকাস্তিলতৈলঞ্চ মন্ত্রবীর্য্যহরাণি ষট্। ৮

সেখানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে। মানব মহানদীতে স্নান করিয়া রুদ্রপাদ স্পর্শ করিলে শিবলোক প্রাপ্ত এবং পিতৃগণের সহিত আনন্দিত হয়। শিবপ্রিয় মহাতীর্থ মহাকালেও দেবাদিদেব ভূতলে চরণবিন্যাস করিয়াছেন। যে মেধাবী মানব স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে শিবের চরণ দর্শন করিবে, তাহার শিবপদ-প্রাপ্তি হইবে। ১৬—২৩।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈবকর্ম্মের ফলপ্রার্থী ব্যক্তিগণ প্রায়ই তিথির শেষখণ্ডে উপবাস করিবে, অর্থাৎ এক তিথি দুই দিন থাকিলে তাহার শেষভাগ লইয়া প্রায়ই দেবকার্য্য করিতে হয় এবং পিতৃগণের সন্তোষের জন্য তিথির পূর্ব্বভাগ গ্রাহ্য, অর্থাৎ এক তিথি দুই দিন থাকিলে পিতৃকার্য্যে পূর্ব্বভাগ প্রায়ই গ্রাহ্য; এই জন্য মহর্ষিগণ ইহার নাম বলিয়াছেন পিত্র্য। যে তিথিতে সূর্য্যাস্ত হয়, সেই তিথি দিবসে তিন মুহূর্ত্ত-মাত্র থাকিলেও সকল ধর্ম্মকার্য্যে (শ্রাদ্ধবিশেষ এবং উপবাসবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কার্য্যে) সম্পূর্ণ তিথি বলিয়াই জ্ঞেয়। অষ্টমী, একাদশী, ষষ্ঠী, তৃতীয়া এবং চতুর্দ্দশী (বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত) পর তিথিযোগে গ্রাহ্য, অর্থাৎ দুই দিন এই সকল তিথি থাকিলে পরদিনে কর্ম্ম করিতে হয়। অপর সকল তিথি পূর্ব্বতিথিযোগে গ্রাহ্য। বৃহত্তপা, রম্ভা, সাবিত্রী, বটপৈতৃকী, কৃষ্ণাষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীর সম্মুখভাগ ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, রত্নলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ এবং সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্যে চণ্ডেশ্বরের অধিকার নাই। বাণলিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ এবং চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের নৈবেদ্য-ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ তুল্য পুণ্য হয়। বৃষ, চণ্ড, বৃষ, সোমসূত্র, বৃষ, চণ্ড, সোমসূত্র, চণ্ড এবং বৃষ এই নামে এইরূপ ক্রমে পূজা করিবে। ১—৮। আর, আরণাল, কাংস্য-পাত্র, মসূরী, চণক এবং তিলতৈল এই

বামপার্শ্বে বিনিক্ষিপ্য গৃহীত্বা বামপাণিনা।
ধৃত্বা চ দক্ষিণে পাণৌ তৈলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্
গুশব্দস্ত্বন্ধকারশ্চ রুশব্দস্ত নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধত্বাদ্ গুরুশব্দো নিগদ্যতে ॥১০
গুরুত্যাগী লভেন্মৃত্যুং মন্ত্রত্যাগী দরিদ্রতাম্।
গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাৎ সিদ্ধোঽপি নরকং ব্রজেৎ
একমর্ঘ্যং প্রদাতব্যং মধ্যাহ্নে ভাস্করং প্রতি।
উভয়োঃ সন্ধ্যয়োরাপস্ত্রিঃ ক্ষিপেদসুরক্ষয়াৎ ॥
ভ্রাতৃদ্বয়ং ন কুর্ব্বীত ন কর্ত্তব্যং পিতাসুতম্।
অনগ্নিকং ন কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাদ্গর্ভিণীপতিম্ ॥
নিরগ্নিকঃ স্মৃতস্তাবদ্যাবদ্ভার্য্যাং ন বিন্দতি।
সাগ্নিকো ভার্য্যয়া যুক্ত ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥
প্রণামমেকহস্তেন একং বাপি প্রদক্ষিণম্।
কালসেবা তথাকালে অব্দপুণ্যং বিনশ্যতি ॥১৫
সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনে গুরৌ।
প্রত্যেকঞ্চ নমস্কারং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

ছয়টী দ্রব্য মন্ত্রবীর্য্যের নাশক। বামপার্শ্বে নিক্ষেপ, বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ এবং দক্ষিণহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া তৈলে জলপ্রক্ষেপ করিবে। "গু" শব্দে অন্ধকার এবং "রু" শব্দে বিনাশকর্ত্তা; অন্ধকার-বিনাশক বলিয়া গুরু গুরুপদবাচ্য। গুরুত্যাগে মৃত্যু এবং মন্ত্রত্যাগে দারিদ্র্য হয়। গুরু এবং মন্ত্র পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধও নরকগামী হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে সূর্য্যোদ্দেশে একবার জলদান করিবে, উভয় সন্ধ্যার অশুভ ক্ষয়ের জন্য তিনবার জলদান করিবে। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ কোন ভ্রাতাই দীক্ষণীয় নহেন। পিতা পুত্রকে দীক্ষা দিবেন না,নিরগ্নিক ব্যক্তি সাগ্নিককে দীক্ষা দিবে না এবং গর্ভিণী পতিসহবাস করিবে না। যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সেই পর্য্যন্তই নিরগ্নি। ভার্য্যাযোগ হইলে তাহাকে সাগ্নিক বলা যায়। একহস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ এবং অনুপযুক্ত কালে কালানুরূপ সেবায় এক বৎসরের পুণ্যফল বিনষ্ট হয়। সভা, যজ্ঞশালা, দেবমন্দির এবং গুরু, সমীপে প্রত্যেককে

গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব মুদ্গধান্যং তিলা যবাঃ
এতে চৈবাক্ষারগণা অন্যে ক্ষারগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
মক্ষিকা মশকা বেশ্যা যাচকাশ্চৈব মূষকাঃ।
গণকা গ্রামণীশ্চৈব সপ্তৈতে পরভক্ষকাঃ ॥১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে তিথিনির্ণয়াদিকথনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়।

নারদ উবাচ।
হেতুনা কেন ভগবান্ কালকালো মহেশ্বরঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ ব্রূহি মে কমলোদ্ভব ॥১
ব্রহ্মোবাচ।
আসীন্মুনিবরঃ পূর্ব্বং নাম্না শ্বেত ইতি স্মৃতঃ।
তীর্থোদকানি সেবেত যমাংশ্চ নিয়মাংস্তথা ॥২
মাহেশ্বরাগ্রণীঃ শান্তো মহাদেবার্চ্চনে রতঃ।

নমস্কার করিলে প্রাকৃত পুণ্য নষ্ট হয়। গোদুগ্ধ, গব্যঘৃত, মুদ্গ, ধান্য, তিল, এবং যব, ইহাই অক্ষার নামে অভিহিত, আর সমস্তই ক্ষার। মক্ষিকা, মশক, বেশ্যা, যাচক, মূষিক, গণক এবং নাপিত ইহারা পরভোগী। ৯—১৮ ॥ *

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! কমলযোনে! ভগবান্ মহেশ্বর কি কারণে যমের কালস্বরূপ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, বলিতে আজ্ঞা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—পূর্ব্বকালে শ্বেত নামে এক প্রধান মুনি ছিলেন; তিনি তীর্থজল-স্নায়ী, যম-নিয়ম-সেবী, শমগুণাবলম্বী, শিবপূজারত

---

* এই অধ্যায়টী সুপরিশুদ্ধ এবং সুসঙ্গত নহে।

তং নেতুমাগতঃ কালো দণ্ডহস্তো ভয়ঙ্করঃ ॥৩
দৃষ্ট্বা কালং স বিপ্রেন্দ্রো ভয়ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
স্পৃষ্ট্বা করাভ্যাং তল্লিঙ্গং ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্
প্রহসন্নব্রবীৎ কালঃ শ্বেতং মুনিবরং মুনে।
প্রাপ্তে ময়ি কথং ব্রহ্মন্ স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ ৫
চরন্তি মদ্ভয়াৎ সর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যং তপাংসি চ।
তীর্থং দানং প্রশংসন্তি নিরতাঃ স্বেষু কর্ম্মসু ॥
যজন্তি মদ্ভয়াদ্দেবান্ যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংস্তথা।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ নেষ্যামি মম পাশবশং গতঃ ॥ ৭
দাতারো নৈব পশ্যন্তি ভবাদ্য মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৮
এবং নিশম্য বচনং স বৈ কালস্য নারদ।
অথাব্রবীদ্ যমং ভীতঃ পাশহস্তং করালিনম্
কথমীশার্চ্চনরতং ত্বং মাং নেতুমিহার্হসি।
শিবার্চ্চনরতানাঞ্চ ত্বত্তঃ কস্মাদ্ভয়ং বদ ॥ ১০
এবমুক্তো যমঃ কোপাদুদ্বদ্ধ্বা মুনিপুঙ্গবম্।
পাশৈর্দৃঢ়তরৈঃ শীঘ্রং ধ্যায়মানং মহেশ্বরম্ ॥১১

অথ দেবো মহাদেবঃ প্রাদুর্ভূতস্ত্রিলোকভৃৎ।
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং প্রহৃষ্টোঽভবৎ তদা মুনিঃ
শঙ্করোঽথাব্রবীৎ কালং মম ভক্তং বিমোচয়।
স্বতন্ত্র এব মদ্ভক্তঃ স কথং নীয়তে ত্বয়া ॥ ১৩
যদুক্তং দেবদেবেন তদতিক্রম্য সূর্য্যজঃ।
পুনর্ববন্ধ নৃপতিং স্বপুরীং গমনোদ্যতঃ ॥ ১৪
অথ দেবো মহাদেবো বিশ্বেশ্বর উমাপতিঃ।
অকরোদ্ভস্মসাৎ কালং শ্বেতঃ পাশৈর্বিমোচিতঃ
দত্তং ভগবতা তস্মৈ গাণপত্যঞ্চ শাশ্বতম্ ॥১৫
দেব্যা সহ মহাদেবঃ ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ।
অনেন হেতুনা শম্ভুঃ কালকাল ইতি স্মৃতঃ ॥১৬
অহঞ্চ বিষ্ণুনা সার্দ্ধং স্তুত্বা দেবং মহেশ্বরম্।
প্রসাদ্যাথ পুনর্জাতঃ কালঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ ॥১৭
অন্যত্তীর্থং পুণ্যতমং জালেশ্বরমিতি স্মৃতম্।
রেবাতীরে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৮

এবং শৈবাগ্রগণ্য ছিলেন। ভয়ঙ্কররূপী যম তাঁহাকে লইবার জন্য দণ্ডহস্তে উপস্থিত হইলেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ যমদর্শনে ভীতি-ব্যাকুলচিত্তে করযুগলে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করত শিবধ্যান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তখন যম অট্টহাস্য করত মুনিবর শ্বেতকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি উপস্থিত হইলে, প্রাণীরা কি আর সুস্থ থাকিতে পারে? আমার ভয়েই লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা করিয়া থাকে এবং স্ব স্ব কর্ম্মপরায়ণ হইয়া তীর্থ ও দানের প্রশংসা করিয়া থাকে। আমার ভয়েই লোকে বিবিধ যজ্ঞ ও দেবপূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে উঠ, মদীয় পাশের বশবর্ত্তী হও, লইয়া যাই; অদ্য তোমার দাতৃবৃন্দ তোমাকে আর দেখিতে পাইবে না। হে নারদ! শ্বেত, যমের এইপ্রকার কথা শুনিয়া সভয়ে সেই পাশহস্ত করালরূপী যমকে বলিলেন,—আমি শিবপূজারত, আমাকে লওয়া ত আপনার আয়ত্ত নয়; শিবপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের আপনা হইতে কেন ভয় থাকিবে, বলুন। শ্বেতমুনি এই কথা বলিলে, শিবধ্যানরত সেই মুনিবরকে যম দৃঢ়তর পাশে শীঘ্র বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ত্রিলোককর্ত্তা দেবদেব মহাদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। শ্বেতমুনি দেবদেব ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্ট হইলেন। শঙ্কর যমকে বলিলেন,—আমার ভক্তকে ছাড়িয়া দাও। আমার ভক্ত স্বাধীন; তাহাকে তুমি লইয়া যাইতেছ কেন? দেব-দেব যাহা বলিলেন, রবিসুত তাহা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্বীয় নগরে গমনোদ্যত হইয়া শ্বেত-মুনিকে পুনর্ব্বার বন্ধন করিলেন। ১—১৪। অনন্তর দেবদেব মহাদেব উমাপতি বিশ্বেশ্বর যমকে ভস্মসাৎ করিলেন, শ্বেতমুনিকেও পাশ বন্ধন-বিমুক্ত করিলেন। ভগবান্ শিব তাঁহাকে নিত্য-গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাদেব ক্ষণমধ্যে দেবীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন। এই হেতু শম্ভু কাল-কাল নামে অভিহিত। পরে বিষ্ণু সমভি-ব্যাহারে আমি মহাদেবকে স্তব দ্বারা প্রসন্ন করিলে, তাঁহার অনুগ্রহে কাল পুনর্জীবিত হয়। হে মুনিবর! নর্ম্মদাতীরে আর এক পবিত্রতম মহাপাতকনাশন তীর্থ আছে,—

কোটিশঃ সন্তি তীর্থানি তস্মিন্ জ্বালেশ্বরে শিবে।
তত্র স্নাত্বা দেবঋষে দৃষ্ট্বা জ্বালেশ্বরং শিবম্॥
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য শিবলোকে মহীয়তে॥ ২০
অন্যং শ্রীপর্ব্বতং শ্রেষ্ঠং সিদ্ধানামালয়ং শুভম্।
তত্র সিদ্ধাশ্চ মুনয়ো দৃশ্যন্তে সর্ব্বতো গিরৌ॥
সদা সন্নিহিতঃ শম্ভুর্লিঙ্গে শ্রীমল্লিকার্জ্জুনে।
দৃষ্টে তস্মিন্ পরে লিঙ্গে জীবন্মুক্তো নরো ভবেৎ॥২২
মনুষ্যাঃ পশবঃ কোটিমৃগাশ্বমশকাদয়ঃ।
শ্রীপর্ব্বতে মৃতাঃ সর্ব্বে যান্তি শম্ভোঃ পরং পদম্
কেদারে পরমং তীর্থং প্রিয়ং দেবস্য শূলিনঃ।
তত্র স্নাত্বোদকং পীত্বা সম্পূজ্য চ পিনাকিনম্।
গাণপত্যমবাপ্নোতি দেবানামপি দুর্লভম্॥ ২৪
বৃষধ্বজে পরং তীর্থং দেবিকায়াস্তটে মুনে।
যত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
গোদাবরী নদী যত্র নির্গতা পাপহারিণী।
তত্র দেবাধিদেবেশস্ত্রিয়ম্বক ইতি স্মৃতঃ॥ ২৬
তত্র স্নানং জপো দানং ব্রহ্মযজ্ঞমখঃ কৃতঃ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং নূনং ব্রহ্মগিরৌ মুনে॥
তত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা দেবদেবং ত্রিয়ম্বকম্।
স্কন্দনন্দিসমো ভূত্বা ক্রীড়তে শিবসন্নিধৌ॥২৮
রেবায়া নাতিদূরে তু গোকর্ণ ইতি বিশ্রুতঃ।
অনুগ্রহার্থং লোকানাং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ॥
নিয়তোঽনিয়তো বাপি যো বা কো বাপি মানবঃ
যস্তু পশ্যতি গোকর্ণং রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ॥৩০
দেবস্য বায়ুদিগ্‌ভাগে দেবেশী ভদ্রকালিকা।
যোগসিদ্ধিপ্রদা নিত্যং দর্শনাৎ প্রাণিনাং মুনে
মহাবলশ্চ ভগবান্ যত্রাস্তে গিরিজাপতিঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ গোসহস্রফলং লভেৎ॥৩২
অন্যদ্দক্ষিণগোকর্ণং সিন্ধুতীর্থে মহেশ্বরঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ॥ ৩৩
অন্যদ্দারুবনং পুণ্যং শঙ্করস্যাতিবল্লভম্।
গিরিজাপতিনা যত্র মোহিতা মুনিপত্নয়ঃ॥ ৩৪

তাহা জ্বালেশ্বর নামে খ্যাত। সেই জ্বালেশ্বর শিব সমীপে কোটি কোটি তীর্থ আছে। হে দেবর্ষে! নর্ম্মদাস্নান করিয়া জ্বালেশ্বর-শিব দর্শন করিলে একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করিয়া শিবলোকের সম্মানিত অধিবাসী হয়। সিদ্ধালয় শ্রীপর্ব্বত নামে আর এক শুভতীর্থ আছে। সেই পর্ব্বতের সকল দেশেই সিদ্ধমুনিগণকে দেখা যায়। শ্রীমল্লকার্জ্জুন লিঙ্গে শিব সতত সন্নিহিত। সেই পরমলিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব জীবন্মুক্ত হয়। মনুষ্য, পশু, মৃগ, অশ্ব এবং মশকাদি কোটি কোটি প্রাণিগণ শ্রীপর্ব্বতে পঞ্চত্ব পাইলে শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কেদারে রুদ্রদেবের পরমপ্রিয় তীর্থ আছে। তথায় স্নান, জলপান এবং শিবপূজা করিলে দেবগণেরও দুর্লভ গাণপত্যপদ প্রাপ্তি হয়। হে মুনে! দেবিকা-নদীতীরে বৃষধ্বজ তীর্থে পরমলিঙ্গ বর্ত্তমান। তথায় স্নান ও শিবদর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর হয়। পাপহারিণী গোদাবরী নদী যেস্থানে নির্গত হইয়াছেন, তথায় দেবাধিদেব ঈশ্বর ত্র্যম্বক নামে খ্যাত হইয়াছেন। হে মুনে! সেই ব্রহ্মগিরিতে স্নান, দান, জপ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অন্য যে কোন যজ্ঞ করিবে, তাহাই অক্ষয়ফলজনক হইবে। তথায় স্নান করিয়া দেবদেব ত্র্যম্বক নামক শিব দর্শন করিলে, কার্ত্তিকেয় ও নন্দীর সমান হইয়া, শিবসমীপে ক্রীড়া করিতে পায়। ১৫—২৮। নর্ম্মদার অনতিদূরে গোকর্ণ নামে বিখ্যাত তীর্থ; তথায় শিব, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। যে মানব, সংযত অসংযত ইত্যাদি যে কোন ভাবে গোকর্ণ-শিব দর্শন করিবে, সেই শিবানুচর হইবে। হে মুনে! গোকর্ণলিঙ্গের বায়ুকোণে দেবেশী ভদ্রকালী আছেন, তাঁহাকে নিত্য দর্শন করিলে, প্রাণিগণের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। তথায় মহাবল-নামক ভগবান্ শিবের দর্শন মাত্রে সহস্র গোদানফলপ্রাপ্তি হয়। সিন্ধুতীর্থে দক্ষিণ-গোকর্ণ নামে আর এক তীর্থ আছে, তথায় মহেশ্বর দর্শন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। দারুবন নামে

নারদ উবাচ।

কথং ভগবতা তাত মোহিতা মুনিপত্নয়ঃ।

আচক্ষ তৎ সমাসেন কৌতুকং হৃদি বর্ত্ততে ॥৩৫

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি ভবস্য চরিতং শুভম্।

শ্রবণাদেব মনুজঃ শিবস্য দয়িতো ভবেৎ ॥৩৬

ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো গোতমো ভাগুরিস্তথা ॥৩৭

বামদেবোঽঙ্গিরাঃ শঙ্খো লিখিতশ্চ বৃহচ্ছ্রবাঃ।

বিশ্বামিত্রোঽথ জাবালিরন্যে চ মুনয়স্তথা ॥ ৩৮

যজ্ঞৈর্যজন্তি দেবেশং তপন্তি চ তপস্তথা।

অজ্ঞাত্বৈব পরং ভাবং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥৩৯

তেষাং মূর্দ্ধোত্থিতো ধূমস্তপসা ক্লেশিতাত্মনাম্।

তেন ধূমেন মহতা ব্যাপ্তো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপঃ ॥৪০

শম্ভোরুৎসঙ্গগা দেবী ধূমব্যাপ্তং জগত্রয়ম্।

দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিশ্বেশং কৌতুকাদীশ্বরেশ্বরী ॥৪১

দেব্যুবাচ।

আশ্চর্য্যমিব মে ভাতি ধূমব্যাপ্তমিদং জগৎ।

ধূমস্য কারণং ব্রূহি দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৪২

ঈশ্বর উবাচ।

যত্র দারুবনং পুণ্যং মম চাতীব বল্লভম্।

তত্র তিষ্ঠন্তি মুনয়স্তপোনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥৪৩

অবিদিত্বৈব মাং দেবি শরীরক্লেশকারিণি।

তেষাং মূর্দ্ধ্নি স্থিতো ধূমো ব্যাপ্নোতি সচরাচরম্

কর্ম্মাণি যানি লোকেষু পুষ্কলানি বহূনি চ।

সর্ব্বাণি নিষ্ফলান্যেব মামজ্ঞাত্বৈব পার্ব্বতি ॥৪৫

এবং দেবস্য বচনং শ্রুত্বামর্ষমথাব্রবীৎ ॥ ৪৬

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।

অজ্ঞানস্য যথা ব্যাপ্তিস্তামহং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥৪৭

এবং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ নীললোহিতঃ।

বিটবেষমথাস্থায় যযৌ দারুবনং প্রতি ॥ ৪৮

আর এক তীর্থ আছে, তাহা শিবের অতি প্রিয়; সেই তীর্থে শিব মুনিপত্নীগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন—পিতঃ! ভগবান্ শিব মুনিপত্নীগণকে কিরূপে মোহিত করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা বলুন, আমার মনে পরম কুতূহল হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! শিবের শুভচরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণ করিলে মানব শিবপ্রিয় হইয়া থাকে। ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, ভাগুরি, বামদেব, অঙ্গিরা, শঙ্খ, লিখিত, বৃহচ্ছ্রবা, বিশ্বামিত্র, জাবালি এবং অন্যান্য মুনিগণ দেবদেব শূলপাণির পরমভাব অবগত না হইয়াই যজ্ঞ দ্বারা শিবপূজন এবং তপস্যা করিতেছিলেন; তপঃক্লিষ্ট সেই মুনিগণের মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হইল, সেই মহাধূমে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ পরিব্যাপ্ত হইল। শিবাঙ্কগতা দেবী ঈশ্বরেশ্বরী ত্রৈলোক্য ধূমব্যাপ্ত অবলোকন করিয়া কৌতূহলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার যেন আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এই ত্রৈলোক্য যে ধূমব্যাপ্ত। হে দেবদেব মহেশ্বর! ধূমের কারণ কি বল। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমার অতিপ্রিয় দারুবন-তীর্থে তপোনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অবস্থান করিতেছেন। আমাকে অবগত না হইয়া তাঁহারা শরীর ক্লেশ দিতেছেন। তাঁহাদের মস্তকস্থিত ধূমই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়াছে। পার্ব্বতি! লোকে যে সকল পর্য্যাপ্ত-ফলকারণ নানা প্রকার কর্ম্ম আছে, আমাকে না জানিলে, তৎসমস্তই নিষ্ফল। ২৯—৪৫। শিবের এই কথা শুনিয়া দেবী রুদ্রকে বলিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! ভাবিতাত্মা মুনিগণ কিরূপ অজ্ঞানব্যাপ্ত, তাহা আমার দেখিতে উৎসাহ হইতেছে। দেবীর এই কথা শুনিয়া ভগবান্ নীললোহিত বিটবেষ ধারণপূর্ব্বক দারুবনে গমন করিলেন; বিষ্ণুও স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের সহিত মিলিত হইলেন। বিষ্ণু-সমভিব্যাহারী শিব দেবদারুবনবাসীদিগকে মায়ায় মোহিত করত সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনিপত্নীগণ শিবদর্শনে মদনানলদীপিত হইয়া লজ্জা

স্ত্রীরূপধারী বিষ্ণুশ্চ শঙ্করেণ সমাগতঃ॥ ৪৯
বিষ্ণুনা সহ বিশ্বেশো দেবদারুবনৌকসঃ।
মোহয়ন্ মায়য়া শম্ভুর্বিচচার বনে তদা॥ ৫০
মুনিস্ত্রিয়ঃ শিবং দৃষ্ট্বা মদনানলদীপিতাঃ।
ত্যক্তলজ্জা বিবস্ত্রাশ্চ যযুস্তা অনু শঙ্করম্॥ ৫১
স্ত্রীরূপধারিণং বিষ্ণুং সর্ব্বে মুনিকুমারকাঃ।
অন্বগচ্ছন্ত দেবর্ষে কামবাণপ্রপীড়িতাঃ॥ ৫২
তদদ্ভুতং তদা জ্ঞাত্বা কুপিতা মুনয়স্তদা।
লিঙ্গহীনং হরং কৃত্বা গোপবেষধরং হরিম্॥৫৩
তদাপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র শিবা মেখলসংজ্ঞিতা।
উভয়োশ্চৈব সংযোগঃ সর্ব্বপাপহরঃ শিবঃ॥৫৪
ইতি শ্রুত্বা তু দেবর্ষির্ব্রহ্মণো বচনং তদা।
জগাম কর্ত্তুং তীর্থানি শিবভক্তিপুরস্কৃতঃ॥৫৫
এতৎ সৌরং পুরাণং তে যথাবৎ সমুদীরিতম্
যচ্ছ্রুত্বা মনুজঃ সম্যগ্‌গোসহস্রফলং লভেৎ॥৫৬
কিং তীর্থৈস্ত প্রয়াগাদ্যৈঃ কিং যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ
যদি শ্রুতং শ্রদ্দধানৈঃ পুরাণমিদমুত্তমম্॥ ৫৭
যত্র দেবাধিদেবস্য মাহাত্ম্যং কথ্যতে বিভোঃ।
গিরীশস্য তু যোগীন্দ্রাঃ কিং তেন সদৃশং ভবেৎ॥ ৫৮
শ্রদ্দধানঃ শিবে ভক্তো নিয়তঃ শৃণুয়াদিদম্।
ব্রাহ্মণাঞ্ছিবভক্তাংশ্চ পুরস্কৃত্য সমাহিতঃ॥৫৯
সমাপ্য সকলং বেদং পূজয়েদ্বাচকং নরঃ।
কনকেন সুশুদ্ধেন তথা চন্দনখণ্ডকৈঃ॥ ৬০
বিশ্বেশ্বরো মহাদেবঃ প্রীয়তামিতি ভাবতঃ।
দদ্যাৎ স্বর্ণং যথাশক্তি বাচকায় সচন্দনম্॥ ৬১
যস্ত্বেকশীরমাত্রাপি দত্তা ভূমিঃ শিবার্থিনা।
সা তারয়তি দাতুর্হি পূর্ব্বজান্ সকলানপি॥ ৬২
শ্রুত্বা গ্রন্থমিমং সম্যগ্‌দদ্যাদ্দানানি শক্তিতঃ॥
তান্যক্ষয়ফলান্যাহুর্মুনয়ো বেদবাদিনঃ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-শৌনকসংবাদে শিবতীর্থকথনং মুনি-পত্নীমোহনং নামৈকোনসপ্ততি-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৯॥

এবং বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবের অনুগামিনী হইল। হে দেবর্ষে! মনিকুমারগণ কামবাণ-পীড়িত হইয়া স্ত্রীরূপধারী বিষ্ণুর অনুগামী হইল। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে লিঙ্গহীন এবং বিষ্ণুকে গোপবেশধারী করিলেন অর্থাৎ সেই মুনিগণ অভিশাপ প্রদান করিলে, অভিশাপের সম্মান রক্ষার্থ, ভক্তবৎসল শিব লিঙ্গহীন এবং বিষ্ণু গোপবেশধারী হন ও লিঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হয়। হে বিপ্রবর! তদবধি গৌরী মেখলানাম্নী হইলেন। মেখলা (গৌরীপট্ট) ও লিঙ্গের যে সংযোগ, তাহাই শিবস্বরূপ; সেই মেখলাসংযুক্ত লিঙ্গ সর্ব্বপাপবিনাশক। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে শিবভক্তি পুরস্কৃত হইয়া তীর্থ করিতে গমন করিলেন।৪৬—৫৫। সূত বলিলেন,—হে শৌনক! এই সৌরপুরাণ আপনার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম; মানব, ইহা শ্রবণ করিলে, সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। যদি শ্রদ্ধাসহকারে এই উত্তম পুরাণ শ্রুত হয়, তাহা হইলে, প্রয়াগাদি তীর্থ এবং প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞে প্রয়োজন কি? হে যোগিশ্রেষ্ঠগণ! যথায় দেবাধিদেব প্রভু গিরীশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেই পুরাণের সদৃশ আর কি থাকিতে পারে? নিয়মী শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে এই পুরাণ শ্রবণ করিবে। সমস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, 'বিশ্বেশ্বর মহাদেব প্রীত হউন' এই অভিপ্রায়ে সুশুদ্ধ সুবর্ণ, চন্দনখণ্ড দ্বারা বাচকের পূজা করিবে; সুবর্ণ ও চন্দন বাচককে যথাশক্তি দিবে। শিবপ্রীতিকামী ব্যক্তি যদি একলাঙ্গল পরিমিত ভূমি প্রদান করে, তবে দাতার সকল পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থশ্রবণের পর যথাশক্তি দান করিবে। বেদবাদী মুনিগণ সেই দানকে অক্ষয় ফলজনক বলিয়াছেন। ৫৬—৬৩।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৯॥

সৌরপুরাণং সম্পূর্ণম্

বিজয়া বটিকা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

রাজ্যেশ্বর রাজা

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

স্ত্রীলোক এবং বালক সকলেই
ইহার পক্ষপাতী।

* * *

ইংরেজ-পুরুষ

বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা ইহার
সবিশেষ পক্ষপাতিনী।

* * *

বিজয়া বটিকার

প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সম .বে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়া বটিকা স্বদেশী সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ-নর-নারীর মন অকর্ষণ করিল।

জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এইখানেই তপস্যা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব!